ঋগ্বেদ সংহিতা

যাঁহাদিগের সরল সত্যপরায়ণ পবিত্র জীবনের স্মৃতি মাত্র

এ জগতে

আমার ধর্ম্মস্বরূপ হইয়াছে;

যাঁহাদিগের অসীম স্নেহ ও বাৎসল্যের চিন্তা

আমার শান্তিস্বরূপ হইয়াছে;

সেই স্বর্গারূঢ়া জননী থাকমণি ও স্বর্গীয় জনক ঈশানচন্দ্র দত্তের

পবিত্র নাম গ্রহণ করিয়া

এই গ্রন্থ

উৎসর্গ করিলাম।

কলিকাতা, ২০ বিডন ষ্ট্রীট,
১০ই সেপ্টেম্বর, ১৮৮৫।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

ভূমিকা।

ঋগ্বেদ সংহিতার প্রথম অষ্টকের অনুবাদ প্রকাশিত হইল। ঋগ্বেদের অনুবাদরূপ গুরু কার্য্যে মাদৃশ ব্যক্তির হস্তক্ষেপ করা ধৃষ্টতা মাত্র। বঙ্গদেশের পণ্ডিতাগ্রগণ্যদিগের মধ্যে কেহ এই বৃহৎ কার্য্যের ভার লইলে আমি পরম সন্তোষ লাভ করিতাম। অনেক দিন হইল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় এই গ্রন্থের একটী সুন্দর অনুবাদ আরম্ভ হইয়াছিল, কিন্তু তাহা শেষ হইল না। পরে কয়েক বৎসর হইল সংস্কৃত কলেজের কৃতবিদ্য ছাত্র পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী এই কার্য্য পুনরায় আরম্ভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি অকালে কালগ্রাসে পতিত হইলেন। তাহার পর বঙ্গভাষায় এই গ্রন্থ অনুবাদ করিবার আর কোনও চেষ্টা করা হয় নাই, শীঘ্র যে হইবে তাহারও সম্ভাবনা দেখিতেছি না।

অথচ জগতের অন্যান্য সুসভ্য দেশে এই গ্রন্থের যথেষ্ট সমাদর ও অনুশীলন আছে। ইউরোপে রোসেন প্রথম বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন, এবং তিনি ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টক লাটিন ভাষায় অনুবাদ করিয়া গিয়াছেন। তিনি অতিশয় যত্ন ও অসাধারণ পাণ্ডিত্য সহকারে এই অনুবাদটী করিয়াছেন। তাহার পর ফরাসী পণ্ডিত লাংলোয়া সমস্ত ঋগ্বেদ সংহিতা ফরাসী ভাষায় অনুবাদ করিয়া ফেলেন। অদ্য পর্য্যন্ত তাঁহার অনুবাদ ভিন্ন ঋগ্বেদ সংহিতার সম্পূর্ণ অনুবাদ কোনও ভাষায় নাই। লাংলোয়া সুশিক্ষিত ও সুরুচিসম্পন্ন পণ্ডিত ছিলেন, কিন্তু তাঁহার অনুবাদটী তাঁহার নিজের কল্পনায় বিজড়িত অতএব দূষিত। এ দেশে প্রথমে উইলসন, পরে রোয়ার মহোদয়গণ বেদের অতি অল্প অংশই ইংরাজিতে অনুবাদ

[illegible]

ইহা ভিন্ন আর মুদ্রিত সটীক ঋগ্বেদ নাই। উইলসন সাহেব সায়ণের টীকা অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিতেছিলেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর কাউয়েল সাহেব সেই কার্য্যের ভার লইয়াছেন। অনুবাদ অর্দ্ধেকের অধিক হইয়াছে, কিন্তু শেষ হয় নাই। বেনফে মহোদয় ঋগ্বেদের কতক অংশ জর্ম্মাণ ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, এবং আচার্য্য মক্ষমূলর মরুদ্গণ সম্বন্ধে মন্ত্রগুলি ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন। তাঁহার এই অনুবাদে তিনি সায়ণাচার্য্যের ব্যাখ্যা অবলম্বন করেন নাই। বোম্বাই নগরের বেদার্থযত্ন প্রণেতাগণ ঋগ্বেদের অনেক দূর ইংরাজিতে ও মহারাষ্ট্রীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছেন, তাঁহারাও সায়ণাচার্য্যকে সকল স্থানে অবলম্বন করেন নাই। ইহা ভিন্ন ইউরোপের সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত মাত্রেই ঋগ্বেদ সম্বন্ধীয় অনেক আলোচনা করিয়াছেন ও করিতেছেন। অদ্বিতীয় ফরাসী পণ্ডিত বর্ণুফ ঋগ্বেদ ও ইরাণীয় জেন্দ অবস্থা তুলনা করিয়া যে সকল ঐতিহাসিক আবিষ্কার করিয়া গিয়াছেন তাহা জগদ্বিখ্যাত। মক্ষমূলর ও রোথ তাঁহার ছাত্র ছিলেন, এবং ইঁহারা উভয়ে ঋগ্বেদ সম্বন্ধে অনেক সারগর্ভ আলোচনা করিয়াছেন।

কেবল কি আমরা এই আর্য্য জাতির আদি গ্রন্থ, এই হিন্দুধর্ম্মের মূল গ্রন্থের পরিচয় গ্রহণে অসমর্থ থাকিব? এটী আমাদের পৈতৃক ধন, কেবল কি আমরাই এই ধনের সম্ভোগে বঞ্চিত থাকিব? ঋগ্বেদের মন্ত্রগুলি সরল, সুন্দর ও প্রকৃতির আলোকে আলোকপূর্ণ, জগতের আর্য্য জাতিদিগের মধ্যে কেবল কি আমরাই এই অপূর্ব্ব কাব্য রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিব? এই অসহ্য চিন্তায় ব্যথিত হইয়া আমি এই গুরু কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছি, যদি তাহাতে ধৃষ্টতা হইয়া থাকে সহৃদয় পাঠকগণ তাহা মার্জ্জনা করিবেন।

এই কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিবার পূর্ব্বে আমি বঙ্গদেশের অদ্বিতীয় পণ্ডিত শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর মহাশয়ের নিকট পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিলাম। সেই সদাশয় উদারপ্রকৃতি মহোদয় কেবল যে আমাকে এই কার্য্য সম্পাদন করিতে উৎসাহ দান করিয়াছিলেন এমন নহে, তিনি নিজে আমার অনুবাদটী দেখিয়া দিবেন এরূপ আশাও দিয়াছিলেন।

তাঁহার নিকট বিশেষরূপে ঋণী আছি। এখনও সময়ে২ আমার আবশ্যক হইলেই তাঁহার নিকট উপদেশ ও সহায়তা প্রাপ্ত হইতেছি।

সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিতবর শ্রীমহেশচন্দ্র ন্যায়রত্ন মহাশয়ও আমাকে এই কার্য্যে যথেষ্ট উৎসাহ ও উপদেশ দিয়াছেন। তিনি স্বয়ং ক্লেশ স্বীকার করিয়া আমার এই অনুবাদটী কতক২ দেখিয়া দিয়াছেন, এবং এই গুরু কার্য্যে আমার যখন যেরূপ সহায়তা আবশ্যক হইবে সেইরূপে আমার সহায়তা করিবেন, এই আশ্বাস বাক্য দ্বারা আমাকে চির কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ রাখিয়াছেন।

ন্যায়রত্ন মহাশয় তাঁহার অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন* এবং আমারও সম্পূর্ণ বিশ্বাস যে সায়ণাচার্য্যের টীকা অবলম্বন না করিয়া ঋগ্বেদের অনুবাদ করিবার এক্ষণে অন্য উপায় নাই। এই স্থির বিশ্বাসে আমি প্রথম অষ্টকের আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত সায়ণের ব্যাখ্যাই অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিয়াছি, অন্য অষ্টক গুলিও এই প্রকারে অনুবাদ করিতেছি। স্থানে২ দুরূহ স্থলে সায়ণের ব্যাখ্যা আমার টীকায় সন্নিবেশিত করিয়াছি, সংস্কৃতজ্ঞ পাঠক তাহা হইতে উপকৃত হইবেন সন্দেহ নাই। যদি কদাচ কোনও স্থানে কোন শব্দের সায়ণের অর্থ হইতে অন্যরূপ অর্থ অনুবাদে দেওয়া হইয়া থাকে, তথায়ও সায়ণের ব্যাখ্যা টীকায় দেওয়া হইয়াছে।

এই প্রণালীতে অনুবাদ কার্য্য সম্পাদন করিবার সময় আমি আমার সুহৃদ সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নিকট যথেষ্ট সহায়তা প্রাপ্ত হইয়াছি। হরপ্রসাদ বাবু সংস্কৃত ভাষা ও প্রাচীন

---

* ন্যায়রত্ন মহাশয় যে পত্র যোগে তাহার এই অভিপ্রায়টী আমাকে জানাইয়াছিলেন, পাঠকদিগের জন্য তাহার একাংশ আমি এখানে উদ্ধৃত করিলাম। তিনি লিখিয়াছেন “আমি পরম আহ্লাদের সহিত আপনার ঋগ্বেদের অনুবাদ দেখিয়াছি, এবং আপনি কেবল সায়ণের টীকাই অবলম্বন করিয়া অনুবাদ করিয়াছেন দেখিয়া আহ্লাদিত হইলাম। আমার মতে সায়ণের টীকা অবলম্বন না করিয়া ঋগ্বেদ অনুবাদ করিবার এক্ষণে অন্য উপায় নাই।” ন্যায়রত্ন মহাশয় আমার অনুবাদটী দেখিবার সময় যে কতিপয় ভ্রম পাইয়াছিলেন তাহাও দেখাইয়া দিয়া আমাকে বাধিত করিয়াছেন। পত্রের একাংশে তিনি লিখিয়াছেন “আমাদি

করিয়াও শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হইয়া পণ্ডিতবর [illegible]
সহিত অনেক প্রাচীন শাস্ত্রালোচনা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা ল
য়াছেন। তিনি এই বৃহৎ কার্য্যে প্রথম হইতে আমার বিশেষ
করিয়াছেন, তাঁহার সহায়তা ভিন্ন আমি এ গুরু কার্য্য সমাধ
পারিতাম কি না সন্দেহ।

আমার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাগুরু এবং পরম সুহৃদ শ্রীকৃষ্ণকমল
মহাশয়ও আমাকে এই বৃহৎ কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। তি
প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি সংস্কৃ
অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী। যাঁহারা বিশ্ব
কৃষ্ণকমল বাবুর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহা
ভাষায় অসাধারণ অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন।
সহায়তায় আমি এই কার্য্যে যে কত দূর উপকার লাভ করিতে
বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

প্রসিদ্ধনামা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও
আমার সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এবং সংস্কৃত
ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রী[illegible] ন্যায়ভূষণ আমার সাহায্য করিতে

আমার অনুবাদে যদি কোনও গুণ থাকে, তাহা উপরি উক্ত
দিগের উপদেশ ও সহায়তার, আমার নিজের গুণে নহে।
এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে সায়ণাচার্য্যের টীকার সহায়তায়
প্রকৃত [illegible] গ্রহণ করিতে আমি পরিশ্রমের ত্রুটী করি নাই।
দূর সাধ্য, [illegible] প্রকৃত অর্থটী পাঠকদিগকে দিতে যত্নবান হ

ঋগ্বেদের দুরূহ স্থানে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যেরূপ ব্যাখ
ছেন তাহাও আমি স্থানেং টীকায় সন্নিবেশিত করিয়াছি।
শাস্ত্র লইয়া ইউরোপে এরূপ আলোচনা হইতেছে এটী
গৌরবের কথা, এবং সে আলোচনা কতক অংশে দেখিয়া সহৃ
মাত্রেই আনন্দলাভ করিবেন। রোথ, ওয়েবর ও মক্ষ মূলরের

যোগ্য হউক বা না হউক, তাঁহাদিগের কি অভিপ্রায়, কৃতবিদ্য পাঠক মাত্রেই তাহা জানিতে উৎসুক হইবেন, সন্দেহ নাই।

ঋগ্বেদ হইতে আর্য্যজাতিদিগের প্রাচীন ধর্ম্ম ও ইতিহাস কতদূর জানা যায়, আমাদিগের বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্ম কি রূপে ঋগ্বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ঋগ্বেদের দেবগণের প্রথম অর্থ কি, এবং ঋগ্বেদের রচনার সময় আর্য্য হিন্দুদিগের কিরূপ আচার ব্যবহার ছিল তাহা কতকং টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে; পাঠকদিগের সুবিধার জন্য সেই টীকার দুইটী সূচী দেওয়া গেল। সে বিষয়ে একটী পৃথক বিবরণ লিখিতে গেলে একখানি পুস্তক হইয়া পড়ে, বিশেষ সমস্ত ঋগ্বেদ সংহিতা অনুবাদ না হইলে সেরূপ পুস্তক ও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা বিধেয় বোধ হয় না।

কলিকাতা, ২০ বিডন ষ্ট্রীট।
১লা আশ্বিন, ১২৯২ সাল।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

হিন্দু শাস্ত্রসমূহে কৃতবিদ্য;—তিনি সংস্কৃত কলেজে অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়াও শাস্ত্রী উপাধি প্রাপ্ত হইয়া পণ্ডিতবর রাজেন্দ্র লাল মিত্র মহাশয়ের সহিত অনেক প্রাচীন শাস্ত্রালোচনা করিয়া বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। তিনি এই বৃহৎ কার্য্যে প্রথম হইতে আমার বিশেষ সহায়তা করিয়াছেন, তাঁহার সহায়তা ভিন্ন আমি এ গুরু কার্য্য সমাধা করিতে পারিতাম কি না সন্দেহ।

আমার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষাগুরু এবং পরম সুহৃদ শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য মহাশয়ও আমাকে এই বৃহৎ কার্য্যে সহায়তা করিতেছেন। তিনি পূর্ব্বে প্রেসিডেন্সী কলেজে সংস্কৃতের অধ্যাপক ছিলেন, তিনি সংস্কৃত ভাষায় অদ্বিতীয় পণ্ডিত এবং সংস্কৃত শাস্ত্রে পারদর্শী। যাঁহারা বিশ্ববিদ্যালয়ে কৃষ্ণকমল বাবুর নিকট অধ্যয়ন করিয়াছেন তাঁহারাই তাঁহার সংস্কৃত ভাষায় অসাধারণ অধিকার দেখিয়া বিস্মিত হইয়াছেন। তাঁহার সহায়তায় আমি এই কার্য্যে যে কত দূর উপকার লাভ করিতেছি তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না।

প্রসিদ্ধনামা শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত শ্রীশিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ও এই কার্য্যে আমার সহায়তা করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এবং সংস্কৃত কলেজের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র শ্রী[illegible] ন্যায়ভূষণ আমার সাহায্য করিতেছেন।

আমার অনুবাদে যদি কোনও গুণ থাকে, তাহা উপরি উক্ত পণ্ডিতদিগের উপদেশ ও সহায়তার, আমার নিজের গুণে নহে। তবে আমি এই পর্য্যন্ত বলিতে পারি যে সায়ণাচার্য্যের টীকার সহায়তায় ঋগ্বেদের প্রকৃত [illegible] গ্রহণ করিতে আমি পরিশ্রমের ত্রুটী করি নাই! আমার যত দূর সাধ্য, ঋগ্বেদের প্রকৃত [illegible] পাঠকদিগকে দিতে যত্নবান হইয়াছি।

ঋগ্বেদের দুরূহ স্থানে ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ যেরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন তাহাও আমি স্থানেং টীকায় সন্নিবেশিত করিয়াছি। আমাদিগের শাস্ত্র লইয়া ইউরোপে এরূপ আলোচনা হইতেছে এটী আমাদিগের গৌরবের কথা, এবং সে আলোচনা কতক অংশে দেখিয়া সহৃদয় পাঠক মাত্রেই আনন্দলাভ করিবেন। রোথ, ওয়েবর ও মক্ষ মুলরের ন্যায় জর্ম্মান পণ্ডিতগণ কেবল বেদের অনুশীলনায় সমস্ত জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন; বেদের দুরূহ অংশের অর্থ সম্বন্ধে তাঁহাদিগের যত গুলি গ্রন্থ

যোগ্য হউক বা না হউক, তাঁহাদিগের কি অভিপ্রায়, কৃতবিদ্য পাঠক মাত্রেই তাহা জানিতে উৎসুক হইবেন, সন্দেহ নাই।

ঋগ্বেদ হইতে আর্য্যজাতিদিগের প্রাচীন ধর্ম্ম ও ইতিহাস কতদূর জানা যায়, আমাদিগের বর্ত্তমান হিন্দু ধর্ম্ম কি রূপে ঋগ্বেদ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে, ঋগ্বেদের দেবগণের প্রথম অর্থ কি, এবং ঋগ্বেদের রচনার সময় আর্য্য হিন্দুদিগের কিরূপ আচার ব্যবহার ছিল তাহা কতকং টীকায় প্রদর্শিত হইয়াছে; পাঠকদিগের সুবিধার জন্য সেই টীকার দুইটী সূচী দেওয়া গেল। সে বিষয়ে একটী পৃথক বিবরণ লিখিতে গেলে একখানি পুস্তক হইয়া পড়ে, বিশেষ সমস্ত ঋগ্বেদ সংহিতা অনুবাদ না হইলে সেরূপ পুস্তক ও সম্পূর্ণরূপে প্রকাশ করা বিধেয় বোধ হয় না।

কলিকাতা, ২০ বিডন ষ্ট্রীট।
১লা আশ্বিন, ১২৯২ সাল।

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

দেবগণের বিশেষ বিবরণ।



দেবের নাম।	সূক্তের সংখ্যা।	ঋকের সংখ্যা।
অগ্নি	১	১
	১২	২
	১৩	৪
বায়ু	২	১
ইন্দ্র	২	৫
	২৩	১
	৩২	১, ১৫
	১০৬	৭
মিত্র	[illegible]	৭
বরুণ	২	৭
	২৫	৩
অশ্বিদ্বয়	[illegible]	১, ৩
বিশ্বদেবগণ	৩	৭
সরস্বতী ও সুনৃতা	৩	১১
	৪০	৪
মরুৎগণ	৬	১
ইলা প্রভৃতি দেবী	১৩	১২
	১৮	৪
	৩১	১৪
অদিতি ও আদিত্যগণ	১৪	৪
ঋতুগণ	১৫	১
ব্রহ্মণস্পতি	১৮	১
সোম	১৮	৩
	২	২
	১১৬	২৫
ঋভুগণ	২০	১
ত্বষ্টা	২০	৫
সূর্য্য ও সবিতা	২২	৫
ইন্দ্রাণী প্রভৃতি দেবী	২২	(১২ ঋক্)
	৮২	৪
হোত্রা প্রভৃতি দেবী	২২	৫
পৃথিবী	২২	৬
বিষ্ণু	২২	৯
পূষ্ণি	২৩	৫
নদী ও জল	২৩	৬
উষা	৩০	৯
	১১৬	২০
যম	৩৫	৫
পর্জ্জন্য	৩৮	৪
অর্য্যমা	৪১	১
পূষা	৪২	২
রুদ্র	৪৩	১
	৭২	৪
রুদ্রগণ	৪৫	১
বসুগণ	৪৫	১
উশনা	৫১	১০
ত্রিত	৫২	৩
	১০৬	৬
বৈশ্বানর	৫৯	৫
মাতরিশ্বা	৬০	২
অপ্ জল দেবতা	৬৪	৮

অন্যান্য বিষয়ের বিশেষ বিবরণ।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

প্রথম অষ্টক। প্রথম মণ্ডল।

প্রথম অধ্যায়।

---

১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি।

১। অগ্নি(১) যজ্ঞের পুরোহিত(২) এবং দীপ্তিমান্; অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্(৩) এবং প্রভূতরত্ন ধারী; আমি অগ্নির স্তুতি করি।

---

(১) অগ্নি আদিম আর্য্যজাতির এক জন আরাধ্য দেবতা ছিলেন, সুতরাং সেই আর্য্য জাতির ভিন্ন২ শাখা জাতিদিগের মধ্যে অর্থাৎ হিন্দু, ইরানীয়, গ্রীক, রোমক, প্রভৃতি জাতিদিগের মধ্যে ভিন্ন২ নামে পূজনীয় ছিলেন। ইরানীয়দিগের মধ্যে তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা অহুরোমজদের পুত্র, এবং অতর নামে উপাসিত হইতেন। সে বিষয়ে ১০ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ। গ্রীক ও রোমকদিগের মধ্যে অগ্নি যে২ নামে উপাসিত হইতেন সে বিষয়ে ১২ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখ।

প্রাচীন হিন্দুদিগের মধ্যে অগ্নি এক জন প্রধান দেবতা ছিলেন। [illegible] পূর্ব্বে পঞ্চম শতাব্দে যাস্ক জীবিত ছিলেন এবং তিনি দেবতাদের সম্বন্ধে নিরুক্তে এই রূপ লিখিয়াছেন, যথা—

"[illegible]দিগের মতে দেব তিনজন, পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে ইন্দ্র বা বায়ু, এবং [illegible] সূর্য্য। তাঁহাদের মহাভাগ্য কারণ এক২ জনের অনেকগুলি নাম, অথবা [illegible] পৃথক২ কর্ম্মের জন্য, যথা হোতা, অধ্বর্য্যু, ব্রহ্মা, উদ্গাতা। অথবা [illegible] পৃথক২ দেবই ছিলেন, কেন না তাঁহাদিগকে পৃথকরূপে স্তুতি করা [illegible] এবং পৃথক২ নাম দেওয়া হইয়াছে।" নিরুক্ত। ৭। ৫।

[illegible] হইতে প্রকাশ হইবে যে সে সময়ে ভারতবর্ষের তিন জন প্রধান [illegible] মধ্যে অগ্নি এক জন ছিলেন। ঋগ্বেদ সংহিতায় অগ্নি সম্বন্ধে যতগুলি সূক্ত [illegible] ভিন্ন অন্য কোনও দেব সম্বন্ধে ততগুলি নাই।

[illegible] অগ্নি না হইলে যজ্ঞ হয় না, এই জন্য ঋগ্বেদে অনেক স্থলে অগ্নিকে [illegible] বলা হইয়াছে। "যথা রাজ্ঞঃ পুরোহিতঃ তদভীষ্টং সম্পাদয়তি তথা

২। অগ্নি পূর্ব্ব ঋষিদিগের স্তুতিভাজন ছি[illegible] নূতন ঋষিদিগেরও স্তুতিভাজন; তিনি দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন।

৩। অগ্নিদ্বারা (যজমান) ধনলাভ করেন, সে ধন দিন২ বৃদ্ধি প্রাপ্ত ও যশোযুক্ত হয়, ও তদ্দ্বারা অনেক বীরপুরুষ নিযুক্ত করা যায়।

৪। হে অগ্নি! তুমি যে যজ্ঞ চারিদিকে বেষ্টন করিয়া থাক সে যজ্ঞ কেহ হিংসা করিতে পারে না(৪) এবং সে যজ্ঞ নিঃসন্দেহই দেবগণের নিকটে গমন করে।

৫। অগ্নি দেবগণের আহ্বানকারী, সিদ্ধকর্ম্মা(৫), সত্যপরায়ণ, ও প্রভূত ও বিবিধ কীর্ত্তিযুক্ত; সেই দেব দেবগণের সহিত এই যজ্ঞে আগমন করুন।

৬। হে অগ্নি! তুমি হব্যদাতা যজমানের যে কল্যাণ সাধন করিবে, হে অঙ্গিরা(৬) সে কল্যাণ প্রকৃত তোমারই।

৭। হে অগ্নি! আমরা দিনে২ দিবারাত্র মনের সহিত নমস্কার সম্পাদন করতঃ তোমার সমীপে আসিতেছি।

অগ্নিরপি যজ্ঞস্য অপেক্ষিতং হোমং সম্পাদয়তি যদ্বা যজ্ঞস্য সম্বন্ধিনি পূর্ব্ব[illegible] আহবনীয় রূপেন অবস্থিতং।" সায়ণ।

(৩) মূলে "ঋত্বিজং হোতারং" আছে। হোতা, পোতা, অধ্বর্য্যু প্র[illegible] ভিন্ন২ শ্রেণির ঋত্বিক্ অর্থাৎ পুরোহিত যজ্ঞের ভিন্ন২ কার্য্য সম্পাদন করি[illegible] তাহার মধ্যে হোতা দেবগণকে মন্ত্রদ্বারা আহ্বান করিতেন। অগ্নি না আ[illegible] দেবগণের যজ্ঞ হয় না, অতএব অগ্নিই দেবগণের যজ্ঞে আগমনের কারণ, সেই[illegible] অগ্নিকে হোতা পুরোহিতের সহিত তুলনা করা হইয়াছে।

"হোতারং ঋত্বিজং। দেবানাং যজ্ঞেষু হোতৃ নামক ঋত্বিক্ অগ্নি[illegible] সায়ণ। ঋতু+যজ্=ঋত্বিজ্; অর্থাৎ যিনি নির্দ্দিষ্ট সময়ে যজ্ঞ করেন।

(৪) মূলে "যজ্ঞং অধ্বরং" আছে। "নহি অগ্নিনা সর্ব্বতঃ যজ্ঞং রাক্ষসাদয়ো হিংসিতুং প্রভবন্তি।" সায়ণ। অধ্বর শব্দের অর্থ যজ্ঞ।

(৫) মূলে "কবিক্রতুঃ" শব্দ আছে, অর্থ "ক্রান্তপ্রজ্ঞঃ ক্রান্তক[illegible] সায়ণ।

(৬) অঙ্গিরা সম্বন্ধে ৩১ সূক্তের প্রথম ঋকের টীকা দেখ।

৮। তুমি দীপ্যমান্, তুমি যজ্ঞের রক্ষক, যজ্ঞের(৭) অতিশয় দীপ্তিকারক, এবং যজ্ঞ শালায় বর্দ্ধনশীল।

৯। পুত্রের নিকট পিতা যেরূপ অনায়াসে অধিগম্য, হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের নিকট সেই রূপ হও; মঙ্গলার্থ আমাদিগের [illegible] বাস কর।

---

২ সূক্ত।

বায়ু প্রভৃতি দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র [illegible] ঋষি।

১। হে দর্শনীয় বায়ু(১)! আইস, এই সোমরস সমূহ(২) অভিষুত হইয়াছে; ইহা পান কর, আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর।

---

(৭) মূলে "ঋত" শব্দ আছে। "ঋতস্য সত্যস্যাবশ্যম্ভাবিনঃ কর্ম্মফলস্য।" সায়ণ। "ঋত মিত্যুদকনাম সত্যংবা।" যাস্ক।

Max Muller বিবেচনা করেন সূর্য্য ও চন্দ্র নক্ষত্রাদির নির্দ্দিষ্ট গতিকে প্রথমে "ঋত" কহিত, পরে সেই গতি দ্বারা নির্দ্ধারিত যজ্ঞকে ঋত বলিত, অবশেষে ঋত শব্দের সাধারণ অর্থ নিয়ম বা ধর্ম্ম হইল।—*Origin and Growth of Religion* (1882), pp. 245 to 250. নির্ঋতি সম্বন্ধে ২৪ সূক্তের ৯ ঋকের টীকা দেখ।

---

(১) বায়ু ও আদিম আর্য্যগণের আরাধ্য দেব ছিলেন, সুতরাং সেই জাতির ভিন্ন২ শাখার মধ্যে পূজনীয় ছিলেন। প্রাচীন ইরানীয়দিগের "অবস্তা" নামক জেন্দ ভাষায় লিখিত ধর্ম্ম পুস্তকে "বায়ু" দেবের উল্লেখ আছে ৩২ সূক্তের ১ ঋকের [illegible] জেন্দ অবস্তার রামযাস্ত হইতে যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা দেখ। পূর্ব্বে [illegible] ইউরোপীয় প্রাচীন আর্য্য জাতিদিগের মধ্যেও বায়ু ভিন্ন২ নামে পূজিত [illegible] এবং গ্রীক ও লাটিনদিগের Pan ও Favonius সংস্কৃত পবন শব্দের প্রতি- [illegible] সূক্তের প্রথম ঋকের টীকায় যাস্কের নিরুক্ত হইতে যে অংশ উদ্ধৃত [illegible] তাহাতে প্রাচীন হিন্দুদিগের প্রধান দেবগণের মধ্যে বায়ুর নাম আছে।

[illegible] সোমরস [illegible] করিলে [illegible] [illegible] [illegible] সুর্ব্বকালে [illegible] হইত।

[illegible] সোমের লাটিন নাম *Asclepias* বা *Sarcostema Viminalis*; [illegible] Haug ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদভূমিকাতে লিখিয়াছেন যে তিনি [illegible] প্রস্তুত করাইয়া পান করিয়াছেন, সে রস [illegible] তিক্ত ও [illegible]।

[illegible] আর্য্যদিগের মধ্যে সোমরসের [illegible] সেই আর্য্য জাতির [illegible] ইরানীয়দিগের মধ্যে সোমের ব্যবহার ও উপাসনা ছিল। তাঁহারা সোমকে [illegible] কহিতেন ও যজ্ঞে ইহার [illegible] [illegible] সূক্তের [illegible] ঋকের

২। হে বায়ু! যজ্ঞাভিজ্ঞ(৩) স্তোতাগণ সোমরস অভিষুত করিয়া তোমার উদ্দেশে স্তুতিবাক্য প্রয়োগ করিয়া স্তব করিতেছে।

৩। হে বায়ু! তোমার সোমগুণ প্রকাশক বাক্য(৪) সোম পানার্থ হব্যদাতা যজমানের নিকট আসিতেছে, অনেকের নিকট আসিতেছে।

৪। হে ইন্দ্র (৫) ও বায়ু! এই সোমরস অভিষুত হইয়াছে, অন্ন লইয়া আইস; সোমরস তোমাদিগকে কামনা করিতেছে।

টীকা দেখ। বোধ হয় ইরানীয় আর্য্যগণ সোমরস স্বাভাবিক অবস্থায় (unformented) ব্যবহার করিতেন, এবং হিন্দু আর্য্যগণ সোমরস মাদক অবস্থায় (fermented) পান করিতে ভাল বাসিতেন, এবং ঐ দুই আর্য্য জাতির মধ্যে বিবাদের এই একটী কারণ। ২৪ সূক্তের ১৪ ঋকের টীকা দেখ।

(৩) "অহর্বিদঃ। অহঃশব্দ একেনাহ্না নিষ্পাদ্যেঽগ্নিষ্টোমাদি ক্রতৌ বৈদিক ব্যবহারেণ প্রসিদ্ধঃ। ক্রতুভিজ্ঞা ইত্যর্থঃ।" সায়ণ।

(৪) মূলে "পপৃক্তী" শব্দ আছে। "প্রকর্ষেণ সোমসম্পর্কং কুর্ব্বতী সোমগুণং বর্ণয়ন্তীত্যর্থঃ।" সায়ণ।

(৫) প্রকৃতির মধ্যে কোন বস্তুকে "ইন্দ্র" নাম দিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ উপাসনা করিতেন? ইন্দধাতু বর্ষণে, ইন্দ্র অর্থে বৃষ্টিদাতা আকাশ। প্রাচীন আর্য্যেরা আকাশকে "দ্যু" "বরুণ" প্রভৃতি নাম দিয়া উপাসনা করিতেন; আর্য্য জাতির যে শাখা ভারতবর্ষে আসিলেন তাঁহারাই বৃষ্টিদাতা আকাশের "ইন্দ্র" বলিয়া একটী নূতন নাম দিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন।

"দ্যু" আর্য্যদিগের প্রাচীন আকাশ দেব, অতএব সেই আর্য্য জাতির ভিন্ন২ শাখা জাতিদিগের মধ্যে ভিন্ন২ নামে, অর্থাৎ গ্রীকদিগের মধ্যে Zeus নামে, লাটিনদিগের মধ্যে Jovis by Ju (-piter) নামে, এংগ্লো সাক্সনদিগের মধ্যে Tiu নামে এবং জর্ম্মানদিগের মধ্যে Zio নামে উপাসিত হইতেন। ঋগ্বেদে ও "দ্যু" ও পৃথিবীর উপাসনা আছে এবং তাঁহারা ইন্দ্রাদি সকল দেবের পিতামাতা এরূপও বর্ণনা আছে। "ইন্দ্র" কেবল হিন্দুদিগের নূতন আকাশ দেব, সুতরাং কেবল ভারতবর্ষেই উপাসিত হইতেন।

কিন্তু হিন্দুগণ যখন আকাশকে "ইন্দ্র" বলিয়া নূতন নাম দিলেন, সেই অবধি "ইন্দ্রের" উপাসনা বৃদ্ধি পাইতে লাগিল, আকাশের পুরাতন দেব "দ্যুর" তত গৌরব রহিল না। ইহার কারণ কতক অনুভব করা যায়। আর্য্যদিগের প্রথম বাসস্থান মধ্য আসিয়াতে আকাশের গৌরব অধিক; ভারতবর্ষে নদীর জল, ভূমির উর্ব্বরতা, ধান্য ও খাদ্য দ্রব্য, মনুষ্যের সুখ ও জীবন, সমস্তই বৃষ্টির উপর নির্ভর করে, অতএব বৃষ্টিদাতা আকাশের গৌরব অধিক। "দ্যু" আর্য্যদিগের পুরাতন আকাশ দেব, "ইন্দ্র" হিন্দুদিগের নূতন বৃষ্টিদাতা আকাশ দেব, সুতরাং বৃষ্টিদাতার উপাসনা ক্রমে বৃদ্ধি পাইল। যে কারণেই হউক ঋগ্বেদে

৫। হে বায়ু ও ইন্দ্র! তোমরা অভিষুত সোমরস জান, তোমরা অন্ন যুক্ত হয়ে বাস কর; শীঘ্র নিকটে আইস।

৬। হে বায়ু ও ইন্দ্র! অভিষবকারী যজমানের অভিষুত সোমরসের নিকটে আইস; হে নরদ্বয়(৬)! এই কর্ম্ম ত্বরায় সম্পন্ন হইবে।

৭। পবিত্রবল মিত্র ও হিংসকশত্রুনাশক বরুণকে(৭) আমি আহ্বান করি; তাঁহারা ঘৃতাহুতি প্রদান রূপ(৮) কর্ম্ম সাধন করেন।

রচনার সময় ইন্দ্রই সর্ব্বাগ্রগণ্য দেব ছিলেন; তাঁহার নাম যাস্ক হইতে উদ্ধৃত সূক্তে আছে, এবং তাঁহার সম্বন্ধে যত সূক্ত আছে, অন্য কোনও দেব সম্বন্ধে তত নাই। ইন্দ্র সম্বন্ধে ৩২ সূক্তের টীকা দেখ এবং ইন্দ্র যে রূপ "দ্যু" কে পদচ্যুত করিয়াছেন সেই রূপ বরুণকেও পদচ্যুত করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে ২৫ সূক্তের ১০ ঋকের টীকা দেখ।)

(৬) "নরৌ পুরুষৌ পৌরুষেণ সামর্থ্যেন উপেতৌ।" সায়ণ।

(৭) (প্রকৃতির মধ্যে কোন বস্তুকে "মিত্র ও বরুণ" নাম দিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ উপাসনা করিতেন?) মিত্র আর্য্যদিগের এক জন উপাস্য দেবতা ছিলেন, সুতরাং প্রাচীন হিন্দু ও ইরানীয় উভয় শাখার মধ্যে তাঁহার অর্চনা লক্ষিত হয়। ইরানীয়দিগের মধ্যে "মিথ্র" আলোক বা সূর্য্য বলিয়া পূজিত হইতেন, হিন্দুদিগের মধ্যে মিত্র আলোক বা দিবা বলিয়া পূজিত হইতেন।

বরুণ আর্য্যদিগের আরও পুরাতন দেবতা। আবরণকারী (বৃধাতু হইতে) আকাশকেই আর্য্যগণ বরুণ বলিয়া পূজা করিতেন, এবং সেই দেবকে গ্রীকগণ Uranos ইরানীয়গণ "বরণ" ও হিন্দুগণ "বরুণ" নামে জানেন। গ্রীকগণ আকাশরূপ Uranos কে সকল দেবের পিতা ও Gaia কে সকল দেবের মাতা বলিয়া মানিতেন। হিন্দুগণও বরুণকে আকাশ বা নৈশ আকাশ বা নিশা বলিয়া মানিতেন। "মৈত্রং বৈ অহরিতিশ্রুতেঃ * * শ্রূয়তে চ বারুণী রাত্রী।" সায়ণ। ইরানীয়দিগের মধ্যে "বরণ" প্রথমে আকাশের নাম, তাহার পর একটী দেশ বলিয়া পরিগণিত হইল।

মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে ইরানীয়দিগের ধর্ম্মপুস্তক জেন্দ অবস্তা হইতে একটু অংশ উদ্ধৃত করিতেছি। "অহুরো মজদ স্পিতমা জরথুস্ত্র কে কহিলেন, 'যখন আমি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের অধিপতি মিথ্রকে সৃষ্টি করি, হে স্পিতমা! আমি তাহাকে আমার ন্যায় যজ্ঞ ও উপাসনার যোগ্য করিয়াই সৃষ্টি করিয়াছিলাম। * *

"আমরা মিথ্রকে যজ্ঞ প্রদান করি, তিনি বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রের অধিপতি, তিনি সত্যবাদী, সভায় সভাপতি; তাঁহার সহস্র সুন্দর কর্ণ আছে, তাঁহার দশ সহস্র চক্ষু আছে, তাঁহার পূর্ণ জ্ঞান আছে; তিনি বলবান, অনিদ্র, চির জাগরূক।" জেন্দ অবস্তা মিহির যস্ত।

"আমি অহুরো মজদ যে উৎকৃষ্ট দেশ ও প্রদেশ সৃষ্টি করিয়াছিলাম, চতুষ্কোণ বরেণ তাহার মধ্যে চতুর্দশ সংখ্যক। সেই দেশের জন্য থ্রেতন [illegible]

৮। হে যজ্ঞ বর্দ্ধয়িতা যজ্ঞস্পর্শী মিত্র ও বরুণ! তোমরা যজ্ঞ ফল দানার্থ(৯) এই বৃহৎ যজ্ঞ ব্যাপিয়া রহিয়াছ।

৯। ইন্দ্র ও বরুণ মেধাসম্পন্ন, বহু লোকের হিতার্থে জাত, ও বহু লোকের আশ্রয়ভুত; তাঁহারা আমাদিগর বল ও কর্ম্ম পোষণ করেন।

বা বৃত, ৩২ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখ) জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, তিনি অজী দহককে (সংস্কৃত অহি, ৩২ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ) হত করিয়াছিলেন," জেন্দ অবস্থা। প্রথম ফর্গার্দ।

বেদে অনেক স্থলে মিত্র ও বরুণকে একত্রে আহ্বান করা হইয়াছে, এমন কি সমস্ত ঋগ্বেদে কেবল একটী সূক্তে কেবল মিত্রকে পৃথকরূপে অর্চনা করা হইয়াছে। ইরানীয়দিগের ধর্ম্মপুস্তক "অবস্থায়" ও দেখা যায় যে ইরানীয়দিগের ঈশ্বর অহুরো মজ্দের সহিত অনেক স্থলে মিত্রের নাম সংযোজিত। ইহা হইতে ইউ-রোপীয় কোন২ পণ্ডিত বিবেচনা করেন যে ইরানীয়গণ যে প্রধানদেব অহুরো মজ্দকে উপাসনা করে, সে অহুরো মজ্দ বরুণের প্রতিরূপ।

বরুণ সম্বন্ধে এখানে আমাদের আর একটী কথা বলিব[illegible] আছে। বরুণ প্রথমে আবরণকারী আকাশদেব, পর নৈশ আকাশ বা নি[illegible]দেব হইলেন। তাহার পরে বরুণ আবার সমুদ্র বা জলের দেব হইলেন, এবং ঋ[illegible] অনেক স্থলে তাঁহাকে জলের দেব বলিয়া অর্চনা করা হইয়াছে। এইটী কি রূ[illegible] ঘটিত হইল?

Alexander Von Humboldt বলেন, জল এবং আকা[illegible] [illegible]নেক সাদৃশ্য আছে, উভয়ই পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া আছে, অতএব আকাশের বরুণ জলের বরুণ হইলেন।

Roth বলেন, বেষ্টনকারী আকাশই বরুণ। নদী সকল পৃথিবীর প্রান্তে সমুদ্রে যাইতেছে সুতরাং সমুদ্র পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া রহিয়াছে এরূপ অনুমিত হইল, সুতরাং বরুণ সমুদ্রের দেব হইলেন।

Westergaard বলেন, আকাশের দূর প্রান্তে স্থিত দেব বরুণ, তথায় বায়ু ও সমুদ্র যেন মিশ্রিত, সুতরাং বরুণ অবশেষে ভারতবর্ষে সমুদ্রের দেব হইলেন।

ফলতঃ আকাশকে জলীয় বলিয়া ঋগ্বেদের কবিগণ অনেক স্থলেই বর্ণনা করিয়াছেন, সুতরাং আকাশদেব বরুণ ক্রমে জলের দেবতা হইয়া দাঁড়াইলেন। পুরাণ রচনার সময়ের বরুণ আকাশের দেবও নহেন, নৈশ আকাশ বা নিশার দেবও নহেন, তিনি কেবল সমুদ্র ও জলের দেব।

(৮) মূলে "ঘৃতাচীং" আছে। সায়ণ ঘৃত অর্থে "জল" করিয়াছেন। রমানাথ সরস্বতী "ঘৃতাহুতি" অর্থ করিয়াছেন, তাহাই সহজ অর্থ বলিয়া আমার বোধ হয়।

(৯) এই ঋকে "ঋত" শব্দ তিনবার ব্যবহৃত আছে, সায়ণ দুই স্থানে "জল" অর্থ এবং এক স্থানে "সত্য" অর্থ করিয়াছেন। তিন স্থানেই যজ্ঞ অর্থ করিলে সুন্দর অর্থ হয়। রমানাথ সরস্বতী তিন স্থলেই "যজ্ঞ" বা "সত্য" অর্থ করিয়াছেন, Langlois ও "যজ্ঞ" অর্থ করিয়াছেন।

৩ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি।

১। হে ক্ষিপ্রপাণি, শুভকর্ম্মপালক, বিস্তীর্ণ ভুজ বিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়(১)! তোমরা যজ্ঞের অন্ন কামনা কর।

---

(১) প্রকৃতির মধ্যে কোন্ বস্তুকে অশ্বিদ্বয় নাম দিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ উপাসনা করিতেন? যাস্ক নিরুক্তে সে বিষয়ে এই লিখিয়াছেন "তৎ কৌ অশ্বিনৌ। দ্যাবা পৃথিব্যৌ ইতি একে। অহোরাত্রৌ ইতি একে। সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ইতি একে। রাজানৌ পুণ্যকৃতৌ ইতি ঐতিহাসিকাঃ। তয়োঃকাল ঊর্দ্ধমর্দ্ধরাত্রাৎ প্রকাশি-ভবস্য অনুবিষ্টম্ভমনু।" অতএব যাস্ক অশ্বিদ্বয়ের কাল নির্ণয় করিয়াছেন, অর্দ্ধ রাত্রির পর এবং আলোক প্রকাশের পূর্ব্ব।

অশ্বিদ্বয় কে সে বিষয়ে যাস্ক অনেকগুলি তাৎকালিক মত উদ্ধৃত করিয়াছেন; তাঁহার নিজের মত যত দূর বুঝা যায়, বোধ হয় এই যে অর্দ্ধরাত্রির পর ও প্রাতঃকালের পূর্ব্বে যে আলোক ও অন্ধকার বিজড়িত থাকে তাহাই অশ্বিদ্বয়।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে Max Muller অশ্বিদ্বয় অর্থে উভয় সন্ধ্যা, অর্থাৎ প্রাতঃকাল ও সায়ংকাল বিবেচনা করেন।—*Origin and Growth of Religion* (1882), p. 219. Goldstucker বিবেচনা করেন অশ্বিদ্বয় ঋভুগণের ন্যায় প্রসিদ্ধ মনুষ্য ছিলেন, পরে দেব বলিয়া অর্চ্চিত হইতে লাগিলেন, এবং তখন তাঁহারা অর্দ্ধ রাত্রির পরের বিমিশ্রিত আলোক ও অন্ধকার বলিয়া পূজিত হইলেন।

The transition from darkness to light, when the intermingling of both produces that inseparable duality expressed by the twin nature of these deities."—Dr. Goldstucker's *Note on Muir's Sanscrit Texts*, vol. v. (1884), p. 257.

উষার পূর্ব্বে মিশ্রিত আলোক ও অন্ধকার যদি যমজদেব বলিয়া উপাসিত হইলেন তবে তাঁহাদিগকে অশ্বী নাম দেওয়া হইল কেন? এটী একটী বৈদিক উপমা মাত্র। সূর্য্যের আলোক আকাশে ধাবমান হয়, উষার আলোক আকাশে ধাবমান হয়, সেই জন্য সেই আলোক বা রশ্মি সমূহকে ঋগ্বেদে সর্ব্বদাই অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, এবং সূর্য্য ও উষাকে অশ্বযুক্ত বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। অশ্বিন্ শব্দেরও সেই অর্থ, অশ্বযুক্ত, অর্থাৎ আলোকযুক্ত। কালক্রমে লোকে সে বৈদিক উপমা ও অর্থ ভুলিয়া গেল, এবং একটি উপাখ্যান সৃষ্ট হইল যে সূর্য্য ও উষা অশ্ব ও অশ্বিনী রূপ ধারণ করিয়াছিলেন, এবং অশ্বিদ্বয় তাঁহাদিগেরই পুত্র! এই রূপে দেবের অশ্বিদ্বয় (অর্থাৎ আলোক ও ছায়াযুক্ত উষার পূর্ব্ব সময়) পুরাণের অশ্বিনীকুমারদ্বয় হইয়া গেলেন! সে গল্প মহাভারতে দেখ। "The legend of Saranyu and Vivasvat assuming the form of horses may be meant simply as an explanation of the name of their children, the Aswins."—Max Muller's *Science of Language* (1882), vol. II, p. 530.

অশ্বিদ্বয়ের উৎপত্তি-সম্বন্ধে ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলে ১৭ সূক্তে অতি অস্পষ্ট বিবরণ [illegible]

২। হে বহুকর্ম্মা, নেতা(২), ও বিক্রমশালী অশ্বিদ্বয়! অপ্রতিহত বুদ্ধির সহিত আমাদিগের স্তুতি গ্রহণ কর।

৩। হে দস্রদ্বয়! হে নাসত্যদ্বয়(৩)! হে রুদ্রবর্ত্তনু (৪) অশ্বিদ্বয়! মিশ্রিত(৫) সোমরস অভিষুক্ত হইয়াছে, ছিন্ন কুশে(৬) স্থাপিত হইয়াছে, তোমরা আইস।

যমের মাতার বিবাহ হওয়ায় মহৎ বিবস্বানের স্ত্রীর মৃত্যু হইল। মর্ত্ত্যগণের নিকট হইতে অমর দেবীকে লুকাইয়া রাখিল। তাঁহার ন্যায় এক জনকে সৃষ্টি করিয়া বিবস্বানকে দান করিল। এই ঘটনার সময় সে অশ্বিদ্বয়কে জন্ম দিল, সরণ্যু মিথুনদের ত্যাগ করিয়া যাইল।"

ইহার অর্থ পরিষ্কার নহে, কিন্তু এই টুকু বুঝা যায় যে ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর সহিত বিবস্বানের সহিত বিবাহ হয়, এবং সরণ্যু অশ্বিদ্বয়কে প্রসব করিয়া ত্যাগ করেন।

বিবস্বান্ অর্থ সূর্য্য এবং সরণ্যু উষা। কিন্তু তাহাদিগের অশ্ব ও অশ্বিনীরূপ ধারণ করিবার কোনও কথা এখানে নাই।

যাস্ক খৃষ্টের পূর্ব্বে পঞ্চম শতাব্দে জীবিত ছিলেন, এবং উপরি উক্ত ঋকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। "ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর বিবস্বান্ বা সূর্য্যের দ্বারা যমক সন্তান হয়। সরণ্যু তাঁহার স্থানে তাঁহার ন্যায় আর একজন দেবীকে রাখিয়া অশ্বিনীরূপ ধরিয়া পলায়ন করেন। বিবস্বান্ও অশ্বরূপ ধরিয়া তাঁহার পশ্চাতে যান এবং তাঁহার সহিত সংসর্গ করেন। এইরূপে অশ্বিদ্বয়ের জন্ম হয়।" তিনি আরও বলেন অশ্বরূপ ধারণ করিবার পূর্ব্বে বিবস্বানের দ্বারা সরণ্যুর যে যমজ সন্তান হইয়াছিল তাহারা যম ও যমী, এবং সরণ্যু আপন পরিবর্ত্তে যে দেবীকে বিবস্বানের নিকট রাখিয়া গিয়াছিলেন তাঁহার নাম সবর্ণা, এবং বিবস্বানের দ্বারা তাঁহার যে পুত্র হয় তিনিই বৈবস্বত মনু। সরণ্যু সম্বন্ধে ২০ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা, মনু সম্বন্ধে ১৩ সূক্তের ৪ ঋকের টীকা, এবং যম সম্বন্ধে ৩৫ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখ।

(২) মূলে "নরা" শব্দ আছে। 'নরা নেতারৌ।' সায়ণ।

(৩) মূলে "দস্রা" ও "নাসত্যা" শব্দদ্বয় আছে। "দস্রা। শত্রূণামুপক্ষয়িতারৌ যদ্বা দেব বৈদ্যাবেন রোগাণামুপক্ষয়িতারৌ। অশ্বিনৌ বৈ দেবানাং ভিষজৌ ইতি শ্রুতেঃ।" সায়ণ। "নাসত্যা। অসত্যমনৃতভাষণং। তদ্রহিতৌ।" সায়ণ। দস্র ও নাসত্য এই দুইটী শব্দ সর্ব্বদাই অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে প্রয়োগ হয়, অবশেষে দুই জন অশ্বীর এই দুইটী ভিন্ন২ নাম হইয়া যাইল। ইরাণীয়দিগের ধর্ম্মপুস্তক জেন্দ অবস্থায় এই "নৌঙ্হৈথ্যের" নাম পাওয়া যায়। ৩২ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(৪) "In the van of heroes."—*Wilson, after Sayana.* "Ye of terrific paths."—*K. M. Banerjea.* দ্বিতীয় অর্থই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয়।

(৫) মূলে "বৃক্তবর্হিষঃ" শব্দ আছে। "যবক্ষীরাদিভিঃ[illegible] ইত্যর্থঃ।" সায়ণ। "Mixed libations."—*Wilson.* "Liquid mixtures"—*K. M. Banerjea.* "পাকদ্রব্য মিশ্রিত সোম।" রমানাথ সরস্বতী।

(৬) মূলে "বৃক্তবর্হিষঃ" শব্দ আছে। কুশের মূল ছিন্ন করিয়া তাহা বেদীতে বিস্তৃত হইত, এবং তাহার উপর সোমাদিযব আছতি [illegible] হইত। গৃহের ভিতর যজ্ঞসম্পাদন হইলে তথায়ও এইরূপ ছিন্ন কুশ [illegible]

৪। হে বিচিত্র দীপ্তিবিশিষ্ট ইন্দ্র! অঙ্গুলিদ্বারা অভিষুত নিত্যশুদ্ধ এই (সোমরস) তোমাকে কামনা করিতেছে; তুমি আইস।

৫। হে ইন্দ্র! আমাদিগের ভক্তিদ্বারা আকৃষ্ট হইয়া, মেধাবীদিগের দ্বারা আহূত হইয়া, অভিষবকারী ঋত্বিকের স্তোত্র গ্রহণ করিতে আইস।

৬। হে অশ্বযুক্ত ইন্দ্র! ত্বরান্বিত হইয়া স্তোত্র গ্রহণ করিতে আইস; এই সোমাভিষবযুক্ত যজ্ঞে আমাদিগের অন্ন ধারণ কর।

৭। হে বিশ্বদেবগণ(৭)! তোমরা রক্ষক, মনুষ্যগণের(৮) পালক, তোমরা হব্যদাতা যজমানের অভিষুত সোম গ্রহণ করিতে আইস; তোমরাই যজ্ঞের ফলদাতা।

৮। যেরূপ সূর্য্যরশ্মি দিবসে আইসে(৯), বৃষ্টিদাতা বিশ্বদেবগণ ত্বরান্বিত হইয়া সেইরূপ অভিষুত সোমরসে আগমন করুন।

৯। বিশ্বদেবগণ ক্ষয়রহিত ও সদা বর্ত্তমান(১০), তাঁহারা অকল্যাণ রহিত ও ধনবাহক; যেন তাঁহারা এই যজ্ঞ সেবন করেন।

১০। পবিত্রা, অন্নযুক্তযজ্ঞবিশিষ্টা, ও যজ্ঞফলরূপধনদাত্রী সরস্বতী(১১) আমাদিগের অন্নবিশিষ্ট যজ্ঞ কামনা করুন।

---

(৭) "বিশ্বেদেবাস এতন্নামকা দেব বিশেষাঃ।" সায়ণ। "Some of their attributes are particularized connecting them with the elements."—*Wilson.* "To comprehend all the gods by one common name, to call them Visve Devas, the All-gods, and to address prayers and sacrifices to them in their collective capacity."—Max Muller's *Origin and Growth of Religion* (1882), p. 228.

(৮) মূলে "চর্ষণী-ধৃতঃ" শব্দ আছে "মনুষ্যাণাং ধারকাঃ" সায়ণ। "কর্ষণ" [illegible] ধাতু হইতে উৎপন্ন হইয়াছে সেই অর্থের ধাতু হইতে যদি "চর্ষণ" উৎপন্ন হইয়া [illegible] তবে "চর্ষণ" অর্থ "চাষ করা," "চর্ষণী-ধৃতঃ" শব্দের মূল অর্থ "কৃষকপালক।"

(৯) মূলে "উস্রা ইব স্বসরাণি" আছে। রমানাথ সরস্বতী অর্থ করিয়াছেন "[illegible] যেমন বৎসকে গমন করে।" এ অর্থ অসঙ্গত নহে, বেদে অনেক স্থলে "[illegible]" শব্দের অর্থ গাভী।

(১০) মূলে "এহিমায়াসঃ" আছে। "সর্বতো ব্যাপ্ত প্রজ্ঞাঃ যদ্বা লৌকিক-প্রবিষ্টং এহি বা যাহীতি বৎ অবোচন্ তৎ অনুকরণ হেতু [illegible] দেবানাং ব্যাপকেন এহিমায়াস ইতি" সায়ণ।

(১১) কোন্ বস্তুকে প্রথমে সরস্বতী নাম দিয়া প্রাচীন হিন্দুগণ উপাসনা [illegible] শব্দের অর্থ জল, সরস্বতীর প্রথম অর্থ নদী [illegible]

৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি।

১। হে স্তুতিবাহক সখাগণ! শীঘ্র আইস, উপবেশন কর, ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া গাও।

২। এই সোম অভিষুত হইলে সকলে একত্র হইয়া বহু শত্রুর দমনকারী, বহু বরণীয় ধনের স্বামী ইন্দ্রকে (লক্ষ্য করিয়া গাও।)

৩। তিনি আমাদিগের উদ্দেশ্য সাধন করুন(১), তিনি ধন প্রদান করুন, তিনি স্ত্রী প্রদান করুন, তিনি অন্ন লইয়া আমাদিগের সমীপে আগমন করুন।

৪। যুদ্ধে শত্রুরা যাঁহার রথযুক্ত অশ্বদ্বয়ের সম্মুখীন হইতে পারে না সেই ইন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া গাও।

৫। এই অভিষুত পবিত্র, দধিমিশ্রিত(২) সোমরসসমূহ অভিষুত সোমপায়ীর পানার্থ তাঁহার নিকট যাইতেছে।

৬। হে সুক্রতু ইন্দ্র! তুমি অভিষুত সোম পানের জন্য ও (দেবগণের মধ্যে) জ্যেষ্ঠত্ব প্রাপ্তির জন্য একেবারেই বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ।

৭। হে স্তুতিভাজন ইন্দ্র! ব্যাপনশীল (অর্থাৎ শীঘ্রমাদক) সোমরস সমূহ (৩) তোমাতে প্রবেশ করুক, প্রকৃষ্ট জ্ঞানলাভে তোমার মঙ্গলকারী হউক।

---

(১) মূলে "সো যোগে আ ভুবৎ" আছে। "পুরুষার্থং সাধয়তু।" সায়ণ।

(২) মূলে "দধ্যাশিরঃ" শব্দ আছে। "অবনীয়মানং দধ্যাশীর্দোষবাতকং যেষাং সোমানাং তে দধ্যাশিরঃ।" সায়ণ।

(৩) মূলে "আশবঃ" আছে। "সবনত্রয়ে প্রকৃতি বিকৃত্যোর্বা ব্যাপ্তিমন্তঃ।" সায়ণ।

৮। হে শতক্রতু! স্তোম সমূহ তোমাকে বর্দ্ধন করিয়াছে, উক্থ(৪) মূহ তোমাকে বর্দ্ধন করিয়াছে, আমাদিগের স্তুতি তোমাকে বর্দ্ধন করুক।

৯। ইন্দ্র রক্ষণে বিরত না হইয়া এই সহস্রসংখ্যক অন্ন গ্রহণ করুন, য় অন্নে সমস্ত পৌরুষ অবস্থিতি করে।

১০। হে স্তুতিভাজন ইন্দ্র! (বিরোধী) মনুষ্যেরা আমাদিগের শরীরে ান আঘাত না করে, তুমি ক্ষমতাশালী, আমাদিগের বধ নিবারণ [illegible]

---

৬ সূক্ত।

ইন্দ্র ও মরুৎগণ(১) দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র [illegible]

১। চতুর্দ্দিকস্থ লোকেরা (ইন্দ্রের সহিত) প্রতাপান্বিত (সূর্য্য), হিংসক হিত (অগ্নি), ও বিচরণকারী (বায়ুর) সহিত সম্বন্ধ স্থাপন করে; নক্ষত্র- ণ আকাশে দীপ্যমান রহিয়াছে(২)।

---

(৪) সায়ণ "স্তোম" অর্থে সামবেদের স্তোত্র ও "উক্থ" অর্থে ঋগ্বেদের স্তোত্র র্ণনা করিয়াছেন, কিন্তু ঋগ্বেদের এই ঋক্ গুলি যে কালে রচিত হয় তখন সামবেদ বা ন্য কোনও বেদ রচিত হয় নাই, সুতরাং ঋক রচয়িতা ঋষিগণ সামবেদের কথা রূপে বলিবে? ঋগ্বেদের মন্ত্র রচিত হইলে পর সেই ঋক ভাঙ্গিয়া ও রূপান্তরিত রিয়া অন্যান্য বেদ রচিত হয়। ঋগ্বেদে অন্য বেদের মন্ত্র দেখা যায় না, সাম ও যুর্ব্বেদে ঋগ্বেদের মন্ত্রই অনেক।

---

(১) মরুৎগণকে? মরুৎশব্দ মৃধাতু হইতে উৎপন্ন, সে ধাতুর অর্থ আঘাত া বা হনন করা; অতএব মরুৎ অর্থ আঘাতকারী বা ধ্বংসকারী ঝড়। ঐ ধাতু হইতে লাটিনদিগের যুদ্ধদেব Mars উৎপন্ন হইয়াছেন, এবং Max Muller বিবেচনা রন ঐ ধাতু হইতে মকার লোপ হইয়া গ্রীকদিগের Ares উৎপন্ন হইয়াছে।

মরুৎদিগের পিতা রুদ্র ও মাতা পৃশ্নি এরূপ ঋগ্বেদের স্থানেং লিখিত আছে।

(২) এই ঋকের অর্থ অতিশয় অপরিষ্কার। সায়ণের ব্যাখ্যা অনুসারে অর্থ উপরে দেয়া হইয়াছে, এবং সে অর্থের মর্ম বোধ হয় এই রূপ যে সূর্য্য অগ্নি বায়ু ও নক্ষত্রগণ বল ইন্দ্রের ভিন্নং মূর্ত্তি বিশেষ।/কিন্তু মূলে ইন্দ্রের বা সূর্য্যের বা অগ্নির বা বায়ুর ম নাই কেবল বিশেষণ গুলি আছে, সায়ণ অনুমান করিয়া দেবগণের নাম বসাইয়া ছেন। যথা মূলে "অরুষ" শব্দ আছে, সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন হিংসক রহিত।" হিংসক রহিত কে? সায়ণ অনুমান করেন অগ্নিকে বুঝাইতেছে।

২। তাহারা ইন্দ্রের কমনীয়, রক্তবর্ণ, তেজঃপূর্ণ ও পুরুষবাহক হরি নামক অশ্বদ্বয় রথের উভয় পার্শ্বে সংযোজিত করে।

৩। হে মনুষ্যগণ! (সূর্য্যরূপ ইন্দ্র) (নিদ্রায়) সংজ্ঞারহিতকে সংজ্ঞা-দান করিয়া (অন্ধকারে) রূপরহিতকে রূপ দান করিয়া জ্বলন্ত রশ্মির সহিত উদিত হইতেছেন।

৪। তাহার পর (মরুৎগণ) যজ্ঞার্হ নাম ধারণ করিয়া স্বীয় প্রকৃতি অনুসারে(৩) মেঘের মধ্যে জলের গর্ভাকার রচনা করিলেন।

৫। হে ইন্দ্র! দৃঢ় স্থানের ভেদকারী এবং বহনশীল মরুৎদিগের সহিত তুমি গুহায় লুক্কায়িত গাভী সমুদয় অন্বেষণ করিয়া উদ্ধার করিয়াছিলে(৪)।

এরূপ অর্থ করায় Max Muller সম্মত নহেন, সুতরাং তিনি এ সূক্তের এ… …রে ভিন্ন রূপ অর্থ করিয়াছেন, যথা। "Those who stand around him, while … moves on, harness the bright red steed; the lights of heaven shine forth…" তিনি বলেন "অরুষের" আদি অর্থ লোহিতবর্ণ, এবং অরুষ বিশেষ্য হইয়া ব্যব… হইলে সূর্য্যের একটী অশ্বের নাম। Max Muller আরও বলেন এই সূর্য্যে… লোহিত বর্ণ … "অরুষ" গ্রীসদেশে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া "Eros" নাম ধ… করিয়া (Cupid in Latin) প্রেমের দেবতা বলিয়া পূজিত হইতেন।—*Chips from a German Workshop*, vol. II (1867), pp. 128 to 140. সূর্য্যের অশ্বগণের সাধারণ নাম হরিৎ, সেই জন্য সূর্য্যকে হরিদশ্ব কহে। Max Muller বিবেচনা করেন এই "হরিৎ" গণ গ্রীসদেশে রূপান্তর প্রাপ্ত হইয়া Charites নাম ধারণ করিয়া (The Graces) পরম রূপবতী ও কমনীয় দেবীরূপে পূজিত হইতেন।—*Science of Language* (1882), vol. II, pp. 405 to 412.

(৩) "স্বধামনু" এই শব্দ মূলে আছে। "উদকমনুলক্ষ্য।" সায়ণ। কিন্তু ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ এই শব্দ দ্বয়ের নূতন অর্থ আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহার অর্থ "অভ্যাসানুসারে।" See the interesting note to this passage in Max Muller's translation of *Rig Veda*, vol. I, p. 19 (1869). "It was a great triumph for the science of comparative philology that long before the existence of such a word as svadhá in Sanscrit was known, * * Professor Benfey with great ingenuity postulated for Sanscrit a noun svadhá as corresponding to the Greek *ἔθος* and the German *sitte*, O. H. G. *sit-u*, Gothic *sid-u*. The noun svadhá has since been discovered in the Veda."

(৪) পণিঃ নামক অসুরেরা দেবলোক হইতে গাভী অপহরণ করিয়া অন্ধকারে রাখিয়াছিল, ইন্দ্র মরুৎদিগের সহিত তাহা উদ্ধার করিয়াছিলেন। গাভীর অন্বেষণার্থে সরমা নাম্নী এক দেব কুক্কুরীকে নিযুক্ত করিয়াছিলেন, এবং সরমা

৬। স্তোতাগণ দেবতা কামনা করিয়া ধনযুক্ত ও মহৎ ও বিখ্যাত (মরুৎগণকে) লক্ষ্য করিয়া সুমন্ত্রী (ইন্দ্রের) ন্যায় স্তুতি করে।

৭। হে মরুৎগণ! যেন তোমাদিগকে ভীতি রহিত ইন্দ্রের সহিত মিলিত দেখা যায়: তোমরা নিত্য প্রমুদিত ও তুল্যদীপ্তি বিশিষ্ট।

৮। দোষ রহিত, স্বর্গাভিগত ও কাময়িতব্য (মরুৎগণের) সহিত ইন্দ্রকে বল সম্পন্ন বলিয়া এই যজ্ঞ অর্চনা করিতেছে।

৯। হে চতুর্দ্দিকব্যাপী (মরুৎগণ)! ঐ (অন্তরীক্ষ) হইতে অথবা আকাশ হইতে, অথবা দীপ্যমান (আদিত্য মণ্ডল) হইতে আইস; এই যজ্ঞে (ঋত্বিক) সম্যকরূপে স্তুতি সাধন করিতেছে।

১০। এই পৃথিবী হইতে অথবা অকাশ হইতে অথবা মহৎ অন্তরীক্ষ হইতে ধন দানের জন্য ইন্দ্রের নিকট যাচ্ঞা করি।

অসুর দিগের সহিত বন্ধুত্ব করিয়া গাভীর অনুসন্ধান পাইয়া ছিল। সায়ণ। ইউরোপীয় পণ্ডিত Max Muller বিবেচনা করেন এই বৈদিক উপাখ্যানটী প্রাতঃকালের প্রকৃতি সম্বন্ধীয় একটী উপমা মাত্র। তিনি বলেন "সরমা উষার একটী নাম। দেবগণের গাভীগণ, অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মি সমুদয় অথবা সেই রশ্মি রক্ত মেঘ খণ্ডগুলি অন্ধকার দ্বারা অপহৃত হইয়াছে। দেবগণ ও মনুষ্যগণ তাহাদিগের উদ্ধারের জন্য ব্যস্ত হইয়াছেন। অবশেষে উষা দেখা দিলেন, তিনি বিদ্যুতগতিতে, গন্ধ পাইয়া কুক্কুরী যেরূপ যায় সেইরূপ, ইতস্ততঃ ধাবমাণ করিতে লাগিলেন। তিনি (সরমা) সন্ধান লইয়া ফিরিয়া আসিলে আলোকদেব ইন্দ্র প্রকাশ হইয়া অন্ধকারের সহিত যুদ্ধ করিতে, এবং তাহাদিগের দুর্গ হইতে সেই দেব গাভী উদ্ধার করিতে প্রস্তুত হইলেন।" Max Muller আরও বিবেচনা করেন ট্রয়ের যুদ্ধের যে গল্প লইয়া চিরস্মরণীয় কবি হোমর গ্রীক ভাষায় মহাকাব্য লিখিয়াছেন, সে গল্প এই পণিস্ ও সরমার গল্পের রূপান্তর মাত্র। সরমা—Helena, বিলু (পণিসের দুর্গ)—Ilium, পণিস্—Paris, বৃসয়—Brises, ইত্যাদি। "The siege of Troy is but a repetition of the daily siege of the East, by the solar powers that every evening are robbed of their brightest treasures in the West."—*Science of Language* (1882), vol. II, pp. 513 to 516.

৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি।

১। গাথাকারেরা বৃহৎ গাথা দ্বারা, অর্কীগণ অর্ক দ্বারা, বাণী-কারেরা বাণীদ্বারা(১) ইন্দ্রকে স্তুতি করিয়াছেন।

২। ইন্দ্র হরিদ্বয়কে বচনমাত্রে যোজিত করিয়া সকলের সহিত মিশি-তেছেন, তিনি বজ্রযুক্ত ও হিরণ্ময়

৩। ইন্দ্র বহুদূর দর্শনের জন্য আকাশে সূর্য্যকে আরোহণ করাইয়াছিলেন; সূর্য্য কিরণ দ্বারা পর্ব্বত আলোকিত করিয়াছেন।

৪। হে উগ্র ইন্দ্র! তোমার অমোঘ রক্ষণাবেক্ষণ দ্বারা আহবে এবং (গজাশ্বাদি) লাভযুক্ত সহস্র মহাযুদ্ধে(২) আমাদিগকে রক্ষা কর।

৫। ইন্দ্র আমাদিগের সহায় এবং শত্রুদিগের পক্ষে বজ্রধারী, আমরা মহাধনের জন্য এবং স্বল্প ধনের জন্য ও ইন্দ্রকে আহ্বান করি।

৬। হে সর্ব্বফলদাতা, হে বৃষ্টিপ্রদ ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের জন্য মেঘ উদ্ঘাটন করিয়া দাও; তুমি আমাদিগের যাচ্ঞা কখনও অগ্রাহ্য কর নাই(৩)।

৭। ভিন্ন২ ফলদাতা ভিন্ন২ দেবতা সম্বন্ধে যে স্তুতি বাক্য প্রয়োগ উৎকৃষ্ট হয়, সে সমস্ত স্তোমই বজ্রধারী ইন্দ্রের; তাঁহার যোগ্যস্তুতি আমি জানি না।

৮। যেরূপ বননীয়গতি বৃষভ যূথকে বলপূর্ণকরে, অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র সেইরূপ মনুষ্যদিগকে বলপূর্ণ করেন; ইন্দ্র ক্ষমতাশালী ও যাচ্ঞা অগ্রাহ্য করেন না।

---

(১) সায়ণ "গাথা" অর্থ সামবেদের গাথা, "অর্ক" অর্থ ঋগ্বেদের মন্ত্র এবং "বাণী" অর্থ যজুর্ব্বেদের বাণী স্থির করিয়াছেন। কিন্তু আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি এরূপ অর্থ অসঙ্গত, এই ঋক সকল যখন রচিত হইয়াছিল তখন অন্য কোন ও বেদ রচিত হয় নাই। পঞ্চম সূক্তের অষ্টম ঋক দেখ।

(২) মূলে "প্রধনেষু" আছে, অর্থ "গজাশ্বাদিলাভযুক্তেষু মহাযুদ্ধেষু।" সায়ণ।

(৩) মূলে "অস্মভ্যমপ্রতিষ্কুতঃ" এই মাত্র আছে। অর্থ "অস্মভ্যমস্মদর্থমপ্রতিষ্কুতঃ প্রতিশব্দরহিতঃ। যদ্যদস্মাভির্যাচ্যতে তত্র সর্ব্বত্র নোত প্রতিশব্দং ন উচ্চারয়তি।" সায়ণ।

৯। যে ইন্দ্র একাকী মনুষ্যদিগের, ধন সমূহের এবং পঞ্চক্ষিতির (৪) উপর শাসন করেন।

১০। সর্ব্বজনের উপরিস্থিত ইন্দ্রকে তোমাদিগের জন্য আহ্বান করি, তিনি কেবল আমাদিগেরই হউন।

---

(৪) "পঞ্চক্ষিতি" অর্থ চারি জাতি ও নিষাদেরা সায়ণ এইরূপ অনুমান করিয়াছেন। কিন্তু অন্যান্য স্থানে পঞ্চক্ষিতি বা পঞ্চজন এইরূপ শব্দের সায়ণও যুক্ত অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন, পাঠক তাহা সেই২ স্থানে দেখিবেন। কোথাও পঞ্চ জগৎ বা গন্ধর্ব্বাদি পাঁচ প্রকার জীব অর্থ করিয়াছেন; ৮৯ সূক্তের ১০ ঋক ও ১০৩ সূক্তের ১২ ঋক দেখ। সুতরাং সায়ণ পঞ্চক্ষিতি বা পঞ্চজন শব্দের প্রকৃতঅর্থ না জানিয়া ভিন্ন২ স্থানে ভিন্ন২ প্রকার অনুভব করিয়াছেন তাহা স্পষ্টই দেখা যাইতেছে। চারি জাতি ও নিষাদ এরূপ অর্থ নহে, কেননা ঋগ্বেদ রচনার প্রারম্ভে চারি জাতি ছিল না, কেবল মাত্র দুই জাতি ছিল, আর্য্য এবং অনার্য্য বা দস্যু। ঋগ্বেদ রচনা কালের শেষে আর্য্যদিগের মধ্যে ঋত্বিক বা পুরোহিত শ্রেণি, রাজপুরুষগণ, ও সাধারণ শ্রমজীবী বা ব্যবসায়ী লোক এই তিনটী ভিন্ন২ শ্রেণি, হইয়াছিল, কিন্তু তখনও এই ভিন্ন২ শ্রেণিস্থ লোকদিগের মধ্যে আহারাদি বা বিবাহাদি কার্য্য নিষিদ্ধ হয় নাই, সুতরাং তখনও এ তিনটী শ্রেণি তিনটী "জাতি" হয় নাই। পঞ্চক্ষিতি সম্বন্ধে পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী এইরূপ লিখিয়াছেন, যথা "প্রাচীনকালে ইদানীন্তন জাতি বিভাগের কোনও উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায় না। * * ক্ষিতি শব্দে কিরূপে জাতি বা বর্ণ বুঝাইবে। ক্ষিতি শব্দের অর্থ স্থান, ভূভাগ * * আমার বোধ হয় যে পঞ্জাব প্রদেশের পঞ্চনদান্তর্গত পঞ্চ ভূভাগ যে স্থানে আর্য্যেরা প্রথম বাস করিয়াছিলেন তাহাই এমন্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে। এই পঞ্চ নদের নাম অন্যত্র দৃষ্ট হয়।" ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ (১২৮৪) প্রথমভাগ, দ্বিতীয়খণ্ড, ৩৬। ৩৭ পৃষ্ঠা। পাঠকগণ এবিষয়ে যদি ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মত দেখিতে চাহেন, তবে Muir's *Sanscrit Texts* নামক পুস্তকের প্রথম খণ্ড দেখিবেন, তথায় এবিষয় বিশেষরূপে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু সে সমস্ত আলোচনা উদ্ধৃত করিবার আমাদের স্থান নাই। ঋগ্বেদ সংহিতার প্রকাশক Max Muller আচার্য্যের এবিষয়ে একটী মত উদ্ধৃত করিবার স্থান পাইতেছি। "If, then, with all the documents before us, we ask the question, does caste, as we find it in Manu and at the present day, form part of the most ancient religious teaching of the Vedas? We can answer with a decided No. There is no authority whatever in the hymns of the Veda for the complicated system of castes, no authority for the offensive privileges claimed by the Brahmans, no authority for the degraded position of the Sudras. There is no law to prohibit the different classes of the people from living together, from eating and drinking together; no law to prohibit the marriage of people belonging to different castes, no law to brand the offspring of such marriages with an indelible stigma. . . . Caste as now understood is not a Vedic institution, and in disregarding

৮ সূক্ত।

[illegible] দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! আ[illegible]গের রক্ষণার্থে সম্ভোগযোগ্য, জয়শীল, সদা শত্রুবিজয়ী, ও প্রভূত ধন [illegible]

[illegible] যে *ধনদ্বারা ([illegible]যুক্ত সৈন্যদিগের) নিরন্তর মুষ্টি প্রহার দ্বার[illegible] [illegible]নিবারণ করিব, অথবা তোমার দ্বারা রক্ষিত হইয়া অশ্ব দ্বারা [illegible] করিব।

৩। হে ইন্দ্র! তোমার দ্বারা রক্ষিত হইয়া আমরা কঠিন অস্ত্র ধারণ করি, যুদ্ধে স্পর্দ্ধাযুক্ত শত্রুকে জয় করিব।

৪। হে ইন্দ্র! তোমার সহায়তায় আমরা বীর অস্ত্রধারীদিগের সহিত সৈন্যসজ্জাযুক্ত(১) শত্রুকে ও পরাভব করিতে পারি।

৫। ইন্দ্র মহৎ এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট, বজ্রধারী ইন্দ্রে মহত্ত্ব অবস্থিতি করুক; তাঁহার সৈন্য আকাশের ন্যায় প্রভূত।

৬। যে পুরুষেরা সংগ্রামে লিপ্ত হয়েন, অথবা পুত্র লাভ ইচ্ছা করেন, অথবা যে বিজ্ঞ লোকেরা জ্ঞানাকাঙ্ক্ষায় নিযুক্ত থাকেন (তাঁহারা সকলেই ইন্দ্রের স্তুতি দ্বারা সিদ্ধি লাভ করেন।)

৭। ইন্দ্রের যে উদরদেশ অতিশয় সোমরসপানে তৎপর, সে উদর সমুদ্রের ন্যায় স্ফীত হয়, মুখের প্রচুর জলের ন্যায় (কখন ও শুষ্ক হয় না।)

৮। ইন্দ্রের সুনৃত বাক্য প্রকৃতই সুনৃত এবং বিবিধ (মিষ্ট) বচনযুক্ত, সে বাক্য মহৎ এবং গাভীদান করে; এবং হব্যদাতার পক্ষে সে বাক্য পরিপক্ক ফলপূর্ণ শাখার ন্যায়।

---

the rules of caste no command of the real Veda is violated."—Max Muller's *Chips from a German Workshop*, vol. II (1867), pp. 307, 308. শুক্লযজুর্বেদ সংহিতার প্রকাশক Weber ও ঋগ্বেদের সময় সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "There are no castes as yet; the people is still one united whole, and bears but one name, that of *Visas*."—*Indian Literature (Translation)*, p. 38.

---

(১) মূলে "পৃতন্যাতঃ" শব্দ আছে, অর্থ "সেনামিচ্ছতঃ।" সায়ণ।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার ঐশ্বর্য্য প্রকৃতই এইরূপ, এবং মাদৃশ হব্য-দাতার রক্ষণের হেতু, এবং তৎক্ষণ ফলদায়ী।

১০। তাঁহার স্তোম ও উক্থ প্রকৃতই এইরূপ, অর্থাৎ ... ইন্দ্রের সোমপানের জন্য কথনীয়।



৯ সূক্ত

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র ...

১। হে ইন্দ্র! আইস, সোমরসরূপ খাদ্য সমূহে হৃষ্ট হও; মহাবল হইয়া শত্রুদিগের পরাজয়ী হও।

২। হর্ষজনক ও কার্য্যকরণে উত্তেজক সোমরস প্রস্তুত হইলে হর্ষযুক্ত ও সর্ব্বকর্ম্মকারক ইন্দ্রকে উৎসর্গ কর।

৩। হে সুনাসিক(১) ইন্দ্র! সর্ব্বমনুষ্যের অধীশ্বর! হর্ষজনক স্তুতি সমূহদ্বারা হর্ষযুক্ত হও; দেবগণের সহিত এই সবন সমূহে আইস।

৪। হে ইন্দ্র! আমি তোমার স্তুতি রচনা করিয়াছি; তুমি অভীষ্টবর্ষী ও পালনকারী, সেই স্তুতি তোমাকে প্রাপ্ত হইয়াছে, সেই স্তুতি তুমি গ্রহণ করিয়াছ।

৫। হে ইন্দ্র! শ্রেষ্ঠ ও বহুবিধ ধন আমাদিগের অভিমুখে প্রেরণ কর; পর্য্যাপ্ত ও প্রভুত ধন তোমরাই আছে।

৬। হে প্রভুত ধনশালী ইন্দ্র! ধন সিদ্ধির জন্য আমাদিগকে এই কর্ম্মে নিযুক্ত কর; আমরা উদ্যোগবান্ ও কীর্ত্তিমান্।

৭। হে ইন্দ্র! গাভীযুক্ত, অন্নযুক্ত, প্রভুত ও বৃহৎ, সমস্ত আয়ুর কারণ, ও বিনাশ রহিত ধন আমাদিগকে প্রদান কর।

৮। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে মহৎ কীর্ত্তি এবং সহস্রদান যুক্তধন এবং বহু রথ পূর্ণ সেই অন্ন দান কর।

(১) মূলে "সুশিপ্র" শব্দ আছে। "শোভনহনো শোভননাসিক বা।" সায়ণ।

৯। যজ্ঞকার্যে আমরা স্তুতি দ্বারা স্তব করিতে ইন্দ্রকে আহ্বান করি, তিনি ধনপালক, ঋজুপ্রিয়, এবং যজ্ঞে গমন করেন।

১০। [illegible] সবনে যজমানগণ নিত্যনিবাস ও প্রৌঢ় ইন্দ্রের বৃহৎপরাক্রমের প্রশংসা করে।

---

১০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা।* বিশ্বামিত্রের পুত্র মধুচ্ছন্দা ঋষি।

১। হে শতক্রতু! গায়কেরা তোমার উদ্দেশে গান করে, অর্চকেরা অর্চনীয় ইন্দ্রকে অর্চনা করে; নর্ত্তকেরা যেরূপ বংশ(১) খণ্ডকে উন্নত করে, স্তুতিকারেরা(২) তোমাকে সেইরূপ উন্নত করে।

২। (যজমান সোমলতা আহরণার্থ) যখন সানু হইতে অপর সানুতে আরোহণ করে, এবং প্রভূত কর্ম্ম উপক্রম করে, তখন ইন্দ্র যজমানের প্রয়োজন জানিতে পারেন, এবং অভীষ্টবর্ষণে উৎসুক হইয়া মরুৎদলের সহিত (যজ্ঞস্থানে আগমনার্থ) উদ্যত হয়েন।

---

(১) মূলে কেবল "বংশং ইব" আছে। "যথা বংশাগ্রে নৃত্যন্তঃ শিল্পিনঃ প্রৌঢ়ং বংশং উন্নতং কুর্ব্বন্তি। যথা বা সন্মার্গবর্ত্তিনঃ স্বকীয়ং কুলং উন্নতং কুর্ব্বন্তি।" সায়ণ।

(২) মূলে "ব্রহ্মাণঃ" আছে। ঋগ্বেদে ব্রহ্ম অর্থ প্রার্থনা বা স্তুতি; "ব্রহ্মা" একজন স্তুতিবাদক পুরোহিত বিশেষ; "ব্রহ্মাণঃ" অর্থে স্তুতিবাদকগণ বা পুরোহিতগণ। সায়ণ যে "ব্রহ্মাণঃ" শব্দের "ব্রাহ্মণ" অর্থ করিয়াছেন, সে অসঙ্গত, কেন না পুরোহিতেরা তখনও ব্রাহ্মণ নামে একটী ভিন্ন "জাতি" ভুক্ত হয়েন নাই। ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকে আদৌ "ব্রাহ্মণ" শব্দের ব্যবহার নাই। ভিন্ন২ পণ্ডিতগণ "ব্রহ্মাণঃ" শব্দের এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, যথা—

"Brahmani."—*Rosen.* "Prêtres."—*Langlois.*

"The Brahma of a sacrifice does not necessarily involve the notion of a Brahman by caste."—*Wilson.* "Betenden."—*Roth.* "Brahmanas."—*K. M. Banerjea.*

"ব্রহ্মাদি অন্যান্য ঋত্বিকেরা" রমানাথ সরস্বতী।

* সে ঋত্বিকদিগের নাম ৩৬ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ।

৩। তোমার কেশরযুক্ত, পর্য্যাক্রান্ত এবং পুষ্টাঙ্গ(৩) অশ্বদ্বয় সংযোজিত কর; তাহার পর হে সোমপায়ী ইন্দ্র! আমাদিগের স্তুতি শ্রবণার্থ নিকটে আইস।

৪। হে নিবাসকারণভূত ইন্দ্র! আইস, আমাদের স্তুতি প্রশংসা কর, অনুমোদন কর, ও শব্দদ্বারা (আনন্দ প্রকাশ) কর; আমাদিগের অন্ন ও যজ্ঞ এক কালে বর্দ্ধন কর।

৫। বহু শত্রুনিষেধকারী ইন্দ্রের উদ্দেশে বর্দ্ধনকারী উক্থ গীত হইবে; যেন সেই ক্ষমতাশালী ইন্দ্র আমাদিগের পুত্র ও বন্ধুদিগের মধ্যে শব্দ করেন।

৬। আমরা মিত্রতার জন্য, ধনের জন্য সুবীর্য্যের জন্য তাঁহার নিকট যাই; সেই ক্ষমতাশালী ইন্দ্র আমাদিগকে ধন দান করিয়া আমাদিগের রক্ষণসমর্থ হইয়াছেন।

৭। হে ইন্দ্র! তোমার প্রদত্ত অন্ন সর্ব্বত্র প্রসারিত এবং সুখ প্রাপ্য, হে বজ্রধারী ইন্দ্র! গাভীর নিবাস স্থান খুলিয়া দাও(৪), ধন সম্পাদন কর।

৮। হে ইন্দ্র! শত্রুবধ কালে এই উভয় জগৎ তোমাকে ধারণ করিতে পারে না; তুমি স্বর্গীয় জল (বৃষ্টি) জয় কর (প্রেরণ কর), আমাদিগকে প্রাচুর্য্যরূপে গাভী প্রেরণ কর।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার কর্ণ চারিদিক হইতে শুনিতে পায়, আমাদিগের আহ্বান শীঘ্র শ্রবণ কর; আমার স্তুতি ধারণ কর, আমার এই স্তোত্র ও আমার সখার স্তোত্র আপনার নিকটে ধারণ কর।

১০। আমরা তোমাকে জানি; তুমি প্রভূতরূপে অভীষ্ট বর্ষণ কর, তুমি সংগ্রামে আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর; আমরা সহস্রগভীষ্টবর্ষীর প্রভূতধনপ্রদ আশ্রয় প্রার্থনা করি।

---

(৩) মূলে "ঋক্ষরা" শব্দ আছে। "অশ্বস্য উদরবন্ধন রজ্জুঃ কক্ষ্যা। তস্যা পূর্ণৌ পুষ্টাঙ্গৌ ইত্যর্থ।" সায়ণ।

(৪) মূলে "গবাং অপ ব্রজংবৃধি" আছে। "ক্ষীরাদি প্রদানার্থং গবাং নিবাসস্থানং অপবৃধি। অপবৃতং উদ্ঘাটিতদ্বারং কুরু।" সায়ণ।

১১। হে ইন্দ্র! শীঘ্র আমাদিগের নিকটে আইস; হে কুশিক পুত্র(৫)! হইয়া অভিষুত সোম পান কর; নব্য(৬) আয়ুঃ সম্যকরূপে বর্দ্ধন, এই ঋষিকে সহস্রধনোপেত কর।

১২। হে স্তুতি ভাজন ইন্দ্র! চারিদিক হইতে এই স্তুতি তোমার কট উপনীত হউক; তুমি দীর্ঘায়ুঃ, তোমাকে অনুসরণ করিয়া সেই তি বৃদ্ধি প্রাপ্ত হউক; তোমার প্রতি সাধন করিয়া সেই স্তুতি মাদিগের প্রীতিকর হউক।

---

১১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। মধুচ্ছন্দার পুত্র জেতৃ ঋষি।

১। সমুদ্রবৎ ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, রথীদিগের মধ্যে রথীশ্রেষ্ঠ, অন্নপতি সজ্জনপালক ইন্দ্রকে আমাদিগের সমস্ত স্তুতি বর্দ্ধন করিয়াছে।

২। হে বলপতি ইন্দ্র! তোমার মিত্রতায় অন্নবান্ হইয়া আমরা ন না ভয় করি; তুমি জয়শীল ও অপরাজিত, তোমাকে আমরা স্তুতি রি।

৩। ইন্দ্রের ধনদান পূর্ব্বকাল সিদ্ধ; যদি তিনি স্তোতাদিগকে গাভীযুক্ত অন্নযুক্ত ধন দান করেন(১), তাহা হইলে তাঁহার রক্ষণাবেক্ষণ ক্ষান্ত হবে না।

৪। যুবা, মেধাবী, প্রভুতবলসম্পন্ন, সকল কর্ম্মের ধর্ত্তা, বজ্রযুক্ত বহু স্তুতিভাজন ইন্দ্র (অসুরদিগের) নগর বিদারকরূপে জন্ম গ্রহণ রিয়া ছিলেন।

---

(৫) "যদ্যপি বিশ্বামিত্রঃ কুশিকস্য পুত্রস্তথাপি তদ্রূপেণ ইন্দ্রস্যোৎপন্নত্বাৎ শিকপুত্রত্বমবিরুদ্ধম্।" "কুশিকস্ত্বৈষীরথিরিন্দ্রতুল্যং পুত্রমিচ্ছন্ ব্রহ্মচর্য্যং নার। তস্যেন্দ্র এব গাথী পুত্রো যজ্ঞে।" সায়ণ।

(৬) "নব্যং সর্ব্বৈর্দেবৈঃ স্তুত্যং কর্ম্মানুষ্ঠানপরম্" সায়ণ।

---

(১) সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "যজমানঃ স্তোতৃভ্যঃ ** ধনং যদি মংহতে।" যজমান শব্দমূলে নাই; এখানে ইন্দ্রেরই ধনদানের কথা বলা হইতেছে।

৫। হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! তুমি গাভী হরণকারী বলনামক অসুরের গহ্বর উদ্‌ঘাটিত করিয়াছিলে(২); তখন বলাসুর নিপীড়িত দেবতাগণ ভয় শূন্য হইয়া তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।

৬। হে বীর ইন্দ্র! আমি স্যন্দমান সোমরসের গুণ সর্ব্বত্র ব্যক্ত করিয়া তোমার ধন দানে আকৃষ্ট হইয়া প্রত্যাগত হইয়াছি। হে স্তুতি ভাজন ইন্দ্র! (পূর্ব্বে) যজ্ঞ কর্ত্তাগণ তোমার নিকট উপনীত হইত, এবং তোমার (বদান্যতা) জানিয়াছিল।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি মায়াবী শুষ্ণ(৩) (নামক অসুরকে) মায়াদ্বারা বধ করিয়াছিলে; মেধাবীগণ তোমার (মহিমা) জানে, তাহাদিগের অন্ন বর্দ্ধন কর।

৮। বল প্রভাবে জগতের নিয়ন্তা ইন্দ্রকে স্তোতাগণ স্তুতি করিয়াছিল; তাঁহার ধন দান সহস্র সংখ্যক অথবা তাহা অপেক্ষাও অধিক।

---

(২) বলনামক কোন এক অসুর দেবতাদিগের গাভী অপহরণ করিয়া কোন এক গহ্বরে গোপন করিয়া রাখিয়াছিল। তখন ইন্দ্র স্বসৈন্যে সেই গহ্বর বেষ্টন করিয়া সেই গহ্বর হইতে গাভী বাহির করিয়াছিলেন। সায়ণ। চতুর্থ মণ্ডলের ৫০ সূক্ত এবং অন্যান্য সূক্ত পাঠ করিলে বুঝা যায় যে বল অসুরের উপাখ্যান একটী উপমা মাত্র, মেঘই বলের গাভী, ইন্দ্র তাহাদিগকে উদ্ধার করিয়া দোহন করেন, অর্থাৎ বৃষ্টি দান করেন। এই নৈসর্গিক ব্যাপার সম্বন্ধে আর একটী উপমা হইতে বৃত্রের উপাখ্যান উৎপন্ন হইয়াছে; ৩২ সূক্ত দেখ। ডাক্তর কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় আসিরীয় ইতিহাসের বাবিলনাধিপতি "বল" দিগের সহিত বৈদিক "বলের" ঐক্য সাধন করিতে উৎসুক। এবং তিনি আসিরীয় "অসরের" সহিত "অসুরের" ঐক্য সাধনে উৎসুক। তাঁহার প্রণীত ঋগ্বেদের প্রথম দুই অধ্যায়ের ভূমিকা দেখ। এবং তাঁহার প্রণীত Aryan Witness দেখ।

(৩) "শুষ্ণং ভূতানাং শোষণ হেতুং এতন্নামকং অসুরং।" সায়ণ। অর্থাৎ অনাবৃষ্টিরূপ অকল্যাণ। শুষ্ণের উপাখ্যান বৃষ্টিপাতের আর একটী উপমা। ইন্দ্র শুষ্ণকে হনন করিলেন, অর্থাৎ অনাবৃষ্টি প্রতিরোধ করিয়া বৃষ্টিদান করিলেন। বৃত্র, অহি, শুষ্ণ, নমুচি, পিপ্রু, শম্বর, উরণ, কুযব, বর্চ্চি, অর্ব্বুদ, প্রভৃতি দস্যুপুঞ্জ দিগের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধের এই আদিম অর্থ। ৩২ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ—See also Roth's *Illustrations of the Nirukta*, p. 150, and Muir's *Sanscrit Texts*, vol. V (1884), pp. 95, 96.

১২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি।

১। অগ্নি দেবদূত ও দেবগণের আহ্বানকারী, তিনি সর্ব্বধন যুক্ত এবং এই যজ্ঞের সুনিষ্পাদক, আমরা অগ্নিকে বরণ করি।

২। প্রজাপালক, হব্যবাহী, এবং বহু লোকের প্রিয় অগ্নিকে যজ্ঞের অনুষ্ঠাতাগণ নিরন্তর আহ্বান মন্ত্র দ্বারা আহ্বান করিয়া থাকে।

৩। হে কাষ্ঠোৎপন্ন অগ্নি! এই ছিন্নকুশযুক্ত যজ্ঞ স্থলে দেবতাদিগকে আনায়ন কর; তুমি আমাদিগের স্তুতিভাজন ও দেবতাদিগের আহ্বানকারী।

৪। হে অগ্নি! যেহেতু তুমি দেবতা দিগের দূত কর্ম্ম প্রাপ্ত হইয়াছ অতএব হব্যাকাঙ্ক্ষী দেবগণকে জাগরিত কর; দেবগণের সহিত এই কুশযুক্ত যজ্ঞস্থলে উপবেশন কর।

৫। হে অগ্নি! তুমি ঘৃতের দ্বারা আহূত ও দীপ্যমান; আমাদিগের বিদ্বেষীগণ রাক্ষসের(১) সহিত যুক্ত হইয়াছে, তুমি তাহাদিগকে দহন কর।

৬। অগ্নি অগ্নিদ্বারা প্রজ্বলিত হয়েন, তিনি মেধাবী, গৃহপালক যুবা(২), হব্যবাহী ও জুহূ মুখ(৩)।

---

(১) মূলে "রক্ষঃ" শব্দ আছে।

(২) অগ্নিকে অনেক স্থানে "যুবা" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তিনি সকল দেবগণের মধ্যে "যবিষ্ঠ।" গ্রীকদিগের বিশ্বকর্ম্মার নাম Hephaistos (Vulcan in Latin,) এবং পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন, এই "Hephaistos" নাম "যবিষ্ঠ" নামের রূপান্তর মাত্র। দুইটী কাষ্ঠ ঘর্ষণ বা মন্থন করিলে অগ্নি উৎপন্ন হয় সেই জন্য অগ্নিকে "প্রমন্থ" নাম দেওয়া যায়। গ্রীকদিগের মধ্যে যে দেব মনুষ্যের হিতার্থ স্বর্গ হইতে অগ্নি চুরি করিয়া আনিয়াছিলেন, পণ্ডিতদিগের মতে সেই Prometheus দেবের নাম "প্রমন্থের" রূপান্তর মাত্র। অগ্নির আর একটী নাম "ভুরণ্য," পণ্ডিতেরা বলেন তাহারই রূপান্তর গ্রীকদিগের অগ্নিদাতা ও [illegible] "Phoroneus." এবং পণ্ডিতগণ আরও বিবেচনা করেন রোমকদিগের "Vulcan" "উল্কার"

৭। মেধাবী, সত্যধর্ম্মা, শত্রুনাশক, দেব অগ্নির নিকটে আসিয়া যজ্ঞ কর্ম্মে তাঁহার স্তুতি কর।

৮। হে দেব অগ্নি! তুমি দেবদূত, যে হবিষ্পতি তোমার পরিচর্য্যা করে তুমি তাহার সম্যক রক্ষক হও।

৯। যে হবিষ্পতি দেবগণের হব্যভক্ষণার্থ অগ্নির নিকটে আসিয়া সম্যক পরিচর্য্যা করে, হে পাবক! তাহাকে সুখী কর।

১০। হে দীপ্যমান্ পাবক অগ্নি! তুমি আমাদিগের জন্য দেবতাগণকে এখানে লইয়া আইস, এবং আমাদিগের যজ্ঞ ও হব্য দেব সমীপে লইয়া যাও।

১১। হে অগ্নি! নূতন গায়ত্রীচ্ছন্দের মন্ত্র দ্বারা স্তুত হইয়া আমাদিগের জন্য ধন ও বীরযুক্ত অন্ন প্রদান কর।

১২। হে অগ্নি! তুমি শুভ্র দীপ্তিযুক্ত ও দেবগণের আহ্বানসমর্থ স্তোত্র সমন্বিত; তুমি আমাদিগের এই স্তোত্র গ্রহণ কর।

রূপান্তর মাত্র। এবং অগ্নির "অগ্নি" নাম হইতে লাটিনদিগের Ignis, এবং স্লাভদিগের Ogni উৎপন্ন। "In this name Yavishtha,—which is never given to any other Vedic god, we may recognize the Hellenic Hephaistos. *Note.*—Thus with the exception of Agni all the names of the fire and the fire god were carried away by the western Aryans; and we have Prometheus answering to Pramantha, Phoroneus to Bharanyu, and the Latin Vulcanus to the Sanscrit Ulka."—Cox's *Mythology of the Aryan Nations*, vol. II, chapter IV, section I. "Agni is the god of fire; the Ignis of the Latins, the Ogni of the Sclavonians."—Muir's *Sanscrit Texts*, vol. V (1884), p. 199. + ১/১৩/১

(৩) জুহূ কাষ্ঠ নির্ম্মিত হাতা যজ্ঞকালে ব্যবহার হইয়া থাকে। সেই হাতাই অগ্নির মুখস্বরূপ, কেন না তদ্দ্বারা অগ্নিকে ঘৃত ভোজন করান যায়।

১৩ সূক্ত(১)।

অগ্নি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি।

১। হে সুসমিদ্ধ(২) নামক অগ্নি! আমাদিগের যজমানের নিকট দেবগণকে আনয়ন কর; হে পাবক! হে দেবগণের আহ্বানকারী! তুমি যজ্ঞ সম্পাদন কর।

২। হে মেধাবী তনূনপাৎ(৩) নামক অগ্নি! আমাদিগের রসবৎ যজ্ঞ অদ্য ভক্ষণার্থে দেবগণের নিকট লইয়া যাও।

৩। এই যজনদেশে, এই যজ্ঞে, প্রিয়, মধুজিহ্ব, হব্যনিষ্পাদক, নরাশংস(৪) নামক অগ্নিকে আহ্বান করি।

---

(১) এই সূক্তটী আপ্রী সূক্ত, অর্থাৎ পশুযজ্ঞে ইহার নিয়োগ হইত। প্রত্যেক ঋষিবংশের ভিন্ন২ আপ্রীসূক্ত ছিল। ঋগ্বেদের ১০ মণ্ডলে সর্ব্বসুদ্ধ ১০টী আপ্রীসূক্ত আছে। (রমানাথ সরস্বতীর টীকা দেখ।)

প্রথম মণ্ডলে	...	... ১৩, ১৪২ ও ১৮৮ সূক্ত।
দ্বিতীয় „	...	... ৩ সূক্ত।
তৃতীয় „	...	... ৪ সূক্ত।
পঞ্চম „	...	... ৫ সূক্ত।
সপ্তম „	...	... ২ সূক্ত।
নবম „	...	... ৫ সূক্ত।
দশম „	...	... ৭০ ও ১১০ সূক্ত।

এই সূক্তে ১২টী ঋকে অগ্নিকে দ্বাদশ নামে স্তুতি করা হইয়াছে, যথা—
১। সুসমিদ্ধ, ২। তনূনপাৎ, ৩। নরাশংস, ৪। ইলা, ৫। বর্হিঃ, ৬। দেবীদ্বার, ৭। নক্তোষসৌ, ৮। দৈব্যৌ হোতারৌ, ৯। ইলা সরস্বতী মহী, ১০। ত্বষ্টা, ১১। বনস্পতি, ১২। স্বাহা।

(২) "সুসমিদ্ধ" অর্থ সুপ্রজ্বলিত।

(৩) তনু + উন= তনূন, অর্থাৎ দুর্ব্বলকলেবর।
তনূন + প= তনূনপ, অর্থাৎ দুর্ব্বলাকারের পালক, অর্থাৎ ঘৃত।
তনূনপ + অৎ= "তনূনপাৎ" অর্থাৎ ঘৃতভোজী অগ্নি।

(৪) "নরাশংস" অর্থ মানবপ্রশংসিত। প্রাচীন ইরানীয়দিগের "জেন্দ অবস্থায়" অগ্নিকে "অতর" কহে অগ্নির "নরাশংস" এই দেব মনুষ্যের হিতার্থ রূপে লক্ষিত হয়। একটী স্তুতি আমরা উদ্ধৃত করিতেছি। গ্রীকদের সেই Promotheus "আমরা অহুরোমজদের পুত্র অতরকে যজ্ঞ প্রদান একটী নাম "ফরগু." পণ্ডিতেরা যজ্ঞ প্রদান করি, রাজাদিগের নাভিতে যিনি বর্দ্ধ সদাচারবিশিষ্ট "Phorôneus." আমরা যজ্ঞ প্রদান করি।" জেন্দ অবস্থা দ্বিতীয় গ্রীকদিগের "Vulcan" "উল্কার"

৪। হে ঈলিত(৫) অগ্নি! সুখতমরথে দেবগণকে লইয়া আইস; মনুষ্যদ্বারা(৬) তুমি দেবগণের আহ্বানকারী রূপে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছ।

৫। হে বুদ্ধিমান্ ঋত্বিকগণ! পরস্পরসংসক্ত এবং ঘৃতাচ্ছাদিত বর্হি(৭) কুশ বিস্তার কর, সেই কুশের উপর ঘৃত দৃষ্ট হয়।

৬। যজ্ঞশালার দ্বার(৮) উদ্ঘাটিত হউক; সে দ্বার যজ্ঞের বর্দ্ধন সাধক; দ্যুতিমান, এবং এত দিন জনশূন্য ছিল(৯); অদ্য অবশ্যই যজ্ঞ সাধন করিতে হইবে।

৭। শোভনরূপযুক্ত নক্ত ও উষাকে(১০) এই আমাদিগের কুশে বসিবার জন্য এই যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি।

৮। ঐ সুজিহ্ব, মেধাবী, আহ্বানকারী, দেবদ্বয়কে(১১) আহ্বান করিতেছি; তাঁহারা আমাদিগের এই যজ্ঞ সম্পাদন করুন।

৯। সুখপ্রদ ও ক্ষয়রহিত, ইলা, সরস্বতী ও মহী(১২) এই দেবীত্রয় এই কুশে উপবেশন করুন।

---

(৫) "ঈলিত" অর্থাৎ স্তুত। অগ্নির একটী নাম "ইলা" সেই নাম সূচনার্থ ঈলিত বিশেষণ প্রয়োগ হইয়াছে। সায়ণ

(৬) মূলে মনুর্হিতঃ "আছে।" "মনুষ্যৈর্যজমানৈঃ মনুষ্যেভ্যো বা" সায়ণ। রমানাথ অর্থ করিয়াছেন "মনুষ্যের হিতকারী।"

(৭) "বর্হিঃ" অগ্নির একটী নাম, সেই নাম সূচনার্থ এই শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে।

(৮) মূলে "যত্র অমৃতস্য চক্ষণং" আছে। "অমৃত মরণানস্য ঘৃতস্য চক্ষণং দর্শনং ভবতি। যদ্বা মরণ রহিতস্য দেবস্য বর্হির্নামকস্য অগ্নের্দর্শনং ভবতি।" সায়ণ। কুশের উপর ঘৃত বিস্তার সম্বন্ধে তৃতীয় সূক্তের তৃতীয় ঋকের টীকা দেখ।

(৮) "দ্বার" শব্দদ্বারা অগ্নির একটী নাম সূচিত হইতেছে। সায়ণ।

(৯) মূলে "অসশ্চতঃ" শব্দ আছে। "প্রবেষ্টৃ পুরুষ সঙ্গরহিতাঃ।" সায়ণ।

(১০) "নক্ত" ও "উষঃ" অর্থে রাত্রি ও প্রাতঃ কাল, কিন্তু এখানে এই দুই শব্দ তত্তৎকাল সম্ভূত অগ্নি বুঝাইতেছে। সায়ণ। উষা সম্বন্ধে ৩০ সূক্তের ২০ ঋকের টীকা দেখ।

(১১) মূলে "[illegible]" আছে এই দুই শব্দ[illegible] সূচিত হইতেছে। [illegible]।

(১২) তিনটী দেবীদ্বারা [illegible] অগ্নি বুঝাইতেছে। সায়ণ। [illegible] সম্বন্ধে ৩ সূক্তের [illegible]। ইলা সম্বন্ধে [illegible] সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ।

[illegible] দেবী, কিন্তু [illegible] হইতে উপলব্ধি হয় যে ইহারা প্রথমে [illegible] বা

১০। শ্রেষ্ঠ ও বহুবিধ রূপসম্পন্ন ত্বষ্টাকে(১৩) এই যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি; তিনি কেবল আমাদিগের পক্ষেই থাকুন।

১১। হে দেব বনস্পতি(১৪)! দেবতাদিগকে হব্য সমর্পণ কর; হব্যদাতার যেন পরম জ্ঞান জন্মে।

১২। ইন্দ্রের জন্য যজমানের গৃহে স্বাহা(১৫) দ্বারা যজ্ঞ সম্পন্ন কর; সেই যজ্ঞে দেবগণকে আহ্বান করিতেছি।

---

১৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি।

১। হে অগ্নি! এই বিশ্বদেবগণের সহিত সোমপানার্থ আমাদিগের পরিচর্য্যা ও স্তুতি গ্রহণ করিতে আইস, আমাদিগের যজ্ঞ সম্পাদন কর।

২। হে মেধাবী অগ্নি! কণ্বপুত্রেরা তোমাকে আহ্বান করিতেছে, এবং তোমার কর্ম্ম সমূহ প্রশংসা করিতেছে; তুমি দেবগণের সহিত আইস।

৩। ইন্দ্র ও বায়ু, বৃহস্পতি(১), মিত্র ও অগ্নি, পূষা(২), ভগ(৩), আদিত্য(৪) সমূহ ও মরুৎগণকে (যজ্ঞ ভাগ দান কর)।

যজ্ঞের বিশেষ২ অংশ বাচক স্ত্রীলিঙ্গ শব্দ ছিলেন, ক্রমে দেবীরূপে পরিণত হইলেন। See Muir's *Sanscrit Texts*, vol. V (1884), p. 339.

(১৩) এখানে “ত্বষ্টা” শব্দ দ্বারা অগ্নি বুঝাইতেছে। সায়ণ। ত্বষ্টা সম্বন্ধে ২০ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখ।

(১৪) অর্থাৎ “বনস্পতি” নামক অগ্নি। সায়ণ।

(১৫) সু + আ + হ্বে। যজ্ঞে হব্য প্রদানের সময় “স্বাহা” শব্দ উচ্চারণ করিতে হয়, এখানে এই শব্দ অগ্নি বুঝাইতেছে। সায়ণ

---

(১) বৃহস্পতি সম্বন্ধে ১৮ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(২) পূষা সূর্য্য বা সৌরদেব বিশেষ। ৪২ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(৩) এক জন আদিত্য। নীচের টীকা দেখ।

(৪) আদিত্যগণ অদিতির সন্তান। ঋগ্বেদে ২ মণ্ডলের ২৭ সূক্তে কেবল ছয় জন আদিত্য এইরূপ লিখা আছে যথা মিত্র, অর্য্যমা, ভগ, বরুণ, দক্ষ এবং অংশ। ৯ মণ্ডলের ১১৪ সূক্তে ৭ জন আদিত্য এইরূপ লিখা আছে কিন্তু তাঁহাদের নাম

৪। তোমাদিগের জন্য তৃপ্তিকর, হর্ষকর, বিন্দুরূপ, মধুর ও পাত্রস্থিত সোমরস সমূহ প্রস্তুত হইতেছে।

নাই। ১০ মণ্ডলের ৭২ সূক্তে আছে যে অদিতির আট পুত্র, তন্মধ্যে তিনি মার্তণ্ডকে ত্যাগ করিয়া ৭ জনকে দেবগণের নিকট লইয়া যান। তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণে আদিত্য আটজন এইরূপ লিখিত আছে, যথা ধাতা, অর্য্যমা, মিত্র, বরুণ, অংশ, ভগ, ইন্দ্র, ও বিবস্বান্। শতপথ ব্রাহ্মণে দ্বাদশ আদিত্যের কথা লিখা আছে, এবং সে দ্বাদশ আদিত্য দ্বাদশ মাস (অথবা দ্বাদশ মাসের সূর্য্য।) "কতমে আদিত্যা ইতি। দ্বাদশ মাসাঃ সম্বৎসরস্য এতে আদিত্যাঃ।" শতপথ ব্রাহ্মণ। ১১। ৬। ৩। ৮। পরে মহাভারত ও পুরাণে দ্বাদশ আদিত্যের নাম উল্লেখ করে, যথা

ধাতার্য্যমা চ মিত্রশ্চ বরুণোংশো ভগস্তথা।
ইন্দ্রোবিবস্বান্ পূষা চ ত্বষ্টা চ সবিতা তথা॥
পর্জ্জন্যশ্চৈব বিষ্ণুশ্চ আদিত্যা দ্বাদশাঃ স্মৃতাঃ।
মহাভারত, আদিপর্ব্ব, ১২১ অধ্যায়।
তত্র বিষ্ণুশ্চশক্রশ্চ জজ্ঞাতে পুনরেব হি॥
বিবস্বান্ সবিতা চৈব মিত্রো বরুণ এব চ।
অংশো ভগশ্চাতিতেজা আদিত্যা দ্বাদশাঃ স্মৃতা।
বিষ্ণু পুরাণ ১। ১৫। ৯০।

অদিতির অর্থ কি? দিত ধাতু বন্ধনে বা খণ্ডনে বা ছেদনে। যাহা অখণ্ড, অছিন্ন, অসীম, তাহাই অদিতি। অতএব অদিতি অর্থে অনন্ত আকাশ বা অনন্ত প্রকৃতি, সুতরাং অদিতি সকল দেবের জনয়িত্রী এবং যাস্ক তাঁহাকে "অদিনা দেবমাতা" কহিয়াছেন। অসীমতার প্রথম আর্য্য নাম "অদিতি" তাহা ইউরোপীয় পণ্ডিতগণ স্বীকার করেন, সে বিষয়ে তাঁহাদিগের দুই একটী মত উদ্ধৃত করা আবশ্যক।

" Aditi, an ancient god or goddess, is in reality the earliest name invented to express the Infinite; not the Infinite as the result of a long process of abstract reasoning, but the visible Infinite, visible by the naked eye, the endless expanse, beyond the earth, beyond the clouds, beyond the sky." —Max Muller's *Rig Veda* (translation), vol. I (1869), p. 230.

" Aditi, eternity or the eternal, is the element which sustains, and is sustained by the Adityas. . . . This eternal and inviolable principle . . . is the celestial light."—Roth, translated by Muir, *Sanscrit Texts*, vol. V (1884), p. 37.

আদিত্যগণ সম্বন্ধে পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী এইরূপ লিখিয়াছেন।

"উষোদয়ের পরেই প্রাতকাল ইহাকেই অরুণোদয় কাল কহে। প্রাতঃকালের পরই ভগোদয় কাল অর্থাৎ অরুণোদয়ের পরই যখন সূর্য্যের প্রকাশ অপেক্ষাকৃত তীব্র হইয়া উঠে ভগ সেই কালের সূর্য্য।"

"যেপর্য্যন্ত সূর্য্যের তেজ অত্যুগ্র না হয় তাবৎ তাদৃশ স্বল্পতেজা সূর্য্যকে পূষা কহে, অর্থাৎ পূষা ভগোদয়ের পর কালবর্ত্তী সূর্য্য"

"পূষোদয়ের পরই অর্কোদয় কাল ইহার পরই মধ্যাহ্ন। এই কালের সূর্য্যকে অর্ক বা অর্য্যমা কহে। এই অর্য্যমার অন্তেই পূর্ব্বাহ্ণ শেষ হয়।"

"মধ্যাহ্ন কালের সূর্য্যকে বিষ্ণু কহে"

৫। হে অগ্নি! হব্যযুক্ত এবং অলঙ্কৃত কণ্ব পুত্রেরা কুশ ছিন্ন করিয়া তোমার রক্ষণ কামনায় তোমার স্তুতি করে।

৬। হে অগ্নি! সঙ্কল্প মাত্রেই রথে সংযোজনীয় যে ঘৃত পৃষ্ঠ(৫) বাহকগণ তোমাকে বহন করে, তদ্দ্বারা দেবগণকে সোমপানার্থ আনয়ন কর।

৭। হে অগ্নি! সেই যজনীয় যজ্ঞবর্দ্ধক দেবগণকে পত্নীযুক্ত কর। হে সুজিহ্ব। দেবগণকে মধুর সোমরস পান করাও।

৮। যে দেবগণ যজনীয়, যে দেবগণ স্তুতি ভাজন, হে অগ্নি! তাঁহারা বষট্‌কার(৬) কালে তোমার জিহ্বা দ্বারা মধুর সোমরস পান করুন।

৯। মেধাবী ও দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি ঊষাকালে জাগরিত সমস্ত দেবগণকে সূর্য্যদীপ্ত স্বর্গলোক হইতে এই স্থান নিঃসন্দেহরূপে আনয়ন করুন।

১০। হে অগ্নি! তুমি সমস্ত দেবগণের সহিত, ইন্দ্র ও বায়ুর সহিত, ও মিত্রের তেজসমূহের সহিত সোমমধু পান কর।

১১। হে অগ্নি! তুমি মনুষ্য নিযুক্ত দেবগণের আহ্বানকারী যজ্ঞে উপবেশন কর; তুমি আমাদিগের এই যজ্ঞ সম্পাদন কর।

১২। হে দেব অগ্নি! রোহিত নামক গতিশীল ও বহন সমর্থ অশ্বী(৭) দিগকে রথে যোগ কর; তদ্দ্বারা দেবগণকে এইযজ্ঞে আনয়ন কর।

---

(৫) মূলে "ঘৃতপৃষ্ঠা" শব্দ আছে। "পুষ্টাঙ্গত্বেন দীপ্তপৃষ্ঠা" সায়ণ।

(৬) যজ্ঞ শেষ হইবার কালে "বষট্" শব্দ উচ্চারিত হয়।

(৭) মূলে "অরুষী হরিতঃ রোহিতঃ" আছে। সায়ণ "রোহিতঃ" অগ্নির অশ্বের নাম করিয়াছেন, এবং "অরুষী" অর্থে গতিশীল ও "হরিতঃ" অর্থে বহন সমর্থ করিয়াছেন। Max Muller "অরুষী" অর্থে অগ্নির রক্তবর্ণ অশ্ব করিয়াছেন এবং "হরিতঃ" ও "রোহিতঃ" দুটী বিশেষণ করিয়াছেন; যথা—"Yoke, O God (Agni), the red horses to the chariot, the bays, the ruddy."—*Translation of Rig Veda*, vol. I (1869), p. 14.

এ সূক্তের ১ ঋকের টীকায় বলা হইয়াছে যে সূর্য্য বা ঊষার আলোক আকাশে ধাবমান হয়, সেই জন্য বেদের ঋষিগণ সেই আলোককে উপমাচ্ছলে অশ্ব বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন; অগ্নির আলোকেও সেইরূপ উপমা ছলে অশ্ব বলা হইয়াছে। এই আলোক সমূহ লোহিত বা উজ্জ্বল বর্ণ সুতরাং অশ্বসমূহকে হরি, হরিৎ, অরুণ, অরুষ, রোহিত ইত্যাদি উজ্জ্বল বর্ণ বাচক নামে বর্ণনা করা হইয়াছে। কালক্রমে লোকে এ উপমাটী ভুলিয়া গেল এবং ঐ বর্ণের নাম গুলি অশ্বের নাম হইয়া গেল। সূর্য্যের অশ্বেরনাম হরিৎ, ইন্দ্রের অশ্বের নামে হরি, অগ্নির অশ্বের নাম রোহিত ইত্যাদি।

১৫ সূক্ত।

ঋতু প্রভৃতি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! ঋতুর(১) সহিত সোম পান কর; তৃপ্তিকর ও স্থলবস্থিত সোমরস তোমাতে প্রবেশ করুক।

২। হে মরুৎগণ! ঋতুর সহিত পোতৃ নামক ঋত্বিকের পাত্র হইতে সোম পান কর, আমাদিগের যজ্ঞ পবিত্র কর; তোমরা প্রকৃতই দানশীল।

৩। হে পত্নীযুক্ত নেষ্টা(২) দেবগণের সমীপে আমাদিগের যজ্ঞের প্রশংসা কর; ঋতুর সহিত সোম পান কর; কেন না তুমি রত্নদাতা।

৪। হে অগ্নি! দেবগণকে এই স্থানে আনয়ন কর, তিনটী (যজ্ঞ) স্থানে তাঁহাদিগকে উপবেশন করাও, তাঁহাদিগকে অলঙ্কৃত কর, তুমি ঋতুর সহিত সোম পান কর।

৫। হে ইন্দ্র! ব্রহ্ম সম্বন্ধীয়(৩) ধনযুক্ত পাত্র হইতে ঋতুদিগের পর তুমি সোম পান কর, যে হেতু তোমার মিত্রতা অবিচ্ছিন্ন।

৬। হে ধৃতব্রত মিত্র ও বরুণ! তোমরা ঋতুর সহিত আমাদিগের এই প্রবৃদ্ধ ও অদহনীয় যজ্ঞে ব্যাপ্ত হও।

৭। অধ্বরে এবং যজ্ঞ সমূহে ধনার্থী ঋত্বিকেরা (সোমরস প্রস্তুত করিবার) প্রস্তর হস্তে করিয়া দ্রবিণোদা(৪) দেবকে স্তুতি করে।

৮। যে সমস্ত ধনের কথা শুনা যায় দ্রবিণোদা আমাদিগকে সেই ধন দান করুন, সেই ধন দেবগণের যজ্ঞের জন্য আমরা গ্রহণ করিব।

---

(১) বৎসরের ঋতুগণ দেবরূপ উপাসিত হইয়াছেন।

(২) "নেষ্টৃ শব্দোহত্র ত্বষ্টারং দেবমাহ।" সায়ণ। ত্বষ্টা সম্বন্ধে ২০ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখ।

(৩) "ব্রহ্মণবেণাত্র ব্রাহ্মবর্গে দ্বিতীয়ো ব্রাহ্মণাচ্ছংসী কথ্যতে।" সায়ণ। যজ্ঞে ১৬ জন ঋত্বিক্ নিয়োজিত হইতেন তাহার মধ্যে প্রথম ঋত্বিক্‌কে "ব্রহ্মা" বলিত, অপর একজনকে "ব্রাহ্মণাচ্ছংসী" কহিত। সোমপাত্র ধারণ করা বোধহয় ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর কর্ম ছিল অতএব ঋষি ইন্দ্রকে সেই ব্রাহ্মণাচ্ছংসীর পাত্র হইতে সোম পান করিতে আহ্বান করিতেছেন। ৩৬ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ।

(৪) অর্থ "ধনপ্রদঃ অগ্নিঃ।" সায়ণ।

৯। দ্রবিণোদা ঋভুদিগের সহিত নেষ্টার পাত্র হইতে সোমপান করিতে ইচ্ছা করেন; হে ঋত্বিকগণ! (যজ্ঞস্থানে) গমন কর, হোম কর, পরে প্রস্থান কর।

১০। হে দ্রবিণোদা! যে হেতু ঋতুদিগের সহিত তোমাকে চতুর্থ বার(৫) অর্চনা করিতেছি, অতএব তুমি নিঃসন্দেহরূপে আমাদিগকে ধন প্রদান কর।

১১। হে দ্যুতিমান্ অগ্নিযুক্ত বিশুদ্ধকর্ম্মা অশ্বিদ্বয়! মধুর সোমপান কর; তোমরাই ঋতুর সহিত যজ্ঞ নির্ব্বাহক।

১২। হে গৃহপতি, গুণযুক্ত, ফলপ্রদ অগ্নি! তুমি ঋতুর সহিত যজ্ঞের নির্ব্বাহক; দেবাকাঙ্ক্ষী যজমানের জন্য দেবগণকে অর্চনা কর।

---

১৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি।

১। হে অভীষ্টবর্ষী(১) ইন্দ্র! তোমার অশ্বগণ তোমাকে সোম-পানার্থ এই স্থানে লইয়া আইসুক; সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশযুক্ত (ঋত্বিকেরা)(২) মন্ত্রদ্বারা তোমাকে প্রকাশ করুন।

---

(৫) অর্থাৎ ইহার পূর্ব্বে তিন ঋকে দ্রবিণোদার অর্চনা করা হইয়াছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন ঋতুদিগের সহিত চতুর্থ।

---

(১) মূলে বৃষণং আছে। এই "বৃষণ্" শব্দ ঋগ্বেদে অনেকবার অনেক দেব সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে। বৃষ ধাতুর অর্থ সেচন, অতএব বৃষণ্ শব্দের প্রথম অর্থ সেচনসমর্থ, অর্থাৎ পুরুষ জাতি।

তাহা হইতে ঘটিত অর্থ বলবান্ বা বীর্য্যবান্ এই অর্থে ঋগ্বেদে দেবগণকে অনেক স্থলে বৃষা বলা হইয়াছে, এই অর্থে ষাঁড়ের নাম বৃষ হইয়াছে, এই অর্থে, এই ধাতু হইতে উৎপন্ন জেন্দ ভাষাতে "অর্ষ" শব্দ ব্যবহার হয়, যথা "অর্ষ হুস্রব" অর্থ বীর হুস্রব।

আবার সেচন বা বর্ষণ অর্থ হইতে "বৃষ্টিদাতা," বা "অভীষ্ট বর্ষী" দেবগণকে "বৃষা" বলা হইয়াছে। এই ঋকে এবং অন্য অনেক ঋকে বৃষা শব্দ সেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে।

ঋগ্বেদের নবম মণ্ডলে কেবল সোম দেবেরই অর্চনা আছে তথায় "বৃষণ্ শব্দ সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হইয়াছে; সোম সম্বন্ধে বৃষা অর্থে সিক্তকারী বা বর্ষণশীল হইতে পারে।

২। যেন হরি নামক অশ্বদ্বয় এই ঘৃতস্রাবী ধান্যের নিকট সুখতম রথে ইন্দ্রকে লইয়া আইসে।

৩। প্রাতঃকালে ইন্দ্রকে আহ্বান করি, যজ্ঞ সম্পাদনকালে ইন্দ্রকে আহ্বান করি এবং (যজ্ঞ সমাপন সময়ে) সোমপানার্থ আমি ইন্দ্রকে আহ্বান করি।

৪। হে ইন্দ্র! কেশরযুক্ত অশ্বগণের সহিত তুমি আমাদিগের অভি-ষুত সোমরস সমীপে আইস; সোমরস অভিষুত হইলে আমরা তোমাকে আহ্বান করি।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের এই স্তুতি গ্রহণ করিতে আইস, যেহেতু যজ্ঞসবন অভিষুত হইয়াছে, তৃষিত গৌর মৃগের ন্যায় (৩) পান কর।

৬। এই তরল সোমরস সমূহ আস্তীর্ণ কুশের উপর প্রচুর পরিমাণে অভিষুত হইয়াছে; হে ইন্দ্র! বলের জন্য সেই সোম পান কর।

৭। হে ইন্দ্র! এই স্তুতি শ্রেষ্ঠ, ইহা তোমার মর্ম্মস্পর্শী ও সুখকর হউক; পরে অভিষুত সোম পান কর।

৮। বৃত্রহা ইন্দ্র সোমপানার্থ ও হর্ষের নিমিত্ত সকল অভিষুত সবনে গমন করেন।

৯। হে শতক্রতু! গাভী ও অশ্বসমূহ দ্বারা তুমি আমাদিগের অভিলাষ সর্ব্বতোভাবে পূরণ কর; আমরা ধ্যানযুক্ত হইয়া তোমার স্তুতি করি।

আবার ঋগ্বেদের অনেক স্থলে কোনং দেব বা ঋষির নামরূপে বৃষন্ শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ৬ মণ্ডলের ১৬ সূক্তের ১৫ ঋকে "পাথ্যো বৃষা" অর্থে বলবান দধীচি ঋষি। শতপথ ব্রাহ্মণে পাথ্যো বৃষার অর্থ অন্তকরণ করা হইয়াছে। বৃষন্ শব্দের মূল অর্থের এতদূর পরিবর্ত্তন দেখিয়া মক্ মূলর আক্ষেপ করিয়াছেন।—"Such is the history of the rise and fall of the Indian mind!"—*Translation of Rig Veda,* vol. I (1869), p. 135.

(২) মূলে কেবল "সূরচক্ষসঃ," আছে। রমানাথ সরস্বতী এইটী অশ্বগণের বিশেষণ করিয়া এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন যথা "উজ্জ্বল আকার বিশিষ্ট অশ্ব-সকল আপনাকে সোমপানের নিমিত্ত আনয়ন করুক।"

(৩) মূলে "গৌরঃ" শব্দ আছে, অর্থ "গৌরমৃগঃ।" সায়ণ।

১৭ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি।

১। আমি সম্রাট ইন্দ্র ও বরুণের নিকট রক্ষণের জন্য যাচ্ঞা করি, এইরূপে প্রার্থনা করিলে তাঁহারা উভয়ে আমাদিগকে সুখী করেন।

২। তোমরা মাদৃশ ঋত্বিকের রক্ষণার্থ আমার আহ্বান গ্রহণ কর; তোমরা মনুষ্যের অধিপতি।

৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদিগের কামনা অনুসারে ধন দিয়া আমাদিগকে তৃপ্ত কর; তোমরা সমীপে থাক এই ইচ্ছা করি।

৪। যে হেতু আমাদিগের যজ্ঞের (হব্য) মিশ্রিত হইয়াছে এবং ঋত্বিকদিগের (স্তোত্র ও) মিশ্রিত, যেন আমরা যজ্ঞান্নদাতাদিগের মধ্যে (মুখ্য) হই। (১)

৫। সহস্র ধনপ্রদদিগের মধ্যে ইন্দ্র ধনদাতা, স্তুতিভাজনদিগের মধ্যে বরুণ স্তুত্য।

৬। তাঁহাদিগের রক্ষণদ্বারা আমরা (ধন) সম্ভোগ করি, ও (ধন) সঞ্চয় করি, এবং তদ্ব্যতীত প্রচুর (ধন) হউক (২)।

৭। হে ইন্দ্র ও বরুণ! বিবিধ ধনের জন্য আমি তোমাদিগকে আহ্বান করি, আমাদিগকে সম্যকরূপে জয় যুক্ত কর।

৮। হে ইন্দ্র ও বরুণ! আমাদিগের বুদ্ধি তোমাদিগের সম্যক্ সেবা করিতে ইচ্ছুক হইয়াছে, আমাদিগকে শীঘ্র সুখ দান কর।

৯। হে ইন্দ্র ও বরুণ! যে স্তুতিদ্বারা আমি তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি, তোমাদের উভয়ের সম্বন্ধীয় যে স্তুতি তোমরা বর্দ্ধন করিতেছ, যেন সেই শোভনীয় স্তুতি তোমাদিগকে প্রাপ্ত হয়!

---

(১) মূলে "যুবাকু" শব্দ আছে। সায়ণ তাহার অর্থ "মিশ্রিতং" করিয়াছেন। রমানাথ সরস্বতী যুবাকু অর্থে "আপনাদিগের" করিয়া এই ঋকের এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, যথা "আমরা যেন আপনাদিগের (রক্ষণ কর্ম অর্থাৎ) স্মরণ এবং ধন-প্রদ বা অন্নপ্রদ অনুগ্রহ লাভ করিতে পারি।" ১২০ সূক্তের ৯ ঋকের ব্যাখ্যায় সায়ণও যুবাকু অর্থে "যুবাং" অর্থাৎ "তোমাদের" করিয়াছেন।

(২) মূলে "প্ররেচনম্" শব্দ আছে, অর্থ "অতিরিক্ত" হউক। "ভুক্তাৎ নিহি-তাৎ প্রকর্ষেণ অধিকং ধনং স্যাৎ।" সায়ণ।

১৮ সূক্ত।

ব্রহ্মণস্পতি প্রভৃতি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি।

১। হে ব্রহ্মণস্পতি(১)! সোমরসদাতাকে (অর্থাৎ আমাকে) উশিক্‌ পুত্র কক্ষীবানের(২) ন্যায় দেবগণের নিকট প্রসিদ্ধ কর।

---

(১) দশম সূক্তের ১ ঋকের টীকায় আমরা বলিয়াছি "ব্রহ্ম" অর্থে স্তুতি বা প্রার্থনা। সায়ন এই অর্থ করিয়াছেন, এবং এই অর্থে বেদে অনেক স্থলে ব্রহ্ম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। সায়ন আরও ব্রহ্ম শব্দের যজ্ঞ এবং মন্ত্র অর্থ করিয়াছেন এবং যাস্ক এই শব্দের অর্থ অন্ন বা ধন করিয়াছেন। এই সকল অর্থেও ব্রহ্ম শব্দ বেদের স্থানেং ব্যবহৃত হইয়াছে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগের মধ্যে এই শব্দের মূল অর্থ লইয়া অনেক মতভেদ হইয়াছে। Roth সাতটী অর্থ দিয়াছেন, যথা প্রার্থনা, মন্ত্র, পবিত্রবাক্য, জ্ঞান, সত্ততা, পরমাত্মা, এবং পুরোহিত। Haug বলেন ব্রহ্মণের প্রথম অর্থ যজ্ঞে ব্যবহার্য্য কুশের মুটি। Max Muller বিবেচনা করেন বৃহ ধাতুর একটী অর্থ বর্দ্ধন, আর একটী অর্থবাক্য; এবং বাক্য অর্থে ঐ ধাতু হইতে বৃহ ও ব্রহ্মণ উভয়ই উৎপন্ন হইয়াছে বৃহস্পতি, ব্রহ্মণস্পতি ও বাচস্পতি একই অর্থ বিশিষ্ট।—*Origin and Growth of Religion* (1882), pp. 366, 367, note.

বৃহস্পতি ও ব্রহ্মণস্পতি যে একই দেব তাহা আমরা ঋগ্বেদের দ্বিতীয় মণ্ডলের ২৩ সূক্ত পাঠে ও অন্যান্য সূক্ত পাঠেও জানিতে পারি; একই দেবকে একবার বৃহস্পতি, ও একবার ব্রহ্মণস্পতি বলা হইয়াছে। ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি বাক্য দেব বা স্তুতিদেব বা প্রার্থনার দেবতা। বেদের অনেক স্থলে তাঁহারা অগ্নিদেবের রূপান্তর মাত্র।

"ব্রহ্ম" শব্দ সম্বন্ধে আমাদিগের আর একটী কথা বলিবার আছে। ঋগ্বেদ রচনার সময়ে হিন্দুগণ এক ঈশ্বর বাদী ছিলেন না, প্রকৃতির মধ্যে সুন্দর ও গৌরবান্বিত বস্তু সমূহকে উপাসনা করিতেন। কিন্তু যখন হিন্দুদিগের মধ্যে সভ্যতার সঙ্গেং জ্ঞানের বৃদ্ধিসাধন হইল, তাঁহারা আলোচনা করিয়া দেখিলেন প্রকৃতির সমস্ত বস্তু ও সমস্ত কার্য্যই একই নিয়ম শ্রেণী দ্বারা আবদ্ধ ও পরিচালিত, তখন তাঁহাদিগের হৃদয়ে উদয় হইল যে সূর্য্য, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, ভিন্নং দেব নহেন,—ইহাদিগের নিয়ন্তা, ইহাদিগের পরিচালক, ইহাদিগের সৃষ্টিকর্ত্তা এক জন মাত্র দেব আছেন। সে দেবকে কি নাম দিবেন? "আরাধ্য" দেবের নাম নাই, অথবা নাম "আরাধ্য।" আরাধনা বা প্রার্থনাসূচক বেদে যে শব্দটী পাইলেন সেই "ব্রহ্ম" শব্দ দ্বারা জগতের সৃষ্টিকর্ত্তাকে "ব্রহ্মা" নামে উপাসনা করিতে লাগিলেন।

এইরূপে বৈদিক "ব্রহ্ম" (প্রার্থনা) শব্দহইতে পুরাণের সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মার উৎপত্তি হইল। ঋগ্বেদে স্থানেং একজন সৃষ্টিকর্ত্তার কতকং অনুভব আছে, তাহা আমরা পরে পাইব, কিন্তু তাঁহাকে "ব্রহ্মা" নাম দেওয়া হয় নাই। ঋগ্বেদের "ব্রহ্মা" এক জন পুরোহিত মাত্র।

(২) মহাভারতে, মৎস্যপুরাণে ও বায়ুপুরাণে কক্ষীবানের গল্প আছে। কলিঙ্গরাজ সন্তান আকাঙ্ক্ষায় তাঁহার রাজ্ঞীকে দীর্ঘতমা মুনির সহিত সহবাসের

২। যিনি ধনবান্, রোগহন্তা, ধন দাতা, পুষ্টিবর্দ্ধক, ও শীঘ্রকারী, সেই ব্রহ্মণস্পতি আমাদিগকে অনুগ্রহ করুন।

৩। উপদ্রবকারী মনুষ্যের হিংসাযুক্ত নিন্দা আমাদিগকে যেন স্পর্শ না করে, হে ব্রহ্মণস্পতি! আমাদিগকে রক্ষা কর।

৪। যে মনুষ্যকে ইন্দ্র ও ব্রহ্মণস্পতি ও সোম(৩) বর্দ্ধন করেন সে বীর বিনাশ প্রাপ্ত হয় না।

৫। হে ব্রহ্মণস্পতি! তুমি ও সোম ও ইন্দ্র ও দক্ষিণা(৪) সেই মনুষ্যকে পাপ হইতে রক্ষা কর।

৬। বিস্ময়কর, ইন্দ্রপ্রিয়, কমনীয় ও ধনদাতা সদসস্পতির(৫) নিকট মেধাশক্তি যাচ্ঞা করিয়াছি।

আদেশ দিয়াছিলেন। রাজ্ঞী স্বয়ং না যাইয়া দাসী উশিজকে পাঠাইয়া দিলেন। মুনি ইহা বুঝিতে পারিলেন, এবং উশিজের দ্বারা কক্ষীবান নামক সন্তান উৎপাদন করিলেন। কক্ষীবান, কালে প্রসিদ্ধ ঋষি হইলেন। এই ঋগ্বেদের প্রথম অষ্টকের শেষ ৬টি সূক্ত অর্থাৎ ১১৫ হইতে ১২১ সূক্ত কক্ষীবাণের রচিত বলিয়া প্রসিদ্ধ।

(৩) সোম সম্বন্ধে ২সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে সোমরসের ব্যবহার ছিল, সুতরাং সেই জাতির শাখা হিন্দু ও ইরানীয় উভয় জাতির মধ্যেই ইহার স্তুতি দেখা যায়। ইরানীয় ধর্ম্ম শাস্ত্র "অবস্থার" অনেক স্থানে হাওমার (সোমের) প্রশংসা আছে, আমরা উদাহরণের জন্য দুই একটী অংশ উদ্ধৃত করিব।

"আমরা কাঞ্চনবর্ণ ও সুদীর্ঘ হাওমাকে যজ্ঞ দান করি; আমরা হর্ষদাতা হাওমাকে জ্ঞদান করি, তিনি জগৎকে বৃদ্ধি করিতেছেন; আমরা হাওমাকে যজ্ঞ দান করি, তিনি মৃত্যু দূরে রাখিয়াছেন।" জেন্দ অবস্থা দ্বিতীয় সিরোজা।

"অহুর দ্বারা সৃষ্ট বেরেথ্রঘ্নকে (হিন্দুদিগের বৃত্রঘ্ন) আমরা যজ্ঞ দান করি, হাওমা মস্তক রক্ষা করেন, আমি তাহা অর্পণ করি; হাওমা জয়শীল, আমি তাহা অর্পণ করি; আমি সুরক্ষককে অর্পণ করি; হাওমা আমার শরীর রক্ষা করেন, আমি তাহা অর্পণ করি; যে মনুষ্য হাওমা পান করিবে সে যুদ্ধে শত্রুদিগকে জয় করিবে।" জেন্দ অবস্থা বহরাম যাস্ত।

পরে, সোমের অর্থ পরিবর্তন হইল, অথর্ব্ববেদে ও শতপথ ব্রাহ্মণে চন্দ্রকে স্পষ্টরূপে সোম বলে, এবং পৌরাণিক হিন্দুগণ চন্দ্রকে সোম বলিয়া পূজা করিতেন বিষ্ণু পুরাণে এক স্থানে সোমের উভয় অর্থই নির্দ্দিষ্ট আছে যথা—

নক্ষত্র গ্রহ বিপ্রাণাং বিরুধাঞ্চাপি অশেষতঃ।
সোমং রাজ্যে দধৌ ব্রহ্মা যজ্ঞানাং তপসামপি।

(৪) যজ্ঞান্তে দানই দক্ষিণা, এখানে দেবী বলিয়া আহূত হইয়াছেন।

(৫) অগ্নির নাম বিশেষ।

৭। যাঁহার (প্রসাদ) ব্যতীত জ্ঞানবানেরও যজ্ঞ সিদ্ধ হয় না, সেই সদসস্পতি আমাদিগের মানসিক প্রবৃত্তি সমূহের যোগ(৬) ব্যাপিয়া আছেন।

৮। পরে তিনি হব্যসম্পাদক যজমানকে বর্দ্ধন করেন, যজ্ঞ সম্যক্‌রূপে সমাপন করেন, (তাঁহার প্রসাদে) আমাদিগের স্তুতি দেবগণকে প্রাপ্ত হয়।

৯। বিক্রমশালী সুবিখ্যাত ও আকাশের ন্যায় প্রাপ্ততেজা নরাশংসকে আমি দেখিয়াছি।

---

১৯ সূক্ত।

অগ্নি ও মরুৎগণ দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি।

১। হে অগ্নি! এই চারু যজ্ঞে সোমপানার্থ(১) তুমি আহূত হইতেছ, অতএব মরুৎগণের সহিত আইস।

২। হে অগ্নি! তুমি মহৎ, তোমার যজ্ঞ উল্লঙ্ঘন করিতে পারে এরূপ উৎকৃষ্টতর দেব বা মনুষ্য নাই, মরুৎগণের সহিত আইস।

৩। হে অগ্নি! যে দ্যুতিমান্ ও হিংসারহিত মরুৎগণ মহাবৃষ্টি (বর্ষণ করিতে) জানেন(২), সেই মরুৎগণের সহিত আইস।

৪। যে উগ্র ও অধৃষ্টবলসম্পন্ন মরুৎগণ জল বর্ষণ করিয়াছিলেন(৩), হে অগ্নি! সেই মরুৎগণের সহিত আইস।

---

(৬) মূলে "ধীনাং যোগম্" আছে। "মনোবৃত্তীনামিয়মাণাং অস্মদ্ ধীনাং অনুষ্ঠেয় কর্ম্মনাং বা যোগম্।" সায়ণ। "Association of our thoughts."—*Wilson.*

---

(১) মূলে "গোপীথায়" আছে। "সোমপানায়।" সায়ণ। কিন্তু Max Muller করিয়াছেন For a draught of milk.

(২) মূলে "যে মহো রজসো বিদুঃ" আছে। "মহতঃ উদকস্য বর্ষণ প্রকারং বিদুঃ।" সায়ণ। কিন্তু Max Muller অনুবাদ করিয়াছেন Who know of the great sky.

(৩) মূলে "অর্কং আনৃচুঃ" আছে। "বর্ষণেন সম্পাদিতবন্তঃ।" সায়ণ। কিন্তু Max Muller অনুবাদ করিয়াছেন Who sing their song.

৫। যাঁহারা শোভমান্ উগ্ররূপধারী, প্রভূতবলসম্পন্ন ও শত্রু বিনাশক, হে অগ্নি! সেই মরুৎগণের সহিত আইস।

৬। আকাশের উপরি(৪) দীপ্যমান্ স্বর্গে যে দীপ্যমান্ মরুতেরা বাস করেন, হে অগ্নি! সেই মরুৎগণের সহিত আইস।

৭। যাঁহারা মেঘসমূহকে সঞ্চালন করেন, জলরাশি সমুদ্রকে উৎক্ষিপ্ত করেন, হে অগ্নি! সেই মরুৎগণের সহিত আইস।

৮। যাঁহারা সূর্য্যকিরণের সহিত (সমগ্র আকাশে) ব্যাপ্ত হয়েন, যাঁহারা বলদ্বারা সমুদ্রকে উৎক্ষিপ্ত করেন, হে অগ্নি! সেই মরুৎগণের সহিত আইস।

৯। হে অগ্নি! তোমার প্রথম পানার্থে(৫) সোম মধু প্রদান করিতেছি, হে অগ্নি! মরুৎগণের সহিত আইস।

---

(৪) মূলে "নাকস্য অধি" আছে। "দুঃখ রহিতস্য সূর্য্যস্য উপরি।" সায়ণ। কিন্তু Max Muller "নাক" অর্থ "Firmament" করিয়াছেন।

(৫) মূলে "পূর্ব্বপীতয়ে" আছে। "পূর্ব্বকালে প্রবৃত্তায় পানায়।" সায়ণ
"Première libation."—*Langlois.*
"For thy drinking as of old."—*Wilson.*
"For the early draught."—*Max Müller.*

দ্বিতীয় অধ্যায়।

---

২০ সূক্ত।

ঋভুগণ দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি।

১। যে ঋভুগণ(১) জন্ম গ্রহণ করিয়া ছিলেন সেই দেবগণের উদ্দেশে মেধাবী ঋত্বিকগণ এই প্রভূত ধনপ্রদ স্তোত্র নিজ মুখে রচনা করিয়াছেন।

---

(১) "ঋভবোহি মনুষ্যাঃ সন্ত তপসা দেবত্বং প্রাপ্তাঃ।" সায়ণ।

অঙ্গিরার পুত্র সুধন্বা, তাঁহার ঋভু বিভু ও বাজ নামে তিন পুত্র ছিল। তাঁহারা নিজ কর্ম্মদ্বারা দেবত্ব লাভ করিয়াছিলেন এবং সূর্য্যলোকে বাস করেন এইরূপ আখ্যান। ১১০ সূক্তের ২ ও ৩ ঋক দেখ।

প্রকৃত ঋভুগণ কে? প্রকৃতির মধ্যে কোন ব[illegible]ন ঋভুগণ ঋভু বলিয়া উপাসনা করিতেন? সায়ণ, ১১০ সূক্তের ৬ ঋকের [illegible] একটী বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন যথা "আদিত্যরশ্ময়োঽপি ঋভব উচ্যন্তে [illegible]" ঋভুগণ সূর্য্যরশ্মি।

ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগেরও এইমত, Wilson বলেন ঋভুগণ সূর্য্যরশ্মি, Max Muller বলেন ঋভু শব্দ অনেক স্থলে সূর্য্য বা ইন্দ্রের নাম।

যদি ঋভুর আদি অর্থ সূর্য্য বা সূর্য্য কিরণ হয় তবে ঋভুগণ অস্ত্রাদি বা পাত্রাদি নির্ম্মাণে নিপুণ এ আখ্যান উঠিল কিরূপে? Max Muller বলেন বৃবু নামক এক সূত্রধার বংশ কার্য্য বা ধর্ম্মগুণে ঋত্বিক সম্প্রদায়ে প্রবেশ পাইয়া ঋত্বিক হইয়াছিল। তাহারা ভারদ্বাজ ঋষির অনেক সহায়তাও করিয়াছিল। তাহাদিগের বিশেষ কোনও উপাস্যদেব ছিল না, অতএব তাহারা ঋভুগণের উপাসনাপরায়ণ হইল, এবং কালক্রমে সেই বৃবু বংশীয়দিগের পাত্রাদি নির্ম্মাণে নৈপুণ্য হইতে সেই কুলের দেব ঋভুগণ এইরূপ নৈপুণ্যের খ্যাতিলাভ করিলেন।—See *Chips from a German Workshop*, vol. II (1867), p. 128.

গ্রীকদিগের মধ্যে গল্প আছে যে Orpheus নামক এক গায়কের স্ত্রীর কাল হইলে তিনি তাঁহার গীত দ্বারা মৃত্যুরাজকে তুষ্ট করিয়া স্ত্রীকে ফিরিয়া পাইলেন, কিন্তু পথে তিনি ঔৎসুক্যের সহিত স্ত্রীর দিকে চাহাতে তাঁহার স্ত্রী পুনরায় অদৃশ্য হইলেন। Max Muller বলেন "Orpheus" "ঋভু বা অর্ভুর" রূপান্তর মাত্র, এবং গল্পের মূল অর্থ এই যে সূর্য্য ঊষারদিকে চাহিলেই অর্থাৎ উদয় হইলেই ঊষা অদৃশ্য হইয়া যান। তিনি আরও বলেন উর্ব্বশী ও পুরূরবার যে গল্প বেদে ও হিন্দু সাহিত্যে পাওয়া যায় তাহারও এই মূল অর্থ; উর্ব্বশীর আদি অর্থ ঊষা।

২। আজ্ঞামাত্র যে হরি নামক অশ্বদ্বয় রথে সংযোজিত হয়, সেই অশ্বদ্বয় ইন্দ্রের জন্য যাঁহারা মানসিক বলে সৃষ্টি করিয়াছিলেন, সেই ঋভুগণ গ্রহ চমসাদি উপকরণ দ্রব্যের(২) সহিত আমাদিগের যজ্ঞ [illegible] ব্যাপিয়াছেন।

৩। তাঁহারা নাসত্যদ্বয়ের জন্য সর্ব্বতোগামী ও সুখকর একখানি রথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, এবং একটী ক্ষীর দোগ্ধ্রী গাভী উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

৪। ঋজুতাপ্রিয় ও সর্ব্বকর্ম্মে ব্যাপ্ত(৩) ঋভুগণের মন্ত্র বিফল হয় না; তাঁহারা পিতা মাতাকে পুনরায় যৌবনসম্পন্ন করিয়াছিলেন।

৫। হে ঋভুগণ! মরুৎগণ সমভিব্যাহারে ইন্দ্রের সহিত, ও দীপ্যমান্ আদিত্যদিগের সহিত, তোমাদিগকে একত্রে হর্ষদায়ক সোমরস প্রদান করা যায়(৪)।

৬। ত্বষ্টাদেবের নূতন সেই চমস(৫) নিঃশেষিতরূপে নির্ম্মিত হইয়াছিল, ঋভুগণ সেই চমস[illegible]য় চারিখানি করিয়াছিলেন।

---

(২) মূলে "শমীভিঃ" [illegible] "গ্রহ চমসাদি নিষ্পাদন রূপৈঃ কর্ম্মভিঃ।" [illegible]য়ণ। "With holy acts."—Wilson. [illegible] "Ceremoniis sacrificium."—Rosen. "De ceremonies."—Langlois. "With their works—i.e., the ceremonial utensils."—K. M. Banerjea.

(৩) "সর্ব্বেষু কার্য্যেষু এতদীয়স্য মন্ত্রসামর্থস্য অপ্রতিঘাতঃ অত্র ব্যাপ্তিরুচ্যতে।" সায়ণ।

(৪) "ঋভূণাং ইন্দ্রাদিত্যৈঃ সহ সোমপানং তৃতীয় সবনে অস্তি। অত এবাবাহনবিগন্ন আশ্বলায়নেনৈবং পঠিতঃ। ইন্দ্রমাদিত্যবন্তং ঋভুমন্তং বিভুমন্তং বাজবন্তং বৃহস্পতিমন্তং বিশ্বদেব্যাবন্তমাবহেতি।" সায়ণ।

(৫) মূলে "চমসং" শব্দ আছে, অর্থ "সোমধারণক্ষমং কাষ্ঠপাত্র বিশেষং।" সায়ণ। সোম পাত্র।

ত্বষ্টা দেবগণের অস্ত্রাদি নির্ম্মাতা, পুরাণের বিশ্বকর্ম্মা। তিনি ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মাণ করেন। ৩২ (৩২ সূক্ত দেখ।) ঋভুগণ ত্বষ্টার শিষ্য (সায়ণ), কিন্তু ত্বষ্টা নির্ম্মিত একটী পাত্র চারখানি করিয়া দেবগণের নিকট অনেক সম্মান পাইয়াছিলেন এই রূপ আখ্যান। ত্বষ্টার কন্যা সরণ্যুর বিবাহ সম্বন্ধে ৩ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ। গ্রীক দেবী "Erinys" "সরণ্যুর" রূপান্তর মাত্র, এবং সরণ্যু যে রূপ অশ্বীরূপ ধারণ করিয়া অশ্বিদ্বয়কে জন্ম দিয়াছিলেন, গ্রীক Erinys Demater ও সেইরূপ অশ্বীরূপ ধারণ করিয়া Areion ও Despoina নামক দুই সন্তানকে জন্ম দিয়াছিলেন।

৭। হে ঋভুগণ! তোমরা আমাদিগের শোভনীয় স্তুতি প্রাপ্ত হইয়া আমাদিগের অভিষবকারীকে তিনপ্রকার রত্ন একত্র করিয়া প্রদান কর, ও তাহার সপ্তগুণ সপ্তবার (নিষ্পন্ন কর্ম্ম সম্পাদন কর(৩)।)

৮। যজ্ঞের বাহক ঋভুগণ (মনুষ্য জন্ম গ্রহণ করিয়াও অবিনশ্বর আয়ুঃ) ধারণ করেন; সুকৃতি দ্বারা দেবগণের মধ্যে যজ্ঞের ভাগ সেবন করেন।

---

২১ সূক্ত।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি।

১। এই যজ্ঞে ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করিতেছি, তাঁহাদিগেরই স্তোত্র কামনা করি, সেই বহু সোমপায়ীদ্বয় সোমপান করুন।

২। হে মনুষ্যগণ! সেই ইন্দ্র ও অগ্নিকে এই যজ্ঞে প্রশংসা কর ও শোভিত কর, গায়ত্রীচ্ছন্দের মন্ত্রে তাহাদিগের উদ্দেশে গান কর।

৩। আমার মিত্রের(১) প্রশংসার জন্য আমি ইন্দ্র ও অগ্নিকে আহ্বান করি, সেই সোমপায়ীদ্বয়কে সোমপানার্থ আহ্বান করি।

৪। উগ্রদেবদ্বয়কে এই অভিষবযুক্ত যজ্ঞের সমীপে আহ্বান করি, ইন্দ্র ও অগ্নি এই যজ্ঞে আগমন করুন।

৫। সেই মহৎ ও সভাপালক ইন্দ্র ও অগ্নি রাক্ষসজাতিকে ক্রূরতা-শূন্য(২) করুন, ভক্ষক রাক্ষসগণ সন্ততি শূন্য হউক।

---

(৩) সায়ণের ব্যাখ্যা উপরে দেওয়া গেল, কিন্তু মূলের শব্দসঙ্গত অর্থ করিলে এই রূপ হয়, যথা "সেই আমাদিগের শোভনীয় স্তুতি দ্বারা অভিষবকারীকে সপ্তগুণ সপ্তপ্রকার রত্ন একত্র করিয়া দাও।"

---

(১) অর্থাৎ "মম অনুগ্রাহকঃ।" সায়ণ।

(২) মূলে "উব্জতম্" আছে। "আর্জবীকুরুতং। ক্রৌর্য্যং পরিত্যাজয়েতমিত্যর্থঃ।" সায়ণ। এই সূক্তে "রক্ষঃ" শব্দ আছে। বোধ হয় যে আদিম বর্ব্বর জাতিদিগকে "দস্যু" বলিত তাহাদিগকেই রাক্ষস বলা যাইত।

৬। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যে স্বর্গলোকে কর্ম্মফল জানা যায়(৩), এই যজ্ঞহেতু তোমরা তথায় জাগরিত হও, আমাদিগকে সুখ দান কর।

---

২২ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় প্রভৃতি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি।

১। (হে অধ্বর্যু!) প্রাতঃ কালে সংযুক্ত অশ্বিদ্বয়কে জাগরিত কর, তাঁহারা সোমপানার্থ এই যজ্ঞে আইসুন।

২। যে দেব অশ্বিদ্বয় শোভনীয় রথ যুক্ত, রথীশ্রেষ্ঠ ও স্বর্গবাসী, তাঁহাদিগকে আহ্বান করি।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের যে অশ্বস্বেদযুক্ত ও সুধ্বনিযুক্ত চাবুক আছে(১) তাহার সহিত আসিয়া (অর্থাৎ শীঘ্র আসিয়া) এ যজ্ঞ (সোমরসে) সিক্ত কর।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! সোমদাতা যজমানের যে গৃহের দিকে রথে গমন করিতেছ, সে গৃহ দূরে নহে।

৫। হিরণ্যপাণি সবিতাকে(২) আমি রক্ষণার্থ আহ্বান করি, সেই দেব (যজমানের প্রাপ্য) পদ জানাইয়া দিবেন।

---

(৩) মূলে "প্রচেতুনে পদে" আছে। "প্রকর্ষেণ ফলভোগজ্ঞাপকে পদে স্বর্গলোকাদিস্থানে।" সায়ণ।

---

(১) মূলে "কশা" আছে "অশ্বতাড়নী" "কশা মিষণা ইতি পঠিতং।" সায়ণ।

(২) সূর্য্য আদিম আর্য্যদিগের উপাস্য দেব ছিলেন, সুতরাং সেই আর্য্য জাতির ভিন্ন২ শাখায় তাঁহার উপাসনা দেখিতে পাওয়া যায়। গ্রীকদিগের "Helios" শব্দ "সূর্য্য" শব্দের রূপান্তর মাত্র, এবং গ্রীকদিগকে যে "Heleenes" বলিত তাহার আদি অর্থ সূর্য্যবংশীয়। লাটিনদিগের "Sol" ও টিউটনদিগের "Tyr" ও "সূর্য্য" শব্দের রূপান্তর মাত্র। প্রাচীন ইরাণীয়দিগের "খোর সেদ" ও সূর্য্যের রূপান্তর মাত্র।

সূর্য্যের অশ্বগণকে হরিৎ বলিত, সে সম্বন্ধে ১৪ সূক্তের ১২ ঋকের টীকা ও ৬ সূক্তের প্রথম টীকা দেখ। সূর্য্যকেও বেদের কোন২ স্থানে অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। সূর্য্যের আলোক আকাশে ধাবমান হয়, সূর্য্য আকাশে ধাবমান হয়, এই জন্য ঋগ্বেদের প্রথম কবিগণ সূর্য্যকে অশ্ব বা অশ্বযুক্ত বলিয়া বর্ণনা

৬। জল শোষক সবিতাকে রক্ষণার্থ স্তুতি কর; আমরা তাঁহার যজ্ঞ কামনা করি।

৭। নিবাস হেতুভূত, বহুবিধ ধনের বিভক্তা, ও মনুষ্যদিগের প্রকাশকারী সবিতাকে আমরা আহ্বান করি।

৮। হে সখাগণ! চারি দিকে উপবেশন কর, সবিতাকে আমাদের শীঘ্র স্তুতি করিতে হইবে, ধনদাতা সবিতা শোভা পাইতেছেন।

করিতেন, তাহা হইতেই অশ্বের আখ্যান সৃষ্ট হইল। ইরানীয়দিগের কবিগণও এইরূপ কল্পনা শক্তি দ্বারা সূর্য্যকে অশ্বযুক্ত বলিয়া উপাসনা করিতেন, যথা।

"অমর দীপ্তিমান্ শীঘ্রগামী অশ্বযুক্ত সূর্য্যকে আমরা যজ্ঞ প্রদান করি। * *

"অন্ধকার ও অন্ধকারজাত দেবগণকে প্রতিরোধ করিবার জন্য, দস্যু ও ডাকাতদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য, যাতু এবং পৈরিকদিগকে প্রতিরোধ করিবার জন্য, অদৃষ্টভাবে আগন্তুক মৃত্যুকে প্রতিরোধ করিবার জন্য, যে মনুষ্য অমর দীপ্তিমান্ শীঘ্রগামী অশ্বযুক্ত সূর্য্যকে যজ্ঞ প্রদান করে, সে অহুরো মজ্দকে যজ্ঞ প্রদান করে।" জেন্দ অবস্থা, খোরশেদ যা[illegible]।

উপরিউক্ত ঋকে সবিতা বা সূর্য্যকে "হিরণ্যপাণি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছে। সায়ণ তাহার এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। "যজমা[illegible] দাতুং হস্তে সুবর্ণ ধারিনং।" আবার সূর্য্যের বাহুই সুবর্ণ গঠিত এরূপ অ[illegible] আছে। সূর্য্য কোন যজ্ঞে অন্যায়রূপে হব্য গ্রহণ করায় তাঁহার হস্ত[illegible] পড়ে, তাহাতে ঋত্বিকেরা তাঁহার একটী সুবর্ণের বাহু নির্ম্মাণ করিয়া[illegible] আখ্যান।

[illegible] তস্মৈ [illegible]

এ আখ্যান কোথা[illegible] নিধত্তে[illegible] বিষ্ণু [illegible] বলে তাহার প্রকৃত মৌলিক কারণ কি? [illegible] ইতি শ্রুত্বাত আচার্য্যো [illegible]।" [illegible] সম্পন্ন সূর্য্যকে প্রথম কবিগণ উপমাচ্ছলে[illegible] যে প্রাচীন হিন্দু[illegible] সূর্য্য[illegible] উপমাটী ভুলিয়া গেল, এই সুন্দর কল্পনাগঠিত বিশেষণ হইতে উদয় গিরি[illegible] আ[illegible] হইল। কেবল আমরাই যে মূল উপমা ভুলিয়া একটী আখ্যান সৃষ্টি[illegible] [illegible]হে, জর্ম্মান জাতিদিগের মধ্যেও সেইরূপ ঘটিয়াছিল। তবে আমাদিগের পুরো[illegible]হিতেরা যজ্ঞে সূর্য্যের হস্ত বিনাশের গল্প সৃষ্টি করিলেন, মৃগয়াপ্রিয় জর্ম্মানগণ কল্পনা করিলেন যে তাঁহাদিগের Tyr দেব ব্যাঘ্রের মুখে হস্ত স্থাপন করায় ব্যাঘ্র সেই হস্ত দংশন করিয়া ফেলে। See Max Muller's *Science of Languages* (1882), vol. II, p. 416.

সূর্য্য ও সবিতা সম্বন্ধে আমাদের আর একটী কথা বলিবার আছে। সূর্য্য ও সবিতা একই দেব কি ভিন্ন দেব এবিষয় লইয়া কিছু তর্ক আছে। যাস্ক বলেন আকাশ হইতে যখন অন্ধকার যায়, কিরণ বিস্তৃত হয় সেই সবিতার কাল। সায়ণ বলেন সূর্য্যের উদয়ের পূর্ব্বে যে মূর্ত্তি তাহাই সবিতা, উদয় হইতে অস্ত পর্য্যন্ত যে মূর্ত্তি তোই সূর্য্য। অতএব আমাদিগের প্রাচীন পণ্ডিতদিগের মতে সূর্য্যও সবিতা একই দেব; ইউরোপীয় পণ্ডিতদিগেরও সেই মত, এবং সূর্য্য ও সবিতা সম্বন্ধে ঋগ্বেদের সমস্ত সূক্ত পাঠ করিলে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ থাকে না।

৯। হে অগ্নি! দেবগণের আকাঙ্ক্ষিণী(৩) পত্নীদিগকে এই যজ্ঞে আনয়ন কর, ত্বষ্টাকে সোম পানার্থ সমীপে আনয়ন কর।

১০। হে অগ্নি! আমাদিগের রক্ষার্থে দেবপত্নীদিগকে এই যজ্ঞে আনয়ন কর। হে যুবক(৪)! হোত্রা, ভারতী, ও বরণীয়া ধিষণাকে(৫) আনয়ন কর।

১১। অচ্ছিন্নপক্ষা(৬) মনুষ্যপালয়িত্রী(৭) দেবীগণ রক্ষণ ও মহৎ সুখদান দ্বারা আমাদিগের প্রতি প্রসন্না হউন।

১২। আমাদিগের মঙ্গলের নিমিত্ত ও সোম পানার্থ ইন্দ্রাণী বরুণানী ও অগ্নায়ীকে আহ্বান করি।

১৩। মহৎ দ্যু ও পৃথিবী(৮) আমাদিগের এই যজ্ঞ রসে সিক্ত করুণ, এবং পুষ্টি দ্বারা আমাদিগকে পূর্ণ করুন।

---

(৩) মূলে "উশতীঃ" শব্দ আছে। "কাময়মানাঃ।" সায়ণ।

(৪) মূলে "যবিষ্ঠ" শব্দ আছে। "যুবতম।" সায়ণ। এই শব্দ সম্বন্ধে ১২ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখ।

(৫) "হোত্রাং হোমনিষ্পাদকাগ্নিপত্নীং।"
"ভারতীং ভরত [illegible] সকলা আদিত্য [illegible]ং।" সায়ণ।
"বরূত্রীং বরণীয়াং [illegible]ণাং বাগ্দেবীং" সায়ণ।
১৩ সূক্তের) পদ আনাই [illegible] [illegible]ন্যতে।" সায়ণ।

(৬) "অচ্ছি[illegible] শব্দ হইলে দ্রুত গমন
"শীঘ্রগমনশীল অর্থ চতুর্থে পাদে" আছে। "প্রকর্ষেণ [illegible]বর্ত্তী।
করিতে পারে তদ্রূপ [illegible] সায়ণ। [illegible]তন "মনুষ্যাণাং

(৭) মূলে "নৃপ[illegible] [illegible]য়াছেন "Protectresses of mankind."
পালয়িত্র্যঃ।" অতএব [illegible]" আছে "অশ্বগ [illegible]পৌরুষ বা বল সূচনার্থ দেবগণের প্রতি
কিন্তু নরশব্দ ঋগ্বেদে [illegible] (২ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখ) অতএব "নৃপত্নীঃ অর্থ দেবপত্নী
প্রয়োগ হইয়াছে হইবে না কেন? Muir এইরূপ অর্থ করিয়াছেন যথা "The goddesses, wives of the heroes (the gods) with uncut wings," &c.—*Sanscrit Texts*, vol. V (1884), p. 337.

(৮) (মূলে "দ্যৌঃ পৃথিবী চ" আছে। "দ্যু" সম্বন্ধে ২ সূক্তের ৪ ঋকের টীকা দেখ। দ্যু এবং পৃথিবীকে ঋগ্বেদের অনেক স্থানে সমস্ত দেবের পিতা মাতা বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। প্রাচীন গ্রীকদিগের মধ্যেও কতকটা এই রূপ দেখা যায়। তাঁহারা Uranos কে দেবগণের পিতা ও Gaia কে দেবগণের মাতা বলিতেন। Uranos (সংস্কৃত বরুণ) অর্থ আকাশ, এবং Muir অনুমান করেন Gaia পৃথিবী সূচক সংস্কৃত "গো" শব্দের রূপান্তর।—*Sanscrit Texts*, vol. V (1884), pp. 33, 34.)

১৪। মেধাবীগণ নিজ কর্মগুণে সেই দ্যু ও পৃথিবীর মধ্যে গন্ধর্বের নিবাস স্থানে (অর্থাৎ অন্তরীক্ষে) ঘৃত[illegible] লেহন করেন।

১৫। হে পৃথিবী! বিস্তীর্ণা, [illegible]রহিতা, ও নিবাসভূতা হও; আমাদিগকে প্রচুর সুখ দাও।

১৬। বিষ্ণু(১) সপ্তকিরণের সহিত যে ভূপ্রদেশ হইতে পরিক্রম করিয়াছিলেন সেই প্রদেশ হইতে দেব[illegible] আমাদিগকে রক্ষা করুন।

---

(১) মূলে "সপ্তধামভিঃ" আছে, [illegible] অর্থ "গায়ত্র্যাদি সপ্তছন্দের সহিত; Muir অর্থ করেন "Through the seven regions."—*Sanscrit Texts,* vol. IV (1863), p. 54. এই স্থানে হইতে ক্রমান্বয়ে ৬ ঋকে বিষ্ণুর উপাসনা আছে। বেদ উল্লিখিত বিষ্ণু কে? তাঁহার তিন প্রকার পদ বিক্ষেপ কি?

যাস্ক খৃষ্টের পূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দিতে জীবিত ছিলেন, তাঁহার নিরুক্ত পাঠ করিলে আমরা এই প্রশ্নের উত্তর করিতে পারিব। তিনি এই সূক্তের এই সপ্তদশ ঋকের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা—

"যদিদং কিঞ্চ তদ্বিক্রমতে বিষ্ণুঃ। ত্রি[illegible] নিধত্তে পদং। ত্রেধা ভাবায়, পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। সম[illegible]রোহণে বিষ্ণু পদে গয়শিরসি ইতি ঔর্ণবাভঃ।" নিরুক্ত ১২। ১৯

নিরুক্তের এই অংশের উপর দুর্গাচার্য্য এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যথা

"বিষ্ণুরাদিত্যঃ। কথমিতি যত আহ ত্রেধা নিদধে পদং নিধত্তে পদং নিধানং পদৈঃ। ক্ব তৎ তাবৎ। পৃথিব্যাং অন্তরিক্ষে দিবি ইতি শাকপূণিঃ। পার্থিবাংশ্চ ভূত্বা পৃথিব্যাং যৎকিঞ্চিদস্তি তদ্বিক্রমতে তদধিতিষ্ঠতি। অন্তরিক্ষে বৈদ্যুতাত্মনা। দিবি সূর্য্যাত্মনা যদুক্তং তমু অকৃণ্বন ত্রেধা ভূবে কমিতি। সমারোহণে উদয় গিরৌ উদ্যন্ পদমেকং নিধত্তে [illegible] বিষ্ণু পদে মধ্যন্দিনে হন্তরিক্ষে। গয়শিরস্যস্তং গিরৌ ইতি ঔর্ণবাভ আচার্য্যো ম[illegible]তে।"

ইহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে প্রাচীন হিন্দু[illegible] সূর্য্যকে বিষ্ণু বলিয়া উপাসনা করিতেন। ঔর্ণবাভ বলেন যে সূর্য্যের উদয় গিরি[illegible] আরোহণ, মধ্য আকাশে স্থিতি, এবং অস্তাচলে অস্তগমন, এই তিনটী বিষ্ণুর [illegible] পদবিক্ষেপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

ইউরোপীয় পণ্ডিতগণও আলোচনা করিয়া এইমত গ্রহণ করিয়াছেন।

"The stepping of Vishnu is emblematic of the rising, the culminating, and setting of the sun."—Max Muller's *Translation of the Rig Veda,* vol. I (1869), p. 117.

এই সূর্য্যরূপ বিষ্ণুর জগতে পদবিক্ষেপরূপ উপমা হইতে ক্রমে নানা উপাখ্যান সৃষ্টি হইতে লাগিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে আছে যে দেব ও অসুরদিগের মধ্যে এই জগৎ বিভাগ কালে ইন্দ্র বলিলেন "বিষ্ণু যতটুকু তিন পদে বিক্রম করিতে পারেন ততটুকু দেবগণের অবশিষ্ট অসুরদিগের।" অসুরগণ সম্মত হইল এবং বিষ্ণু তিন পদ বিক্রমে জগৎ ও বেদ ও বাক্য ব্যাপ্ত করিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ৬।১৫। শতপথ ব্রাহ্মণে অসুরগণ বলিতেছে বামনরূপ বিষ্ণু শয়ন করিলে যতটুকু স্থান ব্যাপ্ত

১৭। বিষ্ণু এই (জগৎ) পরিক্রম করিয়াছিলেন, তিন প্রকার পদবিক্ষেপ করিয়াছিলেন, তাঁহার ধূলিযুক্ত (পদে) জগৎ আবৃত হইয়াছিল(১০)।

১৮। বিষ্ণু রক্ষক, তাঁহাকে কেহ আঘাত করিতে পারে না, তিনি ধর্ম্ম সমুদয় ধারণ করিয়া তিন পদ পরিক্রম করিয়াছিলেন।

১৯। বিষ্ণুর যে কর্ম্মবলে যজমান ব্রত সমুদয় অনুষ্ঠান করেন সেই কর্ম্ম সকল অবলোকন কর, বিষ্ণু ইন্দ্রের উপযুক্ত সখা।

হয় ততটুকু দেবগণের; দেবগণ সেই প্রস্তাবে সম্মত হইয়া সমস্ত জগৎ পাইলেন। শত পথ ব্রাহ্মণ। ১। ২। ৫। ঐ ব্রাহ্মণে (১৪। ১। ১) বিষ্ণুর সকল দেবের মধ্যে প্রাধান্য লাভের এবং তৎপর তাঁহার মস্তক ছিন্ন হওয়ার কথা আছে, এবং তৈত্তিরীয় অরণ্যকে (৫। ১) ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণে (৭। ৫) এই উপাখ্যান পাওয়া যায়। তাহার পর বিষ্ণুর বামন অবতার ও বলি রাজার দমন সম্বন্ধে পৌরাণিক উপাখ্যান আমরা সকলেই জানি। সূর্য্যের আকাশ ভ্রমণ সম্বন্ধে একটি বৈদিক উপমা হইতে কত উপাখ্যান সৃষ্ট হইয়াছে!

বিষ্ণু সূর্য্যের একটী নাম মাত্র, বেদের অনেক দেবগণের মধ্যে একজন দেবের একটী নাম মাত্র; তিনি পুরাণের জগৎপাতা পরমদেব হইলেন কিরূপে? ইহা মীমাংসা করা কঠিন নহে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে বেদ রচনার সময় সরল চিত্ত উপাসকগণ প্রকৃতির প্রত্যেক বিস্ময়কর দৃশ্য বা কার্য্যে একজন দেব অনুমান করিতেন। কিন্তু সভ্যতার সঙ্গে২ যখন জ্ঞান উন্নত হইল তখন হিন্দুগণ প্রকৃতির সকল কার্য্যে একজন নিয়ন্তা দেখিতে পাইলেন, একজন পালনকর্ত্তা বুঝিতে পারিলেন। সূর্য্য আমাদিগকে পালন করেন, বায়ু আমাদিগকে পালন করেন, অগ্নি আমাদিগকে পালন করেন, কিন্তু এগুলি কার্য্যমাত্র, একজন কর্ত্তা এই কারণ সমুহের দ্বারা, বায়ু, অগ্নি ও সূর্য্য দ্বারা আমাদিগকে পালন করেন সভ্য হিন্দুগণ তাহা বুঝিতে পারিলেন। সে দেবের কি নাম দিবেন? বিষ্ণু জগৎ রক্ষা করেন, তিন পদ বিক্ষেপে সমস্ত জগৎ ব্যাপিয়া থাকেন, এরূপ বর্ণনা বেদে আছে; অতএব সভ্য হিন্দুগণ বেদ হইতে সূর্য্যের "বিষ্ণু" নামটী গ্রহণ করিয়া জগতের পালন কর্ত্তাকে সেই নাম দিলেন।

পৌরাণিক বিষ্ণু ত্রিমূর্ত্তি পরমেশ্বরের দ্বিতীয় মূর্ত্তি; বৈদিক ধর্ম্ম বহুদেব উপাসনা মূলক, অতএব বেদে সেই এক ঈশ্বরের ত্রিমূর্ত্তির কোনও উল্লেখ নাই। যাস্ক খৃষ্টের পঞ্চম পূর্ব্ব শতাব্দিতে জীবিত ছিলেন, তাঁহার ও নিরুক্তে ব্রহ্মা বিষ্ণু ও শিবের কোনও উল্লেখ নাই, তিনি অগ্নি ইন্দ্র ও সূর্য্যকে প্রধান দেব বলিয়া গিয়াছেন। লক্ষ্মী পৌরাণিক বিষ্ণুর স্ত্রী; ঋগ্বেদে লক্ষ্মীদেবীর কোনও উল্লেখ নাই।

(১০) Benfey বলেন সমস্ত জগৎ বিষ্ণুর পদ ধুলিতে মণ্ডিত, ইহার অর্থ সমস্ত জগৎ বিষ্ণুর অধীন। Muir বিবেচনা করেন ইহার অর্থ সমস্ত জগৎ সূর্য্যের কিরণে মণ্ডিত।—*Sanscrit Texts*, vol. IV (1863), p. 65.

২০। আকাশে সর্ব্বতো বিচারী চক্ষু যেরূপ দৃষ্টি করে, বিদ্বানেরা বিষ্ণুর পরমপদ সেইরূপ সর্ব্বদা দৃষ্টি করেন।

২১। স্তুতিবাদক ও সদা জাগরুক মেধাবী লোকেরা সেই বিষ্ণুর পরমপদ প্রদীপ্ত করেন।

---

২৩ সূক্ত।

বায়ু প্রভৃতি দেবতা। কণ্বের পুত্র মেধাতিথি ঋষি।

১। হে বায়ু! এই তীব্র ও সুপাক বিশিষ্ট সোমরস সমূহ অভিযুত হইয়াছে, তুমি আইস; সেই সোমরস আনীত হইয়াছে, পান কর।

২। আকাশবাসী ইন্দ্র ও বায়ু উভয় দেবকে এই সোম পানার্থ আমি আহ্বান করি।

৩। যজ্ঞপালক ইন্দ্র ও বায়ু মনের ন্যায় বেগসম্পন্ন ও সহস্রাক্ষ(১), মেধাবী লোকে রক্ষণার্থ তাঁহাদিগকে আহ্বান করেন।

৪। মিত্র ও বরুণ শুদ্ধবল ও যজ্ঞদেশে প্রাদুর্ভূতহন, আমরা তাঁহাদের সোমপানার্থ আহ্বান করি।

৫। যে মিত্র ও বরুণ সত্য দ্বারা যজ্ঞ বৃদ্ধি করেন(২) ও যজ্ঞের জ্যোতি পালন করেন, তাঁহাদিগকে আমি আহ্বান করি।

৬। বরুণ ও মিত্র সকল প্রকার রক্ষণ কার্য্যদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা করুন, তাঁহারা আমাদিকে প্রভূত ধন যুক্ত করুন।

৭। মরুৎগণের সহিত ইন্দ্রকে সোমপানার্থ আহ্বান করি, তিনি মরুৎগণের সহিত তৃপ্ত হউন।

---

(১) যদিও উভয় বিশেষণই উভয় দেব সম্বন্ধে প্রয়োগ হইয়াছে, তথাপি "মনের ন্যায় বেগ সম্পন্ন" বায়ুর সম্বন্ধে ও "সহস্রাক্ষ" ইন্দ্রের সম্বন্ধে খাটে। ইন্দ্রকে সহস্রাক্ষ বলে কেন? Wilson বিবেচনা করেন আকাশ বিস্তীর্ণ অথবা বহু নক্ষত্র বিভূষিত এই জন্য তাঁহাকে সহস্রাক্ষ বলা হইয়াছে। এই উপমা হইতে ইন্দ্রের সহস্রাক্ষ সম্বন্ধীয় পৌরাণিক আখ্যান সৃষ্ট হয়।

(২) সায়ণ এই স্থানে ঋত শব্দের অর্থ সত্য ও কর্ম্ম ফল করিয়াছেন।

৮। হে দেব মরুৎগণ! ইন্দ্র তোমাদের মুখ্য, পূষা(৩) তোমাদিগের দাতা, আমার আহ্বান সকলে শ্রবণ কর।

৯। হে দানশীল মরুৎগণ! বলবান্ ও তোমাদের সহায়ভূত ইন্দ্রের সহিত শত্রুকে(৪) বিনাশ কর, যেন সেই দুর্মুখ আমাদিগের উপর আধিপত্য না পায়।

১০। সমস্ত মরুৎ দেবগণকে সোমপানার্থ আহ্বান করি, তাঁহারা উগ্র ও পৃশ্নির(৫) সন্তান।

১১। হে নেতৃগণ! যখন তোমরা শোভনীয় (যজ্ঞকার্য্য) প্রাপ্ত হও তখন বিজয়ীদিগের নাদের ন্যায় মরুৎগণের সদর্পরব আইসে।

১২। দীপ্তিকর বিদ্যুৎ(৬) হইতে উৎপন্ন মরুৎগণ আমাদিগকে রক্ষা করুন ও সুখী করুন।

১৩। হে দীপ্তিযুক্ত শীঘ্রগামী পূষা(৭)! পশু হারাইয়া গেলে লোকে যেরূপ তাহাকে (অন্বেষণ করিয়া) আনয়ন করে, তুমি সেইরূপ আকাশ হইতে বিচিত্র কুশসংযুক্ত যজ্ঞধারক সোম আনয়ন কর।

---

(৩) পূষা সম্বন্ধে ৪২ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(৪) মূলে "বৃত্র" শব্দ আছে। "বৃত্রং শত্রুং।" সায়ণ।

(৫) "পৃশ্নি" অর্থ নানা বর্ণযুক্ত। নানা বর্ণ যুক্তা মরুৎগণের মাতা কে? "পৃশ্নেঃ নানাবর্ণযুক্তায়ার্ভূমেঃ" সায়ণ। অতএব সায়ণেরমতে পৃশ্নি অর্থ পৃথিবী। কিন্তু খৃষ্টের পাঁচ ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে যে নিঘণ্টু নামক প্রাচীন সংস্কৃত অভিধান লিখিত হইয়াছিল তাহাতে পৃশ্নি অর্থে আকাশ লিখিত আছে। এই অর্থই সঙ্গত বলিয়া বোধ হয় কেন না আকাশ নানাবর্ণযুক্ত, এবং আকাশকে মরুৎগণের মাতা বলা অসঙ্গত নহে। কোন২ ইউরোপীয় পণ্ডিত পৃশ্নি অর্থে মেঘ করিয়াছেন। আচার্য্য Roth যাস্কের নিরুক্তের উপর যে টীকা লিখিয়াছেন তাহাতে পৃশ্নিঅর্থে নানা বর্ণ মেঘ করিয়াছেন ; Langlois ও পৃশ্নিঅর্থে মেঘ বিবেচনা করিয়াছেন ; "Le nuage, ou l'air chargé de nuages."

৩৭ সূক্তের ৫ ঋক্ দেখ। তথায় মরুৎগণ ধেনুর মধ্যে অবস্থিত ও পয়ঃ আস্বাদনে প্রবৃত্ত হইয়াছে এরূপ বর্ণনা আছে। সায়ণ তথায় ধেনু অর্থে পৃশ্নি করিয়াছেন, Max Muller ও Langlois ধেনু অর্থ মেঘ করিয়াছেন ও পয় অর্থ বৃষ্টি করিয়াছেন। ৮৫ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ।

(৬) মূলে "বিদ্যুৎ" শব্দ আছে। "বিদ্যুতো বিশেষণ দীপ্তিমানাৎ অন্তোরন্তরিক্ষাৎ।" সায়ণ।

(৭) পূষা সম্বন্ধে ৪২ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

১৪। দীপ্তিযুক্ত পূষা গুহাস্থিত ও লুক্কায়িত বিচিত্র কুশ করি; দীপ্যমান সোম পাইলেন।

১৫। এবং সেই পূষা আমার জন্য সোমের সহিত ছয় (ঋতু) ক্রমান্বয়ে বার২ আনিয়াছিলেন, (কৃষক) যেরূপ গরুদ্বারা বার২ যব চাষ করে।

১৬। আমরা যজ্ঞ কামনা করি, আমাদিগের মাতৃস্থানীয় (জল) যজ্ঞ পথ দিয়া যাইতেছে; সেই জল আমাদিগের হিতকারী বন্ধু এবং দুগ্ধকে মিষ্ট করিতেছে।

১৭। এই যে সমস্ত জল সূর্য্যের সমীপে আছে, অথবা সূর্য্য যে সমস্ত জলের সহিত আছেন, সেই সমস্ত জল আমাদিগের যজ্ঞ প্রীতিকর করুক।

১৮। যে জল আমাদিগের গাভী সকল পান করে, সেই জলদেবীকে আহ্বান করি, যে জল নদীরূপে বহিয়া যাইতেছে(৮) তাহাদিগের হব্য দেওয়া কর্ত্তব্য।

১৯। জলের ভিতর অমৃত আছে, জলে ঔষধি আছে, হে ঋষিগণ! সেই জলের প্রশংসায় উৎসাহী হও।

২০। সোম আমাকে বলিয়াছেন জলের মধ্যে সকল ঔষধি আছে, এবং জগতের সুখকর অগ্নি আছে, এবং সকল প্রকার ভেষজ আছে।

২১। হে জল! আমার শরীরের জন্য রোগনিবারক ঔষধি পরিপুষ্ট কর, যেন আমরা বহুকাল সূর্য্যকে দেখিতে পাই।

২২। আমাতে যাহা কিছু দুষ্কৃত আছে, আমি যে কিছু অন্যায়াচরণ করিয়াছি, আমি যে শাপ দিয়াছি, আমি যে অসত্য কহিয়াছি, হে জল! সে সমস্ত ধৌত কর।

২৩। অদ্য (স্নান হেতু) জলে প্রবেশ করিতেছি, জলরসে সংসৃক্ত হইয়াছি; হে জলস্থিত অগ্নি! আইস, আমাকে তেজঃপূর্ণ কর।

---

(৮) মূলে "সিন্ধুভ্যঃ" আছে "স্যন্দনশীলাভ্যঃ অদ্ভ্যঃ দেবতাভ্যঃ।" সায়ণ। জল ও নদীদিগকে এখানে দেবী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

৮। ৫। হে অগ্নি! আমাকে তেজ ও সন্ততি ও পরমায়ু দান কর; যেন দেবগণ আমার (অনুষ্ঠান) জানিতে পারেন, যেন ইন্দ্র ও ঋষিগণ জানিতে পারেন।

---

২৪ সূক্ত।

অগ্নি প্রভৃতি দেবতা। অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেপ(১) ঋষি।

১। দেবগণের মধ্যে কোন শ্রেণীর কোন্ দেবের চারু নাম উচ্চারণ করিব? কে আমাকে এই মহতী পৃথিবীতে(২) আবার ছাড়িয়া দিবেন? যে আমি পিতা ও মাতাকে দর্শন করিতে পারি(৩)?।

---

(১) শুনঃশেপের প্রসিদ্ধ গল্প অনেক গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সপ্তম পঞ্চিকায় গল্প আছে যে রোহিতের পিতা হরিশ্চন্দ্র রাজা রোহিতকে বলি দিবার প্রস্তাব করেন, তাহাতে পুত্র সম্মত হয় না, পরে রোহিতের পিতা অজীগর্ত্তকে সম্মত করাইয়া তাঁহারই সন্তান শুনঃশেপকে বলি দেওয়া স্থির করেন। শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের পরামর্শ অনুসারে দেবগণের স্তুতি করিয়া অবশেষে মুক্তি পান। রামায়ণের বালকাণ্ডে ৬১।৬২ অধ্যায়ে আছে যে তাঁহার পিতা ঋচীক তাঁহাকে বলির জন্য অযোধ্যা রাজের নিকট বিক্রয় করেন, পরে শুনঃশেপ বিশ্বামিত্রের নিকট একটি স্তুতি শিখেন, এবং, সেই স্তুতি পাঠ করায় ইন্দ্র তাঁহাকে রক্ষা করেন। ভাগবৎ ও মনু সংহিতা ও বিষ্ণুপুরাণে ঐ গল্পের উল্লেখ আছে।

কিন্তু ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, রামায়ণ, ভাগবৎ, মনুসংহিতা ও বিষ্ণুপুরাণ এ সমস্তই ঋগ্বেদের অনেক পরে রচিত হয়, ঋগ্বেদ রচনার পর শুনঃশেপের গল্প অনেকটা বাড়িয়া গিয়াছিল, সেই বর্দ্ধিত গল্প ঐ সকল গ্রন্থে পাওয়া যায়। ঋগ্বেদে শুনঃশেপের ঠিক কতটুকু গল্প পাওয়া যায়? ঋগ্বেদে শুনঃশেপকে বলি দিবে এরূপ কথা কি স্পষ্ট করিয়া লিখা আছে? ঋগ্বেদ রচনার সময় কি নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল?

এই কথা লইয়া পণ্ডিতদিগের মধ্যে অনেক তর্কবিতর্ক হইয়াছে। ঋগ্বেদের অন্য কোনও স্থানে নরবলির স্পষ্ট উল্লেখ নাই, শুনঃশেপের এই চতুর্ব্বিংশ হইতে সাতটি সূক্তে তাঁহাকে বলি দিবার স্পষ্ট কোন কথা নাই, অতএব Rosen বিবেচনা করেন ঋগ্বেদ রচনার সময় নরবলি প্রথা ছিল না।

পণ্ডিতাগ্রগণ্য রাজেন্দ্রলাল মিত্র বিবেচনা করেন নরবলি প্রথা প্রচলিত ছিল। (See his *Indo-Aryans*, article "Human Sacrifice.") ঋগ্বেদের সময় নরবলি প্রথা ছিল আমাদের বোধ হয় না, কেন না যে গ্রন্থে সোম অভিষবের ও ঘৃত অভিষবের কথা সহস্র বার বলা হইয়াছে, নরবলি প্রথা সে সময়ে প্রচলিত থাকিলে সে গ্রন্থে তাহার বিশেষ উল্লেখ নাই কেন?

(২) মূলে "অদিতয়ে" শব্দ আছে, অদিতি অর্থে সায়ণ পৃথিবী করিয়াছেন।

(৩) শুনঃশেপ যূপে বদ্ধ হইয়া এই কথাগুলি বলিতেছেন, এবং এই ২৪ সূক্ত হইতে ৩০ সূক্ত পর্য্যন্ত ৭টী সূক্তে ভিন্ন২ দেবকে যূপকাষ্ঠ হইতে মুক্তি দানের জন্য প্রার্থনা করিয়াছেন, সায়ণ এই রূপ বিবেচনা করেন।

২। দেবগণের মধ্যে প্রথম অগ্নিদেবের চারুনাম উচ্চারণ করি; তিনি আমাকে এই মহতী পৃথিবীতে ছাড়িয়া দিন, যেন আমি পিতাকে ও মাতাকে দর্শন করিতে পারি।

৩। হে সদারক্ষণশীল সবিতা! তুমি বরণীয় ধনের ঈশ্বর, তোমার নিকট সম্ভোগযোগ্য ধন যাচ্ঞা করি।

৪। যে প্রশংসিত, অনিন্দিত, দ্বেষ রহিত, ও সম্ভোগযোগ্য ধন তুমি হস্তদ্বয়ে ধারণ করিয়া রহিয়াছ।

৫। হে সবিতা! তুমি ধনযুক্ত, তোমার রক্ষণ দ্বারা ধনের উৎকর্ষ লাভ করিতে ব্যাপৃত থাকি।

৬। হে বরুণ! এই উড্ডীয়মান পক্ষীগণ তোমার ন্যায় বল তোমার ন্যায় পরাক্রম, তোমার ন্যায় ক্রোধ প্রাপ্ত হয় নাই; এই অনিমিষ বিচারী জল ও বায়ুর গতি তোমার বেগ অতিক্রম করে না।

৭। বিশুদ্ধবল রাজা বরুণ মূল রহিত অন্তরীক্ষে থাকিয়া বননীয় তেজঃ পুঞ্জ ঊর্দ্ধে ধারণ করেন; সে রশ্মিপুঞ্জ অধোমুখ কিন্তু তাহাদিগের মূল ঊর্দ্ধে; (তদ্দ্বারা) যেন আমাদিগের মধ্যে প্রাণ নিহিত থাকে(৪)।

৮। রাজা বরুণ সূর্য্যের ক্রমান্বয়ে গমনার্থ পথ(৫) বিস্তীর্ণ করিয়াছেন; পদরহিত (অন্তরীক্ষে) সূর্য্যের পদবিক্ষেপের জন্য পথ করিয়াছেন; তিনি আমার হৃদয়বিদ্ধকারী শত্রুকে তিরস্কার করুন।

৯। হে বরুণ রাজ! তোমার শত ও সহস্র ঔষধি আছে, তোমার সুমতি বিস্তীর্ণ ও গভীর হউক; নির্ঋতিকে(৬) পরাঙ্মুখ করিয়া দূরে রাখ, আমাদিগের কৃত পাপ হইতে আমাদিগকে মুক্ত কর।

---

(৪) "মরণং ন ভবিষ্যতি ইত্যর্থঃ।" সায়ণ।

(৫) মূলে কেবল "পন্থাং" আছে। "উত্তরায়ণ দক্ষিণায়ন মার্গদ্বয় বিস্তারঃ কৃতবান্"। সায়ণ।

(৬) মূলে "নির্ঋতিং" আছে। "অস্মদনিষ্টকারিণীং নির্ঋতিং পাপদেবতাং।" সায়ণ। ঋত অর্থে নিয়ম বা সত্য বা যজ্ঞ (১ সূক্তের ৮ ঋকের টীকা দেখ) নির্ঋতি অর্থে অনিয়ম বা অসত্য বা পাপ। তাহা হইতে পাপ দেবীর নাম নির্ঋতি হইল। "*Nirriti* was conceived, it would seem, as going away from the path of right, the German Vergehen. *Nirriti* was personified as power of destruction."—Max Muller's *Rig Veda*, vol. I.

১০। ঐ যে সপ্তর্ষি নক্ষত্র(৭) যাহা উচ্চে স্থাপিত রহিয়াছে এবং রাত্রিযোগে দৃষ্ট হয়, দিবাযোগে কোথায় চলিয়া যায়? বরুণের কর্ম্মসমূহ অপ্রতিহত, তাঁহার আজ্ঞায় রাত্রিযোগে চন্দ্র দীপ্যমান হয়।

১১। আমি স্তোত্র দ্বারা স্তব করিয়া তোমার নিকট সেই (পরমায়ু) যাচ্ঞা করি, যজমান হব্যদ্বারা তাহাই প্রার্থনা করে। হে বরুণ! তুমি এ বিষয়ে অনাদর না করিয়া মনোযোগ কর, তুমি বহুলোকের স্তুতি-ভাজন, আমার আয়ু লইও না।

১২। রাত্রিতে ও দিবাযোগে লোকে আমাকে ইহাই কহিয়াছে, আমার হৃদয়স্থ জ্ঞানও (এই রূপ) প্রকাশ করিতেছে, আবদ্ধ হইয়া শুনঃশেপ যে বরুণকে আহ্বান করিয়াছে সেই রাজা আমাদিগকে মুক্তি দান করুন।

---

(৭) "ঋক্ষাঃ" মূলে আছে। "ঋক্ষাঃ সপ্ত ঋষয়ঃ।" "যদ্বা ঋক্ষাঃ সর্ব্বেপি নক্ষত্র বিশেষাঃ।" সায়ণ। সপ্তর্ষি নক্ষত্রকে ঋক্ষ (ভল্লুক) এবং ইউরোপীয় ভাষায় Great Bear বলে কেন? ইহার একটি অতি রহস্য জনক কারণ আছে। ঋচ্ বা অর্চ ধাতু অর্থ উজ্জ্বল হওয়া বা অর্চনা করা। উজ্জ্বল হওয়া অর্থে এই ধাতু হইতে উজ্জ্বল লোমধারী ভল্লুকের নাম ঋক্ষ হয়, এবং উজ্জ্বল সপ্তর্ষি নক্ষত্রের নামও ঋক্ষ হয়। কালক্রমে লোকে ঋক্ষ শব্দের নক্ষত্র অর্থটী ভুলিয়া গেল, এবং যে সপ্তর্ষি নক্ষত্রকে ঋক্ষ কহিত তাহার অর্থ ভল্লুক নক্ষত্র করিল! এইরূপে সপ্তর্ষি নক্ষত্রের নাম ভল্লুক নক্ষত্র, সুতরাং ইউরোপে Great Bear নাম হইল! "Riksha in the sense of bright has become the name of the bear, so called either from his bright eyes or from his brilliant tawny fur. . . . The same name in the sense of the bright ones had been applied by the Vedic poets to the stars in general, and more particularly to that constellation which in northern parts of India was the most prominent. . . . And thus it happened that when the Greeks had left their central home and settled in Europe, they retained the name of *Arktos* for the same unchanging stars. . . . Thus the name of the Arctic regions rests on a misunderstanding of a name framed thousands of years ago in central Asia; and the surprise with which many a thoughtful observer has looked at these seven bright stars wondering why they were ever called the Bear, is removed by a reference to the early annals of human speech."—Max Muller's *Science of Language* (1882), vol. II, pp. 395 to 399.

১৩। শুনঃশেপ ধৃত হইয়া ও তিন পদ কাষ্ঠে(৮) বদ্ধ হইয়া অদিতির পুত্র বরুণকে আহ্বান করিয়াছিল; অতএব বিদ্বান্ ও অহিংসিত বরুণ তাহাকে মুক্তি দিন, তাহার বন্ধন মোচন করিয়া দিন।

১৪। হে বরুণ! নমস্কার করিয়া তোমার ক্রোধ অপনয়ন করি, যজ্ঞের হব্যদান করিয়া তোমার ক্রোধ অপনয়ন করি। হে অসুর(৯)! হে প্রচেতঃ! হে রাজন্! আমাদিগের জন্য এই যজ্ঞে নিবাস করিয়া আমাদের কৃত পাপ শিথিল কর।

---

(৮) মূলে "ত্রিষু দ্রুপদেষু বদ্ধ" আছে। "ত্রিসংখ্যাকেষু দ্রুপদেষু দ্রোঃ কাষ্ঠস্য যূপস্য পদেষু প্রদেশবিশেষেষু বদ্ধঃ।" সায়ন।

(৯) অস ধাতু অর্থ ক্ষেপণ, অতএব সায়ন "অসুর" অর্থ "অনিষ্টক্ষেপণশীল" করিয়াছেন। কিন্তু বরুণকে "অসুর" বলিবার ইহা অপেক্ষা গূঢ় কারণ আছে।

আদিম আর্য্যগণ উপাস্যদিগকে "অসুর" বা "দেব" বলিতেন। পরে সেই আর্য্যদিগের মধ্যে একটী বিবাদ ও বিচ্ছেদ হইয়া দুইটী দল হইল এবং একদলের লোক অন্য দলের উপাস্য দিগকে নিন্দা করিতে লাগিল। সেই দুই দলের এক দল ভারতবর্ষে আসিলেন, তাঁহারা প্রাচীন হিন্দুগণ, অন্য দলে প্রাচীন ইরানীয়গণ। ইরানীয়গণ উপাস্যদিগের সাধারণ নাম "অসুর" দিলেন এবং হিন্দুদিগের উপাস্য "দেব" গণকে নিন্দা করিতে লাগিলেন, এবং হিন্দুগণ উপাস্যদিগের নাম "দেব" দিলেন এবং ইরানীয়দিগের উপাস্য "অসুর" দিগকে নিন্দা করিতে লাগিলেন।

কিন্তু কেবল উপাস্যদিগের সাধারণ নাম ধরিয়া এই পরস্পর নিন্দা চলিতে লাগিল, বরুণ মিত্র অগ্নি, সূর্য্য, বায়ু, বৃত্রহন্তা অর্য্যমা সোম প্রভৃতি যাঁহারা প্রাচীন আর্য্যদিগের উপাস্য ছিলেন তাঁহাদের উভয় দলই উপাসনা করিতে লাগিলেন, হিন্দুগণ তাঁহাদিগকে "দেব" বলিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন, ইরানীগণ তাঁহাদিগকে "অসুর" বলিয়া উপাসনা করিতে লাগিলেন। সুতরাং কেবল "দেব" ও "অসুর" এই সাধারণ নাম লইয়া দুই দলে বিবাদ।

(ঋগ্বেদে দেবগণকে স্থানে২ পুরাতন আর্য্য "অসুর" নাম দিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে; এই চতুর্দ্দশ ঋক তাহার উদাহরণ। আবার স্থানে২ বৃত্র প্রভৃতি দেব শত্রুদিগকেই অসুর বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।) পক্ষান্তরে ইরানীয়দিগের অবস্থায় "দেব" নাম সর্ব্বদাই পাপমতি ঘৃণিত শত্রুদিগের সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হইয়াছে, তাহার উদাহরণ দুই একটী উদ্ধৃত করিলাম।

"যখন শস্য ভাল হয় তখন দেবগণ যাতনায় চীৎকার করে, যখন যব উৎপন্ন হয় তখন দেবগণ বিনাশ প্রাপ্ত হয়। * * যখন প্রচুর শস্য হয় তখন দেবগণের গলার ভিতর যেন উত্তপ্ত লোহিত লৌহ ঘুরান হয়।" জেন্দ অবস্থা। তৃতীয় ফর্গার্দ।

১৫। হে বরুণ! আমার উপরের পাশ উপর দিয়া খুলিয়া দাও, আমার নীচের পাশ নীচে দিয়া খুলিয়া দাও, মধ্যের পাশ খুলিয়া শিথিল করিয়া দাও। তৎপরে হে অদিতি পুত্র! আমরা তোমার ব্রত খণ্ডন না করিয়া পাপ রহিত হইয়া থাকিব।

"বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রপতি মিত্রের রথের পার্শ্বে সহস্র তীক্ষ্ণ ও সুনির্ম্মিত বর্শা আছে। সে বর্শা সকল আকাশ দিয়া দেবগণের কঙ্কালের উপর দিয়া যায়" জেন্দঅবস্থা। মিহির যাস্ত।

"অহুরের দ্বারা সৃষ্ট বেরেথঘ্ন (সংস্কৃত বৃত্রঘ্ন, ৩২ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ) তথায় বলিলেন। "সুবিজ্ঞ রথের আত্মা মনুষ্যের নিকট হইতে উচিত যজ্ঞ উপাসনা পায় না, কেননা এখন দেবগণও দেব উপাসকগণ জলের ন্যায় রক্ত বর্ষণ করিতেছে" জেন্দ অবস্থা। বহরাম যাস্ত।

"হে আত্মা থত্র! যখন তুমি একত্রে পলায়মান পৌত্তলিক ও তস্কর ও দেবগণকে আক্রমণ করিবে তখন সেই উচ্চার্য্য শব্দ উচ্চারণ করিও। * * দেবগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, দেব উপাসকগণ ধ্বংস প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহারা আর দংশন করিতে না পারিয়া মুখ ফিরাইতেছে।" জেন্দ অবস্থা। স্রোশ যাস্ত।

উদ্ধৃত অংশগুলি হইতে স্পষ্টই প্রতীয়মান হইবে যে দেব উপাসক আর্য্য ও অসুর উপাসক আর্য্যদিগের মধ্যে প্রবল বিবাদ ও যুদ্ধ হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে পণ্ডিতবর রাজেন্দ্রলাল মিত্র যাহা লিখিয়াছেন তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"The relation of the agriculturists with the shepherds was not always of the most peaceful kind. Their respective habits of life were such as to make them antagonistic to each other. The shepherds had the most frequent opportunities of indulging in animal food and fermented drink, and they did not fail to make the most of these opportunities. The agriculturists were necessarily driven to depend principally on the produce of their fields, and they subsisted on vegetable diet. The former thought that their gods were best served by offerings of sanguinary sacrifices and libations of intoxicating soma; the latter offered the fruits of the earth and unfermented soma to their gods. . . . Their differences were heightened by priests and reformers, until they culminated in a religious schism of a most sanguinary character. . . . How long these wars lasted it is impossible now to ascertain, but it is unquestionable that they brought on the one hand the establishment of the Zoroastrian religion with Ahura Mazda or chief Asura for god and a host of Ahuras of inferior rank as ministers, receiving fruits and unfermented soma from their votaries as offerings, and on the other the expulsion of the bulk of the shepherd tribe from Afghanistan with their pantheon headed by Indra and the cultus which required animal sacrifices and libations of fermented liquors. These latter are the ancestors of the Brahmanic Aryans. In India they found a

২৫ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি।

১। যেমন লোকে ভ্রম করে, সেইরূপ আমরাও দিনেং তোমার ব্রত সাধনে ভ্রম করিয়া থাকি।

২। হে বরুণ! অনাদর করিয়া, হননকারী(১) হইয়া তুমি আমাদিগকে বধ করিও না, ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের উপর ক্রোধ প্রকাশ করিও না।

৩। হে বরুণ! রথস্বামী যেরূপ শ্রান্ত অশ্বকে (পরিতৃপ্ত করে,) আমরা সুখের জন্য সেইরূপ স্তুতিদ্বারা তোমার মন প্রসন্ন করি।

৪। পক্ষীগণ যেরূপ নিবাস স্থানের দিকে ধাবমান হয়, আমার ক্রোধ রহিত চিন্তা সমূহ সেইরূপ ধন প্রাপ্তির জন্য ধাবিত হইতেছে।

৫। বরুণ বলবান্, নেতা ও বহু লোককে দর্শন করেন, কবে আমরা সুখের জন্য তাঁহাকে (এই যজ্ঞে) আনিতে পারিব?

৬। যজ্ঞানুষ্ঠাতা হব্যদাতার প্রতি প্রসন্ন হইয়া (মিত্র ও বরুণ) এই সাধারণ হব্য গ্রহণ করিতেছেন, অগ্রাহ্য করেন না।

৭। যিনি অন্তরীক্ষগামী পক্ষীদিগের পথ জানেন, যিনি সমুদ্রে নৌকা সমূহের পথ জানেন।

---

congenial, peaceful home. . . . It may offend the self-love of the Brahmans to be told that the celestial wars resulted in the final overthrow of Indra, or, in other words, that their ancestors were expelled from their ancient home by the followers of Asuras."—Rajendra Lal Mitra's *Indo-Aryans*, article XX, "Primitive Aryans."

---

(১) মূলে "হত্নবে" আছে। "হন্তুঃ পাপহননশীলস্য।" সায়ণ। কিন্তু এখানে বরুণের দয়ার কথা বলা যাইতেছে না, ক্রোধ বর্ণিত হইতেছে, অতএব সহজ অর্থ হননকারী করিলেই বোধ হয় ভাল হয়।

৮। যিনি ধৃতব্রত হইয়া স্ব স্ব ফলোৎপাদী দ্বাদশ মাস জানেন, এবং (অপর যে ত্রয়োদশ মাস) উৎপন্ন হয়(২) তাহাও জানেন।

৯। যিনি বিস্তীর্ণ, কমনীয়, ও মহৎ, বায়ুর পথ জানেন, উপরে যাঁহারা বাস করেন তাঁহাদেরও জানেন।

১০। ধৃতব্রত ও শোভনকর্ম্মা বরুণ স্বর্গীয় সন্ততিদিগের মধ্যে সাম্রাজ্য সিদ্ধি জন্য আসিয়া উপবেশন করিয়াছেন(৩)।

১১। জ্ঞানবান্ লোকে তাঁহার প্রসাদে সকল অদ্ভুত ঘটনা, যাহা সম্পাদিত হইয়াছে যা হইবে, সমস্তই দেখিতে পান।

১২। সেই শোভনকর্ম্মা অদিতিপুত্র আমাদিগকে সকল দিনেই সুপথগামী করুন, আমাদিগের আয়ু বর্দ্ধন করুন।

---

(২) সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে পৃথিবীর গতিদ্বারা যে বৎসর গণনা করা যায়, দ্বাদশ অমাবস্যা গণনা করিলে তাহা অপেক্ষা কয়েকদিন কম হইয়া পড়ে; এই জন্য সৌর-বৎসর ও চান্দ্রবৎসরের মধ্যে ঐক্য বিধান করিবার জন্য চান্দ্র বৎসরের প্রতি তৃতীয় বৎসরে একটী অধিক মাস (মলিম্লুচ বা মলমাস) ধরিতে হয়। এ ঋক হইতে প্রতীয়মান হইতেছে যে প্রাচীন বৈদিক হিন্দুগণ উভয় বৎসরের গণনা জানিতেন, এবং উভয় বৎসরের মধ্যে ঐক্য বিধান করিতেও জানিতেন।

(৩) বরুণকে অনেক স্থলে সম্রাট্ বা দেবগণের সম্রাট বলিয়া ঋগ্বেদে অর্চনা করা হইয়াছে এবং বশিষ্ঠ প্রভৃতি ঋষির অনেকগুলি সূক্তে বরুণকে যেরূপ নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক পবিত্র পাপহারী দেব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, অন্য কোন দেব সম্বন্ধে সেরূপ বর্ণনা নাই। বরুণ যে ইন্দ্র অপেক্ষা পুরাতন দেব তাহার সন্দেহ নাই, কেন না বরুণের নাম হিন্দুদিগের বেদে, ইরানীয়দিগের "অবস্থায়" এবং গ্রীকদিগের ধর্ম্মশাস্ত্রে পাওয়া যায়, ইন্দ্র কেবল হিন্দুদিগের পূজ্য। এই সকল কারণে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বরুণ দ্যুর ন্যায় প্রাচীন আর্য্যদিগের পরম উপাস্য দেব ছিলেন, পরে ভারতবর্ষে ইন্দ্রের দ্বারা পদচ্যুত হইলেন।

ইরানীয়দিগের মধ্যে প্রধান দেব অহুর মজ্দ এই বরুণের প্রতিরূপ এইরূপ কোনং পণ্ডিত বিবেচনা করেন, এবং তাহার তিনটী প্রধান কারণ নির্দ্দেশ করেন। প্রথম, বেদেও বরুণকে "অসুর" বলিয়া অনেক স্থানে বর্ণনা করা হইয়াছে, ২৪ সূক্তের ১৪ ঋক দেখ। দ্বিতীয়, বরুণ যেরূপ আদিত্যদিগের মধ্যে এক জন, অহুর মজ্দ সেইরূপ ইরানীয়দিগের অমেশাস্পন্দদিগের মধ্যে এক জন। তৃতীয় বেদে বরুণকে সর্ব্বদাই মিত্রের সহিত একত্রে উপাসনা করা হয়, ইরানীয়দিগের "অবস্থায়" ও অহুর মজ্দের নামের সহিত সর্ব্বদা মিত্রের নাম সংযোজিত করা হয়।

১৩। বরুণ সুবর্ণের পরিচ্ছদ(৪) ধারণ করিয়া আপন পুষ্ট শরীর আচ্ছাদন করেন, হিরণ্যস্পর্শী রশ্মি চারিদিকে বিস্তৃত হয়।

১৪। বৈরিগণ যাঁহার প্রতি বৈরতা করিতে পারে না, মনুষ্য পীড়কগণ (যাঁহাকে পীড়া দিতে পারে না,) পাপীগণ যে দেবের প্রতি (পাপাচরণ করিতে পারে না।)

১৫। যিনি মনুষ্যদিগের জন্য, (বিশেষতঃ) আমাদিগের উদরের জন্য, যথেষ্ট অন্ন প্রস্তুত করিয়াছেন।

১৬। বরুণ বহুলোক দ্বারা দৃষ্ট; গাভী যেরূপ গোষ্ঠের দিকে যায়, আমার চিন্তা নিবৃত্তি রহিত(৫) হইয়া তাঁহার দিকে যাইতেছে।

১৭। হে বরুণ! যে হেতু আমার মধুর হব্য প্রস্তুত হইয়াছে, হোতার ন্যায় তুমি সেই প্রিয় হব্য ভক্ষণ কর; পরে আমরা উভয়ে আলাপ করিব।

১৮। সকলের দর্শনীয় বরুণকে আমি দৃষ্টি করিয়াছি, ভূমিতে তাঁহার রথ বিশেষ করিয়া দেখিয়াছি, আমার স্তুতি তিনি গ্রহণ করিয়াছেন।

১৯। হে বরুণ! আমার এই আহ্বান শ্রবণ কর, অদ্য আমাকে সুখী কর, তোমার রক্ষণাকাঙ্ক্ষী হইয়া আমি ডাকিতেছি।

২০। হে মেধাবী বরুণ! তুমি দ্যুলোকে ও ভূলোকে ও সমস্ত জগতে দীপ্যমান রহিয়াছ, আমাদিগের ক্ষেমপ্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা শ্রবণান্তর তুমি উত্তর দান কর।

২১। আমাদিগের উপরের পাশ উপর দিয়া খুলিয়া দাও, মধ্যের পাশ খুলিয়া দাও, নীচের পাশ খুলিয়া দাও, যেন আমরা জীবিত থাকি(৬)।

---

(৪) মূলে "দ্রাপিং হিরণ্যয়ং" আছে। "হিরণ্যয়ং সুবর্ণময়ং দ্রাপিংকবচং।" সায়ণ। সে সময়ে কি কবচের ব্যবহার ছিল? "দ্রাপিং হিরণ্যং" অর্থ সুবর্ণ খচিত বস্ত্র না? Compare *drape, drapery.* ৩১ সূক্তের ১৫ ঋকের টীকা দেখ।

(৫) মূলে "পরাবর্ত্তি" আছে "পরাবর্ত্তি পরাংমুখা নিবৃত্তি রহিতা গচ্ছন্তি।" সায়ণ।

(৬) এই ঋক্ ও পূর্ব্বের সূক্তের শেষ ঋক্টী প্রায় এক প্রকার, শুনঃশেপ উপরের মধ্যের ও নীচের পাশ খুলিয়া দিবার প্রার্থনা করিতেছেন। সায়ণ উভয় ঋকেই মস্তকে বদ্ধ রজ্জু, উদরে বদ্ধ রজ্জু ও পদে বদ্ধ রজ্জু এই রূপ অর্থ করিয়াছেন।

২৬ সুক্ত।

অগ্নি দেবতা। অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি।

১। হে যজ্ঞভাজন অন্ন পালক অগ্নি! স্বকীয় তেজ [illegible] কর(১) আমাদিগের এই যজ্ঞ সম্পাদন কর।

২। হে অগ্নি! তুমি সর্ব্বদা যুবা(২), বরণীয়, ও তেজসম্পন্ন, আমাদিগের হোমনিষ্পাদক হইয়া, দীপ্তিমান্ বাক্য দ্বারা (স্তুত হইয়া), (উপবেশন কর।)

৩। হে বরণীয় অগ্নি! পিতা পুত্রের প্রতি যেরূপ, বন্ধু বন্ধুর প্রতি যেরূপ, সখা সখার প্রতি যেরূপ, তুমি আমার প্রতি সেই রূপ দানশীল হও।

৪। শত্রুবিনাশক বরুণ মিত্র ও অর্য্যমা যেরূপ মনুর(৩) যজ্ঞে উপবেশন করিয়াছিলেন সেই রূপ আমাদিগের যজ্ঞের কুশে উপবেশন করুন।

৫। হে পুরাতন হোমনিষ্পাদক! আমাদিগের এই (যজ্ঞে) ও মিত্রতায় তুমি হৃষ্ট হও, এই স্তুতি বাক্য শ্রবণ কর।

৬। নিত্য ও বিস্তীর্ণ হব্য দ্বারা অন্যান্য দেবকে আমরা যে যজ্ঞ করি সে হব্য তোমাকেই প্রদত্ত হয়।

৭। সর্ব্ব প্রজাপালক, হোমনিষ্পাদক, হর্ষযুক্ত, ও বরণীয় (অগ্নি) আমাদিগের প্রিয় হউন, আমরাও যেন শোভনীয় অগ্নিযুক্ত হইয়া তোমার প্রিয় হই।

---

(১) মূলে "বস্ত্রাণি" আছে। "আচ্ছাদকানি তেজাংসি।" সায়ণ।
(২) এখানেও "যবিষ্ঠ" শব্দ আছে। ১২ সূক্তের ৩ ঋক দেখ।
(৩) মূলে "মনুষঃ" শব্দ আছে। অর্থাৎ প্রজাপতি (মনু)। সায়ণ। রমানাথ সরস্বতী মনুষ্য অর্থ করিয়াছেন।

৮। যে হেতু শোভনীয় অগ্নিযুক্ত দীপ্যমান ঋত্বিকগণ(৪) আমাদের রণীয় হব্য ধারণ করিয়াছেন, অতএব আমরা শোভনীয় অগ্নিযুক্ত হইয়া যাজ্ঞা করি।

৯। হে অগ্নি! তুমি অমর, আমরা মর্ত্ত্য মনুষ্য, আইস আমাদিগের পরস্পর প্রশংসা করি।

১০। হে বলের পুত্র(৫) অগ্নি! তুমি সমস্ত অগ্নিসমূহের সহিত এই যজ্ঞ ও স্তোত্র (গ্রহণ করিয়া) অন্ন প্রদান কর।

---

২৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি পুচ্ছযুক্ত অশ্বসদৃশ(১), এবং যজ্ঞের সম্রাট্; আমরা স্তুতি দ্বারা তোমার বন্দনা করিতে (প্রবৃত্ত হইয়াছি।)

২। অগ্নি বলের পুত্র ও পৃথুগমন, তিনি আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হউন, আমাদিগের অভীষ্ট বস্তু বর্ষণ করুন।

৩। হে সর্ব্বত্রগামী অগ্নি! তুমি দূরে ও আসন্ন দেশে পাপাচারী মনুষ্য হইতে আমাদিগকে সর্ব্বদা রক্ষা কর।

৪। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের এই হব্যের কথা এবং এই নূতন গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত স্তোত্র দেবগণের নিকটে বলিও।

---

(৪) মূলে "দেবাসঃ" শব্দ আছে। "দীপ্যমানা ঋত্বিজঃ" সায়ণ। রমানাথ সরস্বতী দেব অর্থ করিয়াছেন।

(৫) অরণি ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়। অরণি ঘর্ষণে বলের প্রয়োজন অতএব অগ্নি বলের পুত্র।

---

(১) "অশ্বো যথা বালৈর্বাধকান্ দংশমশকাদীন্ পরিহরতি তথা ত্বমপি জ্বালাভিঃ অস্মদ্বিরোধিনঃ পরিহরসি ইত্যর্থঃ।" সায়ণ।

৫। পরম অন্ন ও মধ্যম অন্ন আমাদিগকে প্রদান কর, অন্তিকস্থ ধন প্রদান কর(২)।

৬। হে বিচিত্ররশ্মি অগ্নি! সিন্ধুর সমীপে ঊর্ম্মির ন্যায় তুমি ধনের বিভাগ কর্ত্তা;(৩) হব্যদাতাকে তুমি সদা কর্ম্মফল বর্ষণ কর।

৭। হে অগ্নি! সংগ্রামে তুমি যে মনুষ্যকে রক্ষা কর, যাহাকে তুমি সংগ্রামে প্রেরণ কর, সে নিত্য অন্ন লাভ করিবেক।

৮। হে শত্রুপরাজয়ী অগ্নি! (তোমার ভক্তকে) কেহ আক্রমণ করিতে পারে না, কেন না তাহার প্রসিদ্ধ বল আছে।

৯। সর্ব্ব মনুষ্য পুজিত সেই অগ্নি অশ্ব দ্বারা আমাদিগ[illegible] যুদ্ধে পার করাইয়া দিন; মেধাবী ঋত্বিকগণের কর্ম্মে (পরিতুষ্ট হইয়া) ফলদাতা হউন।

১০। হে অগ্নি! তুমি স্তুতি দ্বারা জাগরিত হও; ভিন্ন২ যজমানকে (অনুগ্রহ করিয়া) যজ্ঞানুষ্ঠানার্থ যজ্ঞে প্রবেশ কর। তুমি রু[illegible](৪), তোমাকে সুন্দর স্তোত্রে স্তুতি করিতেছি।

১১। অগ্নি মহৎ, পরিমাণরহিত, ধূমরূপকেতু বিশিষ্ট(৫), ও ব[illegible]দীপ্তি সম্পন্ন; অগ্নি আমাদিগের যজ্ঞে ও অন্নে প্রীত হউন।

১২। অগ্নি প্রজাপালক, দেবগণের হোতা, দেবদূত, স্তোত্রভাজন ও প্রৌঢ়রশ্মি সম্পন্ন; তিনি ধনবান্ লোকের ন্যায় আমাদিগের স্তুতি শ্রবণ করুন।

---

(২) পরম অর্থ দ্যুলোকের, মধ্যম অর্থ অন্তরীক্ষের, অন্তিক অর্থ পৃথিবীর। সায়ণ।

(৩) মূলে "সিন্ধোরূর্ম্মা উপাকে" আছে। যথা সিন্ধোর্নদ্যা উপাকে সমীপে উর্ম্মাবুর্ম্মিতরঙ্গোপলক্ষিতং ক্ষুদ্রাদি রূপং প্রবাহং বিভজতি তদ্বৎ।" সায়ণ।

(৪) রুদ্র সম্বন্ধে ৪৩ সূক্তের ১ ঋকের টীকা।

(৫) মূলে "ধূমকেতুঃ" আছে। "ধূমেন জ্ঞাপ্যমানঃ।" সায়ণ। "Smoke bannered."—*Wilson.*

১৩। মহৎ দেবগণকে নমস্কার, অর্ভক দেবদিগকে নমস্কার, যুবা [illegible]দেবগণকে নমস্কার, বৃদ্ধ দেবগণকে নমস্কার; যদি সাধ্য থাকে [illegible]দেবগণকে অর্চনা করিব; হে দেবগণ! যেন বৃদ্ধদেবের স্তুতি না [illegible]াড়িয়াদিই।

---

২৮ সূক্ত।

ইন্দ্র প্রভৃতি দেব। অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি।

১। যে যজ্ঞে সোমরসের অভিষবার্থ স্থূলমূল প্রস্তর উন্নত করা হয়, হে ইন্দ্র! সেই যজ্ঞে উলূখল(১) দ্বারা অভিষুত সোমরস আপনার জানিয়া পান কর(২)।

২। যে যজ্ঞে দুই জঘনের ন্যায় অভিষব ফলকদ্বয় বিস্তৃত হয়, হে ইন্দ্র! সেই যজ্ঞে উলূখল দ্বারা অভিষুত সোমরস আপনার জানিয়া পান কর।

৩। যে যজ্ঞে নারী (যজ্ঞশালায়) প্রবেশ ও তথা হইতে বহির্গমন অভ্যাস করে(৩), হে ইন্দ্র সেই যজ্ঞে উলূখল দ্বারা অভিষুত সোমরস আপনার জানিয়া পান কর।

---

(১) "Mortar."—*Wilson.*

(২) মূলে "জলগুলঃ" আছে। "ভক্ষয়।" সায়ণ।

(৩) "নারী অপচ্যবম্ উপচ্যবম্ চ শিক্ষতে" মূলে এইরূপ আছে। "The [illegible]choliast explains the terms *Apachyava* and *Upachyava,* going in and [illegible]oing out of the hall (sala); but it would perhaps rather be moving up and [illegible]own with reference to the action of the pestle."—*Wilson.*

"স্থূল নিম্নভাগ বিশিষ্ট উদূখল মুসল দ্বারা সোমলতা কণ্ডন করা হইত। [illegible]ৎপরে দুই অভিষবন পাত্রে উহা স্থাপিত হইত। যজমানপত্নী রজ্জু দ্বারা মন্থন-[illegible] সংযত করিয়া সোম মন্থন করিতেন। * * সোমরস যথা রীতি অভিষুত হইলে [illegible]হা ইন্দ্রকে নিবেদন করা হইত অবশিষ্ট সোমরস তিতউ (চালনি) দ্বারা ছাঁকা [illegible]লে চমস পাত্রদ্বয়ে স্থাপন করা হইত। তৎপরে উহা গোচর্ম্মের উপর রাখা [illegible]ত।" সত্যব্রত সামশ্রমী।

৪। যে যজ্ঞে (অশ্ব) সংযমরজ্জুর ন্যায় রজ্জুদ্বারা মন্থন দণ্ডকে বাঁধা যায়, হে ইন্দ্র! সেই যজ্ঞে উলূখল দ্বারা অভিষুত সোমরস আপনার জানিয়া পান কর।

৫। হে উলূখল! যদিও তুমি গৃহে২ ব্যবহৃত হও? তথাপি এই যজ্ঞে তুমি বিজয়ীদিগের দুন্দুভির ন্যায় প্রভূত ধ্বনিযুক্ত শব্দ কর।

৬। হে উলূখলরূপ বনস্পতি(৪)! তোমার সম্মুখে বায়ু বহিতেছে; অতএব হে উলূখল! ইন্দ্রের পানার্থ সোমরস অভিষব কর।

৭। হে অন্নপ্রদ যজ্ঞের উপকরণদ্বয়(৫)! খাদ্য চর্ব্বন কালে ইন্দ্রের অশ্বদ্বয় (যেরূপ ধ্বনি করে), সেইরূপ প্রৌঢ় ধ্বনিযুক্ত হইয়া তোমরা পুনঃ২ বিহার কর।

৮। হে দর্শনীয় বনস্পতিদ্বয়! দর্শনীয় অভিষব যন্ত্র দ্বারা তোমরা অদ্য ইন্দ্রের জন্য মধুর সোমরস প্রস্তুত কর।

৯। হে ঋত্বিক্(৬)! অভিষব ফলকদ্বয় হইতে অবশিষ্ট সোম উঠাও, পবিত্র (কুশের) উপর রাখ, গোচর্ম্মে স্থাপন কর(৭)।

---

(৪) উলূখল কাষ্ঠ নির্ম্মিত, এই জন্য বনস্পতি শব্দের প্রয়োগ।

(৫) মূলে "আয়জী" আছে। "হে উলূখলমুষলে আয়জী সর্ব্বতো যজ্ঞ সাধনে। সায়ন।"

(৬) সায়ণ বলেন ঋত্বিক, শব্দদ্বারা এখানে হরিশ্চন্দ্রকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। ২৪ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(৭) মূলে কুশ শব্দ নাই, কেবল এই মাত্র আছে "পাত্রদ্বয় হইতে অবশিষ্ট সোম উঠাও, পবিত্রে রাখ, গোচর্ম্মে রাখ।"

অবশিষ্ট সোম কোথা উঠাবে! সায়ণ বলেন একটী শকটের উপর ("শকটস্য উপরি") কিন্তু মূলে তাহা নাই। "পবিত্রে রাখ" অর্থ কি? "পবিত্র" অর্থ কুশ বলা হইয়াছে। সেই কুশে সংশোধিত হইয়া দ্রব্য গোচর্ম্মে পড়িবে। ৩ ঋকের টীকায় রমানাথ সরস্বতীর অংশ দেখ।

২৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অজীগর্ত্তের-পুত্র শুনঃশেপ ঋষি।

১। হে সোমপায়ী সত্যবাদী ইন্দ্র! যদিও আমরা প্রসিদ্ধ না হইয়া থাকি তথাপি হে বহুধনশালী ইন্দ্র! শোভনীয় ও সহস্র গো ও অশ্বদ্বারা আমাদিগকে প্রশংসনীয় কর।

২। হে শক্তিমান্ সুনাসিক(১) অন্নপালক ইন্দ্র! তোমার অনুগ্রহ (চিরস্থায়ী)! হে বহুধনশালী ইন্দ্র! শোভনীয় ও সহস্র গো ও অশ্বদ্বারা আমাদিগকে প্রশংসনীয় কর।

৩। যে (যমদূতী দ্বয়) পরস্পর পরস্পরকে দেখে(২) তাহাদিগকে সুপ্ত কর, তাহারা যেন অচেতন হইয়া থাকে। হে বহুধনশালী ইন্দ্র! শোভনীয় ও সহস্র গো ও অশ্ব দ্বারা আমাদিগকে প্রশংসনীয় কর।

৪। হে শূর! আমাদিগের অরাতিগণ সুপ্ত থাকুক, বন্ধুগণ জাগরিত থাকুক। হে বহুধনশালী ইন্দ্র! শোভনীয় ও সহস্র গো ও অশ্বদ্বারা আমাদিগকে প্রশংসনীয় কর।

৫। হে ইন্দ্র! ঐ গর্দ্দভ(৩) পাপ (বচনদ্বারা) তোমার নিন্দা(৪) করিতেছে, উহাকে বধ কর। হে বহুধনশালী ইন্দ্র! শোভনীয় ও সহস্র গো ও অশ্ব দ্বারা আমাদিগকে প্রশংসনীয় কর।

৬। (প্রতিকূল) বায়ু কুটিল গতির সহিত বন হইতে ও দূরে পড়ুক। হে বহুধনশালী ইন্দ্র! শোভনীয় ও সহস্র গো ও অশ্বদ্বারা আমাদিগকে প্রশংসনীয় কর।

---

(১) মূলে "শিপ্রিন্" আছে শিপ্রে হনু নাসিকে বেতি যাস্ক।

(২) মূলে "মিথূ দৃশা" অর্থাৎ "পরস্পরদৃশ্যমানা" মাত্র আছে। "যমদূতী" সায়ণ বলাইয়াছেন। তাহারা কে, সায়ণ কিছুই লিখেন নাই।

(৩) "যথা গর্দভঃ শ্রোতুমশক্যং পরুষং শব্দং করোতি তথা শত্রুরপি।" সায়ণ।

(৪) মূলে "মুরবন্তং" শব্দ আছে। "মুরবন্তং মুখতঃ অপকীর্ত্তিং প্রকটয়ন্তং গর্দ্দভং।" সায়ণ।

৭। সমস্ত আক্রোশকারীকে হনন কর, হিংসাকারীদিগকে বিনাশী কর। হে বহুধনশালী ইন্দ্র! শোভনীয় ও সহস্র গো ও অশ্বদ্বারা আমাদিগকে প্রশংসনীয় কর।

---

৩০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অজীগর্ত্তের পুত্র শুনঃশেপ ঋষি।

১। লোকে যেরূপ কূপকে (জলপূর্ণ করে), আমরা অন্নাকাঙ্ক্ষী হইয়া সেইরূপ তোমাদের শতক্রতু বিশিষ্ট ও অতি প্রবৃদ্ধ ইন্দ্রকে সোম রসের দ্বারা সেচন করি।

২। তিনি শতবিশুদ্ধসোমরসের নিকট এবং আশীর নামক সহস্র প্রাপণ্য দ্রব্য মিশ্রিত সোমরসের নিকট আইসেন, যে রূপ (জল) নিম্নভূমিতে যায়।

৩। এই (শত বা সহস্র সোম) বলবান্ ইন্দ্রের হর্ষের জন্য একত্রিত হয়, ইহার দ্বারা ইন্দ্রের উদর সমুদ্রের ন্যায় ব্যাপ্ত হয়।

৪। যেরূপ কপোত গর্ভধারিণী কপোতীকে গ্রহণ করে, হে ইন্দ্র! এই (সোম) তোমার, তুমিও সেইরূপ ইহা গ্রহণ কর; ও সেই কারণে আমাদিগের বচন গ্রহণ কর।

৫। হে ধনপালক স্তুতি ভাজন বীর! তোমার এইরূপ স্তোত্র; তোমার বিভূতি প্রিয় ও সত্য হউক।

৬। হে শতক্রতু! এই সংগ্রামে আমাদের রক্ষার্থে উৎসুক হও; অন্য কার্য্যের বিষয় (তুমি ও আমি) মিলিত হইয়া বিচার করিব।

৭। ভিন্ন২ কর্ম্মের উপক্রমে, ভিন্ন২ যুদ্ধে আমরা অতিশয় বলবান্ ইন্দ্রকে রক্ষার জন্য সখার ন্যায় আহ্বান করি।

৮। যদি ইন্দ্র আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করেন তবে নিশ্চয়ই সহস্র রক্ষণ কার্য্যের সহিত ও অন্নের সহিত নিকটে আইসুন।

৯। ইন্দ্র বহুলোকের নিকট গমন করেন, পুরাতন আবাস হইতে(১) ...মি সেই পুরুষকে আহ্বান করি যাঁহাকে পিতা পূর্ব্বে আহ্বান করিয়া-...লেন।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি সকলের বরণীয় ও বহুলোকদ্বারা আহূত, তুমি ...খা ও নিবাসহেতু, তোমার স্তোতৃদিগের প্রতি অনুগ্রহার্থ তোমার ...কট প্রার্থনা করি।

১১। হে সোমপায়ী, সখা, বজ্রধারী ইন্দ্র! আমরা ও তোমার ...খা ও সোমপায়ী; আমাদের দীর্ঘ নাসিক (গাভীদল বৃদ্ধি হউক(২)।)

১২। হে সোমপায়ী, সখা, বজ্রধারী! এইরূপই হউক, তুমি এই-রূপ আচরণ কর, যেন আমরা মঙ্গলার্থ তোমার (অনুগ্রহ) কামনা করি।

১৩। ইন্দ্র আমাদিগের প্রতি হৃষ্ট হইলে আমাদিগের (গাভীগণ) দুগ্ধবতী ও প্রভূত বল শালিনী হইবে, (সে গাভী) হইতে খাদ্য পাইয়া আমরা হৃষ্ট হইব।

১৪। হে সাহসী ইন্দ্র! তোমার ন্যায় দেব স্বয়ং হৃষ্ট হইয়া, আমা-দিগের দ্বারা যাচিত হইয়া স্তোতৃদিগকে অভীষ্ট অর্থ অবশ্যই আনিয়া দিবেন; চক্রদ্বয় যেরূপ অক্ষকে (ফিরাইয়া) আনে(৩)।

---

(১) কাহার পুরাতন আবাস হইতে? "পুরাতনস্য ওকসঃ স্থানস্য স্বর্গ-রূপস্য সকাশাৎ" সায়ণ। Wilson ও Langlois ঐরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায় অর্থ করিয়াছেন From the site of our ancient home. এ অর্থ অসঙ্গত বোধ হয় না কেন না তাহাঃই পর ঋষি বলিতেছেন "পিতা তোমাকে পূর্ব্বে আহ্বান করিয়াছিলেন।" পিতার আহ্বান শুনিয়াছিলে, তাঁহার পুত্র সেই পুরাতন গৃহ হইতে তোমাকে সেইরূপে আহ্বান করিতেছে, অতএব পুত্রের আহ্বানও শ্রবণ কর; এরূপ অর্থ অসঙ্গত হয় না।

(২) মূলে কেবল "শিপ্রিণীনাং" আছে। "দীর্ঘাভ্যাং হনূভ্যাং নাসি-কাভ্যাং বা যুক্তানাং গবাং।" সায়ণ।

(৩) রথের চক্রের সহিত অভীষ্ট অর্থদানের কি তুলনা ভিন্ন২ পণ্ডিতগণ ভিন্ন২ রূপ অনুমান করিয়াছেন। যথা।

"Currum velut duabus rotis."—*Rosen.*

"That blessings may come round to them with the same certainty that the wheel revolves round the axle."—*Stevenson.*

১৫। হে শতক্রতু! যেরূপ শকটের গতি(৪) অক্ষকে ফিরায় তুমি সেই রূপ (স্তোতৃদিগের প্রার্থিত) ধন তাহাদিগের কামনা অনুসারে অর্পণ কর।

১৬। ইন্দ্রের যে অশ্বগণ আহারের পর পর্য্যাপ্তিসূচক শব্দ করে, হ্রেষারব করে, ও ঘনং শ্বাস নিক্ষেপ করে সেই অশ্বগণ দ্বারা ইন্দ্র সর্ব্বদাই ধন জয় করিয়াছেন; কর্ম্মবান্ ও দানশীল ইন্দ্র আমাদিগের গ্রহণার্থ হিরণ্ময় রথ দিয়াছেন(৫)।

১৭। হে অশ্বি দ্বয়! বহু অশ্বের দ্বারা প্রেরিত অন্নের সহিত আইস; হে শত্রুবিনাশক! (আমাদিগের গৃহ) গাভীযুক্ত ও হিরণ্যযুক্ত (হউক।)

১৮। হে শত্রুবিনাশক! তোমাদের উভয়ের জন্য সংযোজিত রথ বিনাশ রহিত; ইহা সমুদ্রে(৬) গমন করে।

১৯। তোমরা রথের (এক) চক্র বিনাশ রহিত পর্ব্বতের উপর স্থির করিয়াছ, অন্য চক্র আকাশের চারি দিকে ভ্রমণ করিতেছে।

২০। হে স্তুতিপ্রিয়া অমর ঊষা(৭)! কোন মনুষ্য তোমার সম্ভোগের জন্য(৮)! হে প্রভাবযুক্তা! তুমি কাহাকে প্রাপ্ত হও?

"As a wheel is brought to a chariot."—*Roer.*

"Comme l'axe qui soutient et fait tourner les roues du char."—*Langlois.*

"Blessings should follow praise as the pivot on which they revolve, as the revolutions of the wheels of a car turn upon the axle."—*Wilson.*

"Bring and secure to our panegyrists their wished-for object, as the axle the wheels."—*K. M. Banerjea.*

(৪) মূলে "শচীভিঃ" আছে। "শকটোচিত ব্যাপার বিশেষৈঃ।" সায়ণ।

(৫) "তথাচ ব্রাহ্মণং। তস্মৈ ইন্দ্রঃ স্তূয়মানঃ প্রীতো মনসা হিরণ্যরথং দদৌ।" সায়ণ।

(৬) "সমুদ্রে অন্তরিক্ষে।" সায়ণ।

(৭) মূল বেদে হ্রস্ব "উ" দিয়া "উষা" লিখা আছে; কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় প্রচলনানুসারে আমরা দীর্ঘ "ঊ" দিয়াই "ঊষা" লিখিলাম ও লিখিব।

(৮) মূলে "কংমর্ত্তঃ ভেতুজে" আছে। ইহার অর্থ সম্বন্ধে পণ্ডিতদিগের মত দেওয়া আবশ্যক। "তব ভোগায় মনুষ্যঃ কো বর্ত্ততে।" "তবোচিত ভোগং দাতুং ন কোপি মনুষ্যঃ সমর্থঃ।" সায়ণ।

২১। হে ব্যাপনশীল বিচিত্র দীপ্যমান উষা! আমরা নিকট হইতে অথবা দূর হইতে তোমাকে বুঝিতে পারি না।

২২। হে স্বর্গ দুহিতে! সেই অন্নের সহিত তুমি আগমন কর, আমাদিগকে ধন প্রদান কর(৯)।

"Quel mortel est (aujourd'hui) l'object de ta prediliction?"—*Langlois.*

"What mortal enjoyeth thee?"—*Wilson.*

"What mortal can be equal for thy enjoyment?"—*K. M. Banerjea.*

"Who and where was there a mortal to be loved by thee?"—*Max Muller.* [See Max Muller's note on the adjective *Kadha Priya, Rig Veda* (translation, 1869), vol. I, p. 66.]

(৯) উষা আর্য্যদিগের এক অতি প্রাচীন উপাস্য দেব ছিলেন, সুতরাং আর্য্য জাতির ভিন্ন২ শাখার মধ্যে তাঁহার নাম ও উপাসনা দেখা যায়। গ্রীকদিগের Eos এবং লাটীনদিগের Aurora উষস্ নামের রূপান্তর মাত্র। কিন্তু কেবল যে "উষা" নামের প্রতিরূপ গ্রীকদিগের মধ্যে পাওয়া যায় এমন নহে উষার অনেক গুলি নামই গ্রীক ধর্ম্মে পাওয়া যায়। "The heroine of the stories must be the Dawn, aptly represented as a charming maiden, and her names in the Rig Veda are Arjuni, Brisaya, Dahana, Ushas, Sarama, and Saranyu, and all these names reappear among the Greeks as Argynnis, Briseis, Daphne, Eos, Helen, and Erinys."—Rajendra Lal Mitra's *Indo-Aryans,* vol. II, article "Primitive Aryans." অতএব ইহা স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে যে গ্রীক ও হিন্দু ভিন্ন২ জাতি হইয়া যাইবার পূর্ব্বে তাঁহাদের পূর্ব্ব পুরুষগণ উষাকে এই সমস্ত নাম দিয়াছিলেন।

কিন্তু কেবল যে নামে সাদৃশ্য আছে তাহা নহে, উষা সম্বন্ধে এক প্রকারই কয়েকটী গল্প হিন্দু ও গ্রীকদিগের মধ্যে পাওয়া যায়। ৩০ সূক্তের ৬ ঋকের টীকায় সরণ্যুর কথা দেখ। ১১৫ সূক্তের ২ ঋকে সূর্য্য উষার পশ্চাৎ ধাবমান হইতেছেন এরূপ কথা আছে; গ্রীকদিগের মধ্যেও প্রসিদ্ধ গল্প আছে যে Apollo (সূর্য্য) Daphne (অর্থাৎ "দহনা)" দেবীর পশ্চাৎধাবন করিয়াছিলেন এবং তাঁহাকে ধরিবা মাত্র Daphne বিনাশ প্রাপ্ত হইলেন। এ গল্পের অর্থও সরল, সূর্য্য উদয় হইলেই উষা শেষ হয়।

ঋগ্বেদে উষাকে এক স্থানে "অহনা" নাম দেওয়া হইয়াছে; ... সুবুদ্ধির দেবী Athena, (যাহাকে লাটিনরা Minerva কহে) এই নামের সাংস্কৃত রূপান্তর মাত্র। অতএব Athenians অর্থ উষার সন্তানগণ প্রকৃতপক্ষে ইত্যর্থ।" ... করেন Argos এবং Arcadia নাম উষার "অর্জ্জুনী" নাম হই... ...*logy of Aryan Nations,* vol. I, book I, chapter X.

উষা আর্য্যদিগের বড় আদরের দেবী ছিলেন, ... উচ্চারণ করিতে হয়। ...রূপ সুন্দর হৃদয়গ্রাহী ও স্নেহ ও কবিত্বপূর্ণ অন্য... ...প্রিয়তমে দুহে।" সাধারণ। ...খা যায় না।

৩১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি অঙ্গিরা ঋষিদিগের আদি ঋষি ছিলে(১
দেব হইয়া দেবগণের মঙ্গলময় সখা হইয়াছ; তোমার কর্ম্মে মেধাবী
জ্ঞাতকর্ম্মা ও উজ্জ্বলায়ুধ মরুৎগণ জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন।

২। হে অগ্নি! তুমি অঙ্গিরাদিগের মধ্যে প্রথম ও সর্ব্বোত্তম; তুমি
মেধাবী, এবং দেবগণের যজ্ঞভূষিত কর; তুমি সমস্ত জগতের বিভু; তুমি
মেধাবান্ ও দ্বিমাতৃ(২); তুমি মনুষ্যের উপকারার্থ ভিন্ন২ রূপে সকল
স্থানেই বর্ত্তমান আছ।

৩। হে অগ্নি! তুমি মাতরিশ্বার অগ্রগামী(৩), তুমি শোভনীয়
যজ্ঞের ইচ্ছায় পরিচর্য্যাকারী যজমানের নিকট আবির্ভূত হও; তোমার
সামর্থ্য দেখিয়া আকাশ ও পৃথিবী কম্পিত হয়; তোমাকে হোতারূপে বরণ
করাতে তুমি যজ্ঞে সে ভার বহন করিয়াছ; হে নিবাস হেতু! তুমি পূজ্য
দেবগণের যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছ।

---

(১) "অঙ্গিরসানাং ঋষীনাং সর্ব্বেষাং জনকত্বাৎ।" সায়ণ। অঙ্গিরাগণ কাহারা? যাস্ক বলেন অঙ্গিরা অঙ্গার মাত্র। "অঙ্গিরা অঙ্গারাঃ" যাস্ক। তাহা যদি হয় তাহা হইলে অঙ্গিরা বংশের সমস্ত উপাখ্যান কি কেবল উপমা মাত্র? ঐতরেয় ব্রাহ্মণ অনুসারেও অঙ্গিরা ঋষিগণ প্রথমে যজ্ঞাগ্নির অঙ্গার মাত্র ছিলেন। অগ্নি প্রথমে অঙ্গিরা ছিলেন পরে দেব হয়েন, ও অঙ্গিরাগণ তাঁহার সন্ততি এ আখ্যানের নিগূঢ় অর্থ কি? অগ্নি অঙ্গার মাত্র, দীপ্ত হইলে উজ্জ্বল (দেব) রূপ ধারণ করে, পরে সেই অগ্নি হইতে পুনরায় অঙ্গার উৎপন্ন হয় এই কি নিগূঢ় অর্থ? অঙ্গিরার কথা সমস্তই
দো। ... সাধ হয়না। অঙ্গিরা নামে প্রকৃত একটী প্রাচীন ঋষিবংশ ছিল,
(৬) "মনুষ্যে ... ভারতবর্ষে অগ্নির পূজা অনেকটা প্রচার করিয়াছিলেন, এবং
(৭) মূল বেদে ... একল হিন্দু শাস্ত্রেই এই ঋষিদিগের উল্লেখ আছে। ৭১ সূক্তের
প্রচলনানুসারে আমরা ...
(৮) মূলে "কঃমর্ত্তঃ ... উৎপন্ন এই জন্য। "দ্যোর্দ্যাবাপৃথিব্যোরুৎপন্নঃ।" সায়ণ।
দেওয়া আবশ্যক। "তব ত্বো ...
ন কোঽপি মনুষ্যঃ সমর্থঃ।" ... " এই বচনে বায়ুর পূর্ব্বে অগ্নির নাম আছে এই জন্য।
৬০ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ

৪। হে অগ্নি! তুমি মনুকে স্বর্গলোকের কথা বলিয়াছিলে(৪); পুরূরবা রাজা (তোমার পরিচর্য্যা রূপ) সুকৃতি করিলে তুমি তাঁহার প্রতি অধিকতর (ফল দান রূপ) সুকৃতি করিয়া ছিলে(৫); যখন তোমার পিতৃ (রূপ কাষ্ঠ দ্বয়ের) ঘর্ষণে উৎপন্ন হও, তখন তোমাকে বেদির পূর্ব্বদেশে আনে, পরে পশ্চিম দিগে লইয়া যায়(৬)।

৫। হে অগ্নি! তুমি অভীষ্টবর্ষী ও পুষ্টিবর্দ্ধক; যজমান স্রুচ(৭) উদ্যত করিবার সময় তোমার যশ কীর্ত্তন করে; যে যজমান বষট্কার যুক্ত(৮) আহুতি সমর্পণ করে, হে একমাত্র অন্নদাতা অগ্নি! তুমি প্রথমে তাঁহাকে, তৎপর সকল লোককে আলোক দান কর।

৬। হে বিশিষ্ট জ্ঞানযুক্ত অগ্নি! তুমি বিপথগামী পুরুষকে তাহার উদ্ধার যোগ্য কার্য্যে নিযুক্ত কর; যুদ্ধ(৯) চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হইলে সম্যক-

---

(৪) পুণ্য কর্ম্মদ্বারা স্বর্গপাওয়া যায় একথা অগ্নি মনুকে বলিয়া ছিলেন। সায়ণ। ১৪ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ। মনু বিবস্বানের পুত্র ও সবর্ণার গর্ভে জাত, সে বিষয়ে যাস্কের মত তথায় উদ্ধৃত করা হইয়াছে। Max Muller বিবেচনা করেন সবর্ণার গর্ভে মনুর এই জন্ম কথা বৈদিক নহে, পরে সৃষ্ট হইয়াছে।

"The hymn does not allude to Manu as the so[illegible] of Savarna: it only [illegible]ls the second wife of Vivasvat by that name. . . . The fable of Manu is [pro]bably of a later date. For some reason or other *Manu*, the mythic [anc]estor of the race of man, was called *Savarni*, meaning, possibly, the Manu [of a]ll colours, *i.e.*, of all tribes and castes. The name may have reminded [the] Brahmans of *Savarná*, the second wife of *Vivasvat*; and as *Manu* was [call]ed *Vaivasta*, the worshipper, afterwards the son of *Vivasvat*, the [Ma]nu *Sávarṇi* was naturally taken as the son of *Savarna*."—*Science of [Lan]guage* (1882), vol. II, p. 557.

(৫) পুরূরবা রাজা ঘর্ষণ দ্বারা অগ্নি উৎপন্ন করিয়া তাহাহইতে তিন প্রকার যজ্ঞ [ই]প্রবৃত্ত করিয়াছিলেন, এইরূপ আখ্যান বিষ্ণু পুরাণে আছে।

(৬) "পূর্ব্ব দেশমানয়ন্ত আহবনীয়ত্বেন।" "পশ্চিম দেশমানয়ন্ত গার্হপত্য[ত্বে]ন।" "আহবনীয় কর্ম্মানুষ্ঠানাৎউর্দ্ধং গার্হপত্যরূপেণ ধারিতবন্ত ইত্যর্থঃ।" [সায়]ণ।

(৭) "Ladle."—*Wilson.*

(৮) অগ্নিতে ঘৃত ঢালিয়া দিবার সময় বষট শব্দ উচ্চারণ করিতে হয়।

(৯) মূলে "ধনে" আছে। "ধনবৎ প্রিয়তমে যুদ্ধে।" সায়ণ।

রূপে আসক্ত হইলে তুমি অল্প সংখ্যক বীরত্ব রহিত পুরুষদিগের দ্বারা প্রধান২ বীরদিগকেও হনন কর।

৭। হে অগ্নি! তুমি সেই (তোমার সেবা পরায়ণ) মনুষ্যকে দিনে২ অন্নের জন্য উৎকৃষ্ট ও মরণ রহিত পদে ধারণ কর; যে উভয়রূপ অন্নের(১০) জন্য অতিশয় তৃষাযুক্ত হয় সেই অভিজ্ঞ (যজমানকে) সুখ ও অন্ন দান কর।

৮। হে অগ্নি! আমরা ধন দানের জন্য তোমাকে স্তুতি করি, তুমি যশোযুক্ত ও যজ্ঞ সম্পাদক পুত্র দান কর; নূতন পুত্রদ্বারা যজ্ঞ কর্ম্ম বৃদ্ধি করিব। হে দ্যু ও পৃথিবী, দেবগণের সহিত আমাদিগকে সম্যক্‌-রূপে রক্ষা কর।

৯। হে দোষ রহিত অগ্নি! তুমি সকল দেবগণের মধ্যে জাগরূক; তোমার মাতা পিতার(১১) সমীপে বর্ত্তমান থাকিয়া আমাদিগকে পুত্র দান করিয়া অনুগ্রহ কর; যজ্ঞ কর্ত্তার প্রতি প্রসন্ন মতি হও; হে কল্যাণ রূপ অগ্নি! তুমি সকল ধন বপন করিয়াছ।

১০। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্নমতি, তুমি আমাদিগের পিতাস্বরূপ(১২), তুমি পরমায়ুদাতা, আমরা তোমার বন্ধু। হে অহিংসনীয় অগ্নি! তুমি শোভনপুরুষযুক্ত ও ব্রতপালক, শত ও সহস্র ধন তোমাকে প্রাপ্ত হয়।

১১। হে অগ্নি! দেবগণ প্রথমে তোমাকে মনুষ্য রূপধারী নহুষের(১৩) মনুষ্য রূপধারী সেনাপতি করিয়াছিলেন, এবং

(১০) উভয়রূপ অন্ন কি? সায়ণ বলেন "দ্বিপদাং চতুষ্পদাং লাভায়।" অর্থ সঙ্গত বোধ হয় না।

(১১) মূলে "পিত্রোঃ" আছে। "মাতৃপিতৃরূপয়োঃ দ্যাবাপৃথিব্যোঃ।" সায়ণ।

(১২) মূলে "পিতা" আছে। "পালকঃ।" সায়ণ।

(১৩) পুরূরবার পৌত্র নহুষ দর্পের জন্য স্বর্গচ্যুত হইয়াছিলেন এরূপ বিষ্ণু পুরাণে লিখিত আছে, কিন্তু অগ্নি নহুষের সেনাপতি হইয়াছিলেন এরূপ কথা দেখা যায় না।

াকে(১৪) মনুর ধর্ম্মোপদেষ্ট্রী করিয়াছিলেন; যখন আমার পিতার ত্রের জন্ম হয়(১৫)।

১২। হে বন্দনীয় অগ্নি! আমরা ধনযুক্ত, তুমি পালনকার্য্য সমূহ রা আমাদিগকে রক্ষা কর, এবং পুত্রদিগের দেহও রক্ষা কর। আমার ত্রের পুত্র তোমার ব্রতে নিরন্তর নিযুক্ত আছে, তুমি তাহার গাভী সমূহ ক্ষা করিতেছ।

১৩। হে অগ্নি! তুমি যজমানের পালক, যজ্ঞ বাধাশূন্য করিবার ন্য সমীপে থাকিয়া চতুরক্ষ(১৬) রূপে দীপ্যমান রহিয়াছ; তুমি অহিংস- ক ও পোষক, তোমাকে যে হব্য দান করে সেই স্তোতার মন্ত্র তুমি মনের াহিত গ্রহণ কর।

১৪। হে অগ্নি! স্তুতিবাদক ঋত্বিক্ যাহাতে স্পৃহনীয় ও পরমধন াভ করে তুমি তাহা ইচ্ছা কর। পোষণীয় (দুর্ব্বল) যজমানের প্রতি তুমি প্রসন্নমতি পিতাস্বরূপ(১৭), এইরূপ লোকে বলিয়া থাকে। তুমি অতিশয় র্তিজ্ঞ, অর্ভক যজমানকে শিক্ষা দাও, এবং দিক সকল নির্ণয় করিয়া াও।

১৫। হে অগ্নি! যে যজমান ঋত্বিকদিগকে দক্ষিণা দান করিয়াছে, তুমি সই পুরুষকে স্যূত বর্ম্মের ন্যায়(১৮) সম্পূর্ণরূপে রক্ষা কর। যে যজমান

---

(১৪) ইলা মনুর কন্যা বলিয়া পুরাণে বর্ণিত। Burnouf এই ঋকে মনু অর্থ নুষ্য করিয়াছেন, তাঁহার অনুবাদ এই "Les dieux ont fait Ilá la preceptrice l'homme" অর্থাৎ "les dieux ont fait de la parole l'institutrice de homme." অতএব তিনি ইলা অর্থ বাক্য করেন, এবং কোনও স্থানে ইলা অর্থ থিবী করেন। তিনি আরও বলেন ইলা মনুর কন্যা এরূপ ঋগ্বেদের কোনও ানে উক্ত নাই। ১৩ সূক্তের ৯ ঋকের টীকা দেখ।

(১৫) শেষ অংশটুকু মূলে এইরূপ আছে "পিতুর্যৎ পুত্রো মমকস্য জায়তে।" র্থাৎ "হে অগ্নি! মমেব পুত্ররূপ আসীৎ।" সায়ণ।

(১৬) "চতুরক্ষঃ দিক্ চতুষ্টয়েহপি ইন্দ্রিয় স্থানীয় জ্বালাযুক্তঃ।" সায়ণ।

(১৭) "পালকঃ।" সায়ণ।

(১৮) স্যূত অর্থাৎ সেলাই করা। সেলাই করা বর্ম কি? "Perhaps a quilted ket, as is still sometimes worn."—*Wilson.*

সুস্বাদু অন্ন দ্বারা অতিথিদিগকে সুখী করিয়া স্বগৃহে পশু বলিযুক্ত যজ্ঞ অনুষ্ঠান করে(১৯), সে সর্গের উপমা স্থল হয়।

১৬। হে অগ্নি! আমাদের এই (যজ্ঞ কার্য্যে) ভ্রম ক্ষমা কর, এবং অনেক দূর হইতে এই বিপথে আসিয়া পড়িয়াছি তাহা ক্ষমা কর। সোমাভিষবকারী মনুষ্যদিগের প্রতি তুমি সহজে অধিগম্য ও পিতা-স্বরূপ(২০), প্রসন্নমতি ও কর্ম্মনির্ব্বাহক, এবং তাহাদিগকে প্রত্যক্ষ দর্শন দাও।

১৭। হে বিশুদ্ধ অগ্নি! হে অঙ্গিরা(২১)! মনু ও অঙ্গিরা ও যযাতি ও অন্যান্য পূর্ব্ব পুরুষের ন্যায় তুমি সম্মুখবর্ত্তী হইয়া (যজ্ঞ) দেশে গমন কর, দেবসমূহকে আনয়ন কর, ও কুশের উপর উপবেশন করাও, এবং অভীষ্ট হব্যদান কর।

---

(১৯) মূলে "জীবযাজং" শব্দ "আছে।" জীবযাজং জীব যজন সহিতং যজ্ঞং যদ্বা জীব নিষ্পাদ্যং যজতো। সায়ণ। অতএব সায়ণ উভয় অর্থই করিয়াছেন পশুবলি সহিত যজ্ঞ, অথবা জীবনিষ্পাদ্য যজ্ঞ।

"Vivam hostiam mactat."—*Rosen.* "Sacrifice d'une victime vivante."—*Langlois.* "Anim[illegible]ifices."—*K. M. Banerjea.* "Sacrifice of life."—*Wilson.*

"The expression, however, is not incompatible with the practice of killing a cow for the food of a guest."—*Wilson.* এ প্রথা সম্বন্ধে আমরা কয়েকজন পণ্ডিতের মত উদ্ধৃত করিতেছি।

"It seems to have been anciently the custom to slay a cow on this occasion (the reception of a guest), and a guest was therefore called *goghna* or cow-killer."—Colebrooke's *Religious Ceremonies of the Hindus.*

"Dans ces anciens temps on immolait quelquefois une vache pour complaire aux hôtes que l'on recevait le jour d'un sacrifice solennel; de là vient qu'un hôte se nommait *Goghna.*"—Langlois's *Rig Veda.*

"They (the Sutras and the Vedas) distinctly affirm that bovine meat was used as food."—Rajendra Lal Mitra's *Indo-Aryans,* vol. I, article "Beef in Ancient India."

(২০) "পালকঃ।" সায়ণ।

(২১) এখানে সায়ণ অঙ্গিরার অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন।

"অঙ্গন শীল, হবি রাদানায় তত্র তত্র গমনশীল অগ্নে।" সায়ণ।

১৮। হে অগ্নি! এই মন্ত্র দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হও, আমাদিগের শক্তি ও অনুসারে আমরা ইহা রচনা করিলাম; ইহা দ্বারা আমাদিগকে ধন প্রদান কর এবং আমাদিগকে অন্নযুক্ত শোভনীয় বুদ্ধি প্রদান কর।

---

৩২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি।

১। বজ্রধারী ইন্দ্র প্রথমে যে পরাক্রমের কর্ম্ম সম্পাদন করিয়াছিলেন তাঁহার সেই কর্ম্ম সমূহ বর্ণনা করি। তিনি অহিকে (মেঘকে হনন করিয়াছিলেন। পর বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছিলেন, বহনশীল পর্ব্বতীয় নদী সমূহের পথ) ভেদ করিয়া দিয়া ছিলেন(১)।

---

(১) পুরাণে যে বৃত্র নামক অসুরের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ সম্বন্ধীয় আখ্যান আছে তাহার উৎপত্তি আমরা এই সূক্তে পাই। মেঘের নাম বৃত্র বা অহি, ইন্দ্র মেঘকে বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়া বৃষ্টি বর্ষণ করিতেছেন এইরূপ উপলব্ধি করিয়া ঋগ্বেদের ঋষিগণ উপমা ও কল্পনাপূর্ণ কবিতা লিখিয়াছেন, তাহা হইতে পৌরাণিক অসুরের গল্প উৎপন্ন।

বৃত্রের সহিত বৃত্রহন্তার যুদ্ধের গল্প প্রাচীন আর্য্যদিগের মধ্যে প্রচলিত ছিল, সুতরাং হিন্দু ভিন্ন অন্যান্য আর্য্য জাতির মধ্যেও এই গল্প দেখা যায়।

ইরানীয়দিগের "অবস্থায়" বৃত্রহন্তার অনেক উপাসনা আছে, আমরা একাংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"অহুরের সৃষ্ট বেরেথ্রঘ্নকে (সংস্কৃত বৃত্রঘ্ন) আমরা যজ্ঞ প্রদান করি।

"জারাথুস্ত্র অহুরো মজ্দকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে সদয় চিত্ত অহুরো মজ্দ! জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা পবিত্রাত্মা!

"স্বর্গীয় উপাস্যদিগের মধ্যে কে সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী?

"অহুরো মজ্দ উত্তর করিলেন, হে স্পিতিমা জারাথুস্ত্র! অহুরের সৃষ্ট বেরেথ্রঘ্ন (সর্ব্বোৎকৃষ্ট অস্ত্রধারী।") জেন্দ অবস্থা। বহরাম যাস্ত।

অহি বিনাশ সম্বন্ধে ও "অবস্থায়" অনেক কথা আছে, আমরা একটি অংশ উদ্ধৃত করিলাম।

"এই বায়ুকে আমরা যজ্ঞ প্রদান করি, এই বায়ুকে আমরা আহ্বান করি।

(৭) The banks "were broken down by the fall of *Vritra, i.e.*, by the inundation occasioned by the descent of the rain."—*Wilson.*

২। ইন্দ্র পর্ব্বতাশ্রিত অহিকে(২) হনন করিয়াছিলেন; ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য সুদূরপাতী বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; (তৎপর) যেরূপ গাভী

"তিনি তাঁহার নিকট একটী বর প্রার্থনা করিয়া বলিলেন, হে ঊর্দ্ধবিচারী বায়ু! আমাকে এই বর দাও যে আমি, তিন মুখ তিন মস্তক যুক্ত অজি দহ ককে (সংস্কৃত "অহি" "দহক") পরাস্ত করিতে পারি। * *

"ঊর্দ্ধ বিচারী বায়ু তাহাকে [illegible] অহুরো মজ্‌দের প্রার্থনা অনুসারে সেই বর দিলেন।" জেন্দ অবস্থা। [illegible] রাম যাস্ত।

। ইরানীয়দিগের "অব[illegible] [illegible]য়" যেরূপ বৃত্র ও অহির পরিচয় পাওয়া যায় গ্রীক [illegible]ও সেই রূপ [illegible] দিগের [illegible] [illegible]ওয়া যায়।

"Ahi reappears in the Greek Echis, Echidna, the dragon which crushes its victim with its coil."—Cox's *Introduction to Mythology and Folklore,* p. 34, note. "But besides Kerberos (ঋগ্বেদে যমের কুক্কুরসর্ব্বরা বা সারমেয়) there is another dog conquered by Hercules, and he (like Kerberos) is born of Typhaon and Echidna (ঋগ্বেদে অহি). . . . The second dog is known by the name of Orthros, the exact copy, I believe, of the Vedic Vritra. That the Vedic Vritra should reappear in Greece in the shape of a dog need not surprise us. . . . Thus we discover in Hercules the victor of Orthros, a real Vritrahan."—Max Muller's *Chips from a German Workshop,* vol. II (1867), pp. 184, 185.

ইন্দ্র সম্বন্ধে আমাদে[র] আর একটী কথা বলিবার আছে। "বৃত্র হন্তা" যেরূপ হিন্দুদিগের উপাস্য সেইরূপ ইরানীয়দিগেরও উপাস্য তাহা "অবস্থা" হইতে উদ্ধৃত অংশে দেখা যায় কিন্তু "ইন্দ্র" নামের উপর ইরানীয় দিগের বড় ক্রোধ, এবং তাঁহারা ইন্দ্রকে একটী পাপমতি পিশাচ বলিয়া ঘৃণা করেন, যথা, "আমি ইন্দ্রকে সৌরুকে ও দেব নজ্যত্যকে এই গৃহ হইতে, এই পল্লি হইতে এই নগর হইতে, এই দেশ হইতে * * এ পবিত্র অখণ্ড জগৎ হইতে দূর করিয়া দিই।" জেন্দ অবস্থা। দশম ফর্গার্দ।

ইহা হইতে বোধ হয় যে প্রাচীন আর্য্যগণ "বৃত্রঘ্ন" কে উপাসনা করিতেন, কিন্তু যখন তাঁহাদিগের মধ্যে দুইটী দল হইয়া বিবাদ আরম্ভ হইল (২৪ সূক্তের ১৪ ঋক্ দেখ) তখন একদল বৃত্রঘ্নকে "ইন্দ্র" নাম দিলেন, সুতরাং অন্য দল "ইন্দ্র" কে ঘৃণা করিতে লাগিলেন।

উপরে জেন্দ অবস্থা হইতে যে অংশটুকু উদ্ধৃত হইয়াছে তাহাতে ইন্দ্র ভিন্ন সৌরু ও নজ্যত্যের নাম আছে। নজ্যত্য বেদের নাসত্যদ্বয় অর্থাৎ অশ্বিদ্বয়; অত-এব বোধ হয় যে সময়ে হিন্দু ও ইরানীয় আর্য্যদিগের মধ্যে বিবাদ চলিতে ছিল সেই সময় হিন্দু আর্য্যগণ অশ্বিদ্বয়ের উপাসনা করিতেন।) জেন্দ অবস্থায় সৌরুকে "বিদি

(২০) "পালকঃ।" সায়ণ।

(২১) এখানে সায়ণ অঙ্গিরার অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন।
"অজন শীল, হবি র্দানায় তত্র তত্র গমনশীল অগ্নে।" সায়ণ।

বৎসের দিকে যায়, ধারাবাহী জল সেইরূপ সবেগে সমুদ্রাভিমুখে করিয়াছিল।

৩। ইন্দ্র বৃষের ন্যায় (বেগের সহিত) সোম [illegible]ছিলেন; প্রকার(৩) যজ্ঞে অভিষুত সোম পান করিয়া[illegible] মঘবান্ সায়ক বজ্র করিয়াছিলেন; ও তদ্দ্বারা অহিদিগের মধ্যে প্রথম জাতকে হনন রিয়াছিলেন।

৪। যখন তুমি অহিদিগের মধ্যে প্রথম জাতকে হনন করিলে, তখন মায়াবীদিগের মায়া বিনাশ করিলে, পর সূর্য্য ও উষাকাল ও কাশকে প্রকাশ করিয়া(৪) আর শত্রু রাখিলে না।

৫। জগতের আবরণকারী বৃত্রকে(৫) ইন্দ্র মহাধ্বংসকারী বজ্র দ্বারা বাহু করিয়া বিনাশ করিলেন, কুঠারছিন্ন বৃক্ষস্কন্ধের ন্যায় অহি(৬) থিবী স্পর্শ করিয়া পড়িয়া আছে।

৬। দর্পযুক্ত বৃত্র (আপনার সমতুল) যোদ্ধা নাই (মনে করিয়া) বীর ও বহু বিনাশী ও শত্রু বিজয়ী ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিয়াছিল। দ্রের বিনাশকার্য্য হইতে রক্ষা পাইল না, ইন্দ্রশত্রু বৃত্র (নদীতে পতিত য়া) নদী সমুদয় পিষিয়া ফেলিল(৭)।

৭। হস্ত পদ শূন্য বৃত্র ইন্দ্রকে যুদ্ধে আহ্বান করিল, ইন্দ্র তাহার (তুল্য প্রৌঢ় স্কন্ধে) বজ্র আঘাত করিলেন; যেরূপ পুরুষত্বহীন

---

(৩) মূলে "ত্রিকদ্রুকেষু" আছে "জ্যোতির্গৌরায়ুরিত্যেতন্নামকাস্ত্রযো যাগাস্ত্রি [illegible]ঃ।" সায়ণ।

(৪) মূলে "জনয়ন্" আছে। "আবরক মেঘ নিবারণেন প্রকাশয়ন্।" [illegible]।

(৫) মূলে "বৃত্রং বৃত্রতরং" আছে। "বৃত্রতরং অতিশয়েন লোকানাং আব- অন্ধকার রূপং।" সায়ণ।

(৬) একই বস্তুকে (মেঘকে) এখানে একবার বৃত্র ও একবার অহি বলা হইয়াছে রা ভিন্নং অসুর নহে। বৃ ধাতু হইতে বৃত্র, আবরণার্থে। হন ধাতু হইতে হননার্থে।

(৭) The banks "were broken down by the fall of *Vritra, i.e.*, by nundation occasioned by the descent of the rain."—*Wilson*.

ব্যক্তি পুরুষত্ব সম্পন্ন ব্যক্তির সাদৃশ্য লাভ করিতে (বৃথা) যত্ন করে বৃত্রও সেইরূপ (বৃথা যত্ন করিল); বহুস্থানে ক্ষত হইয়া বৃত্র ভূমিতে পড়িল।

৮। ভগ্ন (কূল) কে অতিক্রম করিয়া নদ যেরূপ বহিয়া যায়, মনোহর(৮) জল সেইরূপ পতিত (বৃত্র দেহকে) অতিক্রম করিয়া যাইতেছে; বৃত্র জীবদ্দশায় নিজ মহিমাদ্বারা যে জলকে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল, অহি এখন সেই জলের পদের নীচে শয়ন করিল।

৯। বৃত্রের মাতা তির্য্যকভাবে রহিল(৯), তখন ইন্দ্র তাহার অধোভাগে অস্ত্রাঘাত করিলেন, তখন মাতা উপরে ও পুত্র নীচে রহিল, তৎপর বৎসের সহিত ধেনুর ন্যায় (বৃত্রের মাতা) দনু শুইয়া পড়িল।

১০। *স্থিতি রহিত, বিশ্রাম রহিত জলের মধ্যে নিহিত, নাম শূন্য(১০) শরীরের উপর দিয়া জল বহিয়া যাইতেছে; ইন্দ্র শত্রু দীর্ঘ নিদ্রায় পতিত রহিয়াছে।*

১১। পণিঃ দ্বারা গাভী সকল যে রূপ গুপ্ত ছিল, বৃত্রপত্নী(১১) সমূহ অহি রক্ষিত হইয়া সেইরূপ নিরুদ্ধ হইয়াছিল; জলের বহন দ্বার রুদ্ধ ছিল, বৃত্রকে হনন করিয়া ইন্দ্র সে দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন।

১২। হে ইন্দ্র! যখন সেই এক দেব (বৃত্র)(১২) তোমার বজ্রের প্রতি আঘাত করিয়াছিল তখন তুমি অশ্ব পুচ্ছের ন্যায় হইয়া (আঘাত

---

(৮) মনোহর জল কেন? "মৃতেতু বৃত্রে নিরোধরহিতা আপঃ বৃত্রশরীরং উল্লংঘ্য প্রবহন্তি। তদা বৃষ্টিলাভেনতু মনুষ্যাহৃষ্যন্তি।" সায়ন।

(৯) "পুত্রং প্রহারাৎ রক্ষিতুং পুত্রদেহস্যোপরি তিরশ্চী পতিতবতী ইত্যর্থঃ।" সায়ণ।

(১০) "অপ্সু মগ্নত্বেন গূঢ়ত্বাৎ তদীয়ং নাম নকেনাপি জ্ঞায়তে।" সায়ণ।

(১১) মূলে "দাস পত্নীঃ" আছে "দাসো বিশ্লোপ ক্ষপণ হেতুর্বৃত্রঃ।" সায়ণ।

(১২) বৃত্রকে এখানে "দেব" বলা হইয়াছে। ২৪ সূক্তের ২৪ ঋকের টীকা দেখ।

ধারণ) করিয়াছিলে; তুমি (পণিঃ রক্ষিত) গাভী জয় করিয়াছ, সোম-রস জয় করিয়াছ(১৩), এবং সপ্ত সিন্ধু প্রবাহরূপে ছাড়িয়া দিয়াছ।

১৩। ইন্দ্র ও অহি যখন যুদ্ধ করিয়াছিলেন তখন অহি যে বিদ্যুৎ বা মেঘ গর্জ্জন, বা জলবর্ষণ বা বজ্র ইন্দ্রের প্রতি প্রয়োগ করিয়াছিল তাহা ইন্দ্রকে স্পর্শ করিল না; এবং ইন্দ্র অন্যান্য মায়াও জয় করিয়াছিলেন।

১৪। হে ইন্দ্র! অহিকে হনন করিবার সময় যখন তোমার হৃদয়ে ভয় সঞ্চার হইয়াছিল তখন তুমি অহির অন্য কোন্ হন্তার জন্য প্রতিক্ষা করিয়াছিলে, যে ভীত হইয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় নবনবতি নদী ও জল পার হইয়া গিয়াছিলে(১৪)?

১৫। (শত্রুর বিনাশান্তর) বজ্রবাহু ইন্দ্র স্থাবর ও জঙ্গম দিগের এবং (শৃঙ্গ শূন্য) শান্ত পশু ও শৃঙ্গী পশুদিগের রাজা হইলেন; তিনি মনুষ্য-দিগের রাজা হইয়া নিবাস করিতেছেন এবং যেরূপ চক্রের নেমি মধ্যস্থ কাষ্ঠ সমূহকে ধারণ করে সেইরূপ ইন্দ্র সকলকে আপনার মধ্যে ধারণ করিয়াছিলেন(১৫)।

(১৩) ঋগ্বেদের এক স্থানে ইন্দ্র ত্বষ্টাকে জয় করিয়া তাহার সোম পান করিয়াছিলেন এরূপ উল্লেখ আছে। অন্য স্থানে তিনি ত্বষ্টার পুত্রের তিনটী মাথা কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন এরূপ লিখিত আছে। তৈত্তিরীয় সংহিতায় এ বিষয়ের উল্লেখ আছে।

(১৪) সায়ণ বলেন বৃত্রকে বধ করা উচিত কি না এই ভয় ইন্দ্রের মনে উদয় হইয়াছিল; কিন্তু মুল পাঠ করিলে বোধ হয় ইন্দ্র শত্রুর ভয়েই পলাইয়াছিলেন। ইহা হইতে পৌরাণিক গল্প উৎপন্ন হইল যে ইন্দ্র বৃত্রের ভয়ে হ্রদের ভিতর লুকাইয়া ছিলেন।

(১৫) ইন্দ্র পণিকে জয় করিয়া দেবগণের গাভী উদ্ধার করেন এসম্বন্ধে যে বেদে গল্প আছে তাহা প্রাতঃকালে অন্ধকার বিনাশ ও আলোক প্রকাশ সম্বন্ধে উপমা ঘটিত গল্প মাত্র। ৬ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখ। ইন্দ্র বৃত্র বা অহিকে হনন করেন বলিয়া যে গল্প আছে তাহাও মেঘ হইতে বৃষ্টিপতন সম্বন্ধে উপমা ঘটিত গল্প। ইউরোপীয় দুই শ্রেণীর পণ্ডিতগণ বিবেচনা করেন বৃষ্টিপতন ও প্রাতঃকালে আলোক প্রকাশ এই দুইটী প্রকৃতির কার্য্য দেখিয়াই প্রথম আর্য্যগণ প্রথম ধর্ম্মজ্ঞান লাভ করেন। সেই মতদ্বয় পাঠকের জন্য আমরা এখানে উদ্ধৃত করিলাম।

"I look upon the sunrise and sunset, on the daily return of day and night, on the battle between light and darkness, on the whole solar drama in all its details that is acted every day, every month, every year, in heaven and in earth, as the principal subject of early mythology. I consider that the very idea of divine powers sprang from the wonderment with which the forefathers of the Aryan family stared at the bright (deva) powers that came and went, no one knew whence or whither; that never failed, never faded, never died, and were called immortal. . . . Quite opposed to this, the *solar theory*, is that proposed by Professor Kuhn and adopted by the most eminent mythologians of Germany, which may be called the *meteorological theory*. This has been well sketched by Mr. Kelly in his *Indo-European Tradition and Folklore*. 'Clouds,' he writes, 'storms, rains, lightning, and thunder, were spectacles that above all others impressed the imagination of the early Aryans and busied it most in finding terrestrial objects to compare with their ever varying aspect.' "—Max Muller's *Science of Language* (1882), Vol. II, pp. 565, 566.

তৃতীয় অধ্যায়।

৩৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি।

১। আইস আমরা গাভী অভিলাষে(১) ইন্দ্রের নিকট গমন করি; তিনি হিংসকরহিত, এবং আমাদিগের প্রকৃষ্ট বুদ্ধি বর্দ্ধন করেন; অনন্তর তিনি এই গোরূপ ধন সম্বন্ধে আমাদিগকে উৎকৃষ্ট জ্ঞান প্রদান করেন।

২। শ্যেন পক্ষী যে রূপ পূর্ব্ব সেবিত নীড়ের দিকে ধাবিত হয়, সেই রূপ আমি উপমান স্থানীয় স্তোত্র দ্বারা পূজা করিয়া ধনপ্রদ ও অপ্রতিহত ইন্দ্রের দিকে ধাবমান হই; ইন্দ্র যুদ্ধকালে স্তোতাদিগের আরাধ্য।

৩। সমগ্র সেনানায়ক পৃষ্ঠভাগে ইষুধি সংযোজিত করিয়াছেন। স্বামীরূপ(২) ইন্দ্র যাঁহাকে ইচ্ছা করেন তাঁহার নিকট গাভী প্রেরণ

---

(১) পণিঃনামক অসুরদ্বারা অপহৃত আমাদিগের গাভী পাইতে ইচ্ছা করিয়া। সায়ণ। সায়ন বিবেচনা করেন দেবগণ পণিঃ দ্বারা অপহৃত গরুর উদ্ধারার্থ পরস্পরে এই কথা কহিতেছেন। কিন্তু এরূপ বিবেচনা করিবার কারন দেখা যায় না; এ সূক্তে পনির কোন উল্লেখই দেখা যায় না।

(২) ইন্দ্র সম্বন্ধে মূলে "অর্য্য" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; অর্থ "স্বামীরূপ।" সায়ণ। "ঋ" ধাতু অর্থ চাষ করা, অতএব "অর্য্য" বা "আর্য্য" অর্থে কৃষিব্যবসায়ী। কৃষীরত প্রাচীন হিন্দুগণ সর্ব্বদাই আপনাদিগকে "আর্য্য" এবং যজ্ঞ বিরত অনার্য্য আদিম জাতিদিগকে "দস্যু" বলিতেন। কিন্তু কেবল হিন্দুগণ নহেন; প্রাচীন আর্য্যগণ হিন্দু, ইরানীয়, গ্রীক, লাটিন, কেল্ট. টিউটন প্রভৃতি ভিন্ন ২ জাতিতে বিভক্ত হইবার পূর্ব্বেই "আর্য্য" অর্থাৎ কৃষক নাম ধারণ করিয়াছিলেন। আর্য্যদিগের প্রতিবাসীগণ মেষপালনরত ছিলেন, এবং এক স্থানে না থাকিয়া আসিয়ার মধ্যে ইতস্ততঃ ভ্রমণ করিতেন; তাঁহারা নিজের ত্বরিত গতির গৌরব করিয়াই বোধ হয় আপনারা "তুরাণীয়" নাম ধারণ করিয়াছিলেন। আর্য্যগণ ভিন্ন জাতিতে বিভক্ত হইলে পর যে যে স্থলে গিয়াছেন তাহাতে আর্য্য নামের নির্দশন পাওয়া যায়। Max Muller বিবেচনা করেন ইরান, আরমেনীয়, আলবেনীয়, ককেসসের উপত্যকায় আইরন, গ্রীসের উত্তরে আরীয়, জর্ম্মানদিগের মধ্যে আরিয়াই, এবং এরিন বা আয়রলণ্ড, আর্য্যনামের পরিচয় দিতেছে। See *Science of Language* (1882), vol. I, pp. 274 to 284.

করেন। হে প্রকৃষ্টবুদ্ধিযুক্ত ইন্দ্র! আমাদিগকে প্রভূত ধন দান করিয়া আমাদিগের নিকট ব্যাপারীর মত হইও না(৩)।

৪। হে ইন্দ্র! শক্তিমান মরুৎগণ সমীপে থাকিলেও তুমি একা(৪) ধনবান্ দস্যুকে(৫) কঠিন বজ্র দ্বারা বধ করিয়াছিলে। যজ্ঞ বিরোধী(৬) সনকেরা তোমার ধনু হইতে বিনাশ উদ্দেশ করিয়া আগমন করিয়া মরণ প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৫। হে ইন্দ্র! সেই যজ্ঞরহিত ও যজ্ঞানুষ্ঠাতাদিগের বিরোধীগণ মস্তক ফিরাইয়া পলাইয়াছে। হে হর্য্যশ্বসম্পন্ন, পলায়ন রহিত, উগ্র ইন্দ্র! তুমি দিবালোক হইতে এবং আকাশ ও পৃথিবী হইতে ব্রত রহিতদিগকে তাড়াইয়া দিয়াছ।

৬। তাহারা দোষরহিত (ইন্দ্রের) সেনার সহিত যুদ্ধ ইচ্ছা করিয়াছিল; সচ্চরিত্র মনুষ্যরা (ইন্দ্রকে) প্রোৎসাহিত করিয়াছিল। পুরুষের সহিত(৭) যুদ্ধে লিপ্ত হইয়া নপুংসকেরা যেরূপ পলায়ন করে, সেই রূপ তাহারা নিরাকৃত হইয়া আপনাদিগের শক্তিহীনতা জানিয়া ইন্দ্রের নিকট হইতে সহজ পথ দিয়া দূরে পলায়ন করিল।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি সেই রোদনকারী বা হাস্যপরায়ণদিগকে অন্তরীক্ষের প্রান্তে যুদ্ধ দান করিয়াছ; দস্যুকে(৮) দিবা লোক হইতে আনিয়া সম্পূর্ণরূপে দগ্ধ করিয়াছ, এবং সোমাভিষবকারী ও স্তুতিকারীর স্তুতি-রক্ষা করিয়াছে।

---

(৩) অর্থাৎ গাভীর মূল্য চাহিও না। সায়ণ।

(৪) "তথা চ ব্রাহ্মণে সমাম্নাতং। মরুতো হি এনং নাজহুঃ।" সায়ন।

(৫) বৃত্র সম্বন্ধে "দস্যু" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে; অর্থ "চৌর।" সায়ন। "*Vritra*, the *Dasyu*, literally a robber, but apparently used in contrast to *Arya*, as if intending the uncivilised tribes of India."—*Wilson.*

(৬) বৃত্রের অনুচরগণ। সায়ন। "They are also called in this and the next verse *Ayajwánas*, non-sacrificers, in contrast to *Yajwáns*, or sacrificers; here apparently also identifying the followers of *Vritra* with races who had not adopted or were hostile to the ritual of the *Vedas*."—*Wilson.*

(৭) মূলে "বৃষা" শব্দ আছে। "বৃষেণ সেচন সমর্থেন পুংস্বযুক্তেন শূরেণ সহ।" সায়ন।

(৮) দস্যুং উপক্ষয়িতারং বৃত্রং। সায়ণ। ১৬ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

৮। (সেই বৃত্রের অনুচরেরা) পৃথিবী আচ্ছাদন করিয়াছিল এবং হিরণ্য ও মণিদ্বারা শোভমান হইয়াছিল। কিন্তু সেই (বর্দ্ধমান শত্রুগণ) ইন্দ্রকে জয় করিতে পারিল না, ইন্দ্র সেই বাধকদিগকে সূর্য্য দ্বারা তিরোহিত করিলেন(৯)।

৯। হে ইন্দ্র! যে হেতু তুমি মহিমাদ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক সর্ব্বতোভাবে বেষ্টন করিয়া সমস্ত ভোগ করিয়াছ, অতএব তুমি মন্ত্র দ্বারা দস্যুকে নিঃসারিত করিয়াছ; সেই মন্ত্র-অর্থ গ্রহণে অক্ষম যজমান-দিগকেও রক্ষা করিবার মানস করে(১০)।

১০। যখন (জল) দিব্যলোক হইতে পৃথিবীর অন্ত প্রাপ্ত হইল না, এবং ধনপ্রদ ভূমিকে উপকারী দ্রব্য দ্বারা পূর্ণ করিল না, তখন বর্ষণ-কারী ইন্দ্র হস্তে বজ্র ধারণ করিলেন, এবং দ্যুতিমান্ (বজ্র) দ্বারা অন্ধকার রূপ (মেঘ) হইতে পতনশীল (জল) নিঃশেষিতরূপে দোহন করিলেন।

১১। প্রকৃতি অনুসারে(১১) জল প্রবাহিত হইল; কিন্তু (বৃত্র) নৌকাগম্য(১২) (নদী) সমূহের মধ্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইল; তখন ইন্দ্র

(৯) "We revert here to the allegory. [illegible] followers of *Vritra* are here said to be the shades of night, which are [illegible]persed by the rising of the sun."—*Wilson.* অথবা এখানেও বৃত্র অর্থে [illegible] করিলেও অসঙ্গত হয় না; ইন্দ্র মেঘকে তিরোহিত করিয়া সূর্য্যকে উদিত করিলেন।

(১০) এই স্থানের অর্থ ঠিক বুঝা যায় না। মূলে "অমন্যমানান্ অভিমন্যমানৈ-র্ব্রহ্মভিঃ" আছে। "মন্ত্রার্থমবুধ্যাভুমশক্তানপি কেবলপাঠকান্ যজমানান্ অভি-মন্যমানৈঃ অস্মদীয়া এতে যজমানা রক্ষণীয়া ইতি অভিমানং কুর্ব্বদ্ভির্ মন্ত্রৈঃ।" সায়ণ। "Carminibus respicientibus eos qui tuorum hymnorum sensum non perspiciunt."—*Rosen.*

("Excité) contre les mecréans par nos chants respectueux."—*Langlois.*

"With our prayers, which are repeated on behalf of those who do not comprehend them."—*Wilson.*

রমানাথ সরস্বতী "ব্রহ্মভিঃ" অর্থে "উপাসকদিগের দ্বারা" অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার অনুবাদ এই "আপনার ভক্ত উপাসকদিগের দ্বারা আপনার নিন্দক বৃত্রানু-চরদিগকে বধ করিয়াছিলেন।"

(১১) মূলে "অনুষধাং" আছে। ৬ সূক্তের ৪ ঋকের টীকা দেখ।

(১২) মূলে "নাব্য" শব্দ আছে। "Navigable."—*Wilson.*

বহু মনুষ্য(১৩) বৃত্রকে অতিশয়যুক্ত প্রাণসংহারক আয়ুধদ্বারা কতক দিবসে হনন করিলেন।

১২। ইন্দ্র ইলীবিশের প্রবল (সৈন্য) বিদ্ধ করিয়াছিলেন, ও শৃঙ্গযুক্ত শুষ্ণকে বিবিধ প্রকারে তাড়না করিয়াছিলেন(১৪)। হে মঘবন্! তোমার যে পরিমাণ বেগ আছে, যে পরিমাণ বল আছে, তদ্দ্বারা যুদ্ধাকাঙ্ক্ষী শত্রুকে বজ্র দ্বারা হনন করিয়াছিলে।

১৩। ইন্দ্রের কার্য্যসাধনকারী বজ্র শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া পতিত হইয়াছিল। ইন্দ্র তীক্ষ্ণ ও শ্রেষ্ঠ আয়ুধ দ্বারা বৃত্রের নগর সমূহ বিবিধরূপে ভেদ করিয়া ছিলেন; তাহার পরে তিনি বজ্র দ্বারা বৃত্রকে আঘাত করিয়াছিলেন, এবং তাহাকে সংহার করিয়া আপন উৎসাহ সম্যকরূপে বৃদ্ধি করিয়াছিলেন।

১৪। হে ইন্দ্র! তুমি যে কুৎসের স্তুতি কামনা কর সেই কুৎসকে রক্ষা করিয়াছ; তুমি যুদ্ধরত ও শ্রেষ্ঠ দশদ্যুকে রক্ষা করিয়াছ; (তোমার অশ্বের) খুর হইতে পতিত ধূলি দ্যুলোক স্পর্শ করে; শ্বৈত্রেয় (শত্রুভয়ে জলে মগ্ন হইয়াও) মনুষ্যগণের অগ্রণী হইবেন বলিয়া উত্থিত হইয়াছিল(১৫)।

১৫। হে মঘবন্ [illegible] শান্ত। গুণবিশিষ্ট, শ্রেষ্ঠ ও জলনিমগ্ন শ্বিত্রাপুত্রকে ক্ষেত্রপ্রাপ্তির জন্য তু[illegible] রক্ষা করিয়াছিলে; যাহারা আমাদিগের সহিত

---

(১৩) মূলে "সধ্রীচীনেন মনসা" আছে। অর্থাৎ "সহগচ্ছতা মনসা।" "বৃত্রস্য মন্যো যত্র ইন্দ্রস্তিষ্ঠতি তত্রৈব সহগচ্ছতি।" সায়ণ। এ অর্থ সঙ্গত বলিয়া বোধ হইতেছে না। রমানাথ সরস্বতী "সধ্রীচীনেন মনসা" বৃত্রের বিশেষণ না করিয়া, ইন্দ্রের বিশেষণ করিয়াছেন যথা "তখন ইন্দ্র সমস্ত বুদ্ধি চাতুর্য্যের সহিত বৃত্রাসুরকে * * হনন করিয়াছিলেন।"

(১৪) সায়ণ "ইলীবিশ" ও "শুষ্ণ" এ দুইটীই বৃত্রের বিশেষণ করিয়াছেন। "ইলীবিশস্য ইলায়া ভূমের্বিলে শয়ানস্য বৃত্রস্য।" "শুষ্ণং জগতঃ শোষকং বৃত্রং।"

(১৫) কুৎস গোত্র প্রবর্ত্তক এক জন ঋষি। সায়ণ। এই অষ্টকের ৭ম অধ্যায়ের প্রায় সমস্ত সূক্তগুলি তাঁহার বিরচিত, তাহা দেখ। এবং ৬৩ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা ও ১০৬ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখ।

দশদ্যু দশদিকে দীপ্যমান ঋষি। সায়ণ।

*শ্বৈত্রেয় শ্বিত্রা নামক নারীর পুত্র।

বহুকাল যুদ্ধ করিতেছে, সেই শত্রুভাবাপন্নদিগকেও তুমি বেদনা ও দুঃখ প্রদান কর(১৬)।

---

৩৪ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ ঋষি।

১। হে মেধাবী অশ্বিদ্বয়! তোমরা অদ্য তিন বার(১) আমাদিগের জন্য আইস। তোমাদিগের রথ বহুব্যাপী, তোমাদিগের দানও বহু ব্যাপী। যে রূপ রশ্মিযুক্ত (দিবস) ও হিমযুক্ত (রাত্রির) মধ্যে পরস্পর নিয়মরূপ সম্বন্ধ আছে, সেই রূপ তোমাদের উভয়ের মধ্যেও আছে। তোমরা অনুগ্রহ করিয়া মেধাবী (ঋত্বিক) দিগের বশবর্ত্তী হও।

২। তোমাদের মধুর খাদ্যবাহী রথে তিনটী দৃঢ় চক্র আছে; তাঁহা সকল দেবগণ চন্দ্রের (কমনীয় ভার্য্যা) বেনার সহিত (যাত্রা করিবার সময়) জানিয়াছে(২); সেই রথের উপর অবলম্বনের জন্য তিনটী স্তম্ভ স্থাপিত আছে। হে অশ্বিদ্বয়! (সেই রথে) রাত্রিতে তিন বার ও দিবসে তিন বার গমন কর।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা এক দিনে তিন বার (যজ্ঞানুষ্ঠানের) দোষ সংশোধন কর; অদ্য তিন বার যজ্ঞের হব্য মধুররস দ্বারা সিক্ত কর। রাত্রি দিবসে তিন বার বলকারী অন্ন দ্বারা আমাদিগকে ভরণ কর।

---

(১৬) ভারতবর্ষের উর্ব্বর ক্ষেত্র লইয়া আর্য্যদিগের সহিত আদিম জাতিদিগের অনেক দিন অবধি বিবাদ ও যুদ্ধ চলিয়াছিল; সেই যুদ্ধে বোধ হয় কুৎস ঋষি, দশদ্যু ও শ্বৈত্রেয় প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন।

---

(১) অর্থাৎ প্রাতঃকাল, মধ্যাহ্ন ও সন্ধ্যা এই তিন সময়ের অভিষবণ কালে। সায়ণ দেখ।

(২) যখন সোমের বেনার সহিত বিবাহ হয় তখন নানাবিধ খাদ্যযুক্ত ও তিন চক্রযুক্ত প্রৌঢ়রথে আরোহণ করিয়া অশ্বিদ্বয় গিয়াছিলেন তাহা সকল দেব জানিয়াছেন। সায়ণ।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! আমাদিগের গৃহে তিন বার আইস; আমাদিগের অনুকূল ব্যাপারে নিযুক্ত জনের নিকট তিন বার আইস; তোমরা রক্ষণীয় জনের নিকট তিন বার আইস; আমাদিগকে তিন প্রকার শিক্ষা দাও; আমাদিগকে তিন বার আনন্দজনক ফল প্রদান কর; যে রূপ (ইন্দ্র) জল দান করেন সেই রূপ তিন বার আমাদিগকে অন্ন দাও।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! তিন বার আমাদিগকে ধন প্রদান কর; দেব যুক্ত কর্ম্মানুষ্ঠানে তিন বার আগমন কর; তিন বার আমাদিগের বুদ্ধি রক্ষা কর; তিন বার আমাদিগের সৌভাগ্য সম্পাদন কর; তিন বার আমাদিগকে অন্ন প্রদান কর; তোমাদিগের ত্রিচক্র রথে সূর্য্যের দুহিতা আরূঢ়া হইয়াছেন।

৬। হে অশ্বিদয়! আমাদিগকে দিব্যলোকের ঔষধি তিন বার প্রদান কর; পার্থিব ঔষধি তিন বার প্রদান কর; অন্তরীক্ষ হইতে ঔষধি তিন বার প্রদান কর; শংযুর(৩) ন্যায় আমার সন্তানকে সুখ দান কর। হে শোভনীয় ঔষধিপালক! তোমরা তিনটী ধাতু বিষয়ক(৪) সুখ প্রদান কর।

৭। হে অশ্বিদয়! তোমরা আমাদিগের পূজনীয়, প্রতিদিন তিন বার পৃথিবীতে আগমন করিয়া তিনটী (কক্ষাযুক্ত কুশোপরি) শয়ন কর। হে নাসত্য রথীদ্বয়! আত্মারূপ বায়ু যেরূপ শরীর সমূহে আগমন করে তোমরা সেই রূপ তিনটী (যজ্ঞ স্থানে) আগমন(৫) কর।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! সপ্ত মাতৃ জল দ্বারা(৬) তিনটী (সোমাভিষব প্রস্তুত হইয়াছে।) তিনটী কলস (প্রস্তুত হইয়াছে) হব্য প্রস্তুত হইয়াছে। তোমরা তিন জগৎ হইতে ঊর্দ্ধে গমন করিয়া দিবারাত্রসমন্বিত আকাশের সূর্য্যকে রক্ষা করিয়াছিলে।

---

(৩) বৃহস্পতির পুত্র শংযুকে অশ্বিদ্বয় পালন করিয়াছিলেন। সায়ণ।

(৪) বাত, পিত্ত ও শ্লেষ্মা এই শরীরের তিনটি ধাতু। সায়ণ।

(৫) দ্রুত ও পশু ও সোমরূপ রূপ তিনটী বেদী। সায়ণ।

(৬) সপ্ত সংখ্যকা। "গঙ্গাদ্যা নদ্যো মাতার উৎপাদিকা যেষাং জ বিশেষাণাং তে।" সায়ণ।

৯। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! তোমার ত্রিকোণ রথের তিনটী চক্র কোথায়? বন্ধনাধারভূত নীড়ের তিনটী কাষ্ঠ কোথায়(৭)? বলবান্ গর্দ্দভ কখন তোমাদের রথে যুক্ত হয়? যদ্দ্বারা আমাদিগের যজ্ঞে আগমন কর।

১০। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! আইস, হব্যদান করিতেছি; তোমাদিগের মধুপায়ী মুখ দ্বারা মধুর (হব্য) পান কর; উষাকালের পূর্ব্বেই সূর্য্য তোমাদিগের বিচিত্র ও ঘৃতবৎ রথ যজ্ঞে আগমনার্থ প্রেরণ করিয়াছেন।

১১। হে নাসত্য অশ্বিদ্বয়! ত্রিগুণ একাদশ দেব(৮) গণের সহিত মধুপানার্থ এখানে আইস, আমাদিগের আয়ু বর্দ্ধনকর, পাপখণ্ডনকর; বিদ্বেষীদিগকে প্রতিষেধ কর; আমাদিগের সঙ্গে অবস্থান কর।

১২। হে অশ্বিদ্বয়! ত্রিকোণ(৯) রথ দ্বারা আমাদিগের সম্মুখে বীরযুক্ত(১০) ধন আনায়ন কর; রক্ষার জন্য আমি তোমাদের আহ্বান করিতেছি, তোমরা শ্রবণ করিতেছ, আমাদিগের বৃদ্ধি সাধান কর ও সংগ্রামে বল দান কর।

---

(৭) মূলে এই অর্থ আছে "ক্ক ত্রী চক্রা ত্রিবৃতো রথস্য ক্ক ত্রয়ো বন্ধুরো যে সনীড়াঃ।" ত্রিবৃতঃ অর্থে ত্রিকোণ, বন্ধুরঃ অর্থে বন্ধনাধারভূত, নীড় অর্থে গৃহ সদৃশ রথের উপর উপবেশন স্থান, এবং সেই স্থানে যে কাষ্ঠ বিশেষ থাকে তাহাকে সনীড় বলে। সায়ণ। "Where, Nasatyas, are the three wheels of your triangular car? Where, the three fastenings and props (of the awning)?"—*Wilson.*

(৮) এই ঋকে, ৪৫ সূক্তের ২ ঋকে ও বেদের অন্যান্য স্থলে ৩৩ দেবের উল্লেখ আছে, তাহা হইতেই কল্পনা শক্তির অনুবলে এক্ষণকার ৩৩ কোটি দেবতার সৃষ্টি! এ ৩৩ জন বৈদিক দেব কে? "তৈত্তিরীয় সংহিতায়" লিখিত আছে যে আকাশে ১১, পৃথিবীতে ১১ এবং অন্তরীক্ষে ১১ জন দেব। তৈ, সং, ১।৪।১০।১। "শতপথ ব্রাহ্মণে" বলে ৮ বসু, ১১ রুদ্র, ১২ আদিত্য দ্যু অর্থাৎ আকাশ এবং পৃথিবী এই ৩৩ জন দেবতা। শ, ব্রা, ৪।৫।৭।২। "ঐতরেয় ব্রাহ্মণে" বলে যে ১১ প্রযাজ দেব, ১১ অনুযাজ দেব, ও ১১ উপযাজ দেব, এই ৩৩ দেবতা। ঐ, ব্রা, ২।১৮। "বিষ্ণুপুরাণে" বলে ১১ রুদ্র, ১২ আদিত্য, ৮ বসু, এবং প্রজাপতিও বষট্কার এই ৩৩ জন দেবতা। রুদ্র ও বসুদিগের নাম ৪৫ সূক্তের ১ ঋকের টীকায় দেখ; আদিত্যদিগের নাম ১৪ সূক্তের ৩ ঋকের টিকায় দেখ।

(৯) সায়ণ। (১) ঋকে "ত্রিবৃত" অর্থ ত্রিকোণ লিখিয়াছেন, এখানে 'ত্রিবৃত' অর্থ অপ্রতিহত গতি হেতু ত্রিলোকে বর্ত্তমান এইরূপ করিয়াছেন।

(১০) মূলে "সুবীরং" আছে "পুত্র ভৃত্যাদিভিরুপেতম্।" সায়ণ।

৩৫ সূক্ত।

সবিতা দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র হিরণ্যস্তূপ্ ঋষি।

১। রক্ষার জন্য অগ্নিকে প্রথমে আহ্বান করি, রক্ষার জন্য মিত্র ও বরুণকে এই স্থানে আহ্বান করি, জগতের বিশ্রামহেতুভূত রাত্রিকে আহ্বান করি, রক্ষার জন্য দেব সবিতাকে আহ্বান করি।

২। অন্ধকারপূর্ণ অন্তরীক্ষ দিয়া বারং ভ্রমণ করিয়া(১), দেব ও মনুষ্যকে সচেতন করিয়া, দেব সবিতা হিরন্ময় রথ দ্বারা ভুবন সমুদয় দেখিতেং ভ্রমণ করিতেছেন।

৩। দেব সবিতা উর্দ্ধগামী ও অধোগামী পথ দিয়া গমন করেন(২) সেই অর্চনাভাজন দেব দুই শ্বেত অশ্বদ্বারা গমন করেন; তিনি সমস্ত পাপ বিনাশ করিতেং দূর দেশ হইতে আসিতেছেন।

৪। যজনীয় ও বিচিত্ররশ্মি সবিতা জগৎ সমূহের অন্ধকার (বিনাশার্থ) তেজ ধারণ করিয়া নিকটস্থ সুবর্ণ বিচিত্রিত, সুবর্ণশঙ্কুযুক্ত(৩) বৃহৎ রথে আরোহণ করিলেন।

৫। শ্যাব নামক শ্বেত পদযুক্ত অশ্বগণ সুবর্ণযুগ(৪) বিশিষ্ট রথ বহন করিয়া জনসমূহের নিকট আলোক প্রকাশ করিতেছেন; দেব সবিতার সমীপে জনসমূহ ও জগৎসমূহ উপস্থিত আছে।

৬। দ্যুলোক প্রভৃতি, তিনটী লোক আছে, দুইটী (দ্যুলোক ও ভূলোক) সূর্য্যের সমীপস্থ, একটী (অন্তরীক্ষ) যমের ভবনে গমনকারীদিগের পথ।(৫)

---

(১) অর্থাৎ ভ্রমণদ্বারা সেই অন্ধকার বিনাশ করিয়া।

(২) উদয় হইতে মধ্যাহ্ন পর্য্যন্ত উর্দ্ধগামী পথ দিয়া এবং তাহার পর সায়ং পর্য্যন্ত অধোগামী পথ দিয়া। সায়ণ।

(৩) মূলে "শম্য" শব্দ আছে। অশ্বের স্কন্ধে রথযোজন কালে সংযমার্থ যে শঙ্কু [illegible] ন্যা যায়, তাহাই শম্য। সায়ণ। "Yokes."—*Wilson.* "Aiguillon."—*Langlois.*

(৪) মূলে "[illegible] প্রউগ" শব্দ আছে অর্থাৎ যুগবন্ধস্থান। সায়ণ। "Yokes."—*Wilson.* "Train. [illegible]"—*Langlois.*

(৫) প্রেতপুরুষগণ [illegible] অন্তরীক্ষ দিয়া যমলোকে গমন করে। সায়ণ।

রথ যেরূপ আণির উপর(৬) অবলম্বন করে, অমর (চন্দ্র নক্ষত্রাদি) (সবিতাকে) সেই রূপ অবলম্বন করিয়া আছে। যিনি সবিতাকে জানেন তিনি এই বিষয়ে বলুন।

পুরাণে "যম" অর্থ কি তাহা আমরা সকলেই জানি, কিন্তু ঋগ্বেদে প্রথমে কাহাকে "যম" বলিত? বিবস্বানের দ্বারা সরণ্যুর গর্ভে যম ও তাঁহার ভগ্নী যমীর জন্ম হয় তাহা ৩ সূক্তের ১ ঋকের টীকায় দেখান হইয়াছে। বিবস্বান অর্থ আকাশ, আকাশের যমজ সন্তান কাহারা? সরণ্যুর (অর্থাৎ প্রভাতের) আকাশের সহিত বিবাহের অর্থ কি? Max Muller বলেন দিবাই যম, রাত্রীই যমী। সরণ্যুর বিবস্বানের সহিত বিবাহ হইয়াছে, অর্থাৎ ঊষা আকাশকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, সরণ্যু যমজদিগকে রাখিয়া অন্তর্হিত হইলেন, অর্থাৎ ঊষা অদৃশ্য হইল, দিবা হইয়াছে, বিবস্বান্ দ্বিতীয় দার পরিগ্রহ করিলেন অর্থাৎ সায়ং কাল আকাশকে আলিঙ্গন করিল। *Science of Language* (1882), vol. II, p. 556.

অতএব মক্ষ মূলরের মতে দিবা (বা সূর্য্য) ও রাত্রিকে প্রথম ঋষিগণ বিবস্বান (আকাশ) ও সরণ্যু (প্রভাতের) যমজ সন্তান, যম ও যমী নাম দিয়াছিলেন। পরে যম মৃত্যুর রাজা হইলেন কি রূপে? Max Muller বলেন প্রাচীন ঋষিগণ যে রূপ পূর্ব্বদিককে জীবনের উৎপত্তি স্থল মনে করিতেন, পশ্চিম দিককে সেই রূপ জীবনের অবসান মনে করিতেন। সূর্য্য সেই পূর্ব্বদিকে উদিত হইয়া পশ্চিম দিকে অন্তর্হিত হইতেন, অর্থাৎ জীবনের পথভ্রমণ করিয়া পরলোকের পথ দেখাইতেন। এই রূপে যম পরলোকের রাজা এই অনুভব উদয় হইল। *Science of Language* (1882), vol. II, p. 562.

এই বৈদিক যমকে লইয়া পরে পুরাণে যে সকল গল্প পরে সৃষ্ট হইয়াছে তাহা আমরা জানি, কিন্তু প্রাচীন ইরানেও এই যম রূপ ওরে দৃষ্ট হয়েন, এবং তাঁহার সম্বন্ধেও গল্প রচিত হইয়াছিল।

ইরানীয় ধর্ম্মপুস্তকে তাঁহার নাম যিম, তিনি প্রথম রাজা এবং সভ্যতার সৃষ্টি কর্ত্তা বলিয়া পরিচিত, এবং পুন্যবান্ মনুষ্যগণ তাঁহার সাক্ষাৎ পায়, এবং তাঁহার সহিত পরম উপাস্য অহুরের সাক্ষাৎ পায় এবং সুখে বাস করে। এবং বেদে যে রূপ যমের পিতা বিবস্বান্, ইরানীয় "অবস্থার" সেই রূপ যিমের পিতা বিবনূ হন। আমরা "অবস্থা" নামক ধর্ম্ম পুস্তক হইতে একটী অংশ উদ্ধৃত করিতেছি।

"অহুর মজ্দ উত্তর দিলেন, হে জারা থস্ত্র! তোমার পূর্ব্বে শোভনীয় যিম নামক মর্ত্ত্যের সহিত আমি প্রথমে কথা কহিয়াছিলাম, তাহাকেই আমি অহুরের ধর্ম্ম, জারা থস্ত্রের ধর্ম্ম শিক্ষা দিয়াছিলাম। হে জারা থস্ত্র! আমি অহুর মজ্দ তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে হে বিবনূ বতের পুত্র শোভনীয় যিম! তুমিই আমার ধর্ম্মের বাহক ও প্রচারক হও।" জেন্দ অবস্থা প্রথম ফর্গার্দ।

পরে অহুরের আদেশ অনুসারে যিম একটী "বর" নামক নূতন জগৎ সৃষ্ট করেন, তথায় কেবল পুণ্যাত্মা লোক ও উৎকৃষ্ট পশু বৃক্ষাদি থাকে। ঋগ্বেদের যমপুরীতেও পুণ্যাত্মা লোক যাইয়া সুখে বাস করে। পৌরাণিক যমপুরী ইহার ঠিক বিপরীত, পাপীদিগের নরক।

পরে ইরানে এই গল্প আরও বাড়িতে লাগিল, এবং পারসীক প্রসিদ্ধ কবি ফেরদৌসী তাঁহার রচিত "শাহনামায়" যিমকে যমশিদ্ নামে এক জন পরাক্রান্ত সম্রাট

৭। গভীর কম্পন বিশিষ্ট প্রাণদায়ী(৭) ও সুনয়ন বিশিষ্ট রশ্মি(৮) অন্তরীক্ষাদি (তিন লোক) ব্যাপ্ত করিয়াছে; এক্ষণে সূর্য্য কোথায় কে জানে? কোন্ দিব্য লোকে তাঁহার রশ্মি বিস্তৃত হইয়াছে?

৮। সবিতা পৃথিবীর অষ্ট দিক প্রকাশিত করিয়াছেন, এবং প্রাণীদিগের তিন জগৎ ও সপ্তসিন্ধু প্রকাশিত করিয়াছেন; সেই হিরণ্ময় চক্ষু বিশিষ্ট সবিতা হব্যদাতা যজমানকে বরণীয় দ্রব্য দান করিয়া এই স্থানে আইসুন।

৯। হিরণ্যপাণি বিবিধদর্শনযুক্ত সবিতা উভয় লোকের মধ্যে গমন করিতেছেন, রোগাদি নিরাকরণ করিতেছেন, সূর্য্যের নিকট যাইতেছেন(৯) এবং তমোনাশক তেজ দ্বারা আকাশ ব্যাপ্ত করিতেছেন।

১০। হিরণ্যহস্ত প্রাণদাতা(১০) সুনেতা হর্ষদাতা ও ধনবান্ সবিতা অভিমুখ হইয়া আইসুন; সেই দেব রাক্ষস ও যাতুধান(১১) দিগকে নিরাকরণ করিয়া প্রতিরাত্রি স্তুতি প্রাপ্ত হইয়া অবস্থান করেন।

বলিয়া বর্ণনা করেন। এই যম শব্দ যে প্রাচীন "অবস্থার" যিম্ এবং অবস্থার যিম যে বেদের যম তাহা অসাধারণ [illegible] ফরাসীস পণ্ডিত Buronf প্রথমে আবিষ্কার করেন। তিনিই প্রথমে দেখাইয়া দেন যে ফের্দুসীর ঐতিহাসিক যমশিদ্, ফেরুদীন ও গর্শাস্প আর কেহ নহে, জেন্দ অবস্থার যিম, থ্রেতেয়ন এবং কেরেশাস্প; এবং জেন্দ অবস্থার এই তিন জন আদিম মনুষ্য আর কেহ নহে ঋগ্বেদের যম, ত্রৈতন এবং কৃশাশ্ব।

(৬) "অক্ষচ্ছিদ্রে প্রক্ষিপ্তঃ কীলবিশেষ আণিঃ।" সায়ন। "The pin of the axle."—*Wilson.*

(৭) মূলে "অসুর" শব্দ আছে।

([illegible]) "সুপর্ণ" অর্থে সায়ন সূর্য্য রশ্মি করিয়াছেন। বোধ হয় সূর্য্যদেবের পূ[illegible]াকাল সম্বন্ধে এই ঋক্।

(৯) [illegible] সবিতা সূর্য্যের নিকট গমন করিতেছেন ইহার অর্থ কি? সায়ন বলেন সূর্য্য ও [illegible]তা এক দেব হইলেও ভিন্ন২ রূপ, সুতরাং একে অন্যের নিকট গমন করিতে পা[illegible]। ২২ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখ।

(১০) মূ[illegible] "অসুর" শব্দ আছে।

(১১) "যা[illegible]" অর্থ "অসুর।" সায়ন। বেদের "যাতুধান" একপ্রকার মায়াবী প্রাণ[illegible]ীব, ইরানীয়দিগের জেন্দ অবস্থায় তাহাদিগের নাম "যাতুমান।" [illegible]

১১। হে সবিতা! তোমার পথ পূর্ব্বসিদ্ধ, ধুলি রহিত ও অন্তরীক্ষে সুনির্ম্মিত; সেই সুগম পথ সমূহ দ্বারা আসিয়া অদ্য আমাদিগকে রক্ষা কর; হে দেব! আমাদিগের কথা (দেবতাগণের নিকট) অধিক করিয়া বল।

---

৩৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ঘোর পুত্র কণ্ব ঋষি।

১। তোমরা বহু সংখ্যক প্রজা, তোমরা দেবতা কামনা করিতেছ তোমাদের জন্য মহৎ অগ্নিকে সূক্ত বাক্য দ্বারা প্রার্থনা করি, অন্য (ঋষিগণও) সেই অগ্নির স্তব করিয়া থাকেন।

২। লোকে বলবর্দ্ধনকারী অগ্নিকে অবলম্বন করিয়াছে; হে অগ্নি! অমারা হব্য লইয়া তোমার পরিচর্য্যা করি; তুমি অন্ন দানে তৎপর হইয়া অদ্য এই কর্ম্মে আমাদিগের প্রতি প্রসন্নমনা হও, এবং আমাদিগের রক্ষক হও।

৩। হে অগ্নি! তুমি দেবগণের হোতা এবং সর্ব্বজ্ঞ, আমরা তোমাকে বরণ করি। তুমি মহৎ এবং নিত্য, তোমার দীপ্তি বিস্তৃত হইতেছে, তোমার রশ্মি আকাশ স্পর্শ করিতেছে।

৪। হে অগ্নি! তুমি পুরাতন দূত। বরুণ ও মিত্র ও অর্য্যমা, তোমাকে সম্যকরূপে দীপ্তিমান্ করিতেছেন। যে মনুষ্য তোমাকে (হব্য) দান করে সে তোমার সহায়তায় সমস্ত ধন জয় করে।

৫। হে অগ্নি! তুমি হর্ষদাতা তুমি দেবগণকে আহ্বান কর; তুমি প্রজাদিগের গৃহপতি, তুমি দেবগণের দূত। দেবগণ(১) যে সকল অমোঘ ব্রত সম্পাদন করেন তাহা সমস্তই তোমাতে মিলিত হয়।

৬। হে যুবা অগ্নি! তুমি সৌভাগ্যসম্পন্ন; তোমাকে লক্ষ্য করিয়া সমস্ত হব্য প্রক্ষেপ করা হয়। তুমি আমাদিগের প্রতি প্রসন্নমনা হইয়া অদ্যই বা অন্য সময়ে শোভনীয় বীর্য্যশালী দেবগণকে অর্চনা কর।

---

(১) এস্থানে দেবতা অর্থে পৃথিবী সূর্য্য ও পর্জ্জন্য বুঝায়। সায়ণ।

৭। যজমানেরা নমস্কারপূর্ব্বক সেই স্বয়ং দীপ্তিমান্ অগ্নিকে এই রূপে উপাসনা করেন। শত্রু বিজিগীষু মনুষ্যেরা হোতৃদিগের দ্বারা(২) অগ্নিকে প্রদীপ্ত করে।

৮। (দেবগণ) প্রহার করিয়া বৃত্রকে হনন করিয়াছেন, উভয় জগৎ এবং অন্তরীক্ষ নিবাসার্থ বিস্তৃত করিয়াছেন। অগ্নি বলবান্, তিনি গোজয়ার্থ (যুদ্ধে) শব্দায়মান অশ্বের ন্যায় সর্ব্বতোভাবে আহুত হইয়া কণ্বকে(৩) অভীষ্ট দ্রব্য বর্ষণ করুন।

৯। হে প্রশস্ত অগ্নি! উপবেশন কর, তুমি মহৎ এবং দেবতাদিগকে অতিশয় কামনা কর, তুমি দীপ্তিপূর্ণ হও। হে মেধাবী উৎকৃষ্ট অগ্নি! গমনশীল ও দর্শনীয় ধূম উৎপাদন কর।

১০। হে হব্যবাহী অগ্নি! তুমি অতিশয় পূজাভাজন, সকল দেবগণ মনুর জন্য তোমাকে এই যজ্ঞস্থানে ধারণ করিয়াছিলেন; তুমি ধন দ্বারা প্রীতি সম্পাদন কর, অর্চনাভাজন অতিথি সমেত কণ্ব তোমাকে ধারণ করিয়াছেন, বর্ষণকারী (ইন্দ্র) তোমাকে ধারণ করিয়াছেন, অন্য স্তোতাও তোমাকে ধারণ করিয়াছেন।

---

(২) সে হোতৃগণ কাহারা? "সপ্ত হোতারঃ প্রাচী বষট্ কুর্ব্বন্তি।" সায়ন। সে সাত জন ঋত্বিক বা পুরোহিত এই, যথা (১) যজমান, যিনি যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেন, (২) হোতা, যিনি মন্ত্র পাঠ করেন, (৩) উদ্গাতা, যিনি মন্ত্র গান করেন, (৪) পোতা যিনি হব্য প্রস্তুত করেন, (৫) নেষ্টা, যিনি হব্য অগ্নিতে প্রক্ষেপ করেন, (৬) ব্রহ্মা যিনি সমুদায় তত্ত্বাবধারণ করেন, (৭) রক্ষ যিনি দ্বার রক্ষা করেন।

আবার কোন২ স্থানে ১৬ জন ঋত্বিকের কথা পাওয়া যায়। সে ১৬ জন এই,—

ঋগ্বেদের—হোতা, মৈত্রাবরুণ, অচ্ছাবাক, গ্রাবস্তুৎ।
যজুর্ব্বেদের—প্রতিপ্রস্থাতা, নেষ্টা, উন্নেতা, অধ্বর্য্যু।
সাম বেদের—উদ্গাতা, প্রস্তোতা, সুব্রহ্মণ্য, প্রতিহর্ত্তা।
অথর্ব্ব বেদের—ব্রহ্মা, ব্রাহ্মণাচ্ছংশী, পোতা, অগ্নীধ্র।

অথর্ব্ব বেদে এই ১৬ জন ভিন্ন আর ও ৭ জন ঋত্বিকের নাম পাওয়া যায়, যথা সদস্য, পত্নীদীক্ষিতা, শমিতা, গৃহপতি, অ জয়া, বৈকর্ত্তা ও চমসাধ্বর্য্যু। রমানাথ সরস্বতীর টীকা দেখ।

এত ঋত্বিকের ঘটা ঋগ্বেদের সময়ের প্রারম্ভে ছিল না, ঋগ্বেদ সময়ের প্রারম্ভ অপেক্ষা শেষভাগে, এবং ঋগ্বেদের সময়ের শেষভাগ অপেক্ষা অন্যান্য বেদের সময় ক্রমেই যজ্ঞের আড়ম্বর ও ঋত্বিকের ক্ষমতা ও সংখ্যা ও ঘটা বাড়িতে লাগিল।

(৩) এই উপমার অর্থ পরিষ্কার নহে বোধ হয় শব্দায়মান অশ্বের ন্যায় অগ্নি তেজস্বী এইরূপ অর্থ। অথবা এই অর্থ যে যুদ্ধে যেরূপ শব্দায়মান অশ্ব দ্বারা গোলাভ হয়, অগ্নিকে আহ্বান করিয়া যেন আমার সেই রূপ অভীষ্ট দ্রব্য লাভ হয়।

১১। অর্চনাভাজন অতিথিপ্রিয় কণ্ব অগ্নিকে আদিত্য হইতেও অধিক দীপ্তিমান্ করিয়াছেন। সেই অগ্নির গমনশীল রশ্মি দীপ্তিমান্ রহিয়াছে। এই ঋক্সমূহ সেই অগ্নিকে বর্দ্ধন করে, আমরাও বর্দ্ধন করি।

১২। হে অন্নবান্ অগ্নি! আমাদিগের ধন পূরণ কর। তোমার দ্বারা দেবগণের (মিত্রতা) প্রাপ্ত হওয়া যায়(৪), তুমি প্রসিদ্ধ অন্নের ঈশ্বর, তুমি মহৎ, আমাদিগকে সুখী কর।

১৩। সবিতা দেবের ন্যায় আমাদিগের রক্ষণের জন্য উন্নত(৫) হও, উন্নত হইয়া অন্নদাতা হও, কেন না বিচিত্র যজ্ঞ সম্পাদকদিগের দ্বারা আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

১৪। উন্নত হইয়া আমাদিগকে জ্ঞান দ্বারা পাপ হইতে রক্ষা কর; সকল রাক্ষস দহন কর; আমাদিগকে উন্নত কর যেন আমরা (জগতে) বিচরণ করিতে পারি; এবং আমাদিগের (হব্যরূপ) ধন দেবগণের সদনে বহন কর, যেন আমরা জীবিত থাকিতে পারি।

১৫। হে বৃহৎরশ্মি যুবা অগ্নি! আমাদিগকে রাক্ষস হইতে রক্ষা কর; যে ধন দান করে না এরূপ ধূর্ত্ত লোক হইতে রক্ষা কর; হিংসক (পশু) হইতে রক্ষা কর; এবং জিঘাংসাপরায়ণ জন হইতে রক্ষা কর।

---

(৪) মূলে এই মাত্র আছে "অস্তি হি তে অগ্নে দেবেষু আপ্যম্" অর্থাৎ "হে অগ্নি তোমার দেবতা সমূহে প্রাপনীয় আছে।" সায়ণ অর্থ করেন "তব দেবেষু আপ্যং প্রাপনীয়ং সখ্যমস্তি।"

(৫) সায়ণ বিবেচনা করেন যূপ কাষ্ঠ অর্থাৎ বলির কাষ্ঠকে "উন্নত অগ্নি" বলিয়া এখানে সম্বোধন করা হইয়াছে। এবং এই ঋকে যে "অঞ্জিভিঃ" শব্দ আছে, সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "আজ্যৈর্যূপং অঞ্জন্তিঃ" অর্থাৎ যাহারা যূপ অর্থাৎ রথকাষ্ঠে ঘৃত মাখায়।

"বেদার্থযত্ন" সায়ণের এ অর্থ গ্রহণ করেন নাই, এবং যূপকাষ্ঠ তুলিবার সময় এই ঋক্ পঠিত হইবে, এ রূপ উদ্দেশ্যে ইহা রচিত হইয়াছিল তাহার কোনও নিদর্শনই ঋকের মধ্যে নাই। বহুকাল পরে যূপ তুলিবার সময় এই ঋকটি পড়িবার প্রথা প্রচলিত হইল, এবং আশ্বলায়ন শ্রৌতসূত্রে তাহা লিখিত আছে। বেদের অর্থ গ্রহণ করিতে পদের আমাদিগের এই ভ্রমে পড়িতে হয়। ভাষ্যকার ভিন্ন আমাদিগের গতি নাই, কিন্তু ভাষ্যকারেরাও অনেক স্থলে তাঁহাদিগের নিজের সময়ের প্রথা ও বিশ্বাস অনুসারে বেদের অর্থ করিয়াছেন। এই ঋক রচয়িতার কি উদ্দেশ্য ছিল, কি মনের ভাব ছিল? আমাদের বোধ হয় তিনি অগ্নিকেই উন্নত অর্থাৎ প্রজ্জলিত হইতে বলিতেছিলেন, যূপকাষ্ঠের কথা এই ঋকে একবারও সন্দেহ নাই।

১৬। হে তপ্তরশ্মিযুক্ত অগ্নি! যেরূপ কঠিন দণ্ড দ্বারা লোকে (ভাণ্ডাদি) নষ্ট করে, সেইরূপ যাহারা ধন দান করে না তাহাদিগকে সর্ব্বদা সংহার কর। অন্য যে রিপু আমাদের বিরুদ্ধাচারী, অন্য যে মনুষ্য আয়ুধ দ্বারা আমাদিগকে প্রহার করে, তাহারা যেন আমাদিগের প্রভু না হয়।

১৭। শোভনীয় বীর্য্যের জন্য অগ্নিকে যাজ্ঞা করা হইয়াছে; অগ্নি কণ্বকে সৌভাগ্য দান করিয়াছেন; অগ্নি আমার মিত্রদিগকে রক্ষা করিয়াছেন; অর্চনাভাজন অতিথি বিশিষ্ট ঋষিকে রক্ষা করিয়াছেন; এবং ধনাদি দানার্থ (অন্য) যে কেহ অগ্নির স্তুতি করিয়াছে তাহাকে রক্ষা করিয়াছেন।

১৮। দস্যুদমনকারী অগ্নির সহিত তুর্বশ ও যদু ও উগ্রাদেবকে দূরদেশ হইতে আহ্বান করি; অগ্নি নববাস্ত্ব ও বৃহদ্রথ ও তুর্ব্বীতিকে এই স্থানে আনয়ন করুন(৬)।

১৯। হে অগ্নি! তুমি জ্যোতিরূপ; বিবিধ জাতীয় মনুষ্যের জন্য মনু তোমাকে স্থাপন করিয়াছিলেন; হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞের জন্য উৎপন্ন হইয়া, হব্য দ্বারা তৃপ্ত হইয়া, কণ্বের প্রতি দীপ্তিমান হইয়াছ; মনুষ্যেরা তোমাকে নমস্কার করে।

২০। অগ্নির অর্চিঃ প্রদীপ্ত, বলবান্ ও ভয়ঙ্কর, এবং তাহাকে প্রত্যয় করা যায় না; হে অগ্নি! রাক্ষসদিগকে, যাতুধানদিগকে এবং বিশ্বভক্ষক (শত্রুকে) দহন কর।

---

(৬) এই ছয় জনকে সায়ণ "রাজর্ষি" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। পুরাণে যদু ও তুর্ব্বশ যযাতি নরপতির পুত্রদ্বয়। তুর্ব্বীতি সম্বন্ধে ৬১ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ।

৩৭ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। ঘোর পুত্র কণ্ব ঋষি।

১। হে কণ্বগোত্রোদ্ভব ঋষিগণ(১), ক্রীড়াশীল ও শত্রুরহিত(২) মরুৎসমূহের উদ্দেশে গাও; তাঁহারা রথে শোভা পাইতেছেন।

২। তাঁহারা স্বকীয় দীপ্তিযুক্ত হইয়া, এবং বিন্দুচিহ্নিত মৃগরূপ বাহনের সহিত(৩) ও যুদ্ধ গর্জ্জন ও আয়ুধ(৪) ও নানারূপ অলঙ্কারের সহিত জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন।

৩। তাঁহাদিগের হস্তস্থিত কশা যে শব্দ করিতেছে তাহা শুনিতে পাইতেছি; সে কশা যুদ্ধে বল বৃদ্ধি করে(৫)।

৪। যাঁহারা তোমাদের বল সমর্থন করেন, শত্রুঘর্ষণ করেন, যাঁহারা দীপ্যমান যশঃপূর্ণ ও বলবান্, সেই মরুৎগণকে হবির উদ্দেশে স্তব কর।

৫। যে মরুৎগণ (পৃশ্নিরূপ) ধেনুর মধ্যে অবস্থিত, তাঁহাদের বিনাশ-রহিত, ক্রীড়াশীল, ও প্রসহনশীল তেজ প্রশংসা কর; দুগ্ধ আস্বাদনে সেই তেজ বৃদ্ধি পাইয়াছে(৬)।

৬। দ্যুলোক ও ভূলোকের কম্পনকারী হে মরুগণ! তোমাদিগের মধ্যে জ্যেষ্ঠ কে? তোমরা বৃক্ষাগ্রের ন্যায় চারি দিক পরিচালিত কর।

---

(১) মূলে "কণ্বাঃ" শব্দ আছে, অর্থ "কণ্বগোত্রোৎপন্না মহর্ষয়ঃ। যদ্বা মেধাবিন ঋত্বিজঃ।" সায়ণ।

(২) মূলে "অনর্বাণং" শব্দ আছে, অর্থ "ভ্রাতৃব্য রহিতং।" সায়ণ। ভ্রাতৃব্যের অর্থ শত্রু হয় অতএব "অনর্বাণ" অর্থ শত্রু রহিত।

(৩) পৃষতি অর্থাৎ বিন্দুচিহ্নিত মৃগ মরুৎগণের বাহন। এই শব্দের আদি অর্থ মেঘ।

(৪) মূলে বাশীশব্দ আছে, সায়ণ তাহার অর্থ শব্দ বিশেষ অর্থাৎ, যুদ্ধ গর্জ্জন করিয়াছেন। Max Muller ইহার অর্থ মরুৎগণের আয়ুধবিশেষ করিয়াছেন।

(৫) "যামন্" অর্থে সায়ণ যুদ্ধ করিয়াছেন, Max Muller পথ করিয়াছেন।

(৬) "Celebrate the bull among the cows (the storm among the clouds), for it is the sportive host of the Maruts; he grew as he tasted the rain." —*Max Muller.*

৭। হে মরুৎগণ! তোমাদের উগ্র ও ভীষণ গতির (ভয়ে) মনুষ্য (গৃহে দৃঢ় স্তম্ভ) স্থাপন করিয়াছে(৭) কেন না তোমাদিগের গতিতে বহু পর্ব্বযুক্ত গিরিও চালিত হয়।

৮। তাঁহাদিগের গতিক্রমে পদার্থ সমূহ বিক্ষিপ্ত হইতে লাগিল; পৃথিবীও বৃদ্ধ ও জীর্ণ নরপতির ন্যায় ভয়ে কম্পিত হয়।

৯। তাঁহাদিগের জন্মস্থান (আকাশ) অবিচলিত; তাঁহাদের জননী স্বরূপ (আকাশ) হইতে পক্ষীগণও(৮) নির্গত হইতে পারে; যে হেতু তাঁহাদিগের বল উভয় লোক ব্যাপিয়া সর্ব্বত্র বর্ত্তমান আছে।

১০। তাঁহারা শব্দের উৎপাদক, তাঁহারা গমন কালে জল বিস্তার করেন, এবং (গাভীদিগকে) হম্বারবপূর্ব্বক জানু পর্য্যন্ত (সেই জলে) প্রেরণ করেন।

১১। যে (মেঘ) প্রসিদ্ধ ও দীর্ঘ ও পৃথু, এবং জল বর্ষণ করে না, ও কাহারও দ্বারা হিংসনীয় নহে, তাহাকেও মরুৎগণ স্বকীয় গতি দ্বারা চালিত করেন।

১২। হে মরুৎগণ! যে হেতু তোমাদের বল আছে, মনুষ্যদিগকে (স্ব স্ব কার্য্যে) প্রেরণ কর; মেঘদিগকেও প্রেরণ কর(৯)।

১৩। যখন মরুৎগণ গমন করেন, তখনই মার্গে সর্ব্বতোভাবে ধ্বনি করেন, তাঁহাদিগের ধ্বনি সকলেই শুনিতে পায়।

১৪। বেগবান্ (বাহন) দ্বারা শীঘ্র আইস, কণ্বেরা তোমাদের পরিচর্য্যা প্রস্তুত করিয়াছে; তাহাদিগের প্রতি তৃপ্ত হও।

১৫। তোমাদের তৃপ্তির জন্য (হব্য) রহিয়াছে, আমরা সমস্ত পরমায়ু জীবিত থাকিবার জন্য তোমাদিগের ভৃত্য হইয়া আছি।

---

(৭) মূলে কেবল "মনুষ্যো নিদধে" এই মাত্র আছে। "The son of man holds himself down."—*Max Muller.*

(৮) মূলে "বয়ঃ" শব্দ আছে; সায়ন "পক্ষী" অর্থ করিয়াছেন, Max Muller "বল" অর্থ করিয়াছেন যথা "There is strength to come forth from their mother."

(৯) "অনানু অচুচ্যবীতন গিরীরচুচ্যবীতন" এরূপ মূলে আছে। "You have caused men to fall, you have caused mountains to fall."—*Max Muller.*

৩৮ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। ঘোর পুত্র কণ্ব ঋষি।

১। হে মরুৎগণ! তোমরা স্তুতিপ্রিয়, এবং তোমাদের জন্য কুশ ছিন্ন হইয়াছে; পিতা পুত্রকে যেরূপ দুই হস্ত দ্বারা ধারণ করে, আমাদিগকে সেইরূপ ধারণ করিবে?

২। তোমারা এখন কোথায়? কখন তোমরা আগমন করিবে? আকাশ হইতে আইস, পৃথিবী হইতে যাইও না; (যজমানেরা) গাভী-সমূহের ন্যায় তোমাকে কোথায় ডাকিতেছে?

৩। তোমাদের নূতন ধন কোথায়? তোমাদের শোভনীয় (দ্রব্য) কোথায়? তোমাদের সমস্ত সৌভাগ্য কোথায়?

৪। হে পৃশ্নি পুত্রগণ! যদিও তোমরা মনুষ্য হইতে তোমাদিগের স্তোতা অমর হইত।

৫। তৃণের মধ্যে মৃগ যেরূপ সেবা রহিত [illegible] না, তোমার স্তোতাও যেন সেইরূপ (তোমার) সেবা রহিত না হয়, [illegible]ন সে যমের পথে না যায়(১)।

৬। নিঃঋতি(২) অতিশয় বলবতী, এবং তাহাকে বিনাশ করা যায় না। যেন সেই নিঃঋতি আমাদিগকে না বধ করে; যেন সে আমাদিগের তৃষ্ণার সহিত বিলুপ্ত হয়।

---

(১) চতুর্থ ও পঞ্চম ঋক একত্র করিয়া মক্ষমূলর অর্থ করিয়াছেন, যথা—"If you, sons of Prisni, were mortals, and your worshipper an immortal, then never should your praiser be unwelcome, like a deer in pasture grass, nor should he go on the path of Yama." মক্ষ মূলর এই রূপ অর্থ করিবার কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—"I feel justified in so doing by other passages where the same or a similar idea is expressed, viz. that if the god were the poet and the poet the god, then the poet would be more liberal to the god than the god is to him."

(২) অর্থাৎ পাপ। ২৪ সূক্তের নবম ঋকের টীকা দেখ।

৭। দীপ্তিমান্ ও বলবান্ রুদ্রিয়গণ সত্যই(৩) মরুভূমিতেও বায়ু-রহিত বৃষ্টি দান করেন।

৮। প্রস্রুত স্তনবতী ধেনুর ন্যায় বিদ্যুৎ গর্জ্জন করিতেছে; গাভী যেরূপ বৎসের সেবা করে, বিদ্যুৎ সেইরূপ মরুৎগণের সেবা করিতেছে, সুতরাং মরুৎগণ বৃষ্টি দান করিলেন।

৯। (মরুৎগণ) উদকধারী মেঘের(৪) দ্বারা দিবাকালেও অন্ধকার করিতেছেন, পৃথিবী জলসিক্ত করিতেছেন।

১০। মরুৎগণের গর্জ্জনে সমস্ত পৃথিবীর গৃহাদি সমস্তাৎ কম্পিতা হয়, মনুষ্যগণ কম্পিত হয়।

১১। হে মরুৎগণ! দৃঢ়হস্ত দ্বারা বিচিত্র তটযুক্ত (নদী) দিয়া অপ্রতিহত গতিতে গমন কর(৫)।

১২। তোমাদিগের রথের নেমি সমুদয় দৃঢ় হউক, রথ ও অশ্বগণও দৃঢ় হউক, তোমাদিগের অঙ্গুলী (বল্গাধারণে) সুদীক্ষিত(৬) হউক।

---

(৩) রুদ্র সম্বন্ধে ৪৩ [illegible] ঋকের টীকা দেখ। রুদ্রগণ সম্বন্ধে ৪৫ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(৪) মূলে "পর্জন্য" শব্দ আছে, অর্থ "মেঘ।" সায়ণ। ইহার পর ৮৩ ও অন্যান্য সূক্তে পর্জন্যকে দেব বলিয়া স্তুতি করা হইয়াছে। "Parjanya is a god who presides over the lightning, the thunder, the rain, and the procreation of plants and living creatures."—*Dr. Buhler.* "It is interesting to watch the personifying process, which is very palpable in this word, and by which Parjanya becomes at last a friend and companion of Indra."—Max Muller's *Rig Veda*, vol. I, p. 75 (1869).

(৫) মক্ষমুলর এই সূক্তের একেবারে অন্য অর্থ করিয়াছেন, যথা, "Marut, on your strong-hoofed steeds go on easy roads after those bright ones (the clouds) which are still locked up." বেদার্থযত্ন বলেন "Go, ye Maruts, along the banks of variegated rivers on strong-footed horses of unbroken steed."

(৬) মূলে "সুসংস্কৃতা অভীষবঃ" আছে। মক্ষমুলর অনুবাদ করিয়াছেন "May your reins be well fashioned." তিনি বলেন, "Abhisa does not mean finger in the Rig Veda, though Sayana frequently explains it so, misled by Yáska."

১৩। ব্রহ্মণস্পতি(৭) ও অগ্নি ও দর্শনীয় মিত্রের স্তুতির জন্য দেবতাস্বরূপ প্রকাশকারী বাক্য দ্বারা আমাদিগের সম্মুখে তাঁহাদের বর্ণন কর।

১৪। মুখে শ্লোক রচনা কর, মেঘের ন্যায় তাহা বিস্তার কর(৮) উক্থস্তুতি বিশিষ্ট গায়ত্রীচ্ছন্দে রচিত (সূক্ত) পাঠ কর।

১৫। দীপ্তিমান্ স্তুতিযোগ্য এবং অর্চনোপেত মরুৎগণকে বন্দনা কর; আমাদিগের এই কার্য্যে যেন তাঁহারা বর্দ্ধনশীল হয়েন।

---

৩৯ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। ঘোর পুত্র কণ্ব ঋষি।

১। হে কম্পনকারী মরুৎগণ! যখন দূর হইতে আলোকের ন্যায় তোমাদের মাননীয় (তেজ) এই স্থানে নিক্ষেপ কর তখন তোমরা কাহার যজ্ঞ দ্বারা, কাহার স্তোত্র দ্বারা (আকৃষ্ট হও), কোথায় কোন যজমানের নিকট গমন কর?

২। তোমাদিগের আয়ুধ সমূহ শত্রুদিগের অপনোদনার্থ দৃঢ় হউক, শত্রুদিগের প্রতিরোধার্থ কঠিন হউক; তোমাদিগের বল স্তুতিভাজন হউক, আমাদের নিকট ছদ্মচারী মনুষ্যের বল যেন স্তুতিভাজন না হয়।

৩। হে নর সমূহ! যখন স্থির বস্তুকে তোমরা ভগ্ন কর, গুরু বস্তুকে যখন পরিচালিত কর, তখন পৃথিবীর বন বৃক্ষের মধ্য দিয়া ও পর্ব্বতের পার্শ্ব(১) দিয়া তোমরা গমন কর।

---

(৭) ব্রহ্মণস্পতি সম্বন্ধে ১৮ সূক্তের টীকা দেখ।

(৮) এ স্থানেও "পর্জন্য" শব্দের ব্যবহার আছে, অর্থ মেঘ। বেদার্থযত্ন "স্তনঃ" অর্থে "গুমর, rumble" করিয়াছেন।

---

(১) মূলে "আশা" শব্দ আছে, অর্থ "পার্শ্ব দিশঃ।" সায়ণ। "Defiles." —*Wilson.* "Flanks."—*Langlois.* "Clefts."—*Max Muller.*

৪। হে শত্রুহিংসক মরুৎগণ! দ্যুলোকে তোমাদিগের শত্রু নাই পৃথিবীতেও নাই। হে রুদ্রপুত্রগণ(২)! তোমরা একত্রিত হও, (শত্রুদিগের) ধর্ষণার্থ তোমাদিগের বল শীঘ্র বিস্তৃত হউক।

৫। মরুৎগণ পর্ব্বতসমূহকে বিশেষরূপে কম্পিত করিতেছেন, বনস্পতিদিগকে বিযুক্ত করিতেছেন। হে দেব মরুৎগণ! সমস্ত দলের সহিত তোমরা উন্মত্তের ন্যায় সর্ব্ব স্থানে গমন কর।

৬। তোমরা বিন্দু চিহ্নিত মৃগ রথে সংযুক্ত করিয়াছ; এবং লোহিত মৃগ প্রষ্টি(৩) হইয়া রথ বহন করিতেছে। পৃথিবী(৪) তোমাদের আগমন শ্রবণ করিয়াছে, মনুষ্যেরা ভীত হইয়াছে।

৭। হে রুদ্র পুত্র মরুৎগণ! পুত্রের জন্য শীঘ্র তোমাদের রক্ষণাবেক্ষণ প্রার্থনা করি। পূর্ব্বে আমাদিগের রক্ষণের জন্য যে রূপ আসিয়াছিলে, সেই রূপ ভীতিযুক্ত কণ্বের নিকট শীঘ্র আইস।

৮। যে কোন শত্রু(৫) তোমাদিগের দ্বারা কিম্বা মনুষ্য কর্ত্তৃক উত্তেজিত হইয়া আমাদিগের অভিমুখীন হয়, তাহার খাদ্য এবং বল হরণ কর, তোমাদের সহায়তা হরণ কর।

---

(২) মূলে "রুদ্রাসঃ" শব্দ আছে অর্থ "রুদ্রপুত্রা মরুতঃ।" সায়ণ। রুদ্র সম্বন্ধে ৪৩ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(৩) "বাহনত্রয় মধ্যবর্ত্তী যুগবিশেষঃ।" সায়ণ। মক্ষমূলর এ অর্থ গ্রহণ করেন নাই, তিনি বলেন "Prashti is explained by Sayana as a sort of yoke in the middle of three horses. * * If Sayana's authority is to be invoked at all, one might appeal from Sayana in this place to Sayana, viii, 7, 28, where Prashti is explained by him either by quick or by *Pramukhe yugyamanah* harnessed in front." সুতরাং মক্ষ মূলর প্রষ্টি অর্থ "Leader" করিয়াছেন।

(৪) মূলে "পৃথিবী" শব্দই আছে কিন্তু সায়ণ তাহার "অন্তরীক্ষ" অর্থ করিয়াছেন।

(৫) মূলে "অভ্ব" শব্দ আছে। অর্থ "শত্রু" সায়ণ। "Adversary."—*Wilson*. "Ungethum."—*Benfey*. "Ennemi puissant."—*Langlois*. "Fiend."—*Max Muller*.

৯। হে মরুৎগণ! তোমরা সম্পূর্ণরূপে যজ্ঞভাজন এবং প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত, তোমরা কণ্বকে ধারণ কর, বিদ্যুৎ যেরূপ বৃষ্টি লইয়া আইসে, তোমরাও সম্পূর্ণ রক্ষণাবেক্ষণের সহিত আমাদিগের নিকট আইস।

১০। হে শোভনীয় দানসম্পন্ন মরুৎগণ! তোমরা সম্পূর্ণ তেজ ধারণ কর; কম্পনকারীগণ! তোমরা সম্পূর্ণ বল ধারণ কর; ঋষিদ্বেষী ক্রোধপরবশ শত্রুর প্রতি ইষুর ন্যায় তোমার ক্রোধ প্রেরণ কর।

---

৪০ সূক্ত।

ব্রহ্মণস্পতি দেবতা। ঘোর পুত্র কণ্ব ঋষি।

১। হে ব্রহ্মণস্পতি! উত্থান কর; দেবতা কামনা করিয়া আমরা তোমাকে যাচ্ঞা করিতেছি। শোভনীয় দানযুক্ত মরুৎগণ নিকট দিয়া গমন করুন, হে ইন্দ্র! তুমি সঙ্গে থাকিয়া (সোমরস) সেবন কর(১)।

২। হে সহসস্পুত্র(২)! (শত্রুদিগের মধ্যে) প্রক্ষিপ্ত ধনের(৩) জন্য মনুষ্য তোমাকেই স্তুতি করে; হে মরুৎগণ! যে মনুষ্য তোমাদের স্তুতি করে সে শোভনীয় [illegible] ও শোভনীয় বীর্যযুক্ত ধন লাভ করে।

৩। ব্রহ্মণস্পতি আমাদিগের নিকট আইসুন, সুনৃতা দেবী(৪) আইসুন; দেবগণ বীর (শত্রু) কে দূরে প্রেরণ করুন, আমাদিগকে হিতকারী ও হব্যযুক্ত(৫) যজ্ঞে লইয়া যান।

---

(১) মূলে "প্রাশূর্ভবা" আছে। সায়ণ দুই রূপ অর্থ করিয়াছেন, "সোমস্য প্রাশকো ভব। যদ্বা রক্ষস্য হিংসকো ভব।"

(২) এই শব্দই মূলে আছে, শব্দের অর্থ "বলের পুত্র" "Son of strength." —*Wilson.* কিন্তু সায়ণ পুত্র অর্থ "পালক" করিয়াছেন।

(৩) মূলে কেবল "ধনে হিতে" আছে, সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "শত্রুষু প্রক্ষিপ্তে ধনে।" "When a battle is imminent." বেদার্থ যত্ন।

(৪) "সুনৃতা দেবী প্রিয় সত্যরূপা বাগ্দেবতা।" সায়ণ।

(৫) মূলে "পংক্তিরাধসং" আছে। অর্থ "ব্রাহ্মণোক্ত হবিষ্পংক্ত্যাদিভি সমৃদ্ধং।" সায়ণ। "হবিষ্পাকক সমৃদ্ধং পঞ্চোপলক্ষিত বহুভির্হবির্ভির্যুক্তং যজ্ঞ।" বেদার্থযত্ন।

৪। যে মনুষ্য ঋত্বিককে গ্রহণ যোগ্য ধন দান করে সে [illegible] রহিত অন্ন লাভ করে; তাঁ[illegible]র জন্য আমরা ইলার নিকট যাচ্ঞা করিব। ইলা সুবীরা, তিনি ([illegible]কে) হনন করেন, তাঁহাকে কেহ হনন করিতে পারে না[illegible]।

৫। ব্রহ্মণস্পতি নিঃসন্দেহই পবিত্র মন্ত্র উচ্চারণ করেন(৬), সেই মন্ত্রে ইন্দ্র, বরুণ, মিত্র, ও অর্য্যমা দেবগণ অবস্থিতি করেন।

৬। হে দেবগণ! সুখের উৎপত্তি হেতু, এবং হিংসা দোষ রহিত সেই মন্ত্র আমরা যজ্ঞে উচ্চারণ করি। হে নেতৃগণ! যদি তোমরা এই বাক্য কামনা কর, তাহা হইলে সকল কমনীয় বাক্য তোমাদিগের নিকট উপনীত হইবে।

৭। যিনি দেবগণকে কামনা করেন, তাঁহার নিকট (ব্রহ্মণস্পতি ভিন্ন) কে আইসে? যিনি [illegible]যজ্ঞের জন্য) কুশ ছিন্ন করেন, তাঁহার নিকট ব্রহ্মণস্পতি (ভিন্ন) [illegible] পূর্ব্বে [illegible]সে? হব্যদাতা যজমান ঋত্বিকদিগের সহিত (যজ্ঞ স্থানে) প্রস্থান [illegible] করিয়াছেন(৭)।

৮। ব্রহ্মণস্পতি [illegible] শরীরে বল [illegible] থাদ্য [illegible] রাজগণের(৮) সহিত তিনি (শত্রু[illegible]) হনন করেন, ভয়ের সময় তিনি স্বস্থানে স্থির থাকেন। [illegible] বজ্রধারী, মহাধনের জন্য (যুদ্ধে) কিম্বা স্বল্প (যুদ্ধে) তাঁহাকে প্রোৎসাহ অথবা নিরুৎসাহ করে এরূপ কেহ নাই।

---

(৬) "ব্রহ্মণ" অর্থ প্রার্থনা বা মন্ত্র, এবং ব্রহ্মণস্পতি প্রার্থনা স্বরূপ দেব তাহা এই সূক্তে স্পষ্ট প্রতীয়মান হইতেছে। ১৮ সূক্তের টীকা দেখ।

(৭) মূলে "অন্তর্ব্বাবৎ ক্ষয়ং দধে" এই মাত্র আছে। সায়ন ক্ষয় অর্থে গৃহ করিয়াছেন, এবং অন্তর্ব্বাবৎ অর্থে "অন্তঃ স্থিত বহু ধনোপেতং" অথবা "অন্তস্থিত পুত্রপৌত্রাদি প্রযুক্ত বহুবিধ ধনোপেতং" করিয়াছেন।

(৮) "রাজভিঃ বরুণাদিভিঃ।" সায়ন।

৪১ সূক্ত।

বরুণ প্রভৃতি দেবতা। ঘোর পুত্র [illegible] ঋষি।

১। প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত বরুণ ও মিত্র ও অর্য্যমা(১) যাহাকে রক্ষা করেন কেহ তাহার হিংসা করিতে পারে না।

২। তাঁহারা যে লোককে যেন নিজের হস্ত দ্বারা ধনপূর্ণ করেন ও হিংসক হইতে রক্ষা করেন, সেই লোক কাহারও দ্বারা হিংসিত না হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

৩। (বরুণাদি) রাজগণ সেই (লোকদিগের) জন্য (শত্রুদিগের) দুর্গ বিনাশ করেন, শত্রুদিকেও বিনাশ করেন; পরে সেই (লোকদিগের) পাপ সমূহ অপনয়ন করেন।

৪। হে আদিত্যগণ! তোমাদিগের যজ্ঞে আসিবার পথ সুখগম্য ও কন্টক রহিত; এই যজ্ঞে তোমাদিগের জন্য মন্দ খাদ্য প্রস্তুত হয় নাই।

---

(১) মিত্র ও বরুণ সম্বন্ধে দ্বিতীয় সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ। বরুণ ও মিত্রের সহিত অর্য্যমাকে অনেক স্থানে স্তুতি করা হয়। অর্য্যমা কে? ৯০ সূক্তের ১ ঋকের টীকায় সায়ণ বলেন "অর্য্যমা অহোরাত্রবিভাগস্য কর্ত্তা সূর্য্যঃ।" অন্য এক স্থানে সায়ণ লিখিয়াছেন যে মিত্র ও বরুণ দিবা ও রাত্রি; "অর্য্যমা উভয়োর্ম ধাত্তী দেবঃ।" অতএব সায়ণের মতে প্রাতঃকাল বা প্রাতঃকালের সূর্য্যকে অর্য্যমা নামে প্রথম হিন্দুগণ পূজা করিতেন। পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমী মধ্যাহ্নের পূর্ব্বের সূর্য্যকে অর্য্যমা বলিয়াছেন, ১৪ সূক্তের ৪ ঋকের আদিত্য সম্বন্ধে টীকা দেখ।

বরুণ মিত্র ও অর্য্যমা তিন জনই প্রাচীন আর্য্যদিগের পূজ্যদেব ছিলেন সুতরাং প্রাচীন ইরানীয়দিগের ধর্ম্মপুস্তকে ইহাদের উপাসনা বা উল্লেখ দেখা যায়। হিন্দুদিগের মধ্যে যে রূপ ইরাণীদিগের মধ্যে ও সেই রূপ "অর্য্যমন্" প্রথমে আলোক বা সূর্য্যদেব ছিলেন। তিনি অনেক রোগের ঔষধি জানিতেন ইরানিয়দিগের বিশ্বাস। যখন পাপমতি অঙ্গ্রমৈন্যু ৯৯.৯৯৯ প্রকার রোগ সৃষ্টি করিল তখন ইরানীয়দিগের প্রধান দেব অহুর মজদ প্রতিকারের জন্য নৈরসংঘকে (সংস্কৃত নরাশংস অগ্নির নাম) দূত করিয়া অর্য্যমনের নিকট পাঠাইলেন।

"পরম কমনীয় অর্য্যমন্ সকল প্রকার রোগ ও মৃত্যু এবং যাতু ও পৈরিকা ও জৈনিদিগকে ধ্বংস করুন" জেন্দ অবস্থা ২২ ফর্গাদ।

৫। হে নেতা আদিত্যগণ! যে যজ্ঞে তোমরা ... দিয়া আইস সেই যজ্ঞে তোমাদের উপভোগ হউক।

৬। হে আদিত্যগণ! সেই (তোমাদের অনুগৃহীত) মনুষ্য কাহারও দ্বারা হিংসিত না হইয়া সমস্ত রমনীয় ধন সম্মুখেই প্রাপ্ত হয় এবং নিজের সদৃশ অপত্য প্রাপ্ত হয়।

৭। হে সখাগণ! মিত্র ও অর্য্যমা ও বরুণের মহত্বের অনুরূপ স্তোত্র কি প্রকারে সাধন করিব?

৮। (হে মিত্রাদিদেবগণ!) দেবাকাঙ্ক্ষী যজমানকে যে হনন করে, এবং যে কটু কহে, তাহার বিরুদ্ধে আমি তোমাদিগের নিকট অভিযোগ করি না; আমি ধন দ্বারা তোমাদিগকে পরিতৃপ্ত করি।

৯। (অক্ষক্রীড়ায়) যে লোক চারি (কপর্দ্দক হস্তে) ধারণ করে, সেই (কপর্দ্দক) ক্ষেপন পর্য্যন্ত যেরূপ তাহাকে (অপর পক্ষ) ভয় করে, সেই রূপ (যজমান) পরের নিন্দা করিতে ভাল বাসে না, (ভয় করে)(২)।



৪২ সূক্ত।

পূষা দেবতা। ঘোর পুত্র কণ্ব ঋষি।

১। হে পূষা(১) পথ পার করাইয়া দাও, (বিঘ্নহেতু) পাপ বিনাশ কর, হে মেঘ(২) পুত্র দেব! আমাদিগের অগ্রে যাও।

---

(২) এই ঋকে অনেকগুলি কথা উহ্য আছে। মূলে কেবল এই রূপ আছে "চতুরশ্চিৎ দদমানাৎ বিভীয়াৎ আনিধাতোঃ। ন দুরুক্তায় স্পৃহয়েৎ" তাহার শব্দের অর্থ এই "চারটি ধারণকারীকে নিক্ষেপ পর্য্যন্ত ভয় করে, দুর্ব্বাক্য ইচ্ছা করে না।"

---

(১) "পূষা" অর্থ "জগৎ পোষক পৃথিব্যভিমানি দেব।" সায়ণ। অর্থাৎ পৃথিবীর দেব; কিন্তু পূষার যেরূপ স্তুতি আছে তাহাতে তিনি পৃথিবী দেব এরূপ প্রতীয়মান হয় না। তবে প্রকৃত কোন বস্তুটী পূষা? যাস্ক নিরুক্তে লিখিয়াছেন "সর্ব্বেষাং ভূতানাং গোপায়িতা আদিত্যঃ।" অর্থাৎ পূষা সূর্য্য। এই অর্থই সঙ্গত এবং সকল পণ্ডিতদিগের সম্মত। "Pushan the sun."—*Goldstucker (Note on the Aswinas).* "In character he is a solar deity."—*Roth and Bothlingk*

২। হে পূষা! আঘাতকারী, অপহরণকারী ও দুষ্টাচারী যে কেহ আমাদিগকে (বিপরীত পথ) দেখাইয়া দেয়, তাহাকে পথ হইতে দূর করিয়া দাও।

৩। সেই মার্গ প্রতিবন্ধক, তস্কর(৩) কুটিলাচারীকে পথ হইতে দূরে তাড়াইয়া দাও।

৪। যে কেহ (প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ)(৪) উভয়ই (হরণ করে), এবং অনিষ্টসাধন(৫) ইচ্ছা করে; হে পূষা! তাহার পরসন্তাপক দেহ তোমার পদের দ্বারা দলিত কর।

৫। হে শত্রুবিনাশী ও জ্ঞানবান্ পূষা! যেরূপ রক্ষণাদ্বারা পিতৃগণকে উৎসাহিত করিয়াছিল, তোমার সেই রক্ষণা প্রার্থনা করিতেছি।

৬। হে সর্ব্ব ধনসম্পন্ন, অনেক সুবর্ণায়ুধযুক্ত, লোকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পূষা! তুমি অনন্তর ধনসমূহ দানে পরিণত কর।

(*translated by Muir*). "Pushan is usually synonym of the sun."—*Wilson*. "Une forme du soleil."—*Langlois*. "The sun as viewed by shepherds."—*Max Muller*. "যে পর্য্যন্ত সূর্য্যের তেজ অত্যুগ্র না হয় তাবৎ তাদৃশ অল্প তেজা সূর্য্যেকে পূষা কহে।" সত্যব্রত সামশ্রমী। বেদার্থযত্নও বলেন পূষা সূর্য্য প্রকাশরূপদেব, তজ্জন্যই তাঁহাকে মেঘের পুত্র বলা হইয়াছে, কেন না সূর্য্য প্রকাশ মেঘ হইতে বাহির হয়।

(২) পূষা পৃথিবী দেব, সায়ণ এই রূপ অর্থ করিয়া বিপদে পড়িয়াছেন, পৃথিবী মেঘপুত্র হবে কিরূপে? সায়ণ উত্তর দেন "মেঘস্য জলধারিত্বাৎ উদকপুত্র এবং মেঘ পুত্রো ভবতি" অর্থাৎ জলহইতে পৃথিবীর উৎপত্তি, মেঘ জল ধারণ করে, অতএব জলের পুত্রই মেঘের পুত্র! এই যুক্তিটী সঙ্গত নহে। যাস্কের মত অনুসারে পূষার সূর্য্য অর্থ করিলে স্তুতি বা কবিতায় তাঁহাকে মেঘপুত্র বলা অসঙ্গত নহে। কেন না মেঘের ভিতর হইতে সূর্য্য বাহির হয়েন।

(৩) মূলে "মুষিবাণং" আছে। "মুষীবানং তস্কররূপং। মুষীবেতি তস্করস্য নাম।" সায়ণ। [illegible] ৬

(৪) মূলে [illegible] যথা "[illegible]" শব্দ আছে। "প্রত্যক্ষাপহারঃ পরোক্ষাপহারী চ্চি যদ্বদ্বং ত[illegible]তা, সুধৃত্বায়ণ।

(৫) মূলে '[illegible]' শব্দ আছে "অস্মাসু অনিষ্টমযং শংসতঃ। অঘশংস তস্করের নাম [illegible] যশংসো বৃক ইতি তন্নামসু পাঠাৎ।" সায়ণ।

৭। বিঘ্নকারী শত্রুদিগকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে লইয়া যাও, সুখগম্য শোভনীয় পথদ্বারা আমাদিগকে লইয়া যাও, হে পূষা! তুমি এই (পথে) আমাদিগের রক্ষণের উপায় অবগত হও(৬)।

৮। শোভনীয় তৃণযুক্ত দেশে আমাদিগকে লইয়া যাও, পথে যেন নূতন সন্তাপ(৭) না হয়। হে পূষা! তুমি এই (পথে) আমাদিগের রক্ষণের উপায় অবগত হও।

৯। (আমাদিগকে অনুগ্রহ করিতে) সক্ষম হও, (আমাদিগের গৃহ ধনে) পরিপূর্ণ কর, (অন্য অভীষ্টবস্তু ও) দান কর, (আমাদিগকে) তীক্ষ্ণ তেজা কর, আমাদিগের উদর পুরণ কর; হে পূষা! তুমি এই পথে আমাদিগের রক্ষণের উপায় অবগত হও।

১০। আমরা পূষাকে নিন্দা করিনা, সূক্তদ্বারা স্তুতি করি, আমরা দর্শনীয় পূষার নিকট ধন যাচ্ঞা করি(৮)।

---

(৬) মূলে "ইহ ক্রতুংবিদঃ" আছে। ক্রমান্বয়ে তিনটী ঋকে এই শব্দগুলি আছে। অর্থ "ইহ অধ্বনি ক্রতুং প্রজ্ঞানমস্মদ্রক্ষণরূপং বিদঃজানীহি।" সায়ণ।

(৭) মূলে নবজ্বার শব্দ আছে। "নূতনঃ সন্তাপঃ।" সায়ণ। "Extreme heat."—*Wilson.*

(৮) এই সূক্তের কোন২ ঋক, বিশেষ ৮ ঋক হইতে প্রতীয়মান হয় যে সে সময়ের হিন্দু আর্য্যদিগের মধ্যে কোন২ অংশ মেষপালক ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া সুন্দর তৃণ অন্বেষণে স্থানে২ ভ্রমণ করিত। পূষা বিশেষরূপে তাহাদিগেরই রক্ষক, অতএব তিনি ভ্রমণে পথদর্শক। সে কালে ভ্রমণে কি রূপ বিপদ আপদ ছিল তাহাও এই সূক্ত হইতে কতক২ জানা যায়।

৪৩ সূক্ত।

রুদ্র প্রভৃতি দেবতা। ঘোর পুত্র কণ্ব ঋষি।

১। প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত অভীষ্ট বর্ষণকারী ও অতিশয় মহৎ রুদ্র(১) আমাদিগের হৃদয়ে অধিষ্ঠান করিতেছেন ; কবে তাঁহার উদ্দেশে সুখকর স্তোত্র পাঠ করিব ?

---

(১) প্রকৃতির মধ্যে কোন্ বস্তুকে প্রাচীন হিন্দুগণ রুদ্র বলিয়া উপাসনা করিতেন? ২৭ সূক্তের ১০ ঋকে রুদ্রকে অগ্নির রূপ বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে, পাঠক তাহা দেখিয়াছেন। সেই ঋক সম্বন্ধে যাস্ক নিরুক্তে বলেন "অগ্নিরপি রুদ্র উচ্যতে।" সায়ণ বলেন "রুদ্রায় ক্রূরায় অগ্নয়ে।" অতএব উভয় যাস্ক ও সায়ণের মতে ঐ ঋকে রুদ্র শব্দের অর্থ অগ্নি। ৩৯ সূক্তের ৪ ঋকে মরুৎগণকে "রুদ্রাসঃ" বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে তাহা পাঠক দেখিয়াছেন। সায়ণ "রুদ্রাসঃ" অর্থে "রুদ্রপুত্রা মরুতঃ" করিয়াছেন। অতএব তথায় রুদ্র মরুৎগণের পিতা। আর একটী কথা বিবেচনা করিতে হইবে। রুদ্ ধাতুর একটী অর্থ শব্দ করা অথবা গর্জ্জন করা। "রুদ্র" অগ্নিরূপী ঝড়ের পিতা, শব্দায়মান দেব। অতএব স্পষ্টই প্রতীয়মান হইতেছে যে রুদ্রের আদিম অর্থ বজ্র। See Weber's *Indische Sutdien*, translated in Muir's *Sanscrit Texts*, vol. IV. See also Max Muller's *Origin and Growth of Religion* (1882), p. 216.

অতএব বেদ রচনাকালে শব্দায়মান ও ভয়ঙ্কর ঝড়ের পিতা, অগ্নিরূপী বজ্রকে হিন্দুগণ রুদ্র বলিয়া উপাসনা করিতেন। তাহা হইতে পৌরাণিক মহাদেবের কিরূপে উৎপত্তি হইল অনুমান করা কঠিন নহে। প্রাচীনকালে সরল আর্য্যগণ প্রকৃতির প্রত্যেক বিস্ময়কর বস্তু ও কার্য্যে একটী দেবতা অনুমান করিতেন, কিন্তু যখন সভ্যতার সঙ্গে২ জ্ঞানের উন্নতি সাধন হইল, যখন হিন্দুগণ প্রকৃতির সকল কার্য্যে একই নিয়ম ও একই কর্ত্তা অনুভব করিতে পারিলেন, তখন সমস্ত সৃষ্টির এক জন সৃষ্টিকর্ত্তা পালনকর্ত্তা ও ধ্বংসকারী আছেন স্থির করিলেন। সেই এক ঈশ্বরের ধ্বংসকারী রূপকে কি নাম দিবেন? বেদে সমস্ত সৃষ্টির এক ধ্বংসকারী কোন দেব নাই, কিন্তু বিনাশকারী ভয়ঙ্কর বজ্রের এক জন দেব আছেন। অতএব সেই নাম দ্বারা পৌরাণিক হিন্দুগণ সমস্ত জগতের ধ্বংসকারীকে উপাসনা করিতে লাগিলেন।

ক্রমে পৌরাণিক কথা বাড়িতে লাগিল। উমা বা দুর্গা বা অম্বিকা, কালী বা করালী, মহাদেবের পত্নী এটী পৌরাণিক কথা। ঋগ্বেদে এই সকল দেবীর পরিচয় নাই। মণ্ডুক উপনিষদে কালী ও করালী দুইটী অগ্নি জিহ্বা মাত্র এরূপ দেখা যায়, যথা "(অগ্নির) সাতটী চঞ্চল জিহ্বার নাম কালী, করালী, মনোজবা, সুলোহিতা, সুধূম্রবর্ণা, স্ফুলিঙ্গিনী, ও দেবী বিশ্বরূপী।" দুর্গাও অগ্নির একটী নাম মাত্র ছিল। যখন বেদের বজ্র বা অগ্নিরূপ "রুদ্র" পুরাণের সংহারকারী মহাদেব হইয়া দাঁড়াইলেন, তখন অগ্নির বা অগ্নিজিহ্বার যে নামগুলি ছিল তাহাকে সেই মহাদেবের পত্নী বলিয়া বর্ণনা করা গেল।

২। যদ্দ্বারা অদিতি আমাদিগের জন্য, পশুর জন্য, মনুষ্যের জন্য, গাভীর জন্য, এবং আমাদিগের অপত্যের জন্য রুদ্রীয় ঔষধি প্রদান করেন(২)।

৩। যদ্দ্বারা মিত্র ও বরুণ ও রুদ্র ও সমানপ্রীতিযুক্ত সকল দেবগণ আমাদিগকে অনুগ্রহ করেন।

৪। রুদ্র স্তুতিপালক, যজ্ঞপালক, এবং উদকরূপ ঔষধিযুক্ত; তাঁহার নিকট আমরা (বৃহস্পতি পুত্র) শংযুর ন্যায় সুখ যাচ্ঞা করি।

৫। যে রুদ্র সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ ও হিরণ্যের ন্যায় উজ্জ্বল, যিনি দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, ও নিবাসের হেতু।

৬। আমাদিগের অশ্ব, মেষ, মেষী, পুরুষ, স্ত্রী, ও গোজাতিকে সুগম্য সুখ প্রদান করেন।

৭। হে সোম! আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে শত মনুষ্যের ধন দান কর; এবং মহৎ ও প্রভূত বলযুক্ত অন্ন দান কর।

৮। সোমপ্রতিবন্ধকেরা(৩) ও শত্রুগণ আমাদিগকে যেন হিংসা না করে; হে সোম(৪)! আমাদিগকে অন্ন দান কর।

৯। হে সোম! তুমি অমর ও উত্তম স্থান প্রাপ্ত, তুমি শিরঃ স্থানীয় হইয়া যজ্ঞ গৃহে(৫) তোমার প্রজাদিগকে কামনা কর; সে প্রজা-গণ তোমাকে বিভূষিত করে, তুমি তাহাদিগকে জান।

বাজসনেয়ী সংহিতায় অম্বিকা রুদ্রের ভগ্নী এরূপ লিখিত আছে। কেন উপণিষদে উমার উল্লেখ আছে, তথায় তিনি রুদ্রের পত্নী নহেন, ব্রহ্মার স্বরূপ ইন্দ্রের নিকট ব্যাখ্যা করিতেছেন।

রুদ্র সম্বন্ধে আর একটী কথা বলিবার আছে। রুদ্রের একটী নাম "ভব" বেদে স্থানেঽ পাওয়া যায়। Max Muller স্থির করিয়াছেন গ্রীকদিগের সূর্য্যদেব Phœbus এই "ভবের" রূপান্তর মাত্র।

(২) সায়ণ "অদিতিঃ" অর্থে "ভূমিঃ" করিয়াছেন, এবং "রুদ্রিয়ং" অর্থে "রুদ্র সম্বন্ধি ভেষজং" করিয়াছেন।

(৩) মূলে "সোম পরিবাধঃ" আছে, অর্থ "সোমস্য পরিতো বাধকা যাগরহিতাঃ।" সায়ণ।

(৪) মূলে "ইন্দু" শব্দ আছে, অর্থ "সোম।" সায়ণ। উইলসনের অনুবাদে এ স্থানে "ইন্দ্র" শব্দ আছে।

(৫) মূলে "সাভা" আছে। "সংনহনযুক্তে যজ্ঞ গৃহে।" সায়ণ।

৪৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি অমর, এবং সর্ব্ব ভূতজ্ঞ(১)। তুমি ঊষার নিকট হইতে নিবাসযুক্ত(২) ও বিচিত্র ধন হব্যদাতা যজমানকে আনিয়া দাও; অদ্য ঊষাকালে জাগরিত দেবগণকে লইয়া আইস।

২। হে অগ্নি! তুমি (দেবগণের) সেবিত দূত, তুমি হব্য বহন কর, তুমি যজ্ঞের রথী(৩); তুমি অশ্বিদ্বয় ও ঊষার সহিত শোভনীয় বীর্য্যযুক্ত ও প্রভূত ধন আমাদিগকে দান কর।

৩। অগ্নি দূত, নিবাসের হেতু, অনেকের প্রিয়, ধূমরূপ ধ্বজাযুক্ত, প্রসিদ্ধ জ্যোতিদ্বারা অলঙ্কৃত, এবং ঊষাকালে যজমানদিগের যজ্ঞ সেবন করেন(৪); সেই অগ্নিকে অদ্য আমরা বরণ করি।

৪। অগ্নি শ্রেষ্ঠ, অতিশয় যুবা(৫), সর্ব্বদর্শী গমনশীল(৬), সকলের আহূত, হব্যদাতার প্রতি প্রীত, এবং সর্ব্বভূতজ্ঞ। ঊষাকালে দেবগণের অভিমুখে গমনার্থ আমি তাঁহাকে স্তুতি করি।

৫। হে অমর বিশ্বপালক, হব্যবাহী ও যজ্ঞার্হ অগ্নি! তুমি বিশ্বের ত্রাণকর্ত্তা, মরণরহিত, ও যজ্ঞনির্ব্বাহক; আমি তোমাকে স্তুতি করিব।

---

(১) মূলে "জাতবেদঃ" আছে। "জাতানাং বেদিতঃ।" সায়ণ। অগ্নি সম্বন্ধে এই বিশেষণটী অনেক বার ব্যবহৃত হইয়াছে।

(২) মূলে "বিবস্বৎ" আছে। "বিশিষ্ট নিবাসোপেতং।" সায়ণ।

(৩) "রথীঃ রথস্থানীয়।" সায়ণ। অর্থাৎ রথের ন্যায় যজ্ঞ বহন করিয়া লইয়া যাও।

(৪) মূলে "যজ্ঞানাং অধ্বরশ্রিয়ং" আছে। সায়ণ "যজ্ঞানাং" অর্থ "যজমানানাং" এবং "শ্রিয়ং" অর্থ "সেবিনং" করিয়াছেন।

(৫) মূলে "যবিষ্ঠ" আছে। গ্রীকদিগের দেব "Hephaistos" এই শব্দের রূপান্তর, পণ্ডিতগণ এই রূপ বিবেচনা করেন। ১২ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখ।

(৬) মূলে "অতিথি" শব্দ আছে। "সতত গমনশীলং।" সায়ণ। কিন্তু ইউ-রোপীয় অনুবাদকগণ অতিথির সহজ অর্থই করিয়াছেন। "Hote."—*Langlois*. "Guest."—*Wilson*.

৬। হে যুবতম অগ্নি! তুমি স্তোতার স্তুতিভাজন ও তোমার শিখা আনন্দদায়ী, তুমি আহূত হইয়া (আমাদিগের অভিপ্রায়) উপলব্ধি কর। প্রস্কণ্ব জীবিত থাকে এ জন্য তাহার আয়ুঃ বৃদ্ধি করিয়া দাও, সেই দেবপরায়ণ জনকে সম্মান কর।

৭। তুমি হোমনিষ্পাদক ও সর্ব্বজ্ঞ, তোমাকে লোকে দীপ্তিমান্ করে; হে অগ্নি! তুমি অনেকের আহূত, প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত দেবগণকে শীঘ্র এই (যজ্ঞে) লইয়া আইস।

৮। হে শোভনীয় যজ্ঞযুক্ত অগ্নি! রাত্রির(৭) প্রভাতে সবিতা উষা অশ্বিদ্বয় ভগ ও অগ্নিকে লইয়া আইস; হব্যবাহী, কণ্বেরা(৮) সোম অভিষব করিয়া তোমাকে জ্বালাইতেছে।

৯।* হে অগ্নি! তুমি লোকদিগের যজ্ঞের পালক, তুমি (দেবগণের) দূত, উষাকালে জাগরিত সূর্য্যদর্শী দেবগণকে অদ্য সোমপানার্থ লইয়া আইস।

১০। হে প্রভাযুক্ত ধনবান্ অগ্নি! তুমি সকলের দর্শনীয়, তুমি পূর্ব্বগামী উষার পর দীপ্ত হও; তুমি গ্রামসমূহে রক্ষক, তুমি যজ্ঞসমূহে পুরোহিত, তুমি (বেদীর) পূর্ব্বে মনুষ্য।

১১। হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞের সাধন, তুমি দেবগণের আহ্বানকারী ঋত্বিক্, তুমি প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত এবং শত্রুদিগের আয়ুঃ ক্ষয়কারী, তুমি দেবগণের দূত ও অমর, আমরা মনুর ন্যায় তোমাকে (যজ্ঞস্থানে) স্থাপন করি।

---

(৭) মূলে "ক্ষপঃ" শব্দ আছে (Max Muller's edition of Text and Commentary: London, 1849) কিন্তু সায়ণ এ শব্দের কোনও অর্থ দেন নাই "ব্রবঃ" শব্দের অর্থ দিয়াছেন "প্রবোধমাত্মস্তুতিরূপমভিলক্ষ্য।" বোধ হয় তিনি যে গ্রন্থ হইতে টীকা করিয়াছেন তাহাতে "ক্ষপঃ" স্থানে "ব্রবঃ" ছিল।

(৮) মূলে "কণ্বাসঃ" শব্দ আছে, অর্থ কণ্ব বংশীয়েরা। "Les fils de Canwa."—*Langlois*. "The Kanvas."—*Wilson*. কিন্তু সায়ণ এই স্থানে ও অপরাপর স্থানে "কণ্বাসঃ" অর্থ "মেধাবিন ঋত্বিজঃ" করিয়া গিয়াছেন।

১২। মিত্রদিগের পূজক হে অগ্নি! যখন যজ্ঞমধ্যে পুরোহিত(৯) রূপে তুমি দেবগণের দূতের কর্ম্ম সম্পাদন কর, তখন তোমার সমুদ্রের প্রকৃষ্টধ্বনিযুক্ত ঊর্ম্মিসমূহের ন্যায় তোমার অর্চিঃসমূহ দীপ্তিমান্ হয়।

১৩। হে অগ্নি! তোমার কর্ণ শ্রবণসমর্থ (আমাদিগের বচন) শ্রবণ কর; মিত্র ও অর্য্যমা ও অন্য যে দেবগণ প্রাতঃকালে (দেবযজ্ঞে) গমন করেন তোমার সহগামী সেই হব্যবাহী দেবগণের সহিত এই যজ্ঞ লক্ষ্য করিয়া কুশে উপবেশন করুন।

১৪। মরুৎগণ দানশীল, অগ্নিজিহ্ব(১০), এবং যজ্ঞবর্দ্ধন করেন, তাঁহারা আমাদিগের স্তোত্র শ্রবণ করুন; ধৃতব্রত বরুণ অশ্বিদ্বয় ও ঊষার সহিত সোমপান করুন।

---

৪৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। [illegible]র পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি এই [illegible]জ্ঞ) বসুদিগকে, রুদ্রদিগকে, এবং আদিত্যদিগকে(১) অর্চনা কর; এব[illegible] [illegible]ভনীয় যজ্ঞযুক্ত ও জলসেককারী মনুজাত (অন্য দেবতা) জনকেও(২) অর্চনা [illegible]

---

(৯) মূলে "পুরোহিতোঽন্তরঃ" আছে। এই [illegible] এবং অন্যান্য অনেক স্থানে সায়ণ "পুরোহিতঃ" অর্থে সম্মুখে স্থাপিত করিয়াছেন; "বেদেঃ পূর্ব্বস্যাং দিশি স্থাপিতঃ।" "অন্তরঃ" অর্থ "দেব যজন মধ্যে বর্ত্তমানঃ।" সায়ণ।

(১০) "অগ্নি র্জিহ্বাস্থানীয়ো মুখ্যো যেষু মরুৎসু তাদৃশাঃ।" সায়ণ।

---

(১) পৌরাণিক অষ্ট বসুর নাম ধব, ধ্রুব, সোম, বিষ্ণু, অনিল, অনল, প্রত্যুষ, ও প্রভাব। পৌরাণিক একাদশ রুদ্র এই,—

মৃগব্যাধশ্চ সর্পশ্চ নির্ঋতিশ্চ মহাযশাঃ।
অজৈকপাদহির্ব্বুধ্নঃ পিনাকী চ পরন্তপঃ॥
দহনোঽথেশ্বরশ্চৈব কপালী চ বিশাম্পতিঃ।
স্থাণুর্ভগশ্চ ভগবান্ রুদ্রাস্তত্রাবতস্থিরে॥

মহাভারত। আদিপর্ব্ব ১২১ অধ্যায়। এবং দ্বাদশ আদিত্য সম্বন্ধে ১৪ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ।

(২) মূলে "জনং মনুজাতং" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "মনুনা প্রজাপতিনা উৎপাদিতম্।" "জনং অন্যামপি দেবতারূপং প্রাণিনং।" এই সূক্তের ৯ ও ১০ ঋক দেখ।

২। হে অগ্নি! বিশিষ্ট প্রজ্ঞাসম্পন্ন দেবগণ হব্যদাতাকে ফলদান করেন; হে অগ্নি! তোমার রোহিত নামক অশ্ব আছে, এবং তুমি স্তুতি ভাজন, তুমি সেই ত্রয়স্ত্রিংশ(৩) দেবগণকে এই স্থানে লইয়া আইস।

৩। হে অগ্নি! তুমি প্রভূত কর্ম্মা এবং সর্ব্বভূতজ্ঞ। প্রিয়মেধা অত্রি বিরূপ ও অঙ্গিরা নামক ঋষিদের(৪) আহ্বান যেরূপ শ্রবণ করিয়াছিলে সেইরূপ প্রস্কণ্বের আহ্বান শ্রবণ কর।

৪। অগ্নি যজ্ঞ সমূহের মধ্যে বিশুদ্ধ আলোক দ্বারা দীপ্যমান্ হন, প্রৌঢ়কর্ম্মা প্রিয়মেধাগণ রক্ষার জন্য অগ্নিকে আহ্বান করিয়াছিলেন।

৫। কণ্বের পুত্রেরা যে স্তুতি দ্বারা রক্ষার জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছেন, হে ঘৃতাহূত ফলপ্রদ অগ্নি! সেই স্তুতি সমূহ শ্রবণ কর।

৬। হে অগ্নি! তুমি প্রভূত বিবিধ অন্নযুক্ত এবং বহুলোকের প্রিয়; তোমার দীপ্তিরূপ কেশ আছে, মনুষ্যেরা(৫) তোমাকে হব্যবহনের জন্য আহ্বান করে।

৭। হে অগ্নি! তুমি আহ্বানকারী ঋত্বিক্, এবং বহুধন দাতা, তোমার কর্ণ শ্রবণ সমর্থ, তোমার খ্যাতি বহু বিস্তৃত; মেধাবীগণ তোমাকে যজ্ঞে স্থাপন করিয়াছেন।

৮। হে অগ্নি! হব্যদাতার জন্য হব্য ধারণ করিয়া মেধাবী ঋত্বিকেরা সোম অভিষুত করিয়া অন্নের নিকট তোমাকে আহ্বান করিতেছে; তুমি মহান্ ও প্রভাসম্পন্ন।

(৩) ৩৪ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ।

(৪) পুরাণে স্বয়ম্ভুব মনুর এক সন্তানের নাম প্রিয়ব্রত, এবং বৈবস্বত মনুর সন্ততিদিগের মধ্যে বিরূপ একজন। অত্রি সম্বন্ধে ১১২ সূক্তের ৭ ঋক ও ১১৬ সূক্তের ৮ ঋকের টীকা দেখ। অঙ্গিরা সম্বন্ধে ৩১ সূক্তের ১ ঋক ও ৭১ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ।

(৫) মূলে "বিশ্ব জন্তবঃ" আছে, অর্থ "প্রজাসু উৎপন্না যজমানাঃ।" সায়ণ।

৯। হে অগ্নি! তুমি বল দ্বারা উৎপন্ন(৬), তুমি ফলদাতা এবং নিবাস হেতু; অদ্য এই স্থানে প্রাতে আগমনকারী দেবগণকে ও (অন্য দেবতা জনকে(৭) সোম পানার্থ কুশের উপর আনয়ন কর।

১০। হে অগ্নি! সম্মুখস্থ দেবতারূপ প্রাণীকে(৮) (দেবগণের সহিত) সমান আহ্বান দ্বারা অর্চনা কর; হে দানশীল দেবগণ! এই সোম তোমাদিগের জন্য কল্য(৯) প্রস্তুত হইয়াছে, ইহা পান কর।

---

৪৬ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি।

১। প্রিয় উষা ইহার পূর্ব্বে দেখা দেন নাই, ঐ তিনি আকাশ হইতে অন্ধকার দূর করিতেছেন। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের প্রভূত স্তুতি করি।

২। যে দর্শনীয় সমুদ্রপুত্র(১) দেবদ্বয় মনের দ্বারা ধন দান করেন, এবং আমরা যজ্ঞ সম্পাদন করিলে নিবাসস্থান [illegible]ন করেন।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের রথ যখন প্রশংসিত স্বর্গলোকে অশ্বগণ দ্বারা নীত হয়, তখন আমরা তোমাদের স্তুতি উচ্চারণ করি।

---

(৬) মূলে "সহস্কৃত" আছে, অর্থ "বলেন মথিত।" সায়ণ। অর্থাৎ কাষ্ঠ বল দ্বারা ঘর্ষিত হইলে অগ্নি উৎপন্ন হয়।

(৭) মূলে "দৈব্যং জনং" আছে, অর্থ "[illegible]পি দেবতাজনম্।" সায়ণ।

(৮) প্রথম, নবম ও দশম ঋকে যে মনুজাত দেবতারূপ প্রাণীর উল্লেখ আছে, যিনি দেবতাগণের সহিত সমান পূজার্হ তিনি কে?

(৯) মূলে "তিরো অহ্ন্যং" আছে। "পূর্ব্বস্মিন্ অহনি অভিষুতো যঃ সোম উত্তরে অহনি হূয়তে তৎসোম্যমহ্নেষ্বং।" সায়ণ।

---

(১) "যদ্যপি সূর্য্যচন্দ্রমসৌ এব সমুদ্রজৌ তথাপি অশ্বিনোঃ কেষাং চিৎমতেন তদ্রূপত্বাৎ তথাত্বং।" সায়ণ। তৃতীয় সূক্তের প্রথম ঋকের টীকায় অশ্বিদ্বয় সম্বন্ধে যাস্কের মত দেখ।

৪। হে নরদ্বয়! পূরণকারী, পালনকারী, যজ্ঞদর্শী, ও জলপো (সূর্য্য) আমাদিগের হব্য দ্বারা (দেবগণকে) পূরণ করেন।

৫। হে নাসত্যদ্বয়! আমাদিগের প্রিয় স্তুতি গ্রহণ করি তোমাদিগের বুদ্ধি পরিচালক যে তীব্র সোম আছে তাহা পান কর।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! যে জ্যোতির্ম্ময়(২) অন্ন অন্ধকার বিন করিয়া(৩) আমাদিগকে তৃপ্তি দান করে; সেই অন্ন আমাদিগকে প্রদান কর।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! স্তুতি সমূহের(৪) পারে গমনার্থ নৌকারূঢ় আইস, আমাদিগের অভিমুখে তোমাদিগের রথ সংযোজিত কর।

৮। তোমাদের আকাশ অপেক্ষাও বিস্তীর্ণ যান সমুদ্রের ঘাটে রহিয়াছে, (ভূমিতে) রথ রহিয়াছে; সোমরস তোমাদের যজ্ঞ কর্ম্মে মিশ্রিত হইয়াছে।

৯। হে কণ্বগণ! (অশ্বিদ্বয়কে জিজ্ঞাসা কর), দিবালোক হইতে সূর্য্যরশ্মি আসিসে, বৃষ্টির উৎপত্তি স্থানে (অর্থাৎ অন্তরীক্ষে) আমাদিগের নিবাস হেতু (জ্যোতিঃ আবির্ভূত হয়); (হে অশ্বিদ্বয়)! তোমাদের স্বরূপ (ইহার মধ্যে) কোন্ স্থানে রাখিতে ইচ্ছা কর(৫)?

১০। (সূর্য্যের) প্রভা ঊষাকালের আলোক উৎপন্ন করিয়াছিল, সূর্য্য উদিত হইয়া হিরণ্যের ন্যায় হইয়াছিলেন, (অগ্নি সূর্য্যের মধ্যে প্রবেশ করায়) কৃষ্ণবর্ণ হইয়া আপন জিহ্বা দ্বারা প্রকাশ পাইয়াছিলেন।

---

(২) মূলে "জ্যোতিষ্মতী" আছে। "রসবীর্য্যাদিরূপজ্যোতির্যুক্ত।" সায়ণ।

(৩) মূলে "তমস্তিরঃ" আছে। "তমো দারিদ্র্যরূপমন্ধকারং তিরঃ অন্তর্হিতং বিনষ্টং কৃত্বা।" সায়ণ।

(৪) "মতীনাং" অর্থ সায়ণ "স্তুতীনাং" করিয়াছেন।

(৫) মূলে অনেক শব্দ উহ্য আছে, সায়ণ পূরণ করিয়া দিয়াছেন। মূলে যে শব্দগুলি আছে তাহার অর্থ এই রূপ হয়।

"হে কণ্বগণ! দিব্য লোকে হইতে রশ্মিসমূহ, জলের স্থানে নিবাসহেতু, নিজ রূপ কোথায় রাখিতে ইচ্ছা কর?।"

১১। (রাত্রির) পারে গমনার্থ সূর্য্যের সুন্দর পথ নির্ম্মিত হইয়াছিল, সূর্য্যের বিস্তৃত দীপ্তি দৃষ্ট হইয়াছিল(৬)।

১২। অশ্বিদ্বয় হর্ষ নিমিত্ত সোমপান করেন; স্তুতিকারক তাঁহাদের পুনঃ পুনঃ রক্ষণ কার্য্য বিভূষিত করেন।

১৩। হে সুখদাতা অশ্বিদ্বয়! তোমরা যেরূপ মনুতে নিবাস করিয়াছিলে, সেই রূপ পরিচর্য্যারত যজমানে(৭) নিবাস করিয়া সোমপান নিমিত্ত এবং স্তুতির জন্য আগমন কর।

১৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা চতুর্দ্দিকবিচারী; তোমাদিগের শোভা অনুসরণ করিয়া ঊষা আগমন করুন(৮); রাত্রিতে সম্পাদিত যজ্ঞের হব্য তোমরা গ্রহণ কর।

১৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উভয়ে পান কর, উভয়েই প্রশস্ত রক্ষণ কার্য্য দ্বারা আমাদিগকে সুখ দান কর।

---

(৬) মূলে সূর্য্য শব্দ নাই, এক স্থলে "ঋতস্য" আছে অপর স্থলে "দিবঃ" আছে। সায়ণ উভয় শব্দের অর্থ সূর্য্য করিয়াছেন। "Lo, the good road of the true religion for crossing over (misery) has manifested itself." বেদার্থযত্ন।

(৭) মূলে "বিবস্বতি" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "পরিচরণবতি যজমানে।"

(৮) অশ্বিদ্বয়ের পর ঊষা আগমন করিবেন কেন? ঊষার পূর্ব্বে আকাশে যে আলোক ও অন্ধকার মিশ্রিত থাকে তাহাদেরই অশ্বিদ্বয় নামে প্রথম হিন্দুগণ উপাসনা করিতেন। ৩ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।



চতুর্থ অধ্যায়।

---

৪৭ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি।

১। হে যজ্ঞবর্দ্ধয়িতা অশ্বিদ্বয়! এই অতিশয় মধুর সোম তোমাদিগের জন্য অভিষুত হইয়াছে; ইহা কল্য প্রস্তুত হইয়াছে, পান কর এবং হব্যদাতা যজমানকে রমণীয় ধন দান কর।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের ত্রিবন্ধুর(১) যুক্ত ও ত্রিকোণ(২) ও সুরূপ(৩) রথে আগমন কর; কণ্বপুত্রেরা যজ্ঞে তোমাদিগের স্তোত্র পাঠ করিতেছে, তাহাদিগের আহ্বান সাদরে শ্রবণ কর।

৩। হে যজ্ঞবর্দ্ধয়িতা অশ্বিদ্বয়! অতিশয় [illegible]র সোম পান কর; তাহার পর হে দস্রদ্বয়! অদ্য রথে ধন লইয়া হব্যদাতার নিকট গমন কর।

৪। হে সর্ব্বজ্ঞ অশ্বিদ্বয়! কক্ষাত্রয়ে স্থিত যজ্ঞকুশে(৪) থাকিয়া মধুর রস দ্বারা যজ্ঞ সিক্ত কর; হে অশ্বিদ্বয়! দীপ্তিমান্ কণ্বপুত্রেরা সোম অভিষব করিয়া তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে।

---

(১) মূলে "ত্রিবন্ধুরেণ" আছে। "ত্রিবিধ বন্ধনকাষ্ঠযুক্তেন।" সায়ণ। "Three-columned."—*Wilson.*

(২) মূলে "ত্রিবৃতা" আছে। ত্রিবৃত শব্দের অর্থ ৩৪ সূক্তের ৯ ঋকের টীকা দেখ। কিন্তু সায়ণ এস্থানে ত্রিবৃত শব্দের অন্য অর্থ করিয়াছেন। "লোকত্রয়ে বর্ত্তমানেন।" সায়ণ। পূর্ব্বের অর্থই আমাদিগের সঙ্গত বোধ হয়।

(৩) মূলে "সুপেশসা" আছে। "শোভন সুবর্ণযুক্তেন।" সায়ণ। কিন্তু ৪৬ সূক্তের ২ ঋকের টীকা দেখ।

(৪) মূলে "ত্রিষধস্থে বর্হিষি" আছে। "কক্ষ্যাত্রয় রূপেণ আস্তীর্ণতয়া ত্রিষু স্থানেষু অবস্থিতে বর্হিষি।" সায়ণ। "Thrice-heaped sacred grass."—*Wilson.*

৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উভয়ে যে অভীষ্ট রক্ষণকার্য্য দ্বারা কণ্বকে রক্ষা করিয়াছিলে, হে শোভনকর্ম্মপালক! সেই রক্ষণকার্য্যদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর; হে যজ্ঞবর্দ্ধক! সোম পান কর।

৬। হে দস্রদ্বয়! তোমরা রথে ধন লইয়া সুদাসকে(৫) অন্ন আনিয়া দিয়াছিলে, সেইরূপ অন্তরীক্ষ হইতে(৬) অথবা দ্যুলোক হইতে অনেকের বাঞ্ছিত ধন আমাদিগকে দান কর।

৭। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা দূরেই থাক অথবা নিকটেই থাক, সূর্য্যোদয় কালে সূর্য্যরশ্মির সহিত নিজ সুনির্ম্মিত রথে আমাদিগের নিকট আইস।

৮। তোমরা সর্ব্বদা যাগসেবী; তোমাদের সপ্ত (অশ্ব) তোমাদিগকে নিকটে আনিয়া সবনাভিমুখে লইয়া যাউক; হে নরদ্বয়! শুভকর্ম্মকারী ও দানশীল যজমানকে অন্ন দান করিয়া তোমরা কুশে উপবেশন কর।

৯। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা যে রথে ধন লইয়া হব্যদাতাকে সর্ব্বদা দান করিয়াছ, সেই সূর্য্যরশ্মিপরিবেষ্টিত রথে মধুর সোমপানার্থ আগমন কর।

১০। আমরা রক্ষার জন্য উক্থ দ্বারা ও স্তোত্রদ্বারা প্রভূতধন-শালী অশ্বিদ্বয়কে আমাদিগের অভিমুখে(৭) আহ্বান করিতেছি; হে অশ্বিদ্বয়! কণ্বপুত্রদিগের প্রিয় সদনে তোমরা সর্ব্বদাই সোম পান করিয়াছ।

---

(৫) "সুদাসে শোভন দানযুক্তায় রাজ্ঞে পিজবন পুত্রায়।" সায়ণ। পুরাণে দুই জন সুদাস রাজার কথা আছে, এক জন সূর্য্যবংশীয় অপর জন চন্দ্র বংশীয়। "সুদাস পিজবন রাজার পুত্র এবং ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ১৩৩ সূক্তের রচক ঋষি বশিষ্ঠ ও বিশ্বামিত্র ঋষিদ্বয় তাঁহার রাজসভায় পুরোহিত ছিলেন * * ঋগ্বেদের ৭। ১৮। ২৫ ঋকে সুদাস পিজবনরা দিবোদাসের পুত্র বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছেন।" রমানাথ সরস্বতী।

(৬) "সমুদ্রাৎ অন্তরিক্ষাৎ।" সায়ণ।

(৭) মূলে "উক্থেভিঃ" এবং "অর্কৈঃ" আছে। "With chanted and recited hymns."—*Wilson.* "Par nos hymnes et nos prières."—*Langlois.*

৪৮ সূক্ত।

উষা দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি।

১। হে দেবদুহিতা উষা! আমাদিগকে ধন দান করিয়া প্রভাত কর; হে বিভাবরি! প্রভূত অন্ন দান করিয়া প্রভাত কর; হে দেবি! দানশীল হইয়া (পশুরূপ) ধনদান করিয়া প্রভাত কর।

২। (উষা) অশ্বযুক্তা গোসম্পন্না এবং সকল ধনপ্রদাত্রী; (প্রজাদিগের) নিবাসের জন্য তাঁহার অনেক (সম্পত্তি) আছে; হে উষা! আমাকে সুনৃত বাক্য, বল, এবং ধনবান্‌দিগের ধন দাও।

৩। উষা (পুরাকালে) বাস করিতেন (অর্থাৎ প্রভাত করিতেন), অদ্যও প্রভাত করিতেছেন; ধনলুব্ধ লোক যেরূপ সমুদ্রে (নৌকা) প্রেরণ করে, উষার আগমনে যে রথসমূহ সজ্জীকৃত হয়, উষা তাহা সেইরূপে প্রেরণ করেন।

৪। হে উষা! তোমার আগমন হইলে বিদ্বান্ লোকে দানে মনোনিবেশ করে, এবং অতিশয় মেধাবী কণ্বঋষি(১) দানশীল মনুষ্যদিগের প্রসিদ্ধ নাম উষাকালেই উচ্চারণ করেন।

৫। উষা গৃহকার্য্যনেত্রী গৃহিণীর ন্যায় সকলকে পালন করিয়া আগমন করেন; তিনি জঙ্গম প্রাণীদিগের(২) পরমায়ু হ্রাস করেন, পদযুক্ত প্রাণীদিগকে গমন করান, এবং পক্ষীদিগকে উড়াইয়া দেন।

---

(১) মূলে "কণ্বঃ কণ্বতমঃ" আছে, অর্থাৎ "কণ্বতমোঽতিশয়েন মেধাবী কণ্বোমহর্ষিঃ।" সায়ণ। কণ্ব শব্দের উভয় অর্থ এই স্থানে দৃষ্ট হয়।

(২) মূলে "জরয়ন্তি বৃজনং" আছে, অর্থ "গমনশীলং জঙ্গমং প্রাণিজাতং জরয়ন্তী জরাং প্রাপয়ন্তী।" সায়ণ। অতএব সায়ণ অর্থ করিয়াছেন যে উষা জঙ্গম জীবদিগকে জীর্ণ করেন, অর্থাৎ সেই প্রাণীগণ পরমায়ুর আর এক দিন গেল বলিয়া জীর্ণ হয়। "Conducting all transient (creatures) to decay."—*Wilson.* কিন্তু পণ্ডিতবর Benfey এবং Bollenson এই স্থানে "জরয়ন্তী" অর্থ জাগরিত করণ স্থির করিয়াছেন, এবং তদনুসারে Muir অনুবাদ করিয়াছেন "She hastens on arousing footed creatures."

৬। তুমি সমীচীন চেষ্টাবান্ পুরুষকে কার্য্যে প্রেরণ কর, তুমি ভিক্ষুকদিগকেও প্রেরণ কর, তুমি নীহারবর্ষী এবং অধিকক্ষণ অবস্থান কর না(৩); হে অন্নযুক্ত যজ্ঞসম্পন্না উষা! তুমি প্রভাত হইলে উড্ডীয়মান পক্ষীগণ আর (কুলায়ে) অবস্থান করে না।

৭। তিনি (রথ) যোজিত করিয়াছেন; এই সৌভাগ্যবতী উষা দূর হইতে, সূর্য্যের উদয় স্থানের উপরস্থ (দিব্যলোক) হইতে, শত রথ দ্বারা মনুষ্যগণের নিকট আসিতেছেন(৪)।

৮। তাঁহার প্রকাশ হইবার জন্য সকল প্রাণী নমস্কার করিতেছে; কেন না সেই নেত্রী জ্যোতিঃ প্রকাশ করেন, এবং সেই ধনবতী স্বর্গদুহিতা বিদ্বেষীদিগকে এবং শোষণকারীদিগকে দূর করেন।

৯। হে স্বর্গদুহিতে! আহ্লাদকর জ্যোতির সহিত(৫) প্রকাশিত হও, দিবসে দিবসে আমাদিগকে প্রভূত সৌভাগ্য আনিয়া দাও, এবং অন্ধকার দূর কর।

১০। হে নেত্রী উষা! সমস্ত প্রাণীর চেষ্টিত ও জীবন তোমাতেই আছে, কেন না তুমি অন্ধকার দূর কর। হে বিভাবরি! তুমি বৃহৎ রথে আইস; হে বিচিত্র ধনযুক্তে! আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ কর।

১১। হে উষা! মনুষ্যের যে বিচিত্র অন্ন আছে তাহা তুমি গ্রহণ কর; এবং যে যজ্ঞনির্ব্বাহকেরা(৬) তোমাকে স্তুতি করে সেই শুভকর্ম্মাদিগকে হিংসারহিত যজ্ঞে আনয়ন কর।

১২। হে উষা! তুমি অন্তরীক্ষ হইতে সকল দেবগণকে সোমপানার্থ আনয়ন কর। হে উষা! তুমি আমাদিগকে অশ্বগোযুক্ত এবং প্রশংসনীয় ও বীর্য্যসম্পন্ন অন্ন প্রদান কর।

---

(৩) মূলে "পদং ন বা ইতি ওদতী।" সায়ণ "ওদতীর" এই অর্থ, করিয়াছেন, "উনত্তি নীহারেণ ইতি ওদতী উষাঃ।" "Shedder of dews."—*Wilson.* "Lively."—*Muir.* "Ennemie de la paresses."—*Langlois.* পদং নবা অর্থ "নীড়ং গচ্ছত ইত্যর্থঃ।" সায়ণ।

(৪) অর্থাৎ অসংখ্য রশ্মিসমূহের সহিত উষা আসিতেছেন।

(৫) মূলে "ভানুনা চন্দ্রেণ" আছে। "চন্দ্রেণ" অর্থ "সর্ব্বেষাং আহ্লাদকরেণ" "এবং ভানুনা" অর্থ "প্রকাশেন।" সায়ণ।

(৬) মূলে "বহ্নয়ঃ" শব্দ আছে, অর্থ "যজ্ঞনির্ব্বাহকাঃ।" সায়ণ।

১৩। যে উষার জ্যোতি শত্রুদিগকে বিনাশ করিয়া(৭) কল্যাণরূপে দৃষ্ট হয়, তিনি আমাদিগকে সকলের বরণীয়, সুরূপ এবং সুখগম্য ধন প্রদান করুন।

১৪। হে পূজনীয় উষা! তোমাকে পূর্ব্ব ঋষিগণ রক্ষণ এবং অন্নের জন্য আহ্বান করিয়াছিলেন, তুমি ধন ও দীপ্তিযুক্ত তেজোবিশিষ্ট হইয়া আমাদিগের স্তুতিতে তুষ্ট হও।

১৫। হে উষা! তুমি অদ্য জ্যোতি দ্বারা(৮) আকাশের দ্বারদ্বয় খুলিয়া দিয়াছ, অতএব আমাদিগকে হিংসক রহিত ও বিস্তীর্ণ গৃহ দান কর, এবং গোযুক্ত অন্ন দান কর।

১৬। হে উষা! আমাদিগকে প্রভূত ও বহুবিধ রূপযুক্ত ধন দান কর এবং গাভী দান কর। হে পূজনীয় উষা! আমাদিগকে সর্ব্বশত্রু-নাশক যশ দান কর। হে অন্নযুক্ত ক্রিয়াসম্পন্ন উষা! আমাদিগকে অন্ন দান কর।

---

৪৯ সূক্ত।

উষা দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি।

১। হে উষা! দীপ্যমান আকাশের উপর হইতে শোভনীয় (মার্গ) দ্বারা আগমন কর; অরুণবর্ণ গাভীসমূহ(১) তোমাকে সোমযুক্ত যজমানের গৃহে লইয়া আইসুক।

২। হে উষা! তুমি যে সুরূপ(২) সুখকর রথে অধিষ্ঠান কর, হে স্বর্গদুহিতে! তদ্দ্বারা অদ্য হব্যদাতা যজমানের নিকট আইস।

---

(৭) মূলে "রুশন্তঃ" আছে, অর্থ "শত্রূন্ হিংসন্তঃ।" সায়ণ। কিন্তু Wilson ইহার, অর্থ "Bright" করিয়াছেন।

(৮) মূলে "ইলাভিঃ।" আছে। অর্থ "গোভিঃ।" সায়ণ।

---

(১) মূলে "অরুণপ্সবঃ" আছে। অর্থ "অরুণবর্ণা গাবঃ।" সায়ণ। প্রাতঃকালের কিরণসমূহকে অথবা সেই কিরণে রঞ্জিত মেঘখণ্ডকে ঋগ্বেদে অনেক স্থলে গাভী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। ৬ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখ।

(২) মূলে "সুপেশসং" আছে। শোভনাবয়বং শোভনরূপযুক্তং বা। পেশ ইতি রূপনামেতি যাস্কঃ। যদ্বা শোভন হিরণ্যযুক্তং।" সায়ণ।

৩। হে অর্জ্জুনি(৩) ঊষা! তোমার আগমনের সময় দ্বিপদ ও চতুষ্পাদ ও পক্ষযুক্ত পক্ষীগণ আকাশ প্রান্তের উপরিভাগে গমন করে।

৪। হে ঊষা! তুমি অন্ধকার বিনাশ করিয়া রশ্মিদ্বারা জগৎকে প্রকাশ কর; কণ্বপুত্রগণ ধনপ্রার্থী হইয়া তোমাকে স্তুতি বচন দ্বারা স্তব করিয়াছে।

---

৫০ সূক্ত।

সূর্য্য দেবতা। কণ্বের পুত্র প্রস্কণ্ব ঋষি।

১। সূর্য্য দীপ্তিমান্ ও সকল প্রাণীদিগকে জানেন, তাঁহার অশ্বগণ(১) তাঁহাকে সমস্ত জগতের দর্শনের জন্য ঊর্দ্ধে বহন করিতেছে।

২। সমস্ত জগতের প্রকাশক সূর্য্যের আগমনে নক্ষত্রগণ(২) তস্করের ন্যায় রাত্রির সহিত চলিয়া যায়।

৩। দীপ্যমান অগ্নির ন্যায় সূর্য্যের প্রজ্ঞাপক রশ্মিসমূহ সকল লোককে এক এক করিয়া দেখিতেছে।

---

(৩) "অর্জ্জুনি ঋজ্রবর্ণে।" সায়ণ। ঊষার এই বিশেষণ "অর্জ্জুনী" হইতে গ্রীকদিগের মধ্যে Aphrodite *Argyunis* এবং রাজা এগামেম্‌ননের প্রিয় *Argennos* এবং সম্ভবত *Argos* ও *Arcadid* উৎপন্ন হইয়াছে তাহা ৩০ সূক্তের ২২ ঋকের টীকায় বলা হইয়াছে। সেই টীকা দেখ।

---

(১) মূলে "কেতবঃ" শব্দ আছে। অর্থ "সূর্য্যাশ্বাঃ যদ্বা সূর্য্যরশ্ময়ঃ।" সায়ণ। কিরণ সম্বন্ধে ঋগ্বেদে অনেক স্থলে অশ্বের সহিত তুলনা করা হইয়াছে ৩ সূক্তের ১ ঋকের টীকা ও ১৪ সূক্তের ১২ ঋকের টীকা দেখ।

(২) নক্ষত্র সম্বন্ধে সায়ণ অনেকগুলি শাস্ত্রীয় বচন উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার দুই একটী এখানে দিতেছি; কিন্তু পাঠক মনে রাখিবেন যে সায়ণের সময়ের (খৃষ্টের পর পঞ্চদশ শতাব্দির) লোকে এই সকল বচনে বিশ্বাস করিত বেদ রচনার সময়ে নহে। "দেবগৃহা বৈ নক্ষত্রাণি" "ইহলোকে কর্ম্মানুষ্ঠায় যে স্বর্গং প্রাপ্নুবন্তি তে নক্ষত্ররূপেণ দৃশ্যন্তে" "যদ্বা তেষাং সুকৃতিনাং জ্যোতীংষি নক্ষত্রাণি উচ্যন্তে।" খৃষ্টের পূর্ব্বে পঞ্চম শতাব্দিতে যাস্ক জীবিত ছিলেন, তিনি বলেন "নক্ষত্রাণি নক্ষতের্গতিকর্ম্মণো নেমানি ক্ষত্রাণি ইতি চ ব্রাহ্মণং।" (নিরুক্ত ৩। ২০।)

৪। হে সূর্য্য! তুমি (মহৎপথ) ভ্রমণ কর, তুমি সকল প্রাণীদিগের দর্শনীয়, তুমি জ্যোতির কারণ, তুমি সমস্ত দীপ্যমান অন্তরীক্ষে প্রভা বিকাশ করিতেছ(৩)।

৫। তুমি দেবলোকগণের(৪) সম্মুখে উদয় হও, মনুষ্যদিগের সম্মুখে উদয় হও, তুমি সমস্ত স্বর্গলোকের দৃষ্টির জন্য উদয় হও।

৬। হে শোধনকারী অনিষ্টনিবারক(৫)! তুমি যে আলোক দ্বারা প্রাণীগণের পোষণকারীরূপে জগৎকে দৃষ্টি কর।

৭। (সেই আলোক দ্বারা) রাত্রির সহিত দিবসকে উৎপাদন করিয়া এবং প্রাণীদিগকে অবলোকন করিয়া, তুমি বিস্তীর্ণ দিব্যলোক ভ্রমণ কর।

৮। হে দীপ্তিমান্ সর্ব্বপ্রকাশক সূর্য্য! হরিৎ নামক সপ্ত অশ্ব(৬) রথে তোমাকে বহন করে, জ্যোতিই তোমার কেশ।

৯। সূর্য্য রথবাহক(৭) সাতটী অশ্বীকে যোজিত করিলেন, সেই স্বয়ংযুক্ত অশ্বীদিগের দ্বারা তিনি গমন করিতেছেন।

১০। অন্ধকারের উপর উত্থিত জ্যোতি দৃষ্টি করিয়া আমরা সমস্ত দেবগণের মধ্যে দ্যুতিমান্ সূর্য্যের নিকট গমন করি; তিনিই উৎকৃষ্ট জ্যোতিঃ(৮)।

---

(৩) এই সুন্দর ঋকের সায়ণ যে রূপ অর্থ করিয়াছেন তাহাই উপরে দেওয়া গেল, কিন্তু সায়ণ সূর্য্য জগতের পাপহন্তা পরমাত্মা এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়া দ্বিতীয় একটী অর্থও করিয়াছেন।

(৪) মূলে "দেবানাং বিশঃ" আছে। সায়ণ তাহার অর্থ "মরুন্নামকান্ দেবান্ করিয়াছেন। কিন্তু "দেবলোক", অর্থ করিলে সঙ্গত হয়। "Des dieux." —*Langlois.* "The race of gods."—*Muir.*

(৫) মূলে "বরুণ" শব্দ আছে, অর্থ "অনিষ্টনিবারক সূর্য্য।" সায়ণ "অত্র বরুণ শব্দেন আদিত্য এব উচ্যতে।" সায়ণ।

(৬) সূর্য্যের অশ্বের নাম হরিৎ, রশ্মিসমূহকেই উপমাস্থলে অশ্ব বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। "হরিতঃ অশ্বাঃ" "রশ্ময়ো বা।" সায়ণ। আবার সেই রশ্মিকে সূর্য্যের কেশ বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

(৭) মূলে "নপ্ত্যঃ" আছে, অর্থ "ন পাতয়িত্র্যঃ।" সায়ণ। অর্থ রথ ফেলিয়া দেয় না, নিরাপদে লইয়া যায় এই রূপ অর্থ। কিন্তু Muir অনুবাদ করিয়াছেন "Daughters of the car."

(৮) এখানেও সায়ণ সূর্য্যকে পরমাত্মা ঈশ্বর বলিয়া একটী অর্থ করিয়াছেন। ৪ ঋকের টীকা দেখ।

১১। হে অনুকূল দীপ্তিযুক্ত সূর্য্য! অদ্য উদয় হইয়া, এবং উন্নত আকাশে আরোহণ করিয়া আমার হৃদ্‌রোগ এবং হরিমাণ রোগ নাশ কর(৯)।

১২। আমরা আমাদের হরিমাণ (হরিদ্বর্ণ) শুক ও শারিকা পক্ষীতে স্থাপন করি, আমাদের হরিমাণ হরিদ্রায়(১০) স্থাপন করি।

১৩। এই আদিত্য সমস্ত তেজের সহিত উত্থিত হইয়াছেন, তিনি আমার অনিষ্টকারী (রোগ) বিনাশ করিয়াছেন, আমি সে অনিষ্টকারীকে বিনাশ করি না।

---

৫১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি(১)।

১। যাঁহাকে অনেকে আহ্বান করে, যিনি স্তুতিভাজন এবং ধনের অর্ণব, সেই মেষ(২) ইন্দ্রকে স্তুতি দ্বারা হৃষ্ট কর। যাঁহার কর্ম্ম সূর্য্যরশ্মির

---

(৯) "হৃদ্‌রোগং [illegible] আন্তরং রোগং হরিমাণং শরীরগতং কান্তিহরণশীলং বাহ্যং রোগং।" সায়ণ।

"হৃদ্‌রোগং" "Sickness of my heart."—*Wilson.*

"হরিমাণং" "Yellowness (of my body.)"—*Wilson.*

১১, ১২ ও ১৩ ঋক একটী "ত্রিচ," পীড়া আরোগ্যের জন্য সূর্য্যের উদ্দেশে এই মন্ত্রগুলি পড়িতে হয়। কথিত আছে যে সূর্য্য প্রস্কণ্ব মুনি দ্বারা এইরূপে স্তুত হইয়া সেই মুনির শ্বেতি রোগ ভাল করিয়া দিয়াছিলেন। কিন্তু এ সকল গল্প বোধ হয় ঋগ্বেদ রচনার অনেক পর সৃষ্ট হইয়াছে।

(১০) মূলে "হারিদ্রবং" আছে, সায়ণ তাহার অর্থ "হরিতাল দ্রুমং" করিয়াছেন।

---

(১) অঙ্গিরা ইন্দ্র সদৃশ পুত্র লাভ কামনায় দেবতা উপাসনা করিয়াছেন ইন্দ্রই তাঁহার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। এই পুত্রের নাম সব্য এই রূপ আখ্যান আছে।

(২) ইন্দ্র মেষরূপে আসিয়া মেধাতিথি ঋষির যজ্ঞের সোম পান করিয়াছিলেন এইরূপ আখ্যান আছে। কিন্তু এ আখ্যান বোধ হয় বেদ রচনার অনেক পরে সৃষ্ট এখানে মেষ অর্থ বোধ হয় মেড়ার ন্যায় বলবান্ ও যুদ্ধপ্রিয় "মিষ স্পর্দ্ধায়াং" "মেষং শত্রুভিঃ স্পর্দ্ধমানং।" সায়ণ। বোধ হয় এই বৈদিক উপমা হইতে উপরি উক্ত উপাখ্যানটি পরে সৃষ্ট হইয়াছে।

ন্যায় মনুষ্যদিগের হিতসাধন করে সেই, ক্ষমতাপন্ন ও মেধাবী ইন্দ্রকে (ধন) সম্ভোগার্থ অর্চনা কর।

২। ইন্দ্রের আগমন শোভাবিশিষ্ট; তিনি অন্তরীক্ষ (স্বতেজ দ্বারা) পূরণ করেন; তিনি বলসম্পন্ন, দর্পহারী, ও শতক্রতু। ঋভুগণ রক্ষণে ও বর্দ্ধনে তৎপর হইয়া তাঁহার সম্মুখে আসিয়া সহায়তা করিয়াছিলেন, এবং উৎসাহ বাক্য দ্বারা প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন(৩)।

৩। তুমি অঙ্গিরাঋষিদিগের জন্য মেঘ খুলিয়া দিয়াছ(৪); (অসুর কর্ত্তৃক) শতদ্বার (যন্ত্রে প্রক্ষিপ্ত) অত্রিকে তুমিই পথ দেখাইয়াছিলে। তুমি বিমদ ঋষিকে অন্নযুক্ত ধন দিয়াছিলে; এবং যুদ্ধে বর্ত্তমান(৫) স্তোতার জন্য তুমি আপন বজ্র চালন করিয়া তাহাকে রক্ষা করিয়াছিলে।

৪। তুমি জলধারী মেঘ খুলিয়া দিয়াছ, তুমি পর্ব্বতে বৃত্রাদি দানব-দিগের ধন(৬) (অপহরণ করিয়া) রাখিয়াছ। হে ইন্দ্র! তুমি হত্যাকারী বৃত্রকে বধ করিয়াছিলে, এবং তৎপর সূর্য্যকে লোকের দর্শনার্থ আকাশে আরোহণ করাইয়া দিয়াছিলে।

৫। যে (অসুরগণ) যজ্ঞ অন্ন আপনাদিগের শোভনীয় মুখে স্থাপন করিয়াছিল(৭), হে ইন্দ্র! সেই মায়াবীদিগকে তুমি মায়া দ্বারা

---

(৩) ঋভুদিগের সম্বন্ধে ২০ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ। কিন্তু সায়ণের মতে এখানে ঋভুগণ অর্থ মরুৎগণ; বৃত্রের সহিত ইন্দ্রের যুদ্ধ কালে মরুৎগণই উপস্থিত থাকিয়া ইন্দ্রকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিল।

(৪) মূলে "গোত্রং অবৃণোঃ" আছে। সায়ণ গোত্র শব্দের দুইটী অর্থ দিয়াছেন যথা "মেঘ" খুলিয়া দিয়া বৃষ্টি করিয়াছ, অথবা পণি দ্বারা লুকায়িত "গোসমূহ" বাহির করিয়া আনিয়াছ। বিমদ ঋষি সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ। অত্রি সম্বন্ধে ১১২ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ ও ১১৬ সূক্তের ৮ ঋক দেখ।

(৫) মূলে "বাবসানস্য" আছে, "নিবসতো বর্ত্তমানস্য।" সায়ণ। কিন্তু বেদার্থযত্ন বাবসান একটী ঋষির নাম এই রূপ স্থির করিয়াছেন।

(৬) মূলে "দানুমৎ বসু" আছে। দানুমৎ অর্থ "বৃত্রাদেঃ" অথবা "দানযুক্তং।" সায়ণ।

(৭) কৌশিতকী শাখাধ্যায়ীরা বলেন অসুরগণ অগ্নিকে অবহেলা করিয়া আপন মুখে হব্য দিয়াছিল। বাজসনেয়ীরা বলেন দেবগণের সঙ্গে অসুরদিগের বিদ্বেষ হওয়ায় অসুরগণ বলিল আমরা কাহাকেও হব্য দিব না এই বলিয়া তাহারা আপন মুখে হব্য দান করিল।

পরাস্ত করিয়াছিলে। তুমি মনুষ্যদিগের প্রতি প্রসন্নমনা; তুমি পিপ্রু (অসুরের)(৮) নগর ধ্বংস করিয়াছিলে এবং ঋজিশ্বান নামক(৯) স্তোতাকে দস্যুদিগের হস্তে হত্যা হইতে সম্যকরূপে রক্ষা করিয়াছিলে।

৬। তুমি শুষ্ণ (অসুরের) সহিত যুদ্ধে কুৎস ঋষিকে রক্ষা করিয়াছিলে, তুমি অতিথিবৎসল (দিবোদাসের রক্ষার্থ)(১০) শম্বর (নামক অসুরকে) হনন করিয়াছিলে। তুমি মহান্ অর্বুদ (নামক অসুরকে) পদ দ্বারা আক্রমণ করিয়াছিলে; অতএব তুমি দস্যু হত্যার জন্যই জন্মগ্রহণ করিয়াছ।

৭। তোমাতে সমস্ত বল নিঃসংশয়রূপে নিহিত আছে। তোমার মন সোমপানে হৃষ্ট হয়। তোমার হস্তদ্বয়ে বজ্র আছে তাহা আমরা জানি, অতএব শত্রুর সমস্ত বীর্য্য ছেদন কর।

৮। হে ইন্দ্র! কাহারা আর্য্য এবং কাহারা দস্যু তাহা অবগত হও। কুশযুক্ত যজ্ঞের বিরোধীদিগকে শাসন করিয়া (যজমানদিগের) বশীভূত কর(১১) তুমি শক্তিবান্, অতএব যজ্ঞসম্পাদকদিগের সহায় হও। আমি তোমার হৃষ্টজনক যজ্ঞে তোমার সেই সমস্ত (কর্ম্ম) প্রশংসা করিতে ইচ্ছা করি।

৯। ইন্দ্র যজ্ঞবিমুখ (দিগকে) যজ্ঞপ্রিয় যজমানদিগের বশীভূত করিয়া ও অভিমুখ (স্তোতা) দিগের দ্বারা (স্তুতি) পরাঙ্মুখদিগকে ধ্বংস

(৮) ১১ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ।

(৯) ৫৩ সূক্তের ৮ ঋকের টীকা দেখ।

(১০) মূলে "অতিথিগ্বায়" আছে। সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "অতিথিভিগন্তব্যায় দিবোদাসায়" অর্থাৎ অতিথি বৎসল দিবোদাসের জন্য। পুরাণে এক জন দিবোদাসের পরিচয় পাওয়া যায়। শম্বর ও শুষ্ণ ও অর্বুদ সম্বন্ধে ১১ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ। কুৎস সম্বন্ধে ৩৩ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা ও ১০৩ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখ।

(১১) মূলে "বন্ধয়" আছে। "হিংসাং প্রাপয় বশং যজমানস্য বশংনময়।" সায়ণ। এই ঋকে "আর্য্য" ও "দস্যু" উভয় শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। আর্য্যগণ দেবগণের যজ্ঞ করিত, দস্যুগণ ভারতবর্ষের আদিম অসভ্য জাতিগণ যজ্ঞ করিত না, আর্য্যযজ্ঞের বিরোধী ছিল।

করিয়া অবস্থিতি করেন। বম্র ঋষি বর্দ্ধনশীল ও স্বর্গব্যাপী ইন্দ্রের স্তুতি করিতে করিতে সঞ্চিত (যজ্ঞদ্রব্যসমূহ) লইয়া গিয়াছিলেন(১২)।

১০। হে ইন্দ্র! যখন উশনার(১৩) বলদ্বারা তোমার বল তীক্ষ্ণ হইয়াছিল তখন তোমার বল বিশুদ্ধতীক্ষ্ণতা দ্বারা দ্যু ও পৃথিবীকে ভীত করিয়াছিল। হে ইন্দ্র! তোমার মন মনুষ্যের প্রতি প্রসন্ন, তুমি এইরূপ বলপূর্ণ হইলে তোমার ইচ্ছামাত্রে সংযোজিত ও বায়ুর ন্যায় বেগবিশিষ্ট অশ্বগণ তোমাকে আমাদিগের যজ্ঞের অন্নের অভিমুখে লইয়া আইসুক।

১১। যখন ইন্দ্র কমনীয় উশনার সহিত স্তুত হয়েন তখন তিনি ক্রগতি অশ্বদ্বয়ে অধিষ্ঠান করেন। উগ্র ইন্দ্র গমনশীল মেঘসমূহ হইতে প্রবাহরূপে জল নির্গত করিয়াছেন, এবং শুষ্ণ (অসুরের) বিস্তীর্ণ নগর সমূহ ধ্বংস করিয়াছেন।

১২। হে ইন্দ্র! তুমি সোমপানার্থ রথে আরোহণ করিয়া গমন কর। যে সোমে তুমি হৃষ্ট হও, শার্য্যাত(১৪) সেই সোম প্রস্তুত করিয়াছেন; অতএব অন্য যজ্ঞে তুমি যে রূপ অভিষুত সোম কামনা কর, (সেইরূপ শার্য্যাতের সোমও কামনা কর), তাহা হইলে দ্যুলোকে অবিচল যশ প্রাপ্ত হইবে।

১৩। হে ইন্দ্র! তুমি অভিষবকারী ও স্তুত্যাকাঙ্ক্ষী বৃদ্ধ কক্ষীবান্ (রাজাকে) যুবতী বৃচয়া (নাম্নী স্ত্রী) প্রদান করিয়াছিলে(১৫)। হে

(১২) "ইন্দ্রেণ পরিজ্ঞাতান্তরায়ঃ সন্ পৃথিব্যা সারভূতং বল্মীকবপালক্ষণং যজ্ঞসম্ভারং আহার্ষীৎ ইত্যর্থঃ।" সায়ণ। ১১২ সূক্তের ১৫ ঋকের টীকা দেখ।

(১৩) মূলে "উশনা" শব্দ আছে। উশনা বা শুক্রাচার্য্য পুরাণমতে অসুরদিগের দূত বা গুরু। তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে "অগ্নির্দেবানাং দূত আসীৎ উশনা কাব্যোঽসুরাণাং।" ইরান্ দেশে এই নামটী পরিবর্ত্তিত হইয়া "কব উশ্" পরে "কৈকবুশ" রূপ ধারণ করে। Weber's *Indian Literature* (translation), 1882, p. 36.

(১৪) কৌশিতকীর ইতিহাসে বলে, ভৃগুবংশীয় চ্যবন ঋষি শর্য্যাতি রাজর্ষির কন্যার পাণি গ্রহণ করেন। তদুপলক্ষে একটী যজ্ঞ হয় এবং তথায় ইন্দ্র ও অশ্বিদ্বয় উপস্থিত ছিলেন। চ্যবনঋষি অশ্বিদ্বয়ের গ্রহণীয় দ্রব্য নিজে গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা দেখিয়া ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন, তাহাতে ইন্দ্রকে বিনয় করিয়া তাঁহাকে পুনরায় সোম দেওয়া হইয়াছিল।

শোভন কর্ম্মা ইন্দ্র তুমি বৃষণশ্ব রাজার মেনা (নাম্নীকন্যা) হইয়াছিলে(১৬)। এই সকল বিষয় অভিষবণ কালে বর্ণনা করা কর্ত্তব্য।

১৪। শোভনকর্ম্মা লোকদিগকে নির্ধনতায় (রক্ষা করিবার জন্য) ইন্দ্রকে সেবা করা হইয়াছে; পজ্রদিগের(১৭) স্তোত্র দ্বারস্থিত যূপের(১৮) ন্যায় (অচল।) ধনদাতা ইন্দ্র (যজমানদিগের জন্য) অশ্ব ইচ্ছা করেন, গো ইচ্ছা করেন, রথ ইচ্ছা করেন, এবং অন্য ধন ইচ্ছা করিয়া অবস্থিতি করেন।

১৫। হে ইন্দ্র! তুমি বৃষ্টিদান কর, তুমি নিজ তেজে বিরাজ করিতেছ, তুমি প্রকৃত বলসম্পন্ন ও অতিশয় মহৎ, আমরা তোমাকে এই স্তুতি বাক্য প্রয়োগ করিয়াছি। যেন আমরা এই সংগ্রামে সমস্ত বীরগণদ্বারা যুক্ত হইয়া তোমার দত্ত শোভনীয় গৃহে বিদ্বান (পুত্রাদির) সহিত বাস করি।

---

৫২ সূক্ত।

ইন্দ্র [illegible]। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি।

১। শত স্তোতা [illegible]বারে যাঁহার স্তুতি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়(১), যিনি স্বর্গ জানাইয়া দেন, [illegible]ই মেষ (ইন্দ্রকে) সম্যকরূপে পূজা কর। তাঁহার রথ গমনশীল অশ্বের ন্যায় বেগে যজ্ঞের দিকে গমন করে, আমি রক্ষার

---

(১৫) কক্ষীবান্ রাজার জন্ম সম্বন্ধে ১৮ সূক্তের ১ ঋকের দ্বিতীয় টীকা দেখ। সেই রাজা অনেক বিধ রাজসূয় যজ্ঞ করেন এবং তাঁহার কৃত যজ্ঞে পরিতুষ্ট হইয়া ইন্দ্র তাঁহাকে বৃচয়া নাম্নী তরুণী স্ত্রী প্রদান করেন। সায়ণ।

(১৬) সায়ণ "ব্রাহ্মণ" হইতে এই গল্পটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, যথা, ইন্দ্র বৃষণশ্ব রাজার কন্যা মেনা হইয়াছিলেন, পর মেনাকে প্রাপ্ত যৌবনা দেখিয়া ইন্দ্র স্বয়ং তাহার সহিত সহবাস অভিলাষ করিয়াছিলেন। এ গল্প ঋগ্বেদ সংহিতায় নাই, বোধ হয় তাহার অনেক পর সৃষ্ট হইয়াছে। পৌরাণিক মেনা হিমালয়ের পত্নী।

(১৭) "পজ্রা ইতি অঙ্গিরসাং আখ্যা।" সায়ণ।

(১৮) মূলে "দ্রুপদো ন যূপঃ" আছে। "দ্বারি নিখাতা স্থূনা ইব।" সায়ণ।

---

(১) "যথা যস্য ইন্দ্রস্য রথং * * শত সংখ্যকা অশ্বাঃ * * গময়ন্তি।" সায়ণ।

হেতু ইন্দ্রকে সেই রথে উঠিবার জন্য অনেক স্তুতি দ্বারা অনুরোধ করিতেছি।

২। যখন যজ্ঞান্নপ্রিয় ইন্দ্র জল বর্ষণ করিয়া নদী প্রতিরোধকারী বৃত্রকে হত করিলেন তখন তিনি ধারাবাহী জলের মধ্যে পর্ব্বতের ন্যায় অচল হইয়া (লোকদিগকে) সহস্ররূপে রক্ষা করিয়া প্রভূত বলপ্রাপ্ত হইয়াছিলেন(২)।

৩। তিনি আবরণকারী শত্রুদিগকে আবরণ করেন (অর্থাৎ জয় করেন), তিনি জলবৎ অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত আছেন, তিনি (সকলের) আহ্লা-দের মূল, এবং সোমপানে বর্দ্ধিত হইয়াছেন; আমি মনীষী ঋত্বিক্-দিগের সহিত সেই প্রবৃদ্ধ ধনসম্পন্ন ইন্দ্রকে শোভন কর্ম্মযোগ্য অন্তঃকরণের সহিত আহ্বান করিতেছি, কেননা তিনি অন্ন পূরণ করেন।

৪। সমুদ্রের আত্মীয়ভূত ও অভিমুখগামী নদীসমূহ যেরূপ সমুদ্রকে পূরণ করে, সেইরূপ কুশস্থিত (সোমরস) দিব্যলোকে ইন্দ্রকে পূরণ করে; শত্রুশোষণকারী ও অপ্রতিহত ও শোভনরূপ মরুৎগণ বৃত্রহনন সময়ে সেই ইন্দ্রের সহায় হইয়া নিকটে উপস্থিত ছিলেন।

৫। গমনশীল জল যেরূপ নিম্নদেশে যায়, ইন্দ্রের সহায়ভূত (মরুৎগণ) (সোমপানে) হৃষ্ট হইয়া সেইরূপ যুদ্ধে লিপ্ত ইন্দ্রের সম্মুখে বৃষ্টিযুক্ত বৃত্রের অভিমুখে যাইলেন। ত্রিত(৩) যেরূপ পরিধি সমুদয় ভেদ

---

(২) এই মন্ত্রের ঋষি সব্যের পূর্ব্বপুরুষ অঙ্গিরাগণের প্রদত্ত সোম পান করিয়া ইন্দ্র অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়াছিলেন। তখন তিনি জলের আবরক মেঘরূপ বৃত্রাসুরকে বধ করেন। বৃত্র জলপ্রবাহে নিমজ্জিত করিয়া ইন্দ্রকে বধ করিতে চেষ্টা করে, তাহাতে ইন্দ্র জলমগ্নও হইলেন না মরিলেনও না কিন্তু পর্ব্বতের ন্যায় অচলভাবে দণ্ডায়মান রহিলেন। বেদার্থযত্ন।

(৩) সায়ণ তৈত্তিরীয় সংহিতা অনুসারে ত্রিত সম্বন্ধে এইরূপ লিখিয়াছেন, দেবগণের হব্যের চিহ্ন বিমোচনার্থ অগ্নি জল হইতে একত, দ্বিত, ও ত্রিত নামে তিন জন পুরুষ সৃষ্টি করেন। * * ত্রিত উদক পানে প্রবৃত্ত হইয়া কূপে পড়িয়াছিলেন, অসুরেরা তাঁহাকে প্রতিরোধ করিবার জন্য পরিধি অর্থাৎ কূপের আচ্ছাদন সৃষ্টি করিল, ত্রিত তাহা ভেদ করিয়াছিলেন।

ত্রিত যে অসুরদিগের শত্রু তাহার পরিচয় এই স্থানে পাওয়া যায়। ইন্দ্র যে রূপ অহি বা বৃত্রের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, ত্রৈতন বা ত্রিতও সেইরূপ করিয়াছিলেন তাহা ঋগ্বেদের স্থানেং পাওয়া যায়। ত্রিত বা ত্রৈতন যে আপ্ত-

করিয়াছিলেন, ইন্দ্র সেইরূপ যজ্ঞের অন্ন দ্বারা প্রোৎসাহিত হইয়া বল (নামক অসুরকে) ভেদ করেন।

৬। জল রুদ্ধ করিয়া যে বৃত্র অন্তরীক্ষের উপরিপ্রদেশে শয়ান ছিল এবং অন্তরীক্ষে যাহার ব্যাপ্তি অসীম, হে ইন্দ্র! যখন তুমি সেই বৃত্রের হনু দ্বয় শব্দায়মান বজ্র দ্বারা আঘাত করিয়াছিলে তখন তোমার শত্রু-বিজয়িনী দীপ্তি বিস্তৃত হইয়াছিল এবং তোমার বল প্রদীপ্ত হইয়াছিল।

৭। ঊর্ম্মিসমূহ যেরূপ হ্রদপ্রাপ্ত হয় সেই রূপ যে স্তোত্রসমূহ তোমাকে বর্দ্ধন করে সে সমস্ত তোমাকে প্রাপ্ত হয়। ত্বষ্টা তোমার যোগ্য বল বৃদ্ধি করিয়াছেন, এবং তাঁহার পরাভবকারী বল দ্বারা বজ্র তীক্ষ্ণ করিয়াছেন।

দিগের অতি পুরাতন দেব তাহা ইরানীয় "অবস্থায়" দেখাযায়। ঋগ্বেদে অহি-হন্তা ইন্দ্র যেরূপ উপাস্য, "অবস্থায়" "অজি" হন্তা "থ্রেতন" সেই রূপ উপাস্য। ঋগ্বেদের "ত্রিত" "আপ্ত্য" বংশীয় (১০৫ সূক্তের ৯ ঋক দেখ) অবস্থার "থ্রেতন" ও "আথ্য" বংশীয়। ৩২ সূক্তের ১ ঋকের টীকায় "অবস্থা" হইতে থ্রেতনের উপাসনা সূচক যে অংশ উদ্ধৃত হইয়াছে তাহা দেখ।

আবার ইরানীয়দিগের জেন্দ অবস্থা রচনার দুই সহস্র বৎসর পর এই ত্রৈতনের গল্প ইরানীয়দিগের ইতিহাসে প্রবেশ করিল। পারস্যদিগের প্রধানকবি ফের্দৌসী নিজ শাহনামা নামক কাব্যে লিখিয়াছেন যে জোহক নামে পারস্যদেশের ত্রিমস্তক সম্পন্ন রাজা ছিলেন, এবং ফেরুদীন তাঁহাকে বিজয় করেন। এই "জোহক" জেন্দ অবস্থার "অজি দহক" এবং বেদের ত্রিমস্তক "অহি" এবং এই "ফেরুদীন" জেন্দ অবস্থার "থ্রেতন" এবং বেদের "ত্রৈতন।"

Max Muller বলেন যে ইতালীয় ও জর্ম্মানদিগের প্রাচীন ধর্ম্মোপাখ্যানেও এই ত্রৈতনের গল্পের রূপান্তর পাওয়া যায়। (*Chips from a German Workshop*, vol. I, 1867, p. 100.)

গ্রীকদিগের ধর্ম্মোপাখ্যানেও প্রাচীন আর্য্য ত্রিত দেবের পরিচয় পাওয়া যায়। গ্রীকদিগের প্রধান দেব Zeus কে কখন ত্রিত বলিত কিনা একণে জানা যায় না, কিন্তু Zeus কন্যা Athéné (সংস্কৃত "অহনা)" কখন২ ত্রিত কন্যা (Tritogeneia) নামে বর্ণিত হইতেন। আবার Triton নামে গ্রীকদিগের একজন সমুদ্র বা জলদেব ছিলেন; তিনি কি "আপ্ত্য ত্রিতের" প্রতিরূপ? সায়ণ বলেন জল বা অপ্ হইতে জন্ম এই জন্য ত্রিত "আপ্ত্য।"

অতএব প্রতীয়মান হইতেছে যে আপ্ত্যবংশীয় অহি হন্তা ত্রিত বা ত্রৈতন আর্য্যদিগের অতি প্রাচীন উপাস্য দেব ছিলেন, পরে হিন্দুগণ যখন ইন্দ্রকেই অহি-হন্তা বলিয়া অধিক উপাসনা করিতে লাগিলেন তখন ত্রিত ঋষি দ্বারা সৃষ্ট একটী মনুষ্য মাত্র হইয়া গেলেন, এবং "ত্রিত" নাম দেখিয়া "একত" ও "দ্বিত" এই দুইটী নাম সৃষ্ট হইয়া একটী আখ্যান কল্পিত হইল।

৮। হে সিদ্ধকর্ম্মা ইন্দ্র! তুমি অশ্বযুক্ত হইয়া মনুষ্যের নিকট আগমনার্থে বৃত্রকে হত করিয়াছ, বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছ, হস্তদ্বয়ে লৌহ বজ্র গ্রহণ করিয়াছ, এবং আমাদিগের দর্শনার্থ আকাশে সূর্য্য স্থাপন করিয়াছ।

৯। স্তোতৃগণ (বৃত্রের) ভয়ে স্তোত্র রচনা করিয়াছে, সে স্তোত্র বৃহৎ, আহ্লাদজনক, বলযুক্ত এবং স্বর্গের সোপান স্বরূপ; তখন স্বর্গ-রক্ষক মরুৎগণ মনুষ্যদিগের জন্য যুদ্ধ করিয়া এবং মনুষ্যগণকে পালন করিয়া ইন্দ্রকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি অভিষুত সোম পান করিয়া হৃষ্ট হইলে যখন তোমার বজ্র দ্যু ও পৃথিবীর বাধনকারী বৃত্রের মস্তক বেগে ছিন্ন করিয়াছিল, তখন বলবান্ আকাশও সেই অহির শব্দ ভয়ে কম্পিত হইয়াছিল।

১১। যদি পৃথিবী দশ গুণ হইত যদি মনুষ্য সকল নিত্য কাল জীবিত থাকিত, হে মঘবন্! তাহা হইলেই তোমার ক্ষমতা (সকল স্থানে) প্রকৃত রূপে প্রসিদ্ধ হইত; তোমার বলসাধিতক্রিয়া আকাশের ন্যায় মহৎ।

১২। হে শত্রুবিনাশক ইন্দ্র! এই ব্যা[illegible] অন্তরীক্ষের উপরে থাকিয়া তুমি নিজ ভুজবলে আমাদিগের [illegible] জন্য ভূলোক সৃষ্টি করিয়াছ; তুমি (বলবান্দিগের) বলের পরিমাণস্বরূপ; তুমি সুগন্তব্য অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ ব্যাপ্ত করিয়া আছ।

১৩। তুমি বিস্তীর্ণ পৃথিবীর পরিমাণ স্বরূপ; তুমি দর্শনীয় দেবগণের বৃহৎ স্বর্গের পালনকারী(৪); তুমি প্রকৃতই নিজ মহত্ত্ব দ্বারা সমস্ত অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়া আছ; অতএব তোমার সদৃশ অন্য কেহ নাই।

১৪। দ্যু ও পৃথিবী যে ইন্দ্রের ব্যাপ্তি প্রাপ্ত হয় নাই, অন্তরীক্ষের উপরিস্থ প্রবাহ(৫) যাঁহার তেজের অন্ত পায় নাই, হে ইন্দ্র! তুমি একাই অন্য সমস্ত ভূতজাতকে তোমার অধীন করিয়াছ।

---

(৪) মূলে "ঋষ্বীরস্য বৃহতঃ" আছে। "বীরা দেবাঃ। ঋষ্বাঃ দর্শনীয়াঃ বীরাঃ যস্য স তথোক্তঃ। তস্য বৃহতো বৃংহিতস্য প্রবৃদ্ধস্য স্বর্গলোকস্য।" সায়ণ।

(৫) মূলে "সিন্ধবো রজসঃ" আছে; অর্থ "অন্তরিক্ষলোকস্যোপরিসিন্ধবঃ স্যন্দনশীলা আপঃ।" সায়ণ।

১৫। মরুৎগণ এই (সংগ্রামে) তোমাকে অর্চনা করিয়াছিলেন; যখন তুমি অগ্নিযুক্ত বজ্র দ্বারা বৃত্রের মুখের উপর আঘাত করিয়াছিলে তখন সকল দেবগণ যুদ্ধে তোমাকে আনন্দিত দেখিয়া আনন্দিত হইয়াছিলেন।

---

৫৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি।

১। আমরা মহাত্মা ইন্দ্রের উদ্দেশে শোভনীয় বাক্য প্রয়োগ করি; এবং পরিচর্য্যারত যজমানের গৃহে শোভনীয় স্তুতি প্রয়োগ করি। ইন্দ্র সুপ্ত ব্যক্তিদিগের ধনের ন্যায় (অসুরদিগের) ধন অতি সত্বর অধিকার করিয়াছেন, ধনদাতাদিগের প্রতি অসমীচীন স্তুতি শোভা পায় না।

২। হে ইন্দ্র! তুমি অশ্ব দান কর, গো দান কর, যবাদি ধান্যদান কর, এবং তুমি নিবাস হে[illegible]ভূত ধনের প্রভু ও পালক। তুমি দানের(১) নেতা, তুমি বহুদিনের পুরা[illegible] [illegible]মি কামনা ব্যর্থ কর না, তুমি সখাদিগের মধ্যে (অর্থাৎ তোমার পূ[illegible]ার) সখা। তাঁহারই উদ্দেশে আমরা এই স্তুতি পাঠ করি।

৩। হে প্রজ্ঞাবান্, প্রভূতকর্ম্মা ও অতিশয় দীপ্তিমান্ ইন্দ্র! সকল দিকে যে ধন আছে তাহা তোমারই, তাহা আমরা জানি। হে শত্রুদিগের পরাভবকারী ইন্দ্র! সেই ধন গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে দান কর; যে স্তোতৃগণ তোমাকে কামনা করে তাহাদিগের অভিলাষ ব্যর্থ করিও না।

৪। হে ইন্দ্র! এই দীপ্ত (হব্য সমূহ) ও এই সোমরসসমূহে (তুষ্ট) হইয়া গো এবং অশ্বযুক্ত ধন দান করিয়া আমাদিগের দারিদ্র্য দূর করিয়া প্রসন্নমনা হও। এই সোমরসে (তুষ্ট) ইন্দ্রের সাহায্যে আমরা দস্যুকে ধ্বংস করিয়া এবং শত্রু হইতে মুক্তি লাভ করিয়া সম্যকরূপে অন্ন ভোগ করিব।

---

(১) মূলে "শিক্ষানরঃ" আছে। "শিক্ষায়াঃ দানস্য নেতাসি।" সায়ণ।

৫। হে ইন্দ্র! আমরা যেন ধন পাই, অন্ন পাই, এবং অনেকের আহ্লাদকর ও দীপ্তিমান বল পাই। যেন তোমার দীপ্তিমান্ সুমতি আমাদিগের সহায় হয়, সেই সুমতি বীর (শত্রু) দিগকে শোষণ করে, (স্তোতৃদিগকে) গো আদি পশু দান করে, এবং অশ্ব দান করে।

৬। হে সজ্জনপালক ইন্দ্র! বৃত্রহননের সময় তোমার আনন্দদায়ী (সহায় মরুৎগণ) তোমাকে হৃষ্ট করিয়াছিল; হে বর্দ্ধনকারী ইন্দ্র! সেই হব্য সমুদয় ও সোমরস সমুদয় তোমাকে হৃষ্ট করিয়াছিল, যে সময়ে তুমি শত্রুদিগের দ্বারা অপ্রতিহত হইয়া স্তুতিকারক ও হব্যদাতা যজমানের জন্য দশ সহস্র উপদ্রব বিনাশ করিয়াছিল।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুধর্ষণকারীরূপে যুদ্ধ হইতে যুদ্ধান্তরে গমন কর, বলদ্বারা নগরের পর নগর ধ্বংস কর। হে ইন্দ্র! তুমি নমী ঋষির সহায়ে(২) দূর দেশে নমুচি নামক মায়াবীকে বধ করিয়াছিলে।

৮। তুমি অতিথিগ্ব (নামক রাজার) জন্য করঞ্জ ও পর্ণয় (নামক অসুর দ্বয়কে) তেজস্বী বর্ত্তনী(৩) দ্বারা বধ করিয়াছ; তৎ পর তুমি অনুচর রহিত হইয়া (অর্থাৎ একাকী) ঋজিশ্বান (নামক রাজার) দ্বারা চারিদিকে বেষ্টিত বঙ্গৃদ (নামক অসুরের) শত নগর ভেদ করিয়াছিলে।

৯। সহায় রহিত সুশ্রবা (নামক রাজার) সহিত (যুদ্ধ করিবার জন্য) যে বিংশ নরপতি ও ৬০, ০৯৯ অনুচর আসিয়াছিল, হে প্রসিদ্ধ

(২) মূলে "নম্যা সখ্যা" আছে। শত্রূন্ নমনশীলেন সখ্যা সহায় ভূতেন বজ্রেণ।" সায়ণ। কিন্তু বেদার্থযত্ন এবং রমানাথ সরস্বতী অর্থ করিয়াছেন নমী নামক ঋষির সাহায্যে। এই অর্থই প্রকৃত, কেননা ঋগ্বেদের ৬ মণ্ডলের ২০ সূক্তের ৬ ঋকে এবং ১০ মণ্ডলের ৪৮ সূক্তের ৯ ঋকে দেখা যায় যে ইন্দ্র নমী ঋষির হিতার্থে নমুচি নামক অসুরকে বিনাশ করিয়াছিলেন। নমুচি সম্বন্ধে ১১ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ।

(৩) মূলে "বর্ত্তনী" আছে, অর্থ "শত্রুপ্রেরণ কুশলয়া শক্ত্যা।" সায়ণ। দুই জন অনুবাদক "বর্ত্তনী" বা "শক্তির" দুই প্রকার অর্থ করিয়াছেন। "Vigueur Puissante."—*Langlois.* "Gleaming spear."—*Wilson.* অতিথিগ্ব সম্বন্ধে ৫১ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখ। ঐ সূক্তের ৫ ঋকের ঋজিশ্বানের উল্লেখ দেখ করঞ্জ ও পর্ণয় ও বঙ্গৃদকে সায়ণ অসুর বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন, আর কোনও পরিচয় দেন নাই।

ইন্দ্র! তুমি শত্রুদিগের অলঙ্ঘ্য রথচক্র দ্বারা তাহাদিগকে পরাজয় করিয়াছিলে(৪)।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি তোমার রক্ষাসমূহ দ্বারা সুশ্রবা (রাজাকে) রক্ষা করিয়াছিলে, তূর্বযান (রাজাকে) তোমার পরিত্রাণ সাধন সমূহ দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলে; তুমি কুৎস ও অতিথিগ্ব ও আয়ুকে এই মহৎ যুবক রাজার (সুশ্রবার) অধীন করিয়াছিলে(৫)।

১১। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার সখা স্বরূপ যজ্ঞ সমাপ্তিতে বর্ত্তমান আছি, ও দেবগণের দ্বারা পালিত হইতেছি; আমাদের সকলই মঙ্গল। আমরা তোমার স্তুতি করি, এবং তোমার প্রসাদে শোভনীয় পুত্র পাই ও প্রকৃষ্টরূপে দীর্ঘ জীবন ধারণ করি।

---

৫৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি।

১। হে মঘবন্! [illegible] পাপে, এই যুদ্ধসমূহে আমাদিগকে প্রক্ষেপ করিও না, কেন না তোমার বলের অন্ত পরিমাণ করা যায় না। তুমি (অন্তরীক্ষে থাকিয়া) অতিশয় শব্দ করিয়া নদীর জলকে শব্দিত করিতেছ, পৃথিবী কেন না ভয় প্রাপ্ত হইবে?

২। শক্তিসম্পন্ন ও প্রজ্ঞাবান্ ইন্দ্রকে অর্চনা কর; তিনি স্তুতি শ্রবণ করেন, তাঁহাকে পূজা করিয়া স্তুতি কর। যিনি শত্রুবিজয়ী বল দ্বারা দ্যু ও পৃথিবী উভয়কে অলঙ্কৃত করেন তিনি বর্ষণকারী, সেই বর্ষণসামর্থ্য-দ্বারা বৃষ্টি দান করেন।

---

(৪) এ ঘটনা সম্বন্ধে সায়ণের টীকায় কোনও বিবরণ নাই। বায়ু পুরাণে সুশ্রবা এক জন প্রজাপতি।

(৫) কুৎস সম্বন্ধে ৬৩ সূক্তের ৩ ঋকের ও ১০৬ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখ। পুরাণে পুরূরবার পুত্র আয়ুঃ; এই ঋকে "আয়ু" নাম আছে, বিসর্গ নাই। তূর্বয়ান সম্বন্ধে সায়ণ এখানে কিছু বলেন নাই, কিন্তু ৬ মণ্ডলের ১৮ সূক্তের ২৩ঋকের টীকায় সায়ণ বলিয়াছেন যে তূর্বয়ান দিবোদাস হইতে পারে।

৩। যিনি শত্রুবিজয়ী ও নিজ বলে দৃঢ়মনা, সেই দীপ্তিমান্ ও মহৎ ইন্দ্রের উদ্দেশে সুখকর স্তুতিবাক্য উচ্চারণ কর। কেননা তিনি প্রভূত-যশশালী ও অসুর(১) এবং শত্রুদিগকে দূর করেন; তিনি অশ্বদ্বয় দ্বারা সেবিত, অভীষ্টবর্ষী এবং বেগবান্।

---

(১) মূলে "অসুরঃ" শব্দ আছে। সায়ণ তাহার তিন প্রকার অর্থ করিয়াছেন "অসুরঃ শত্রুণাং নিরসিতা।" "যদ্বা অসুঃ প্রাণো বলং বা তদ্বান্।" অথবা অসবঃ প্রাণাঃ তেন চাপঃ লক্ষ্যন্তে * * তান্ রাতি দদাতি ইতি অসুরঃ।" অর্থাৎ অসুর অর্থ শত্রু বিনাশক, অথবা বলবান্ অথবা বৃষ্টিদাতা। অসুর সম্বন্ধে ২৪ সূক্তের ১৪ ঋকের টীকা দেখ। আমরা সেই টীকায় বলিয়াছি যে প্রথমে আর্য্যগণ উপাস্যদিগকে "দেব" ও "অসুর" উভয় নামেই সম্বোধন করিতেন, পর আর্য্যগণ দুই ভাগে বিভক্ত হইলে পর, ইরানীয় আর্য্যগণ উপাস্যগণকে অসুর বলিয়া পূজা করিতেন ও পাপমতি জীবদিগকে দেব বলিয়া ঘৃণা করিতেন; এবং হিন্দু আর্য্যগণ উপাস্যদিগকে দেব বলিয়া পূজা করিতেন, এবং পাপমতি দানব প্রভৃতিকে অসুর বলিয়া ঘৃণা করিতেন। তথাপি আমরা ঋগ্বেদে অনেক স্থলে দেখিতে পাই দেবগণকে অসুর বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে। এমন কি ঋগ্বেদের প্রারম্ভে অসুর শব্দ কেবল দেবগণের সম্বন্ধেই প্রয়োগ হইয়াছে, দানবদিগের সম্বন্ধে প্রয়োগ হয় নাই; ঋগ্বেদের মধ্যে ও শেষ ভাগে অসুর শব্দ কখন দেবগণের সম্বন্ধে কখন দানবদিগের সম্বন্ধে প্রয়োগ হইয়াছে। প্রথম অষ্টকে অসুর শব্দ কেবল সাত বার প্রয়োগ হইয়াছে, এবং সে সকল স্থলেই দেব বা পুরোহিতদিগের সম্বন্ধে, কোনও এক স্থলেও দানবদিগের সম্বন্ধে এ শব্দের প্রয়োগ নাই!

২৪	সূক্তের	১৪	ঋকে	অসুর	শব্দ	বরুণ	সম্বন্ধে	প্রয়োগ	হইয়াছে।
৩৫	"	৭	"	"	"	সূর্য্যরশ্মি	"	"	"
৩৫	"	১০	"	"	"	সবিতা	"	"	"
৫৪	"	৩	"	"	"	ইন্দ্র	"	"	"
৬৪	"	২	"	"	"	মরুৎগণ	"	"	"
১০৮	"	৬	"	"	"	ঋত্বিকদিগের	"	"	"
১১০	"	৩	"	"	"	ত্বষ্টা	"	"	"

বেদের অপর অষ্টকগুলিতে অসুর শব্দ কখন কখন দেব এবং কখন কখন দানবদিগের সম্বন্ধে ব্যবহৃত হইয়াছে; এবং তাহার পর পুরাণাদিতে অসুর শব্দ কেবল দানবদিগের সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইয়াছে।

ইহার কারণ আমরা ঠিক অনুভব করিতে পারি না। কিন্তু বোধ হয় ইরানীয় ও হিন্দুগণের মধ্যে প্রথম বিচ্ছেদ হইবার পর উভয় জাতিই উপাস্যদিগকে দেব ও অসুর এই উভয় নামেই অনেক দিন সম্বোধন করিতেন। ঋগ্বেদ সংহিতার অনেক অংশই সেই সময়ের রচিত। তাহার পর যেমন বিবাদ বাড়িতে লাগিল, ইরানীয়গণ তখন দেবগণের নিন্দা আরম্ভ করিলেন, এবং হিন্দুগণ অসুরদিগের নিন্দা আরম্ভ করিলেন। ইরানীয়দিগের "অবস্থা" এবং হিন্দুদিগের ঋগ্বেদের শেষ ভাগ ও ব্রাহ্মণ উপনিষদাদি এই সময়ে রচিত। "The *Brahmanas*, to which rather than to the *Samhitas* the Avasta is related in respect of age and contents." —Weber's *Indian Literature* (translation), p. 9.)

৪। হে ইন্দ্র! তুমি মহৎ আকাশের উপরি প্রদেশ কম্পিত করিয়াছ; তুমি নিজের শত্রুবিনাশী ক্ষমতা দ্বারা শম্বরকে স্বয়ং বধ করিয়াছ। তুমি হৃষ্ট উল্লাসিত মনে তীক্ষ্ণ ও রশ্মিযুক্ত বজ্র সংঘবদ্ধ মায়াবীদিগের বিরুদ্ধে প্রেরণ করিয়াছ।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি (মেঘগর্জ্জন দ্বারা) শব্দ করিয়া বায়ুর উপর এবং (জল) শোষক ও (ফল) পরিপাককারী (সূর্য্যের) মস্তকে জল বর্ষণ করিয়াছ। তোমার মন পরিবর্ত্তন রহিত এবং শত্রুবিনাশে রত, তুমি অদ্য যে কার্য্য সম্পাদন করিলে তাহাতে কে তোমার উপরে আছে?

৬। তুমি নর্য্য তুর্বশ ও যদু (নামক রাজাদিগকে) রক্ষা করিয়াছ; হে শতক্রতু! তুমি বয্য কুলের তূর্বীতি (নামক রাজাকে) রক্ষা করিয়াছ; তুমি আবশ্যকীয় ধননিমিত্ত যুদ্ধে তাহাদিগের রথ ও অশ্ব(২) রক্ষা করিয়াছ; তুমি শম্বরের নবনবতি নগর ধ্বংস করিয়াছ।

৭। যিনি ইন্দ্রকে হব্য দান করিয়া ইন্দ্রের স্তুতি প্রচার করেন অথবা হব্যের সহিত উকৃথ পাঠ করেন, তিনিই বিরাজ করেন, তিনি সাধুলোককে পালন করেন এবং আপনাকে বর্দ্ধন করেন; ফলদাতা ইন্দ্র তাঁহার জন্য আকাশ হইতে মেঘের(৩) জল বর্ষণ করেন।

৮। ইন্দ্রের বল অতুল, তাঁহার বুদ্ধিও অতুল। হে ইন্দ্র! যাহারা তোমাকে হব্যদান করিয়া তোমার মহৎ বল এবং স্থূল পৌরুষ বৃদ্ধি করে সেই সোমপায়ীগণ যজ্ঞ কর্ম্মদ্বারা প্রবৃদ্ধ হউক।

পৃথক অষ্টক যে যে স্থানে শুষ্ণ শম্বর প্রভৃতি দানবদিগের সম্বন্ধে এই অনুবাদে "অসুর" শব্দ প্রয়োগ হইয়াছে, পাঠক বুঝিবেন যে, সে সায়ণের টীকা দেখিয়া হইয়াছে। মূলে সে সে স্থানে অসুর শব্দের ব্যবহার নাই।

(২) মূলে "রথমেতশং" আছে। অর্থ রথ ও অশ্ব, অথবা "রথ" ও "এতশ" নামক দুই জন মুনি। সায়ণ দুইটি অর্থই দিয়াছেন। পুরাণে তুর্বশু ও যদু যযাতি রাজার পুত্র; নর্য্য ও তূর্বীতির উল্লেখ নাই। তূর্বীতি সম্বন্ধে ৬১ সূক্তের ১১ ঋকের টিকা দেখ। এতশ সম্বন্ধে ৬১ সূক্তের ১৫ ঋকের টীকা দেখ।

(৩) মূলে "উপরা" আছে। উভয় যাস্ক ও সায়ণ তাহার অর্থ মেঘ করেন। উপর উপলো মেঘে ভবতি নিরুক্ত ২।২১।

৯। এই সোমরসসমূহ(৪) প্রস্তর দ্বারা অভিষুত, ও পাত্রে স্থাপিত, এবং ইন্দ্রের পানের যোগ্য; হে ইন্দ্র! এ সকল তোমারই জন্য হইয়াছে, তুমি ইহা গ্রহণ কর, অভিলাষ তৃপ্তি কর, এবং তৎপরে আমাদিগকে ধন প্রদান করিতে মনোনিবেশ কর।

১০। অন্ধকার বৃত্তির দ্বারা রোধ করিয়াছিল, বৃত্রের জঠরের ভিতর মেঘ ছিল(৫); বৃত্রের দ্বারা নিহিত হইয়া যে জল সমুদয় ক্রমান্বয়ে অবস্থিত ছিল ইন্দ্র তাহা নিম্ন ভূপ্রদেশে প্রেরণ করিলেন।

১১। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে বর্দ্ধনশীল যশ দান কর, মহৎ শত্রু-পরাজয়ী প্রভূত বল দান কর, আমাদিগকে ধনবান্ করিয়া রক্ষা কর, বিদ্বান্দিগকে পালন কর, এবং আমাদিগকে ধন ও শোভনীয় অপত্য ও অন্ন দান কর।

---

৫৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি।

১। ইন্দ্রের প্রভাব আকাশ অপেক্ষাও বিস্তীর্ণ হইয়াছিল, পৃথিবী ও মহত্ত্বে ইন্দ্রের সমতুল হইতে পারে নাই। ভয়ঙ্কর ও বলবান্ ইন্দ্র মনুষ্যদিগের জন্য (শত্রুকে) দগ্ধ করেন; বৃষ যে রূপ শৃঙ্গ ঘর্ষণ করে ইন্দ্র সেই রূপ তীক্ষ্ণতার জন্য তাঁহার বজ্র ঘর্ষণ করিতেছেন।

২। অন্তরীক্ষব্যাপী(১) ইন্দ্র সমুদ্রের ন্যায় স্বীয় বিস্তীর্ণতা দ্বারা বহুব্যাপী জল সমুদয় গ্রহণ করেন। তিনি সোমপানার্থ বৃষের ন্যায় (বেগে ধাবমান হয়েন) এবং সেই যোদ্ধা পুরাকাল হইতে আপন বীরত্বের প্রশংসা ইচ্ছা করেন।

---

(৪) মূলে "চমসাঃ" আছে। "চম্যন্তে ভক্ষ্যন্তে ইতি চমসা সোমা।"

(৫) মূলে "পর্বত" আছে। "পার্ব্ববান্ মেঘঃ।" সায়ণ।

---

(১) মূলে সমুদ্রিয়ঃ আছে। "সমুদ্রং অন্তরিক্ষং তত্রভব সমুদ্রিয়ঃ।" সায়ণ।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি (নিজের) সম্ভোগার্থ মেঘ (বিচ্ছিন্ন কর) নাই; তুমি মহৎ ধনপতিদিগের উপর আধিপত্য কর। সেই দেব ইন্দ্র নিজ বীর্য্য দ্বারা বিশেষরূপে পরিচিত হইয়াছেন, সমস্ত দেবগণ উগ্র ইন্দ্রকে তাঁহার কর্ম্মের জন্য সম্মুখে স্থান দিয়াছেন।

৪। সেই ইন্দ্রই অরণ্যে স্তুতিকারী (ঋষিদিগের) দ্বারা স্তুত হয়েন; তিনি লোকদিগের মধ্যে স্বীয় বীর্য্য প্রকটিত করিয়া চারুভাবে অবস্থিতি করেন। যখন হব্যদাতা ধনবান্ যজমান ইন্দ্রদ্বারা রক্ষিত হইয়া স্তুতি বাক্য উচ্চারণ করে, তখন সেই অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র যজ্ঞেচ্ছুকে যজ্ঞে রত করেন।

৫। সেই যোদ্ধা ইন্দ্র মনুষ্যদিগের জন্য সর্ব্ববিশুদ্ধকারী বল দ্বারা মহৎ সংগ্রামসমূহে লিপ্ত হয়েন। যখন তিনি হননসাধন বজ্র ক্ষেপণ করেন তখন দীপ্তিমান ইন্দ্রকে সকলে (বলবান্ বলিয়া) শ্রদ্ধা করে।

৬। শোভনকর্ম্মা ইন্দ্র যশ কামনা করিয়া, সুনির্ম্মিত (অসুর) গৃহ সকল বলদ্বারা বিনাশ করিয়া, পৃথিবীর সমান বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া, (সূর্য্যাদি) জ্যোতিষ্কদিগকে আবরণ রহিত করিয়া, যজমানের উপকারার্থ বহনশীল (বৃষ্টি) জল দান করেন।

৭। হে সোমপায়ী ইন্দ্র! তোমার মন দানে রত হউক। হে স্তুতি-প্রিয়! তোমার হরিনামক অশ্বদ্বয় (আমাদিগের যজ্ঞের) অভিমুখী কর। হে ইন্দ্র! তোমার সারথিগণ (অশ্ব) সংযমে অতিশয় পটু, অতএব তোমার প্রতিকূলমনা (শত্রুগণ) আয়ুধ লইয়া তোমাকে পরাজয় করিতে পারে না।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি হস্তদ্বয়ে অনন্ত ধন ধারণ কর, তুমি যশস্বী ও শরীরে অপরাজিত বল ধারণ কর। কূপ সমুদয় যেরূপ (জলার্থী) লোক দ্বারা বেষ্টিত থাকে, তোমার অঙ্গ সমুদয় (বীরত্বের) কর্ম্ম সমূহদ্বারা বেষ্টিত; তোমার শরীরে বহু কর্ম্ম বিদ্যমান রহিয়াছে।

---

৫৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি।

১। অশ্ব যেরূপ অশ্বীর(১) দিকে (বেগে ধাবমান হয়) সেই রূপ প্রভূতাহারী ইন্দ্র সেই যজমানের প্রভূত পাত্রস্থিত (সোমরূপ) খাদ্যের দিকে ধাবমান হইয়াছেন। তিনি সুবর্ণময় অশ্বযুক্ত ও রশ্মিযুক্ত রথ থামাইয়া পান করিতেছেন, তিনি মহৎ কার্য্যে সুদক্ষ।

২। ধনার্থী বণিকেরা যেরূপ (সকলদিকে) সঞ্চরণ করিয়া সমুদ্র ব্যাপিয়া থাকে, হব্যবাহী স্তোতাগণ সেই রূপ সেই ইন্দ্রকে সকল দিকে ব্যাপিয়া রহিয়াছে। নারীগণ(২) যেরূপ (পুষ্পচয়নার্থ) পর্ব্বত আরোহণ করে, হে স্তোতা! তুমিও প্রবৃদ্ধ যজ্ঞের প্রতিপালক বলবান্ ইন্দ্রের নিকট একটী তেজঃপূর্ণ (স্তোত্রদ্বারা) সেইরূপ শীঘ্র আরোহণ কর।

৩। ইন্দ্র ক্ষিপ্রকারী(৩) ও মহান্; তাঁহার দোষশূন্য ও শত্রুবিনাশক বল পুরুষোচিত (সংগ্রামে) গিরির শৃঙ্গের ন্যায় দীপ্তিমান্ হয়। শত্রুদমনকারী ও লৌহধারী(৪) ইন্দ্র (সোমপানে) হৃষ্ট হইলে সেই বল দ্বারা মায়াবী শুষ্ণকে কারাগৃহে নিগড়ে বদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিলেন(৫)।

৪। যেরূপে সূর্য্য ঊষাকে সেবা করেন, দীপ্তিমান্ বল সেইরূপে তোমার রক্ষণের জন্য তোমার স্তোত্র দ্বারা বর্দ্ধিত ইন্দ্রকে সেবা করে। সেই ইন্দ্র পরাভবকারী বলদ্বারা অন্ধকাররূপ (বৃত্রকে) দমন করেন, এবং শত্রুদিগকে ক্রন্দন করাইয়া বিশেষরূপে ধ্বংস করেন।

---

(১) মূলে "অশ্বোন যোষাং" আছে। "যথা অশ্বো বড়বাং।" সায়ণ।

(২) মূলে "বেনাঃ" আছে। "বেনাঃ কান্তাঃ স্ত্রিয়ঃ।" সায়ণ।

(৩) মূলে "তুর্বণিঃ" আছে। "তূর্ণবনিঃ" যাস্ক। "শত্রূণাং হিংসিতা ক্ষিপ্রকারী বা।" সায়ণ।

(৪) মূলে কেবল "আয়সঃ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "অয়োময় কবচযুক্ত দেহঃ" কবচ সম্বন্ধে ২৫ সূক্তের ১৩ ঋকের ও ৩১ সূক্তের ১৫ ঋকের টীকা দেখ।

(৫) "আয়ুষু কারাগৃহেষু দামনি বন্ধকে নিগড়ে নিয়াময়ৎ ন্যবধ্নয়ৎ।" সায়ণ।

৫। হে শত্রুহন্তা ইন্দ্র! যখন তুমি (বৃত্র দ্বারা) অবরুদ্ধ জীবনধারক ও বিনাশরহিত জল আকাশ হইতে সকল লোকে বিতরণ করিলে, তখন তুমি (সোমপানে) হৃষ্ট হইয়া সংগ্রামে বৃত্রকে হনন করিয়াছিলে, এবং জলের সমুদ্রের ন্যায় (মেঘকে) নিম্নমুখ করিয়া দিয়াছিলে(৬)।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি মহান্, তুমি বল দ্বারা আকাশ হইতে পৃথিবীর প্রদেশসমূহে (জগতের জীবন) ধারক (বৃষ্টি) দান কর; তুমি (সোমপানে) হৃষ্ট হইয়া মেঘ হইতে জল বাহির করিয়া দিয়াছ, এবং শুক পাষাণ দ্বারা(৭) বৃত্রকে ধ্বংস করিয়াছ।

---

৫৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র সব্য ঋষি।

১। অতিশয় দানশীল ও মহৎ ও প্রভূতধনযুক্ত অমোঘ বলসম্পন্ন ও প্রকাণ্ড দেহবিশিষ্ট ইন্দ্রের উদ্দেশে আমি মননীয় স্তুতি সম্পাদন করিতেছি। নিম্নপ্রদেশাভিমুখ জলরাশির ন্যায় তাঁহার বল কেহ ধারণ করিতে পারে না, তিনি স্তোতৃদিগের বল সাধনের জন্য সর্ব্বব্যাপী সম্পদ প্রকাশ করেন।

২। হে ইন্দ্র! এই বিশ্বজগৎ তোমার যজ্ঞে রত ছিল; জল যেরূপ নিম্নে যায়, হব্যদাতাদিগের অভিষুত (সোমরসসমূহ তোমার দিকে

---

(৬) অর্থাৎ মেঘ হইতে জল ঢালিয়া দিয়াছিল। কলসাদি হইতে জল ঢালিবার সময় তাহা "নিম্নমুখ" করিতে হয়, মেঘ সম্বন্ধেও সেই রূপ কল্পনা করা হইয়াছে। মূলে "নিরোঙ্কঃ" আছে "বর্ষণাভিমুখং অধোমুখং অকার্ষীঃ।" সায়ণ।

(৭) মূলে "পাষ্যা" আছে। "শিলয়া, যদ্বা শক্ত্যা।" সায়ণ। "With a stone or a spear; but the adjective *Samá*, 'whole,' 'entire,' seems to require the former."—*Wilson.*

বহিয়াছিল।) ইন্দ্রের শোভনীয় সুবর্ণময় ও হননশীল বজ্র পর্ব্বতে(১) নিদ্রিত ছিল না।

৩। হে শুভ্র উষা! ভয়ঙ্কর ও অতিশয় স্তুতিভাজন ইন্দ্রকে এই যজ্ঞে এক্ষণে যজ্ঞান্ন প্রদান কর। তাঁহার বিশ্বধারক, প্রসিদ্ধ ও ইন্দ্রত্ব চিহ্নযুক্ত(২) জ্যোতি অশ্বের ন্যায় তাঁহাকে যজ্ঞান্ন প্রাপ্তির জন্য ইতস্ততঃ বহন করিতেছে।

৪। হে প্রভূতধনশালী ও বহু লোকের স্তুত ইন্দ্র! আমরা তোমাকে অবলম্বন করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন করিতেছি, আমরা তোমারই। হে স্তুতি-ভাজন! তুমি ভিন্ন অন্য কেহ স্তুতি পায় না; পৃথিবী যেরূপ (স্বকীয় প্রাণীদিগকে ধারণ করেন) তুমিও সেইরূপ আমাদিগের সেই স্তুতি বাক্য গ্রহণ কর।

৫। হে ইন্দ্র! তোমার বীর্য্য মহৎ, আমরা তোমারই। হে মঘবন্ এই স্তোতার কামনা পূর্ণ কর। বৃহৎ আকাশ তোমার বীর্য্য মানিয়াছে এই পৃথিবীও তোমার বলে নত হইয়াছে।

৬। হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! তুমি সেই বিস্তীর্ণ মেঘকে(৩) বজ্র দ্বারা পর্ব্বে পর্ব্বে কাটিয়াছ; সেই মেঘে আবৃত জল বহিয়া যাইবার জন্য নিম্ন দিকে ছাড়িয়া দিয়াছ; কেবল তুমিই বিশ্বব্যাপী বল ধারণ কর।

(১) "পর্ব্বতে পর্ববতি শিলোচ্চয়ে বৃত্রে বা।" সায়ণ।

(২) মূলে "ইন্দ্রিয়ং" আছে। অর্থ "ইন্দ্রস্যাস্য পরমৈশ্বর্য্যস্য লিঙ্গং যস্য ইন্দ্রস্য এবম্বিধং জ্যোতিঃ।" সায়ণ। "Characteristic radiance."—*Wilson.*

(৩) মূলে "পর্বতং" আছে। অর্থ "পর্ববন্তং মেঘং বৃত্রাসুরং বা।" সায়ণ।



৫৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। গোতমের পুত্র নোধা ঋষি।

১। মহাবলে জাত(১) ও মরণ রহিত অগ্নি শীঘ্রই ব্যথাদান করেন। (দেবগণের) আহ্বানকারী অগ্নি যখন যজমানের (হব্যবাহক) দূত হইয়াছিলেন, তখন সমীচীন পথ দ্বারা যাইয়া অন্তরীক্ষ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন (২) ; তিনি যজ্ঞে হব্য দ্বারা দেবগণের পরিচর্য্যা করেন।

২। জরারহিত অগ্নি (তৃণ গুল্মাদিরূপ) আপন খাদ্য মিশ্রিত ও ভক্ষণ করিয়া শীঘ্রই কাষ্ঠে আরোহণ করেন(৩)। দহনার্থ ইতস্ততঃ গামী অগ্নির পৃষ্ঠদেশ (স্থিত জ্বালা) অশ্বের ন্যায় শোভা পায়, এবং আকাশের উন্নত শব্দায়মান (মেঘের) ন্যায় শব্দ করে।

৩। অগ্নি হব্য বহন করেন, এবং রুদ্র ও বসুদিগের সম্মুখে স্থান পাইয়াছেন। তিনি (দেবগণের) আহ্বানকারী এবং (যজ্ঞস্থানে) উপস্থিত থাকেন। তিনি ধন জয় করেন এবং মরণ রহিত। দীপ্তিমান্ অগ্নি যজমানদিগের স্তুতি লাভ করিয়া রথের ন্যায় গমন করত প্রজাদিগের গৃহে বার বার বরণীয় (ধন) প্রদান করেন।

৪। অগ্নি বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া মহা শব্দের সহিত এবং জ্বলন্ত জিহ্বা ও প্রসারিত তেজের সহিত অনায়াসে বৃক্ষসমূহে স্থান পায়; হে অগ্নি! যখন তুমি বন বৃক্ষ সমূহ শীঘ্র দগ্ধ করিবার জন্য বৃষের ন্যায় ব্যগ্র হও, হে দীপ্তজ্বাল জরারহিত অগ্নি! তখন তোমার গমনমার্গ কৃষ্ণবর্ণ হয়।

---

(১) অর্থাৎ কাষ্ঠদ্বয় বলদ্বারা ঘর্ষণ করিলে অগ্নি জন্মায়। সায়ণ।

(২) অন্তরীক্ষ পূর্ব্ব অবধিই ছিল কিন্তু অন্ধকারে অপ্রকাশ ছিল; এখন অগ্নির তেজে প্রকাশ পাইয়া যেন নূতন সৃষ্ট হইল। সায়ণ।

(৩) মূলে "তৃষু অতসেষু তিষ্ঠতি" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "তৃষু ক্ষিপ্রমেব অতসেষু প্রভূতেষু কাষ্ঠেষু অভিতিষ্ঠতি আরোহতি।" "অত্র অতস শব্দ কাষ্ঠবাচী। অতনং ন গুরুং ইতি দর্শনাৎ।" সায়ণ।

৫। অগ্নি বায়ু দ্বারা প্রেরিত হইয়া, শিখারূপ অস্ত্র ধারণ করিয়া(৪), মহৎ তেজের সহিত অশোষিত (বৃক্ষ) রস আক্রমণ করিয়া, গোযূথের মধ্যে বৃষের ন্যায় সমস্ত পরাজয় করিয়া, চারিদিকে বিস্তৃত হয়েন; স্থাবর ও জঙ্গম সকলে বহু বিচারী অগ্নিকে ভয় করে।

৬। হে অগ্নি! মনুষ্যদিগের মধ্যে ভৃগু (মহর্ষি) গণ(৫) দিব্য জন্ম প্রাপ্তির জন্য তোমাকে শোভনীয় ধনের ন্যায় ধারণ করিয়াছিলেন। তুমি সহজে লোকের আহ্বান শ্রবণ কর এবং (দেবগণেক) আহ্বান কর। তুমি (যজ্ঞস্থানে) অতিথি স্বরূপ এবং বরণীয় মিত্রের ন্যায় সুখদাতা।

৭। সাত জন আহ্বানকারী ঋত্বিক(৬) যজ্ঞ সমূহে যে পরম যজ্ঞার্হ এবং (দেবগণের) আহ্বানকারী অগ্নিকে বরণ করেন, সেই সর্ব্বধন দাতা অগ্নিকে আমি যজ্ঞান্নের দ্বারা পরিচর্য্যা করি, এবং তাঁহার নিকট রমণীয় ধন যাচ্ঞা করি।

৮। হে বলপুত্র! হে অনুকূলদীপ্তিযুক্ত অগ্নি! অদ্য আমাদিগকে নিরবচ্ছিন্ন সুখ দান কর। হে অন্ন পুত্র(৭)! তোমার স্তুতিকারককে লৌহের ন্যায় দৃঢ়রূপে রক্ষা করতঃ পাপ হইতে রক্ষা কর।

৯। হে প্রভাযুক্ত অগ্নি! তুমি স্তুতিকারকের গৃহস্বরূপ হও। হে ধনবান্ (৮) অগ্নি! ধনবান (যজমান) দিগের প্রতি কল্যাণ স্বরূপ হও। হে অগ্নি! স্তুতিকারকদিগকে পাপ হইতে রক্ষা কর। প্রজ্ঞাধন-সম্পন্ন অগ্নি এই প্রাতে শীঘ্র আগমন করুন।

---

(৪) মূলে "তপুর্জম্ভঃ" আছে। "তপূংষি জ্বালাএব জম্ভা আয়ুধানি মুখানি বা যস্য।" সায়ণ।

(৫) ৬০ সূক্তের ১ ঋকের দ্বিতীয় টীকা দেখ।

(৬) ৩৬ সূক্তের ৭ ঋকের টীকায় সাতজন ঋত্বিকের নাম দেখ।

(৭) ভুক্ত অন্নদ্বারা জঠরাগ্নি প্রবর্দ্ধিত হয়, এজন্য অগ্নি অন্নপুত্র। সায়ণ।

(৮) মূলে "মঘবন্" আছে। এ শব্দটী ইন্দ্র সম্বন্ধেই প্রায় ব্যবহার হয়।

৫৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। গোতমের পুত্র নোধা ঋষি।

১। হে অগ্নি! অন্য অগ্নিসমূহ তোমার শাখামাত্র(১), তোমাতে সকল অমর (দেবগণ) হৃষ্ট হয়েন ; হে বৈশ্বানর(২)! তুমি মনুষ্যদিগের নাভিস্বরূপ, তুমি নিখাত স্তম্ভের ন্যায় লোকদিগকে ধারণ কর।

২। অগ্নি স্বর্গের মস্তক, পৃথিবীর নাভি(৩), এবং দ্যু ও পৃথিবীর অধিপতি হইয়াছিলেন। হে বৈশ্বানর! তুমি দেব, দেবগণ আর্য্যের জন্য তোমাকে জ্যোতিঃরূপে উৎপন্ন করিয়াছিলেন।

৩। সূর্য্যে যেরূপ ধ্রুব রশ্মিসমূহ (স্থাপিত আছে), বৈশ্বানর অগ্নিতে সেই রূপ ধনসমুদয় স্থাপিত হইয়াছিল। পর্ব্বতসমূহে, ওষধিসমূহে, জলসমূহে, ও সকল মনুষ্যে যে (ধন) আছে তুমি তাহার রাজা।

৪। উভয় পৃথিবী [illegible] জন্য(৪) যেন বৃহৎ হইয়া [illegible]। বন্দী যেরূপ (প্রভুর স্তুতি করে) সেই রূপ এই সুদক্ষ হোতা শোভনগতি যুক্ত, প্রকৃত বলসম্পন্ন এবং নেতৃশ্রেষ্ঠ বৈশ্বানরের উদ্দেশে বহুবিধ মহৎ স্তুতিবাক্য (প্রয়োগ করিয়াছে।)

৫। হে বৈশ্বানর! তুমি সকল গৃহীতজন্মা প্রাণীকেই জান, তোমার মাহাত্ম্য মহৎ আকাশ হইতেও অধিক। তুমি মানব প্রজাদিগের রাজা, তুমি যুদ্ধ দ্বারা দেবগণের জন্য ধন উদ্ধার করিয়াছ।

---

(১) মূলে "বয়াঃ" আছে। "বয়াঃ শাখা বেতের্ব্বাতায়না ভবন্তি।" যাস্ক (নিরুক্ত ১।৪)।

(২) মূলে "বৈশ্বানর" আছে। "বিশ্বেষাং নরাণাং জঠর রূপেণ সম্বন্ধিনু অগ্নে।" সায়ণ।

(৩) "বন্ধকঃ ইত্যর্থঃ।" সায়ণ।

(৪) অর্থাৎ বৈশ্বানরের জন্য। সায়ণ।

৬। মনুষ্যেরা যে বৃত্রহন্তা বৈশ্বানরকে(৫) বৃষ্টির জন্য অর্চ্চনা করে সেই জলবর্ষী বৈশ্বানরের মাহাত্ম্য আমি শীঘ্র বলিতেছি। বৈশ্বানর অগ্নি দস্যুকে হনন করিয়াছেন এবং বৃষ্টির জল নীচে প্রেরণ করিয়াছেন এবং শম্বরকে ভেদ করিয়াছেন।

৭। বৈশ্বানর মাহাত্ম্য দ্বারা সকল মনুষ্যের অধিপতি(৬) ও পুষ্টিকর অন্নযুক্ত যজ্ঞে(৭) যজনীয়, তিনি প্রভাযুক্ত এবং সুনৃতবাক্যসম্পন্ন। শতবনির পুত্র পুরুণীথ(৮) রাজা বহু স্তুতির সহিত সেই অগ্নিকে স্তব করেন।

---

৬০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। গোতমের পুত্র নোধা ঋষি।

১। অগ্নি হব্যবাহক(১) ও যশস্বী, যজ্ঞপ্রকাশক এবং সম্যক্ রক্ষণশীল, তিনি (দেবগণের) দূত এবং সদাই [illegible] নিকট হব্য লইয়া) গমন করেন, তিনি দুই (কাষ্ঠ হইতে) জাত এবং [illegible] ন্যায় প্রশংসিত।

---

(৫) ইন্দ্র বৃত্র (অর্থাৎ মেঘকে) হনন করিয়া বৃষ্টি দান করেন; এ ঋকে বৈশ্বানর অগ্নি সেই কার্য্য করেন এরূপ বর্ণনা করা হইয়াছে। এই মেঘ ভেদকারী বৃষ্টিদাতা বৈশ্বানর কে? সায়ণ যাস্ক হইতে দুইটী অংশ উদ্ধৃত করিয়াছেন, একটী যে অন্তরীক্ষস্থ ইন্দ্র বা বায়ুই বৈশ্বানর, অতএব বৃষ্টিদান করেন, অপরটী যে স্বর্গস্থ সূর্য্য বৈশ্বানর। সায়ণ এই মতদ্বয় সমর্থন না করিয়া বলেন যে পার্থিব অগ্নিই বৈশ্বানর। তবে বৃষ্টি দান করেন কি রূপে? সায়ণ তাহার উত্তর দিয়াছেন "অগ্নৌ প্রাস্তাহুতিঃ সম্যক আদিত্যমু পতিষ্ঠতে। আদিত্যাৎ জায়তে বৃষ্টিঃ।"

(৬) মূলে কেবল "বিশ্ব কৃষ্টিঃ" আছে। "বিশ্বে সর্ব্বে মনুষ্যা বশ্য যস্যভূতাঃ।" সায়ণ।

(৭) মূলে "ভরদ্বাজেষু" আছে। "পুষ্টিকর হবির্লক্ষণান্নবৎসু যাগেষু যদ্বা এতৎসংজ্ঞেষু ঋষিষু।" সায়ণ।

(৮) শতবনি অর্থ যিনি শত যজ্ঞ সম্পাদন করিয়াছেন, পুরুণীথ অর্থ অনেকের নেতা। সায়ণ। এই রাজাদের ইতিহাস সম্বন্ধে সায়ণ কিছু বলেন নাই।

---

(১) মূলে "বহ্নিং" শব্দ আছে। "হবিষাং বোঢ়ারং।" সায়ণ।

মাতরিশ্বা(২) এই অগ্নিকে মিত্রের ন্যায় ভৃগুবংশীয়দিগের নিকট আনিলেন।

২। উভয় (দেব ও মনুষ্যগণ)(৩) এই শাসনকর্ত্তাকে সেবা করে, হব্যগ্রাহী দেবগণ(৪) এবং মনুষ্যেরা (ইহাঁর সেবা করে।) কেন না এই পূজ্য, প্রজাপালক, এবং ফলদাতা আহ্বানকারী অগ্নি সূর্য্যের(৫) পূর্ব্বে (উষাকালে বর্ত্তমান থাকিয়া) যজমানদিগের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছেন।

৩। আমাদিগের নূতন স্তুতি হৃদয়জাত(৬) ও মিষ্টজিহ্ব অগ্নির সম্মুখে ব্যাপ্ত হউক; মনুর সন্তান মনুষ্যগণ যথাকালে যজ্ঞ সম্পাদন

---

(২) যাস্ক মাতরিশ্বা অর্থে বায়ু করিয়াছেন, সায়ণও বলেন "মাতরি অন্তরিক্ষে শ্বসিতি প্রাণিতি বর্ত্ততে ইতি বা বহ ইতি মাতরিশ্বা বায়ুঃ।" কিন্তু কোন২ পণ্ডিত এ অর্থ গ্রহণে অসম্মত হয়েন। Bothlingk ও Roth তাঁহাদিগের জগদ্বিখ্যাত অভিধানে বলেন যে মাতরিশ্বার দুইটী অর্থ বেদে দেখা যায়। প্রথম, মাতরিশ্বা এক জন দেব যিনি বিবস্বানের দূতরূপে আকাশ হইতে অগ্নি আনিয়া ভৃগুবংশীয়দিগকে দেন। দ্বিতীয় মাতরিশ্বা অগ্নিরই একটি গুপ্ত নাম। তাঁহারা আরও বলেন যে, মাতরিশ্বা বায়ু অর্থে বেদের কুত্রাপি ব্যবহৃত হয় নাই।

মাতরিশ্বা যে বেদে অগ্নির একটি নাম তাহা ৩ মণ্ডলের ২৬ সূক্তের ২ ঋকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয়, সে ঋকটি—১মণ্ডলের তং শুভ্রং অগ্নিং অবসে হবামহে বৈশ্বানরং মাতরিশ্বানং উকৃথ্যং। আবার এই অষ্টকে ৯৬ সূক্তের ৪ ঋক ও টীকা দেখ। বেদার্থযত্ন বলেন যে, মাতরিশ্বা বিদ্যুতাগ্নি, স্বর্গলোক হইতে ভূমিতে পতিত হইয়া পার্থিব অগ্নি উৎপন্ন করে।

যদি মাতরিশ্বা ঋগ্বেদে প্রকৃতই অগ্নির একটী নাম হয় তবে এই মাতরিশ্বা কর্ত্তৃক স্বর্গ হইতে অগ্নি আনার আখ্যান হইতে কি গ্রীকদিগের Prometheus দেবের গল্প উৎপন্ন হইয়াছে? আমরা পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে কোন২ পণ্ডিতের মতে Prometheus নামটী অগ্নির একটী বৈদিক নাম (প্রমন্থ) হইতে উৎপন্ন। আর ভৃগুবংশীয়দিগের নিকট মাতরিশ্বা অগ্নিকে আনিয়া দিয়াছিলেন ইহারই বা অর্থ কি? Muir বিবেচনা করেন ভারতবর্ষে ভৃগু, মনু, অঙ্গিরা প্রভৃতি কয়েকটী ঋষিবংশদ্বারা অগ্নির পূজা প্রচার হইয়াছিল।

(৩) মূলে কেবল "উভয়াসঃ" আছে। অর্থাৎ "দেবা মনুষ্যাশ্চ যদ্বা স্তুতিভিঃ স্তোতারঃ যজ্ঞৈর্যজমানাশ্চ।" সায়ণ।

(৪) মূলে "উশিজঃ" আছে। অর্থ "কাময়মানা দেবাঃ" অথবা "উশিজঃ মেধাবিনঃ স্তোতারঃ।" সায়ণ।

(৫) মূলে "দিবশ্চিৎ পূর্ব্বঃ" আছে। "আদিত্যাৎ অপি পূর্ব্বঃ।" সায়ণ।

(৬) মূলে "হৃদঃ জায়মানং" আছে। অগ্নির্হি বায়ো রুৎপন্নস্ত, বায়ুশ্চ প্রাণ এব।" সায়ণ।

করিয়া ও যজ্ঞান্ন প্রদান করিয়া সেই অগ্নিকে সংগ্রামকালে উৎপন্ন করে।

৪। অগ্নি কামনার পাত্র এবং বিশুদ্ধকারী, তিনি নিবাস হেতু এবং বরণীয়, ও (দেবগণের) আহ্বানকারী; যজ্ঞগৃহে প্রবিষ্ট মনুষ্যাদিগের মধ্যে তাঁহাকে স্থাপন করা হইয়াছে। তিনি (শত্রুদিগের) দমনে কৃত-সঙ্কল্প হইয়া এবং (আমাদিগের) গৃহসমূহের পালনকর্ত্তা হইয়া যজ্ঞগৃহে ধনাধিপতি হউন।

৫। হে অগ্নি! আমরা গৌতম গোত্রীয়; তুমি ধনপতি ও রক্ষণশীল ও যজ্ঞান্নের কর্ত্তা। (আরোহী) যেরূপ অশ্বকে হস্ত দ্বারা মার্জ্জিত করে আমরা তোমাকে সেইরূপে মার্জ্জিত করিয়া মননীয় স্তোত্র দ্বারা প্রশংসা করিব। অগ্নি প্রজ্ঞা দ্বারা ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, এই প্রাতঃকালে শীঘ্র আইসুন।

---

৬১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গোতমের পুত্র নোধা ঋষি।

১। ইন্দ্র বলবান্, ত্বরান্বিত, ও গুণ দ্বারা মহৎ, স্তুতির উপযুক্ত এবং অপ্রতিহতগতি। (বুভুক্ষিতকে) যেরূপ অন্ন দান করে, আমি ইন্দ্রকে তাঁহার গ্রহণযোগ্য স্তুতি এবং পূর্ব্ববর্ত্তী যজমানপ্রদত্ত যজ্ঞ অন্ন প্রদান করি।

২।* তাঁহাকে অন্নের ন্যায় (হব্য) দান করিতেছি, শত্রু পরাজয় সাধনস্বরূপ স্তুতিশব্দ সম্পাদন করিয়াছি। অন্য স্তোতাগণও সেই পুরাতন স্বামীকে হৃদয়ের সহিত, মনের সহিত, এবং জ্ঞানদ্বারা স্তুতি সম্পাদন করে।

৩। সেই উপমানভূত বরণীয় ধনদাতা ও বিজ্ঞ ইন্দ্রকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য আমি মুখ দ্বারা উৎকৃষ্ট ও নির্ম্মল স্তুতিবচনযুক্ত অতি মহৎ শব্দ করিতেছি।

৪। যে রূপ রথ নির্ম্মাণকর্ত্তা রথস্বামীর নিকট রথ চালায়(১) সেই রূপ আমি ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তোত্র প্রেরণ করি; স্তুতিভাজন ইন্দ্রকে শোভনীয় স্তুতিবাক্য প্রেরণ করি; মেধাবী ইন্দ্রকে বিশ্বব্যাপী (হব্য) প্রেরণ করি।

৫। অশ্বকে যেরূপ (রথে সংযোজিত করে) আমি সেইরূপ অন্ন প্রাপ্তির ইচ্ছায় স্তুতিরূপ মন্ত্র বাগিন্দ্রিয়ে ধারণ করি(২); সেই বীর দানশীল অন্নবিশিষ্ট এবং (অসুরদিগের) নগরবিদারী ইন্দ্রকে বন্দনা করিতে (প্রবৃত্ত হই)।

৬। ত্বষ্টা ইন্দ্রের জন্য যুদ্ধার্থে শোভনকর্ম্মা ও সুপ্রেরণীয় বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, ঐশ্বর্য্যবান্ ও অপরিমিত বলবান্ ইন্দ্র শত্রুবিনাশে উদ্যত হইয়া সেই হননকারী বজ্র দ্বারা বৃত্রের মর্ম্ম ভেদ করিয়াছিলেন।

৭। (জগতের) নির্ম্মাণকর্ত্তা(৩) ইন্দ্রের এই মহৎ যজ্ঞে যে (তিনটী) অভিষব দেওয়া হইয়াছে, ইন্দ্র তাহাতে (সোমরূপ) অন্ন সদ্যই পান করিয়াছেন, এবং শোভনীয় (হব্যরূপ) অন্ন (ভক্ষণ করিয়াছেন)। ইন্দ্র সমস্ত জগতের ব্যাপ্তা(৪), (অসুরদিগের) পরিপক্ক ধন অপহরণ করিয়াছেন, তিনি শত্রুদিগের পরাজয়ী ও বজ্রক্ষেপক; তিনি বরাহকে (অর্থাৎ মেঘকে) প্রাপ্ত হইয়া তাহাকে ভেদ করিয়াছিলেন(৫)।

---

(১) মূলে "রথং ন তষ্টেব তৎসিনায়" আছে। "সিনং অন্নং ভবতি সিনাতি ভূতানি।" যাস্ক। নিরুক্ত ৫।৫। "ত্বষ্টা তক্ষকো রথনির্ম্মাতা।" সায়ণ।

(২) অর্থাৎ স্তুতিরূপ মন্ত্র উচ্চারণ করি। মূলে "জুহ্বা" আছে। অর্থ "আহ্বান সাধনেন বাগিন্দ্রিয়েণ।" সায়ণ।

(৩) ইন্দ্র বৃষ্টিদান করেন, এবং বৃষ্টি দ্বারা সকল বস্তু উৎপন্ন হয়, এই জন্য ইন্দ্রকে "মাতৃ" অর্থাৎ নির্ম্মাতা বলিয়াছে। সায়ণ।

(৪) মূলে "বিষ্ণুঃ" আছে। "জগতো ব্যাপকঃ।" সায়ণ।

(৫) মূলে "বরাহং" আছে, অর্থাৎ "মেঘং" সায়ণ। আবার বরাহের যজ্ঞ অর্থ করিয়া সায়ণ এই ঋকের আর এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। বেদার্থযত্ন এই ঋকের অন্য একরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন, যথা। "In the sacrifices of the mother of this great (Indra) alone all-powerful Vishnu drank quickly the juice (and ate) the good offerings, (and) carrying away what was cooked threw the stone (and) pierced through the boar."

৮। ইন্দ্র অহিকে হনন করিলে গমনশীল দেবপত্নীগণও(৬) তাঁহাকে স্তুতি করিয়াছিলেন। ইন্দ্র বিস্তৃত আকাশ ও পৃথিবী অতিক্রম করিয়াছিলেন, তাহারা ইন্দ্রের মহিমা অতিক্রম করিতে পারে না(৭)।

৯। ইন্দ্রের মাহাত্ম্য দ্যুলোক ও ভূলোক ও অন্তরীক্ষ অপেক্ষাও অধিক। তিনি নিজ আবাসে স্বকীয় তেজে বি[illegible] করেন, সকল কার্য্যে সমর্থ হয়েন। তাঁহার শত্রু সুযোগ্য, তিনি যুদ্ধগ[illegible]শ, এবং (মেঘরূপ শত্রুদিগকে) যুদ্ধে আহ্বান করেন।

১০। ইন্দ্র স্বকীয় বলদ্বারা জলশোষক বৃত্রকে বজ্র দ্বারা ছেদন করিয়াছিলেন; এবং (চৌরাপহৃত) গাভীসমূহের ন্যায় (বৃত্রদ্বারা) অবরুদ্ধ জগতের রক্ষণশীল জলসমুদয় ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। তিনি হব্যদাতাকে তাহার অভিলাষানুসারে অন্ন দান করেন।

১১। ইন্দ্রের ক্ষমতা হেতু সমুদ্র নদী [illegible] (নিজ নিজ স্থানে) শোভা পাইতেছে, কেননা ইন্দ্র বজ্র দ্বারা [illegible]গের সীমা নির্দেশ করিয়া দিয়াছেন। (শত্রুবধ দ্বারা) আপন[illegible] ঘোষণা করিয়া এবং হব্যদাতাকে ফল প্রদান করিয়া, ইন্দ্র ত্বর[illegible] তুর্ব্বীতি (ঋষির) জন্য একটী অবস্থানযোগ্য স্থান সৃষ্টি করিলেন(৮)।

১২। ইন্দ্র ক্ষিপ্রকারী, সকলের ঈশ্বর, এবং অপরিমিত বলশালী। হে ইন্দ্র! তুমি এই বৃত্রকেই বজ্র প্রহার কর, গরুর ন্যায় বৃত্রের শরীরের সন্ধি গুলি তির্য্যক অবস্থিত বজ্র দ্বারা কর্ত্তন কর(৯), যেন বৃষ্টি (বাহির হইতে পারে) এবং জল (ভূমিতে) বিচরণ করিতে পারে।

---

(৬) "গ্নাশ্চিৎ দেবপত্নীঃ" আছে। "গ্নাশ্চিৎ গমন স্বভাবা অপি স্থিতা দেবপত্নীঃ দেবানাং পালয়িত্র্যঃ গায়ত্র্যাদ্যা দেবতাঃ।" সায়ণ।

(৭) এই শেষ অংশটুকু (তাহারা ইন্দ্রের মহিমা অতিক্রম করিতে পারে না, সায়ণের ব্যাখ্যায় নাই।

(৮) তুর্বীত ঋষি জলমগ্ন হইতেছিলেন, ইন্দ্র তাহাকে উদ্ধার করিয়া ভূমিতে স্থাপন করিয়াছিলেন। সায়ণ।

(৯) মূলে "গোঃ ন পর্ব বিরদা" আছে। "পর্বা[illegible] * * বিরদা বিলিখ ছিন্দ্ধি ইত্যর্থ * * যথা মাংসস্য বিক[illegible] লোকিকাঃ পুরুষাঃ পশোরবয়বান্ ইতস্ততো বিকৃন্তন্তি তদ্বৎ।" সায়ণ। "Sever his joints as (butchers cut up) a cow."—*Wilson.* "বৃত্রাসুরের শরীরের সন্ধি সকল

১৩। যিনি মন্ত্রদ্বারা স্তুত্য সেই (যুদ্ধার্থ) ক্ষিপ্রগামী ইন্দ্রের পূর্ব্ব কর্ম্ম সকল বর্ণনা কর। তিনি যুদ্ধের জন্য অস্ত্র সকল (পুনঃ পুনঃ) নিক্ষেপ করিয়া, শত্রুদিগকে হনন করিয়া তাহাদের সম্মুখে গমন করেন।

১৪। এই ইন্দ্রের ভয়ে পর্ব্বতগণ নিশ্চল হইয়া থাকে, ইন্দ্র প্রাদুর্ভূত হইলে আকাশ ও পৃথিবী কম্পিত হয়। নোধাঋষি সেই কমনীয় ইন্দ্রের রক্ষণকার্য্য অনেক সূক্ত দ্বারা বার বার প্রার্থনা করিয়া সদ্যই বীর্য্য লাভ করিয়াছিলেন।

১৫। তিনি একাকীই (শত্রু জয় করিতে পারেন), এবং বহুবিধ ধনের স্বামী। তিনি যে স্তোত্র এই (স্তোতৃদিগের নিকট) যাচ্ঞা করিয়াছেন সেই স্তোত্র তাঁহাকে দাও। স্বশ্বপুত্র সূর্য্যের সহিত যুদ্ধের সময় সোমাভিষবকারী এতশ (ঋষিকে) ইন্দ্র রক্ষা করিয়াছিলেন(১০)।

১৬। হে অশ্বযুক্ত রথেশ্বর ইন্দ্র! গোতম গোত্রীয় (ঋষি) গণ তোমাকে যজ্ঞে উপনীত করিবার জন্য স্তুতিরূপ মন্ত্র সমূহ রচনা করিয়াছে; সেই স্তোত্রে, ইহাদিগকে বহুবিধ বুদ্ধি প্রদান কর। যিনি বুদ্ধি দ্বারা ধন পাইয়াছেন, সেই ইন্দ্র প্রাতে শীঘ্র আগমন করুন।

তির্য্যক্‌ভাবে বজ্রদ্বারা ছেদন করুন, যেরূপ মাংসচ্ছেদক ব্যক্তিরা গোপশুর অবয়ব সকল ছেদন করিয়া পৃথক করে।" রমানাথ সরস্বতী।

এ বিষয়ে পণ্ডিত রমানাথ সরস্বতী টীকায় এই রূপ লিখিয়াছেন যথা "তৎকালে গোমাংস অভক্ষ্য ছিল না। আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্রের প্রথম অধ্যায়ে, কৃষ্ণ যজুর্ব্বেদের তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণের অশ্বমেধ প্রকরণে, এবং শুক্ল যজুর্ব্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় পুরুষমেধ প্রকরণে আর্য্যগণের বিবিধ মাংস ব্যবহারের কথা আছে। গোমেধ, অশ্বমেধ অজমেধ প্রভৃতি যজ্ঞ পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। স্মৃতিশাস্ত্রে লিখিত আছে যে পূর্ব্বকালে আর্য্য সমাজে অতিথি আগমন করিলে "মহোক্ষং বা মহাজং" বা অর্থাৎ বৃষ বা অজ বধ করিয়া অতিথি সৎকার হইত। উত্তর চরিতের চতুর্থ অঙ্কে আমরা দেখিতে পাই যে জনক বৎসতরী ভক্ষণ করিয়াছিলেন। এই কারণেই অতিথির নাম গোঘ্ন হইয়াছে" এই প্রথা সম্বন্ধে ৭১ সূক্তের ১৫ ঋকের টীকা দেখ।

(১০) স্বশ্ব নামে এক রাজা পুত্রকামনা করিয়া সূর্য্যকে উপাসনা করিয়াছিলেন। সূর্য্য স্বয়ং অন্য একরূপ স্বরূপে জন্মগ্রহণ করেন, এবং তাঁহার সহিত এতশ নামক মহর্ষির যুদ্ধ হয়। great

পঞ্চম অধ্যায়।

---

৬২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গোতমের পুত্র নোধা ঋষি।

১। বলবান্ ও স্তুতিভাজন ইন্দ্রের উদ্দেশে আমরা অঙ্গিরার ন্যায় সুখকর স্তোত্র মনে ধারণা করি। তিনি শোভনীয় স্তোত্র দ্বারা স্তুতিকারী ঋষির অর্চনাভাজন। সেই প্রখ্যাত নেতাকে আমরা স্তোত্র দ্বারা পূজা করি।

২। যে স্তোত্র উচ্চৈঃস্বরে গীত হইতে পারে(১) এরূপ বৃহৎ স্তোত্র তোমরা সেই মহান্ ও বলবান্ ইন্দ্রের উদ্দেশে অর্পণ কর। তাঁহার সহায়তায় আমাদের পূর্ব্বপুরুষ অঙ্গিরাগণ পদচিহ্ন দেখিয়া পূজা করতঃ (পণি অসুর দ্বারা অপহৃত) গাভী উদ্ধার করিয়াছিলেন।

৩। ইন্দ্র ও অঙ্গিরা (গাভী) অন্বেষণ করিলে পর সরমা স্বীয় তনয়ের নিমিত্ত (ইন্দ্রের নিকট হইতে) অন্ন প্রাপ্ত হইয়াছিল(২)। তখন বৃহস্পতি(৩) অসুরকে বধ করিলেন ও গাভী উদ্ধার করিলেন। দেবগণও গাভী সকলের সহিত হর্ষসূচক শব্দ করিতে লাগিল।

---

(১) মূলে "আঙ্গূষ্যং সাম" আছে। "আঙ্গূষ্যং" অর্থ "আঘোষযোগ্যং" "উচ্চৈঃ যদ্‌গানং তদ্যং সাম ইতি আখ্যা।" সায়ণ।

(২) সরমা দেবকুক্কুরী। পণি গাভী সকল অপহরণ করিলে পর ব্যাধ যেরূপ মৃগের অন্বেষণে কুক্কুর পাঠায় সেই রূপ ইন্দ্র সরমাকে গাভীর উদ্দেশে পাঠাইলেন সরমা কহিল "ইন্দ্র! যদি আমাদের শিশুকে সেই গাভীর দুগ্ধ দাও তবে যাইব।" ইন্দ্র সম্মত হইলেন। পর সরমা যাইয়া সেই গাভীর অনুসন্ধান করিলে ইন্দ্র তাহা উদ্ধার করিলেন। সায়ণ। ৬ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখ।

(৩) মূলে "বৃহস্পতিঃ" আছে। এখানে অর্থ "বৃহতাং দেবানাং অধিপতি রুদ্রঃ।" সায়ণ।

৪। হে শক্তিমান্ ইন্দ্র! যাঁহারা নয় মাসে যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়াছেন ও যাঁহারা দশমাসে যজ্ঞ সমাপ্ত করিয়াছেন(৪) এইরূপ সপ্ত সংখ্যক ও সদ্গতি অভিলাষী মেধাবীগণের(৫) সুখশ্রাব্য স্বরযুক্ত স্তোত্র দ্বারা তুমি স্তুত হইবে। তোমার স্বরে পর্ব্বত ভীত হয়, এবং শস্যোৎপাদক মেঘও ভীত হয়(৬)।

৫। হে দর্শনীয় ইন্দ্র! তুমি অঙ্গিরাগণের দ্বারা স্তুত হইয়া ঊষা ও সূর্য্যের কিরণ দ্বারা(৭) অন্ধকার বিনাশ করিয়াছ। হে ইন্দ্র! তুমি পৃথিবীর সানুপ্রদেশ সমতল করিয়াছ এবং অন্তরীক্ষের মূল প্রদেশ দৃঢ় করিয়াছে।

৬। ইন্দ্র পৃথিবীর উপরে স্থাপিত মধুর উদকপূর্ণ যে চারিটী নদী(৮) জলপূর্ণ করিয়াছেন তাহা সেই দর্শনীয় ইন্দ্রের অতিশয় পূজ্য ও সুন্দর কর্ম্ম।

৭। যে ইন্দ্রকে (যুদ্ধ রূপ) প্রযত্ন দ্বারা প্রাপ্ত হওয়া যায় না(৯) কিন্তু স্তোতার স্তুতিদ্বারা পাওয়া যায়, সেই ইন্দ্র একত্র সংলগ্ন দ্যাবা পৃথিবীকে দ্বিধা করিয়া স্থাপন করিয়াছেন, এবং সেই শোভনকর্ম্মা ইন্দ্র সুন্দর ও উৎকৃষ্ট নভস্তলে সূর্য্যো[illegible]য় এই দ্যাবা পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন।

---

(৪) মূলে "নবগ্বৈঃ" ও "দশগ্বৈঃ" শব্দ আছে। "যেনবভিঃ মাসৈঃ সমাপ্য গন্তা স্তে নবগ্বাঃ" "যেস্তু দশভির্মাসৈঃ সমাপ্য জগ্মু স্তে দশগ্বাঃ।" সায়ণ। "With the seven wise Navagvas and with the impetuous Dasagvas."—*Vedartha-yatna.*

(৫) সপ্তসংখ্যক মেধাবীগণ কাহারা? "মেধাতিথি প্রভৃতয় আঙ্গিরসঃ দৃশ্যন্তে।" সায়ণ।

(৬) মূলে "অদ্রিং ফলিগং বলং" আছে। ইহার অর্থ পর্ব্বত ও মেঘ ও বল নামক অসুর হয়, অথবা পর্ব্বত ও জলপ্রদ মেঘ হয়, অথবা ছেদনশীল জলপ্রদ মেঘ হয়। সায়ণ। "That mountain, that cloud, that Vala."—*Vedartha-yatna.*

(৭) মূলে "গোভিঃ" আছে, অর্থ "কিরণৈঃ।" সায়ণ।

(৮) চারিটী নদী কি? "গঙ্গাদি নদ্যঃ।" সায়ণ।

(৯) মূলে "অযাস্যঃ" শব্দ আছে। "যাসঃ প্রযত্নঃ। তৎসাধ্যঃ যাস্যঃ। নযাস্যঃ অযাস্যঃ। যুদ্ধরূপৈঃ প্রযত্নৈঃ সাধয়িতুং অশক্য ইত্যর্থ।" সায়ণ। সায়ণ আরও কতগুলি অর্থ দিয়াছেন।

৮। বিভিন্নরূপা, নিত্যজাতা ও যুবতী রজনী ও উষা দ্যাবা পৃথিবীতে বহুকাল হইতে পরম্পরাক্রমে আগমন করতঃ বিচরণ করিতেছেন; রাত্রি কৃষ্ণবর্ণ ও উষা দীপ্তিমান্ শরীরযুক্তা।

৯। যে ইন্দ্র শোভনীয় কর্ম্ম সম্পাদন করেন, যিনি বলের পুত্র (অর্থাৎ অতি বলবান্,) এবং উৎকৃষ্ট কর্ম্মযুক্ত, তিনি যজমানদিগের পুরাতন বন্ধুত্ব পোষণ করেন। হে ইন্দ্র! তুমি অপরিপক্ক গাভীগণ মধ্যেও পক্ক দুগ্ধ দান করিয়াছ, এবং গাভী কৃষ্ণবর্ণ বা লোহিত বর্ণ হইলেও তন্মধ্যে শুক্লবর্ণ দুগ্ধ দান করিয়াছ।

১০। যে গমন রহিত অঙ্গুলী সকল চিরকাল সম্বদ্ধ হইয়া অবস্থান করিয়াও আলস্য রহিত হইয়া স্বীয় বল দ্বারা বহু সহস্র ব্রত পালন করিয়াছে; সেই সেবা পরায়ণ ভগ্নীগণ(১০) দেবপত্নীর ন্যায় লজ্জা রহিত(১১) ইন্দ্রের সেবা করে।

১১। হে দর্শনীয় ইন্দ্র! তুমি মন্ত্র ও নমস্কার দ্বারা স্তুত হও। যে মেধাবীগণ সনাতন কর্ম্ম বা ধন কামনা করে তাহারা বহু প্রয়াসে তোমাকে প্রাপ্ত হয়। হে বলবান্ ইন্দ্র, যেরূপ আকাঙ্ক্ষিনী পত্নী আকাঙ্ক্ষী পতিকে প্রাপ্ত হয় সেই রূপ (মেধাবীগণের) স্তুতি তোমাকে স্পর্শ করে।

১২। হে দর্শনীয় ইন্দ্র! চিরকাল হইতে যে [illegible] তোমার হস্তে আছে তাহা কখন নাশ বা ক্ষয় প্রাপ্ত হয়না। হে ইন্দ্র! তুমি বুদ্ধিমান্, দীপ্তিমান্ এবং যজ্ঞবিশিষ্ট। হে কর্ম্মবান্ ইন্দ্র! তোমার কর্ম্ম দ্বারা আমাদিগকে ধন দাও।

১৩। হে ইন্দ্র! তুমি সকলের আদি; হে সুনেত্র বলবান্ ইন্দ্র! তুমি, রথে অশ্ব যোজনা কর; গোতম ঋষির পুত্র নোধা আমাদের নিমিত্ত তোমার এই নূতন স্তোত্র রচনা করিয়াছেন। অতএব যিনি কর্ম্ম দ্বারা ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই ইন্দ্র প্রাতঃকালে শীঘ্র আগমন করুন।

---

(১০) মূলে "পত্নীঃ স্বসারঃ" আছে। পত্নী পালয়িত্রী বা সেবা পরায়ণ। স্বসারঃ অর্থ ভগ্নীগণ, সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, "স্বয়ং এব সরন্তি।"

(১১) মূলে "অহ্রয়াণং" আছে তাহার অর্থ প্রাপ্তগতি অথবা লজ্জারহিত হয়। সায়ণ। অঙ্গলিরূপ ভগ্নীগণ পত্নীর ন্যায় ইন্দ্রকে সেবা করিতেছে অতএব লজ্জারহিত অর্থটী ভাল হয়।

৬৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গোতমের পুত্র নোধা ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি (গুণে) সর্ব্বাগ্রগণ্য; ভয়ের সময়ে তোমার শত্রু শোষণকারী বল দ্বারা তুমি দ্যাবাপৃথিবী ধারণ করিয়াছিলে। বিশ্বের সমস্ত ভূত ও পর্ব্বতসমূহ এবং অন্য যে সমস্ত মহৎ ও দৃঢ় পদার্থ আছে তাহারাও নভস্তলে সূর্য্যরশ্মির ন্যায় তোমার ভয়ে কম্পিত হইয়াছিল।

২। হে ইন্দ্র! তুমি যখন তোমার বিবিধ গতিযুক্ত অশ্ব রথে সংযোজিত কর, তখন স্তোতা তোমার হস্তে বজ্র স্থাপন করে; তুমি সেই বজ্র দ্বারা শত্রুর অনভীপ্সিত কর্ম্ম করিয়া শত্রুদিগকে বিনাশ কর। হে বহু লোকের আহূত ইন্দ্র! তুমি তদ্দ্বারা (অসুরদিগের) অনেক নগর ধ্বংস কর।

৩। হে ইন্দ্র তুমিই সত্য(১), তুমি এই সকল শত্রুর ধর্ষণকারী; তুমি ঋভুগণের অধিপতি, নরের হিতকারী; ও শত্রুহন্তা। সাংঘাতিক ও তুমুল(২) সংগ্রামে তুমি দীপ্তিমান্ তরুণ কুৎসের(৩) সহায় হইয়া শুষ্ণ (নামক অসুরকে) বধ করিয়াছিলে।

৪। হে বৃষ্টি বর্ষণকারী, বজ্রী ইন্দ্র! তুমি যখন শত্রুকে(৪) বধ করিয়াছিলে; হে শূর; অভীষ্ট বর্ষণাভিলাষী, ও শত্রুবিজয়ী ইন্দ্র! তুমি যখন সংগ্রামে দস্যুদিগকে পরাঙ্মুখ করতঃ ধ্বংস করিয়াছিলে, তখন তুমি (কুৎসের) সহায় হইয়া তাহাকে প্রসিদ্ধ যশ প্রেরণ করিয়াছিলে।

---

(১) মূলে "সত্যঃ" আছে। "সৎসুভবঃ। সর্ব্বোৎকৃষ্টঃ।" সায়ণ।

(২) মূলে "বৃজনে পৃক্ষে" আছে। বর্জনযুক্ত সংগ্রামে হি বীরাঃ পুরুষাঃ বর্জ্যন্তে হিংস্যন্তে।" "পৃক্ষে সংপর্চনীয়ে বীর্য্যে যোদ্ধুং প্রাপ্তব্যে।" সায়ণ।

(৩) কুৎস সম্বন্ধে ৩৩ সূক্তের ১৪ ঋকের টীকা দেখ। কিন্তু এখানে কুৎস একজন যোদ্ধা বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। "The Dasyus are described as the enemies of *Kutsa*. Agreeably to the apparent sense of Dasyu,—'barbarian' or 'one not Hindu,'—*Kutsa* would be a prince who bore an active part in the subjugation of the original tribes of India."—*Wilson.*

(৪) মূলে "বৃত্রং" আছে। "কুৎসস্য শত্রুং।" সায়ণ।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি কোন দৃঢ় ব্যক্তির হানি করিতে ইচ্ছা কর না; তথাপি মনুষ্যগণ (শত্রুদিগের দ্বারা) উপক্রুত হইলে তুমি তাহাদিগের অশ্ব বিচরণের জন্য চারিদিক খুলিয়া দাও এবং হে বজ্রী! কঠিন (বজ্র) দ্বারা শত্রুদিগকে বিনাশ কর(৫)।

৬। হে ইন্দ্র! যে সংগ্রামে যোদ্ধাগণ লাভ ও ধনপ্রাপ্ত হয় তাহাতে মনুষ্যেরা তোমাকে (সহায়ার্থ) আহ্বান করে। হে বলবান্ ইন্দ্র! সংগ্রামে তোমার এই রক্ষণকার্য্য আমাদের দিকে (প্রসারিত) হউক, (যোদ্ধাগণ) তোমার রক্ষণ ভাজন।

৭। হে বজ্রিন্! তুমি পুরুকুৎস (নামক ঋষির) সহায় হইয়া যুদ্ধ করতঃ সেই সপ্ত নগর ধ্বংস করিয়াছ; এবং তুমি সুদাস (নামক রাজার) নিমিত্ত অংহা নামক অসুরের ধন, যজ্ঞ কুশের ন্যায় অনায়াসে কর্ত্তন করিয়াছ। পরে হে রাজন্ সেই হব্যদাতা (সুদাসকে) সেই ধন দিয়াছ(৬)।

৮। হে দেব! তুমি আমাদের বিচিত্র অন্ন সমস্ত ভূমিতে জলের ন্যায় বর্দ্ধিত কর। হে শূর! সকল দিকে যেমন জল ক্ষরিত হইতে দিয়াছ, সেইরূপ সেই অন্ন দ্বারা আমাদিগকে জীবন প্রদান করিয়াছ।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি অশ্বযুক্ত; গোতমগণ তোমার উদ্দেশে ভক্তি পূর্ব্বক মন্ত্রসমূহ উচ্চারণ করিয়াছে; তুমি তাহাদিগকে বহুবিধ অন্ন প্রদান কর। যিনি কর্ম্মদ্বারা ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন সেই ইন্দ্র প্রাতঃকালে শীঘ্র আগমন করুন।

---

(৫) অর্থাৎ দৃঢ় শত্রুদিগকে বিনাশ করিবার জন্য তোমার নিজের কোনও স্বার্থ নাই, কেবল তোমার ভক্ত মনুষ্যেদিগের উপকারার্থ সে কার্য্য কর। "ঘনেব"। "As with a club."—*Wilson*. "As with hammer." যমনেব। বেদার্থযত্ন। "কঠিনেব পর্ব্বতেনেব।" সায়ণ।

(৬) সুদাস সম্বন্ধে ৪৭ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখ। পুরুকুৎস পুরাণে মান্ধাতার পুত্র এবং নর্ম্মদা নদীকে বিবাহ করিয়াছিলেন।

৬৪ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। গোতমের পুত্র নোধা ঋষি।

১। হে নোধা! বর্ষণকারী, শোভনযজ্ঞ ও (পুষ্পফলাদির) কর্ত্তা মরুৎগণের উদ্দেশে সুন্দর স্তোত্র প্রেরণ কর। যে বাক্যদ্বারা বৃষ্টিধারার ন্যায় যজ্ঞস্থলে দেবগণকে অভিমুখ করা যায়, আমি ধীর ও কৃতাঞ্জলি হইয়া মনের সহিত সেই বাক্যসমূহ প্রয়োগ করি।

২। মরুৎগণ অন্তরীক্ষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছেন; তাঁহারা দর্শনীয়, পৌরুষসম্পন্ন, এবং রুদ্রের পুত্র(১); তাঁহারা শত্রুবিজয়ী, পাপরহিত সকলের শোধক, সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত, সত্বসমূহের(২) ন্যায় বলপরাক্রমশালী, বৃষ্টিবিন্দুযুক্ত ও ঘো[illegible]রূপ।

৩। রুদ্রের পুত্র[illegible] ও জরারহিত এবং যাঁহারা দেব[illegible]কে হব্য না দেন(৩) তাঁহাদিগে[illegible]; তাঁহারা অপ্রতিহতগতি এবং পর্ব্বতের

---

(১) মূলে "উক্ষণো রুদ্রস্যমর্য্যা" আছে। "উক্ষ ধাতু সেচনার্থে। উক্ষণঃ সেক্তারঃ পুমান্ ইত্যর্থঃ।" সায়ণ। "মর্য্য শব্দো মনুষ্যবাচীহ মরুতাং মর্ত্ত্যত্বা সম্ভবাৎ পুত্রা ইতি অস্মিন্ অর্থে পর্য্যবস্যতি।" সায়ণ।

(২) *মূলে "সত্বানঃ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "পরমেশ্বরস্য ভূতগণাঃ।" কিন্তু ঋগ্বেদ রচনার সময় মহাদেব বা মহাদেবের ভূতগণের উপাখ্যান সৃষ্ট হয় নাই।* "Brave warriors."—*Benfey.* "Mauvais genies."—*Langlois.* "Evil spirits."—*Wilson.* "Giants."—*Max Muller.* 'Satvan' means a strong man, but it seems intended here to convey the idea of supernatural strength."—*Max Muller*.

(৩) মূলে "অভোগ্নন্তঃ" আছে। "যে দেবান্ হবির্ভির্ন ভোজয়ন্তি তেষাং হন্তারঃ।" সায়ণ। কিন্তু Max Muller এই রূপ লিখিয়াছেন "Abhog, 'not nurturing,' is a name of the rainless cloud. * * The cloud which sends rain is called Bhugmán."

ন্যায় (দৃঢ়াঙ্গ)। তাঁহারা স্তোতৃগণকে অভীষ্ট দান ইচ্ছা করেন। পৃথিবীর ও দিব্যলোকের সমস্ত বস্তু দৃঢ় হইলেও মরুৎগণ স্বকীয় বলে তাহা প্রচালিত করেন।

৪। শোভার নিমিত্ত মরুৎগণ নানাবিধ অলঙ্কার দ্বারা স্বশরীর অলঙ্কৃত করেন; শোভার নিমিত্ত বক্ষে সুন্দর (হার) ধারণ করেন অংশদেশে আয়ুধসমূহ ধারণ করেন। নেতা মরুৎগণ অন্তরীক্ষ হইতে স্বকীয় বলের সহিত প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন।

৫। (স্তোতৃগণকে) ধনাধিপতি করিয়া, (মেঘাদিকে) কম্পিত করিয়া, (হিংসককে) বিনাশ করিয়া মরুৎগণ স্বকীয় বলে বায়ু ও বিদ্যুৎ সৃষ্টি করেন; পরে মরুৎগণ সকলদিকে গমন করিয়া ও সকলকে কম্পিত করিয়া দ্যুলোকের উধঃ (অর্থাৎ মেঘ) দোহন করেন, এবং জল দ্বারা ভূমি সিঞ্চন করেন।

৬। যেরূপ ঋত্বিক্‌গণ যজ্ঞে ঘৃত সিঞ্চন করেন, সেইরূপ দানশীল মরুৎগণ সারবান্ জল সিঞ্চন করেন; তাঁহারা অশ্বের ন্যায় বেগবান্ মেঘকে বর্ষণের নিমিত্ত বিনীত করেন এবং [illegible]কারী ও অক্ষয় মেঘকে দোহন করেন।

৭। হে মরুৎগণ! তোমরা মহৎ, প্রাজ্ঞ, সুন্দর দীপ্তিসম্পন্ন; পর্ব্বতের ন্যায় বলবান্, এবং শীঘ্রগতি; তোমরা করযুক্ত গজের ন্যায় বন ভক্ষণ কর, যেহেতু তোমরা অরুণবর্ণ বড়বাকে(৪) বল প্রদান করিয়াছ।

---

(৪) মূলে "অরুণীষু" আছে। "অরুণবর্ণাসু বড়বাসু।" সায়ণ। এবং সায়ণ বড়বাকে মরুৎগণের বাহন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, "তস্মাৎ ভবতামিব বাহনন্যাপি প্রবলত্বাৎ তৎসংযুক্তা ভবন্তঃ সর্ব্বং ভংজতি।" সায়ণ।

Langlois ব্যাখ্যা করেন, অরুণবর্ণ মেঘ অশ্বরূপে মরুৎগণের রথে যুক্ত হয়। "Vous avez attelé des (coursiers) rougeâtres. *Note.*—Le poete designe ansi ces nouages rougeâtres qui annoncent le vent."

Wilson অনুবাদ করিয়াছেন "You put vigour into your ruddy mares."

Max Muller অরুণী অর্থে রক্তবর্ণ অগ্নিশিখা করিয়া এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন "You have assumed vigour among the red flames."

৮। প্রকৃষ্ট জ্ঞানসম্পন্ন মরুৎগণ সিংহের ন্যায় নিনাদ করেন; সর্ব্বজ্ঞ মরুৎগণ হরিণের ন্যায় সুন্দর; তাঁহারা (শত্রুর) বিনাশকারী(৫), (স্তোতার) প্রীতিকারী, এবং ক্রুদ্ধ হইলে বিনাশক্ষম বলযুক্ত(৬), এতাদৃশ মরুৎগণ তাহাদের বাহন মৃগের সহিত(৭) এবং আয়ুধের সহিত শত্রুপীড়িত যজমানদিগকে (রক্ষা করিতে) যুগপৎ আসিতেছেন(৮)।

৯। হে দলবদ্ধ, মনুষ্যের হিতকারী, এবং শৌর্য্যশালী মরুৎগণ! তোমরা বলদ্বারা বিনাশক্ষম কোপযুক্ত হইয়া আকাশ ও পৃথিবী শব্দপূর্ণ কর। হে মরুৎগণ! তোমাদের (তেজঃ), নির্ম্মল রূপের ন্যায় অথবা দর্শনীয় বিদ্যুতের ন্যায় রথের সারথি স্থানে অবস্থিতি করে।

১০। সর্ব্বজ্ঞ, ধনাধিপতি, বলযুক্ত, মহৎ, শত্রুর বিনাশকারী, অনন্ত বলযুক্ত, সোমভক্ষক(৯) ও নেতা মরুৎগণ বাহুতে ইষু ধারণ করেন।

১১। বৃষ্টি বর্দ্ধনকারী মরুৎগণ সুবর্ণময় রথচক্র দ্বারা পথিস্থিত (তৃণরক্ষাদির ন্যায়) মেঘ সকলকে স্থান হইতে উত্তোলিত করেন; তাঁহারা যজ্ঞবান্ দেবতাদিগের যজ্ঞস্থল গমন করেন, স্বয়ংই (শত্রুদিগের) আক্রমণ করেন; নিশ্চল পদার্থ [illegible] করেন; অন্যের অসাধ্য দ্রব্য এবং দীপ্তিমান্ আয়ুধ ধারণ [illegible]।

(৫) মূলে "ক্ষপঃ" আছে। "শত্রুণাং ক্ষপয়িতারঃ।" সায়ণ। কিন্তু Max Muller অনুবাদ করিয়াছেন "By night."

(৬) মূলে "অহিমন্যবঃ" আছে। Max Muller ইহার সহজ অর্থ করিয়াছেন "Whose ire is like the ire of serpents."

(৭) মূলে "পৃষতীভিঃ" আছে, অর্থ মরুৎগণের বাহন বিচিত্রকায় হরিণরূপ মেঘ। "পৃষত্য ইতি মরুতাং বাহনস্য আখ্যা। পৃষত্যঃ শ্বেতবিন্দ্বঙ্কিতা মৃগা ইতি ঐতিহাসিকাঃ। নানাবর্ণা মেঘমালা ইতি নৈরুক্তাঃ।" সায়ণ।

(৮) মূলে কেবল "সমিৎ সবাধঃ" শব্দ আছে। "শত্রুভির্ব্বাধিতান্ যজমানান্ সমিৎ সমানমেব যুগপদেব রক্ষিতুং আগচ্ছতি ইতি শেষঃ।" সায়ণ। Max Muller করিয়াছেন "They rouse their companions together."

(৯) মূলে "বৃষখাদয়ঃ" আছে। সায়ণ "বৃষ" অর্থে সোম করিয়া "বৃষখাদয়ঃ" অর্থে সোমভক্ষক করিয়াছেন। Max Muller অনুবাদ করিয়াছেন "With strong rings."

১২। শত্রুক্ষয়কারী, সকল বস্তুর পোষক, বৃষ্টিপ্রদ, এবং সর্ব্বদর্শী রুদ্রের পুত্র মরুৎগণকে আমরা স্তোত্র দ্বারা স্তুতি করি। ধূলিপ্রেরক ক্ষমতাশালী, ঋজীষযুক্ত(১০) এবং অভীষ্টবর্ষী মরুৎগণের নিকট ধনের জন্য গমন কর।

১৩। হে মরুৎগণ! তোমরা যাহাকে আশ্রয় প্রদান করতঃ রক্ষা কর সেই পুরুষ বলে সকলকে অতিক্রম করে; সে অশ্ব দ্বারা অন্ন ও মনুষ্য দ্বারা ধন প্রাপ্ত হয়; সে সুন্দর যজ্ঞ করে ও ঐশ্বর্য্যশালী হয়।

১৪। হে মরুৎগণ! তোমরা যজমানদিগকে সর্ব্বকর্ম্মকুশল, সংগ্রামে অজেয়, দীপ্তিমান্, শত্রু বিনাশকারী, ধনবান্ প্রশংসাভাজন, এবং সর্ব্বজ্ঞ (পুত্র) প্রদান কর; এরূপ পুত্র ও পৌত্রকে আমরা শত বৎসর(১১) পোষিত করি।

১৫। হে মরুৎগণ! আমাদিগকে স্থায়ী, বীর্য্যযুক্ত ও শত্রুবিজয়ী ধন দাও। এইরূপ শতসহস্র ধনযুক্ত হইলে আমাদের রক্ষার নিমিত্ত যাহারা কর্ম্মের দ্বারা ধন প্রাপ্ত হইয়াছেন এতাদৃশ মরুৎগণ আগমন করুন।

---

৬৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি।

১। হে অগ্নি! পশু অপহরণকারী চৌরের ন্যায় তুমিও গুহায়(১) অবস্থান কর; মেধাবী ও সমান প্রীতিযুক্ত দেবগণ তোমার পদচিহ্ন

---

(১০) "তৃতীয় সবনে হি মরুতঃ স্তূয়ন্তে। তত্রচ ঋজীষং অভিষূয়তে।" সায়ণ। সোম হইতে একবার রস নিংড়াইয়া লইয়া যেটা অবশিষ্ট থাকে তাহাকে ঋজীষ কহে। মরুতগণকে তৃতীয় সবনে আহ্বান করা হয় অতএব তাঁহাদের জন্য ঋজীষ ব্যবহার হয়। কিন্তু Max Muller বিবেচনা করেন এটী ঋজীষ শব্দের আদি অর্থ নয়। "*Rigisha* from *rig*, 'to strive,' 'to yearn' * * Thus the Maruts, from being called *Rigishin*, 'impetuous,' came to be taken for the drinkers of *rigisha*, the fermenting and overflowing soma."

(১১) মূলে "শতং হিমাঃ" আছে। অর্থ শত শীত ঋতু, অর্থাৎ শত বৎসর।

---

(১) মূলে "গুহা" আছে। সায়ন গুহার দুইরূপ অর্থ করিয়াছেন, জলের অভ্যন্তর, অথবা অশ্বত্থ বৃক্ষের কোটর। অগ্নি জলে প্রবেশ করিয়াছিলেন,

লক্ষ্য করিয়া অনুসরণ করিয়াছিলেন তুমি স্বয়ং হব্য সেবা কর ও (দেবতাদের নিমিত্ত) হব্য বহন কর; যজনীয় সমস্ত দেবগণ তোমার নিকট আগমন করিয়াছিলেন।

২। দেবগণ পলায়িত অগ্নির (পলায়ন) কার্য্যাদি অন্বেষণ করিতে লাগিলেন, পরে সকল দিকে অন্বেষণ হইল; ভূমি (ইন্দ্রাদি সকল দেবতার আগমনে) স্বর্গের ন্যায় হইল। অগ্নি যজ্ঞের কারণস্বরূপ, উদকগর্ভে প্রাদুর্ভূত, এবং স্তোত্রদ্বারা প্রবর্দ্ধিত; উদকসমূহ (সেই অগ্নিকে গোপন করিবার জন্য) বর্দ্ধিত হইল(২)।

৩। অগ্নি (অভিমত ফলের) পুষ্টির ন্যায় রমণীয়, ক্ষিতির ন্যায় বিস্তীর্ণ, পর্ব্বতের ন্যায় সকলের ভোজয়িতা, জলের ন্যায় সুখকর। তিনি সংগ্রামে পরিচালিত অশ্বের ন্যায় ও সিন্ধুর ন্যায় (শীঘ্রগামী)। এতাদৃশ অগ্নিকে কে নিবারণ করিতে সমর্থ?

৪। ভ্রাতা যেরূপ ভগ্নীর হিতকর, সেইরূপ অগ্নি সিন্ধুর (হিতকর) বন্ধু; রাজা যেরূপ শত্রুকে নাশ করে সেই রূপ অগ্নি বন ভক্ষণ করেন; বায়ুচালিত হইয়া অগ্নি যখন বন দগ্ধ করিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন ভূমির সমস্ত (ওষধিরূপ) লোম ছেদন করেন।

৫। জল মধ্যে উপবিষ্ট হংসের ন্যায় অগ্নি জলের ভিতর প্রাণধারণ করেন, ঊষা কালে জাগরিত হইয়া আলোক দ্বারা সকলকে চেতনা প্রদান করেন, এবং সোমের ন্যায় (সকল ওষধি) বর্দ্ধিত করেন। তিনি শয়ান পশুর(৩) ন্যায় জলের মধ্যে (সংকুচিত হইয়া) ছিলেন, পরে প্রবর্দ্ধিত হইলে তাঁহার প্রভা সুদূর বিস্তৃত হইল।

"সলিলায়ত সোঽপঃ প্রাবিশৎ।" তৈত্তিরীয়। এবং একবার অগ্নি অশ্বত্থ বৃক্ষে লুকাইয়াছিলেন।

(২) একটী মৎস্য লুক্কায়িত অগ্নিকে বাহির করিয়া দিয়াছিল। "তং মৎস্যঃ প্রাব্রবীৎ।" তৈত্তিরীয়। বেদার্থযত্ন এ ঋকের অন্যরূপ অর্থ করেন, যথা

"*Of the truthful (Agni) the gods obey the ordinances; (to him) the earth like heaven, became the home. Him the waters nourish, who is well-born in the womb, the altar of the sacrifice, (and) well nourished with prayers.*"

(৩) অথবা গর্ভস্থিত পশু। সায়ণ।

৬৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি।

১। অগ্নি ধনের ন্যায় বিচিত্র, সূর্য্যের ন্যায় সকল বস্তুর দর্শয়িতা, প্রাণবায়ুর ন্যায় জীবনরক্ষক ও পুত্রের ন্যায় হিতকারী; অগ্নি অশ্বের ন্যায় লোককে ধারণ করেন, ও দুগ্ধবতী গাভীর(১) ন্যায় উপকারী। দীপ্ত ও আলোকযুক্ত অগ্নি বন দগ্ধ করেন।

২। অগ্নি রমণীয় গৃহের(২) ন্যায় ধন রক্ষণে সমর্থ, পক্ক যবের ন্যায় লোকবিজয়ী(৩), ঋষির ন্যায় দেবগণের স্তোতা এবং লোকের প্রশংসনীয়, এবং অশ্বের ন্যায় হর্ষযুক্ত। এতাদৃশ অগ্নি আমাদিগকে অন্ন প্রদান করুন।

৩। দুষ্প্রাপ্যতেজা অগ্নি যজ্ঞকারীর ন্যা[illegible], ও গৃহস্থিত জায়ার ন্যায় (গৃহের ভূষণ)। যখন অগ্নি বিচিত্র দীপ্তিমান্ হইয়া প্রজ্জ্বলিত হয়েন তখন তিনি শুভ্রবর্ণ আদিত্যের ন্যায়। তিনি প্রজাগণের মধ্যে রথের ন্যায় দীপ্তিযুক্ত ও সংগ্রামে প্রভাযুক্ত।

৪। প্রেরিত সেনার ন্যায় অথবা ধানুকীর দীপ্তিমুখ ইষুর ন্যায় অগ্নি শত্রুগণের ভয় সঞ্চার করেন; যাহা জন্মিয়াছে ও যাহা জন্মিবে

---

(১) মূলে "পয়ো ন ধেনুঃ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "পয়ইব প্রীণয়িতা।"

(২) মূলে "দাধার ক্ষেমযোকোন রণ্বো" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "সকলস্য ধনস্য রক্ষণং দাধার ধারয়তি। * * গৃহমিব রণ্বো রমণীয়ঃ।"

(৩) মূলে "যবো ন পক্কো জেতা জনানাং" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, "যব ইব পক্কঃ। * * শত্রুজনানাং মধ্যে অভিভবিতা।"

সে সমস্তই অগ্নি(৪); অগ্নিকুমারীগণের জার(৫) ও বিবাহিতা স্ত্রীর পতি(৬)।

৫। গাভীগণ যেরূপ গৃহে গমন করে সেইরূপ আমরা জঙ্গম ও স্থাবর (অর্থাৎ পশু ও ব্রীহি আদি) উপহারের সহিত প্রদীপ্ত অগ্নির নিকট গমন করি। অগ্নি জল প্রবাহের ন্যায় ইতস্ততঃ জ্বালা প্রেরণ করেন, ও নভস্তলে দর্শনীয় অগ্নির রশ্মি মিলিত হয়।

---

৬৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি।

১। রাজা যেরূপ জরারহিত (সর্ব্বকার্য্যক্ষম) ব্যক্তিকে আদর করেন সেইরূপ অরণ্যজাত ও ন[illegible] সুহৃৎ অগ্নি যজমানকে অনুগ্রহ করেন। অগ্নি রক্ষকের ন্যায় কার্য্যসাধক, কর্ম্মীর ন্যায় ভদ্র, দেবগণের আহ্বানকারী ও হব্যের বহনকারী; [illegible] শোভনকর্ম্মা হউন।

২। অগ্নি সমস্ত[illegible]রূপ ধন স্বীয় হস্তে ধারণ করত গুহা মধ্যে(১) লুক্কায়িত হইলে দেবগণ [illegible] হইয়াছিলেন; নেতা এবং কর্ম্ম[illegible]

---

(৪) মূলে "যমঃ" আছে, অর্থ অগ্নি। "যমোঽগ্নি রুচ্যতে।" সায়ণ। অথবা ইন্দ্র ও অগ্নি একেবারে উৎপন্ন হইয়াছিলেন সেই জন্য অগ্নিকে যম (অর্থাৎ যমজ) বলা হইয়াছে। সায়ণ।

(৫) কেন না বিবাহ সময়ে লাজাদি দ্রব্য দ্বারা অগ্নির হোম নিষ্পন্ন হইলেই কন্যা আর কন্যা থাকে না, বিবাহিতা হয়। সায়ণ।

(৬) বিবাহিতা নারী অগ্নির অর্চনা ও সেবায় সহায়তা করেন এইজন্য বোধ হয় অগ্নিকে বিবাহিতা নারীর পতি বলা হইয়াছে। কিন্তু সায়ণ এবিষয়ে একটী আখ্যান লিখিয়াছেন। সোম একজন পুরুষ সম্ভোগেচ্ছাবতী স্ত্রীকে পাইয়া তাহাকে বিশ্বাবসু নামক গন্ধর্ব্বকে দিয়াছিলেন, বিশ্বাবসু বিবাহ সময়ে সেই স্ত্রীকে অগ্নিকে দিয়াছিলেন, অগ্নি তাহাকে এক মনুষ্যকে প্রদান করিয়াছিলেন।

অথবা বিবাহিতা নারীর পালয়িতা, এই অর্থ। সায়ণ।

---

(১) মূলে "গুহা নিষীদন্" আছে। "গুহায়ামপ্সুমধ্যে অশ্বত্থাদৌ বা সংবৃতপ্রদেশে।" সায়ণ। ৬৫ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

দেবগণ যখন হৃদয়ের কৃত মন্ত্র দ্বারা অগ্নির স্তুতি করিলেন তখন তাঁহারা অগ্নিকে পাইলেন।

৩। অগ্নি সূর্য্যের ন্যায়(২) পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ ধারণ করিয়া আছেন; এবং সত্য মন্ত্র দ্বারা(৩) আকাশ ধারণ করিতেছেন। হে বিশ্বায়ু অগ্নি(৪)! পশুদিগের প্রিয় (বিচরণ) ভূমি রক্ষা কর, এবং সঞ্চরণের অযোগ্য(৫) গুহাতে গমন কর।

৪। যে পুরুষ গুহাস্থিত অগ্নিকে জানে, এবং যে যজ্ঞের ধারয়িতা অগ্নির নিকট উপস্থিত হয়, এবং যাহারা যজ্ঞ সম্পাদন করতঃ অগ্নির স্তুতি করে (অগ্নি) তাহাদিগকে শীঘ্রই ধনের কথা কহিয়া দেন।

৫। যে অগ্নি ওষধিগণ মধ্যে তাহাদের নিজ নিজ গুণ নিহিত করিয়াছেন ও মাতৃস্থানীয় ওষধিগণ মধ্যে উৎপন্ন পুষ্পফলাদি স্থাপিত করিয়াছেন, ধীরগণ জল মধ্যস্থিত এবং জ্ঞানদাতা সেই বিশ্বায়ু অগ্নিকে গৃহের ন্যায়(৬) পূজা করিয়া কর্ম্ম করে।

---

৬৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি।

১। হব্যবাহক অগ্নি হব্য মিশ্রিত করিয়া আকাশে উপস্থিত হয়েন, এবং স্থাবর জঙ্গম বস্তুকে ও রাত্রিকে স্বীয় প্রভা দ্বারা প্রকাশিত করেন।

---

(২) মূলে "অজো" আছে "অজতি। গচ্ছতীত্যজঃ সূর্য্যঃ। যদ্বা ন জায়তে ইত্যজঃ। জন্মরহিত ইত্যর্থঃ।" সায়ণ।

(৩) "মন্ত্রৈর্দিবো ধারণং তৈত্তিরীয়ে সমাম্নাতং। দেবা বা আদিত্যস্য স্বর্গ-লোকস্য পরা চোঽবপাতাৎ অবিভয়ুঃ। তং ছন্দোভিরদৃংহন্ত্যা ইতি।" সায়ণ।

(৪) "বিশ্বায়ুঃ" "বিশ্বং সর্ব্বং আয়ুঃ অন্নং যস্য সঃ।" সায়ণ।

(৫) "গুহং গুহা।" "গবাং সঞ্চারণাযোগ্যস্থানং।" সায়ণ।

(৬) অর্থাৎ লোকে যে রূপ গৃহকে প্রথমে পূজা করিয়া পরে তাহার ভিতর কার্য্য করে। সায়ণ। মত্ত বলেন "সদ্যেব সংস্কার জন্যাসন পরিধাণং কুর্ব্বেব।"

অগ্নি সমস্ত দেবগণ মধ্যে দ্যুতিমান্ এবং স্থাবর জঙ্গমাদিতে ব্যাপ্ত আছেন(১)।

২। হে দেব অগ্নি তুমি শুষ্ক কাষ্ঠ হইতে জ্বলন্ত হইয়া প্রাদুর্ভূত হইলে সকল যজমানগণ তোমার কর্ম্ম অনুষ্ঠান করে। তুমি অমর, স্তোত্র দ্বারা তোমাকে সেবা করতঃ তাহারা সকলে প্রকৃত দেবত্ব লাভ করে।

৩। অগ্নি (যজ্ঞস্থলে) আগত হইলে তাঁহার স্তুতি ও যজ্ঞ করা হয়; অগ্নি বিশ্বায়ু; সকল (যজমানগণ) তাঁহার যজ্ঞ সম্পাদন করে। হে অগ্নি! যে তোমাকে হব্য দান করে বা যে তোমার (কর্ম্ম করিতে) শিক্ষা করে তুমি তৎকৃত অনুষ্ঠান অবগত হইয়া তাহাকে ধন প্রদান কর।

৪। হে অগ্নি! তুমি মনুর অপত্যগণের মধ্যে দেবগণের আহ্বানকারীরূপে অবস্থিতি কর। তুমিই তাহাদের ধনের স্বামী, তাহারা স্বীয় শরীরে পুত্রোৎপাদনার্থ শক্তি ইচ্ছা করিয়াছিল(২), এবং মোহ ত্যাগ করিয়া পুত্রগণের সহিত চিরকাল জীবিত থাকে।

৫। পুত্রে(৩) যেরূপ পিতার আজ্ঞা পালন করে, যজমানগণ সত্বর হইয়া সেইরূপ অগ্নির শাসন শ্রবণ করে, ও তাঁহার আদিষ্ট কর্ম্ম করে। প্রভূত অন্নযুক্ত অগ্নি যজমানদিগকে যজ্ঞের দ্বারভূত ধন প্রদান করেন। অগ্নি যজ্ঞরত গৃহে আসক্ত এবং আকাশকে নক্ষত্র(৪)-যুক্ত করিয়াছেন।

---

(১) অথবা স্থাবর জঙ্গমাদির মধ্যে বর্ত্তমান অগ্নি মহত্ত্বে সকল দেব অপেক্ষা অধিক। সায়ণ। "Excellit deus, deorum magnitudine."—*Rosen.*

(২) মূলে "ইচ্ছন্ত রেতোমিথঃ" আছে। "মিথঃ সংসৃষ্টং একীভূতং পুত্ররূপেণ পরিণতং রেতঃ বীর্য্যং ইচ্ছন্ত ঐচ্ছন্।" সায়ণ।

(৩) যাস্ক পুত্র শব্দের এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা "পুরু ত্রায়তে নিপরণাৎ বা পুং নরকং তত ত্রায়তে।"

(৪) মূলে "স্তৃভিঃ" আছে। "স্তৃভিঃ নক্ষত্রৈঃ।" সায়ণ। এই স্তৃ শব্দ হইতে বাঙ্গলা তারা ও ইংরাজী Star উৎপন্ন হইয়াছে। স্তৃ ধাতু বিস্তারে। আধুনিক সংস্কৃতে এই তারা অর্থে স্তৃ শব্দটী পাওয়া যায় না।

৬৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি।

১। শুভ্রবর্ণ অগ্নি ঊষার প্রণয়ী (সূর্য্যের) ন্যায় সকল পদার্থের প্রকাশক; এবং দ্যুতিমান্ (সূর্য্যের) জ্যোতির ন্যায় স্বতেজে (দ্যাবা পৃথিবী) একত্রে পরিপূরিত করেন। হে অগ্নি! তুমি প্রাদুর্ভূত হইয়া কর্ম্ম দ্বারা সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত কর; তুমি দেবগণের পুত্র হইয়াও তাহাদের পিতা(১)।

২। মেধাবী, দর্পরহিত ও কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য জ্ঞানযুক্ত অগ্নি গাভীর স্তনের ন্যায় সমস্ত অন্ন সুস্বাদু করেন। জনপদে লোকহিতকর পুরুষের ন্যায় অগ্নি যজ্ঞে আহূত হইয়া এবং যজ্ঞস্থলে উপবেশন করতঃ প্রীতি দান করেন।

৩। অগ্নি পুত্রের ন্যায় জন্মাইয়া গৃহে আনন্দ বিকাশ করেন, এবং অশ্বের ন্যায় হর্ষযুক্ত হইয়া সংগ্রামে শত্রুগণকে অতিক্রম করেন। যখন মনুষ্যদিগের সহিত আমি একস্থাননিবাসী দেবগণকে আহ্বান করি, তখন হে অগ্নি! তুমি সকল দেবের দেবত্ব প্রাপ্ত হও।

৪। (রাক্ষসাদি)(২) তোমার ব্রতাদি ধ্বংস করে না যে হেতু তুমি সেই সকল (ব্রতের) যজমানগণকে যজ্ঞফলরূপ সুখ প্রদান কর। যদি (রাক্ষসাদি) তোমার ব্রত নাশ করে তাহা হইলে সদৃশ নেতা মরুৎগণের সহিত তুমি সেই বাধকগণকে পলায়িত কর।

৫। অগ্নি ঊষার প্রণয়ী (সূর্য্যের) ন্যায় আলোকবিশিষ্ট, ও নিবাস হেতু, এবং তাঁহার রূপ লোকের পরিচিত; তিনি এই (উপাসককে) অবগত হউন। তাঁহার রশ্মি স্বয়ং হব্য বহন করতঃ যজ্ঞ গৃহদ্বারে ব্যাপ্ত হয়, পরে দর্শনীয় নভস্তলে গমন করে।

(১) পুত্রের ন্যায় দেবগণের দূত হইয়া পিতার ন্যায় দেবগণকে হব্য দিয়া পালন কর। সায়ণ।

(২) মূলে "নকিঃ মিনন্তি" আছে। "রাক্ষসাদয়ো বাধকা ন হিংসন্তি।" সায়ণ।

৭০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি।

১। যে শোভনীয় দীপ্তিযুক্ত অগ্নি জ্ঞান দ্বারা প্রাপ্তব্য, যিনি সমস্ত দেবকার্য্য ও মনুষ্যের জন্মরূপ কর্ম্মের বিষয় অবগত থাকিয়া সকল কার্য্যে ব্যাপ্ত আছেন, তাঁহার নিকট প্রভুত অন্ন যাচ্ঞা করি।

২। যে অগ্নি জলের মধ্যে ও বনের মধ্যে ও স্থাবর পদার্থের মধ্যে ও জঙ্গমের মধ্যে অবস্থান করেন তাঁহাকে কি যজ্ঞ গৃহে, কি পর্ব্বতের উপর, (লোকে হব্য প্রদান করে।) প্রজাবৎসল রাজা যেরূপ প্রজার হিতকর কার্য্য করেন, সেই অগ্নিও তদ্রূপ আমাদিগের হিতকর কার্য্য সম্পাদন করেন।

৩। যে যজমান্ মন্ত্র দ্বারা অগ্নির পর্য্যাপ্ত স্তুতি করে, নিশায়(১) প্রদীপ্ত অগ্নি তাহাকে ধন প্রদান করেন; হে সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি! তুমি দেবতাগণের ও মনুষ্যগণের জন্ম অবগত আছ, অতএব সমস্ত ভূতজাতকে পালন কর।

৪। ঊষা ও রাত্রি ভিন্নরূপ হইয়াও অগ্নিকে বর্দ্ধন করেন; স্থাবরও জঙ্গম পদার্থ যজ্ঞ বেষ্টিত অগ্নিকে বর্দ্ধন করে। দেবগণের আহ্বানকারী সেই অগ্নি দেবযজন স্থানে উপবিষ্ট হইয়া সকল যজ্ঞকর্ম্ম সত্য ফলযুক্ত করিয়া আরাধিত হয়েন।

৫। হে অগ্নি! আমাদিগের ব্যবহারযোগ্য গোসমূহকে উৎকৃষ্ট কর; সকল লোক আমাদিগের জন্য গ্রহণযোগ্য উপায়নরূপ ধন আহরণ করুক। মনুষ্যগণ বহু দেবযজন স্থানে তোমার বিবিধ পূজা করে এবং বৃদ্ধ পিতার নিকট হইতে পুত্রের ন্যায় তোমার নিকট হইতে ধন প্রাপ্ত হয়।

---

(১) মূলে "ক্ষপাবান্" আছে। "ক্ষপা ইতি রাত্রিনাম। রাত্রিমান্ আগ্নেয়ী বৈ রাত্রিরিতি শ্রুতেঃ। রাত্রেরগ্নিসম্বন্ধোঽপি অগ্নির্জ্যোতির্জ্যোতিরগ্নিঃ স্বাহা ইতি হূয়মানত্বাৎ। যদ্বা রাক্ষসাদীনাং ক্ষপণেন নাশেন যুক্তঃ।" সায়ণ। "Having or possessing the night, as then specially bright and illuminating."— *Wilson.*

৬। অগ্নি সফলকর্ম্মা লোকের ন্যায় (ধন) অধিকার করেন, ধানুকীর ন্যায় শূর, শত্রুর ন্যায় ভয়ঙ্কর, এবং সংগ্রামে প্রজ্বলিত।

---

৭১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি।

১। স্ত্রী যেরূপ স্বামীকে প্রীত করে সেইরূপ একস্থানবর্ত্তিনী ও আকাঙ্ক্ষিণী ভগিনীরূপ (অঙ্গুলীগণ)(১) আকাঙ্ক্ষী অগ্নিকে হব্য প্রদান দ্বারা প্রীত করে। উষা প্রথমে কৃষ্ণবর্ণ ও তৎপরে শুভ্রবর্ণ; সেই উষাকে রশ্মিগণ যেরূপ সেবা করে সেই রূপ অঙ্গুলী সকল অগ্নির সেবা করে(২)।

২। অঙ্গিরা নামক আমাদের পিতৃগণ মন্ত্র দ্বারা অগ্নির স্তুতি করিয়া বলবান্ ও দৃঢ়াঙ্গ পণি (নামক অসুরকে) স্তুতি শব্দ দ্বারাই বিনাশ করিয়াছিলেন; এবং আমাদের নিমিত্ত মহৎ দ্যুলোকের পথ [illegible]রিয়াছিলেন। পরে তাঁহারা সুখকর দিবস ও আদিত্য(৩) [illegible] (পণি দ্বা[illegible] অপহৃত) গো-সমূহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন(২)।

৩। অঙ্গিরা মহর্ষিগণ যজ্ঞ স্বরূপ(৪) [illegible]গ্নিকে ধনের ন্যায় ধারণ করিয়াছিলেন। পরে যে সকল যজমানের ধন আছে এবং যাঁহারা অন্য বিষয়াভিলাষ ত্যাগ করতঃ অগ্নিকে ধারণ করেন ও অগ্নি সেবায় রত

---

(১) মূলে "স্বসারঃ" আছে, অর্থ "অঙ্গুলয়ঃ।" সায়ণ। "স্বসারঃ" অর্থে বোধ হয় ভগিনীরূপ (অঙ্গুলিগণ) ভার্য্যা কর্ত্তৃক স্বামী সেবার সঙ্গে অঙ্গুলি কর্ত্তৃক অগ্নি সেবার তুলনা করা হইয়াছে। এই রূপ উপমা ৬২ সূক্তের ১০ ঋকে দেখ।

(২) "যথা রশ্ময় উষসা নিত্যসংবদ্ধাঃ, এবং সর্ব্বেষু যজ্ঞেষু অগ্নিপরিচরণে-ঽঙ্গুলয়ো নিত্যসম্বদ্ধা ইতি তাৎপর্য্যার্থঃ।" সায়ণ।

(৩) মূলে কেবল "কেতুং" আছে। "অহ্নাং কেতয়িতারং জ্ঞাপয়িতারং আদিত্যং।" সায়ণ।

(৪) মূলে "ঋতং" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "দেব যজনশীলং প্রাপ্তং।" কিন্তু "ঋত" শব্দের সাধারণ অর্থই যজ্ঞ, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

থাকেন, তাঁহারা হব্য দ্বারা দেব ও মনুষ্যগণের শ্রীবৃদ্ধি সম্পাদন করত অগ্নির অভিমুখে গমন করেন(৫)।

৪। মাতরিশ্বা(৬) অগ্নিকে বিলোড়িত করিলে অগ্নি শুভ্রবর্ণ হইয়া সকল যজ্ঞগৃহে প্রাদুর্ভূত হয়েন; তখন সুহৃৎ রাজা প্রবল রাজার নিকটে যেরূপ স্বীয় লোককে দূত কর্ম্মে নিয়োজিত করে, সেইরূপ ভৃগু ঋষির ন্যায় যজ্ঞসম্পাদক যজমান্ অগ্নিকে দূত কর্ম্মে নিযুক্ত করেন।

৫। যজমান্ যখন মহান্ ও পালনকারী দেবকে হব্যরূপ রস প্রদান করে, তখন হে অগ্নি! স্পর্শনকুশল রাক্ষসাদি (তুমি হবির্ব্বাহী) জানিয়া পলায়ন করে। ইষুবিক্ষেপী অগ্নি পলায়মান রাক্ষসগণের প্রতি তাঁহার শত্রুবিনাশক ধনু হইতে দীপ্তিমান্ (বাণ) নিক্ষেপ করেন; এবং দীপ্যমান্ অগ্নি স্বীয় দুহিতা (ঊষাতে)(৭) স্বীয় দীপ্তি স্থাপন করেন।

৬। হে অগ্নি! স্বীয় [illegible]জ্ঞগৃহে যে যজমান্ মর্য্যাদার সহিত তোমাকে সমন্তাৎ প্রজ্বলিত করে এবং অনুদিন কামনা করতঃ। তোমাকে অন্ন প্রদান করে, হে দ্বিবর্হা[illegible]) অগ্নি; তুমি তাহার অন্ন বর্দ্ধিত কর। যুদ্ধার্থী যে পুরুষকে [illegible] হিত যুদ্ধে প্রেরণ কর, সে ধন প্রাপ্ত হউক।

---

(৫) "This and the pr[illegible]ceding stanza are corroborative of the share borne by the *Angirasas* in the organisation, if not in the origination, of the worship of fire."—*Wilson.* "That priestly family or school (Angirasas) either introduced worship with fire or extended and organised it in the various forms in which it came alternately to be observed."—Wilson's *Introduction to the Rig Veda.* Muir ও বিবেচনা করেন যে, মনু, অঙ্গিরা ভৃগু, অথর্ব্বা, দধীচি প্রভৃতি কয়েকটী ঋষিবংশ দ্বারা ভারতবর্ষে অগ্নিহোমাদি অনেকটা বিস্তারিত হইয়াছিল।

(৬) মূলে মাতরিশ্বা আছে। "ব্যানবৃত্তিরূপেণ অবস্থিতো মুখ্যপ্রাণঃ।" সায়ণ। কিন্তু মাতরিশ্বা সম্বন্ধে ৬০ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(৭) "দুহিতরি দুহিতৃবৎ সমনন্তরভাবিন্যাং।" সায়ণ। রাত্রি অগ্নির সময় ঊষা রাত্রির পর উৎপন্ন, এই জন্য ঊষাকে অগ্নির দুহিতা বলা হইয়াছে। ১১৩ সূক্তের ১ ও ২ ঋকে এইরূপ উপমা দেখ।

(৮) "দ্বিবর্হা দ্বয়োর্মধ্যমোত্তমস্থানয়োর্বৃংহিতো বর্ধিতঃ।" সায়ণ।

৭। যে রূপ মহতী সপ্ত নদী(৯) সমুদ্র অভিমুখে প্রধাবিত হয় সেই রূপ হব্যের অন্ন অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়। আমাদিগের জ্ঞাতি আমাদিগের অন্নের ভাগ পান না (অর্থাৎ আমাদিগের প্রচুর অন্ন নাই), অতএব হে অগ্নি! তুমি প্রকৃষ্ট ধন জানিয়া দেবগণকে জ্ঞাপিত কর।

৮। অগ্নির বিশুদ্ধ ও দিপ্তিমান্ তেজ অন্নলাভার্থ মনুষ্যপালকে(১০) ব্যাপ্ত হউক; (সেই তেজ দ্বারা) অগ্নি গর্ভনিষিক্ত রেতঃ হইতে বলবান্ অনিন্দনীয় যুবা ও শোভনকর্ম্মা পুত্র উৎপন্ন করুন ও যাগাদি কর্ম্মে প্রেরণ করুন(১১)।

৯। মনের ন্যায় শীঘ্রগামী যে সূর্য্য স্বর্গীয় মার্গে একাকী গমন করেন, তিনি সদ্যই অনেক ধন প্রাপ্ত হন; শোভমান এবং সুবাহু মিত্র ও বরুণ আমাদের গাভীগণের প্রীতিকর [illegible]মৃতবৎ দুগ্ধ রক্ষা করতঃ অবস্থান করেন।

১০। হে অগ্নি! আমাদের পৈতৃক সৌ[illegible] বিনাশ করিও না যে হেতু তুমি অতীতদর্শী এবং বর্ত্তমান বিষয়ও [illegible]ান। সূর্য্যরশ্মি যেরূপ অন্তরীক্ষকে আচ্ছাদিত করে, সেইরূপ জরা [illegible]মাকে বিনাশ করিতেছে; বিনাশ হেতু জরা যাহাতে না আসিতে প্রা[illegible] কর।

---

(৯) ঋগ্বেদে স্থানে স্থানে সপ্তনদীর উল্লেখ [illegible] যায়, কিন্তু সে কোন্ সাতটী নদী তাহা জানা দুষ্কর। (পুরাণ ও মহাভারতের [illegible] স্থানে ভিন্ন ভিন্ন সাতটী নদীর নাম করা আছে, কিন্তু সেই গুলি যে বেদের উল্লিখিত সাতটী নদী তাহা বোধ হয় না।) ঋগ্বেদের দশম মণ্ডলের ৭৫ সূক্তের ৫ ঋকে দশটী নদীর নাম আছে যথা—গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, শতুদ্রী, পরুষ্ণী, মরুদ্বৃধা, অসিক্নী, বিতস্তা, আর্জীকীয়া, ও সুষোমা। যাস্ক বলেন, ইহার মধ্যে পরুষ্ণী ইরাবতী নদী, আর্জীকীয়া বিপাশা নদী, এবং সুষোমা সিন্ধুনদী।

(১০) মূলে "নৃপতিং" আছে, সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "নৃণাং ঋত্বিজাং পালকং যজমানং।"

(১১) সায়ণ ইহার আরও এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন, যথা—মনুষ্যগণের রক্ষক ও দীপ্ত যে তেজ শস্যাদির উৎপত্তির নিমিত্ত মেঘের দ্বারা বর্দ্ধিত জলকে ব্যাপ্ত করে, সেই তেজোযুক্ত দীপ্তিমান্ অগ্নি যথাকালে উক্ত গুণযুক্ত পুত্র উৎপাদিত করুন ও যজ্ঞাদিতে প্রেরণ করুন।

৭২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি।

১। জ্ঞানী ও নিত্য (অগ্নির) মন্ত্র আরম্ভ কর(১), তিনি নরের হিত সাধক ধন হস্তে ধারণ করেন। অগ্নি স্তোতৃগণকে অমৃত(২) প্রদান করিয়া থাকেন; অগ্নিই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ধনের অধিপতি।

২। সকল অমর দেবগণ মোহ শূন্য মরুৎগণ অনেক কামনা করিয়াও আমাদের প্রিয় ও সর্ব্বস্থানব্যাপী অগ্নিকে প্রাপ্ত হন নাই; পদব্রজে গমন করিতে২ শ্রান্ত হইয়া [illegible]বং অগ্নির কার্য্য সমূহ লক্ষ্য করিয়া তাঁহারা অবশেষে অগ্নির সদনে [illegible]স্থিত হইলেন।

৩। হে দীপ্তিমান্ অ[illegible]গ্নি! দীপ্তিমান্ (মরুৎগণ) তিন বৎসর তোমাকে ঘৃতের দ্বারা পূজা করিয়াছি[illegible]লেন; পরে মরুৎগণ যজ্ঞে প্রয়োগযোগ্য নাম ধারণ করিলেন(৩) ও [illegible]ষ্ট জন্ম গ্রহণ করিয়া (অমর) শরীর ধারণ করিলেন।

---

(১) মূলে "নি কাব্যা বেধসঃ শশ্বতঃ কঃ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "বেধসঃ শশ্বতঃ" অর্থাৎ নিত্য বিধাতা (ব্রহ্মার) "কাব্যা" অর্থাৎ মন্ত্রগুলি "নি কঃ" অর্থাৎ (অগ্নি) আপন অভিমুখ করেন, অর্থাৎ নিজে গ্রহণ করেন। কিন্তু এ অর্থ সূক্তের অন্যান্য অংশের অর্থের সহিত সঙ্গত নহে। Langlois এইরূপ সহজ অর্থ করিয়াছেন,—"বেধসঃ শশ্বতঃ" অর্থাৎ জ্ঞানী ও নিত্য (অগ্নির) "কাব্যা" অর্থাৎ মন্ত্র "নি কঃ" অর্থাৎ (আরম্ভ) কর।

"(Poëte) Commence un hymn en l'honneur d'un (dieu) sage et eternal."—*Langlois.* বেদার্থযত্ন অর্থ করিয়াছেন, "Agni wins the praises of many a wise worshipper."

(২) অমৃতের অর্থ হিরণ্য। "অমৃতং বৈ হিরণ্যং ইতি শ্রুতেঃ।" সায়ণ।

(৩) সে নাম গুলি কি? সায়ণ তৈত্তিরীয় হইতে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন; ঈদৃক অন্যাদৃক্, তাদৃঙ, প্রতিদৃঙ মিত সংমিত সভরা ইত্যাদি।

৪। যজ্ঞার্হ দেবগণ বৃহৎ দ্যুলোকে ও পৃথিবীতে বর্ত্তমান থাকিয়া রুদ্রের(৪) উপযুক্ত স্তোত্র করিয়াছিলেন; মরুৎগণ(৫) ইন্দ্রের(৬) সহিত উত্তম স্থানে নিহিত অগ্নিকে জানিয়া তাঁহাকে লাভ করিয়াছিলেন।

৫। হে অগ্নি! দেবগণ তোমাকে সম্যক জ্ঞাত হইয়া উপবিষ্ট হইলেন এবং পত্নীদিগের সহিত সম্মুখস্থ জানুযুক্ত অগ্নির(৭) পূজা করিলেন; পরে সুহৃৎ অগ্নিকে দর্শন করিয়া তোমার দ্বারা রক্ষিত হইয়া সুহৃৎ দেবগণ আপনাদিগের শরীর শোষণ করতঃ যজ্ঞ করিলেন।

৬। যজমানগণ তোমাতে নিহিত এক বিংশতি নিগূঢ় পদ(৮) জানিয়াছে, এবং এতদ্দ্বারা তোমাকে অর্চনা করে; তুমিও যজমানগণের প্রতি সেইরূপ স্নেহযুক্ত হইয়া তাহাদিগের পশু ও স্থাবর জঙ্গম রক্ষা কর।

৭। হে অগ্নি! সমস্ত জ্ঞাতব্য বিষয় অবগত হইয়া প্রজাগণের জীবন ধারণার্থে ক্ষুন্নিবৃত্তি কর; আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যে মার্গে দেবগণ গমন করেন তাহা অবগত হইয়া তুমি অনলস হইয়া দূতরূপে হব্য বহন কর।

---

(৪) রুদ্র এখানে অগ্নির নাম। রুদ ধাতুর অর্থ শব্দ করা, অগ্নি শব্দ করে অথবা বজ্র শব্দ করে এই জন্য শব্দায়মান অগ্নির নাম রুদ্র হইল; ৪৩ সূক্তে, প্রথম টীকা দেখ। কিন্তু আমাদিগের প্রাচীন শাস্ত্রপ্রণেতাগণ সকল বিষয়েরই কারণ দর্শাইবার জন্য উপাখ্যান সৃষ্টি করিতে ভাল বাসিতেন, অতএব অগ্নির রুদ্র নাম ধারণ করা সম্বন্ধেও একটী উপাখ্যান আছে। তৈত্তিরীয় হইতে সায়ণ এই উপাখ্যানটী উদ্ধৃত করিয়াছেন; অসুরদিগের সহিত দেবগণের যুদ্ধের সময় অগ্নি দেবগণের নিহিত অর্থ লইয়াছিলেন, দেবগণ আসিয়া অগ্নির নিকট হইতে সেই অর্থ কাড়িয়া লইলেন। অগ্নি রোদন করিলেন, সেই জন্য তাঁহার নাম রুদ্র হইল।

(৫) মূলে "মর্ত্তঃ" আছে। "মরুৎগণঃ।" সায়ণ।

(৬) মূলে "নেমধিতা" আছে। "ত্বো নেম ইতি অর্দ্ধস্য" যাস্ক, নিরুক্ত ৩। ২০। সর্ব্বেষাং দেবানাং অর্দ্ধভাগেন ধীয়তে ধার্য্যতে ইতি নেমধিত ইন্দ্রঃ।" সায়ণ। ইন্দ্র সকল যজ্ঞের অর্দ্ধেক ভাগ লয়েন।

(৭) "জানুযুক্তং ত্বাং নমস্যন্ অপূজয়ন।" সায়ণ। কিন্তু Wilson অনুবাদ করিয়াছেন "The gods * * with their wives paid reverential adoration to thee upon their knees."

(৮) মূলে "গুহ্যানি পদা" আছে "পদ্যতে গম্যতে স্বর্গে এভিরিতি ব্যুৎপত্ত্যা পদশব্দেন অত্র যজ্ঞা উচ্যন্তে।" সায়ণ।

৮। শোভন কর্ম্মযুক্তা মহতী সপ্ত নদী দ্যুলোক হইতে নির্গত হইয়াছে, (এই সকল নদী তোমার দ্বারা স্থাপিত)(৯)। যজ্ঞবিৎ (অঙ্গিরাগণ) (অসুরাপহৃত গাভীরূপ) ধনের গমনপথ (তোমার নিকট) জানিয়াছিলেন; (তোমার প্রসাদে) সরমা তাঁহাদের নিকট হইতে প্রচুর গোদুগ্ধ লাভ করিয়াছিল, তদ্দ্বারা মনুষ্যগণ পালিত হয়।

৯। আদিত্যগণ অমরত্বসিদ্ধির জন্য উপায় উদ্ভাবন করতঃ পতন প্রতিরোধের জন্য যে সমস্ত কার্য্য(১০) সংস্থাপিত করিয়াছেন, অদিতি-রূপ জননী পৃথিবী, সমস্ত জগৎ ধারণের নিমিত্ত সেই মহানুভব পুত্রগণের সহিত যে বিশেষ মহত্ত্ব প্রকাশ পাইয়াছিলেন, হে অগ্নি! তুমি হব্য ভক্ষণ করিয়াছিলে (ইহাই তাহার কারণ)(১১)।

১০। এই অগ্নিতে (যজমানগণ) সুন্দর যজ্ঞসম্পাদ্ স্থাপন করিয়াছেন, এবং যজ্ঞের চক্ষুরূপ ঘৃত দিয়াছেন(১২)। পরে অমরগণ আগমন করেন, তদ্দৃষ্টে হে অগ্নি! তোমার উজ্জ্বল শিখা বেগবতী নদীর ন্যায় সকল দিকে প্রসারিত হয় এবং দেবগণও তাহা জানিতে পারেন।

---

৭৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। শক্তির পুত্র পরাশর ঋষি।

১। পৈত্রিক ধনের ন্যায় অগ্নি অন্নদাতা; শাস্ত্রাভিজ্ঞ ব্যক্তির শাসনের ন্যায় অগ্নি নেতা; উপবিষ্ট অতিথির ন্যায় প্রীতিভাজন; এবং হোতার ন্যায় যজমানের গৃহ বর্দ্ধিত করেন।

---

(৯) "অগ্নৌ হোমে সতি হি তেন তৃপ্তঃ সূর্য্যো বৃষ্টিং করোতি অতো বৃষ্টি দ্বারাগ্নিরেবনদী করোতি ইত্যুচ্যতে।" সায়ণ।

(১০) মূলে "স্বপত্যানি" আছে, "স্বপত্যানি শোভনানি অপতন হেতুভূতানি চতুর্দশরাত্রষট্‌ত্রিংশদ্রাত্রাদিত্যানা ময়নাদীনি কর্ম্মাণি।" সায়ণ।

(১১) ঐ ঋকের মর্ম্ম বোধ হয় এইরূপ যে অগ্নিকে হব্য দান করিয়া যজ্ঞ সম্পাদন হয় বলিয়াই সূর্য্যাদি আকাশ হইতে খসিয়া পড়ে না, এবং পৃথিবী মহৎ ভার বহন করিতেছেন। বেদার্থযত্ন অর্থ করিয়াছেন যে অগ্নিকে বহন বা পোষণ করিবার জন্যই অদিতি ও আদিত্যগণ বিস্তৃত হইয়াছেন।

(১২) "চক্ষুর্বা এতে যদাজ্যভাগৌ ইতি শ্রুতেঃ।" সায়ণ।

২। দ্যুতিমান্ সূর্য্যের ন্যায় যথার্থদর্শী অগ্নি স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা সমস্ত সংগ্রাম হইতে রক্ষা করেন; যজমানগণের প্রশংসিত অগ্নি প্রকৃতির স্বরূপের(১) ন্যায় পরিবর্ত্তন রহিত; আত্মার(২) ন্যায় সুখকর; এতাদৃশ অগ্নি যজমানগণকর্ত্তৃক ধারণীয়।

৩। দ্যুতিমান্ সূর্য্যের ন্যায় অগ্নি সমস্ত জগৎ ধারণ করেন অনুকূলমিত্রবিশিষ্ট রাজার ন্যায় অগ্নি পৃথিবীতে বাস করেন; লোকে অগ্নির সম্মুখে পিতার গৃহে পুত্রের ন্যায় উপবেশন করে; অগ্নি পতিসেবিতা এবং অনিন্দনীয়া নারীর ন্যায় শুদ্ধ।

৪। হে অগ্নি! লোকে নিরুপদ্রব স্থানে স্বীয় গৃহে অনবরত কাষ্ঠ দ্বারা প্রজ্বলিত করিয়া তোমাকে সেবা করে; বহু যজ্ঞে অন্ন প্রদান করে; তুমি বিশ্বায়ু হইয়া আমাদিগকে ধন প্রদান কর।

৫। হে অগ্নি! ধনযুক্ত যজমানগণ অন্ন লাভ করুক; যে বিদ্বানগণ (তোমার স্তব করে) ও হব্যদান করে, তাহারা দীর্ঘ আয়ু প্রাপ্ত হউক। আমরা সংগ্রামে যেন শত্রুর অন্ন প্রাপ্ত হই, পরে যশের জন্য দেবগণকে তাঁহাদিগের অংশ অর্পণ করি।

৬। নিত্যদুগ্ধা ও তেজস্বিনী গাভীগণ (অগ্নিকে) কামনা করিয়া যজ্ঞস্থানে (অগ্নিকে) দুগ্ধ পান করায়। প্রবাহিনী নদী সকল অগ্নির নিকট অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিয়া পর্ব্বতসমীপে দূরদেশ হইতে প্রবাহিত হয়।

৭। হে দ্যুতিমান্ অগ্নি! যজ্ঞার্হ সমস্ত দেবগণ তোমার অনুগ্রহ যাচ্ঞা করিয়া তোমার উপর হব্য স্থাপন করিয়াছেন; পরে (ভিন্ন ভিন্ন অনুষ্ঠানের জন্য) ঊষা ও রাত্রিকে ভিন্নরূপ করিয়াছেন; রাত্রিকে কৃষ্ণবর্ণ ও ঊষাকে অরুণ বর্ণ করিলেন।

---

(১) মূলে "অমতিঃ" আছে। "যথা পৃথিব্যাদেঃ স্বরূপং আগমাপায়িষু বিশেষেষু সৎসু অপি স্বয়ং একরূপেণ নিত্যং ভবতি।" সায়ণ। "True as light."—বেদার্থযত্ন।

(২) মূলে "আত্মাইব" আছে। "Dear like the vital breath."—বেদার্থযত্ন।

৮। তুমি যে মনুষ্যদিগকে অর্থলাভার্থ (যজ্ঞকর্ম্মে) প্রেরণ কর তাহারা ও আমরা ধনী হইব। তুমি আকাশ ও পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পরিপূরিত করিয়াছ; এবং সমস্ত জগৎ ছায়ার ন্যায় রক্ষা করিতেছ।

৯। হে অগ্নি! তোমার দ্বারা রক্ষিত হইয়া আমরা আমাদের অশ্ব দ্বারা শত্রুর অশ্ব বধ করিব, আমাদের যোদ্ধা দ্বারা শত্রুর যোদ্ধা ও আমাদের বীরগণদ্বারা শত্রুর বীরগণকে বধ করিব; আমাদের বিদ্বান্ (পুত্রগণ) পৈত্রিক ধনের স্বামী হইয়া শত বৎসর জীবন ভোগ করুক্।

১০। হে মেধাবী অগ্নি! আমাদের স্তোত্র সকল তোমার মনের ও অন্তঃকরণের প্রিয় হউক। দেবগণের সম্ভজনীয় অন্ন তোমাতে স্থাপন করতঃ আমরা যেন তোমার দারিদ্র্যবিনাশী ধন রক্ষা করিতে পারি।

---

৭৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। যে অগ্নি দূরে থাকিয়াও আমাদের স্তুতি শ্রবণ করেন, তাঁহাকে আমরা যজ্ঞে আগমনপূর্ব্বক স্তুতি করি।

২। বিনাশকারী শত্রুগণ সঙ্গত হইলে চিরন্তন অগ্নি হব্যদাতা যজমানের নিমিত্ত ধন রক্ষা করেন।

৩। অগ্নি উৎপন্ন হইলেই সকল লোকে তাঁহার স্তব করুক; অগ্নি শত্রুহন্তা ও যুদ্ধে শত্রুধন জয় করেন।

৪। হে অগ্নি! যে যজমানের যজ্ঞগৃহে তুমি দেবগণের দূত হইয়া তাহাদের ভোজনার্থ হব্য বহন কর এবং যজ্ঞ শোভনীয় কর।

৫। হে বলের পুত্র অঙ্গিরা! সেই যজমানকেই সকল মনুষ্য শোভন দেবযুক্ত, শোভন হব্যযুক্ত ও শোভন যজ্ঞযুক্ত কহিয়া থাকে।

৬। হে জ্যোতির্ম্ময় অগ্নি! তুমি দেবগণেকে এই যজ্ঞে স্তুতি গ্রহণার্থ আমাদের সমীপে আনয়ন কর ও ভোজন করিবার নিমিত্ত হব্য প্রদান কর।

৭। হে অগ্নি! যখন তুমি দেবগণের দূতরূপে গমন কর, তখন তোমার গমনশীল রথের অশ্বের শব্দ শ্রুত হয় না।

৮। যে পুরুষ পূর্ব্বে হইতে নিকৃষ্ট, সে তোমাকে হব্য দান করিয়া তোমার দ্বারা রক্ষিত ও অন্নযুক্ত হইয়া লজ্জা রহিত (অর্থাৎ ঐশ্বর্য্যশালী) হয়।

৯। হে দ্যুতিমান্ অগ্নি, যে যজমান দেবগণকে হব্য প্রদান করে তাহাকে বহুল দীপ্ত ও উত্তম বীর্য্যযুক্ত ধন দান কর।

---

৭৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। হে অগ্নি! মুখে হব্য গ্রহণ করিয়া দেবগণের অতিশয় প্রীতি কর ও অতি বিস্তীর্ণ অস্মদীয় স্তোত্র গ্রহণ কর।

২। হে অঙ্গিরাশ্রেষ্ঠ এবং মেধাবীশ্রেষ্ঠ! আমরা তোমার প্রীতিকর ও গ্রহণযোগ্য স্তুতি সম্পাদন করি।

৩। হে অগ্নি! মনুষ্যের মধ্যে কে তোমার (যোগ্য) বন্ধু; কে তোমার যজ্ঞ করিতে সমর্থ? তুমি কে? কোন স্থানে অবস্থান কর?

৪। হে অগ্নি! তুমি সকল লোকের বন্ধু, তুমি প্রিয়মিত্র। তুমি সখাগণের স্তুতিভাজন সখা।

৫। হে অগ্নি! আমাদের নিমিত্ত মিত্র ও বরুণকে অর্চনা কর; দেবগণকে পূজা কর; বৃহৎ যজ্ঞ সম্পাদন কর, ও স্বকীয় (যজ্ঞ) গৃহে গমন কর।

---

৭৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। হে অগ্নি! তোমার মনস্তুষ্টি করিবার কি উপায় আছে(১)? তোমার সুখকর স্তুতিই বা কীদৃশ? তোমার ক্ষমতার পর্য্যাপ্ত যজ্ঞ কে করিতে পারে(২)? কীদৃশ বুদ্ধি দ্বারাই বা তোমাকে হব্য প্রদান করিব?

২। হে অগ্নি! এই যজ্ঞে আগমন কর; দেবগণকে আহ্বান করত উপবেশন কর; তুমি আমাদের পুরোগামী হও কেন না তোমাকে কেহ হিংসা করিতে পারে না; সমস্ত আকাশ ও পৃথিবী তোমাকে রক্ষা করুক; এবং তুমি দেবগণকে অত্যন্ত প্রীত করিবার জন্য পূজা কর।

৩। হে অগ্নি! সমস্ত রাক্ষসগণকে(৩) দহন কর; এবং হিংসকগণ হইতে যজ্ঞ রক্ষা কর। সোমপালক (ইন্দ্রকে) তদীয় হরি নামক অশ্বদ্বয়ের সহিত এই যজ্ঞে আনয়ন কর; আমরা সুফলদাতা ইন্দ্রকে আতিথ্য প্রদর্শন করিব।

৪। যে অগ্নি মুখ দ্বারা হব্য বহন করেন, তাঁহাকে অপত্যাদিফলযুক্ত স্তোত্র দ্বারা আহ্বান করি। হে অগ্নি! তুমি অন্য দেবগণের সহিত উপবেশন কর এবং হে যজনীয় অগ্নি! তুমি হোতার ও পোতার কর্ম্ম নির্ব্বাহ কর; তুমি ধনের নিয়ন্তা ও জনয়িতা হইয়া আমাদিগকে প্রবুদ্ধ কর।

৫। তুমি মেধাবীগণের মধ্যে মেধাবী হইয়া যেরূপ মেধাবী মনুর যজ্ঞে হব্য দ্বারা দেবগণের পূজা করিয়াছিলে, সেইরূপ হে হোমনিষ্পাদক সত্য অগ্নি! তুমি এই যজ্ঞে দেবগণকে আনন্দকারী জুহু(৪) দ্বারা পূজা কর।

---

(১) মূলে এই আছে "কা ত উপেতিঃ মনসঃ বরায় ভুবৎ।" "তব মনসো বরায় নিবারণায় অস্মাসু অবস্থাপনায় * * কীদৃশং উপগমনং ভবেৎ।" সায়ণ। "What approximation of the mind, Agni, to thee can be accomplished for our good?"—*Wilson.* "Par quel moyen peut on parvenir à charmer ton âme?—*Langlois.*

(২) মূলে আছে "কো বা যজ্ঞৈঃ পরিদক্ষং ত আপ" "কো বা যজমানো যজ্ঞৈঃ * * দক্ষং বৃদ্ধিং বলংবা পর্য্যাপ পর্য্যাপ্নোৎ।" সায়ণ।

(৩) মূলে "রক্ষসঃ" আছে।

(৪) "জুহ্বা হোম সাধনভূতয়া স্রুচা।" সায়ণ। "Ladle,"—*Wilson.*

৭৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। যে অগ্নি অমর, সত্যবান্, দেবগণের আহ্বানকারী, ও যজ্ঞ-সম্পাদক, ও যিনি মনুষ্যগণের মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া দেবগণকে হবির্যুক্ত করেন সে অগ্নির (অনুরূপ) হব্য কি প্রকারে প্রদান করিব? তেজস্বী অগ্নিকে সকল দেবগণের উপযুক্ত কি স্তুতি করিব।

২। যে অগ্নি যজ্ঞে অত্যন্ত সুখকারী ও যথার্থদর্শী ও দেবগণের আহ্বানকারী, তাঁহাকেই স্তোত্র দ্বারা আমাদিগের অভিমুখ কর। যখন অগ্নি মনুষ্যের নিমিত্ত দেবগণের নিকট গমন করেন, তখন তিনি দেবগণকে অবগত হয়েন ও মনের সহিত(১) পূজা করেন।

৩। অগ্নি যজ্ঞের কর্ত্তা; অগ্নি বিশ্বের উপসংহর্ত্তা এবং উৎপাদয়িতা; অগ্নি সখার ন্যায় অলব্ধ ধন প্রদান করেন। দেবাভিলাষী প্রজাগণ সেই দর্শনীয় অগ্নির নিকট গমন করিয়া(২) অগ্নিকেই যজ্ঞের প্রথম দেব বলিয়া স্তুতি করে।

৪। অগ্নি নেতৃদিগের মধ্যে উৎকৃষ্ট নেতা ও শত্রুগণের বিনাশকারী; অগ্নি আমাদের স্তুতি ও অন্নযুক্ত যজ্ঞ কামনা করুন; এবং যে ধনশালী ও বলশালী যজমানগণ অন্ন প্রদান করিয়া (অগ্নির) মননীয় স্তোত্র ইচ্ছা করে (অগ্নি তাঁহাদিগেরও স্তুতি কামনা করুন)।

৫। যজ্ঞ সম্পন্ন ও সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি এই প্রকারে মেধাবী গোতমাদি ঋষিগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়াছিলেন; অগ্নি তাঁহাদিগকে দ্যুতিমান্ সোমরস পান করাইয়াছেন, ও অন্ন ভোজন করাইয়াছেন; অগ্নি আমাদের সেবা জ্ঞাত হইয়া পুষ্টি প্রাপ্ত হয়েন।

---

(১) মূলে "মনসা" আছে, সায়ণ তাহার অর্থ নমসা করিয়াছেন "মনসা নমসা নকারয়োঃ স্থান বিপর্য্যয়ঃ।" সায়ণ।

(২) মূলে "দস্মং আরীঃ" আছে। "দস্মং দর্শনীয়ং তং অগ্নিং আরীঃ গচ্ছন্ত্যঃ।" সায়ণ। বেদার্থযত্ন "আরী" আর্য্য শব্দের স্ত্রীলিঙ্গ বিবেচনা করেন।

৭৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। হে প্রজ্ঞাযুক্ত ও সর্ব্বদর্শী অগ্নি! গোতম বংশীয়গণ তোমাকে স্তুতি করিয়াছে; দ্যুতিমান্ স্তোত্র দ্বারা আমরা তোমার স্তুতি করি।

২। ধনাকাঙ্ক্ষী হইয়া গোতম স্তুতি দ্বারা যে অগ্নির সেবা করেন, সেই অগ্নিকে দ্যুতিমান্ স্তোত্র দ্বারা পুনঃ পুনঃ স্তুতি করি।

৩। অঙ্গিরার ন্যায় সর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর অন্নদাতা অগ্নিকে আহ্বান করি ও দ্যুতিমান্ স্তোত্র দ্বারা স্তুতি করি।

৪। হে অগ্নি! তুমি দস্যুগণকে স্থান ভ্রষ্ট কর, তুমি সর্ব্বাপেক্ষা শত্রুহন্তা, তোমাকে দ্যুতিমান্ স্তোত্র দ্বারা স্তুতি করি।

৫। আমরা রহূগণ বংশীয়, আমরা অগ্নিকে মাধুর্য্যযুক্ত বাক্য প্রয়োগ করি, ও দ্যুতিমান্ স্তোত্র দ্বারা স্তুতি করি।

---

৭৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

(প্রথমা তৃচ্ অর্থাৎ তিনটী ঋক বিদ্যুৎ রূপঅগ্নিসম্বন্ধে।

১। সুবর্ণ কেশ বিশিষ্ট অগ্নি (বিদ্যুতরূপে) হননশীল মেঘকে কম্পিত করেন, ও বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী; তিনি সুন্দর দীপ্তিযুক্ত হইয়া মেঘ হইতে বারি বর্ষণ করিতে জানেন।) ঊষা সেটী জানেনা, ঊষা অন্ন সম্পন্ন সরল নিজকর্ম্মরত প্রজার ন্যায়(১)।

---

(১) ঊষার সহিত তুলনা করিয়া অগ্নির অধিকতর সুখ্যাতি করাই কবির উদ্দেশ্য। কিন্তু ঊষার নিন্দা করা উদ্দেশ্য নহে। সায়ণ। কিন্তু বেদার্থযত্ন এ অংশটী এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, যথা "Like the daily ushas (he is) pure in his brightness, endowed with knowledge, glorious, full of energy, (and) truthful."

২। হে অগ্নি! তোমার সুন্দর পতনশীল রশ্মি মরুৎগণের সহিত মেঘকে তাড়িত করে; কৃষ্ণবর্ণ বর্ষণশীল (মেঘ) ও গর্জ্জন করিয়াছে(২) এবং সুখকর ও হাস্যযুক্ত (বৃষ্টি বিন্দুর) সহিত আগমন করিতেছে। বৃষ্টি পতিত হইতেছে, মেঘ গর্জ্জন করিতেছে।

৩। যখন অগ্নি জগৎকে বৃষ্টির জল দ্বারা পুষ্ট করেন, এবং জলের (ব্যবহারের) সরল উপায় সমূহ(৩) দেখাইয়া দেন, তখন অর্যমা, মিত্র, বরুণ ও সকল দিকগামী মরুৎগণ মেঘের উদকোৎপত্তি স্থানের আচ্ছাদন উদ্ঘাটিত করেন(৪)।

৪। হে বলের পুত্র অগ্নি! তুমি বহু গোযুক্ত অন্নের ঈশ্বর; হে সর্ব্বভূতজ্ঞ! তুমি আমাদিগকে প্রভূত অন্ন দাও।

৫। দীপ্তিযুক্ত নিবাসস্থানদাতা ও মেধাবী অগ্নি স্তোত্রদ্বারা প্রশংসনীয়। হে বহুমুখ অগ্নি! আমাদিগের যাহাতে ধনযুক্ত অন্ন হয়, সেইরূপে দীপ্তি প্রকাশ কর।

৬। উজ্জ্বল অগ্নি! দিনে ও রাত্রিতে, স্বয়ং অথবা লোকদ্বারা (রাক্ষসাদিকে) তাড়াইয়া দাও। হে তীক্ষ্ণমুখ অগ্নি! রাক্ষসকে দহন কর।

৭। হে অগ্নি! তুমি সকল যজ্ঞে স্তুতিভাজন, আমাদিগের গায়ত্রী দ্বারা তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে রক্ষণকার্য্য দ্বারা পালন কর।

৮। হে অগ্নি! আমাদিগকে দারিদ্র্যনাশক, সকলের বরণীয়, এবং সকল সংগ্রামে দুস্তর ধন প্রদান কর।

৯। হে অগ্নি! আমাদের জীবন ধারণের জন্য সুন্দর জ্ঞানযুক্ত, ও সুখহেতুভূত এবং সকল আয়ুর পুষ্টিকারক ধন প্রদান কর।

---

(২) মূলে "নোনাব বৃষভঃ" আছে, তাহার অর্থ "মেঘরূপ বৃষভ গর্জ্জন রিয়াছে" এরূপও হইতে পারে।

(৩) অর্থাৎ স্নান পানাদি। সায়ণ।

(৪) মূলে "ঋতং পৃঞ্চন্তি উপরস্য যোনৌ" আছে। "উপরস্য মেঘস্য মৌ বৃষ্ট্যুদকোৎপত্তি স্থানে ঋতং পৃঞ্চন্তি বৃষ্ট্যুদকস্য আচ্ছাদকং প্রদেশং য়ঃ আত্মীয়ৈঃ সংযোজয়ন্তি উদ্ঘাটয়ন্তি ইতি যাবৎ।" সায়ণ।

১০। হে ধনাভিলাষী গোতম! তীক্ষ্ণজ্বালাযুক্ত অগ্নিকে বিশুদ্ধ স্তুতি সম্পাদন কর।

১১। হে অগ্নি! যে শত্রু আমাদের সমীপে বা দূরে থাকিয়া আমাদিগের হানি করে, সে বিনষ্ট হউক; তুমি আমাদের বর্দ্ধন কর।

১২। সহস্রাক্ষ(৫) সর্ব্বদর্শী অগ্নি রাক্ষসগণকে তাড়িত করেন; আমাদিগের কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নি তাহাদিগের স্তুতি করেন।

---

৮০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। হে বলশালী ও বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! তুমি এই হর্ষকর সোমরস পান করিলে স্তোতা(১) তোমার বৃদ্ধিকর (স্তুতি) করিয়াছিল; তুমি বলদ্বারা পৃথিবীর নিকট হইতে অহিকে তাড়িত করিয়াছিলে এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছিলে।

২। হে ইন্দ্র! সেই মদযুক্ত, হর্ষকর এবং শ্যেনপক্ষীর আনীত(২) অভিষুত সোমরস তোমাকে হর্ষযুক্ত করিয়াছে; হে বজ্রিন্! তুমি সেই

---

(৫) অর্থাৎ অসংখ্য জ্বালাবিশিষ্ট। সায়ণ।

---

(১) মূলে "ব্রহ্মা" আছে। ব্রহ্মা যজ্ঞের একজন স্তোতা। ১০ সূক্তের ১ ঋকের টীকা ও ১৫ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখ। এবং ৩৬ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ।

(২) শ্যেনপক্ষীরূপ গায়ত্রী স্বর্গ হইতে সোমরস আনিয়াছিল। সায়ণ। শ্যেন পক্ষী সোম আনিয়াছিল এরূপ ঋগ্বেদের তৃতীয় মণ্ডলের ৪৩ সূক্তে, চতুর্থ মণ্ডলের ২৩ সূক্তে এবং অষ্টম মণ্ডলের ৭১, ৮৪ ও ৮৯ সূক্তে পাওয়া যায়।

ঐতরেয় ব্রাহ্মণে উপাখ্যান আছে যে সোম, গন্ধর্ব্বদিগের মধ্যে ছিলেন, গন্ধর্ব্বগণ নারীপ্রিয় এই জন্য দেবগণ বাগ্দেবীকে উলঙ্গ নারীরূপে গন্ধর্ব্বদিগের নিকট পাঠাইয়া সোম আনাইয়াছিলেন। শতপথ ব্রাহ্মণে আছে যে গায়ত্রী আকাশ হইতে সোমকে আনিতেছিলেন এমন সময়ে গন্ধর্ব্বেরা সেই সোম কাড়িয়া লইয়াছিল তখন দেবগণ বাগ্দেবীকে পাঠাইয়া সোম উদ্ধার করেন। এই উপাখ্যান অনুসারে সায়ণ শ্যেন অর্থ শ্যেনপক্ষীরূপ গায়ত্রী করিয়াছেন। কিন্তু এ উপাখ্যান বোধ হয় ঋগ্বেদ রচনার অনেক পরে কল্পিত।

বল দ্বারা অন্তরীক্ষের নিকট হইতে বৃত্রকে বিনাশ করিয়াছিলে, এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছিলে।

৩। হে ইন্দ্র! গমন কর, (শত্রুগণের) অভিমুখী হও, ও তাহাদিগকে পরাভূত কর, তোমার বজ্র অপ্রতিহতগতি; তোমার বল পুরুষবিজয়ী; অতএব তুমি বৃত্রকে বধ কর; তন্নিরুদ্ধ জল লাভ কর এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত কর।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি ভূলোকে বৃত্রকে বধ করিয়াছ দ্যুলোকেও বধ করিয়াছ। মরুৎগণ কর্ত্তৃক সংযুক্ত ও জীবগণের তৃপ্তিকর বৃষ্টির জল পাতিত করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত কর।

৫। ক্রুদ্ধ ইন্দ্র অভিমুখ হইয়া কম্পমান বৃত্রের উন্নত হনুপ্রদেশে প্রহার করিলেন, বৃষ্টির জল বহিতে দিলেন, এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিলেন।

৬। ইন্দ্র শতধারাযুক্ত বজ্র দ্বারা বৃ[illegible]র কপোলদেশে আঘাত করিলেন, তিনি হৃষ্ট হইয়া স্তোতৃগণকে [illegible]ন্নের উপায় (যোগাইতে) ইচ্ছা করিলেন, এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করি[illegible]লেন।

৭। হে মেঘবাহন বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! শত্রু[illegible] [illegible]মার বীর্য্য তিরস্কার করিতে পারে না, কেন না তুমি মায়াবী মায়া[illegible] [illegible]রূপধারী (বৃত্রকে) বধ করিয়াছ এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছ।

৮। হে ইন্দ্র! তোমার বজ্রসমূহ নবতিসংখ্যক নদীর উপর বিস্তৃত হইয়াছিল। হে ইন্দ্র! তোমার বীর্য্য প্রভূত; ও তোমার বাহু প্রভূত বলশালী, তুমি স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত কর।

৯। সহস্র মনুষ্য যুগপৎ ইন্দ্রকে অর্চ্চনা করিয়াছিল; বিংশতি(৩) সংখ্যক মনুষ্য তাঁহার স্তুতি করিয়াছিল শতসংখ্যক (ঋষি) পুনঃ পুনঃ ইন্দ্রের স্তব করিয়াছিল; ইন্দ্রের নিমিত্ত হব্য অন্ন ঊর্দ্ধে ধৃত হইয়াছিল ইন্দ্র স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছিলেন।

---

(৩) ১৬ জন ঋত্বিক, যজমান ও তাহার স্ত্রী, সদস্য ও শমিতা এই ২০ জন। সায়ণ। কিন্তু কবি বোধ হয় "বিংশ" সংখ্যা দ্বারা "অনেক লোক" এই রূপ কল্পনা করিয়াছিলেন।

১০। ইন্দ্র বৃত্রের বল স্বীয় বল দ্বারা নাশ করিয়াছিলেন; অভিভব সাধন আয়ুধদ্বারা বৃত্রের আয়ুধ নাশ করিয়াছিলেন এই ইন্দ্রের প্রভূত বল, যে হেতু তিনি বৃত্রকে বধ করিয়া তন্নিরুদ্ধ বারি নির্গত করাইয়াছিলেন, এবং স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছিলেন।

১১। হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! তোমার কোপভয়ে এই আকাশ ও পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল যেহেতু তুমি মরুৎগণের সহিত মিলিত হইয়া বৃত্রকে বধ করিয়া স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছিলে।

১২। বৃত্র স্বীয় কম্পন বা গর্জনের দ্বারা ইন্দ্রকে ভীত করে নাই; ইন্দ্রের লৌহময়, ও সহস্র ধারাযুক্ত বজ্র, বৃত্রকে আক্রমণ করিল; (ইন্দ্র) স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিলেন।

১৩। হে ইন্দ্র! যখন তুমি বৃত্রকে প্রহার করিয়াছিলে ও তাহার বজ্রকে প্রহার করিয়াছিলে, তখন তুমি অহির বধে কৃতসঙ্কল্প হইলে তোমার বল আকাশে ব্যাপ্ত হইয়াছিল; তুমি স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছিলে।

১৪। হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! তুমি গর্জ্জন, করিলে স্থাবর ও জঙ্গম কম্পিত হয়; (বিশ্বকর্ম্মা) ত্বষ্টাও তোমার কোপভয়ে কম্পিত হয় তুমি স্বীয় প্রভুত্ব প্র[illegible] করিয়াছ।

১৫। সর্ব্বব্যাপী ইন্দ্রকে আমরা অবগত হইতে পারি না; স্বীয় সামর্থ্যের সহিত অতিদূরে অবস্থিত ইন্দ্রকে (কে জানিতে পারে)? যে হেতু সেই ইন্দ্রে দেবগণ ধন, বীর্য্য ও বল স্থাপন করিয়াছিলেন; তিনি স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছেন।

১৬। অথর্ব্বা (নামক ঋষি) ও সকল প্রজার পিতৃস্থানীয় মনু(৪) ও (অথর্ব্বের পুত্র) দধ্যঙ্ ঋষি যে যে যজ্ঞ করিয়াছিলেন সেই সেই যজ্ঞে প্রযুক্ত হব্য অন্ন ও স্তোত্রসমূহ পূর্ব্বতন যজ্ঞের ন্যায় ইন্দ্রতেই প্রাপ্ত হইয়াছিল; ইন্দ্র স্বীয় প্রভুত্ব প্রকটিত করিয়াছিলেন।

---

(৪) মূলে "মনুষ্পিতা" আছে। ৭১ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

---

৮১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। বৃত্রহন্তা ইন্দ্র মনুষ্যদিগের স্তুতি দ্বারা বলে ও হর্ষে প্রবর্দ্ধিত হইয়াছেন। সেই ইন্দ্রকে আমরা মহৎ ও ক্ষুদ্র সংগ্রামে আহ্বান করি; তিনি আমাদিগকে সংগ্রামে রক্ষা করুন।

২। হে বীর! তুমি (একাকী হইলেও) সেনাসদৃশ; তুমি প্রভূত শত্রু-গণের ধন দান কর; তুমি ক্ষুদ্রকেও বর্দ্ধন কর, সোমরসদাতা যজমানকে তুমি ধন প্রদান কর, কেননা তোমার অক্ষয় ধন আছে।

৩। যখন যুদ্ধ হয়, তখন শত্রুগণের [illegible] জেতাই ধন প্রাপ্ত হয়। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুগণের গর্ব্বনাশকারী [illegible] রথে সংযোজিত কর; কাহাকেও বিনাশ কর, কাহাকেও ধন দান কর; [illegible] তুমি আমাদিগকে ধনশালী কর(১)।

৪। ইন্দ্র যজ্ঞ দ্বারা মহান্ ও ভয়ঙ্কর, এবং সোমপান দ্বারা আপন বল বর্দ্ধন করিয়াছেন। তিনি সুদর্শন সুন্দর নাসিকাযুক্ত ও হরিনামক অশ্বযুক্ত; তিনি আমাদিগের সম্পদের জন্য দৃঢ়বদ্ধ হস্তে লৌহময় বজ্র স্থাপন করিলেন।

৫। ইন্দ্র (স্বীয় তেজের দ্বারা) পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ পরিপূরিত করিয়াছেন; দ্যুলোকে উজ্জ্বল নক্ষত্র সকল স্থাপিত করিয়াছেন; হে ইন্দ্র! তোমার ন্যায় কেহ উৎপন্ন হয় নাই ও হইবে না; তুমি বিশেষরূপে সমস্ত জগৎ ধারণ কর।

---

(১) রহূগণের পুত্র গোতম কুরু ও সৃঞ্জয় রাজাদিগের পুরোহিত ছিলেন। সেই রাজাদিগের শত্রুগণের সহিত যুদ্ধ হইলে গোতম ঋষি এই সূক্ত দ্বারা ইন্দ্রকে স্তুতি করিয়া আপন পক্ষের জয় প্রার্থনা করিয়াছিলেন। সায়ণ।

৬। যে পালনকারী ইন্দ্র! যজমানকে মনুষ্যের অন্ন প্রদান করেন তিনি আমাদিগকে (সেইরূপ) অন্ন প্রদান করুন। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে ধন বিভাগ করিয়া দাও কারণ তোমার অসংখ্য ধন, যাহাতে আমি তাহার একাংশ প্রাপ্ত হইতে পারি।

৭। সরলকর্ম্মা ইন্দ্র সোমপানে হৃষ্ট হইলে আমাদিগকে গোযূথ প্রদান করেন। হে ইন্দ্র! তুমি বহু শত সংখ্যক ধন আমাদিগকে দিবার নিমিত্ত উভয় হস্তে গ্রহণ কর; আমাদিগকে তীক্ষ্ণবুদ্ধিযুক্ত কর ও ধন প্রদান কর।

৮। হে শূর! তুমি আমাদের বলের ও ধনের নিমিত্ত আমাদিগের সঙ্গে সোমরস পান করতঃ তৃপ্ত হও। তোমাকে প্রভূত ধনশালী বলিয়া জানি ও আমাদের অভিলাষ জ্ঞাত করাই; তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর।

৯। হে ইন্দ্র! এই তোমারই লোকসমূহ সকলের রমণীয় (হব্য) বর্দ্ধন করে। যে সকল লোক হব্য প্রদান করে না, হে অখিলপতি, হে ইন্দ্র! তাহাদের ধন তুমি দর্শন কর, হে ইন্দ্র! তাহাদের ধন আমাদিগকে প্রদান কর।

---

৮২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। হে ধনবান ইন্দ্র! নিকটে আসিয়া আমাদের স্তুতি শ্রবণ কর; তুমি এখন পূর্ব্ব হইতে ভিন্ন প্রকৃতি হইও না।(১) তুমিই আমাদিগকে প্রিয় ও সত্য বাক্যযুক্ত করিয়াছ; সেই বাক্য দ্বারা তোমাকে যাচ্ঞা করি; অতএব তোমার অশ্ব শীঘ্র যোজিত কর।

২। (যজমানগণ তোমার প্রদত্ত অন্ন) ভোজন করিয়া পরিতৃপ্ত হইয়াছে এবং (অতিশয় রসাস্বাদনে নিজ) প্রিয় (শরীর)(২) কম্পিত

---

(১) মূলে "মা অতথা ইব" আছে। "পূর্ব্বং যথাবিধস্ত্বং তদ্বিপরীতো মাভূঃ।" সায়ণ।

(২) মূলে "অব প্রিয়া অধূষত" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "প্রিয়াঃ স্বকীয়াস্তনূরবাধূষত অকম্পয়ন্। অতিশয়িত রসাস্বাদনেন রক্তমশক্রুবন্তঃ শরীরাণি অকম্পয়ন্।" কিন্তু মূলে যে শব্দগুলি আছে তাহার অর্থ "প্রিয়াদিগকে কম্পিত করিয়াছে।"

করিয়াছে, দীপ্তিমান্ মেধাবীগণ সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্তুতি দ্বারা তোমার স্তুতি করিয়াছে, হে ইন্দ্র! তোমার অশ্ব শীঘ্র যোজিত কর।

৩। হে মঘবন্! তুমি সকলকে অনুগ্রহ দৃষ্টিতে দর্শন কর; তোমার স্তুতি করি, তুমি স্তুত হইয়া, রথ ধনে পূরিত করিয়া তোমাকে যাহারা কামনা করিতেছে তাহাদিগের নিকট যাও; হে ইন্দ্র! তোমার অশ্ব শীঘ্র যোজিত কর।

৪। যে রথ অভীষ্ট বস্তু বর্ষণ করে, ও গাভী প্রদান করে, ও ধান্য মিশ্রিত পূর্ণপাত্র প্রদান করে(৩) ইন্দ্র সেই রথে আরোহণ করুন, তোমার অশ্ব শীঘ্র যোজিত কর।

৫। হে শতক্রতু! তোমার (রথের) দক্ষিণ পার্শ্বস্থ ও বাম পার্শ্বস্থ অশ্ব সংযুক্ত হউক তুমি সোমপানে হৃষ্ট হইয়া সেই (রথ) দ্বারা তোমার প্রিয়া জায়ার(৪) নিকট গমন কর, তোমার অশ্বদ্বয় শীঘ্র যোজিত কর।

৬। তোমার কেশযুক্ত অশ্বদ্বয়কে আমি স্তোত্র দ্বারা (রথে) সংযোজিত করি, বাহুদ্বয়ে অশ্ববন্ধক রশ্মি ধারণ করিয়া গৃহে গমন কর; এই অভিষুত তীব্র সোমরস তোমাকে হৃষ্ট করিয়াছে, হে বজ্রিন্! তুমি (সোম পান জনিত) তুষ্টিযুক্ত হইয়া পত্নীর সহিত সম্যক্ হর্ষলাভ কর।

---

(৩) মূলে "ধানা বোজনং পূর্ণং" আছে। "ধানা মিশ্রিতং পূর্ণং সোমেন পূর্ণং পাত্রং।" সায়ণ। "হবিষুগমযুক্তায়তুভ্যমর্পিতং পূর্ণ সোমেন পরিপূরিতং পাত্রং চিকেততি জানাতি দূরাদ্দৃষ্ট্বা আগচ্ছতি।" বেদার্থযত্ন।

(৪) এই রূপে ইন্দ্রের স্তুতিতে ইন্দ্রের জায়ার কোন২ স্থানে উল্লেখ আছে ২২ সূক্তের ১২ ঋকে (সেই ঋক দেখ) সেই ইন্দ্রের জায়াকে ইন্দ্রানী বলা হইয়াছে। কিন্তু ইহা ব্যতীত ঋগ্বেদ সংহিতায় ইন্দ্রের স্ত্রীর বিশেষ কোনও পরিচয় নাই। যেখানে ইন্দ্রকে শচীপতি বলা হইয়াছে তথায় সে শব্দের অর্থ যজ্ঞের পালনকর্ত্তা; শচী ইন্দ্রের পত্নী এরূপ কথা ঋগ্বেদ সংহিতায় নাই। পৌরাণিক সময়ে এই বৈদিক "শচীপতি" শব্দ হইতে ইন্দ্রের পত্নী শচী এই কথা সৃষ্ট হইয়াছিল, এবং শচীর অনেক বর্ণনা ও আখ্যান সৃষ্ট হইয়াছিল।

৮৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! যে মনুষ্য তোমার রক্ষণের দ্বারা রক্ষিত সে অশ্ব যুক্ত গৃহে বাস করিয়া সর্ব্ব প্রথমেই গাভী প্রাপ্ত হয়; বিশিষ্ট জ্ঞানদাতা(১) নদীসমূহ যেরূপ সকলদিকে বহিয়া সমুদ্রকে পরিপূরিত করে তুমিও সেই রূপ (তোমার রক্ষিত মনুষ্যকে) প্রভূত ধনে পূর্ণ কর।

২। যে রূপ দ্যুতিমান্ জল যজ্ঞ পাত্রে গমন করে, সেই রূপ উপরি-স্থিত (দেবগণ) যজ্ঞ পাত্র দর্শন করেন; তাঁহাদের দৃষ্টি (সূর্য্যের) কিরণের ন্যায় বিতত। [illegible] যেরূপ একটী কন্যাকে (বিবাহের জন্য) অভিলাষ করে, দেবগণ সেইরূপ সোমপূর্ণ দেবাভিলাষী (পাত্রকে) (উত্তরবেদি অভিমুখে) আনয়ন করতঃ(২) অভিলাষ করে।

৩। যে হব্য ও ধান্য যজ্ঞ পাত্রে তোমাকে অর্পিত হইয়াছে, হে ইন্দ্র! তুমি তাহাতে মন্ত্রবচন [illegible] করিয়াছ। (যজমান) যুদ্ধে গমন না করিয়া তোমার কা[illegible] থাকে এবং পুষ্টি লাভ করে, কেননা সোমাভিষবদাতা [illegible]ল লাভ করে।

৪। অঙ্গিরাগণ অগ্রে ইন্দ্রের নিমিত্ত অ[illegible] সম্পাদিত করিয়াছিলেন, পরে অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া সুন্দর যাগ দ্বারা (ইন্দ্রের) পূজা করিয়াছিলেন); যজ্ঞের নেতা অঙ্গিরাগণ অশ্বযুক্ত ও গাভীযুক্ত ও অন্য পশুযুক্ত সমস্ত ধন লাভ করিয়াছিলেন।

---

(১) মূলে "বিচেতসঃ" আছে, তাহার অর্থ সায়ণ "বিশিষ্ট জ্ঞানহেতুভূতা" এইরূপ লিখিয়াছেন। "চেতন লাভের হেতু সলিল।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা কিন্তু Langlois ও Wilson উভয়েই "বিচেতসঃ" অর্থে "চেতনা রহিত" করিয়াছেন। "Naturellement."—*Langlois.* "Unconscious."—*Wilson.* জল যেমন আপনা হইতেই সমুদ্রে আইসে, সেইরূপ তোমার প্রদত্ত ধন আমার নিকট আইসুক।

(২) মূলে "প্রাচৈঃ প্রণয়ন্তি" আছে। "প্রাচৈঃ প্রাচীনং যথা প্রাক্তনৈঃ প্রগমনৈ রুত্তর বেদ্যভিমুখং হোমকালে প্রণয়ন্তি" সায়ণ। এই ঋকটীতে অনেক উহ্য শব্দ আছে, এবং এই ঋক্ দুই স্থানে বিনিযুক্ত হয়, এক স্থলে বিনিয়োগের অর্থ প্রদত্ত হইল, সায়ণ আর একস্থলে প্রয়োগের অর্থও প্রদান করিয়াছেন।

৫। অথর্ব্বা (নামক ঋষি) যজ্ঞ দ্বারা প্রথমে (অপহৃত গাভীগণের) পথ বাহির করিয়াছিলেন; পরে ব্রতপালনকারী কমনীয় সূর্য্য (রূপ ইন্দ্র) উৎপন্ন হইয়াছিলেন; অথর্ব্বা ঐ গাভী সকল প্রাপ্ত হইলেন; কবির পুত্র উশনা(৩) ইন্দ্রের সহায় হইয়াছিলেন। (অসুর) দমনের নিমিত্ত সমুৎপন্ন এবং অমর ইন্দ্রের পূজা করি।

৬। সুন্দর ফলযুক্ত যজ্ঞের জন্য(৪) যখন কুশচ্ছেদন হয়, যখন স্তোত্রনিষ্পাদক হোতা দ্যুতিমান্ যজ্ঞে স্তুতি ঘোষিত করে, যখন সোম-নিস্যন্দী প্রস্তর শাস্ত্রীয় স্তুতিকারী স্তোতার ন্যায় শব্দ করে, তখন ইন্দ্র হর্ষ যুক্ত হয়েন।

---

৮৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য সোমরস অভিষুত হইয়াছে; হে বলবান্ শত্রুদিগের ধর্ষণকারী ইন্দ্র! আগমন কর। সূর্য্য যেরূপ অন্তরীক্ষকে কিরণ দ্বারা পূরিত করেন, [illegible] প্রভূত সামর্থ্য তোমাকে পূরিত করুক।

২। ইন্দ্রের অশ্বদ্বয় অহিংসিত [illegible]দের ও অন্যান্য লোকের স্তুতি ও যজ্ঞের সমীপে বহন করুক।

৩। হে বৃত্রহন্তা! রথে আরোহণ কর, যে হেতু তোমার অশ্বদ্বয় মন্ত্র দ্বারা (রথে) সংযোজিত হইয়াছে। সোমনিস্যন্দী প্রস্তর শব্দের দ্বারা তোমার মন আমাদের অভিমুখী করুক।

---

(৩) "কবেঃ পুত্র উশনা ভৃগুঃ।" সায়ণ। পুরাণে উশনা ভৃগুবংশে উৎপন্ন।

(৪) মূলে "স্বপত্যায়" আছে, অর্থ সু অপত্যায়;—শব্দের অর্থ শোভনীয় অপত্যের জন্য। কিন্তু সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "শোভনাপত্যহেতুভূতায় কর্ম্মণে।" "পাণ্ডিত্য-নাশক কর্ম্মের অনুষ্ঠানের জন্য।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

"Egregiam prolem conferentis causa."—*Rosen.*

"Jaloux d'obtenir une heureuse posterité."—*Langlois.*

"For the rite that brings down blessings."—*Wilson.*

৪। হে ইন্দ্র! তুমি এই অতিশয় প্রশংসনীয়, হর্ষকর ও অমর সোমপান কর; যজ্ঞগৃহে এই দীপ্তিমান্ সোমধারা তোমারই দিকে বহিতেছে।

৫। শীঘ্র! ইন্দ্রের পূজা কর; তাঁহার স্তুতি কর; অভিষুত সোমরস তাঁহাকে হৃষ্ট করুক; প্রশংসনীয় ও বলবান্ ইন্দ্রকে নমস্কার কর।

৬। হে ইন্দ্র! যখন তুমি অশ্বদ্বয় রথে যোজিত কর তখন তোমার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট রথী আর নাই। তোমার সদৃশ বলসম্পন্ন কেহ নাই, তোমার ন্যায় শোভনীয় অশ্বযুক্ত কেহ নাই।

৭। যে ইন্দ্রই কেবল হব্যদাতা যজমান্কে ধন প্রদান করেন তিনি সমস্ত জগতের নির্বিরোধী স্বামী(১)।

৮। যে হব্য প্রদান করে না, তাহাকে মণ্ডলাকার সর্পের ন্যায়(২) ইন্দ্র কখন পাদের দ্বারা দলন করিবেন? ইন্দ্র, কখন্ আমাদের স্তুতি শ্রবণ করিবেন?

৯। হে ইন্দ্র! যে অভিষুত সোম দ্বারা তোমার সেবা করে, ইন্দ্র তাহাকে ধন দান করেন।

১০। সৌবর্ণ গাভীগণ কেবল সুস্বাদু এবং এই প্রকারে সর্ব যজ্ঞে ব্যাপ্ত মধুর সোমরস পান করিয়া, সে গাভীগণ শোভার নিমিত্ত অভীষ্টদাতা ইন্দ্রের সহিত গমন করিয়া হর্ষ প্রাপ্ত হয়। ঐ গাভী সকল ইন্দ্রের রাজত্ব লক্ষ্য করিয়া অবস্থিতি করে(৩)।

---

(১) এই ঋক ও পরের দুইটী ঋকের শেষে "অঙ্গ" এই শব্দটী আছে। অর্থ ঠিক বুঝা যায় না। সায়ণ "শীঘ্র" অর্থ করিয়াছেন, যথা "ইন্দ্র শীঘ্র সমস্ত জগতের স্বামী হয়েন।" কিন্তু এটী ভাল অর্থ বলিয়া বোধ হয় না। ইউরোপীয় অনুবাদকগণ বিবেচনা করেন স্তোতা এই শব্দদ্বারা ইন্দ্রকে আসিবার জন্য ডাকিতেছেন। "Ohe!"—*Rosen.* "Oh viens!"—*Langlois.* "Ho!"—*Wilson.*

(২) মূলে "ক্ষুম্পং" আছে। "অহিচ্ছত্রং মণ্ডলাকারেণ শয়ানং।" সায়ণ।

(৩) মূলে "বস্বীঃ অনু স্বরাজ্যং" আছে। "পয়ঃ প্রদানেন নিবাসকারিণ্যস্তা গাবঃ স্বরাজ্যং স্বস্য স্বকীয়স্য ইন্দ্রস্য যৎ রাজ্যং রাজত্বং তদনুলক্ষ্য অবস্থিতা ইতি শেষঃ।" সায়ণ। "Domicilium procurantes, quæ ipsius dominium respicientes adstant."—*Rosen.*

"Elles s'etendent sur son domaine."—*Langlois.*

"Abiding (in their stalls) expectant of his sovereignty."—*Wilson.*

১১। ইন্দ্রের স্পর্শাভিলাষী উক্ত নানাবর্ণের গাভী সকল সোমের সহিত তাহাদিগের দুগ্ধ মিশ্রিত করে। ইন্দ্রের প্রিয় ধেনু সকল শত্রুবিনাশী বজ্র শত্রুগণ মধ্যে প্রেরণ করে। ঐ গাভী সকল ইন্দ্রের রাজত্ব লক্ষ্য করিয়া অবস্থিতি করে।

১২। এই প্রকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত গাভী সকল (ক্ষীর দুগ্ধরূপ) অন্ন দ্বারা ইন্দ্রের বলের পূজা করে। তাহারা (যুদ্ধাভিলাষী শত্রুগণের) পূর্ব্ব হইতে অবগতির জন্য (ইন্দ্রের শত্রু বধাদি) বহু কার্য্য ঘোষিত করে। ঐ গাভী সকল ইন্দ্রের রাজত্ব লক্ষ্য করিয়া অবস্থিতি করে।

১৩। অপ্রতিদ্বন্দ্বী ইন্দ্র দধীচি ঋষির অস্থি দ্বারা বৃত্রগণকে নবগুণ নবতি বার বধ করিয়াছিলেন (৪)।

১৪। পর্ব্বতে লুক্কায়িত দধীচির অশ্ব মস্তক পাইবার ইচ্ছা করিয়া ইন্দ্র সেই মস্তক শর্য্যণাবৎ (সরোবরে) (৫) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

---

(৪) দধীচির অস্থি লইয়া ত্বষ্টা বজ্র নির্ম্মাণ করিলেন সেই বজ্র দ্বারা ইন্দ্র অসুরদিগকে নাশ করেন এইরূপ পৌরাণিক গল্প আছে তাহা সকলেই অবগত আছেন। দধীচির অস্থি দ্বারা ইন্দ্র বৃত্রদিগকে হনন করিয়াছেন তাহা বেদে আমরা এই স্থলে পাইলাম। সায়ণ এই স্থলে ও ১১৬ সূক্তের ১২ ঋকে যে গল্প লিখিয়াছেন তাহা পৌরাণিক গল্প হইতে কিছু বিভিন্ন। ইন্দ্র দধীচিকে মধুবিদ্যা শিখাইয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন যে দধীচি সেই বিদ্যা অন্য কাহাকে শিখাইলে ইন্দ্র তাঁহার মাথা কাটিয়া ফেলিবেন। অশ্বিদ্বয় সেই বিদ্যা শিখিতে ইচ্ছা করিয়া দধীচিকে একটী অশ্বের মাথা পরাইয়া দিলেন, এবং সেই মাথায় দধীচি অশ্বিদ্বয়কে মধুবিদ্যা শিখাইলেন, ইন্দ্র ক্রোধে সেই মস্তক কাটিয়া ফেলিলেন, তাহাতে অশ্বিদ্বয় দধীচিকে তাঁহার নিজ মস্তক পুনরায় পরাইয়া দিলেন। দধীচির অবর্ত্তমানে অসুরগণের দৌরাত্ম্য পুনরায় বৃদ্ধি হওয়ায় ইন্দ্র তাঁহার অনুসন্ধান করিলেন, এবং তাঁহার অশ্বের মস্তক পাইলেন। তাহারই অস্থি দ্বারা অসুরদিগকে বিনাশ করিলেন।

এই উপাখ্যান পৌরাণিক দধীচির উপাখ্যান অপেক্ষা প্রাচীন কিন্তু ইহার অর্থ কি অনুভব করা দুষ্কর। দধীচি অথর্ব্বার পুত্র; যে যে ঋষিগণ প্রথমে আর্য্য ভারতবর্ষে যাগযজ্ঞ ও অগ্নিহোম বিস্তৃত করিয়াছিলেন, অথর্ব্বা তাঁহাদিগের মধ্যে একজন প্রধান। ৭১ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ। অতএব দধীচির দ্বারা যে ইন্দ্র বিজয়লাভ করিয়াছিলেন, অর্থাৎ তাঁহার পূজা বৃদ্ধি পাইয়াছিল তাহা আমরা বুঝিলাম। তথাপি তাঁহার অশ্বমস্তক বা অস্থির কথা কোথা হইতে উঠিল তাহা বুঝা গেল না। Langlois যে বিবরণ দিয়াছেন তাহা নিতান্ত কাল্পনিক ও অমূলক বলিয়া বোধ হয়।

(৫) "শর্য্যণাবন্ত বৈ নাম কুরুক্ষেত্রস্য জঘনার্দ্ধে সরঃ।" সায়ণ।

১৫। আদিত্যরশ্মি এই গমনশীল চন্দ্রমণ্ডলে অন্তর্হিত ত্বষ্টৃতেজ এইরূপে পাইয়াছিল(৬)।

১৬। অদ্য কে (ইন্দ্রের) গমনশীল রথে বীর্য্যযুক্ত, তেজোময় দুঃসহক্রোধযুক্ত অশ্ব সংযোজনা করিতে পারে? সে অশ্বগণের মুখে বাণ আবদ্ধ আছে, তাহারা (শত্রুদিগের) হৃদয়ে পাদক্ষেপ করে ও (মিত্রদিগকে) সুখ প্রদান করে। যে এই অশ্বগণের ক্রিয়া প্রশংসা করে তাহারা (দীর্ঘ) জীবন প্রাপ্ত হয়(৭)।

১৭। (শত্রুভয়ে) কে নির্গত হয়? কে (শত্রুদ্বারায়) নষ্ট হয়? কে ভীত হয়? রক্ষকরূপে সমীপস্থিত ইন্দ্রকে কে জানে? কে বা পুত্রের নিমিত্ত, নিজের নিমিত্ত, ধনের নিমিত্ত, শরীর (রক্ষার) নিমিত্ত বা পরিজন (রক্ষার) নিমিত্ত ইন্দ্রের নিকটে প্রার্থনা করে(৮)?

১৮। কে (ইন্দ্রের নিমিত্ত) অগ্নির স্তুতি করে? কে (বসন্তাদি) নিত্য ঋতু উপলক্ষ্য করিয়া(৯) পাত্রস্থিত হব্যঘৃত দ্বারা পূজা করে? (ইন্দ্রভিন্ন অন্য) দেবগণ কোন্ যজমানকে প্রশংসনীয় ধন শীঘ্র প্রদান করেন? যজ্ঞব্রত এবং দেবপ্রসাদযুক্ত কোন্ যজমান্ ইন্দ্রকে সম্যক জানে?

১৯। হে বলবান্ দেব ইন্দ্র! তুমি (স্তুতি রত) মনুষ্যকে প্রশংসা কর। হে মঘবন্! তোমা ভিন্ন আর কেহ সুখদাতা নাই; অতএব তোমার স্তুতি করি।

---

(৬) ত্বষ্টৃ তেজ অর্থাৎ সূর্য্য তেজ। "অথাপ্যস্যৈকো রশ্মিশ্চন্দ্রমসং প্রতি দীপ্যতে তদেতেন উপেক্ষিতব্যং আদিত্যতঃ অস্য দীপ্তির্ভবতি।" নিরুক্ত ২। ৬। অতএব সূর্য্য কিরণ চন্দ্রে প্রতিফলিত হইয়া চন্দ্রের আলোক হয় এ কথা ঋগ্বেদের সময় অথবা যাস্কের সময় জানা ছিল।

(৭) মূলে "অদ্য যুংক্তে ধুরি" এই রূপ আছে। সায়ণ "কঃ" অর্থে প্রজাপতি করিয়া দ্বিতীয় একটী অর্থ করিয়াছেন।

(৮) অর্থাৎ ইন্দ্র স্বয়ংই এ সমস্ত আমাদিগকে দেন। এখানেও "কঃ" অর্থে প্রজাপতি করিয়া সায়ণ দ্বিতীয় একটী ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(৯) মূলে "ঋতুভির্ধ্রুবেভিঃ" আছে। "নিত্যৈ ঋতুভির্বসন্তাদি কালৈঃ।" "যদ্বা ঋতবঃ প্রযাজদেবতাঃ * * তাভিঃ।" সায়ণ। ঋতুগণ দেব, সে সম্বন্ধে ১৫ সূক্তের ১ ঋক দেখ।

২০। হে নিবাসস্থানদাতা ইন্দ্র! তোমার ভূতগণ ও সহায়স্বরূপ (মরুৎগণ)(১০) আমাদিগকে যেন কখন বিনাশ না করে। হে মনুষ্যের হিতকারী ইন্দ্র! আমরা মন্ত্র জানি, তুমি আমাদিগকে ধন আনিয়া দাও(১১)।

---

৮৫ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। মরুৎগণ গমন কালে স্বীয় শরীর স্ত্রীলোকের ন্যায় অলঙ্কৃত করেন, তাঁহারা গমনশীল রুদ্রের পুত্র; এবং হিতকর কার্য্য দ্বারা আকাশ ও পৃথিবীর বর্দ্ধন সাধন করেন। বীর ও বর্ষণশীল মরুৎগণ যজ্ঞে হব্য প্রাপ্ত হন।

২। ঐ মরুৎগণ দেবগণের দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া মহত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন; রুদ্রপুত্রগণ আকাশে স্থান পাইয়াছেন; অর্চ্চনীয় ইন্দ্রের অর্চ্চনা করিয়া ও ইন্দ্রকে বীর্য্যশালী করিয়া পৃশ্নিপুত্র (মরুৎগণ) ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৩। গাভীর পুত্র মরুৎগণ(১) যখন অলংকারের দ্বারা আপনাদিগকে শোভাযুক্ত করেন, তখন দীপ্ত মরুৎগণ স্বীয় শরীরে উজ্জ্বল

---

(১০) মূলে "রাধাংসি" এবং "ঊতয়" শব্দ আছে—"রাধাংসি ভূতানি।" সায়ণ।

"ঊতয়ঃ গন্তারঃ। যদ্বা ধূতয় ইত্যত্র বর্ণ লোপঃ। ধূতয়ঃ কম্পিতারস্তে ত্বদীয়া রুতঃ।" সায়ণ।

"Let not thy treasury, let not thy benefits, ever be detrimental to s."—Wilson.

(১১) মূলে "মানুষ বসূনি চর্ষণিভ্য" আছে। "মানুষ" অর্থে "মনুষ্যহিত ইন্দ্র।" সায়ণ। "চর্ষণিভ্যঃ" অর্থে "মন্ত্রদ্রষ্টৃভ্যঃ।" সায়ণ। ৩ সূক্তের ৭ ঋকের টীকায় চর্ষণি শব্দের অর্থ দেখ।

---

(১) ২ ঋকে মরুৎগণকে "পৃশ্নি মাতরঃ" অর্থাৎ পৃশ্নির পুত্র এবং ৩ ঋকে তাহাদিগকে গোমাতরঃ অর্থাৎ গাভীর পুত্র বলা হইয়াছে, এই গোশব্দ দ্বারা পৃশ্নিই বুঝাইতেছে। সায়ণ উভয় পৃশ্নি ও গো অর্থে পৃথিবী করিয়াছেন। কিন্তু ২৩ সূক্তে ৫ ঋকের টীকায় পৃশ্নির অর্থ দেখ।

অলঙ্কার ধারণ করেন তাঁহারা সমস্ত শত্রু নাশ করেন, এবং তাঁহাদের মার্গ অনুসরণ করিয়া বৃষ্টি বহে।

৪। সুন্দর যজ্ঞযুক্ত মরুৎগণ আয়ুধের দ্বারা বিশেষরূপে দীপ্তিমান্ হইয়াছেন; তাঁহারা স্বয়ং অবিচলিত হইয়া পর্ব্বতাদিকেও উৎপাটিত করেন; যখন তোমরা রথে বিন্দুচিহ্নিত মৃগ(২) সংযোজিত কর, তখন হে মরুৎগণ! তোমরা মনের ন্যায় বেগগামী এবং বৃষ্টিসেচনব্রতে নিযুক্ত হও।

৫। অন্নের জন্য মেঘকে (বর্ষণার্থ) প্রেরণ করিয়া বিন্দুচিহ্নিত মৃগ রথে সংযোজিত কর, তখন উজ্জ্বল সূর্য্যের নিকট হইতে(৩) বারিধারা বিমুক্ত হয় এবং চর্ম্মের ন্যায় জলদ্বারা সমস্ত ভূমি আর্দ্র হয়(৪)।

৬। হে মরুৎগণ! তোমাদের বেগবান্ ও লঘুগামী অশ্ব তোমা-দিগকে এই যজ্ঞে বহন করুক; তোমরা শীঘ্রগামী, হস্তে (ধন লইয়া) আইস। হে মরুৎগণ! বিস্তীর্ণ কুশের উপর উপবেশন কর; এবং মধুর সোমরস পান করিয়া তৃপ্ত হও।

৭। মরুৎগণ নিজবলে নির্ভর করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছেন, মহিমা দ্বারা স্বর্গে স্থান পাইয়াছেন, এবং বিস্তীর্ণ বাসস্থান করিয়াছেন। যাঁহাদের জন্য বিষ্ণু অভীষ্টপ্রদ ও হর্ষকর যজ্ঞ রক্ষা করেন, সেই মরুৎগণ পক্ষীর ন্যায় শীঘ্র আগমন করিয়া এই প্রীতিকর কুশে উপবেশন করুন(৫)।

---

(২) মরুৎগণের বাহনের নাম পৃষতী ৩৭ সূক্তের ২ ঋকের টীকা দেখ।

(৩) মূলে "অরুষস্য" আছে, অর্থ "আরোচমানস্য সূর্য্যস্য বৈদ্যুতাগ্নের্বা।" সায়ণ। Max Muller রক্তবর্ণ মেঘ অর্থ করিয়াছেন। "The red enemy is the dark red cloud, but Arushá has almost become a proper name, and its original meaning of redness is forgotten."

(৪) শুভ্র চর্ম্ম যেরূপ জলদ্বারা শীঘ্র ভিজিয়া যায় সেই রূপ পৃথিবী সিক্ত হয়। সায়ণ। কিন্তু Max Muller অর্থ করিয়াছেন "The streams liberated by the Maruts * * moisten the earth with water like a skin, *i.e.* like a skin in which water is kept and from which it is poured out" অর্থাৎ মসক হইতে যে রূপ জল পড়ে মেঘ হইতে পৃথিবীতে সেই রূপ জল পড়ে।

(৫) এই ঋকের শেষ অর্দ্ধ Max Muller এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন, "When Vishnu descried the enrapturing soma, the Maruts sat down like birds on their beloved altar."

৮। শূরদিগের ন্যায়, যুদ্ধার্থীদিগের ন্যায়, যশঃপ্রিয় পুরুষদিগের ন্যায়(৬) শীঘ্রগামী মরুৎগণ সংগ্রামে লিপ্ত হইয়াছেন; বিশ্বভুবন সেই মরুৎগণকে ভয় করে, তাঁহারা নেতা ও রাজার ন্যায় উগ্ররূপ।

৯। শোভনকর্ম্মা ত্বষ্টা যে সুনির্ম্মিত, হিরণ্ময় ও অনেক ধারাযুক্ত বজ্র ইন্দ্রকে দিয়াছিলেন, ইন্দ্র সেই বজ্র সংগ্রামে কার্য্যসাধন করিবার জন্য ধারণ করিয়া বৃত্রবধ করিয়াছিলেন এবং বারিরাশি(৭) বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন।

১০। মরুৎগণ স্বীয় বলদ্বারা কূপ উপরে উঠাইয়া(৮) পথনিরোধক পর্ব্বতকে বিভেদ করিয়াছিলেন। শোভনদানশীল মরুৎগণ বীণা বাজাইয়া(৯) সোমপানে হৃষ্ট হইয়া রমণীয় ধন দিয়াছিলেন।

১১। মরুৎগণ সেই (গোতমের) দিকে কূপ বক্রভাবে প্রেরণ করিলেন(১০); এবং তৃষিত গোতম ঋষির জন্য জল সিঞ্চন করিলেন। বিচিত্র দীপ্তিযুক্ত মরুৎগণ রক্ষণের জন্য আগমন করেন, এবং জীবনোপায় জলদ্বারা(১১) মেধাবী গোতমের তৃপ্তি সাধন করিয়াছিলেন।

১২। হে মরুৎগণ! তোমাদের স্তোতাকে দিবার যে সুখ তিন জগতে আছে, তোমরা তাহা হব্যদাতাকে প্রদান কর। সেই সমস্ত আমাদিগকে দাও; হে অভীষ্টপ্রদ! আমাদিগকে বীরযুক্ত ধন দাও।

---

(৬) "শ্রবঃ" অর্থে সায়ণ এখানে অন্ন করিয়াছেন, অনেক স্থলে যশঃ করিয়াছেন। এখানেও যশঃ অর্থ করিলে ভাল হয়।

(৭) সায়ণ "অর্ণবং" শব্দ বৃত্রের বিশেষণ করিয়া জলযুক্ত বৃত্র এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(৮) "অবতঃ কূপঃ।" সায়ণ। গোতম ঋষি পিপাসিত হইয়া জল চাহিয়াছিলেন, মরুৎগণ দূরস্থ একটী কূপ উঠাইয়া গোতম ঋষির নিকটে লইয়া গিয়াছিলেন। সায়ণ। Max Muller "অবতং" অর্থাৎ কূপ অর্থ মেঘ করিয়াছেন। কূপ উঠাইয়া গোতম ঋষিকে জল দেওয়া সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ৯ ঋক দেখ।

(৯) মূলে "ধমন্তো বাণং" আছে। "বীণা বিশেষং ধমন্তো বাদয়ন্তঃ।" সায়ণ। "শততন্ত্রী বীণা।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

"Blowing upon their pipe."—*Wilson*. "Sending forth their voice."—*Max Muller*. "There is no authority for vána meaning either lyre or flute in the Vedas."—*Max Muller*.

(১০) "They drove the cloud athwart this way."—*Max Muller*.

(১১) "With their clans."—*Max Muller*.

৮৬ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। হে উজ্জ্বল মরুৎগণ! অন্তরীক্ষ হইতে আগমন করিয়া তোমরা যাহার গৃহে সোমপান কর, সেই জন অতিশয় সুরক্ষক সম্পন্ন।

২। হে যজ্ঞবাহী মরুৎগণ! যজ্ঞরত যজমানের স্তুতি অথবা মেধাবীর(১) আহ্বান শ্রবণ কর।

৩। যে যজমানের ঋত্বিক্‌গণ(২) মরুৎগণকে (হব্যপ্রদান দ্বারা) উৎসাহিত করিয়াছে, সেই যজমান বহুগাভীযুক্ত গোষ্ঠে(৩) গমন করেন।

৪। যজ্ঞের দিবসে বীর (মরুৎগণের) নিমিত্ত যজ্ঞে সোম অভিষুত হয় এবং (মরুৎগণের) হর্ষের নিমিত্ত স্তোত্র উচ্চারিত হয়।

৫। সর্ব্বশত্রুবিজয়ী মরুৎগণ স্তোতার স্তুতি শ্রবণ করুন; এবং স্তোতা প্রভূত অন্ন প্রাপ্ত হউন(৪)।

৬। হে মরুৎগণ! আমরা, সর্ব্বজ্ঞ মরুৎগণ কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া, তোমাদিগকে বহুবৎসর(৫) হব্য প্রদান করিতেছি।

৭। হে যজনীয় মরুৎগণ! যাহার হব্য তোমরা গ্রহণ কর, সে সৌভাগ্যশালী হউক।

---

(১) মূলে "বিপ্রস্য বা" আছে। "অযজমানস্য মেধাবিনঃ।" সায়ণ।

(২) মূলে "বাজিনঃ" আছে। "হবির্লক্ষণান্নোপেতা ঋত্বিজঃ।" সায়ণ।

(৩) মূলে "ব্রজ" আছে। "ব্রজে গোষ্ঠে।" সায়ণ। And that sacrificer of whom you, Maruts, make a poet, shall attain to a cowfold full of cows.—বেদার্থযত্ন

(৪) মূলে "স্বরং চিৎ সজ্জবীঃ ঈষঃ" আছে। "স্বরং চিৎ স্তোতঃ প্রেরয়িতারং যজমানং ঈষঃ মরুদ্ভিঃ প্রত্তানি অন্নানি সুক্রবীঃ প্রাপ্তানি ভবন্তু।" সায়ণ। Max Muller "স্বরং" অর্থে সূর্য্য এবং ঈষঃ অর্থে জল বা মেঘ করিয়া এই রূপ অনুবাদ করিয়াছেন। "As the flowing rain-clouds pass over the sun."

(৫) মূলে "শরদ্ভিঃ" আছে, অর্থাৎ বহু শরৎকাল, অর্থাৎ বহু বৎসর। "In many a harvest."—*Max Muller.*

৮। হে প্রকৃত বলসম্পন্ন নেতা মরুৎগণ! তোমাদের স্তুতিপরায়ণ ও (মন্ত্রোচ্চারণজনিত শ্রমের দ্বারা) স্বেদযুক্ত এবং তোমাদিগের অভিলাষী স্তোতৃগণের অভিলাষ অবগত হও।

৯। হে প্রকৃত বলসম্পন্ন মরুৎগণ! তোমরা উজ্জ্বল মাহাত্ম্য প্রকাশ কর, এবং তদ্দ্বারা রাক্ষসাদিকে তাড়িত কর।

১০। সর্ব্বব্যাপী অন্ধকারকে নিবারণ কর; (রাক্ষসাদি) সকল ভক্ষককে(৬) বিদূরিত কর; অভিলষিত যে জ্যোতি আমরা কামনা করি তাহা প্রকাশিত কর।

---

৮৭ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। মরুৎগণ শত্রুঘাতী প্রকৃষ্ট বলসম্পন্ন জয়ঘোষযুক্ত, আনতি-রহিত, অবিযুক্ত, অবশিষ্ট সোমপায়ী(১) (যজমানের) সেবিত এবং (মেঘাদির) নেতা; মরুৎগণ আভরণ দ্বারা নক্ষত্রপূর্ণ আকাশের ন্যায় প্রকাশিত হইলেন(২)।

---

(৬) মূলে "অত্রিণং" আছে। "অত্তারং রাক্ষসাদিকং।" সায়ণ। "Tusky spirit."—*Max Muller*. 'Atrin,' which stands for 'Attrin,' is one of the many names assigned to the powers of darkness and mischief." "It is derived from atrá, which means 'tooth' or 'jaw.'"—*Max Muller*.

---

(১) মূলে "ঋজীষিণঃ" আছে। ৬৪ সূক্তের ১২ ঋকের টীকা দেখ।

(২) মূলে "অঞ্জিভিঃ ব্যানজে উস্রা ইব স্তৃভিঃ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "অঞ্জিভিঃ স্তৃভি ব্যানজে" অর্থাৎ শরীরাচ্ছাদক আভরণের দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল, "উস্রা ইব" অর্থাৎ সূর্য্যরশ্মির ন্যায়। কিন্তু Max Muller ব্যাখ্যা করিয়াছেন "অঞ্জিভিঃ ব্যানজে" অর্থাৎ আভরণ দ্বারা প্রকাশিত হইয়াছিল, "উস্রা ইব স্তৃভি" অর্থাৎ তারাযুক্ত আকাশের ন্যায়। "They have shewn themselves with their glittering ornaments * * like the heavens with the stars." "স্তৃভিঃ" সম্বন্ধে ৬৮ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখ।

২। হে মরুৎগণ! পক্ষীর ন্যায় কোনও পথ দিয়া শীঘ্র ধাবমান্ হইয়া সন্নিকৃষ্ট নভ প্রদেশে যখন তোমরা গমনশীল মেঘসমূহকে সমবেত কর, তখন তোমাদের মেঘ সকল তোমাদের রথে সংশ্লিষ্ট হইয়া বারি-বর্ষণ করে; অতএব, তোমরা পূজকের উপর মধুসদৃশ স্বচ্ছ বারি সিঞ্চন কর।

৩। যখন মরুৎগণ শুভপ্রদ বৃষ্টির জন্য (মেঘ সকলকে) সজ্জীভূত করেন, তখন মরুৎগণ মেঘ সকলকে উৎক্ষিপ্ত করিয়া নিয়মিত করিতেছে দেখিয়া পৃথিবী বিরহিতা স্ত্রীর ন্যায়(৩) কম্পিত হয়েন; তাদৃশ বিহার-শীল, গমনশীল ও দীপ্তায়ুধ মরুৎগণ (পর্ব্বতাদি) কম্পিত করিয়া স্বকীয় মহিমা প্রকটিত করেন।

৪। মরুৎগণ স্বয়ং পরিচালিত, এবং বিন্দুচিহ্নিত মৃগ তাঁহাদিগের অশ্ব; তাঁহারা তরুণ, বীর্য্যশালী এবং কামবর্ষায়, তোমরা সত্য, ঋণ হইতে মুক্তিদাতা, অনিন্দিত, এবং জলবর্ষণকারী; তোমরা আমাদের যজ্ঞের রক্ষক।

৫। আমাদের পুরাতন পিতা (রহূগণ) কর্ত্তৃক (উপদিষ্ট) হইয়া আমরা কহিতেছি যে সোমের আহুতির সহিত স্তুতিবাক্য (মরুৎগণকে) প্রাপ্ত হয়; তাঁহারা ইন্দ্রের স্তুতি করতঃ (বৃত্র হনন কার্য্যে) উপস্থিত ছিলেন, এবং যজ্ঞার্হ নাম ধারণ করিয়াছেন।

৬। ঐ মরুৎগণ (প্রাণীগণের) উপভোগের নিমিত্ত দীপ্তিমান্ সূর্য্যকিরণের সহিত (বৃষ্টিবারি) সিঞ্চন করিতে ইচ্ছা করেন; তাঁহারা স্তুতিমান্ ঋত্বিক্‌গণের সহিত সুখকর হব্য ভক্ষণ করেন; স্তুতিযুক্ত বেগ-গামী ও নির্ভীক মরুৎগণ সর্ব্বপ্রিয় মরুৎসম্বন্ধীয় স্থান(৪) প্রাপ্ত হইয়াছেন।

---

(৩) মূলে "বিথুরা ইব।" "ভর্ত্রা বিযুক্তা জায়া।" সায়ণ। "ভর্তৃবিরহিতা স্ত্রী।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা। কিন্তু Max Muller অনুবাদ করিয়াছেন "as if broken." "There is no authority for Sayana's explanation of Vithura-iva, the earth trembles like a widow. Vithura occurs several times in the Rig Veda, but never in the sense of widow."—*Max Muller*.

(৪) "Established themselves in what became afterwards known as their abode, their own place among the gods who are invoked at the sacrifice."—*Max Muller*.

৮৮ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। হে মরুৎগণ! তোমরা বিদ্যুৎযুক্ত, শোভন গমন বিশিষ্ট, আয়ুধ সম্পন্ন ও অশ্ব সংযুক্ত মেঘে (আরোহণ করিয়া) আগমন কর। হে শোভনকর্ম্মা মরুৎগণ! প্রভূত অন্নের সহিত পক্ষীর ন্যায় আমাদের নিকট আগমন কর।

২। মরুৎগণ অরুণ ও পিঙ্গল রথবাহক অশ্ব দ্বারা (দেবগণের) কোন্ স্তোতার নিকট শুভ সম্পাদনার্থ আগমন করিতেছেন? স্বর্ণের ন্যায় দীপ্তিমান্ (ও শত্রু নাশকারী) আয়ুধযুক্ত মরুৎগণ রথ চক্র দ্বারায় ভূমি ক্ষত করিতেছেন।

৩। হে মরুৎগণ! ঐশ্বর্য্য লাভার্থ তোমাদের শরীরে শত্রুগণের আক্রোশকারী (আয়ুধ) আছে মরুৎগণ বন বৃক্ষ সমূহের ন্যায় যজ্ঞ উর্দ্ধ করেন(১)। হে সুজাত মরুৎগণ! তোমাদের নিমিত্ত প্রভূত ধনশালী যজমানগণ (সোমনিস্যন্দী) প্রস্তর ধন যুক্ত করে।

৪। হে জলাভিলাষী(২) গোতমগণ তোমাদের (সুখের) দিবস আগত হইয়াছে এবং উদকনিষ্পাদ্য যজ্ঞকে দ্যুতিমান্ করিয়াছে। গোতম ঋষিগণ স্তোত্রের সহিত হব্য দান করিয়া পানের নিমিত্ত কূপ উন্নমিত করিয়াছেন।

(১) মূলে "মেধা বনা ন কৃণবন্ত উর্দ্ধা" আছে। সায়ণের অর্থ উপরে দেওয়া হইয়াছে। Max Muller এই রূপ অর্থ করিয়াছেন যথা "May they stir up our minds as they stir up the forests."

(২) মূলে "গৃধ্রাঃ" আছে "জলাভিকাংক্ষাযুক্তাঃ।" সায়ণ। Max Muller এ শব্দটী মরুৎগণের বিশেষণ করিয়া "O! hawks" এই রূপ অনুবাদ করিয়াছেন।

৫। মরুৎগণ হিরণ্য চক্রযুক্ত, লৌহময়চক্রধারাযুক্ত, ইতস্ততঃ ধাবমান এবং প্রবল শত্রুহন্তা(৩); সেই মরুৎগণকে দেখিয়া গোতম ঋষি যে স্তোত্র উচ্চারিত করিয়াছিলেন, এ সেই স্তুতি।

৬। হে মরুৎগণ! যোগ্য স্তুতি তোমাদিগের প্রত্যেককে স্তুতি করে, ঋত্বিক্গণের বাণী এক্ষণে অনায়াসে এই ঋক্সমূহ দ্বারা তোমাদের স্তুতি করিয়াছে, কেন না তোমরা আমাদের হস্তে বহুবিধ অন্ন স্থাপিত করিয়াছ(৪)।

---

৮৯ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। কল্যাণকর, অহিংসিত, অপ্রতিরুদ্ধ ও (শত্রু) বিনাশকারী যজ্ঞ সকল সর্ব্বদিক্ হইতে আগমন করুক; যাঁহারা আমাদের পরিত্যাগ না করিয়া প্রতিদিন রক্ষা করেন, সেই দেবগণ সর্ব্বদা আমাদের বর্দ্ধিত করুন।

২। ঋজু (লোক) প্রিয় দেবগণের কল্যাণকর অনুগ্রহ আমাদের অভিমুখে আগমন করুক এবং তাঁহাদের দান আমাদের অভিমুখে আগমন করুক; আমরা যেন সেই দেবগণের বন্ধুত্ব প্রাপ্ত হই, তাঁহারা আমাদের জীবন বর্দ্ধন করুন।

---

(৩) মূলে "অয়ো দংষ্ট্রান্ বিধাবতঃ বরাহূন্" আছে। সায়ণ "বরাহূন" শব্দের তিনটী অর্থ দিয়াছেন যথা উৎকৃষ্ট শত্রুহন্তা, উৎকৃষ্ট বৃষ্টির আহর্ত্তা, এবং উৎকৃষ্ট দেবগণের আহ্বানকারী। Max Muller বরাহ অর্থ করিয়াছেন "Wild boars rushing about with iron tusks." বেদার্থযত্ন মক্ষমুলরকে অনুসরণ করিয়াছেন।

(৪) "This refreshing draught of soma rushes towards you like the voice of a suppliant; it rushes freely from our hands, as libations are wont to do."—*Max Muller*.

৩। তাঁহাদিগকে পূর্ব্বের (বেদাত্মক) বাক্যের দ্বারা আহ্বান করি; ভগ, মিত্র, অদিতি, দক্ষ, অস্রিধ(১), অর্য্যম, বরুণ, সোম, এবং অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করি; সৌভাগ্যশালিনী সরস্বতী আমাদের সুখ সম্পাদিত করুন।

৪। বায়ু আমাদের নিকট সুখোৎপাদক ভেষজ আনয়ন করুন; জননী পৃথিবী ও পিতা দ্যুলোকও আনয়ন করুন; সোমনিস্যন্দী সুখোৎপাদক প্রস্তরও সেই ভেষজ আনয়ন করুক; ধ্যান দ্বারা প্রাপ্তব্য, হে অশ্বিদ্বয়! (তোমরা আমাদের যাজ্ঞা) শ্রবণ কর।

৫। আমরা সেই ঐশ্বর্য্যশালী, স্থাবর জঙ্গমের অধিপতি যজ্ঞতোষ ইন্দ্রকে আমাদের রক্ষার নিমিত্ত আহ্বান করি; পূষা যেরূপ আমাদের ধন বর্দ্ধনের জন্য রক্ষক আছেন, অহিংসিত পূষা সেইরূপ আমাদের মঙ্গলের জন্য রক্ষক (হউন)।

৬। প্রভূত স্তুতিভাজন ইন্দ্র ও সর্ব্বজ্ঞ পূষা আমাদিগকে মঙ্গল প্রদান করুন; তৃক্ষের পুত্র(২) অরিষ্টনেমি এবং বৃহস্পতি আমাদিগকে মঙ্গল প্রদান করুন।

৭। মরুৎগণ বিন্দুচিহ্নিত মৃগযুক্ত, পৃশ্নিপুত্র, শোভনীয় গতিযুক্ত, যজ্ঞগামী ও অগ্নিজিহ্বায় অবস্থিত(৩), বুদ্ধিসম্পন্ন ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ মরুৎ দেবগণ আমাদিগের রক্ষার জন্য এই স্থানে আগমন করুন।

---

(১) অস্রিধং শোষণ রহিতং সর্ব্বদৈকরূপেন বর্ত্তমানং মরুদ্গণং। সায়ণ।

(২) মূলে "তার্ক্ষ্যঃ অরিষ্টনেমিঃ" আছে। "রথ চক্রস্য ধারা নেমিঃ। যুৎসম্বন্ধিনো রথস্য নেমির্ন হিংস্যতে সোহরিষ্টনেমিঃ। এবম্ভূত তার্ক্ষ্যঃ। তৃক্ষস্য পুত্র গরুত্মান্।" সায়ণ। অতএব সায়ণ অর্থ করিয়াছেন অহিংসিত রথনেমিযুক্ত গরুড়। কিন্তু বিষ্ণুর বাহন গরুড় ঋগ্বেদের সময় কল্পিত হয় নাই, এবং গরুড়কে নেমিযুক্ত বলিয়া কেন বর্ণনা করিবে বুঝা যায় না। পুরাণে কোন কোন স্থলে কশ্যপ বা প্রজাপতির নাম অরিষ্টনেমি এরূপ দেখা যায়; এই স্থানেও "তার্ক্ষ্যঃ অরিষ্টনেমিঃ" অর্থে তৃক্ষের পুত্র কশ্যপ হওয়া সম্ভব।

(৩) সকল দেবগণই হব্য প্রাপ্তির জন্য অগ্নির জিহ্বায় অবস্থান করেন। সায়ণ।

৮। হে দেবগণ! আমরা যেন কর্ণে কল্যাণকর বাক্য শ্রবণ করিতে সমর্থ হই, হে যজনীয় দেবগণ! আমরা চক্ষে যেন কল্যাণ কর বস্তু দেখিতে সমর্থ হই; আমরা যেন দৃঢ়াঙ্গশরীরযুক্ত হইয়া তোমাদের স্তুতি করতঃ দেবগণ দ্বারা নির্দ্দিষ্ট(৪) আয়ু প্রাপ্ত হই।

৯। হে দেবগণ, মনুষ্যের পক্ষে শত বৎসরই (আয়ুঃ কল্পিত হইয়াছে); ঐ সময়ে তোমরা শরীরের জরা উৎপাদন করিয়া থাক, ঐ সময়ে পুত্রগণ পিতা হন। সেই নির্দ্দিষ্ট আয়ুর মধ্যে আমাদিগকে বিনাশ করিও না।

১০। অদিতি আকাশ; অদিতি অন্তরীক্ষ; অদিতি মাতা; তিনি পিতা; তিনি পুত্র; অদিতি সকল দেব; অদিতি পঞ্চ শ্রেণী লোক(৫), অদিতি জন্ম ও জন্মের কারণ।

---

৯০ সূক্ত।

বহুদেবতা দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। বরুণ ও মিত্র (উত্তম পথ) অবগত হইয়া আমাদিগকে অকুটিল গতিতে লইয়া যান; এবং দেবগণের সহিত সমান প্রীতিযুক্ত অর্য্যমাও (আমাদিগকে) লইয়া যান।

২। তাঁহারা ধন বিতরণ করেন, তাঁহারা মূঢ়তাশূন্য হইয়া স্বীয় তেজের দ্বারা সকল দিন স্বীয় কার্য্য পালন করেন।

---

(৪) সায়ণ বলেন ১১৬ কি ১২০ বৎসর।

(৫) মূলে "অদিতিঃ পঞ্চজনাঃ" আছে এই পঞ্চজন কে, তাহা সায়ণ এইরূপ লিখিয়াছেন "পঞ্চজনা নিষাদ পঞ্চমা শ্চত্বারো বর্ণাঃ। যদ্বা গন্ধর্বাঃ পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসি।" যাস্ক বলিয়াছেন "গন্ধর্বাঃ পিতরো দেবা অসুরা রক্ষাংসীত্যেকে চত্বারো বর্ণা নিষাদপঞ্চম ইত্যৌপমন্যবঃ।" নিরুক্ত ৩।৭ সপ্তম সূক্তের ৯ ঋকের টীকা দেখ।

৩। সেই অমরগণ আমাদের শত্রু বিনাশ করিয়া আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন; আমরা মরণশীল মনুষ্য।

৪। বন্দনীয় ইন্দ্র, মরুৎগণ, পুষা ও ভগ দেবগণ উৎকৃষ্ট ফল প্রাপ্তির জন্য আমাদের পথ দেখাইয়া দিন।

৫। হে পুষা, বিষ্ণু ও মরুৎগণ! তোমরা আমাদের যজ্ঞ পশু-প্রাপক কর এবং আমাদিগকে বিনাশ রহিত কর।

৬। বায়ু সকল যজমানের জন্য মধু বর্ষণ করে, নদীসমূহ মধুক্ষরণ করে; ওষধি সকল ও মাধুর্য্যযুক্ত হউক।

৭। আমাদের রাত্রি ও ঊষা মধুর হউক; পার্থিব জনপদ মাধুর্য্য বিশিষ্ট হউক; যে আকাশ সকলের পালয়িতা সে আকাশও মধুযুক্ত হউক।

৮। বনস্পতি আমাদের প্রতি মধুর হউক; সূর্য্যও মধুর হউক; ধেনুসকল মধুর হউক।

৯। মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, বৃহস্পতি, ইন্দ্র ও বিস্তীর্ণপাদক্ষেপী বিষ্ণু আমাদের সুখকর হউন।

---

৯১ সূক্ত।

সোম দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। হে সোম! আমরা বুদ্ধিদ্বারা তোমাকে বিশেষরূপে অবগত আছি, তুমি আমাদিগকে সরল পথে লইয়া যাও; হে ইন্দ্র! (অর্থাৎ হে সোম!) তোমা কর্তৃক নীত হইয়া আমাদের পিতৃগণ দেবগণ মধ্যে রত্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

২। হে সোম! তুমি স্বীয় যজ্ঞ দ্বারা শোভনীয় যজ্ঞযুক্ত, স্বীয় বল দ্বারা শোভনীয় বলযুক্ত, তুমি সর্ব্বজ্ঞ। তুমি অভীষ্ট ফল বর্ষণ দ্বারা বর্ষণকারী, এবং তুমি মহিমায় মহান্ যজমানের অভিমত ফল প্রদর্শন করতঃ যজমানদত্ত অন্ন দ্বারা প্রভূতান্নযুক্ত।

৩। হে সোম(১)! রাজা বরুণের কার্য্য সমুদয় তোমারই; তোমার তেজ বিস্তীর্ণ ও গভীর; প্রিয় মিত্রের ন্যায় তুমি সকলের সংশোধক; অর্য্যমার ন্যায় তুমি সকলের বর্দ্ধক।

৪। হে সোম! তোমার যে তেজ দ্যুলোকে, পৃথিবীতে, পর্ব্বতে ওষধিতে এবং জলে আছে, সেই তেজযুক্ত হইয়া, হে সুমনা এবং ক্রোধহীন রাজন্, আমাদের হব্য গ্রহণ কর।

৫। হে সোম! তুমি সৎলোকের অধিপতি; তুমি রাজা, তুমি বৃত্রহন্তা, তুমিই শোভনীয় যজ্ঞ।

৬। স্তোত্রপ্রিয় এবং ওষধি সকলের পালয়িতা সোম! যদি তুমি আমাদের জীবনৌষধ কামনা কর, তাহা হইলে আমরা মরিব না।

৭। হে সোম! তুমি যজ্ঞকারী বৃদ্ধ বা তরুণ যজ্ঞকারীর জীবনের জন্য উপভোগযোগ্য ধন দাও।

৮। হে রাজন্ সোম! আমাদের দুঃখদানে অভিলাষী সকল লোক হইতে রক্ষা কর; ত্বৎসদৃশ ব্যক্তির সখা কখন বিনাশপ্রাপ্ত হয় না।

৯। হে সোম! যজমানের সুখজনক তোমার যে সকল রক্ষণ আছে তদ্দ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।

১০। হে সোম! তুমি আমাদের এই যজ্ঞ ও এই স্তুতি গ্রহণ করিয়া আগমন কর এবং আমাদের বর্দ্ধন কর।

১১। হে সোম! আমরা স্তুতিজ্ঞ, স্তুতিদ্বারা তোমাকে বর্দ্ধিত করি; তুমি সুখদ হইয়া আগমন কর।

১২। হে সোম! তুমি আমাদের ধনবর্দ্ধক, রোগহন্তা, ধনদাতা, সম্পদবর্দ্ধক ও সুমিত্রযুক্ত হও।

---

(১) সায়ণ বিবেচনা করিয়াছেন এখানে চন্দ্র অর্থে সোম শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহা বিবেচনা করিবার বিশেষ কারণ নাই। ঋগ্বেদের সোম সোমরস। এ ঋকের প্রথমে এই রূপ আছে "রাজ্ঞো নু তে বরুণস্য ব্রতানি।" সায়ণ "রাজ্ঞঃ" এবং "বরুণস্য" এই দুইটী "তে" অর্থাৎ সোমের বিশেষণ করিয়াছেন,—সোম ব্রাহ্মণদিগের "রাজা" এবং বস্ত্র দিয়া আচ্ছাদিত থাকেন এই জন্য "বরুণ।" সায়ণ।

১৩। হে সোম! গাভী যেরূপ সুন্দর তৃণে তৃপ্ত হয়, মনুষ্য যেরূপ স্বীয় গৃহে তৃপ্ত হয়, সেই রূপ তুমি আমাদের হৃদয়ে তৃপ্ত হইয়া (অবস্থান কর।)

১৪। হে দেব, সোম! যে মনুষ্য বন্ধুত্ব প্রযুক্ত তোমার স্তুতি করে, হে অতীতজ্ঞ ও দক্ষ সোম! তুমি তাহাকে অনুগ্রহ কর।

১৫। হে সোম! আমাদিগকে অভিশাপ হইতে রক্ষা কর, ও পাপ হইতে রক্ষা কর, আমাদিগকে সুখ দান করিয়া আমাদিগের হিত-কারী হও।

১৬। হে সোম! তুমি বর্দ্ধিত হও, তোমার বীর্য্য সকল দিক হইতে তুৎসংযুক্ত হউক; তুমি আমাদের অন্নদাতা হও।

১৭। অত্যন্ত মদযুক্ত, হে সোম! সমস্ত লতাবয়ব দ্বারা বর্দ্ধিত হও; শোভন অন্নযুক্ত হইয়া তুমি আমাদের সখা হও।

১৮। হে সোম! তুমি শত্রুহন্তা, তোমাতে রস ও যজ্ঞের অন্নও বীর্য্য সংযুক্ত হউক; তুমি বর্দ্ধিত হইয়া আমাদের অমরত্বের জন্য স্বর্গে উৎকৃষ্ট অন্ন ধারণ কর।

১৯। যজমানগণ তোমার হব্যদ্বারা যে তেজের পূজা করে, সেই সমস্ত তেজ আমাদের যজ্ঞকে ব্যাপ্ত করুক। ধনবর্দ্ধক, পাপত্রাতা, বীর যুক্ত ও পুত্রগণের রক্ষাকর্ত্তা সোম! তুমি আমাদের গৃহে আগমন কর।

২০। যে সোমকে হব্য প্রদান করে, তাহাকে সোম গাভী, শীঘ্রগামী অশ্ব, প্রদান করেন এবং লৌকিক কার্য্যকুশল, গৃহকার্য্যকুশল, যাগানুষ্ঠান পর, মাতার আদৃত এবং পিতৃনাম উজ্জ্বলকারী পুত্র প্রদান করেন।

২১। হে সোম! তুমি যুদ্ধে অজেয়, সেনার মধ্যে জয়শীল, স্বর্গের প্রাপয়িতা, বৃষ্টিদাতা, বলের রক্ষক, যজ্ঞে অবস্থাতা, সুন্দর নিবাসযুক্ত সুন্দর যশযুক্ত এবং জয়শীল তোমাকে চিন্তা করিয়া হর্ষযুক্ত হই।

২২। হে সোম! তুমি এই সমস্ত ওষধি উৎপাদিত করিয়াছ, ও বৃষ্টির জল সৃষ্টি করিয়াছ, তুমি সমস্ত গাভী সৃষ্টি করিয়াছ। তুমি এই বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষকে বিস্তীর্ণ করিয়াছ, ও তাহার অন্ধকার জ্যোতি দ্বারা বিনষ্ট করিয়াছ।

২৩। হে বলবান্ সোম দেব! তোমার শক্তিযুক্ত স্তুতি দ্বারা আমাদিগকে ধনের অংশ প্রদান কর; কোন শত্রু তোমার হিংসা না করুক; যুধ্যমান দুই পক্ষ মধ্যে তুমি বলীষ্ঠ, সংগ্রামে আমাদিগকে দৌরাত্ম্য হইতে রক্ষা কর।

৯২ সূক্ত।

ঊষা ও শেষ তৃচে অশ্বিদ্বয় দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। ঊষা দেবতাগণ(১) আলোককে প্রকাশ করিয়াছেন; এবং অন্তরীক্ষের পূর্ব্ব দিকে জ্যোতি প্রকাশিত করেন; যোদ্ধাগণ যেরূপ আয়ুধ সকলের সংস্কার করে, সেইরূপ (স্বীয় দীপ্তি দ্বারা) জগতের সংস্কার করিয়া গমনশীল, দীপ্তিমান্ এবং মাতৃগণ(২) প্রতিদিবস গমন করেন।

২। অরুণ ভানুকিরণ অনায়াসে উদিত হইল, পরে রথ যোজনযোগ্য শুভ্রবর্ণ গাভী সকলকে ঊষা দেবতাগণ রথে যোজিত করিলেন, এবং পূর্ব্বের ন্যায় সমস্ত প্রাণীকে জ্ঞানযুক্ত করিলেন; তৎপরে দীপ্তিযুক্ত ঊষা দেবতা সকল শুভ্রবর্ণ সূর্য্যকে আশ্রয় করিলেন।

৩। নেত্রী ঊষা দেবতাগণ (উজ্জ্বল অস্ত্রধারী) যোদ্ধাদিগের ন্যায়; এবং উদ্যোগদ্বারাই দূরদেশ পর্য্যন্ত স্বীয় তেজের দ্বারা ব্যাপ্ত করেন। তাঁহারা শোভন কর্ম্মকারী, সোমদায়ী, (দক্ষিণা) দাতা যজমানকে সকল অন্ন প্রদান করেন।

৪। ঊষা নর্ত্তকীর ন্যায় রূপ প্রকাশ করিতেছেন(৩) এবং গাভী যেরূপ (দোহনকালে) স্বীয় ঊধঃ প্রকাশিত করে, সেইরূপ ঊষাও স্বীয়

---

(১) মূলে "ঊষসঃ" আছে। "প্রভাত কালাভিমানিন্যো দেবতাঃ।" সায়ণ। কিন্তু যাস্ক বলেন কেবল ঊষাদেবীর সম্মানার্থে এক বচন স্থানে বহুবচন ব্যবহার হইয়াছে। "একস্যা এব পূজার্থে বহুবচনং স্যাৎ।" নিরুক্ত ১২। ৭।

(২) মূলে "মাতরঃ" আছে। "সূর্য্য প্রকাশস্য নির্ম্মাত্র্যো জগজ্জনন্যো বা।" সায়ণ। "ভাসো নির্ম্মাত্র্যঃ।" যাস্ক, নিরুক্ত। ১২। ৭।

(৩) মূলে "নৃতুরিব" আছে। সায়ণ তাহার আর এক অর্থ করিয়াছেন যে "নাপিত" যে রূপ কেশ ছেদন করে ঊষা সেইরূপ অন্ধকার বিনাশ করিতেছেন।

বক্ষ প্রকাশিত করিতেছেন। গাভী যেরূপ গোষ্ঠে শীঘ্র গমন করে, সেইরূপ ঊষাও পূর্ব্বদিকে গমন করিয়া বিশ্ব ভুবন প্রকাশ করতঃ অন্ধকার বিশ্লিষ্ট করিতেছেন।

৫। ঊষার উজ্জ্বল তেজ (প্রথমে) পূর্ব্বদিকে দৃষ্ট হয় পরে সকল দিকে ব্যাপ্ত হয় এবং বিপুল অন্ধকার অপসারিত করে। (পুরোহিত) যেরূপ যজ্ঞে আজ্যদ্বারা যূপকাষ্ঠ অক্তিত করে সেইরূপ ঊষা স্বীয় রূপ প্রকাশ করিতেছেন; স্বর্গদুহিতা ঊষা দীপ্তিমান্ সূর্য্যের সেবা করিতেছেন।

৬। আমরা (নৈশ) অন্ধকারের পারে আসিয়াছি; সমস্ত প্রাণীকে চৈতন্যযুক্ত করিয়াছেন। দীপ্তিমতী ঊষা তোষামোদকারীর ন্যায় প্রীতি পাইবার জন্য (স্বীয় দীপ্তি দ্বারাই) যেন হাসিতেছেন; আলোক-বিকসিতাঙ্গী ঊষা আমাদিগের সুখের জন্য অন্ধকার বিনাশ করিয়াছেন।

৭। গোতমবংশীয়গণ দীপ্তিমতী এবং সূনৃত বাক্যের উৎপাদয়িত্রী(৪) আকাশদুহিতার স্তুতি করে। হে ঊষা! তুমি আমাদিগকে পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত, দাসপরিজনযুক্ত, অশ্বযুক্ত এবং গাভীযুক্ত অন্ন প্রদান কর।

৮। হে ঊষা! আমি যেন যশোযুক্ত, বীরযুক্ত দাসবিশিষ্ট এবং অশ্বযুক্ত ধন প্রাপ্ত হই। হে সুভগে! তুমি আমার যজ্ঞে স্তোত্র দ্বারা প্রীত হইয়া আমাদিগকে অন্ন দান করিয়া সেই প্রভূত ধন প্রকাশিত কর।

৯। উজ্জ্বল ঊষা সমস্ত ভুবন প্রকাশিত করিয়া আলোক দ্বারা পশ্চিমদিকে বিস্তৃত হইয়া প্রকাশিত হইতেছেন; এবং সমস্ত জীবকে (স্ব স্ব ব্যাপারে) প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য জাগরিত করেন; তিনি ধীশক্তিসম্পন্ন প্রাণীদিগের বাক্য শ্রবণ করেন।

১০। ব্যাধ পত্নী(৫) যে রূপে চলনশীল (পক্ষীর) পক্ষ ছেদন করিয়া হিংসা করে সেইরূপ পুনঃ পুনঃ আবির্ভূত, নিত্য, এবং একরূপ ধারিণী ঊষা দেবী (দিনে২) সমস্ত প্রাণীর জীবন হ্রাস করেন।

---

(৪) মূলে "সূনৃতানাং নেত্রী।" সূনৃতানাং প্রিয় সত্যাত্মিকানাং নেত্রী প্রণেত্রী কারয়িত্রী উষসি হি জাতায়াং মনুষ্য প্রমুখাঃ প্রাণিনঃ স্ব স্ব ব্যাপারায় ইতস্ততঃ সরণং কুর্ব্বন্তি। সায়ণ।

(৫) মূলে "শ্বঘ্নী" আছে। শব্দের অর্থ কুক্কুর হিংসকের পত্নী।

১১। উষা আকাশপ্রান্তকে (অন্ধকার হইতে) বিযুক্ত করিয়া সকলের নিকট বিদিত হয়েন, এবং ভগিনী নিশাকে(৬) অন্তর্হিত করেন। প্রণয়ী(৭) (সূর্য্যের) স্ত্রী উষা মনুষ্যগণের আয়ু (দিনেং) হ্রাস করিয়া বিশেষরূপে প্রকাশিত হয়েন।

১২। (পশু পালক) যেরূপ পশু বিচরণ করায়, সুভগা এবং পূজনীয়া উষা সেই রূপ (তেজ) বিস্তার করিতেছেন এবং তেজ বিস্তার করিয়া নদীর ন্যায় মহতী উষা (সমস্ত জগৎ) ব্যাপ্ত করিতেছেন। তিনি দেবগণের যজ্ঞের অনুষ্ঠান করাইয়া সূর্য্যকিরণের সহিত দৃষ্ট হয়েন।

১৩। হে অন্নযুক্ত উষা! আমাদিগকে বিচিত্র ধন প্রদান কর, যে ধনের দ্বারা আমরা পুত্র ও পৌত্রকে পালন করিতে পারি।

১৪। হে গাভীযুক্ত, অশ্বযুক্ত, দ্যুতিমান এবং সুনৃত বাক্যযুক্ত উষা! অদ্য এইস্থানে ধনযুক্ত (যজ্ঞ অনুষ্ঠানার্থে) আমাদিগের জন্য উদয় হও।

১৫। হে অন্নযুক্ত উষা! অদ্য অরুণ বর্ণ অশ্বসংযোজনা কর এবং আমাদের জন্য সমস্ত সৌভাগ্য আনয়ন কর।

১৬। হে দস্র অশ্বিদ্বয়! আমাদের গৃহ গাভীপূর্ণ ও রমণীয় ধনপূর্ণ করিবার জন্য সমান মনোযোগী হইয়া তোমাদের রথ আমাদের গৃহাভিমুখে প্রবর্ত্তিত কর।

১৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আকাশ হইতে প্রশংসনীয় জ্যোতি প্রেরণ করিয়াছ তোমরা আমাদের জন্য বলপ্রদ অন্ন আনয়ন কর।

১৮। দ্যুতিমান্ আরোগ্যপ্রদ, সুবর্ণ রথযুক্ত এবং দস্র অশ্বিদ্বয়কে সোমপান করিবার জন্য অশ্বগণ উষাকালে জাগরিত হইয়া এস্থলে আনয়ন করুক।

(৬) মূলে "স্বসারং" আছে। "স্বয়মের সরন্তীং উষাং।" সায়ণ। কিন্তু সে অর্থ ঠিক হয় না, কেন না উষা রাত্রিকে অন্তর্হিত করিতেছেন, তবে রাত্রি স্বয়ং চলিয়া যাইতেছে এরূপ বর্ণনা কি রূপে সঙ্গত? "স্বসারং" অর্থে "ভগিনী নিশা" করিলে বোধ হয় ভাল হয়।

(৭) মূলে "যোষা জারস্য" আছে। সূর্য্য উষার জার এরূপ ঋগ্বেদে অনেক স্থানে আছে। ৬৯ সূক্তের ২২ ঋকের টীকা দেখ। ১১৫ সূক্তের ২ ঋক দেখ।

৯৩ সূক্ত।

অগ্নি ও সোম দেবতা। রহূগণের পুত্র গোতম ঋষি।

১। হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি ও সোম! আমাদের এই আহ্বান শ্রবণ কর, স্তুতি গ্রহণ কর এবং হব্যদাতাকে সুখ প্রদান কর।

২। হে অগ্নি ও সোম! যে তোমাদিগকে স্তুতি অর্পণ করিতেছে তাহাকে বলবান্ গো ও সুন্দর অশ্ব দান কর।

৩। হে অগ্নি ও সোম! যে তোমাদিগকে আহুতি ও হব্য প্রদান করে, সে পুত্রপৌত্রাদির সহিত বীর্য্যযুক্ত সম[illegible] আয়ু প্রাপ্ত হউক।

৪। হে অগ্নি ও সোম! তোমাদের যে বীর্য্যের দ্বারা পণির নিকট হইতে গোরূপ অন্ন অপহৃত করিয়াছিলে যে বীর্য্যদ্বারা বৃষয়ের পুত্রকে(১) বধ করিয়া, সকলের উপকারের জন্য একমাত্র জ্যোতিপূর্ণ সূর্য্যকে প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা আমাদের বিদিত আছে।

৫। হে অগ্নি ও সোম! তোমরা সমান[illegible]যুক্ত হইয়া আকাশে এই উজ্জ্বল নক্ষত্রগ্রহাদি ধারণ করিয়াছ; তোমরা দোষাক্রান্ত নদী সকলকে প্রকটিত দোষ হইতে মুক্ত করিয়াছ(২)।

---

(১) মূলে "বৃষয়স্য শেষঃ।" আছে। সায়ণ "বৃসয়" অর্থে ত্বষ্টা অসুর করিয়াছেন, "শেষ" অর্থে পুত্র, "বৃসয়স্য শেষঃ" অর্থে ত্বষ্টা অসুরের পুত্র বৃত্র। যাঁহারা গ্রীক ইলিয়ড্ বেদের পণির গল্পের রূপান্তর মনে করেন, তাঁহারা ইলিয়ডের "Brises" নাম বেদের বৃসয় নামের প্রতিরূপ মনে করেন। "In the Veda, before the bright powers reconquer the light that had been stolen by Pani, they are said to have conquered the offspring of *Brisaya.* That daughter of *Brises* is restored to Achilles when his glory begins to set, just as all the first loves of solar heroes return to them in the last moments of their earthly career."—Max Muller's *Science of Language* (1882), vol. II, p. 515.

(২) অর্থাৎ বৃত্র পতনে দূষিত জলকে শোধিত করিয়াছ। সায়ণ। সায়ণ আর একটী অর্থও দিয়াছেন যে বৃত্র ব্রাহ্মণ ছিলেন, ইন্দ্রের ব্রহ্মহত্যাদোষ পৃথিবীতে, বৃক্ষে, নারীতে ও জলে আরোপিত হয়, অগ্নি ও সোম সে দোষ শোধন করেন। এটী স্পষ্টই বেদের অনেক পরের সময়ের পৌরাণিক গল্প।

৬। হে অগ্নি ও সোম! তোমাদের মধ্যে একজন (অর্থাৎ অগ্নিকে) মাতরিশ্বা আকাশ হইতে আনয়ন করিয়াছে(৩) এবং আর এক জনকে (অর্থাৎ সোমকে) অদ্রির উপর হইতে শ্যেনপক্ষী বলপূর্ব্বক আহরণ করিয়াছিল(৪) তোমরা স্তোত্রের দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া যজ্ঞের নিমিত্ত ভূমি বিস্তীর্ণ করিয়াছ।

৭। হে অগ্নি ও সোম! প্রদত্ত হব্য ভক্ষণ কর; আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর; হে অভীষ্টবর্ষী! আমাদের সেবা গ্রহণ কর; আমাদের প্রতি সুখপ্রদ এবং রক্ষণযুক্ত হও এবং যজমানের রোগ ও ভয় নিবারণ কর।

৮। হে অগ্নি ও সোম! যে যজমান্ দেবপরায়ণ অন্তঃকরণের সহিত হব্যদ্বারা অগ্নি ও সোমের পূজা করে, তাহার ব্রত রক্ষা কর; ও তাহাকে পাপ হইতে রক্ষা কর; এবং সেই (যাগ) রত ব্যক্তিকে প্রভূত সুখ দাও।

৯। হে অগ্নি ও সোম! তোমরা সকল দেবগণমধ্যে প্রশংসনীয় তোমরা সমানধনযুক্ত এবং একত্র আহ্বানযোগ্য, তোমরা আমাদের স্তুতি গ্রহণ কর।

১০। হে অগ্নি ও সোম! যে তোমাদিগকে ঘৃত প্রদান করে, তাহাকে প্রভূত ধন দাও।

১১। হে অগ্নি ও সোম! আমাদের এই হব্য গ্রহণ কর, এবং একত্রে আগমন কর।

১২। হে অগ্নি ও সোম! আমাদের অশ্ব পালন কর; (ক্ষীরাদি) হব্যের জনয়িত্রী আমাদের গাভীসকল বর্দ্ধিত হউক; আমরা ধনযুক্ত, আমাদের বল প্রদান কর; এবং আমাদের যজ্ঞ ধনযুক্ত কর।

---

(৩) ৬০ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(৪) ৮০ সূক্তের ২ ঋকের টীকা দেখ।

৯৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। আমরা বুদ্ধিদ্বারা পূজনীয় সর্ব্বভূতজ্ঞ অগ্নির রথের ন্যায় এই স্তুতি প্রস্তুত করি; অগ্নিভজনে আমাদের বুদ্ধি উৎকৃষ্ট হয়; হে অগ্নি! তুমি আমাদের বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

২। হে অগ্নি! যাহার নিমিত্ত তুমি যজ্ঞ কর, তাহার অভিলাষ পূর্ণ হয়; সে উৎপীড়িত না হইয়া বাস করে, মহাবীর্য্য ধারণ করে এবং বর্দ্ধিত হয়; দারিদ্র্য তাহাকে প্রাপ্ত হইতে পারে না। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

৩। হে অগ্নি! আমরা যেন তোমাকে সম্যক্ প্রজ্বলিত করিতে সমর্থ হই; তুমি আমাদের যজ্ঞ সাধিত কর; যেহেতু দেবগণ (তোমাতে) প্রক্ষিপ্ত হব্য ভক্ষণ করেন। তুমি আদিত্যগণকে আনয়ন কর, তাঁহাদিগকে আমরা কামনা করি। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

৪। হে অগ্নি! আমরা ইন্ধন সংগ্রহ করিয়া তোমাকে জানাইয়া হব্য প্রদান করি; তুমি আমাদের আয়ু বৃদ্ধির জন্য যজ্ঞ নিষ্পাদিত কর। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

৫। তাঁহার রশ্মি সকল প্রাণীগণকে রক্ষা করিয়া বিচরণ করে; দ্বিপদ ও চতুষ্পদ জন্তুগণ তাঁহার কিরণে বিচরণ করে; তুমি বিচিত্র দীপ্তিযুক্ত এবং সকল বস্তু প্রদর্শন কর; তুমি উষা হইতেও মহৎ। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে, আমরা হিংসিত হইব না।

৬। হে অগ্নি! তুমি অধ্বর্য্যু, তুমি মুখ্য হোতা, তুমি প্রশাস্তা পোতা, তুমি জন্ম হইতেই পুরোহিত(১)। ঋত্বিকের সমস্ত কার্য্য তুমি অবগত

(১) যজ্ঞের প্রধান কয়েক জন পুরোহিতের নাম এ ঋকে পাওয়া যায়। "অধর্য্যু" হব্য দান করিতেন, হোতা দেবগণকে আহ্বান করিতেন, পোতা যজ্ঞ শোধন করেন দোষাদি হইলে তাহার নিবারণ করেন। ৬৮ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ।

আছ, অতএব তুমি যজ্ঞ সম্পূর্ণ কর। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে, আমরা হিংসিত হইব না।

৭। হে অগ্নি! তুমি সুন্দর তথাপি সকলদিকেই সদৃশ; তুমি দূরস্থ তথাপি নিকটে দীপ্যমান্ হও। হে দেব অগ্নি! তুমি রাত্রির অন্ধকার ভেদ করিয়া প্রকাশিত হও, হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

৮। হে দেবগণ(২)! সোমাভিষবকারী যজমানের রথ সর্ব্বাগ্রবর্ত্তী কর; আমাদের অভিশাপ শত্রুগণকে অভিভূত করুক; আমাদের এই বাক্য অবগত হও এবং পূর্ণ কর, হে অগ্নি! তুমি আমাদের বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

৯। তোমার সাংঘাতিক অস্ত্র দ্বারা দুষ্ট ও দুর্বুদ্ধি লোকদিগকে বিনাশ কর; দূরবর্ত্তী বা নিকটবর্ত্তী শত্রুগণকে বিনাশ কর; অনন্তর তোমার স্তুতিকারী যজমানের জন্য সুগম পথ করিয়া দাও। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

১০। হে অগ্নি! যখন তোমার দীপ্যমান্ লোহিত [illegible]র্ণ, এবং বায়ুগতি অশ্বদ্বয় রথে সংযোজিত কর, তখন তুমি বৃষভের ন[illegible] রব কর, এবং বনের বৃক্ষসকলকে ধূমরূপ কেতু(৩) দ্বারা ব্যাপ্ত কর। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

১১। পক্ষীগণও তোমার শব্দ শ্রবণ করিয়া ভীত হয়; তোমার (কতকগুলি শিখা) তৃণদগ্ধ করিয়া যখন সকল দিকে বিস্তৃত হয় তখন সমস্ত অরণ্য তোমার ও তোমার রথের সুগম হয়। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

১২। মিত্র ও বরু[illegible] (স্তোতাকে) ধারণ করুন; অন্তরীক্ষচারী মরুৎগণের ক্রোধ অত্যন্ত [illegible] আমাদের সুখী কর ও এই মরুৎগণের

(২) মূলে "দেবাঃ" আছে। "দেবা অয়্যবয়বভূতাঃ সর্ব্বে দেবা।" সায়ণ।

(৩) মূলে [illegible]" আছে, সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "ধূমঃ কেতুঃ প্রজ্ঞাপকো যস্য [illegible]।" "With a bannor of smoke."—*Wilson.*

বল পুনরায় প্রসন্ন হউক। হে অগ্নি! তুমি বন্ধু থাকিলে আমরা হিংসিত হইব না।

১৩। হে দ্যুতিমান্ অগ্নি! তুমি সকল দেবগণের পরম বন্ধু; তুমি শোভনীয় এবং যজ্ঞে সকল ধনের নিবাস স্থান; তোমার বিস্তীর্ণ যজ্ঞগৃহে আমরা যেন অবস্থান করি। হে অগ্নি! তুমি আমাদের বন্ধু থাকিলে, আমরা যেন হিংসিত না হই।

১৪। স্বকীয় স্থানে প্রজ্বালিত সোমরস দ্বারা আহূত হইয়া যখন তুমি পূজিত হও তখন তুমি সুখ সম্ভোগ কর; তুমি আমাদের সুখকর হইয়া হব্যদাতাকে রমণীয় ফল ও ধন দান কর, হে অগ্নি! তুমি আমাদের বন্ধু থাকিলে, আমরা হিংসিত হইব না।

১৫। হে শোভন ধনযুক্ত [illegible] গমনশীল [illegible] গ্নি! যে সর্ব্ব যজ্ঞে বর্ত্তমান যজমানকে তুমি পাপ হইতে নি[illegible] কর, এবং কল্যাণকর বল প্র[illegible]দান কর, (সেই সমৃদ্ধ হয়)। [illegible] তখন সে [illegible] র স্তোতা, আমরাও যেন [illegible] লোক) [illegible] পুত্রপৌত্রাদি সহিত তোমার ধনযুক্ত [illegible]

১৬। হে দেব অগ্নি! তুমি সৌভাগ্য [illegible]; এই কার্য্যে তুমি আমাদের আয়ু বর্দ্ধিত কর। মিত্র, বরুণ, [illegible]তি, সিন্ধু, পৃথিবী এবং আকাশ আমাদের সেই (আয়ু) রক্ষা করুন(৪)।

---

(৪) ৯৪, ৯৫, ৯৬, ৯৮, ১০০, ১০১, ১০২, ১০৩, এবং ১০৫ হইতে ১১৫ সূক্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক সূক্তের শেষে এই কথাগুলি আছে, যথা—

"তন্নো মিত্রো বরুণো মামহন্তাং অদিতিঃ সিন্ধুঃ পৃথিবী উত দ্যৌঃ।" "মামহন্তাং" অর্থে "পূজয়ন্তাং রক্ষন্তু ইত্যর্থঃ।" সায়ণ।

সপ্তম অধ্যায়।

৯৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎসঋষি।

১। বিভিন্নরূপ বিশিষ্ট দুই কাল (দিবা ও রাত্রি) শোভনীয় প্রয়োজন বশতঃ বিচরণ করিতেছে, তাহারা পরস্পরে পরস্পরের বৎসকে পালন করে(১)। সূর্য্য একের নিকট হইতে অন্ন প্রাপ্ত হয়েন, অগ্নি অপরের নিকট শোভনীয় দীপ্তিযুক্ত হইয়া প্রকাশ হয়েন।

২। দশ (অঙ্গুলি)(২) একত্র হইয়া অ[illegible]রত (কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া) বায়ুর গর্ভস্বরূপ ও সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান(৩) (অগ্নিকে) উৎপন্ন করে; সে অগ্নি তীক্ষ্ণতেজা, যশস্বী [illegible] অন্তরীক্ষে গমনশীল [illegible]মান। এই অগ্নিকে সকল স্থানে লইয়া যায়।

৩। সেই (অগ্নির) [illegible] করেন, তখন সে[illegible] ভূত (অন্তরীক্ষ) ৫(৪) [illegible] করে; সমুদ্রে এক, আকাশে এক এবং অন্তরীক্ষে [illegible] সেই [illegible] তেজ ঋতুগণ বিভাগ

(১) সূর্য্য রাত্রির গর্ভে অন্তর্হিত থাকিয়া [illegible]ম ভাগে প্রকাশ পায় অতএব সূর্য্য রাত্রির পুত্র। অগ্নি দিবাভাগে বর্ত্ত[illegible] [illegible]লেও জ্যোতি রহিত অতএব অন্তর্হিতের ন্যায় থাকে, দিবার শেষে মুক্ত [illegible] [illegible]জ জ্যোতি প্রাপ্ত হয়, অতএব অগ্নি দিবার পুত্র। সায়ণ।

রাত্রির যাহা কর্ত্তব্য, অর্থাৎ স্বপুত্র সূর্য্যকে রস পান করান, তাহা দিবা করে এবং দিবার যাহা কর্ত্তব্য অর্থাৎ স্বপুত্র অগ্নিকে রস পান করান, তাহা রাত্রি করে। সায়ণ।

(২) সায়ণ আর একটী অর্থ দিয়াছেন যথা, আলস্য রহিত ও নিত্য তরুণ দশ (দিক্) (মেঘের) গর্ভরূপ (বিদ্যুতের) অগ্নি উৎপন্ন করে। Rosen ও Langlois দশ অঙ্গুলি এই অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন; Wilson উভই অর্থই দিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় অঙ্গুলি অর্থ দেওয়া হইয়াছে।

(৩) অগ্নি, বায়ুর গর্ভ স্বরূপ কেন? "অগ্নের্হি বায়ুঃ কারণং বায়োরগ্নিরিতি শ্রুতেঃ।" সায়ণ। সর্ব্বভূতে বর্ত্তমান কিরূপে? "জঠররূপেণ।" সায়ণ। মূলে বায়ু শব্দ নাই, ত্বষ্টা শব্দ আছে, সায়ণ তাহার অর্থ বায়ু করিয়াছেন, কিন্তু Muir ত্বষ্টা শব্দের অর্থ ত্বষ্টা দেবই করিয়াছেন, এবং Rosen "ত্বষ্টুঃ" "গর্ভং" অর্থ 'Fulminatoris parentem" করিয়াছেন, এবং Langlois "ত্বষ্টা" এখানে বিদ্যুতের একটী নাম বিবেচনা করিয়াছেন।

(৪) অর্থাৎ সমুদ্রে বড়বানলের জন্ম, আকাশে সূর্য্য রূপ অগ্নির জন্ম এবং অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎরূপ অগ্নির জন্ম। সায়ণ।

করিয়া পৃথিবীর সকল প্রাণীর হিতার্থ পূর্ব্ব প্রদেশ যথাক্রমে সম্পাদন করিয়াছেন(৫)।

৪। অন্তর্হিত অগ্নিকে(৬) তোমাদিগের মধ্যে কে জানে? সে অগ্নি পুত্র হইয়াও হব্যদ্বারা তাঁহার মাতাদিগকে জন্মদান করেন(৭)। মহৎ ও মেধাবী ও হব্যযুক্ত অগ্নি অনেক জলের গর্ভরূপ, এবং সমুদ্র হইতে নির্গত হয়েন(৮)।

৫। কুটিল (মেঘের জলের) পার্শ্বদেশে যশস্বী (অগ্নি) ঊর্দ্ধে জ্বলিয়া শোভনীয় দীপ্তির সহিত প্রকাশ পাইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন(৯); অগ্নি দীপ্তির সহিত(১০) উৎপন্ন হইলে উভয় (পৃথিবী) ভীত হয়েন, এবং সেই সিংহের(১১) অভিমুখে আসিয়া তাঁহাকে সেবা করেন।

---

(৫) দিক ও কালের ... পূর্ব্বাদি দিক নির্ণয় এবং বসন্তাদি কাল নির্ণয় সূর্য্যের ... তএব সূর্য্যই সেই দিক ও কাল ভেদের কর্ত্তা। সায়ণ ...

(৬) অর্থাৎ অগ্নি ... ব্য অন্তর্হিত আছে। সায়ণ।

(৭) বিদ্যুৎ ... য়, অথচ অগ্নি হব্য দ্বারা সেই মাতারূপ, বৃষ্টির জ ...

তথাহি স্মর্য্যতে; অ ... াতঃ সম্যগাদিত্যমুপতিষ্ঠতে।
... ায়তে বৃষ্টির্বৃষ্টেরন্নং ততঃ প্রজা।

(৮) অর্থাৎ বিদ্যু ... গ্নি মেঘস্থ অনেক জলের গর্ভ অর্থাৎ সন্তান স্থানীয়, আবার সূর্য্যরূপ অগ্নি ... দ্র হইতে নির্গত হয়েন। সায়ণ।

(৯) মূলে "জিহ্মানাং উপস্থে" আছে। "কুটিলানাং মেঘেষু তির্য্যগবস্থিতানাং তাসাং অপাং উপস্থে উৎসঙ্গে।" সায়ণ। অতএব এখানে অগ্নি অর্থ বিদ্যুৎরূপ অগ্নি।

(১০) মূলে "ত্বষ্টুঃ" আছে, সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "দীপ্তাৎ" কিন্তু বেদার্থযত্ন বলেন যে ত্বষ্টা শব্দের অর্থ ত্বষ্টৃ নামক দেবতা, তাহা হইতে অগ্নির উৎপত্তি হয়। ২ ঋকের টীকা দেখ।

(১১) সায়ণ "সিংহং" অর্থ "সহন শীলং অভিভবনশীলং তং অগ্নিং" করিয়াছেন। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা এই সহনশীল অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

যাস্ক এই ঋকের ভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, যথা "আবিষ্ট্যো বর্দ্ধতে চারুরাসু চারুকল্যাণো জিহ্মানাং জিহ্মীতে ঊর্দ্ধ উদস্থাৎ ভো ভবতি স্বযশা আত্মযশা উপস্থে উপস্থান উভে ত্বষ্টু বিভ্যতু জায়মানাৎ প্রতীচী সিংহং প্রতিজোষয়েতে দ্যাবাপৃথিব্যাবিতি বাহো রাত্রে ইতি বারণীইতি বাণি চৈতে প্রত্যেকে সিংহং সহনং প্রত্যাসেবতে" নিরুক্ত ৮।১৫, অতএব যাস্কের মতে "উভে" অর্থ উভয় পৃথিবী অথবা দিবা রাত্রি অথবা উভই কাষ্ঠ, যে কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নি উৎপন্ন হয়।

৬। উভয় (পৃথিবী)(১২) সুন্দরী স্ত্রীর ন্যায় তাঁহাকে সেবা করে এবং শব্দায়মান গাভীর ন্যায় নিকটে থাকিয়া তাঁহাকে (বৎসের ন্যায়) যত্ন করেন। দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত (ঋত্বিকগণ) যে অগ্নিকে হব্য দ্বারা সেচন করেন তিনি সকল বলের মধ্যে বলাধিপতি হইয়াছিলেন।

৭। তিনি সবিতার ন্যায় তাঁহার (রশ্মিরূপ) উভয় বাহু বারম্বার বিস্তার করেন এবং সেই ভয়ঙ্কর অগ্নি উভয় (পৃথিবীকে) অলঙ্কৃত করিয়া (নিজ) কর্ম্ম সাধন করেন। তিনি সকল বস্তু হইতে দীপ্ত ও সারভূত রস ঊর্দ্ধে আকর্ষণ করেন এবং মাতৃদিগের নিকট হইতে আচ্ছাদক নূতন বসন সৃষ্টি করেন(১৩)।

৮। যখন তিনি অন্তরীক্ষে গমনশীল [illegible]রা সংযুক্ত হইয়া দীপ্ত ও উৎকৃষ্ট রূপ ধারণ করেন, তখন সে[illegible] মেধাবী সর্ব্বলোকধারক অগ্নি (সকল জলের) মূলভূত (অন্তরীক্ষ) দে[illegible] দ্বারা আচ্ছাদন করেন। উজ্জ্বল অগ্নি দ্বারা বিস্তারিত সেই দী[illegible] তেজ সংহতি রূপ হইয়াছিল(১৪)।

---

(১২) অথবা দিবা রাত্রি অথবা উভয় কাষ্ঠ। সায়ণ।

(১৩) মূলে "নবা মাতৃভ্যো বসনা জহাতি" আছে। অর্থাৎ মাতৃস্থানীয় বৃষ্টি-জলের নিকট হইতে নূতন বসন দ্বারা সমস্ত জগতের আচ্ছাদক তেজ সৃষ্টি করেন। সায়ণ। "Clothes (the earth) with new vestments (derived) from his maternal rains."—*Wilson.* এই ঋকে অগ্নি সূর্য্যরূপে বর্ণিত হইয়াছে, কেন না সূর্য্য কিরণ বিস্তার করিয়া জগৎকে অলঙ্কৃত করে, সূর্য্য রস আকর্ষণ করে, এবং বৃষ্টিরূপে সেই রস দান করিয়া জগৎকে শস্য তৃণাদির দ্বারা আচ্ছাদিত করে।

(১৪) এ ঋকে অগ্নির কোন্ রূপ বর্ণিত হইয়াছে? সায়ণ বলেন বিদ্যুৎরূপ অগ্নি মেঘের জলের সহিত সংযুক্ত হইয়া বৈদ্যুত রূপ ধারণ করেন, ইত্যাদি। কিন্তু আমাদের বোধ হয় ঋকের এই অর্থ যে সূর্য্য রূপ অগ্নি যেরূপ জলের সহিত যুক্ত হইয়া ইন্দ্রধনুরূপ উৎকৃষ্ট ও দীপ্তিমান্ রূপ ধারণ করেন, সেই ইন্দ্র ধনু অন্তরীক্ষ তেজঃ দ্বারা আচ্ছাদন করে, এবং বিস্তারিত তেজঃ সংহতির ন্যায় দৃষ্ট হয়।

৯। তুমি মহৎ, তোমার সর্ব্ব পরাজয়ী দীপ্যমান ও বিস্তীর্ণ তেজ অন্তরীক্ষ ব্যাপিয়া রহিয়াছে। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের দ্বারা প্রজ্বালিত হইয়া তোমার নিজের সমস্ত অহিংসিত ও পালনক্ষম তেজদ্বারা আমাদিগকে পালন কর।

১০। অগ্নি আকাশগামী ঊর্ম্মিসমূহ প্রবাহরূপে ঢালিয়া দেন, এবং সেই নির্ম্মল ঊর্ম্মিসমূহ দ্বারা পৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া দেন। তিনি জঠরে সকল অন্ন ধারণ করেন, এবং সেই জন্য (সেই বৃষ্টিজাত) নূতন শস্যের মধ্যে(১৫) বাস করেন।

১১। হে বিশুদ্ধকারী অগ্নি! তুমি কাষ্ঠে বৃদ্ধি পাইয়া আমাদিগকে ধনযুক্ত অন্ন দানার্থ দীপ্তিমান্ হও। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের সেই [illegible] পূজিত করুন।

---

৯৬ সূক্ত।

অগ্নি [illegible]। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। অগ্নি বলদ্বারা [illegible] (মন্থনে) উৎপন্ন হইয়া তৎক্ষণাৎ পুরাতনের ন্যায় প্রকৃতই সকল [illegible]রির যজ্ঞ গ্রহণ করেন; (মেঘের) জল ও শব্দ সেই (বিদ্যুৎরূপ) অগ্নিকে মিত্র বলিয়া গ্রহণ করেন। দেবগণ সেই ধনদাতা(১) অগ্নিকে (দূতরূপে) নিয়োগ করিয়াছেন।

২। তিনি আয়ুর পুরাতন স্তুতিগর্ভ উক্থে (তুষ্ট হইয়া) মনুদিগের সন্ততি(২) সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তিনি আচ্ছাদনকারী তেজদ্বারা আকাশ

---

(১৫) মূলে "নবাসু প্রস্বসু" আছে। "সর্ব্বেষাং অন্নানাং প্রসবিত্রীষু ওষধীষু।" সায়ণ। "The annuals or the cerealia which ripen after the rains."—*Wilson.*

---

(১) মূলে "দ্রবিণোদাঃ" শব্দ আছে। "ধনস্য দাতারং।" সায়ণ।

(২) সায়ণ অনু অর্থ মনু করিয়া ও মনুদিগের সন্ততি মানব জাতি করিয়াছেন। "সোঽগ্নিঃ * * মনুনা স্তুতঃ সন্ মানবীঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ অজনয়ৎ ইত্যর্থঃ।" সায়ণ।

ও অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়াছেন। দেবগণ সেই ধনদাতা অগ্নিকে (দূতরূপে) নিয়োগ করিয়াছেন।

৩। হে মনুষ্যগণ! স্বামী (অগ্নির) নিকট যাইয়া সকলে তাঁহার স্তুতি কর; (তিনি দেবগণের) মধ্যে মুখ্য যজ্ঞের সাধনকর্ত্তা, (হব্যদ্বারা) আহূত এবং স্তোত্রদ্বারা তুষ্ট হয়েন; তিনি অন্নের পুত্র(৩) প্রজাদিগের ভরণকারী এবং দানশীল। দেবগণ সেই ধনদাতা অগ্নিকে (দূতরূপে) নিয়োগ করিয়াছেন।

৪। সেই অন্তরীক্ষস্থ অগ্নি(৪) অনেক বরণীয় পুষ্টি দান করেন, তিনি স্বর্গদাতা, সকল লোকের রক্ষক, এবং দ্যাবা পৃথিবীর উৎপাদক; অগ্নি আমার তনয়কে গমনের পথ দেখাইয়া দিন। দেবগণ সেই ধনদাতা (অগ্নিকে) (দূতরূপে) নিয়োগ করিয়াছেন।

৫। রাত্রি ও দিবস পরস্পরের বর্ণ পরস্পর পুনঃ২ বিনাশ করিয়াও ঐক্যভাবে একই শিশুকে পুষ্টি দান করে; সেই দীপ্তিমান অগ্নি আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে প্রভা বিকাশ করেন। দেবগণ সেই ধনদাতা অগ্নিকে (দূতরূপে) নিয়োগ করিয়াছেন।

৬। অগ্নি ধনের মূল, নিবাসহেতু, অর্থের দাতা, যজ্ঞের কেতু, এবং উপাসকে অভিলাষ সিদ্ধিকারক। অমরত্বভাজী দেবগণ এই ধনদাতা অগ্নিকে (দূতরূপে) নিয়োগ করিয়াছেন।

৭। অগ্নি পূর্ব্বকালে এবং বর্ত্তমানকালে সকল ধনের আবাস স্থান, যাহা কিছু জন্মিয়াছে বা জন্মিবে তাহার নিবাস স্থান, যাহা কিছু বিদ্যমান আছে এবং ভবিষ্যতে যে ভূরিং পদার্থ উৎপন্ন হইবে তাহার রক্ষক। দেবগণ সেই ধনদাতা অগ্নিকে (দূতরূপে) নিয়োগ করিয়াছেন।

---

(৩) অন্ন আহার করিলে জঠরাগ্নি বৃদ্ধি হয় এই জন্য অগ্নি অন্ন পুত্র।

(৪) মূলে "মাতরিশ্বা" আছে। "মাতরি সর্ব্বস্য জগতো নির্ম্মাতর্য্যন্তরীক্ষে শ্বসন্ বর্ত্তমানঃ।" সায়ণ। এস্থানে মাতরিশ্বা অর্থে বায়ু নহে, মাতরিশ্বা অগ্নির বিশেষণ, তাহা সায়ণ স্বীকার করেন। ৬০ সূক্তের ১ ঋকের মাতরিশ্বা সম্বন্ধে টীকা দেখ।

৮। ধনদাতা (অগ্নি) জঙ্গম ধনের (অংশ) আমাদিগকে দা[illegible] করুন; ধনদাতা স্থাবর ধনের (অংশ) আমাদিগকে দান করুন; ধ[illegible] দাতা আমাদিগকে বীরযুক্ত অন্ন দান করুন; ধনদাতা আমাদিগকে দীর্ঘ আয়ু দান করুন।

৯। হে বিশুদ্ধকারি অগ্নি! এইরূপে কাষ্ঠে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া তু[illegible] আমাদিগকে ধনযুক্ত অন্ন দিবার জন্য প্রভা বিকাশ কর। মিত্রবরু[illegible] অদিতি, সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের সেই অন্ন পূজিত করুন।

---

৯৭ সূক্ত।

[illegible]দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। হে অগ্নি [illegible]দিগের পাপ বিনষ্ট হউক(১), আমাদিগের [illegible]ধন প্রকাশ কর; আ[illegible]র পাপ বিনষ্ট হউক।

২। শোভ[illegible]ত্রের জন্য, শোভনীয় মার্গের জন্য, এবং ধনের [illegible]; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক।

৩। এই স্তো[illegible] দিগের মধ্যে (কুৎস) যেরূপ উৎকৃষ্ট স্তোতা সেই রূপ আমাদিগের স্তো[illegible]গণও উৎকৃষ্ট; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক।

৪। হে অগ্নি! যেহেতু তোমার স্তোতৃগণ পুত্রপৌত্রাদি লা[illegible] করে(২) অতএব আমরাও (তোমার স্তুতি করিয়া) পুত্রপৌত্রাদি লা[illegible] করিব; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক।

(১) মূলে "অপ নঃ শোশুচদঘম" আছে। "নোঽস্মাকং অঘং পাপং অপ শোশুচৎ। অস্মত্তো নির্গত্য অস্মদীয়ং শত্রুং শোচয়তু। যদ্বা। অস্মদীয়ং পাপং শোশুচৎ শোকপ্রস্তং সন্বিনশ্যতু।" সায়ণ।

"Que notre faute soit effacé."—*Langlois.*

"Nostrum eripietur scelus."—*Rosen.*

"May our sin be repented of."—*Wilson.*

"আমাদের পাপ নষ্ট হউক।"—তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

(২) মূলে "প্রজায়েমহি" আছে, অর্থ "পুত্র পৌত্রাদি রূপেণ বহুবিধা ভবতি।" সায়ণ। Rosen এবং Langlois এই শব্দের অর্থ বিজয়ী হওয়া অনুমা[illegible] করিয়াছেন।

৫। যে হেতু শত্রুবিজয়ী অগ্নির দীপ্তিসমূহ সর্ব্বত্র গমন করে, অতএব আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক।

৬। হে অগ্নি! তোমার মুখ(৩) সকল দিকে, তুমি আমাদিগের রক্ষক হও; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক।

৭। হে সর্ব্বতোমুখ অগ্নি! নৌকার (যেরূপ নদী পার করে) সেইরূপ আমাদিগকে শত্রুসমূহ হইতে পার করিয়া দাও; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক।

৮। নৌকার দ্বারা যে রূপ নদী পার করিয়া দেয়, আমাদিগের কল্যাণের জন্য তুমি সেইরূপ আমাদিগকে শত্রু হইতে পার করাইয়া [illegible] কর; আমাদিগের পাপ বিনষ্ট হউক।

---

৯৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। আমরা যেন বৈশ্বানরের(১) অনুগ্রহে থাকি, তিনি ভুবনসমূহের সেবিতব্য রাজা! বৈশ্বানর এই (কাষ্ঠদ্বয়) হইতে জন্ম গ্রহণ করিয়াই এই বিশ্ব অবলোকন করেন এবং সূর্য্যের সহিত একত্রে গমন করেন।

২। অগ্নি আকাশে (সূর্য্যরূপে) বর্ত্তমান(২), পৃথিবীতে (গার্হপত্যাদি অগ্নিরূপে) বর্ত্তমান, এবং সমস্ত শস্যে বর্ত্তমান থাকিয়া (তাহা পরিপক্ব করিবার জন্য) তাহাতে প্রবেশ করিয়াছেন। সেই বলযুক্ত বৈশ্বানর অগ্নি দিবা এবং রাত্রিতে আমাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা করুন।

(৩) অর্থাৎ অগ্নির শিখা।

(১) বৈশ্বানর সম্বন্ধে, ৫৯ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(২) মূলে "পৃষ্টঃ" আছে, অর্থাৎ "সংস্পৃষ্টঃ। যদ্বা জিজ্ঞাস্যো জিজ্ঞাস্যো বর্ত্ততে।" সায়ণ।

৩। হে বৈশ্বানর! তোমার সম্বন্ধে এই (যজ্ঞ) সফল হউক; আমরা যেন বহু মূল্য ধন প্রাপ্ত হই(৩) মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের সেই ধন পুজিত করুন।

---

৯৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। মরীচির পুত্র কশ্যপ ঋষি।

১। আমরা সর্ব্বভূতজ্ঞ অগ্নির উদ্দেশে সোম অভিষব করি। যাহারা আমাদিগের প্রতি শত্রুর ন্যায় আচরণ করে, তিনি তাহাদিগের ধন দহন করুন। [illegible] নৌ[illegible]রা নদী পার করা হয় সেইরূপ তিনি আমাদিগ[illegible]র করাইয়া দিন; অগ্নি আমাদিগকে পাপসমূহ পার করাইয়া দিন।

---

১০০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। [illegible]শ্ব, অম্বরীষ, সহদেব, ভয়মান ও সুরাধা নামক বৃষাগিরের পুত্রগণ ঋষি।

১। যে ইন্দ্র, অভীষ্টদাতা ও বীর্য্যযুক্ত, এবং দিব্যলোক ও পৃথিবীর সম্রাট্, যিনি বৃষ্টিদান করেন এবং সংগ্রামে আহ্বানের যোগ্য, তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

২। সূর্য্যের ন্যায় যাঁহার গতি অন্যের অপ্রাপণীয়, যিনি সংগ্রামে শত্রুহন্তা ও রিপুশোষক, যিনি স্বকীয় গমনশীল সখা (মরুৎগণের) সহিত অভীষ্ট দ্রব্য প্রভূতরূপে দান করেন, তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

---

(৩) মূলে "অস্মান্ রায়ো মঘবানঃ সচন্তাং" আছে। শব্দের অর্থ এইরূপ "আমাদিগকে ধনবান্ ধন সেবা করুক।" কিন্তু সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "যেন ধনবান্ ও ধনের ন্যায় প্রিয় পুত্রগণ আমাদিগকে সেবা করে।" "Fac nos opulentos."—*Rosen.* "Que l'opulence devienne notre compagne."—*Langlois.* "May precious treasures wait upon us."—*Wilson.*

৩। সূর্য্যের কিরণের ন্যায় যাঁহার সতেজ ও দুষ্প্রাপণীয় কিরণ সমূহ (বৃষ্টি জল) দোহন করিয়া (চারিদিকে) প্রসারিত হয়, সেই শত্রু পরাজয়ী এবং স্বপৌরুষে লব্ধবিজয় ইন্দ্র মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

৪। তিনি গমনশীলদিগের মধ্যে অতিশয় (শীঘ্র)গামী(১), অভীষ্ট-দাতাদিগের মধ্যে (প্রধান) অভীষ্টদাতা, সখাদিগের মধ্যে (উৎকৃষ্ট) সখা হইয়া অর্চনীয়দিগের মধ্যে (বিশেষ) অর্চনাভাজন এবং স্তুতিভাজন-দিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইয়াছেন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

৫। ইন্দ্র পুত্রবৎ রুদ্রদিগের(২) সহায়তায় বলিষ্ঠ হইয়া, মনুষ্যের সংগ্রামে শত্রুদিগকে পরাস্ত করিয়া, তাঁহার সহবাসী (মরুৎগণের) সহিত অন্নোৎপাদক (বৃষ্টি) প্রেরণ করিয়া, মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

৬। শত্রুহন্তা, সংগ্রামকর্ত্তা, সৎলোকের অধিপতি এবং বহু লোকের আহূত(৩) ইন্দ্র অদ্য আমাদিগের লোকদিগকে সূর্য্যের আলোক ভোগ করিতে দিন(৪); তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

৭। সহায়ভূত (মরুৎগণ) তাঁহাকে সংগ্রামে শব্দ দ্বারা (উত্তেজিত) করেন, মনুষ্যগণ তাঁহাকে ধনের রক্ষক করুন। তিনি সকল ফলদায়ী কর্ম্মের ঈশ্বর। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

---

(১) মূলে "অঙ্গিরোভিঃ অঙ্গিরস্তমঃ" আছে, তাহার অর্থ অঙ্গিরাদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অঙ্গিরা হইতে পারে। কিন্তু সায়ণ "অঙ্গিরস" অর্থ "গমনশীল" করিয়াছেন।

(২) মূলে "রুদ্রেভিঃ" আছে। সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "রুদ্রপুত্রৈর্মরুদ্ভিঃ।"

(৩) শত্রুগণ গো অপহরণ করিলেপর ঋজ্রাশ্বাদি ঋষিগণ তাহাদিগের সহিত যুদ্ধার্থ নির্গত হইয়া এই সূক্ত দ্বারা ইন্দ্রকে স্তব করিয়াছিলেন। সায়ণ।

(৪) অর্থাৎ ইন্দ্র অদ্য আমাদিগের লোককে সূর্য্যের আলোক দান করুন এবং শত্রুদিগের দৃষ্টিতে অন্ধকার সংযোগ করুন। সায়ণ।

৮। নেতৃগণ যুদ্ধে রক্ষার্থ এবং ধন লাভার্থ সেই (বিজয়) নেতা ইন্দ্রের শরণ গ্রহণ করে, কেন না ইন্দ্র দৃষ্টি প্রতিবন্ধক অন্ধকারে আলোক প্রদান করেন(৫)। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

৯। তিনি বাম হস্তদ্বারা হিংসকদিগকে নিবারণ করেন এবং দক্ষিণ হস্তদ্বারা (যজমান) দত্ত (হব্য) গ্রহণ করেন(৬); তিনি স্তোতৃদ্বারা (স্তুত হইয়া) ধন প্রদান করেন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

১০। তিনি সহায় (মরুৎগণের) সহিত ধন দান করেন; তিনি অদ্য সকল মনুষ্য কর্তৃক তাঁহার রথদ্বারা পরিচিত হইতেছেন; তিনি নিজ বল দ্বারা অশংসনীয় শত্রুদিগকে অভিভূত করিয়াছেন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

১১। তিনি অনেকের দ্বারা আহূত হইয়া বন্ধুদিগের (সহিত মিলিত হইয়া) অথবা যাহারা বন্ধু নহে তাহাদিগের লইয়াই সংগ্রামে গমন করেন এবং সেই শরণাগত পুরুষদিগের(৭) ও তাহাদিগের পুত্র ও পৌত্রের জয় সাধন করেন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

১২। তিনি বজ্রধারী, দস্যুহন্তা, ভীম, উগ্র, সহস্রজ্ঞানযুক্ত, বহু স্তুতিভাজন এবং মহৎ; তিনি সোমরসের ন্যায় পঞ্চশ্রেণীর বলদাতা রক্ষক(৮)। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

---

(৫) মূলে "সো অন্ধে চিৎ তমসি জ্যোতি র্বিদৎ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন যে ইন্দ্র দৃষ্টি প্রতিবন্ধক অন্ধকারে অর্থাৎ চিত্তব্যামোহকর সংগ্রামে জ্যোতি অর্থাৎ বিজয়রূপ আলোক প্রদান করেন।

(৬) " Holds spoils seized in battles " বেদার্থযত্ন।

(৭) মূলে "সনাৎ" আছে। "ইন্দ্রং প্রাপ্তবতাং পুরুষাণাং।" সায়ণ।

(৮) মূলে "শবসা পাঞ্চজন্যঃ" আছে অর্থাৎ বলের দ্বারা পঞ্চ শ্রেণীর রক্ষক। সায়ণ। সে পঞ্চশ্রেণি কি? সায়ণ দুইরূপ অর্থ করিয়াছেন যথা "গন্ধর্ব্বা অপ্সরসো দেবা অসুরা রক্ষাংসি পঞ্চজনাঃ।" "নিষাদ পঞ্চমাশ্চত্বারো বর্ণা বা।" এ দুইটীর কোনও অর্থই আমাদিগের সঙ্গত বোধ হয় না। ইন্দ্রকে অসুর ও রাক্ষসদিগের বলদাতা ও রক্ষক বলিবে কেন? এবং চারি বর্ণ সম্বন্ধে, ৭ সূক্তের ৯ ঋকের টীকা দেখ।

১৩। তাঁহার বজ্র অতিশয় শব্দ করে(৯), তিনি শোভনীয় জল দান করেন; তিনি সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্, তিনি গর্জ্জন করেন, তিনি (সদয়) কর্ম্মে রত; ধন ও ধনদান তাঁহাকে সেবা করে। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

১৪। (সকল বলের) পরিমাণস্বরূপ যাঁহার বল উভয় পৃথিবীকে সকল সময়ে সকল দিকে পালন করিতেছে তিনি আমাদিগের যজ্ঞদ্বারা পরিতুষ্ট হইয়া আমাদিগকে (পাপ) হইতে পার করাইয়া দিন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

১৫। দেবগণ বা মনুষ্য বা জলসমূহ যে দেবের বলের অন্ত পায় নাই তিনি নিজ বল দ্বারা পৃথিবী ও আকাশ হইতেও অতিরিক্ত হইয়াছেন। তিনি মরুৎগণের সহিত আমাদিগের রক্ষণে তৎপর হউন।

১৬। দীর্ঘাবয়ব, অলঙ্কারধারী ও আকাশবাসী রোহিতবর্ণ ও শ্যামবর্ণ অশ্বদ্বয় ঋজ্রাশ্ব (নামক রাজর্ষিকে) ধন প্রদানের জন্য অভীষ্ট-দাতা ইন্দ্রের যুক্ত রথ সম্মুখ ভাগে(১০) ধারণ করিয়া হর্ষযুক্ত মনুষ্য(১১) সেনার পরিচিত হইতেছে।

১৭। হে কামবর্ষী ইন্দ্র! বৃষাগিরের পুত্র ঋজ্রাশ্ব, অম্বরীষ, সহদেব ভয়মান ও সুরাধা(১২) তোমার প্রীতিহেতু এই তোমার স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছে।

---

(৯) মূলে আছে "তস্য বজ্র ক্রন্দতি স্মৎ।" কিন্তু সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "তস্য ইন্দ্রস্য বজ্রঃ কুলিশঃ স্মৎ ভৃশং ক্রন্দতি শত্রূন্ আক্রন্দয়তি রোদয়তি ইত্যর্থঃ।"

(১০) মূলে "ধূর্ষু" আছে। "যুগসম্বন্ধিষু বহন প্রদেশেষু।" সায়ণ।

(১১) মূলে "নাহুষীষু বিক্ষু" আছে। শব্দের অর্থ নহুষ সম্বন্ধীয় প্রজা। সায়ণ। "নহুষাঃ" অর্থ "মনুষ্যাঃ" করিয়াছেন এবং "বিক্ষু" অর্থ "সেনা লক্ষণাসু প্রজাসু" করিয়াছেন; অতএব তিনি ঋকের ভাব এইরূপ করিয়াছেন যে অশ্ব যুক্ত হইয়া সংগ্রামে আসিতেছেন, মনুষ্য সৈন্যেরা তাহা দেখিতেছে।

"Inter humanas gentes."—*Rosen.* "Peuple de Nahoucha."—*Langlois.*

"Human hosts."—*Wilson.*

নহুষ সম্বন্ধে ৩১ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ।

(১২) এই সূক্তের ঋষিগণ।

১৮। তিনি, অনেকের দ্বারা আহূত হইয়া এবং গমনশীল (মরুৎগণের) দ্বারা যুক্ত হইয়া পৃথিবী নিবাসী দস্যু ও শিম্যুদিগকে প্রহার করিয়া হননকারী বজ্রদ্বারা বধ করিলেন; পরে আপন শ্বেতবর্ণ মিত্রদিগের সহিত ক্ষেত্র ভাগ করিয়া লইলেন(১৩); শোভনীয় বজ্রযুক্ত ইন্দ্র সূর্য্য এবং জল সমুদায় প্রাপ্ত হইলেন।

১৯। সর্ব্বকালে বর্ত্তমান ইন্দ্র আমাদের পক্ষে হইয়া বলুন, আমরাও অকুটিল গতি বিশিষ্ট হইয়া অন্ন ভোগ করি। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ তাহা পূজিত করুন।

---

১০১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। যিনি ঋজিশ্বন রাজার সহিত কৃষ্ণের(১) গর্ভবতী ভার্য্যাদিগকে হত করিয়াছিলেন সেই হৃষ্ট (ইন্দ্রের) উদ্দেশে অন্নের সহিত স্তুতি অর্পণ কর। আমরা রক্ষণেচ্ছু, সেই অভীষ্টদাতা, দক্ষিণ হস্তে বজ্রধারী ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।

২। যে ইন্দ্র প্রবৃদ্ধ কোপের সহিত বিগতভুজ (বৃত্রকে)(২) হত করিয়াছিলেন, যিনি শম্বরকেও যজ্ঞরহিত পিপ্রুকে বধ করিয়াছিলেন,

---

(১৩) সায়ণ "দস্যু" অর্থ শত্রু, "শিম্যু" অর্থ রাক্ষস, এবং "শ্বেতবর্ণ মিত্র" অর্থ অলঙ্কার দ্বারা দীপ্তাঙ্গ মরুৎগণ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু এই ঋকে প্রাচীন "শ্বেতবর্ণ" আর্য্যদিগের কৃষ্ণবর্ণ "দস্যু" অর্থাৎ ভারতবর্ষের আদিম জাতিদিগের সহিত যুদ্ধের উল্লেখ আছে তাহাতে বোধ হয় কোনও সন্দেহ নাই। সেই আদিম জাতিদিগকে পরাস্ত করিয়া আর্য্যগণ তাহাদিগের ক্ষেত্র কাড়িয়া লইয়া আপনাদিগের মধ্যে ভাগ করিয়া লইয়াছিলেন।

---

(১) কৃষ্ণ নামক এক জন অসুর। ইন্দ্র কৃষ্ণ অসুরকে হনন করিয়া তাহার পুত্র না হয় এই জন্য তাহার গর্ভিণী স্ত্রীদিগকেও হনন করিয়াছিলেন। সায়ণ। আবার কৃষ্ণ নামক একজন ঋষি ছিলেন, সে বিষয়ে ১১৬ সূক্তের ২৩ ঋক ও টীকা দেখ।

(২) মূলে "ব্যংস" আছে। বেদার্থযত্ন বলেন "ব্যংস" একজন অসুরের নাম।

যিনি দুর্দ্ধর্ষ শুষ্ণকে সমূলে বধ করিয়াছিলেন সেই ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।

৩। দ্যাবা পৃথিবী যাঁহার বিপুল বল অনুধাবন করে, বরুণ ও সূর্য্য যাঁহার নিয়মে চলিতেছেন, নদীসমূহ যাঁহার নিয়ম অনুসারে বহিয়া যায়, সেই ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।

৪। যিনি অশ্বসমূহের অধিপতি, যিনি গোপসমূহের অধিপতি, যিনি স্বাধীন যিনি স্তুতি প্রাপ্ত হইয়া(৩) সকল কর্ম্মে স্থির, যিনি অভিষব রহিত দুর্দ্ধর্ষ শত্রুদিগেরও হন্তা, সেই ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।

৫। যিনি গমনশীল ও নিশ্বাস যুক্ত সকল জীবের অধিপতি, যিনি স্তোতৃদিগের(৪) জন্য (পণি দ্বারা অপহৃত) গো সকলের প্রথমে উদ্ধার করিয়াছিলেন, যিনি দস্যুদিগকে নিকৃষ্ট কা[illegible] বধ করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।

৬। যিনি শূরদিগের আহ্বান যোগ্য এবং ভীরুদিগের ও আহ্বান যোগ্য, যাঁহাকে পলায়মান লোক আহ্বান করে এবং বিজয়ী লোক ও আহ্বান করে। যাঁহাকে সকল জীব (নিজ২ কার্য্যে) সম্মুখে স্থাপন করে, সেই ইন্দ্রকে মরুৎগণের সহিত আমাদিগের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।

৭। (সূর্য্যরূপ) আলোকময় ইন্দ্র (সকল ভূতের প্রাণস্বরূপ) রুদ্রদিগকে(৫) গ্রহণ করিয়া উদিত হয়েন, এবং সেই রুদ্রদিগের দ্বারা বাক্য

---

(৩) মূলে "আরিতঃ" আছে। "স্তুতিভিঃ প্রত্যুতঃ প্রাপ্তো ভবতি।" সায়ণ। "আরিতঃপ্রত্যৃতঃ স্তোমান্।" যাস্ক। নিরুক্ত ৫। ১৫।

(৪) মূলে "ব্রহ্মণে" আছে। সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "ব্রাহ্মণ জাতিভ্যঃ অঙ্গিরোভ্যঃ।" কিন্তু "ব্রহ্ম" অর্থ প্রার্থনা বা স্তুতি, অতএব "ব্রহ্মণ" অর্থ স্তোতা। ১০ সূক্তের ১ ঋকের এবং ৭ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(৫) রুদ্রগণ অর্থাৎ রুদ্রপুত্র মরুৎগণ, এবং মরুৎগণ অর্থাৎ বায়ু প্রাণ রূপে সকল ভূতে বর্ত্তমান আছে।

বেগযুক্ত হইয়া বিস্তারিত হয়(৬)। প্রসিদ্ধ ইন্দ্রকে স্তুতিলক্ষণ বাক্য পূর্বা তাঁহাকে মরুৎগণের সহিত আমাদের সখা হইবার জন্য আহ্বান করি।

৮। হে মরুৎযুক্ত ইন্দ্র! তুমি উৎকৃষ্ট গৃহেই হৃষ্ট হও অথবা সামান্য বাসস্থানেই(৭) হৃষ্ট হও, আমাদিগের যজ্ঞ অভিমুখে আগমন-কর। হে সত্যধন! তোমার জন্য উৎসুক হইয়া আমরা হব্য প্রদান করিতেছি।

৯। হে শোভনীয় বলযুক্ত ইন্দ্র! আমরা তোমার জন্য উৎসুক হইয়া সোম অভিষব করিতেছি। তোমাকে স্তুতি দ্বারা পাওয়া যায়(৮), আমরা তোমার উদ্দেশে হব্য প্রদান করিতেছি। হে অশ্বযুক্ত ইন্দ্র! মরুৎগণের সহিত দলবদ্ধ হইয়া এই যজ্ঞে কুশের উপর (বসিয়া) হৃষ্ট হও।

১০। হে ইন্দ্র! তোমার অশ্বগণের সহিত হৃষ্ট হও, তোমার শিপ্র দুইটী খুল, (সোম পানে) তোমার জিহ্বা ও উপজিহ্বা খুল(৯)। হে সুশিপ্র! তোমাকে [illegible]গণ এখানে আনয়ন করুক, তুমি আমাদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়া আমাদিগের হব্য গ্রহণ কর।

১১। যাঁহা[illegible] স্তোত্র মরুৎগণের সহিত এক, সেই শত্রুহন্তা ইন্দ্রদ্বারা রক্ষিত হইয়া যেন আমরা তাঁহার নিকট হইতে অন্ন প্রাপ্ত হই। মিত্র বরুণ অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের সেই অন্ন পূজিত করুন।

---

(৬) মরুৎগণ অর্থাৎ বায়ু শব্দমাত্রকেই বিস্তারিত করে।

(৭) মূলে "পরমেসধস্থে যদ্বা অবমে বৃজনে" আছে। "পরমে উৎকৃষ্টে সধস্থে সহস্থানে গৃহে।" "অবমে অর্বাচীনে।" "বৃজনং গৃহং।" সায়ণ।

(৮) মূলে "ব্রহ্ম বাহঃ" শব্দ আছে। "ব্রহ্মণা মন্ত্ররূপেণ স্তোত্রেণ উহ্যমান প্রাপ্যমানেন্দ্র।" সায়ণ।

(৯) মূলে "বিষ্যস্ব শিপ্রে বিসৃজস্ব ধেনে" আছে। "Open thy jaws, set wide thy throat."—*Wilson*. "ধেনে পান সাধনভূতে জিহ্বোপজিহ্বিকে।" সায়ণ।

১০২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। তুমি মহৎ, আমি তোমার উদ্দেশে এই মহতী স্তুতি সম্পাদন করিতেছি, কেন না তোমার অনুগ্রহ আমার স্তুতির উপর নির্ভর করে। ঋত্বিক্‌গণ(১) সমৃদ্ধি ও ধনলাভার্থ সেই শত্রুবিজয়ী ইন্দ্রকে স্তুতিবল দ্বারা হৃষ্ট করিয়াছেন।

২। সপ্ত নদী তাঁহার যশ ধারণ করিতেছে, আকাশ ও পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ(২) তাঁহার দর্শনীয় বপু ধারণ করিতেছে, হে ইন্দ্র! সূর্য্য ও চন্দ্র আমাদিগের সম্মুখে আলোক বিতরণার্থ এবং আমাদিগের বিশ্বাস উৎপাদনার্থ(৩) পুনঃ পুনঃ একের পর অন্য বি[illegible]শ করিতেছে।

৩। হে মঘবন্! হে ইন্দ্র! আমরা তো[illegible] তোমাকে বহু স্তুতি করি। তোমার যে জয়শীল রথ শত্রু[illegible] দেখিয়া আমরা হৃষ্ট হই সেই রথ আমাদিগের ধনলাভার্থ [illegible] হে মঘবন্, আমরা তোমাকে কামনা করি, আমাদিগকে সুখ প্রদান ক[illegible]।

৪। তোমাকে সহায় পাইয়া আমরা অবরোধক[illegible] শত্রুদিগকে পরাস্ত করিব, সংগ্রামে আমাদিগের অংশ রক্ষা কর, হে ইন্দ্র! সহজে ধন পাই রূপ করিয়া দাও হে মঘবন্, শত্রুদিগের বীর্য্য ভাঙ্গিয়া দাও।

৫। হে ধনাধিপতি! এই যে যাহারা রক্ষণের জন্য তোমার স্তুতি করিতেছে ও তোমাকে আহ্বান করিতেছে, ইহারা নানা প্রকার। [illegible] সকল লোকের মধ্যে) আমাদিগকেই ধন দিবার জন্য রথে আরোহণ কর; হে ইন্দ্র! তোমার মন ব্যাকুলতা রহিত এবং জয়শীল।

(১) মূলে "মেধিরাঃ" আছে সায়ন তাহার অর্থ করিয়াছেন "দীপ্যন্তঃ ঋত্বিজঃ।"

(২) মূলে "দ্যাবাক্ষামা পৃথিবী আছে।" সায়ন "দ্যাবাক্ষামা" অর্থ আকাশ পৃথিবী করিয়াছেন; এবং "পৃথিবী" অর্থ অন্তরীক্ষ করিয়াছেন।

(৩) "চক্ষুষা দৃষ্টে হি বস্তুনীদং সত্যং ইতিশ্রদ্ধা উৎপদ্যতে।" সায়ন।

"That we may see and have faith in what we see."—*Wilson.*

৬। তোমার বাহুদ্বয় গো জয় করিয়াছে; তোমার জ্ঞান অপরিমিত তুমি শ্রেষ্ঠ, এবং কর্ম্মে কর্ম্মে শত রক্ষণকার্য্য সম্পন্ন কর। ইন্দ্র যুদ্ধক স্বতন্ত্র, এবং (সকল প্রাণীর) বলের পরিমাণস্বরূপ; এই জন্যই ধ লাভার্থী লোকে তাঁহাকে বিবিধ প্রকারে আহ্বান করে।

৭। হে মঘবন্! তুমি মনুষ্যদিগকে যে অন্ন প্রদান কর তাহা শ হইতেও অধিক, অথবা তাহা হইতেও অধিক, অথবা সহস্র হইতেও অধিক তুমি পরিমাণরহিত, আমাদিগের স্তুতি বাক্য তোমাকে প্রীত করিয়াছে হে পুরন্দর, তুমি শত্রুদিগকে হনন করিয়াছ।

৮। হে নরপালক! তুমি ত্রিগুণিত রজ্জুর ন্যায় (সকল প্রাণী বলের পরিমাণস্বরূপ; তুমি তিন লোকে তিন প্রকার তেজ(৫) এবং এই বিশ ভুবন বহন করিতে অতিশয় সক্ষম, কেননা হে ইন্দ্র! তুমি বহু কা হইতে, জন্ম অবধি শত্রু রহিত।

৯। তুমি দেবগণের মধ্যে প্রথম, তুমি সংগ্রামে শত্রুবিজয়ী, আমর তোমাকে আহ্বান করিতেছি। সেই ইন্দ্র আমাদিগের যুদ্ধযোগ তেজযুক্ত এবং বিভেদক[illegible] রথকে সংগ্রামে (অন্য রথের) পুরোবর্ত্ত করিয়া দিন।

১০। তুমি জয় [illegible] কর, এবং (বিজিত) ধন অবরুদ্ধ করিয়া রাখনা হে মঘবন্! তুমি উগ্র, ক্ষুদ্র যুদ্ধে এবং মহৎ যুদ্ধেও আমরা রক্ষণার্থ তোমাকে স্তোত্র দ্বারা তীক্ষ্ণ করি; অতএব হে ইন্দ্র! আমাদিগকে যুদ্ধের আহ্বান সমূহে উত্তেজিত কর।

১১। সর্ব্বকালে বর্ত্তমান ইন্দ্র আমাদের পক্ষ হইয়া বলুন, আমরাও অকুটিল গতি বিশিষ্ট হইয়া অন্নভোগ করি। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ তাহা পূজিত করুন।

---

(৪) মূলে "ত্রিবিষ্টি ধাতু" আছে। "ধাতু শব্দ রজ্জুভাগ বচনঃ। যথা ত্রিধাতু শব্দধাতু বা অন্দুং কস্যোক্তিঃ। যথা ত্রিবিষ্ট ত্রিগুণিতা রজ্জুর্দৃঢ়তমা। এবং ইন্দ্রোহপি দৃঢ় ইত্যর্থঃ।" সায়ণ। "The threefold architype of power." —মোক্ষমূলর।

(৫) আকাশে সূর্য্য, অন্তরীক্ষে বিদ্যুৎ এবং পৃথিবীতে অগ্নি। সায়ণ।

(৬) পুরু শব্দ উহ্য করিয়া এই বিশেষণগুলি তাহার সম্বন্ধে খাটাইয়া সায়ণ দ্বিতীয় একটী অর্থ দিয়াছেন।

১০৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! পুরাকালে মেধাবীগণ তোমার এই প্রসিদ্ধ পরম বল(১) সাক্ষাৎ(২) ধারণ করিয়াছে। তাঁহার (অগ্নিরূপ) এক জ্যোতি পৃথিবীতে, অন্যটি (সূর্য্য) আকাশে; যুদ্ধে যেরূপ (উভয়পক্ষের) ধ্বজ মিলিত হয় সেই রূপ (উক্ত উভয় জ্যোতি) পরস্পরে সংযুক্ত আছে(৩)।

২। ইন্দ্র পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন এবং বিস্তৃত করিয়াছেন; বজ্র দ্বারা (বৃত্রকে) হত করিয়া বৃষ্টি জল বাহির করিয়াছেন; অহিকে হত করিয়াছেন; রৌহিণকে বিদারিত করিয়াছেন(৪); মঘবান্ স্বকীয় কার্য্যদ্বারা বিগত ভুজ (বৃত্রকে) হত করিয়াছেন।

৩। তিনি বজ্ররূপ অস্ত্র লইয়া, বীর্য্যকার্য্যে উৎসাহ পূর্ণ হইয়া, দস্যুদিগের নগরসমূহ(৫) বিনাশ করিয়া বিচরণ করিয়াছিলেন।

---

(১) মূলে "ইন্দ্রিয়ং" আছে। অর্থ "বলং।" সায়ণ।

(২) মূলে "পরাচৈঃ" আছে। তাহার অর্থ "পরাঙ্মুখং" অথবা "পরাগমনৈর্যুক্তং" অথবা "অভিমুখং।" সায়ণ।

"Contra ipsorum inimicos directo robore tuo."—*Rosen.*

"Redoutable pour tes ennemis."—*Langlois.*

"As if it were present with them."—*Wilson.*

"প্রসিদ্ধ উৎকৃষ্ট বলকে অভিমুখে ধারণ করিতেন।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

(৩) রাত্রিতে সূর্য্য অগ্নির সহিত সংযুক্ত হয়, দিনে অগ্নি সূর্য্যের সহিত সংযুক্ত হয়। সায়ণ।

(৪) বৃত্র বা অহি মেঘের নাম। "অহিং অন্তরীক্ষে বর্ত্তমানং মেঘং।" সায়ণ। রৌহিণ কি?

"In all likelihood something of the sort,—a purple or red cloud."—*Wilson.*

(৫) মূলে "দাসীঃ পুরঃ" আছে। "দাসীর্দস্যুসম্বন্ধীনি পুরঃ পুরাণি।" সায়ণ।

হে বজ্রধারিন্ (আমাদিগের স্তুতি) অবগত হইয়া দস্যুর প্রতি অস্ত্র (নিক্ষেপ কর); হে ইন্দ্র! আর্য্যগণের বল ও যশ বর্দ্ধন কর(৬)।

৪। বজ্রবান এবং শত্রু বিনাশী ইন্দ্র, দস্যু বিনাশের জন্য নির্গত হইয়া যে বল যশের নিমিত্ত ধারণ করিয়াছিলেন, কীর্ত্তনযোগ্য সেই (বল) ধারণ করিয়া মঘবান্ ইন্দ্র, স্তুতিকারী যজমানের নিমিত্ত মনুষ্যগণের যুগ সকল সূর্য্যরূপে সম্পাদন করেন(৭)।

৫। তাঁহার এই প্রবৃদ্ধ ও বিস্তীর্ণ (বীর্য্য) অবলোকন কর; তাঁহার বীর্য্যে শ্রদ্ধা কর। তিনি গো এবং অশ্ব লাভ করিয়াছেন, তিনি ঔষধি (অর্থাৎ শস্য) সমূহ, ও জল সমূহ, এবং বনসমূহ(৮) লাভ করিয়াছেন।

৬। ভূরিকর্ম্মা, (দেব) শ্রেষ্ঠ, অভীষ্টদাতা, সত্যবল, ইন্দ্রের উদ্দেশে আমরা সোম অভিষব করি; পথনিরোধক চৌর যেরূপ (পথিকের নিকট হইতে ধন কাড়িয়া লয়) শূর ইন্দ্র সেইরূপ (ধনের) আদর করিয়া যজ্ঞবিহীন লোকদিগের নিকট হইতে সেই ধন ভাগ করিয়া লইয়া (যজ্ঞপরায়ণদিগের নিকট তাহা দান করিতে) গমন করেন।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি সেই প্রখ্যাত বীর কর্ম্ম করিয়াছিলে, যে নিদ্রিত অহিকে বজ্রদ্বারা জাগরিত করিয়াছিলে। তখন (দেব) পত্নীগণ তোমাকে হৃষ্ট দেখিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন, এবং গমনশীল মরুৎগণ(৯) এবং সকল দেবগণ তোমাকে হৃষ্ট দেখিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন।

---

(৬) ঋকে দস্যু ও আর্য্য উভয় শব্দেরই ব্যবহার আছে।

(৭) এই ঋকের অর্থ পরিষ্কার নহে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন যে ইন্দ্রই সূর্য্যরূপে মনুষ্যের জন্য যুগ সকল সৃষ্টি করিতেছেন।

(৮) মূলে "বনানি" আছে, কিন্তু সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "বননীয়ানি সংভজনীয়ানি ধনানি।" সায়ণ গো ও অশ্ব অর্থ পণিদিগের অপহৃত গো ও অশ্ব করিয়াছেন। এবং জল সমূহ অর্থ বৃত্র দ্বারা অপহৃত বৃষ্টিজল করিয়াছেন। কিন্তু ইন্দ্র আর্য্যদিগকে গো, অশ্ব, শস্য, জল বা নদী ও অরণ্য দিয়াছেন এইরূপ সহজ অর্থ করিলে অসঙ্গত হয় না।

(৯) মূলে "বয়ঃ" আছে। "গমনশীলা মরুতঃ।" সায়ণ।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি শুষ্ণ, পিপ্রু, কুযব ও বৃত্রকে বধ করিয়াছ এবং শম্বরের নগর সমুদয় বিনাশ করিয়াছ, অতএব মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের (প্রার্থিতবস্তু) পূজিত করুন।

---

১০৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তোমার বসিবার জন্য যে বেদি প্রস্তুত হইয়াছে, শব্দায়মান অশ্বের ন্যায় তথায় উপবেশন কর। অশ্ববন্ধন রশ্মিবিমোচন করিয়া অশ্বদিগকে মুক্ত করিয়া দাও, সে অশ্ব (যজ্ঞকাল) সমাগত হইলে(১) দিবা রাত্রি তোমাকে বহন করে।

২। এই মনুষ্যেরা রক্ষণের জন্য ইন্দ্রের নিকট আসিয়াছে, তিনি শীঘ্র, সদ্যই তাহাদিগকে (অনুষ্ঠান) মার্গে গমন করিতে দিন। দেবগণ দস্যুর(২) ক্রোধ বিনাশ করুন এবং আমাদিগের সুখসাধনরূপ যজ্ঞে অনিষ্ট নিবারক(৩) (ইন্দ্রকে) আনয়ন করুন।

৩। কুযব(৪) (পরের) ধন জানিতে পারিয়া স্বয়ং অপহরণ করে, জলে বর্ত্তমান থাকিয়া স্বয়ং ফেন (যুক্ত জল) অপহরণ করে, কুযবের দুই ভার্য্যা সেই জলে স্নান করে, তাহারা যেন শিফানদীর গভীর নিম্নভাগে হত হয়।

---

(১) মূলে কেবল "প্রপিত্বে" আছে। "প্রপিত্বে প্রাপ্তে অতীকে অভ্যক্তে।" যাস্ক। নিরুক্ত। ৩। ২০ "যাগকালে প্রাপ্তে।" সায়ণ।

(২) "মূলে দাসস্য" আছে।

(৩) মূলে "বর্ণং" আছে। "অনিষ্ট নিবারকং ইন্দ্রং।" সায়ণ।
"Bring additions to our race for our happiness."—বেদার্থযত্ন।

(৪) "কুযব নামাসুরঃ।" সায়ণ। সায়ণ এই অসুর সম্বন্ধে আর কোন বৃত্তান্ত লিখেন নাই। পরের দুইটি ঋক্ হইতে বোধ হয়, কুযব নামে কোন প্রসিদ্ধ আদিম জাতীয় যোদ্ধা আর্য্যদিগের প্রতি অনেক উপদ্রব করিয়াছিল।

৪। অশু(৫) জল মধ্যে অবস্থান করে এবং তাহার বাসস্থান জ্ঞাত হ[ইয়া] সেই শুষ্ণ পূর্ব অপহৃত জলের সহিত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় এবং বিনাশ করে। অঞ্জসী, কুলিশী, ও বীরপত্নী নদীত্রয়(৬) স্বকীয় জল দ্বারা তাহাকে প্রী[ত] করিয়া জল দ্বারা তাহাকে ধারণ করে।

৫। বৎসপ্রিয় গরু যেরূপ গোষ্ঠের পথ জানে আমরা সেই র[ূপ] সেই অসুরের গৃহের দিকে যে পথ গিয়াছে তাহা আমরা দেখিয়াছি। [হে] মঘবন্‌! সেই অসুরের পুনঃ২ কৃত উপদ্রব হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। কামুক(৭) (যেরূপ ধনত্যাগ করে) আমাদিগকে সেইরূপ পরিত্যা[গ] করিও না।

৬। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে সূর্য্যের প্রতি ও জলসমূহের প্র[তি] ভক্তিপূর্ণ কর, যাঁহারা পাপশূন্য তার জন্য জীব মাত্রের প্রশংসনীয় তাঁহা[-] দিগের প্রতি ভক্তিপূর্ণ কর। গর্ভস্থিত আমাদিগের সন্ততিকে হিংস[া] করিও না, আমরা তোমার মহৎ বল শ্রদ্ধা করি।

৭। তোমাকে আমি মনের সহিত জানি, তোমার সেই (বলে) আমরা শ্রদ্ধা স্থাপন করিয়াছি। তুমি অভীষ্টদাতা, আমাদিগকে মহ[ৎ] ধন প্রদান কর। হে ইন্দ্র! তুমি বহু লোকদ্বারা আহূত, তুমি আমাদিগকে ধন শূন্য গৃহে রাখিও না, বুভুক্ষিতদিগকে অন্ন ও পানীয় দান কর।

৮। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে বধ করিও না, আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না, আমাদিগের প্রিয় আহার উপভোগাদি(৮) কাড়িয়া লইও না হে মঘবন্‌ শক্র! গর্ভস্থিত আমাদিগের অপত্য(৯) দিগকে নষ্ট করিও না,

(৫) "অশু" অর্থ কি? পরের উপদ্রবার্থ ইতস্তত গমনশীল কুযব। সায়ণ।

(৬) শিফা, অঞ্জসী, কুলিশী ও বীরপত্নী এ নদীগুলি কোথায়?

(৭) মূলে "মযেব জিৎপানী" আছে। "জিৎপানী স্ত্রী কামো ভবতি বিনির্গতপসাঃ। পসঃ দশতে স্পৃশতি কর্ম্মণঃ" যাস্ক। নিরুক্ত ৫। ১৬ "বিনির্গতপসো বিনির্গত শেপো যথেচ্ছাচারী কামী পতি মযেব।" সায়ণ।

(৮) মূলে "ভোজনানি" আছে। "উপভোগ্যানি ধনানি।" সায়ণ।

(৯) মূলে "আণ্ডা" আছে। "অণ্ডসদৃশানি গর্ভরূপেণ স্থিতানি অপত্যানি।" সায়ণ।

যাহারা জানুদ্বারা জলে এরূপ গমনসমর্থ পাত্রবিশেষকে(১০) নষ্ট করিও না।

৯। আমাদিগের অভিমুখে আইস, লোকে তোমাকে সোমপ্রিয় কহিয়াছেন, এই সোম অভিষুত হইয়াছে, ইহা পান করিয়া হৃষ্ট হও। বিস্তীর্ণাবয়ব হইয়া জঠরে সোমরস বর্ষণ কর; পিতা যেরূপ (পুত্রের বাক্য শুনে), আমাদিগের দ্বারা আহূত হইয়া সেইরূপ আমাদিগের বাক্য শ্রবণ কর।

---

১০৫ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। আপ্ত্যত্রিত অথবা তাঁহার জন্য অঙ্গিরার পুত্র কুৎস এই সূক্তের ঋষি।

১। উদকময় অন্তরীক্ষে বর্তমান(১) চন্দ্র সুন্দর কিরণের সহিত আকাশে ধাবমান হইতেছে; হে সুবর্ণনেমি রশ্মিগণ, (আমার ইন্দ্রিয়গণ) তোমার পদ জানে না(২)। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (স্তোত্র) অবগত হও।

২। যাহারা অর্থ অনুসন্ধান করে তাহারা নিশ্চয়ই অর্থ পায়; জায়া পতিকে নিকটে পায়, তাহারা সহবাস করে ও গর্ভ হইতে সন্তান

---

(১০) মূলে "পাত্রা সহজানুষাণি" আছে। সায়ণ "পাত্রা" অর্থ করিয়াছেন "পততি গচ্ছন্তি গমন সমর্থানি যানিতানি অপত্যানি," এবং "সহজানুষাণি" অর্থ করিয়াছেন "জানুভ্যাং যানি ভূমিং খনন্তি, গচ্ছন্তি।" Langlois "পাত্র" শব্দের অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন যথা, ces vases (de nos affections).

---

(১) মূলে "অপ্সু অন্তরা" আছে। "উদকময়ে মণ্ডলে অন্তর্মধ্যে বর্তমানঃ।" সায়ণ।

(২) সায়ণ ইহার অর্থ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন যে ত্রিত কূপে পতিত হইয়া বলিতেছেন "আমার ইন্দ্রিয় সকল কূপে আবৃত হওয়ায় তোমাকে পায় না। ইহা উচিত নহে, অতএব আমাকে কূপ হইতে উদ্ধার কর।" ৫২ সূক্তের ৫ ঋকের টীকায় ত্রিতের কূপে পতন সম্বন্ধে গল্প দেখ।

উৎপন্ন হয়(৩)। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (দুঃখ) অবগত হও(৪)।

৩। হে দেবগণ! স্বর্গস্থ (আমার পূর্ব্ব পুরুষগণ) যেন স্বর্গচ্যুত না হয়(৫), আমরা যেন কদাচন সোম (পায়ী পিতৃগণের) সুখ হেতু (পুত্র হইতে নৈরাশ প্রাপ্ত না হই। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও(৫)।

৪। দেবগণের প্রথম যজ্ঞার্হ (অগ্নিকে) আমি যাচ্ঞা করিতেছি, তিনি দূতরূপে আমার যাচ্ঞা দেবগণকে জানাইবেন। (হে অগ্নি!) তোমার পূর্ব্বের সে বদান্যতা কোথায় গিয়াছে? নূতন কোন পুরুষ তাহা এক্ষণে ধারণ করেন। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।

৫। সূর্য্যদীপ্ত তিন লোকে এই যে সকল দেব বাস করেন, (হে দেবগণ); তোমাদের সত্য কোথায় অসত্যই বা কোথায়, তোমাদের সম্বন্ধীয় পুরাতন আহুতি কোথায়? হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।

৬। তোমাদের সত্য পালন কোথায়? বরুণের (অনুগ্রহ) দৃষ্টি কোথায়? মহৎ অর্যমার সে পথ কোথায়? যদ্দ্বারা আমরা পাপমতিদিগকে

(৩) মূলে "তুংজাতে বৃষ্ণ্যং পয়ঃ পরিদায় রসং দুহে" আছে। "জায়াপতী বৃষ্ণ্যং বীর্য্য রূপং পয় উদকং তুংজাতে প্রজননায় অন্যোন্য সংঘট্টনেন প্রেরয়তঃ। তদনন্তরং রসং পুরুষস্য সার ভূতং বীর্য্যং পরিদায় গর্ভাশয়েনাদায় গর্ভরূপেণ স্ত্রী দুহে দুগ্ধে। পুত্ররূপেণ জনয়তি।" সায়ণ।

(৪) অর্থাৎ আমি অর্থ পাইনা, আমার স্ত্রী আমাকে নিকটে পায়না, আমার পুত্র জন্মায় না, এই দুঃখ। সায়ণ।

(৫) সায়ণের ব্যাখ্যা অনুসারে অর্থ উপরে দেওয়া গেল। পুত্র না হইলে স্বর্গলোক পাওয়া যায় না, ত্রিতের পুত্র না হইলে তাঁহার পিতৃগণ স্বর্গচ্যুত হইবে, ত্রিত এই রূপ আশঙ্কা করিতেছেন, সায়ণের এই প্রকার অর্থ। কিন্তু ঋকে পূর্ব্ব পুরুষ বা পিতৃগণ বা পুত্রসূচক কোন শব্দই নাই, এগুলি সায়ণ উহ্য করিয়া লইয়াছেন। বেদার্থযত্ন অন্য রূপ অর্থ করিয়াছেন, যথা "Never, O gods, may this resplendent sun fall down from heaven, never may we be without the adorable and blissful (god the sun)."

অতিক্রম করিতে পারি? হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।

৭। পূর্ব্বে সোম অভিষুত হইলে যে কতকগুলি (স্তোত্র) উচ্চারণ করিতে আমি সেই। তৃষার্ত্ত মৃগকে ব্যাঘ্র যেরূপ ভক্ষণ করে, দুঃখ সেইরূপ আমাকে ভক্ষণ করিতেছে। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয় অবগত হও।

৮। সপত্নীদ্বয় (স্বামীর উভয় পার্শ্বে থাকিয়া) যেরূপ তাহাকে সন্তাপ দেয়, এই পার্শ্বস্থ (কূপের ভিত্তি সকল) আমাকে সেইরূপ সন্তাপ দিতেছে। মূষিক যেরূপ সূত্র(৬) দংশন করে, হে শতক্রতো! আমি তোমার স্তোতা, দুঃখ আমাকে সেই রূপ দং[illegible]ন করিতেছে, হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।

৯। এই যে (সূর্য্যের) সপ্ত রশ্মি আছে তাহাতে আমার নাভি সম্বন্ধ রহিয়াছে(৭) আপ্ত্য ত্রিত তাহা জানে এ[illegible]ং (কূপ হইতে) নির্গত হইবার জন্য (সেইরশ্মি সমূহকে) স্তুতি করিতেছে[illegible] হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।

১০। এই যে পঞ্চ অভীষ্টদাতা বিস্তীর্ণ আকা[illegible]ছেন(৮) তাঁহারা, আমার এই প্রশংসনীয় স্তোত্র শীঘ্র দেবগণের নিক[illegible] গিয়া প্রত্যাবর্ত্তন করুন। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বি[illegible]) অবগত হও।

---

(৬) তন্তুবায়ের সূত্র গুলিতে ভাতের মাড় দেওয়া থাকে বলিয়া ইন্দুরেরা তাহা ভক্ষণ করিতে ভাল বাসে। সায়ণ এই ঋকের আরও এক প্রকার অর্থ করিয়াছেন তিনি বলেন ইন্দুরেরা যেমন লেজ ভক্ষণ করে অর্থাৎ ঘৃতাদির পাত্রে লেজ পুরিয়া দিয়া পরে তাহা ভক্ষণ করে।

(৭) সপ্ত প্রাণ রূপ সূর্য্যের সপ্ত রশ্মিতে আত্মা বর্ত্তমান আছে, অতএব নাভির সহিত সম্বন্ধ। সায়ণ। Rosen এবং Langlois নাভি অর্থ বাসস্থান করিয়াছেন, "Hi qui septem solis radii sunt, inter illios meum domicilium collocatum est."—*Rosen.*

"Ma demeure est l'endroit méme où brillent les sept rayons lumineux."—*Langlois.*

(৮) ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, অর্য্যমা ও সবিতা। অথবা অগ্নি, বায়ু, সূর্য্য চন্দ্র ও বিদ্যুৎ অথবা পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু, আকাশে সূর্য্য নক্ষত্র, জলেতে চন্দ্র, মেঘে বিদ্যুৎ। তৈত্তিরীয় অনুসারে পৃথিবীতে অগ্নি, অন্তরীক্ষে বায়ু, আকাশে সূর্য্য দিকে চন্দ্র এবং স্বর্গে নক্ষত্র। সায়ণ।

১১। সূর্য্যরশ্মিসমূহ সর্ব্বব্যাপী আকাশে আছে; বৃক অগ্নি মহৎ জ রাশি পার হইবার সময় পথে সূর্য্যরশ্মিসমূহ তাহাকে নিবারণ করে(৯) হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।

১২। হে দেবগণ! সেই নব্য প্রশংসনীয় ও সুবাচ্য (বল) (তোম দিগের মধ্যে) নিহিত আছে; তদ্দ্বারা বহনশীল নদীগণ সর্ব্বদাই জ চালনা করিতেছে এবং সূর্য্য তাঁহার সর্ব্বদা বিদ্যমান (আলোক) বিস্তা করিতেছেন। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।

১৩। হে অগ্নি! দেবগণের সহিত তোমার সেই বন্ধুত্ব প্রশংসনীয় তুমি অতিশয় বিদ্বান্, মনুর যজ্ঞের ন্যায় আমাদিগের যজ্ঞে উপবেশ করিয়া দেবগণের যজ্ঞ কর। হে দ্যাবা ও পৃথিবী! আমার এই (বিষয় অবগত হও।

১৪। মনুর যজ্ঞের ন্যায় আমাদিগের যজ্ঞে উপবেশন করিয়া দেব গণের আহ্বানকারী, অতিশয় বিদ্বান্ এবং দেবগণের মধ্যে মেধাবী অগ্নিদেব দেবগণকে আমাদিগের হব্যের অভিমুখে শাস্ত্রানুসারে প্রের করুন। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই (বিষয়) অবগত হও।

১৫। [illegible] কার্য্য সম্পাদন করেন(১০), সেই পথদর্শকে নিকট আমরা যাচ্ঞা করি। স্তোতা হৃদয়ের সহিত তাঁহার উদ্দে মননীয় স্তুতি প্রচার করিতেছে, সেই স্তুতি ভাজন বরুণ আমাদিগের সত্য স্বরূপ হউন। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই বিষয় অবগত হও।

১৬। এই যে সূর্য্য আকাশে সর্ব্বনিদ্ধ পথস্বরূপ হইয়াছে(১১) হে দেবগণ! তোমরা তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পার না; হে মনুষ্যগণ

(৯) ত্রিত কূপে পড়িবার পূর্ব্বে তাহাকে দেখিয়া একটী অরণ্য কুকুর (বৃক তাহাকে খাইবার জন্য বড় নদী পার হইয়া আসিতেছিল; কিন্তু পথে সূর্য্য রশ্মি দেখিয়া এখন অবসর নয় ভাবিয়া নিবৃত্ত হইল। সায়ণ। কিন্তু যাস্ক বলেন জ (আপ) অর্থে অন্তরীক্ষ, বৃক অর্থাৎ চন্দ্র সেই অন্তরীক্ষ পার হইয়া আইসে, কিন্তু সূ কিরণ সেই চন্দ্রকে নিবারণ (বিলুপ্ত) করে।

(১০) মূলে "ব্রহ্মা কৃণোতি" আছে। "ব্রহ্ম পরিবৃঢ়ং তত্তৎকর্ম্মরূপং ক কৃণোতি করোতি।" সায়ণ।

(১১) মূলে "পন্থাঃ" আছে। "পন্থাঃ সততং গামী। যদ্বা ব্রহ্মলোক গমনদ্বারং উপাসকানাং মার্গভূতঃ।" সায়ণ। সূর্য্য প্রত্যহ আকাশ দিয়া গমন করিয়া যেন একটী পথ করিয়াছেন, এই বোধ হয় ঋকের সহজ অর্থ।

তোমরা তাঁহাকে জান না। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই বিষয় অবগত হও।

১৭। ত্রিত কূপে পতিত হইয়া রক্ষার জন্য দেবগণকে আহ্বান করিতেছে; বৃহস্পতি(১২) তাহাকে পাপ (রূপ কূপ) হইতে উদ্ধার করিয়া তাহার আহ্বান শ্রবণ করিয়া ছিলেন। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এই বিষয় অবগত হও।

১৮। অরুণবর্ণ ব্যাঘ্র একবার আমাকে পথে গমন করিতে দেখিয়া-ছিল(১৩); সূত্রধার(১৪) (নিজ কর্ম্ম করিতেং) পৃষ্ঠ দেশে বেদনা হইলে যে রূপ (উঠিয়া দাঁড়ায়), ব্যাঘ্র সেই রূপ আমাকে দেখিয়া উদ্গত হইয়াছিল। হে দ্যাবা পৃথিবী! আমার এ (বিষয়) অবগত হও।

১৯। এই ঘোষণযোগ্য স্তোত্রদ্বারা ইন্দ্রকে পাইয়া আমরা সকলে বীরদিগের সহিত মিলিত হইয়া(১৫) সংগ্রামে শত্রুদিগকে পরাস্ত করিব। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের এই প্রার্থনা পূজিত করুন।

---

(১২) "বৃহস্পতি বৃহতাং মহতাং দেবানাং ব্রহ্মণ [illegible] সংজ্ঞো দেবঃ।" সায়ণ। বৃহস্পতি সম্বন্ধে ১৮ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(১৩) মূলে এই আছে "অরুণো মাসকৃৎ বৃকঃ পথা যন্তং দদর্শহি।" সায়ণের ব্যাখ্যা অনুসারে অর্থ উপরে দেওয়া হইল। তিনি "মাসকৃৎ" অর্থ "আমাকে এক বার" করিয়াছেন। যাস্ক মাসকৃৎ অর্থে "মাসানাং কর্ত্তা" করিয়াছেন এবং "বৃক" অর্থ "বিবৃত জ্যোতিষ্ক" চন্দ্র করিয়াছেন। অতএব তিনি এইরূপ অর্থ করিয়াছেন "অরুণ বর্ণ অর্দ্ধ মাসের কর্ত্তা চন্দ্র নক্ষত্রগণকে পথে যাইতে দেখিয়াছিলেন।" ইত্যাদি নিরুক্ত ৫। ২০

(১৪) মূলে "তষ্টা" আছে। "বর্দ্ধকিঃ।" সায়ণ।

(১৫) মূলে "সর্ব্ববীরাঃ" আছে। "সর্ব্বৈর্বীরৈঃ পুত্রৈঃ পৌত্রাদিভিশ্চ উপেতাঃ।" সায়ণ।

১০৬ সূক্ত।

সকল দেবগণ দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস অথবা আপ্ত্য ত্রিত ঋষি।

১। আমরা রক্ষার জন্য ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ, অগ্নি, এবং মরুৎগণও অদিতিকে আহ্বান করি। লোকে দুর্গম পথ হইতে যে রূপ রথকে উদ্ধার করিয়া আনে, সেইরূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন।

২। হে আদিত্যগণ, তোমরা যুদ্ধে(১) আমাদিগের সাহায্যার্থ আগমন কর এবং যুদ্ধে(২) আমাদিগের জয়ের কারণ হও। লোকে দুর্গম পথ হইতে যে রূপ রথকে উদ্ধার করিয়া আনে, সেই রূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন।

৩। যাঁহাদিগের স্তুতি সুখসাধ্য সেই পিতৃগণ(৩) আমাদিগকে রক্ষা করুন, এবং দেবগণের পিতা মাতাস্বরূপ যজ্ঞবর্দ্ধয়িত্রী দ্যাবা পৃথিবী আমাদিগকে রক্ষা করুন। লোকে দুর্গম পথ হইতে যেরূপ রথকে উদ্ধার করিয়া আনে সেইরূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন।

৪। মনুষ্যের প্রশংসনীয়(৪) অন্নবান্ (অগ্নিকে) প্রজ্বলিত করিয়া একণে স্তুতি করি; বীর বিজয়ী পূষার নিকট সুখকর স্তোত্র দ্বারা যাচ্ঞা করি। লোকে দুর্গম পথ হইতে যেরূপ রথকে উদ্ধার করিয়া আনে সেইরূপ

(১) মূলে "সর্ব্বতাতয়ে" আছে। "সর্ব্বৈ বীরপুরুষৈস্ততায় বিস্তারিতায় যুদ্ধায়।" সায়ণ। "সর্ব্বৈ সুখায় সর্ব্বমপি অভিলষিতং অস্মভ্যং দাতুং।" বেদার্থযত্ন।

(২) মূলে "বৃত্র তূর্য্যেষু" আছে। "সংগ্রামেষু।" সায়ণ।

(৩) মূলে "পিতরঃ" আছে। অর্থ "অগ্নিষ্বাত্তাদয়ঃ।" সায়ণ। অগ্নিষ্বাত্তাগণ মরীচির সন্তান এবং দেবগণের পিতৃ। মনুসংহিতা ৩। ১৯৫।

(৪) মূলে "নরাশংসং" আছে। ১৩ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ।

দানশীল ও বাসগৃহ দাতা দেবগণ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন।

৫। হে বৃহস্পতি! আমাদিগকে সর্ব্বদা সুখ প্রদান কর; মনুষ্যদিগের উপকারী যে রোগের উপশম ও ভয়ের দূরী করণ (ক্ষমতা) তোমাতে স্থাপিত হইয়াছে(৫) তাহাও যাচ্ঞা করি। লোকে দুর্গম পথ হইতে যেরূপ রথকে উদ্ধার করিয়া আনে সেইরূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন।

৬। কূপে নিপতিত কুৎস ঋষি(৬) রক্ষণের জন্য বৃত্রহন্তা ও যজ্ঞ প্রতিপালক(৭) ইন্দ্রকে আহ্বান করিয়াছে। লোকে দুর্গম পথ হইতে যেরূপ রথকে উদ্ধার করিয়া আনে সেইরূপ দানশীল ও বাসগৃহদাতা দেবগণ সকল পাপ হইতে আমাদিগকে উদ্ধার করিয়া পালন করুন।

৭। দেবী অদিতি দেবগণের সহিত আমাদিগকে পালন করুন। সকলের রক্ষক দীপ্যমান্ (সবিতা) জাগরুক হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুন। মিত্র, বরুণ, অদিতি সিন্ধু পৃথিবী ও [illegible] আমাদিগের এই প্রার্থনা পূজিত করুন।

---

(৫) "শং যো যত্তে মনুর্হিতং" আছে। "সংশমনীয়ানাং রোগাণাং উপশমনং যোঃ পৃথক্কর্ত্তব্যানাং ভয়ানাং যাবনং পৃথক্করণং মনুর্হিতং মনুনা ব্রহ্মণা হিতং ত্বয়ি অবস্থাপিতং যদ্বা মনুষ্যাণাং অনুকূলং।" সায়ণ। "শমনঞ্চ রোগাণাং যাবনঞ্চ ভয়ানাং।" যাস্ক।

(৬) পূর্ব্বে ত্রিত কূপে পড়িয়াছিলেন এইরূপ দেখা গিয়াছে, এখানে দেখা যাইতেছে কুৎস ঋষি কূপে পড়িয়াছিলেন। ১০৫ ও ১০৬ সূক্তের ঋষি কুৎস অথবা ত্রিত। অতএব কুৎস ও ত্রিত একই তাহা অনুভব হয়। আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি আপ্ত্য অর্থাৎ জল সম্ভূত ত্রিত আর্য্যদিগের এক জন পুরাতন দেব ছিলেন। অনুভব হয় তাঁহার কথা জলনিপতিত কুৎস ঋষির বিবরণের সহিত কোনরূপে জড়িত হইয়া গিয়াছে।

(৭) মূলে "শচীপতিং" আছে। "শচীতি কর্ম্মনাম। সর্ব্বেষাং কর্ম্মণাং পালয়িতারং। যদ্বা শচ্যা দেব্যা ভর্ত্তারং।" সায়ণ। ঋগ্বেদে শচী শব্দ কর্ম্ম বা যজ্ঞ অর্থেই ব্যবহার হইয়াছে। ইন্দ্র যজ্ঞের পতি, সুতরাং শচীপতী। পরে ইহা হইতে ইন্দ্রের স্ত্রী শচীর পৌরাণিক উপাখ্যান সৃষ্ট হয়।

১০৭ সূক্ত।

সকল দেবগণ দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। আমাদিগের যজ্ঞ দেবগণকে সুখী করুক; হে আদিত্যগণ! তুষ্ট হও। তোমাদের অনুগ্রহ আমাদিগের অভিমুখে প্রেরিত হউক এবং সেই অনুগ্রহ দরিদ্র জনের পক্ষে প্রভূত ধনের কারণ হউক।

২। দেবগণ অঙ্গিরাদিগের গীত মন্ত্র(১) দ্বারা স্তুত হইয়া রক্ষণার্থে আমাদিগের নিকট আগমন করুন। ইন্দ্র ধন লইয়া, মরুৎগণ প্রাণ বায়ুর সহিত(২) এবং অদিতি আদিত্যদিগকে লইয়া আমাদিগকে সুখ দান করুন।

৩। যে অন্ন (আমরা) যাচ্ঞা করি) ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি, অর্য্যমা, ও সবিতা যেন আমাদিগকে তাহা দান করেন। মিত্র বরুণ অদিতি সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ যেন আমাদিগের সেই (অন্ন) পূজিত করেন।

---

১০৮ সূক্ত।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদিগের যে অতিশয় বিচিত্র রথ বিশ্বভুবন উজ্জ্বল করিয়াছে, সেই রথে একত্রে বসিয়া আইস, অভিষুত সোম পান কর।

২। এই বহুব্যাপী ও আত্ম গুরুত্বে গভীর বিশ্বভুবনের যে পরিমাণ, হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমাদিগের পানীয় এই সোম সেই পরিমাণ হউক তোমাদের অভিলাষ পর্য্যাপ্তরূপে পূরণ করুক।

---

(১) মূলে "সামভিঃ" আছে। "প্রণীতৈর্মন্ত্রৈঃ।" সায়ণ।

(২) মূলে "ইন্দ্র ইন্দ্রিয়ৈঃ মরুতো মরুদ্ভিঃ" আছে। "ইন্দ্রিয়ৈঃ। ধননামৈতৎ। অসংবদ্ধিভিরন্যৈতাং মারুতৈঃ ধনৈঃ সহ।" সায়ণ। "মরুদ্ভিঃ স্বাবয়বভূতৈঃ প্রাণাপানাদিরূপেণ বর্ত্তমানৈর্বায়ুভিঃ সহ।" সায়ণ। "Indra in concert with those belonging to Indra, the Maruts in concert with those belonging to Maruts, and Aditi in concert with Adityas."—বেদার্থযত্ন।

৩। তোমাদিগের কল্যাণকর নামদ্বয় একত্রিত করিয়াছ; হে বৃত্র-হন্তৃদ্বয়! তোমরা বৃত্রবধের জন্য সঙ্গত হইয়াছিলে(১)। হে অভীষ্টদাতা ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা একত্র হইয়া উপবেশন করিয়া অভিষিক্ত সোম আপনাদিগের (উদরে) সেচন কর।

৪। অগ্নি সমুদয় প্রজ্বলিত হইলে পর (অধ্বর্য্যুদ্বয়) পাত্র হইতে ঘৃত সেচন করিয়া কুশ বিস্তার করিয়াছে; হে ইন্দ্র ও অগ্নি! চারি-দিকে অভিষিক্ত তীব্র সোমরসদ্বারা (আকৃষ্ট হইয়া) অনুগ্রহার্থ আমা-দিগের অভিমুখে আইস।

৫। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা যে কিছু বীর কর্ম করিয়াছ, যে কিছু রূপ বিশিষ্ট (জীব) সৃষ্টি করিয়াছ, যে কি[illegible] বৃষ্টি বর্ষণ করিয়াছ, এবং তোমাদের যে কিছু পুরাতন কল্যাণকর বন্ধুত্ব [illegible] আছে সে সমস্ত লইয়া আসিয়া অভিষুত সোমপান কর।

৬। প্রথমেই তোমাদের দুই জনকে বরণ [illegible]রিয়া (তোমাদের সোম দ্বারা প্রীত করিব) বলিয়াছিলাম, সেই অক[illegible] শ্রদ্ধা লক্ষ্য করিয়া আইস; অভিষুত সোমপান কর; এই সো[illegible] আমাদিগের ঋত্বিক্‌গণের(২) বিশেষ আহুতি যোগ্য হউক।

৭। হে যজ্ঞ ভাজন ইন্দ্র ও অগ্নি! যদি নি[illegible]গৃহে হৃষ্ট হইয়া থাক, যদি পূজকের প্রতি বা রাজার প্রতি(৩) তুষ্ট হইয়া থাক তবে, হে

---

(১) ইন্দ্রই বৃত্রহন্তা। তবে বেদে দুই দেব যখন একত্রে অর্চিত হয়েন তখন উভয়েই এক গুণবিশিষ্ট বলিয়া বর্ণিত হয়েন। অশ্বিদ্বয় সর্ব্বদাই একত্রে অর্চিত হয়েন তাহা আমরা দেখিয়াছি, তাহা ভিন্ন মিত্র ও বরুণ, ইন্দ্র ও বরুণ ইন্দ্র ও অগ্নি এবং ইন্দ্র ও বিষ্ণু অনেক স্থানে একত্রে অর্চিত হইয়াছেন। দুই দেবকে এই রূপে একত্রে উপাসনা করিবার প্রকৃত অর্থ কি? মক্ষমূলর উত্তর করেন। Nature in her twofold aspect of daily change, morning and evening, light and darkness—aspects which may expand into those of spring and winter, life and death, nay even of good and evil.—*Science of Language* (1882), vol. II, p. 540.

(২) মূলে "অসুরৈঃ" আছে। "হবিষাং প্রক্ষেপকৈঃ ঋত্বিগ্‌ভিঃ।" সায়ণ।

(৩) "যদ্‌ ব্রাহ্মণি রাজনি বা" মূলে এই রূপ আছে। সায়ণ এই দুই শব্দের অর্থ ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় করিয়াছেন। কিন্তু রাজন্‌ অর্থ রাজামাত্র। "Prince."—*Wilson* and *Langlois*. এই সূক্ত রচনার সময় রাজগণ ক্ষত্রিয় নাম ধরিয়া একটী বিভিন্ন

অভীষ্টদাতৃদ্বয়! এই সমস্ত স্থান হইতে আইস, অভিষুত সোম পান কর।

৮। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যদি তোমরা তুর্বশদিগের মধ্যে, দ্রুহ্যুদিগের মধ্যে অনুদিগের মধ্যে অথবা পুরুদিগের মধ্যে অবস্থান করিয়াথাক, তবে হে অভীষ্ট দাতৃদ্বয়! সেই সমস্ত স্থান হইতে আইস, অভিষুত সোম পান কর।

৯। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা যদি নিম্ন পৃথিবীতে বা মধ্যম পৃথিবীতে (অন্তরীক্ষে) বা উচ্চ পৃথিবীতে (আকাশে) অবস্থান করিয়া থাক, তবে হে অভীষ্ট দাতৃদ্বয়! সেই সমস্ত স্থান হইতে আইস, অভিষুত সোম পান কর।

১০। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা যদি উচ্চ পৃথিবীতে (আকাশে) বা মধ্যম পৃথিবীতে (অন্তরীক্ষে) বা নিম্ন পৃথিবীতে অবস্থান করিয়া থাক, তবে, হে অভীষ্ট দাতৃদ্বয়! সেই সমস্ত স্থান হইতে আইস, অভিষুত সোম পান কর।

১১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! যদি তোমরা আকাশে বা পৃথিবীতে বা পর্ব্বতে বা শস্যে(৪) বা জলে অবস্থান কর, তবে, হে অভীষ্ট দাতৃদ্বয়! সেই সমস্ত স্থান হইতে আইস, অভিষুত সোমপান কর।

১২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! সূর্য্য উদিত হইলে দীপ্তিমান্ অন্তরীক্ষে যদি তোমরা নিজ তেজে হৃষ্ট হও, তবে হে অভীষ্টদাতৃদ্বয়! সেই সমস্ত স্থান হইতে আইস, অভিষুত সোমপান কর।

"জাতির" অন্তর্গত হয়েন নাই। ব্রহ্মন্ অর্থ পুস্তক মাত্র ১০১ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখ। "Ce nést pas ici une distinction de caste; c'est la distinction de deux professions sociales, *Brahman* (l'homme de Dieu) et *Radjan* (le prince); absolument comme, chez les anciens Grecs, le *mantis* et le *basileus*, et dans les mémes rapports."—*Langlois.*

(৪) মূলে "ওষধীষু" আছে। "ক্ষিন্ন যাব ব্রীহ্যাদিষু"। সায়ণ।

১৩। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! এই রূপে অভিষুত সোমপান করিয়া আমাদিগকে সমস্ত ধন দান কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ যেন আমাদিগের এই (প্রার্থিত ধন) পূজিত করেন।

---

১০৯ সূক্ত।

ইন্দ্র ও অগ্নি দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমি ধন ইচ্ছা করিয়া তোমাদিগকে জ্ঞাতি বা বন্ধুর ন্যায় মনে করি। আমার প্রকৃষ্ট বুদ্ধি তোমরাই দিয়াছ, অন্যকেহ নহে, অতএব আমি এই ধ্যাননিষ্পন্ন অন্নের ইচ্ছা সূচক, স্তুতি তোমাদের উদ্দেশে রচনা করিয়াছি।

২। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা অযোগ্য জামাতা(১) অথবা শ্যালক(২) অপেক্ষাও অধিক বহুবিধ ধন দান কর, এইরূপ শুনিয়াছি; অতএব হে ইন্দ্র ও অগ্নি! আমি তোমাদিগের সোমপ্রদান কালে পঠনীয় একটী নূতন স্তোত্র রচনা করিতেছি।

৩। আমরা (পুত্র পৌত্রাদিরূপ) রশ্মি(৩) যেন কখনও ছেদন না করি, এইরূপ প্রার্থনা করিয়া এবং পিতৃগণের ন্যায় শক্তিমান্ (পুত্রাদি)

---

(১) মূলে "বিজামাতুঃ" শব্দ আছে। গুণবিহীন জামাতা কন্যা লাভের জন্য কন্যা কর্ত্তাকে অনেক ধন দান করে, ইন্দ্র ও অগ্নি তাহা হইতে ও অধিক দান করেন। সায়ণ। জামাতা, = জা অর্থে অপত্য, তাহার নির্ম্মাতা। যাস্ক। নিরুক্ত ৬।৯।

(২) মূলে "স্যালাৎ" আছে। স্যাল অর্থ কন্যার ভ্রাতা; সে যেরূপ ভগিনীকে ভাল বাসিয়া অনেক ধন দেয়, ইন্দ্র ও অগ্নি তাহা অপেক্ষাও অধিক দেন। সায়ণ। স্যাল = স্য অর্থে শূর্প বা কুলো, লাজ অর্থে খৈ। যাস্ক নিরুক্ত ৬।৯। বিবাহের সময় শ্যালক শূর্পদ্বারা খৈ ছড়ায়।

(৩) মূলে "রশ্মীন্" শব্দ আছে। "রশ্মিসমানং। বাচি।" সায়ণ। বাঙ্গলায় রশী।

উৎপাদন করিয়া উৎপাদন সমর্থ (যজমানগণ) ইন্দ্র ও অগ্নিকে সুখে স্তুতি করেন; শত্রুহিংসক ইন্দ্রও অগ্নি স্তুতির নিকট উপস্থিত থাকেন।

৪। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! দীপ্তিমান্ প্রার্থনা তোমাদিগকে কামনা করিয়া তোমাদিগের হর্ষের জন্য সোমরস অভিষব করিতেছে; তোমরা অশ্বযুক্ত, শোভনীয় বাহুযুক্ত ও সুপাণি, তোমরা শীঘ্র আসিয়া উদকস্থ মাধুর্য্যদ্বারা আমাদিগের (সোমরস) সংপৃক্ত কর।

৫। হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা (স্তোতাদিগের মধ্যে) ধন বিভাগে রত থাকিয়া বৃত্রহননে অতিশয় বলপ্রকাশ করিয়াছিলে তাহা শুনিয়াছি; হে সর্ব্বদর্শীদ্বয়! তোমরা আমাদিগের এই যজ্ঞে কুশে উপবেশন করিয়া অভিষুত সোমপান করিয়া হৃষ্ট হও।

৬। যুদ্ধের সময় [illegible]মাদিগকে আহ্বান করিলে তোমরা (আসিয়া) স্বকীয় মহত্ত্বদ্বারা সক[illegible] মনুষ্য অপেক্ষা বড় হও, পৃথিবী অপেক্ষা, আকাশ অপেক্ষা, [illegible] ও পর্ব্বতসমূহ অপেক্ষা বড় হও, হে ইন্দ্র ও অগ্নি! তোমরা অন্য সকল [illegible] অপেক্ষা বড়।

৭। হে বজ্রহস্ত [illegible]ন্দ্র ও অগ্নি! ধন আহরণ কর, আমাদিগকে প্রদান কর, কর্ম্মদ্বারা [illegible]মাদিগকে রক্ষা কর। সূর্য্যের যে রশ্মিসমূহ দ্বারা আমাদিগের পূর্ব্বপুরুষগণ সমবেত হইয়াছিলেন(৪), সে এই।

৮। হে বজ্রহস্ত নগরবিদারক(৫) ইন্দ্র ও অগ্নি! আমাদিগকে ধন দান কর, সংগ্রামে আমাদিগকে [illegible] কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের এই (প্রার্থনা) পূজিত করুন।

---

(৪) মূলে "সপিত্বং আসন্" আছে। সায়ণ তাহার দুইটী অর্থ দিয়াছেন "সহপ্রাপ্তব্যং [illegible] আসন্ ব্রহ্মলোকং অগচ্ছন্" অথবা "সমবেতত্বং অধ্যগচ্ছন্।" [illegible]

(৫) পুরন্দর [illegible] প্রায় ইন্দ্র সম্বন্ধেই ব্যবহৃত হয়, এখানে ইন্দ্র ও অগ্নি উভয়ের সম্বন্ধেই [illegible]ত হইয়াছে। "পুরন্দরৌ অসুরপুরাণাং দারয়িতারৌ।" সায়ণ। [illegible] "ওবন্তীষ্

১১০ সূক্ত।

ঋভুগণ দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। হে ঋভুগণ! আমি পূর্ব্বে বারং যজ্ঞকর্ম্ম অনুষ্ঠান করিয়াছি এক্ষণে আবার অনুষ্ঠান করিতেছি, এবং তথায় তোমাদের প্রশংসার জন্য অতিশয় সুমিষ্ট স্তুতি পঠিত হইতেছে। এখানে সকল দেবগণের জন্য এই সোমরস(১) প্রস্তুত হইয়াছে, স্বাহা শব্দ উচ্চারণপূর্ব্বক অগ্নিতে সেই রস অর্পিত হইলে, তাহা পান করিয়া তৃপ্ত হও।

২। হে ঋভুগণ! তোমরা আমার জ্ঞাতি, তোমাদের জ্ঞান যখন অপরিপক্ক ছিল, সেই পূর্ব্বকালেও [illegible] বাং[illegible] পভোগ্য সোমরস ইচ্ছা করিয়াগিয়াছিলে। হে সুধন্বাদের পিতা[illegible] তখন তোমাদের কর্ম্মের মহত্ত্ব(৩) দ্বারা দানশীল(৪) সবিতা[illegible]র গাভী দান[illegible]ছিলে।

৩। যখন তোমরা প্রকাশমান [illegible]ন্য উজ্জ্বল([illegible]) [illegible]দের (সোমপানের) ইচ্ছা জানাইয়া আসিয়াছিলে, এবং [illegible]র সন্তানে[illegible] [illegible] নির্ম্মিত সেই একটী সোমপাত্রকে চারিখানি করিয়াছিলে, তখন সবিত[illegible] তোমাদিগকে অমরত্ব দান করিয়াছিলেন।

---

(১) মূলে "সমুদ্রঃ" আছে, সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "সমুদন-শীলোঽয়ং সোম রসঃ।"

(২) ঋভু, বিভু ও বাজ এই তিন জন সুধন্বা নামক অঙ্গীরার পুত্র। যাস্ক। নিরুক্ত ১১। ১৬। এই সূক্তের ঋষি কুৎস ও অঙ্গিরা বংশীয় অতএব ঋভুগণ তাঁহার জ্ঞাতি। ২০ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(৩) মূলে "চরিতস্য ভূমনা" আছে, সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "সমুপার্জ্জিতস্য তপসো * * বহুত্বেন।" কিন্তু চরিত শব্দের সহজ অর্থ কর্ম্ম। সে কর্ম্ম কি তাহা পরের ঋক গুলিতে দেখ। তাঁহারা বনে গিয়া তপ করিয়া ছিলেন, তাহা এই সূক্তের কোন অংশ হইতে প্রকাশ হয় না।

(৪) মূলে "দাশুষঃ" শব্দ আছে, সায়ণ তাহার অর্থ "হবীংষি দত্তবতঃ" করিয়াছেন। কিন্তু সূর্য্যের সম্বন্ধে দানশীল অর্থই ভাল হয়।

(৫) মূলে "অসুরস্য" আছে। অর্থ "দ্বষ্টুঃ।" সায়ণ।

৪। তাঁহারা শীঘ্র কর্ম্ম(৬) সাধন করিয়াছেন বলিয়া, এবং ঋত্বিক্‌দিগের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনুষ্য হইয়াও অমরত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তখন সুধন্বার পুত্র ঋভুগণ সূর্য্যেরন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়া সাংবাৎসরিক যজ্ঞসমূহে হব্য ভাজন হইলেন।

৫। ঋভুগণ নিকটস্থদিগের স্তুতিভাজন হইয়া, উৎকৃষ্ট (সোমরস) আকাঙ্ক্ষা করিয়া, দেবগণের মধ্যে হব্য কামনা করিয়া, মানদণ্ড দিয়া যেরূপ ক্ষেত্র পরিমাণ করে সেইরূপ তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা একটী যজ্ঞপাত্র (চারিটী ভাগ) করিয়াছিলেন।

৬। আমরা অন্তরীক্ষের নেতা (ঋভু) গণকে পাত্রস্থিত ঘৃত অর্পণ করিতেছি, এবং জ্ঞানদ্বারা স্তুতি করিতেছি; তাঁহারা সূর্য্যের(৭) শীঘ্রতা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাঁহা[illegible] ঋক হও [illegible]র যজ্ঞ অন্ন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৭। নব বল সম্পন্ন [illegible]মাদিগকে আহ্ন রক্ষক(৮), অন্ন ও বাসগৃহদাতা ঋভু আমাদিগের নি[illegible] মনুষ্য অপেক্ষব তিনি আমাদিগকে তাহা দান করুন। হে (ঋভু [illegible]) পর্ব্বতসমূহ আমরা যেন তোমাদের রক্ষণা প্রাপ্ত হইয়া অনুকূল দিবসে[illegible] অপেক্ষা হীন শত্রুদিগের সেনাকে পরাস্ত করি।

৮। হে ঋভুগণ[illegible]ম গাভীকে চর্ম্মদ্বারা আচ্ছাদন করিয়াছিলে এবং সেই গাভীকে [illegible]রায় বৎসের সহিত যোগ করিয়া দিয়াছিলে(৯)। হে সুধন্বার পুত্র! (যজ্ঞের) নেতৃগণ! তোমরা শোভনীয় কর্ম্মদ্বারা বৃদ্ধ পিতা মাতাকে পুনর্ব্বার যুবা করিয়া দিয়াছিলে(১০)।

(৬) যজ্ঞ কর্ম্ম অথবা একখানি পাত্র চারখানি করা রূপ কর্ম্ম। সায়ণ।

(৭) মূলে "সবিতুরস্য" আছে। "জগতঃ পালকস্য অস্য সূর্য্যস্য।" সায়ণ।

(৮) মূলে "ইন্দ্রঃ" আছে। অর্থ "রক্ষকঃ।" সায়ণ।

(৯) পূর্ব্বে কোনও ঋষির ধেনু মরিয়াছিল, ঋষি বৎসটীকে দেখিয়া ঋভুকে স্তুতি করিয়াছিলেন। ঋভুগণ তাহার সদৃশ আর একটী ধেনু নির্ম্মাণ করিয়া মৃত ধেনুর চর্ম্ম দ্বারা তাহা আচ্ছাদন করিয়া তাহাই বৎসেরসহিত যোগ করিয়া দিয়াছিলেন। সায়ণ।

(১০) ২০ সূক্তের ৪ ঋক দেখ।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি ঋভুদিগের সহিত মিলিত হইয়া অন্নদানের সময় আমাদিগকে অন্নদান কর,(১১) বিচিত্র ধন দান কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ যেন আমাদিগের সেই (ধন) পূজিত করেন।

---

১১১ সূক্ত।

ঋভুগণ দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। উৎকৃষ্টজ্ঞানসম্পন্ন শিল্পী ঋভুগণ (অশ্বিদ্বয়ের জন্য) সুনির্ম্মিত রথ প্রস্তুত করিয়াছিলেন, এবং ইন্দ্রের বাহক হরিনামক বলবান্ অশ্বদ্বয় নির্ম্মাণ করিয়াছেলেন। তাঁহাদের পিতামাতাকে যৌবন দান করিয়াছিলেন, এবং বৎসকে তাহার সহচর গাভী দান করিয়াছিলেন।

২। আমাদিগের যজ্ঞের জন্য উজ্জ্বল(১) অন্ন প্রস্তুত কর, এবং আমাদিগের ক্রতুর জন্য ও বলের জন্য সন্তানোৎপত্তিযুক্ত অন্ন প্রস্তুত কর, যেন আমরা সমস্ত বীর সন্তানদিগের সহিত সুখে বাস করিতে পারি। আমাদিগের বলের জন্য এই রূপ ধন দাও।

৩। হে নেতা ঋভুগণ! আমাদিগের জন্য অন্ন প্রস্তুত কর, আমাদিগের রথের জন্য ধন প্রস্তুত কর, আমাদিগের অশ্বের জন্য অন্ন প্রস্তুত কর। প্রতিদিন লোকে যেন আমাদিগের জয়শীল ধন পূজা করে, এবং আমরা যেন সংগ্রামে আমাদের মধ্যে জাত হউক বা নাই হউক,(২) সকল শত্রুকে পরাস্ত করিতে পারি।

---

(১১) "বয়া বাজসাতিরিতি সংগ্রাম নাম।" যুদ্ধের সময় আমাদিগকে রক্ষা কর এই রূপ অর্থ। সায়ণ।

---

(১) মূলে "ঋভুমৎ বয়ঃ" আছে। "উরুভাসন যুক্তং বয়ো হবির্লক্ষণং অন্নং।" সায়ণ। "Skilful youth."—বেদার্থযত্ন।

(২) "জামিং অজামিং" মূলে আছে। "জামিং সহজাতং অজামিং অসহজাতং।" সায়ণ।

৪। রক্ষণের জন্য মহৎ(৩) ইন্দ্রকে এবং ঋভু বিভু ও বাজকে(৪) ও মরুৎগণকে সোমপানার্থ আহ্বান করি; মিত্র ও বরুণ এবং অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করি। তাঁহারা আমাদিগের বল ও যজ্ঞকর্ম ও বিজয় সাধন করিয়া দিবেন।

৫। ঋভু আমাদিগের সংগ্রামের জন্য ধন প্রদান করুন, সমর-বিজয়ী বাজ আমাদিগকে রক্ষা করুন। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের এই (প্রার্থনা) পূজিত করুন।

---

১১২ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। আমি (অশ্বিদ্বয়কে) পূর্ব্বে জানাইবার জন্য দ্যাবা পৃথিবীকে স্তুতি করি, (অশ্বিদ্বয়) আসিলে তাঁহাদিগের অর্চনার জন্য প্রদীপ্ত এবং শোভনীয় কান্তিযুক্ত অগ্নিকে স্তুতি করি। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সংগ্রামে তোমাদের ভাগ প্রাপ্তির জন্য যে সমস্ত উপায়ের সহিত শঙ্খ শব্দ কর(১), সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

২। যেরূপ ন্যায্য বাক্যযুক্ত (পণ্ডিতের) নিকট (শিষ্যগণ) শিক্ষার জন্য দাঁড়াইয়া থাকে, হে অশ্বিদ্বয়! অন্যদেবে অনাসক্ত স্তোতৃগণ শোভনীয় স্তোত্রের সহিত তোমার রথের পার্শ্বে অনুগ্রহ লাভের আশায় সেইরূপ দাঁড়াইয়া আছে। তোমরা যে সকল উপায় দ্বারা যজ্ঞসম্পাদনার্থ সুমতি-দিগকে রক্ষা কর, হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

---

(৩) মূলে "ঋভুক্ষণং" আছে। অর্থ "মহান্তং।" সায়ণ।

(৪) মূলে "ঋভূন বাজান্" আছে। অর্থ ঋভু বিভু ও বাজ। সায়ণ। প্রথম ও শেষ নাম উচ্চারণ করিলে মধ্যবর্ত্তী সমস্ত নামই বুঝাইয়া যায়। যাস্ক।

---

(১) মূলে "কারং জিন্বথঃ" আছে। "কারশব্দঃ শংখবাচী * * কারং শব্দকারিণং শংখং জিন্বথঃ মুখেনাপূরয়থঃ।" সায়ণ।

(২) শয়ুর গাভী সম্বন্ধে আর কোনও বিবরণ সায়ণে নাই।

৩। হে নেতৃদ্বয়! তোমরা স্বর্গীয় অমৃতজলদ্বারা সেই (ত্রিভুবন নিবাসী) সকল লোককে পালন করিতে সমর্থ। যে সকল উপায় দ্বারা তোমরা প্রসব রহিত গাভীকে দুগ্ধবতী করিয়াছিলে(২), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

৪। চতুর্দ্দিক বিচারী বায়ু স্বপুত্র দ্বিমাতৃ (অগ্নির)(৩) বলদ্বারা যুক্ত হইয়া, এবং ত্বরিতগামীদিগের মধ্যে অতিশয় ত্বরান্বিত হইয়া, যে সকল উপায় দ্বারা (সকল স্থানে) ব্যাপ্ত হয়েন, এবং যে সকল উপায় দ্বারা ত্রিবিধ কর্ম্মজ্ঞ(৪) ঋষি কক্ষিবান্‌, বিশিষ্ট জ্ঞানযুক্ত হইয়াছিলেন সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

৫। যে সকল উপায় দ্বারা তোমরা (কূপে) নিক্ষিপ্ত ও পাশবদ্ধ রেভকে জল হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে(৫) এবং বন্দনকেও সেইরূপ অবস্থা হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে(৬), যে সকল উপায় দ্বারা আলোকেচ্ছু কণ্বকে রক্ষা করিয়াছিলে(৭), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

৬। অন্তক (নামক রাজর্ষিকে) কূপে নিক্ষেপ করিয়া (অসুরগণ) যখন তাঁহাকে হিংসা করিতেছিল তখন তোমরা যে সকল উপায়দ্বারা তাঁহাকে রক্ষা করিয়াছিলে(৮), যে সকল ব্যথাশূন্য উপায় দ্বারা ভুজ্যুকে রক্ষা করিয়াছিলে(৯), যে সকল উপায় দ্বারা কর্কন্ধু ও বয্যকে(১০) রক্ষা করিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

---

(৩) বায়ু দ্বারা বৃক্ষের ঘর্ষণ হইলে অগ্নির উৎপত্তি হয় সেই জন্য অগ্নি বায়ুর পুত্র। সায়ণ। দুই কাষ্ঠের ঘর্ষণে অগ্নি জন্মায় সেই জন্য অগ্নি দ্বিমাতৃ। সায়ণ।

(৪) মূলে "ত্রিমন্তু" আছে। "পাকযজ্ঞহবির্যজ্ঞসোমযজ্ঞেষু আসাদিত জ্ঞানঃ কক্ষীবান্‌।" সায়ণ। কক্ষীবান্‌ সম্বন্ধে ১৮ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(৫) ১১৬ সূক্তের ২৪ ঋকের টীকা দেখ।

(৬) ১১৬ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ।

(৭) ১১৮ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ।

(৮) অন্তক একজন রাজর্ষি, এবং অসুরগণ তাঁহাকে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল, ইহা ভিন্ন সায়ণের ব্যাখ্যায় অন্য কোনও বিবরণ নাই।

(৯) ১১৬ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ।

(১০) ইহাদিগের সম্বন্ধে সায়ণের টীকায় কোনও বিবরণ নাই।

৭। যে সকল উপায়দ্বারা শুচন্তিকে ধনবান ও শোভনীয় গৃহসম্পন্ন করিয়াছিলে(১১), যে সকল উপায় দ্বারা অত্রির জন্য গাত্রদাহকারী উত্তাপও সুখকর করিয়াছিলে(১২), যে সকল উপায়দ্বারা পৃশ্নিগু ও পুরুকুৎসকে রক্ষা করিয়াছিলে(১৩), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

৮। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! যে সকল কর্ম্মদ্বারা (পঙ্গু) পরাবৃজকে(১৪) (গমনসমর্থ) করিয়াছিলে, অন্ধ (ঋজ্রাশ্বকে) (১৫) দৃষ্টি সমর্থ করিয়াছিলে, এবং (দুর্ব্বলজানু) শ্রোণকে গমন সমর্থ করিয়াছিলে(১৬), যে সকল কর্ম্মদ্বারা গৃহীত বর্ত্তিকা পক্ষীকে মুক্তি দিয়াছিলে(১৭); হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

৯। যে সকল উপা[illegible] দ্বারা মধুময়ী নদী প্রবাহিত করিয়াছিলে, হে জরারহিত অশ্বিদ্বয়! যে সকল উপায় দ্বারা বশিষ্ঠকে(১৮) প্রীত করিয়াছিলে, যে সকল উপা[illegible] দ্বারা কুৎস ও শ্রুতর্য্য ও নর্য্যকে(১৯) রক্ষা করিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয়! [illegible] সকল উপায়ের সহিত আইস।

---

(১১) সায়ণে[illegible]য় কোনও বিবরণ নাই।

(১২) অসুরগ[illegible]কে শতদ্বার যন্ত্র গৃহে নিক্ষেপ করিয়া তাঁহাকে পীড়া দিবার জন্য অগ্নি জ্বালাইয়া[illegible], অশ্বিদ্বয় শীতল জল দ্বারা সে অগ্নি নিবাইয়া দিয়াছিলেন। সায়ণ। [illegible] এই উপা[illegible] একটি উপমামাত্র মনে করেন। অত্রি অর্থ অগ্নি (অদ্ ধাতু ভক্ষণে, হব্যভুক্)। সূর্য্যকিরণ তপ্ত গ্রীষ্মকালে অগ্নির ক্ষুধা কিঞ্চিৎ নিবৃত্ত হইলে, বর্ষাকালের বৃষ্টি দ্বারা পুনরায় উত্তেজিত হয়।

(১৩) সায়ণের টীকায় ইহাদের কোনও বিবরণ নাই।

(১৪) পরাবৃজ একজন ঋষি। সায়ণের টীকায় অন্য বিবরণ নাই।

(১৫) ১১৬ সূক্তের ১৬ ঋকের টীকা দেখ, এবং ১০০ সূক্তের ঋষিগণের নাম ও ১৭ ঋক দেখ। বেদার্থযত্নের মতে ঋজ্রাশ্বকে উহ্য করার প্রয়োজন নাই। উহার মতে অন্ধ ও পঙ্গু পরাবৃজকে দেখিতে সমর্থ করিয়াছিলে এইরূপ অর্থ।

(১৬) শ্রোণ এক জন ঋষি, অন্য বিবরণ নাই।

(১৭) ১১৬ সূক্তে ১৪ ঋকের টীকা দেখ।

(১৮) প্রসিদ্ধ বশিষ্ঠ ঋষি, ঋগ্বেদের অনেক সূক্তের প্রণেতা।

(১৯) কুৎস সম্বন্ধে ৩৩ সূক্তের ১৪ ঋকের টীকা দেখ। শ্রুতর্য্যের কোনও বিবরণ নাই। নর্য্য সম্বন্ধে ৫৪ সূক্তের ৬ ঋক দেখ।

১০। যে সকল উপায় দ্বারা ধনবতী এবং গমনে অসমর্থা বিশ্পলাকে বহু ধনযুক্ত সংগ্রামে যাইতে সমর্থ করিয়াছিলে(২০), যে সকল উপায় দ্বারা অশ্বের পুত্র স্তুতি পরায়ণ বেশকে রক্ষা করিয়াছিলে(২১), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

১১। হে দানশীল অশ্বিদ্বয়! যে সকল উপায় দ্বারা উশিজের পুত্র বণিক দীর্ঘশ্রবাকে মেঘ হইতে মধুর জল দিয়াছিলে, এবং যে সকল উপায়দ্বারা উশিজের পুত্র স্তোতা কক্ষীবানকে রক্ষা করিয়াছিলে(২২), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

১২। যে সকল উপায়দ্বারা নদীর(২৩) কূলসমূহ জল দ্বারা পূর্ণ করিয়াছ, যে সকল উপায় দ্বারা তোমাদের অশ্বরহিত রথকে বিজয়ার্থ চালাইয়াছ, যে সকল উপায় দ্বারা ত্রিশোক [illegible] (অপহৃত) গো উদ্ধার করিয়াছিলেন(২৪), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

১৩। যে সকল উপায়দ্বারা দূরবর্ত্তী সূর্য্যের নিকট গমন কর(২৫), এবং মান্ধাতাকে ক্ষেত্রপতি কার্য্যে রক্ষা করিয়াছিলে(২৬); যে সকল উপায়

---

(২০) ১১৬ সূক্তের ১৫ ঋকের টীকা দেখ। মূলে "[illegible]" আছে। বেদার্থযত্ন বলেন, ইহার অর্থ "গভ্ত মনসর্থাং" নহে ইহার অর্থ "[illegible]র্বপুত্রীং।"

(২১) বেশ এক জন ঋষি। সায়ণের টীকায় আর কো[illegible] বিবরণ নাই।

(২২) উশিজের পুত্র কক্ষীবান্ সম্বন্ধে ১৮ সূক্তের [illegible] ঋকের টীকা দেখ। উশিজের পুত্র দীর্ঘশ্রবা সম্বন্ধে সায়ণ এই লিখিয়াছেন, যথা, দীর্ঘতমার উশীজ নামে পত্নী ছিল তাহাদের দীর্ঘশ্রবা নামক পুত্র ঋষি ছিলেন; তিনি অনাবৃষ্টিতে জীবন যাপনার্থ বাণিজ্য করিয়াছিলেন। এবং বৃষ্টির জন্য অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিয়াছিলেন। অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে মেঘ প্রেরণ করিয়াছিলেন।

(২৩) মূলে "রসাং" আছে। "রসা নদী ভবতি রসতে শব্দ কর্ম্মণ ইতি।" যাস্ক। নিরুক্ত ১১।২৫।

(২৪) ত্রিশোক ঋষি কণ্বের পুত্র। সায়ণ।

(২৫) মূলে "সূর্য্যং পরিযাথঃ" আছে, অর্থাৎ সূর্য্যের নিকট যাও। কিন্তু সায়ণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, গ্রহণের অন্ধকার হইতে সূর্য্যকে মুক্ত করিতে যাও।

(২৬) বাঙ্গলায় সচরাচর যে "মান্ধাতার আমল" বলা যায় সে মান্ধাতা ঋগ্বেদ রচনার সময় "ক্ষেত্রপতি" অর্থাৎ ভূস্বামী বা রাজা বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন, সায়ণ তাঁহাকে "রাজর্ষি" বলিয়াছেন। বিষ্ণু পুরাণে মান্ধাতা এক জন প্রসিদ্ধ সূর্য্যবংশীয় রাজা।

যাহা মেধাবী ভরদ্বাজকে(২৭) রক্ষা করিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

১৪। যে সকল উপায় দ্বারা মহৎ, অতিথিবৎসল, এবং (অসুর ভয়ে) জলে প্রবিষ্ট দিবোদাসকে শম্বর (অসুরের) হনন কালে রক্ষা করিয়াছিলে(২৮), যে সকল উপায় দ্বারা নগর বিনাশরূপ সংগ্রামে ত্রসদস্যুকে রক্ষা করিয়াছিলে(২৯), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

১৫। যে সকল উপায় দ্বারা পানরত(৩০) এবং স্তুতিভাজন বম্রকে রক্ষা করিয়াছিলে, কলি ভার্য্যা লাভ করিলে পর তাহাকে যে সকল উপায় দ্বারা রক্ষা করিয়াছিলে, যে সকল উপায় দ্বারা অশ্বশূন্য পৃথিকে রক্ষা করিয়াছিলে(৩১), হে অ[illegible]! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

১৬। হে নেতৃদ্বয়! যে সকল উপায় দ্বারা শয়ুকে, অত্রিকে এবং পূর্ব্বকালে মনুকে গমনে[illegible] পথ দেখাইতে ইচ্ছুক হইয়াছিলে(৩২), যে সকল উপায় দ্বারা স্যূমরশ্মি[illegible] জন্য (তাহার শত্রুর প্রতি) তীর নিক্ষেপ করিয়াছিলে(৩৩), হে অশ্বি[illegible] সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

---

(২৭) পুরাণের[illegible] গায়[illegible]ভরদ্বাজ। সায়ণ লিখিয়াছেন অশ্বিদ্বয় অন্ন [illegible]ন করিয়া ভরদ্বাজ ঋষিকে [illegible]ক্ষা করিয়াছিলেন কিন্তু এ অন্ন প্রদানের কথাটী বোধ হয় ভরদ্বাজের নাম হ[illegible]তই উৎপন্ন হইয়াছে। "বাজ" শব্দের বৈদিক অর্থ অন্ন, "ভরৎ" ভৃধাতু হইতে, অর্থ পোষণ বা প্রদান।

(২৮) ৫১ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখ। তথায় ইন্দ্র শম্বরকে মারিয়া দিবোদাসকে রক্ষা করিয়াছিলেন এইরূপ আছে।

(২৯) পুরুকুৎসের পুত্র ত্রসদস্যু নামক এক জন ঋষি। সায়ণ। বিষ্ণুপুরাণেও ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

(৩০) মূলে "বিপিপানং" [illegible] সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "বিশেষেণ পার্থিবং রসং পিবন্তং।" [illegible]ত্রে। বম্রের যজ্ঞদ্রব্যসমূহ লইয়া যাওয়া সম্বন্ধে ৫১ সূক্তের ৯ ঋকের টীক[illegible] সমর্থ কারণ

(৩১) কলি একজন ঋষি ছিলে[illegible] বিবর[illegible] পৃথি রাজর্ষি ছিলেন, ইহা ভিন্ন সায়ণের টীকায় কোনও বিবরণ নাই।

(৩২) অত্রি সম্বন্ধে এই সূক্তের [illegible]কের টীকা দেখ। মনু নামক রাজর্ষিকে অশ্বিদ্বয় যবাদি ধান্য বপনদ্বারা দারিদ্র্য [illegible]হইতে নিস্তারের পথ দেখাইয়া দিয়াছিলেন। সায়ণ।

(৩৩) স্যূমরশ্মি একজন ঋষি। অন্য বি[illegible]রণ নাই।

১৭। যে সকল উপায় দ্বারা পঠর্বা(৩৪) শরীরবলে সংগ্রামে কাষ্ঠযুক্ত প্রজ্বলিত অগ্নির ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়াছিলেন, যে সকল উপায় দ্বারা শর্য্যাতকে যুদ্ধে রক্ষা করিয়াছিলে(৩৫), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

১৮। হে অঙ্গিরা! (অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি কর)। হে অশ্বিদ্বয়! যে সকল উপায় দ্বারা তোমরা মনের সহিত হৃষ্ট হইয়াছিলে এবং (অপহৃত) গাভীর বিবরে (সকল দেবের) অগ্রে গিয়াছিলে(৩৬), যে সকল উপায় দ্বারা শূর মনুকে অন্নদ্বারা রক্ষা করিয়াছিলে(৩৭), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

১৯। যে সকল উপায় দ্বারা বিমদাকে ভার্য্যা দিয়াছিলে(৩৮) যে সকল উপায় দ্বারা অরুণবর্ণ গো প্রদান করিয়াছিলে, যে সকল উপায় দ্বারা সুদাসকে উৎকৃষ্ট ধন দিয়াছিলে(৩৯), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

২০। যে সকল উপায় দ্বারা হব্যদাতাকে সুখ প্রদান কর, যে সকল উপায় দ্বারা ভুজ্যু(৪০) ও অধ্রিগুকে(৪১) রক্ষা করিয়াছ, যে সকল উপায়

---

(৩৪) একজন রাজর্ষি। সায়ণ।

(৩৫) শর্য্যাত সম্বন্ধে ৫১ সূক্তের ১২ ঋকের টীকা দেখ। "শর্য্যাতং মানবং ইন্দ্রেণ সহস্পর্দ্ধমানং।" সায়ণ। বিষ্ণু পুরাণে শর্য্যাতি বৈবস্বত মনুর চতুর্থ সন্তান।

(৩৬) পণিরা অপহৃত গাভী ইন্দ্র উদ্ধার করিয়াছিলেন, ৬ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখ। কিন্তু ঋগ্বেদে অনেক স্থানে অন্যান্য দেবকেও এই কার্য্যের জন্য স্তুতি করা হইয়াছে।

(৩৭) পৃথিবীতে নিহিত যবাদি ধান্যরূপ অন্ন দিয়া মনুকে রক্ষা করিয়াছিলে। সায়ণ।

(৩৮) ১১৬ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(৩৯) ৪৭ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখ। সায়ণ লিখিয়াছেন সুদাস পিজবনের পুত্র একজন রাজা; পৌরাণিক সুদাস পিজবনের পুত্র নহেন।

(৪০) ১১৬ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ।

(৪১) অধ্রিগু ও চাপ এই দুই জন দেবগণের শমিতা। সায়ণ।

দ্বারা ঋতস্তুভকে(৪২) সুখকর ও পুষ্টিকর (অন্ন দান করিয়াছ), হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

২১। যে সকল উপায় দ্বারা কৃশানুকে যুদ্ধে রক্ষা করিয়াছিলে(৪৩), যে সকল উপায় দ্বারা যুবা (পুরুকুৎসের)(৪৪) অশ্বকে বেগ প্রদান করিয়াছিলে, যে সকল উপায় দ্বারা মধুমক্ষিকাদিগকে প্রিয় মধু দিয়াছ, হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

২২। যে সকল উপায় দ্বারা গোলাভের জন্য যুদ্ধকালে মনুষ্যকে রক্ষা কর, ও ক্ষেত্র ও তনয়(৪৫) লাভে সহায়তা কর, যে সকল উপায় দ্বারা তাহার রথ ও অশ্ব সমূহ রক্ষা কর, হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত! আইস।

২৩। হে শতক্রতু অশ্বিদ্বয়! যে সকল উপায় দ্বারা অর্জ্জুনের পুত্র কুৎসকে(৪৬), তুর্বীতিকে(৪৭) ও দভীতিকে(৪৮) রক্ষা করিয়াছ, যে সকল উপায় দ্বারা ধ্বসন্তি(৪৯) ও পুরুষন্তিকে(৫০) রক্ষা করিয়াছ, হে অশ্বিদ্বয়! সেই সকল উপায়ের সহিত আইস।

---

(৪২) এক জন ঋষি। সায়ণ।

(৪৩) কৃশানু সোমপালদিগের মধ্যে একজন সোমপাল। সায়ণ।

(৪৪) এই সূক্তের ১৪ ঋকের টীকা দেখ। পুরাণে মান্ধাতার পুত্র পুরুকুৎস নর্মদা নদীকে বিবাহ করেন। এই ঋকে "পুরুকুৎস" শব্দটী নাই, কেবল "যুনঃ" বিশেষণ আছে। সায়ণ। বিশেষ্যটী ব্যাখ্যায় দিয়াছেন।

(৪৫) মূলে "ক্ষেত্রস্য" এবং "তনয়স্য" আছে। সায়ণ। ক্ষেত্র অর্থে গৃহ এবং তনয় অর্থে ধন করিয়াছেন।

(৪৬) কুৎস সম্বন্ধে ৩৩ সূক্তের ১৪ ঋকের টীকা দেখ। অর্জ্জুন ইন্দ্রের একটী নাম। সায়ণ।

(৪৭) তুর্বীতি সম্বন্ধে ৬১ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ।

(৪৮) দভীতি সম্বন্ধে সায়ণের টীকায় কোনও বিবরণ নাই।

(৪৯) ইহার সম্বন্ধে সায়ণের টীকায় কোনও বিবরণ নাই।

(৫০) পুরুষন্তি একজন ঋষি। সায়ণের টীকায় অন্য কোনও বিবরণ নাই।

২৪। হে অশ্বিদ্বয়! আমাদিগের বাক্য বিহিত কর্ম্মসংযুক্ত কর, হে অভীষ্টবর্ষী দস্রদ্বয়! আমাদিগের বুদ্ধি জ্ঞান সমর্থ কর। আমরা আলোকশূন্য রাত্রির (শেষ প্রহরে) তোমাদিগকে রক্ষণার্থ আহ্বান করি, আমাদিগের অন্নলাভে বৃদ্ধি সাধন করিয়া দাও।

২৫। হে অশ্বিদ্বয়! দিবসে ও রাত্রিতে আমাদিগকে বিনাশ রহিত-সৌভাগ্যদ্বারা রক্ষা কর, মিত্র, বরুণ অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ আমাদের এই (প্রার্থনা) পূজিত করুন।

অষ্টম অধ্যায়।

---

১১৩ সূক্ত।

উষা দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। জ্যোতি সমূহের মধ্যে শ্রেষ্ঠ এই জ্যোতি (উষা) আসিয়াছেন; তাঁহার বিচিত্র ও (জগৎ) প্রকাশক (রশ্মি) [illegible] ব্যাপ্ত হইয়া প্রকাশ হইয়াছে। যে রূপ রাত্রি সবিতার প্রসূত, [illegible] রূপ রাত্রি ও উষার উৎপত্তির জন্য অন্য স্থান কল্পনা করিয়া [illegible]।

২। দীপ্তিমতী শ্বেতা ও দেবগণের আকা[illegible] (উষা) আসিয়াছেন; [illegible] (রাত্রি) কৃষ্ণরূপে অদ্য এই স্থানে আ[illegible] রাত্রি ও উষা উভয়ই [illegible]র) বন্ধু এবং উভ[illegible] [illegible] আগমন করেন, এবং [illegible]ক অন্যের বর্ণ বিনা[illegible] [illegible]রা) দীপ্তিমান্ হইয়া [illegible]চরণ করেন।

৩। এই ভগ্নীদ্বয়ের (রাত্রি এবং উষার) এ[illegible] অনন্ত সঞ্চরণ মার্গ দীপ্তিমান্ (সূর্য্য কর্ত্তৃক) আদিষ্ট হইয়াছে, তাঁহারা একের পর অন্যে সেই পথ বিচরণ করেন। সকল বস্তুর উৎপাদনকারী রাত্রি ও উষা ভিন্ন২ রূপ ধারণ করিলেও সমান মনঃ সম্পন্না; তাঁহারা পরস্পরকে বাধা দেন না, এবং কথনও স্থির হইয়া অবস্থিতি করেন না।

---

(১) সূর্য্যের অস্তগমনের পর রাত্রি আইসে, এই জন্য রাত্রি সূর্য্যের সন্তান, আবার রাত্রির পর উষা আইসে এই জন্য উষা রাত্রির সন্তান। ঋকের শেষ ভাগটী মূলে এই "সবার এবা রাত্রি উষসে যোনিমারৈক্।" "রাত্রিরপি উষসে সবার উষসঃ উৎপত্তয়ে ভবৎ যোনিং স্থানং সবিতারাপরভাগলক্ষণং আরৈক্ আরেচিতবতী কল্পিতবতী।" সায়ণ।

(২) মূলে "রুশদ্বৎসা" আছে; "রুশন্ দীপ্তঃ সূর্য্যো বৎসো যস্যাঃ।" সায়ণ। উষার পর সূর্য্য আইসে এই জন্য সূর্য্য উষার সন্তান।

৪। আমরা প্রভাসম্পন্না সুনৃতবাক্যের নেত্রী(৩) বিচিত্রা উষাকে জানি, তিনি আমাদিগের দ্বার খুলিয়া দিয়াছেন। তিনি সর্ব্বজগৎ আলোক-পূর্ণ করিয়া আমাদিগের ধন প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন। তিনি সমস্ত ভুবনসমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন(৪)।

৫। যে সকল লোক বক্র হইয়া শুইয়াছিল, উষা তাহার মধ্যে কাহাকেও ভোগের জন্য কাহাকেও যজ্ঞের জন্য এবং কাহাকেও ধনের জন্য, সকলকেই নিজ নিজ কর্ম্মের জন্য জাগরিত করিয়াছেন। যাহারা অল্প দেখিতে পায় উষা তাহাদিগের বিশেষরূপ দৃষ্টির জন্য (অন্ধকার দূর করেন)। বিস্তীর্ণ উষা সমস্ত ভুবনসমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

৬। উষা কাহাকেও [illegible]নের জন্য, কাহাকেও অন্নের জন্য, কাহাকেও মহাযজ্ঞের জন্য, কাহাকে[illegible] [illegible]র্থের জন্য (জাগরিত করেন); তিনি ভিন্ন২ জীবনোপা[illegible] [illegible]র জন্য সমস্ত ভুবনসমূহ প্রকাশ করিয়া দিয়াছেন।

৭। ঐ নিত্য [illegible] আকাশদুহিতা অন্ধকার দূর করতঃ (মনুষ্যের) [illegible] [illegible]ন। তিনি পার্থিব সমস্ত ধনের ঈশ্বরী। [illegible]গ! তুমি অদ্য এই স্থানে অন্ধকার দূর কর।

৮। অতীত [illegible]াগণ যে অন্তরীক্ষ পথ দিয়া গিয়াছেন সেই পথে উষা অনুগমন করিতেছেন, ভবিষ্যতে অনন্ত উষাগণ সেই পথ অনুধাবন করিবেন(৫)। উষা অন্ধকার দূর করিয়া জীবগণকে জাগরিত করিয়া মৃতবৎ সংজ্ঞাশূন্য লোককে চৈতন্য দান করেন।

---

(৩) উষার প্রাদুর্ভাব হইলে পশু পক্ষী মৃগাদি শব্দ করে এইজন্য তিনি সুনৃতবাক্যের নেত্রী। সায়ণ।

(৪) মূলে "অজীগঃ" আছে। "উদ্গিরতি স্বমুখাৎ নির্গময়তি। স্বকীয়েন প্রকাশেন তমো নিঃসার্য্য পুনরুৎপন্নমিব করোতি ইত্যর্থঃ।" সায়ণ।

(৫) মূলে "আয়তীনাং প্রথমা শশ্বতীনাং" আছে। "আয়তীনাং আগচ্ছন্তীনাং শশ্বতীনাং বহ্বীনাং উষসাং প্রথমা আদ্যা ভবতি। এষা যথা বর্ত্ততে এবমেব আগামিন্যোঽপি উষসঃ।" সায়ণ।

৯। হে উষা! যেহেতু তুমি অগ্নি প্রজ্জ্বলিত করিয়াছ(৬), সূর্য্যের আলোক দ্বারা অন্ধকার দূর করিয়াছ, ও যজ্ঞরত মনুষ্যদিগকে অন্ধকার মুক্ত করিয়া দিয়াছ, অতএব তুমি দেবগণের উপকারজনক কর্ম্ম করিয়াছ।

১০। কত কাল হইতে উষা উৎপন্ন হইতেছেন, কত কাল পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইবেন? বর্ত্তমান উষা পূর্ব্ব উষাকে সাগ্রহে অনুকরণ করিতেছেন, আবার আগামী(৭) উষাসমূহ এই দীপ্তিমান্ উষাকে অনুকরণ করিবে।

১১। যে মনুষ্যেরা অতি পূর্ব্বকালের উষাকে আলোক প্রকাশ করিতে দেখিয়াছিলেন তাঁহারা এক্ষণে গত হইয়াছেন; আমরা এক্ষণে উষাকে দর্শন করিতেছি, ভবিষ্যতে যাঁহারা উষাকে দর্শন করিবেন তাঁহারা আসিতেছেন।

১২। তিনি বিদ্বেষীদিগকে দূর করেন(৮), যজ্ঞ পালন করেন, যজ্ঞার্থ প্রাদুর্ভূত হয়েন, তিনি সুখ প্রদান করেন এবং সুনৃত শব্দ প্রেরণ করেন(৯)। উষা কল্যাণবতী ও দেবগণের আকাঙ্ক্ষিত যজ্ঞ ধারণ করেন। হে উষা! তুমি উৎকৃষ্টরূপে অদ্য এই স্থানে আলোক প্রকাশ কর।

১৩। উষা দেবী পূর্ব্ব কালে নিত্য প্রকাশিত হইতেন, ধনবতী উষা এখনও এই (জগৎ) অন্ধকারবিমুক্ত করিতেছেন, সেইরূপ তিনি ভবিষ্যতে ও দিনে২ উদয় হইবেন, কেননা তিনি অজরা ও অমরা হইয়া স্বকীয় তেজে বিচরণ করেন।

১৪। উষা আকাশের বিস্তীর্ণ দিক সকল আলোকপূর্ণ তেজদ্বারা দীপ্তিমান্ করিতেছেন, উষাদেবী (রাত্রিকৃত) কৃষ্ণরূপ দূর করিয়াছেন। (সুপ্ত প্রাণীদিগকে) জাগরিত করিয়া উষা অরুণ অশ্ব(১০) যুক্ত রথে আগমন করিতেছেন।

---

(৬) উষা কালেই হোমার্থ অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হয়। সায়ণ।

(৭) মূলে শেষ অংশটুকু এইরূপ আছে "জোষমন্যাভিরেতি।" অর্থাৎ "উষা অন্যাভিঃ আগমিনীভিঃ উষোভিঃ জোষং সহ এতি। গচ্ছতে। আগামিন্যোহপি এতদীয়ং প্রকাশং অনুকুর্ব্বন্তি ইত্যর্থঃ।" সায়ণ।

(৮) উষা হইলে রাক্ষসাদি পলায়ন করে কেননা তাহারা নিশাচর। সায়ণ।

(৯) উষা পশু পক্ষি মৃগাদিকে শব্দ করান। সায়ণ।

(১০) মূলে "অশ্বৈঃ" আছে। "কিরণৈঃ তুরগৈর্বা।" সায়ণ।

১৫। তিনি পোষণ সমর্থ বরণীয় ধন আনয়ন করিয়া এবং (সকলকে) চৈতন্য দান করিয়া বিচিত্র রশ্মি প্রকাশ করিতেছেন। তিনি পূর্ব্বগত অনেক উষার উপমাস্বরূপ এবং (আগামী) প্রভাযুক্ত উষাসমূহের প্রারম্ভস্বরূপ। তিনি রশ্মি বিকাশ করিতেছেন।

১৬। (হে মনুষ্যগণ)! উঠ, আমাদিগের (শরীর) পরিচালক জীবন আসিয়াছে অন্ধকার গিয়াছে, আলোক আসিয়াছে। (উষা) সূর্য্যের গমনের জন্য পথ করিয়া দিয়াছেন; যেখানে অন্ন(১১) দান করিয়া বর্দ্ধন করিতেছে তথায় যাইব।

১৭। স্তুতিবাহক স্তোতা প্রভাযুক্ত উষাকে স্তব করিয়া সুগ্রথিত বাক্য সমূহ(১২) উচ্চারণ করিতেছে। হে ধনবতী উষা! অদ্য সেই স্তোতার অন্ধকার বিনাশ কর এবং তাহাকে সন্ততিযুক্ত অর্থ দান কর।

১৮। যে গাভী সম্পন্ন ও সকল বীরযুক্ত উষা সমূহ বায়ুর ন্যায় (শীঘ্র) সুনৃত স্তুতি শেষ হইলে হব্যদাতা মনুষ্যের অন্ধকার বিনাশ করেন, সেই অন্নদাতা উষাগণ সেই অভিষবকারীর প্রতি প্রসন্ন হউন।

১৯। হে উষা! তুমি দেবগণের মাতা(১৩), অদিতির প্রতি স্পর্দ্ধিনী, তুমি যজ্ঞ প্রকাশ কর, বিস্তীর্ণ হইয়া কিরণ দান কর। আমাদিগের স্তোত্র প্রশংসা করিয়া আমাদিগের উপর উদয় হও; হে সকলের বরণীয়ে! আমাদিগকে জনপদে প্রাদুর্ভূত কর।

২০। উষাগণ যে কিছু বিচিত্র গ্রহণযোগ্য ধন আনয়ন করেন তাহা যজ্ঞসম্পাদক স্তোতার কল্যাণস্বরূপ। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ আমাদিগের এই (প্রার্থনা) পূজিত করুন।

---

(১১) মূলে "আয়ুঃ" আছে। সায়ণ তাহার অর্থ "অন্নং" করিয়াছেন।

(১২) মূলে কেবল "বাচঃ" আছে। সায়ণ তাহার অর্থ বেদ রূপ বাক্য করিয়াছেন।

(১৩) উষাকালে সকল দেবগণ স্তুতি দ্বারা জাগরিত হয়েন অতএব উষাকে তাঁহাদের জননী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। অতএব তিনি দেবগণের মাতা অদিতির প্রতিস্পর্দ্ধিনী। সায়ণ।

১১৪ সূক্ত।

রুদ্র দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। মহৎ কপর্দ্দী(১) বীরক্ষয়ী রুদ্রকে আমরা এই মননীয় (স্তুতি-সমূহ) অর্পণ করিতেছি, যেন দ্বিপদ ও চতুষ্পদগণ সুস্থ থাকে, যেন আমাদের এই গ্রামে সকলে পুষ্ট ও রোগ শূন্য হইয়া থাকে।

২। হে রুদ্র! তুমি সুখী হও, আমাদিগকে সুখী কর; তুমি বীর-দিগের ক্ষয়কারী, আমরা নমস্কারের সহিত তোমার পরিচর্য্যা করি। পিতা মনু যে রোগসমূহ হইতে উপশম ও ভয়সমূহ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, হে রুদ্র! তোমার উপদেশ হইতে যেন আমরা তাহা পাই।

৩। হে অভীষ্টদাতা রুদ্র! তুমি বী... র ক্ষয়কারী(২)। আমরা দেব যজ্ঞ দ্বারা যেন তোমার অনুগ্রহ প্রা... তুমি আমাদের সন্তানদিগের সুখ কামনা করিয়া তাহাদিগের নি... আইস; আমরাও সন্তান(৩) গণের কুশল দেখিয়া তোমাকে হব্য দা...রিব।

৪। আমরা রক্ষার জন্য দীপ্তিমান্ ও যজ্ঞসাধক ও কুটিলগতি ও মেধাবী(৪) রুদ্রকে আহ্বান করি, তিনি আমাদিগের নিকট হইতে তাঁহার ক্রোধ দূরে প্রেরণ করুন, আমরা তাঁহার অনুগ্রহ প্রার্থনা করি।

---

(১) রুদ্র শব্দের আদিম অর্থ বজ্র অথবা অগ্নির রূপ বিশেষ, ৪৩ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ। কপর্দ্দী অর্থ "জটিল" অথবা জটাধারী। সায়ণ। অগ্নির জটা কি? কৃষ্ণধূম পুঞ্জই অগ্নির জটা এইরূপ অনুমিত হয়।

(২) প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় ঋকে রুদ্রের "ক্ষয়দ্বীর" এই বিশেষণ আছে। সায়ণ ঐ বিশেষণের দুই অর্থ দিয়াছেন, যথা "ক্ষয়িত শূরবীরং, প্রাইভৈর্ব্বীর্য্যৈ-র্মরুদ্ভির্যুক্তং বা।" প্রথম অর্থটীই আমরা গ্রহণ করিয়াছি।

(৩) মূলে বীর শব্দ আছে। "বীর্য্যাৎ জায়ন্তে ইতি বীরাঃ প্রজাঃ।" সায়ণ।

(৪) এখানে রুদ্র অগ্নিরই রূপবিশেষ তাহা এই বিশেষণগুলি দ্বারা স্পষ্ট সূচিত হইতেছে।

৫। সেই উৎকৃষ্ট স্বর্গীয় বরাহকে(৫) সেই অরুণবর্ণ, কপর্দী দীপ্তিমান্ ও উজ্জ্বলরূপধারিকে আমরা নমস্কার দ্বারা আহ্বান করি। তিনি হস্তে বরণীয় ভৈষজ ধারণ করিয়া আমাদিগকে সুখ ও বর্ম্ম ও গৃহ প্রদান করুন।

৬। মধু হইতেও অধিক মধুর এই স্তুতি বাক্য মরুৎগণের পিতা রুদ্রের উদ্দেশে উচ্চারিত হইতেছে, ইহাতে (স্তোতার) বৃদ্ধি সাধন হয়। হে মরণরহিত রুদ্র! মনুষ্যদিগের ভোজনরূপ অন্ন আমাদিগকে প্রদানকর, এবং আমাকে, আমার পুত্রকে ও (তাহার) তনয়কে সুখ দান কর।

৭। হে রুদ্র! আমাদিগের মধ্যে বৃদ্ধকে বধ করিও না, বালককে বধ করিও না, সন্তান জনয়িতাকে বধ করিও না গর্ভস্থ সন্তানকে বধ করিও না(৬); আমাদিগের পিতাকে বধ করিও না, মাতাকে বধ করিও না, আমাদিগের প্রিয় শরীরে আঘাত করিও না।

৮। হে রুদ্র! আমাদিগের পুত্রকে হিংসা করিও না, তাহার পুত্রকে হিংসা করিও না, আমাদিগের অন্য মনুষ্যকে হিংসা করিও না, আমাদিগের গো ও অশ্ব হিংসা করিও না। হে রুদ্র! ক্রুদ্ধ হইয়া আমাদিগের বীরদিগকে হিংসা করিও না, কেমনা আমরা হব্য লইয়া সর্ব্বদাই তোমাকে আহ্বান করি।

৯। পশুপালক যেরূপ (সায়ংকালে পশুস্বামীদিগকে তাহাদের পশু ফিরাইয়া দেয়), হে রুদ্র! আমি সেইরূপ তোমার স্তোত্র তোমাকে অর্পণ করিতেছি। হে মরুৎগণের পিতা! আমাদিগকে সুখ দান কর,

(৫) মূলে "বরাহং" আছে। "বরাহারং উৎকৃষ্ট ভোজনং যদ্বা বরাহবৎ দৃঢ়াঙ্গং।" সায়ণ। "Sanglier celeste."—*Langlois*. "Who has excellent food."—*Wilson*. "Boar of the Sky."—*Max Muller*.

(৬) মূলে "মা ন উক্ষন্তং মা ন উক্ষিতং" আছে। "উক্ষন্তং সেক্তারং মধ্যবয়স্কং যুবানং মা বধীঃ। উত অপিচ সোঢ়ব্যাকং উক্ষিতং গর্ভরূপেণ নিষিক্তং ভ্রূণং অল্পাকং মা বধীঃ।" সায়ণ। উক্ষ্ ধাতু সেচনে, তাহা হইতে উক্ষন্ (বৃষ) উৎপন্ন হইয়াছে। বৃহ্ ধাতু ও বর্ধনে, তাহা হইতে বৃষ শব্দ।

তোমার অনুগ্রহ অতিশয় সুখকর এবং কল্যাণকর, আমরা তোমার রক্ষণ প্রার্থনা করি।

১০। হে বীরগণের ক্ষয়কারক! তোমার কৃত গোহত্যা ও মনুষ্য হত্যা দূরে থাকুক, আমরা যেন তোমার দত্ত সুখ পাই। আমাদিগকে সুখী কর, হে দীপ্তিমান্ রুদ্র! আমাদের পক্ষ হইয়া কহিও, তুমি উভয় পৃথিবীর স্বামী(৭), আমাদিকে সুখ দাও।

১১। আমরা রক্ষণ বাঞ্ছা করিয়া কহিয়াছি, সেই রুদ্রকে নমস্কার। রুদ্র মরুৎগণের সহিত আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করুন। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু, পৃথিবী ও আকাশ আমাদের (এই প্রার্থনা) পূজিত করুন।

---

১১৫ সূক্ত।

সূর্য্য দেবতা। অঙ্গিরার পুত্র কুৎস ঋষি।

১। বিচিত্র তেজঃপুঞ্জ রূপ, মিত্র, বরুণ ও অগ্নির চক্ষু স্বরূপ (সূর্য্য) উদয় হইয়াছেন; দ্যাবা পৃথিবী ও অন্তরীক্ষ স্বীয় কিরণে পরিপূর্ণ করিয়াছেন; সূর্য্য জঙ্গম ও স্থাবর সকলের আত্মাস্বরূপ।

২। মনুষ্য যেরূপ নারীর পশ্চাৎ গমন করে, সূর্য্য সেইরূপ দীপ্তমান্ ঊষার পশ্চাতে আসিতেছেন(১); এই সময়ে দেবতাকাঙ্ক্ষী মনুষ্যগণ বহুযুগ প্রচলিত (যজ্ঞকর্ম্ম)(২) বিস্তার করেন, সুফলার্থ কল্যাণ কর্ম্ম সম্পন্ন করেন।

(৭) মূলে "দ্বিবর্হাঃ" আছে। "দ্বয়োঃ স্থানয়োঃ পৃথিব্যাং অন্তরীক্ষে চ, পরিবৃঢ়ঃ।" সায়ণ।

(১) ৩০ সূক্তের ২২ ঋকের টীকায় গ্রীকদিগের শাস্ত্রের Apollo ও Daphne সম্বন্ধে গল্প দেখ।

(২) মূলে "যুগানি" আছে। "যুগশব্দ কাল বাচি। তেষু তত্র কর্ত্তব্যানি কর্ম্মাণি লক্ষ্যন্তে।" সায়ণ।

৩। সূর্য্যের কল্যাণরূপ হরিৎ নামক বিচিত্র অশ্বগণ এই পথ দিয়া গমন করে, তাহারা সকলের স্তুতি ভাজন; আমরা সেই অশ্বদিগকে অর্চনা করিতেছি; তাহারা আকাশ পৃষ্ঠে উঠিয়াছে, এবং একবারেই দ্যাবা পৃথিবী ব্যাপ্ত(৩) করিতেছে।

৪। সূর্য্যের এরূপ দেবত্ব, এরূপ মাহাত্ম্য যে মনুষ্যদিগের কর্ম্ম অসমাপ্ত থাকিতেই তিনি তাঁহার বিস্তীর্ণ রশ্মিজাল সম্বরণ করেন। যখন তিনি রথ হইতে হরিৎ নামক অশ্বগণ বিযুক্ত করেন তখন রাত্রি সর্ব্বলোকে অন্ধকাররূপ আবরণ বিস্তার করেন।

৫। মিত্র ও বরুণের(৪) দর্শনার্থ আকাশের মধ্যভাগে সূর্য্য স্বীয় জ্যোতির্ম্ময়রূপ প্রকাশ করিতেছেন; তাঁহার হরিৎ নামক অশ্বগণ(৫) একদিকে তাঁহার অনন্ত দীপ্তিমান্ বল ধারণ করে, অন্য দিকে কৃষ্ণবর্ণ (অন্ধকার) নিষ্পাদন করে।

৬। হে দেবগণ্(৬)! অদ্য সূর্য্যের উদয়ে আমাদিগকে পাপ হইতে মুক্ত কর। মিত্র, বরুণ, অদিতি, সিন্ধু পৃথিবী ও আকাশ আমাদের এই (প্রার্থনা) পূজিত কর।

(৩) অর্থাৎ কিরণ চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইতেছে।

(৪) অর্থাৎ সমস্ত জগতের দর্শনার্থ। সায়ণ।

(৫) অর্থাৎ তাঁহার কিরণসমূহ বর্ত্তমান থাকিয়া দিবার আলোক করে, অবর্ত্তমান থাকিয়া রাত্রির অন্ধকার করে। এই সূক্তের সকল স্থানেই "হরিৎ" (অর্থাৎ সূর্য্যের অশ্ব) অর্থ সূর্য্যকিরণ তাহা অতি স্পষ্ট দেখা যাইতেছে। সকল স্থানে এরূপ দেখা যায় না, কেন না বেদের কবিগণও অনেক স্থানে আদি উপমাটী ভুলিয়া গিয়া "হরিৎ" অর্থ প্রকৃতই সূর্য্যের রথবাহক অশ্ব এইরূপ বর্ণনা করেন। পুরাণের কবিগণ সে উপমাটী একেবারে ভুলিয়া গিয়াছেন, তথায় হরিৎ অর্থ সূর্য্যের অশ্ব ভিন্ন আর কিছু নহে।

(৬) মূলে "দেবাঃ" আছে, কিন্তু সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "দ্যোতমানাঃ সূর্য্য রশ্মযঃ।"

১১৬ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি(১)।

১। যেরূপ (যজমান যজ্ঞার্থ) কুশ (বিস্তার করে), যেরূপ বায়ু মেঘকে (নানাদিকে প্রেরণ করে) সেইরূপ আমি নাসত্যদ্বয়কে (প্রচুর) স্তোত্র প্রেরণ করিতেছি; তাঁহারা শত্রুসেনা পশ্চাৎ ফেলিয়া রথদ্বারা যুবক বিমদ রাজর্ষির স্ত্রীকে তাঁহার নিকট পঁহুছিয়া দিয়াছিলেন(২)।

২। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা বলবান্ ও শীঘ্রগতি অশ্বদ্বারা নীত ও দেবগণের উৎসাহে উৎসাহিত হইয়াছিলে; তোমাদের গর্দ্দভ(৩) যমের প্রিয় সহস্রযুদ্ধে জয় করিয়াছিল। দে[illegible]

৩। কোন ম্রিয়মাণ মনুষ্য যেরূপ ধ[illegible]াগ করে, সেই রূপ তুগ্র (অতিকষ্টে তাঁহার পুত্র) ভুজ্যুকে সমুদ্রে [illegible]লেন(৪) হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আপনাদিগের নৌকাসমূহ দ্বারা তাহ[illegible] করিয়া আনিয়াছিলে, সে নৌকা জলে ভাসিয়া যায়(৫) তাহাকে [illegible] করে না।

৪। হে নাসত্য দ্বয়! তোমরা তিন খা[illegible]গামী শতচক্রবিশিষ্ট ষট্অশ্বযুক্ত রথে ভুজ্যুকে বহন করিয়াছিলে, সে [illegible] তিন দিন তিন রাত্রি ব্যাপিয়া আর্দ্র সমুদ্রের জলশূন্য পারে চলিয়াছিল।

---

(১) কক্ষীবান্ঋষি সম্বন্ধে ১৮ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(২) বিমদনামক রাজর্ষি স্বয়ম্বরে কন্যালাভ করিলে পর অন্যান্য রাজগণ পথে তাহাকে আক্রমণ করেন। অশ্বিদ্বয় সেই সময় বিমদকে সহায়তা করেন এবং আপনাদিগের রথে করিয়া বিমদের স্ত্রীকে বিমদের সদনে পঁহুছিয়া দিলেন। সায়ণ। কিন্তু সে সময়ে কি স্বয়ম্বর প্রথা প্রচলিত ছিল?

(৩) অশ্বিদ্বয়ের রথবাহক গর্দ্দভ। নিরুক্ত। ১। ১৪।

(৪) তুগ্র নামে অশ্বিদিগের প্রিয় একজন রাজর্ষি ছিলেন। তিনি দ্বীপান্তর বর্ত্তী শত্রুদিগের উপদ্রবে ক্লিষ্ট হইয়া তাহাদিগকে জয় করিবার জন্য আপন পুত্র ভুজ্যুকে সেনার সহিত নৌকায় প্রেরণ করেন। সমুদ্রে অনেক দূর গিয়া সে নৌকা ভাঙ্গিয়া যায়। ভুজ্যু অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিলেন, তাঁহারা ভুজ্যুকে সসৈন্যে আপনাদিগের পোতে আরোহণ করাইয়া তিন দিন তিন রাত্রিতে তাহাদিগকে তুগ্রের নিকট পঁহুছিয়া দিলেন। সায়ণ।

(৫) মূলে "অন্তরিক্ষ প্রুদ্ভিঃ" আছে। "অতি বহুত্বাদন্তরীক্ষে জলস্যোপরি গচ্ছদ্ভিঃ।" সায়ণ।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অবলম্বন রহিত, ভূপ্রদেশ রহিত, গ্রহণীয় বস্তু রহিত(৬), সমুদ্রে এই কর্ম্ম করিয়াছিলে; শতদাঁড়যুক্ত(৭) নৌকায় ভুজ্যুকে রাখিয়া তাহার গৃহে আনিয়াছিলে।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! অহন্তব্য অশ্বের পতি পেদু (নামক রাজর্ষিকে) তোমরা যে শ্বেতবর্ণ অশ্ব দিয়াছিলে, সে অশ্ব তাহার নিত্য নিত্য (জয়রূপ) মঙ্গল সাধন করিয়াছিল(৮), তোমাদের সেই দান মহৎ ও কীর্ত্তনীয় হইয়াছিল; পেদুর সেই উৎকৃষ্ট অশ্ব আমাদিগের সর্ব্বদাই পূজনীয়।

৭। হে নেতৃদ্বয়! প্রজ্রকুলে(৯) জাত কক্ষীবান্ তোমাদের স্তুতি করাতে তোমারা তাহাকে প্রভূত বুদ্ধিদান করিয়াছিলে। সুরার আধার(১০) হইতে (যেরূপ [illegible]) নির্গত করে, সেইরূপ তোমাদের) সেচনসমর্থ অশ্বের খুর হইতে তো[illegible] শত কুম্ভ সুরা সিঞ্চন করিয়াছিলে।

৮। তোমরা হিম [illegible] (অত্রির চতুর্দ্দিকস্থ) দীপ্যমান অগ্নি নিবারণ করিয়াছিলে(১১) এব[illegible] হাকে অন্নযুক্ত বলপ্রদ খাদ্য দিয়াছিলে; হে অশ্বিদ্বয়! অত্রি[illegible] যে আলোক শূন্য পীড়াযন্ত্র গৃহে (প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল), তো[illegible] ক তাহার সমভিব্যাহারিগণের সহিত সুখে তথা হইতে উঠাইয়া[illegible]।

---

(৬) "গ্রাহ্যং শাখাদিকমপি যত্র নাস্তি।" সায়ণ।

(৭) মূলে "অরিত্র" শব্দ আছে। "যৈঃ কাষ্ঠৈঃ পার্শ্বতো বদ্ধৈ জলালে তুনে সতি নৌঃ শীঘ্রং গচ্ছতি তানি অরিত্রানি।" সায়ণ। "Oar."—*Wilson.*

(৮) পেদু নামক একজন অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিয়াছিল। অশ্বিদ্বয় প্রীত হইয়া তাহাকে একটী শ্বেতবর্ণ অশ্ব দিয়াছিলেন। সেই অশ্ব তাহার অনেক জয় লাভের কারণ হইয়াছিল। সায়ণ।

(৯) অর্থাৎ অঙ্গিরা কুল। সায়ণ।

(১০) মূলে "কারোতরাৎ" আছে। "কারোতর শাখৈবদনক্ষণ বেষ্টিতো ভাজনবিশেষো যস্মিন্ সুরাযাঃ স্রাবণং ক্রিয়তে।" সায়ণ। "Cask."—*Wilson.* Filtre.—*Langlois.* Sieve.—*Muir.*

(১১) অসুরেরা ঋষি অত্রিকে শতদ্বার পীড়া যন্ত্রগৃহে প্রবেশ করাইয়া তুষের আগুন জ্বালাইয়াছিল। তখন সেই ঋষি অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিলেন, এবং অশ্বিদ্বয় জলদ্বারা সেই অগ্নি নিবাইয়া সেই পীড়াগৃহ হইতে অবিকলেন্দ্রিয় অত্রিকে বাহির করিলেন। সায়ণ।

৯। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা (গোতম ঋষির নিকটে) কূপ আনিয়াছিলে, এবং তাহার তলভাগ উচ্চ ও মুখ নীচে করিয়াছিলে(১২); এবং(১৩) সেই কূপ হইতে তৃষিত গোতমের পানার্থ এবং সহস্র ধন লাভার্থ জল নির্গত হইয়াছিল।

১০। হে নাসত্যদ্বয়! শরীরের আবরণ(১৪) (যেরূপ খুলিয়া ফেলে), তোমরা জীর্ণ চ্যবন (ঋষির) শরীর ব্যাপ্ত (জরা) সেইরূপ খুলিয়া ফেলিয়াছিলে(১৫)। হে দস্রদ্বয়! তোমরা সেই পুত্রাদিত্যক্ত ঋষির জীবন

---

(১২) একদা গোতম ঋষি যখন মরুভূমিতে ছিলেন, অশ্বিদ্বয় অন্য দেশের একটী কূপ উঠাইয়া তাহার নিকট আনিয়া দিয়াছিলেন, এবং গোতমের স্নান পানাদির সুবিধার জন্য সেই কূপের মুখ নীচে করিয়া ও তলদেশ উচ্চ করিয়া ধরিয়াছিলেন। সায়ণ। ৮৫ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ।

(১৩) মূলে "ন" আছে, অর্থ "এবং। [illegible] শব্দঃ চার্থে।" সায়ণ। ঋগ্বেদে "ইব" অর্থাৎ "ইহার মত" এই অর্থে "ন" সর্ব্বদাই ব্যবহৃত হয়। Max Muller ইহার এইরূপ কারণ নির্দেশ করিয়াছেন। বেদের মন্ত্রে দুইটী দ্রব্যের অসদৃশতা দেখাইয়া তুলনা করা হইত। আমরা বলি "পর্ব্বতের ন্যায় স্থির" বেদের মন্ত্রে বলে "স্থির, কিন্তু পর্ব্বত নহে"। আমরা বলি "পশুর ন্যায় ভ্রমণকারী চন্দ্র সূর্য্য," বেদের মন্ত্রে বলে "চন্দ্র সূর্য্য ভ্রমণকারী, কিন্তু পশু নহে।" আমরা বলি "নদীসমূহ মনুষ্যের ন্যায় গর্জ্জন করিতেছে,"—বেদের মন্ত্রে বলে "নদী সমূহ গর্জ্জন করিতেছে, কিন্তু মনুষ্য নহে।"—*Origin and Growth of Religion* (1882), pp. 200, 201.

(১৪) মূলে "দ্রাপিং" শব্দ আছে। ২৫ সূক্তের ১৩ ঋকের টীকা দেখ।

(১৫) বলিপলিতযুক্ত জীর্ণাঙ্গ ও পুত্রদিগের দ্বারা পরিত্যক্ত চ্যবন নামক ঋষি অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিয়াছিলেন। অশ্বিদ্বয় সেই ঋষির জরা দূর করিয়া তাঁহাকে পুনরায় যৌবন দান করিয়াছিলেন। সায়ণ। ঋগ্বেদে এই আখ্যান আবার ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। শতপথব্রাহ্মণে এই গল্প আছে। মহাভারতের বনপর্ব্বে গল্প আছে যে ভৃগুর পুত্র চ্যবন নর্ম্মদাতীরে তপ করিতেছিলেন, এবং বল্মীক কীট তাঁহার শরীরের উপর গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিল, কেবল তাঁহার চক্ষু দুটী দেখা যাইত। শর্য্যাতি রাজার সুকন্যা নাম্নী দুহিতা বল্মীকের মধ্যে দুইটী উজ্জ্বল পদার্থ দেখিয়া একটী কাঠি দিয়া খোঁচা দিয়াছিলেন, তাহাতে বৃদ্ধ ঋষি ক্লিষ্ট ও ক্রুদ্ধ হইলেন, এবং রাজা তাঁহার ক্রোধ অপনয়নার্থ সেই কন্যাকে ঋষির সহিত বিবাহ দিলেন। পরে অশ্বিদ্বয় সেই আশ্রমে আসিয়া এরূপ বৃদ্ধ ও জীর্ণ স্বামীর সহিত সুকন্যার বিবাহ হইয়াছে দেখিয়া ঋষিকে পুনরায় যৌবন দান করেন। Kuhn, Max Muller এবং Benfey বলেন যে বার্দ্ধক্যের পর পুনরায় যৌবন প্রাপ্তি কেবল সূর্য্যের অস্তের পর পুনরুদয় সম্বন্ধে একটী উপমা মাত্র, এবং রেভ, বন্দন, পরাবৃজ, ভুজ্যু প্রভৃতি যাহাকেও অশ্বিদ্বয় উদ্ধার করিয়াছিলেন বলিয়া গল্প আছে, সে কেবল এইরূপ প্রাকৃতিক দৃশ্য সম্বন্ধে উপমা মাত্র। Muir এমত সমর্থন করেন না।

বৃদ্ধি করিয়া দিয়াছিলে, এবং তৎপরে তাহাকে কন্যা শদ্যুর পা[illegible] করিয়া দিয়াছিলে।

১১। হে নেতৃ নাসত্যদ্বয়! তোমাদের সেই ইষ্ট বরণীয় কার্য্য আমাদের প্রশংসনীয় ও আরাধ্য, যে তোমরা জানিতে পারিয়া সেই গু[illegible] ধনের ন্যায় লুকায়িত বন্দন ঋষিকে (পিপাসিত পথিকদিগের) দ্রষ্ট[illegible] (কূপ) হইতে উঠাইয়াছিলে(১৬)।

১২। হে নেতৃদ্বয়! যেমন মেঘগর্জ্জন (আগম্ন) বৃষ্টি প্রকটিত ক[illegible] আমি ধন লাভার্থ তোমা[illegible]দের সেই উগ্র কর্ম্ম সেইরূপে প্রকটিত করিতে[illegible] যে অথর্বার পুত্র দধীচি (ঋষি) অশ্বমস্তক ধারণ করিয়া তোমাদিগকে এ[illegible] মধুবিদ্যা শিখাইয়াছিল(১৭)।

১৩। হে বহু লে[illegible] নাসত্যদ্বয়! তোমরা (অভিমত ফ[illegible] প্রদানের) কর্তা; বুদ্ধি[illegible] (বধ্রিমতী) পূজনীয় স্তোত্রদ্বারা তোমাদিগকে বার২ ডাকিয়াছিল; [illegible] যেরূপ শিক্ষকের কথা শুনে, তোমরা সেইরূপ বধ্রিমতির সেই [illegible] শুনিয়াছিলে, হে অশ্বিদ্বয়! তাহাকে হিরণ্যহস্ত (নামক পুত্র) দি[illegible]লে(১৮)।

---

(১৬) বন্দন না[illegible] এক জন ঋষি ছিলেন। তিনি অসুর দিগের কর্তৃক একটি কূপে নিক্ষিপ্ত হইয়া তথা হইতে উঠিতে না পারিয়া অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিলেন অশ্বিদ্বয় তাহাকে উঠাইয়াছিলেন। সায়ণ।

(১৭) ইন্দ্র দধীচিকে প্রবর্গ্যবিদ্যা ও মধুবিদ্যা উপদেশ দিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন "যদি এই বিদ্যা অন্য কাহাকেও বল তবে তোমার শিরশ্ছেদন করিব।" অশ্বিদ্বয় দধীচের মস্তক ছেদন করিয়া তাহা অন্য স্থানে রাখিয়া তাহাকে অশ্বের মাথা পরাইয়া দিলেন। এইরূপে অশ্বিদ্বয় প্রবর্গ্য বিষয় অর্থাৎ ঋক সাম ও যজুঃ এবং মধুবিদ্যা অর্থাৎ প্রতিপাদক ব্রাহ্মণ অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। ইন্দ্র এই বিষয় জানিতে পারিয়া তাহার সেই অশ্বের মাথা বজ্রদ্বারা কাটিয়া ফেলিলেন অশ্বিদ্বয় তাহাকে পুনরায় তাহার নিজের মানুষের মাথা পরাইয়া দিলেন। সায়ণ। দধীচির পৌরাণিক আর একটী গল্প সকলেই জানেন। আত্মত্যাগী দধীচি আপনার অস্থি ইন্দ্রকে দিয়াছিলেন, এবং সেই অস্থি দ্বারা বজ্র প্রস্তুত করিয়া ইন্দ্র বৃত্রকে সংহার করেন। ৮৪ সূক্তের ১৩ ঋকের টীকা দেখ।

(১৮) কোন এক রাজর্ষির বধ্রিমতী নাম্নী পুত্রী ছিল, তাহার স্বামী নপুংসক। বধ্রিমতী পুত্র লাভের জন্য অশ্বিদ্বয়কে আহ্বান করিয়াছিলেন, এবং অশ্বিদ্বয় সেই আহ্বান শুনিয়া আসিয়া তাহাকে হিরণ্যহস্ত নামক পুত্র প্রদান করেন। সায়ণ।

১৪। হে নেতৃদ্বয় নাসত্যদ্বয়! তোমরা বৃকের মুখ হইতে [illegible] ছাড়াইয়া দিয়াছিলে(১৯)। হে বহু লোকের পালক! তোমরা [illegible] পরায়ণ মেধাবীকে (প্রকৃত জ্ঞান) দর্শন করিতে দিয়াছ।

১৫। খেলের (স্ত্রী বিশ্‌পলার) একটী পা, পক্ষীর একটী পাখার ন্যায় যুদ্ধে ছিন্ন হইয়াছিল(২০); হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা রাত্রি যোগে(২১) সদ্যই বিশ্‌পলাকে গমনের জন্য এবং (শত্রু) ন্যস্ত ধন লাভার্থে লৌহময় জঙ্ঘা পরাইয়া দিয়াছিলে।

১৬। যে ঋজ্রাশ্ব বৃকীকে শত মেষ খণ্ড করিয়া দিয়াছিলেন, তাহাকে তাহার পিতা দৃষ্টিহীন করিয়াছিল(২২); হে ভিষজ দস্রনাসত্যদ্বয়!

---

(১৯) সায়ণ এই ঋকের শেষার্দ্ধের অর্থ [illegible]। বর্ত্তিকা চড়াই পাখী (চটক) সদৃশ প[illegible]। অরণ্যের একটী বৃক [illegible] পুরাকালে তাহা ধরিয়াছিল, অশ্বিদ্বয় তাহাকে ছাড়াইয়া দিয়াছিলেন [illegible]। কিন্তু যাস্ক ইহার অন্য অর্থ করেন। বারং প্রত্যাবর্ত্তন করে সেই "বর্ত্তিকা" অর্থাৎ উষা। আলোক দ্বারা জগৎকে আবরণ করে সেই "বৃক" অর্থাৎ সূর্য্য। সেই সূর্য্য উষার পশ্চাতে আসিয়া, অর্থাৎ উষার পর উদয় হইয়া তাহাকে ধরেন। অশ্বিদ্বয় উষাকে ছাড়াইয়া দেন। Max Muller যাস্কের অর্থ [illegible]রিয়াছেন, এবং গ্রীক ধর্ম্মাখ্যানে এই গল্প ও এই বর্ত্তিকার নাম দেখাইয়া[illegible]ছেন। "The island in which they (Apollo and Artemis, *i.e.*, dawn [illegible] night,) are fabled to have been born is *Ortigia*. . . . *Ortigia*, th[illegible] localised afterwards in different places, is the dawn or the dawn land. Ortygia is derived from *ortyx*, a quail. The quail in Sanscrit is called *Vartika*, *i.e.*, the returning bird, one of the first birds which return with the return of the spring. The same name is given in the Veda to one of the many beings delivered or revived by the Asvins, *i.e.*, by day and night; and I believe Vartika, the returning, is again one of the many names of the dawn."—*Science of Language* (1882), vol. II, p. 553.

(২০) খেল নামক এক রাজা ছিলেন, তাঁহার পুরোহিত অগস্ত্য। খেলের স্ত্রী বিশ্‌পলা; কোন যুদ্ধে শত্রুদিগের দ্বারা সেই বিশ্‌পলার একটী পা ছিন্ন হইয়াছিল। অগস্ত্য অশ্বিদ্বয়ের স্তুতি করাতে অশ্বিদ্বয় রাত্রিতে আসিয়া বিশ্‌পলাকে লৌহের পা করিয়া দিলেন। সায়ণ।

(২১) মূলে "পরিতক্ম্যায়াং" আছে। "পরিতক্ম্যা রাত্রিঃ পরিত এনাং তক্মতি।" যাস্ক। নিরুক্ত ১১।২৫।

(২২) বৃষাগিরের পুত্র ঋজ্রাশ্ব নামক একজন রাজর্ষি ছিলেন। অশ্বিদ্বয়ের বাহন গর্দ্দভ তাঁহার নিকট বৃকী (নেকড়ে বাঘিনী) হইয়াছিল। ঋজ্রাশ্ব তাহাকে

চক্ষুদ্বয় দর্শনে অসমর্থ হইয়াছিল(২৩), তোমরা তাহার সেই বুদ্ধির দর্শন সমর্থ করিয়াছিলে।

১৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের শীঘ্রগামী অশ্ব থাকায় সূর্য্যের দুহিতা বিজিত হইয়া তোমাদের রথে আরোহণ করিলেন(২৪); সে রথ কার্ষ্মের ন্যায়(২৫) সকল দেবগণ হৃদয়ের সহিত ইহা অনুমোদন করিলেন; হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা সম্পদ প্রাপ্ত হইলে।

১৮। হে অশ্বিদ্বয়! দিবোদাস (নামক রাজর্ষি)(২৬), হব্যের অন্ন প্রদান করিয়া তোমাকে আহ্বান করিলে যখন তোমরা তাহার গৃহে গিয়াছিলে, তখন তোমাদের সেব্য রথ ধনযুক্ত অন্ন লইয়া গিয়াছিল, বৃষভ এবং গ্রাহ(২৭) সেই রথে যোগ করিয়াছিলে।

আহারার্থে ১০১ পৌরজনের [illegible] করিয়া দিয়াছিলেন। পৌরজনের এইরূপ অপকার করাতে ঋজ্রাশ্বের [illegible] তাঁহাকে নেত্রহীন করি[illegible] তোমরা[illegible] অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিলেন, এবং তাঁহা[illegible] নজের বাহনের জন্য ঋজ্রা[illegible] অন্ধতা হইয়াছে জানিয়া, তাঁহাকে পুনরায় [illegible]ন করিলেন। সায়ণ।

(২৩) মূলে "অন[illegible]" শব্দ আছে। "অনর্বনী দ্রষ্টব্যং প্রতি পিতৃশাপাৎ গমনরহিতে।" সায়ণ।

(২৪) সবিতা সূ[illegible] আপন দুহিতাকে সোম রাজাকে প্রদান করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। [illegible] দেবই সেই সূর্য্যাকে অভিলাষ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারা পরস্পর বলিলে[illegible] আমরা আদিত্য পর্য্যন্ত দৌড়াইব। আমাদিগের মধ্যে যে জয়লাভ করিবেন, সূ[illegible] তাঁহারই হইবেন। অশ্বিদ্বয় জয়লাভ [illegible] এবং তাঁহারাই সূর্য্যাকে জয় [illegible]রিয়া রথে উঠাইলেন। সায়ণ।

আমরা জানি বেদে সোম অর্থ সোমরস। তবে তাহার সহিত সূর্য্যের দুহিতার বিবাহের প্রকৃত মৌলিক অর্থ কি? ঋগ্বেদের ৯ মণ্ডলের ১ সূক্তের ৬ ঋক্ হইতে আমরা ইহা কিছু অনুভব করিতে পারি। "পুনাতিতে পরিস্রুতং সোমং সূর্য্যস্য দুহিতা।" অর্থাৎ "সূর্য্যের দুহিতা পরিস্রুত সোমকে বিশুদ্ধ করেন" সূর্য্যকিরণে সোমরস মাদকতা (Fermentation) প্রাপ্ত হয় এই কি সূর্য্যার সোমের সহিত বিবাহের উপাখ্যানের প্রকৃত উৎপত্তি?

(২৫) মূলে "কার্ষ্মেব" আছে। "কার্ষ্ম শব্দ কাষ্ঠবাচি। যথা কাষ্ঠং আজিধাবনস্য অবধিভূতং নির্দিষ্টং লক্ষ্যং আশুগামী কশ্চিৎ সর্ব্বেভ্যঃ ধাবদ্ভ্যঃ পূর্ব্বং প্রাপ্নোতি।" সায়ণ। ঘোড়দৌড়ের সময় যে নির্দিষ্ট কাষ্ঠ খণ্ডের নিকট প্রথমে পহুছিতে পারিলে জয় হয়, সেই নির্দিষ্ট কাষ্ঠ খণ্ডের নাম কার্ষ্ম।

(২৬) দিবোদাস সম্বন্ধে ৫১ সূক্তের ৬ ঋক্ ও ৫৩ সূক্তের ৮ ঋক্ দেখ।

(২৭) মূলে "শিংশুমারং" আছে। অর্থ "গ্রাহঃ।" সায়ণ। কিন্তু Wilson বলেন শিংশুমার অর্থ শুশুক, "the Gangetic porpoise." বৃষভ ও গ্রাহ পরস্পর বিরোধী হইলেও অশ্বিদ্বয় নিজের সামর্থ্য প্রদর্শনার্থ তাহাদিগকে একত্রে যোগ করিয়াছিলেন। সায়ণ।

১৯। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা শোভনীয় বলযুক্ত ধন এবং [illegible] হইতে অপত্য ও বীর্য্যযুক্ত অন্ন লইয়া সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া জহ্নু (২৮) (মহর্ষির) সন্তানাদির নিকট আসিয়াছিলে। তাহারা হবোর অন্ন প্রদান করিয়াছিল, এবং দৈনিক সোমাভিষবের (প্রাতঃ সবনাদি) তিনটী ভাগ ধারণ করিয়াছিল।

২০। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা জরারহিত। জাহুষ (রাজা)(২৯) সকল দিকে (শত্রুদিগের দ্বারা) বেষ্টিত হইলে, তোমরা স্বকীয় সর্ব্বভেদকারী রথে রাত্রিযোগে তাহাকে সুগম্য পথ দিয়া বাহির করিয়া লইয়া গিয়াছিলে এবং (শত্রু দুরারোহ) পর্ব্বত সমূহে গমন করিয়াছিলে।

২১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা বশ [illegible]ক ঋষিকে) একদিনে সহস্র রমণীয় ধন প্রাপ্তির জন্য রক্ষা করিয়াছ[illegible]। অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! তোমরা ইন্দ্রের সহিত যুক্ত হইয়া পৃথুশ্রবার(৩০) [illegible] দায়ী শত্রুদিগকে হত করিয়াছিলে।

২২। ঋচৎকের পুত্র শর (নামক স্তোতা [illegible]পানের জন্য তোমরা কূপের নিম্নদেশ হইতে জল উচ্চে উঠাইয়া ছিলে। [illegible] নাসত্য দ্বয় তোমরা স্বকীয় কার্য্য দ্বারা শ্রান্ত শয়ু (নামক ঋষির) [illegible] প্রসব শূন্য গাভিকে দুগ্ধবতী করিয়াছিলে।

২৩। হে নাসত্যদ্বয়! কৃষ্ণের পুত্র ঋজুতাপরায়ণ বিশ্বকায় নামক ঋষি তোমাদিগের রক্ষণ ইচ্ছায় স্তুতি করিলে তোমরা স্বকীয় কার্য্য দ্বারা নষ্ট পশুর ন্যায় তাহার বিষ্ণাপু নামক(৩১) বিনষ্ট পুত্রকে পুনর্ব্বার দেখিতে দিয়াছিলে।

---

(২৮) পুরাণে জহ্নু একজন চন্দ্র বংশীয় রাজা তাহা সকলেই জানেন।

(২৯) জাহুষ নামে একজন রাজা ছিলেন। সায়ণ।

(৩০) পুরাণে পৃথুশ্রবা বলিয়া একজন রাজার উল্লেখ আছে। সায়ণ বলেন পৃথুশ্রবা নামে একজন কানীন রাজা ছিলেন। বিবাহের পূর্ব্বে পুত্র হইলে কন্যাকালে উৎপন্ন হইয়াছে বলিয়া তাহাকে কানীন পুত্র বলে।

(৩১) এ কৃষ্ণ ও তৎপুত্র বিশ্বকায় ও তাহার পুত্র বিষ্ণাপুকে, তাহার টীকায় কোন বিবরণ নাই। কেবল তাঁহারা ঋষি ছিলেন এই টুকু জানা যায়।

রেভ (রজ্জুদ্বারা) বদ্ধ হইয়া এবং (শত্রুদ্বারা) হিংসিত হইয়া দশ রাত্রি নয় দিন জলের মধ্যে থাকিয়া জলে বিপ্লুত ও ব্যথাদ্বারা সন্তপ্ত হইলে তোমরা তাহাকে, হাতা দ্বারা যেরূপ সোমরস উঠায়, সেইরূপে উঠাইয়াছিলে(৩২)।

২৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের (পূর্ব্ব কৃত) কর্ম্ম সকল বর্ণনা করিলাম; আমি যেন শোভনীয় গো ও শোভনীয় বীরযুক্ত হইয়া এ রাষ্ট্রের অধিপতি হই; এবং গৃহস্বামী যেরূপ (নিষ্কণ্টকে) গৃহে প্রবেশ করে, আমিও যেন চক্ষুতে স্পষ্ট দেখিয়া দীর্ঘ আয়ু ভোগ করিয়া বার্দ্ধক্য প্রাপ্ত হই।

---

১১৭ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের চিরন্তন হোতা তোমাদের হর্ষার্থে মধুর সোমের সহিত তোমাদিগের অর্চনা করিতেছে; কুশের উপর হব্য স্থাপন করা হইয়াছে; (ঋত্বিকদিগেরদ্বারা) স্তুতি ও প্রস্তুত হইয়াছে; হে নাসত্যদ্বয়! অন্ন লইয়া নিকটে আইস।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের যে মনের অপেক্ষা ও বেগবান্ ও শোভনীয় অশ্বযুক্ত রথ সমস্ত প্রজাবর্গের সম্মুখে গমন করে, এবং যে রথে তোমরা শুভকর্ম্মা লোকের গৃহে গমন কর, হে নেতৃদ্বয়! সেই রথে আমাদিগের গৃহে আইস।

৩। হে নেতৃদ্বয়! হে অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! তোমরা (শত্রুদিগকে) হিংসা করিয়া এবং সেই ক্লেশদায়ি দস্যুর মায়া আনুপূর্ব্বিক নিবারণ

---

(৩২) পূর্ব্ব কালে অসুরেরা রেভ ঋষিকে রজ্জু দ্বারা বাঁধিয়া দশ দিন সায়ংকালে কূপে নিক্ষেপ করিয়াছিল। তিনি দশ রাত্রি নয় দিবস অশ্বিদ্বয়কে স্তব করিয়া কূপের মধ্যে সেই রূপেই ছিলেন। দশমদিনের প্রাতে অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে কূপ হইতে উঠাইয়াছিলেন। সায়ণ।

করিয়া পঞ্চম শ্রেণীদ্বারা পুজিত(১) অত্রি ঋষিকে পাপ কুযাসন হইতে সন্তানাদির সহিত যুক্ত করিয়াছিলে(২)।

৪। হে নেতৃদ্বয়! হে অভীষ্টবর্ষী অশ্বিদ্বয়! দুর্দ্ধর্ষনীয় (অসুর-দিগের দ্বারা জলে নিগূঢ় রেভ ঋষিকে তোমরা (উঠাইয়া) পীড়িত অশ্বের ন্যায় তাহার বিনষ্ট অবয়ব তোমাদের ভৈষজ কর্ম্মদ্বারা শোধন করিয়াছিলে(৩); তোমাদের পূর্ব্বের কর্ম্ম সমূহ জীর্ণ হয় নাই।

৫। হে দস্র অশ্বিদ্বয়! পৃথিবীর উপরে (সুষুপ্ত মনুষ্যের) ন্যায়(৪), অন্ধকারের ন্যায় ক্ষয় প্রাপ্ত সূর্য্যের শোভনীয় দীপ্তিমান্ আভরণের ন্যায়, দর্শনীয় সেই কূপে প্রক্ষিপ্ত বন্দন ঋষিকে তোমরাই উঠাইয়াছিলে।

৬। হে নেতৃ নাসত্যদ্বয়! প্রজ্র কুলোৎপন্ন কক্ষীবান্ (অর্থাৎ আমি) অভীষ্ট দ্রব্যের প্রাপ্তির জন্য তোমাদের সেই [illegible] ঘোষণা করিব, যে হেতু তোমরা শীঘ্রগামী অশ্বের খুর হইতে নির্গত ম[illegible] (সুরা) দ্বারা লোকের শত কুম্ভ পুরণ করিয়া দিয়াছিলে(৫)।

---

(১) মূলে "পাঞ্চজন্যং" আছে। "নিষাদ প[illegible]শ্চত্বারঃ বর্ণা পঞ্চজনাঃ তেষু ভবং। স্বর্ভানুনা গৃহীতমমুং সূর্য্যং মোচয়ন্[illegible] সর্ব্বেষাং হিতাচরণার্থ তত্রভব ইত্যুচ্যতে।" সায়ণ। চারি বর্ণ সম্বন্ধে ৭ সূক্তের ৯ ঋকের টীকা দেখ।

(২) অত্রি সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ৮ ঋকের টীকা দেখ। মূলে "গণেন" শব্দ আছে তাহার অর্থ "ইন্দ্রিয় বর্গেণ পুত্র পৌত্রাদি গণেন বা।" সায়ণ।

(৩) রেভ ঋষি সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ৩৩ ঋকের টীকা দেখ।

(৪) মূলে "সুষুপ্বাংসং নির্ঋতে রুপস্থে" আছে। সায়ণ "নির্ঋতি" অর্থ এখানে পৃথিবী করিয়াছেন। "নির্ঋতেঃ পৃথিব্যা উপস্থে উৎসঙ্গে সুষুপ্বাংসং সুপ্ত-বন্তং পুরুষং ইব।" সায়ণ। কিন্তু নির্ঋতির সাধারণ অর্থ পাপ, ২৪ সূক্তের ৯ ঋকের টীকা দেখ। "পৃথিবীর উপর সুষুপ্ত মনুষ্যের ন্যায়" এ উপমা টা তত ভাল বোধ হয় না। বেদার্থযত্ন নির্ঋতি অর্থে মৃত্যু করিয়া এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন "Like a man lying asleep on the lap of death; like the sun dwelling in the midst of darkness; like brilliant gold buried under the earth,—you raised Vandana, O mighty Asvins, and made him shine. বন্দন ঋষি সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ।

(৫) ১১৬ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ।

৭। হে নেতৃদ্বয়! কৃষ্ণের পুত্র বিশ্বকায় তোমাদিগকে স্তব করিলে তোমরা তাহাকে (তাহার বিনষ্ট পুত্র) বিষ্ণাপু আনিয়া দিয়াছিলে(৬)। হে অশ্বিদ্বয়! গৃহে পিতৃ সমীপে নিবসমা জরাগ্রস্তা ঘোষাকে তোমরা পতি প্রদান করিয়াছিল(৭)।

৮। হে অশ্বীদ্বয়! তোমরা শ্যাবকে(৮) দীপ্তিমতী স্ত্রী দিয়াছিলে; কণ্ব দৃষ্টি না থাকাতে চলিতে পারিতেন না, তোমরা তাঁহাকে চক্ষু দিয়াছিলে(৯) হে অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! তোমাদের সেই কার্য্য প্রশংসনীয় যে তোমরা নৃষদ পুত্রকে শ্রবণেন্দ্রিয় দান করিয়াছিলে(১০)।

৯। হে বহুরূপধারী অশ্বিদ্বয়! তোমরা পেদুকে শীঘ্রগামী অশ্ব দিয়াছিলে; সে অশ্ব সহস্র [illegible]দান করিত, বলবান্, (শত্রুদ্বারা) অপ্রতিহত, শত্রুদিগের হন্তা, স্তুতি [illegible] (বিপদে) ত্রাণকারী(১১)।

১০। হে দানশীল [illegible]দ্বয়! তোমাদের এই বীর কীর্ত্তিগুলি সকলের জানা উচিত। তোমরা [illegible] বা পৃথিবী রূপে বর্ত্তমান, তোমাদের আহ্লাদ কর ঘোষণীয় মন্ত্র (নিষ্পন্ন) হইয়াছে)। হে অশ্বিদ্বয়! যখন পজ্র কুলের যজমানেরা তোমাকে আহ্বান করে তখন অন্ন লইয়া আইস, এবং বিদ্বান্‌কে (অর্থাৎ [illegible]) বল দাও।

---

(৬) কৃষ্ণ সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ২৩ ঋকের টীকা দেখ।

(৭) ঘোষা নাম্নী ব্রহ্মবাদিনী কক্ষীবানের দুহিতা ছিলেন। তিনি কুষ্টরোগগ্রস্তা হওয়াতে, তাঁহাকে কাহারও সহিত বিবাহ না দিয়া পিতৃগৃহেই বার্দ্ধক্য পর্য্যন্ত রাখা হইয়াছিল। পরে অশ্বিদ্বয়ের অনুগ্রহে তিনি কুষ্ঠরোগ হইতে আরোগ্য লাভ করিয়া পতি লাভ করিয়াছিলেন। সায়ণ।

(৮) "শ্যাবায় কুষ্ঠরোগেণ শ্যাববর্ণায় ঋষয়ে।" সায়ণ। অশ্বিদ্বয় তাহার কুষ্ঠরোগ আরোগ্য করিয়া দেন সুতরাং তাহার বিবাহ হইল।

(৯) কণ্ব ঋষির অন্ধতা সম্বন্ধে ১১৮ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ।

(১০) নৃষদপুত্র একজন বধির ঋষি ছিলেন। তাঁহার আর কোনও বিবরণ টীকায় নাই, সায়ণ এই ঋকের আর এক প্রকার অর্থ দিয়াছেন—

হে অভীষ্টবর্ষী অশ্বিদ্বয়! তোমাদের কর্ম নিশ্চই প্রশংসনীয়, যে হেতু নৃষদপুত্র কণ্বের জন্য তোমরা বীণার মহাশব্দ করিয়াছ। কণ্বের অন্ধতা সম্বন্ধে ১১৮ সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ।

(১১) পেদু সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখ।

১১। হে পোষণকারী নাসত্যদ্বয়! তোমরা (কুম্ভ) পুত্র (অগস্ত্য) দ্বারা স্তোত্রে স্তুত হইয়া(১২) মেধাবী ভরদ্বাজ ঋষিকে(১৩) অন্নদান করিয়া, অগস্ত্যের দ্বারা যজ্ঞে বর্দ্ধিত হইয়া, বিশ্পলাকে আরোগ্য দান করিয়াছিলে(১৪)।

১২। হে আকাশের পুত্রদ্বয়! অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! কাব্যের স্তুতি শুনিবার জন্য তাহার গৃহাভিমুখে কোথায় যাইতেছ? হিরণ্যপূর্ণ কল-সের ন্যায় (কূপে) নিখাত (রেভকে) তোমরা দশম দিনে উঠাইয়াছিলে(১৫)।

১৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা (ভৈষজ্যরূপ) কার্য্যদ্বারা বৃদ্ধ চ্যবনকে পুনরায় যুবা করিয়াছিলে(১৬); হে নাসত্যদ্বয়! সূর্য্যের দুহিতা কান্তির সহিত তোমাদিগের রথে আরোহণ করিয়াছিলেন(১৭)।

১৪। হে দুঃখহারী দ্বয়! তুগ্র তো[illegible]কে পূর্ব্বের স্তোত্র দ্বারা যেরূপ স্তুতি করিত, পরে পুন[illegible]নায় ধন দ[illegible] সেইরূপ অর্চনা করিত, কারণ তোমরা তাহার পুত্র ভুজ্যু[illegible] অশ্বিদ্বয়! তো[illegible]হইতে গমনশীল নৌকা ও শীঘ্রগতি অশ্বদ্বারা আনিয়া দিয়া[illegible]নশীল অশ্[illegible] [illegible]ছিলে।

১৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা তুগ্[illegible] [illegible]নিলে পর সে বিনা-ব্যথায় ও বিনা আয়াসে সমুদ্র পার হইয়া [illegible]কে আহ্বান করিয়া-ছিল; হে মনোবেগ সম্পন্ন অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! তো[illegible] উৎকৃষ্ট (অশ্ব) যুক্ত রথে তাহাকে নিরাপদে আনিয়াছিলে।

---

(১২) মূলে "সূনোর্মানেন গৃণানা" আছে। "কুম্ভাৎ প্রসূতস্য অগস্ত্যস্য * * * মানেন স্তুতস্য পরিচ্ছেদকেন স্তোত্রেণ গৃণানা স্তূয়মানৌ।" সায়ণ কিন্তু বেদার্থযত্ন বলেন, অগস্ত্যের পিতার নাম মান, অতএব "সূনোর্মানেন" অর্থ মানের পুত্র অগস্ত্যদ্বারা এই রূপ করিয়াছেন।

(১৩) মূলে কেবল "বিপ্রায়" আছে। "বিপ্রায় মেধাবিনে ভরদ্বাজায় ঋষয়ে।" সায়ণ।

(১৪) বিশ্পলা সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ১৫ ঋকের টীকা দেখ।

(১৫) পূর্ব্বকালে (কাব্য) উশনার স্তুতি শুনিতে যাইবার সময় অশ্বিদ্বয় পথে কূপে পতিত রেভকে দেখিয়া তাহাকে কূপ হইতে উদ্ধার করিয়া ছিলেন। সায়ণ। রেভ সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ২৪ ঋকের টীকা দেখ।

(১৬) চ্যবন সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ১০ ঋকের টীকা দেখ।

(১৭) সূর্য্য দুহিতা সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ১৭ ঋকের টীকা দেখ।

(১৮) ভুজ্যু সম্বন্ধে ১১৬ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ।

১৬। হে অশ্বিদ্বয়! যখন তোমরা বর্ত্তিকাকে বৃকের মুখ হইতে ছাড়াইয়া দিয়াছিলে, তখন সে তোমাদিগকে আহ্বান করিয়াছিল(১৯) তোমরা জয়শীল (রথ) দ্বারা (জাহুষকে লইয়া) পর্ব্বতের সানুতে গিয়াছিলে(২০) তোমরা বিষাপ্ত(২১), (অসুরের) পুত্রকে বিষ (যুক্ত তীর) দ্বারা হত করিয়াছিলে।

১৭। ঋজ্রাশ্ব বৃকীকে শত মেষ দেওয়ায় তাহার ক্রুদ্ধ পিতা তাহাকে অন্ধ করিলে পর অশ্বিদ্বয় তাহাকে চক্ষু দিয়াছিলেন; তোমরা দেখিবার জন্য অন্ধকে চক্ষু দিয়াছিলে(২২)।

১৮। সেই অন্ধকে (চক্ষু দ্বারা) নিষ্পাদ্য সুখ দিবার (মানসে) বৃকী আহ্বান করিল, "[illegible] অশ্বিদ্বয়! হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! নেতৃদ্বয়! ঋজ্রাশ্ব, তরুণ জারের [illegible] (বিপদে[illegible]য়ী হইয়া,) এক শত এক মেষ খণ্ড করিয়া দিয়াছে।"

১৯। হে অশ্বি[illegible]দ্বয়! তোমা[illegible] [illegible] পৃথিবী রূপে [illegible] [illegible]ণকার্য্য সুখের কারণ; হে স্তুতিভাজন! তোমরা [illegible] হইয়াছে)। [illegible] সঙ্গতাবস্থ করিয়াছ; অতএব বহু বুদ্ধিমতী (যোষা)([illegible]) অশ্বিদ্বয়[illegible]গকে (রোগাপনয়নার্থ) ডাকিয়াছিল। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! [illegible]) -খাদের রক্ষণকার্য্য সমূহের সহিত আইস।

২০। হে দর্শনীয়দ্বয়! তোমরা কৃশ, প্রসব শূন্য, দুগ্ধশূন্য গাভীকে শযু ঋষির জন্য দুগ্ধ পূর্ণ করিয়াছিলে। তোমরা নিজকর্ম্মদ্বারা (পুরুমিত্র রাজার) কুমারীকে বিমদ ঋষিকে স্ত্রীরূপে প্রদান করিয়াছিলে(২৪)।

---

(১৯) ১১৬ সূক্তের ১৪ ঋকের টীকা দেখ।

(২০) ১৬ সূক্তের ২০ ঋকের টীকা দেখ।

(২১) "বিষাচো বিবিধগতি যুক্তস্য এতৎসংজ্ঞস্য অসুরস্য।" সায়ণ। এই ঋকের দ্বিতীয় ছত্রের সায়ণ একটী অন্য রূপ অর্থও দিয়াছেন, যথা—জয়শীল রথ দ্বারা তোমরা মেঘের উন্নত প্রদেশে বৃষ্টির জন্য গিয়াছিলে, এবং বিবিধ গতিযুক্ত মেঘের জল সমস্ত জীব জন্তুকে প্রাপ্ত করাইয়াছিলে।

(২২) ১১৬ সূক্তের ১৬ ঋকের টীকা দেখ।

(২৩) এই সূক্তের ৭ ঋকের টীকা দেখ।

(২৪) ১১৬ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ। মূলে "পুরু মিত্রস্য যোষাং" আছে, "যোষাং কুমারীং।" সায়ণ। Muir যোষা অর্থে স্ত্রী করিয়াছেন।

২১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা আর্য্য মনুষ্যের জন্য লাঙ্গল দ্বারা (চাষ করাইয়া), যব বপন করাইয়া, ও অন্নের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করিয়া, এবং বজ্রদ্বারা দস্যুকে বধ করিয়া, তাহার(২৫) প্রতি বিস্তীর্ণ জ্যোতি প্রকাশ করিয়াছ।

২২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অথর্ব্ব ঋষির পুত্র দধীচি (ঋষির স্কন্ধে) অশ্বের মস্তকে যোজনা করিয়া দিয়াছিলে, তিনি ও সত্য পালন করিয়া ত্বষ্টার নিকট হইতে লব্ধ মধুবিদ্যা তোমাদিগকে শিখাইয়াছিলেন(২৬)। হে দস্রদ্বয়! সেই বিদ্যা তোমাদিগের অপিকক্ষ্য(২৭) রূপ হইয়াছিল।

২৩। হে মেধাবীদ্বয়! আমি সর্ব্বদা তোমাদের অনুগ্রহ প্রার্থনা করি, তোমরা আমার সমস্ত কর্ম্ম রক্ষা কর। হে নাসত্যদ্বয়! আমাদিগকে বৃহৎ ও অপত্য সমবেত ও প্রশংসনীয় ধন দাও।

২৪। হে দানশীল ও নেতা অশ্বিদ্বয়! তোমরা বধ্রিমতিকে হিরণ্যহস্ত নামক পুত্র দিয়াছিলে(২৮)। হে দানশীল অশ্বিদ্বয়! তোমরা তিনভাগে ছিন্ন শ্যাব (ঋষিকে) জীবিত করিয়াছিলে।

২৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের এই পুরাতন কর্ম্মসমূহ মনুষ্যেরা(২৯) কহিয়া গিয়াছে; হে অভীষ্টদাতৃদ্বয়! আমরাও তোমাদের স্তোত্র সম্পাদন করিয়া বীর পুত্রাদির দ্বারা যুক্ত হইয়া যজ্ঞ সম্পন্ন করিতেছি।

(২৫) সায়ণ "আর্য্য" অর্থ এখানে বিদ্বান্ অর্থাৎ মনু করিয়াছেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থ বোধ হয় আর্য্য জাতি। যব বপনদ্বারা বৃষ্টি পতনদ্বারা ও দস্যু অর্থাৎ অসভ্য জাতিদিগের বিনাশদ্বারা ভারতবর্ষের প্রথম আর্য্যগণ বিশেষ উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন। Wilson ও Langlois উভয়েই এইরূপ অর্থই করিয়াছেন। "মনুষায়" অর্থ মনুর জন্য, সায়ণ এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, কিন্তু "মনুষ" শব্দের সহজ অর্থ মনুষ্য, এবং সেই অর্থই এস্থানে সঙ্গত হয়।

(২৬) ১১৬ সূক্তের ১২ ঋকের টীকা দেখ। সে ঋকে ইন্দ্র বিদ্যা দিয়াছিলেন, এখানে ত্বষ্টা তাহা দিয়াছিলেন, অতএব সায়ণ এই ঋকে ত্বষ্টা অর্থে ইন্দ্র করিয়াছেন।

(২৭) মূলে "অপিকক্ষ্যং" আছে। সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "ছিন্নস্য মস্তশিরসঃ কক্ষপ্রদেশেন পুনঃ সন্ধানভূতং প্রবর্গ্যবিদ্যাখ্যং রহস্যং।" কিন্তু প্রবর্গ্যবিদ্যার কথা মূলে এঋকেও নাই, ১১৬ সূক্তের ১২ ঋকেও নাই। Wilson "অপিকক্ষ্যং" অর্থ "Ligature of the waist." করিয়াছেন।

(২৮) ১১৬ সূক্তের ৩১ ঋকের টীকা দেখ।

(২৯) "মনুষ্যাঃ মদীয়াঃ পিত্রাদয়ঃ।" সায়ণ।

১১৮ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের শ্যেন পক্ষীর ন্যায় শীঘ্রগামী, সুখক ও ধনযুক্ত রথ আমাদিগের অভিমুখে আগমন করুক; হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয় তোমাদের সেই রথ মনুষ্যের মনের ন্যায় বেগবান্, ত্রিবন্ধুর(১) এব বায়ুবেগী।

২। তোমাদের ত্রিবন্ধুর, ত্রিবৃত(২), ত্রিচক্র, ও শোভনীয় গতিরথে আমাদিগের অভিমুখে আইস। হে অশ্বিদ্বয়! আমাদিগের গাভীদিগকে দুগ্ধপূর্ণ কর, আমাদিগের অশ্বদিগকে প্রীত কর, আমাদিগের বীর (পুত্রাদিকে) বর্দ্ধন কর।

৩। হে দস্রদ্বয়! তোমাদের শীঘ্রগামী শোভনীয় গতিযুক্ত রথদ্বারা আসিয়া পরিচর্য্যারত (স্তোতার) এই স্তোক শ্রবণ কর। হে অশ্বিদ্বয় পূর্ব্বের মেধাবীগ[illegible] [illegible]লেন না যে তোমরা স্তোতৃদিগের দারিদ্র্য পরিহারার্থে সর্ব্বদা [illegible] কর?

৪। হে অশ্বিদ্ব[illegible]! তোমাদের রথে যুক্ত, শীঘ্রগামী, লক্ষপ্রদানসমর্থ, এবং শ্যেনপক্ষীসদৃ[illegible] অশ্বগণ তোমাদিগকে লইয়া আইসুক। হে নাসত্য-দ্বয়! জলের ন্যায় শীঘ্রগতি অথবা আকাশবিচারী গৃধ্রের ন্যায় সেই অশ্বগণ তোমাদিগকে হব্যের অন্নের অভিমুখে আসিতেছে।

৫। হে নেতৃদ্বয়! সূর্য্যের যুবতী দুহিতা প্রীত হইয়া তোমাদের এই রথে উঠিয়াছিলেন। তোমাদের পুষ্টাঙ্গ লক্ষপ্রদানসমর্থ, শীঘ্রগামী এবং দীপ্তিমান্ অশ্বসমূহ তোমাদিগকে আমাদের গ্রহের দিকে লইয়া আগমন করুক।

৬। তোমরা স্বকীয় কার্য্যদ্বারা বন্দন ঋষিকে উঠাইয়াছিলে; হে কামবর্ষিদ্বয়! তোমরা স্বকীয় কার্য্য দ্বারা রেভ ঋষিকে উঠাইয়াছিলে।

---

(১) ৩৪ সূক্তের ৯ ঋকের টীকা দেখ এবং ৪৭ সূক্তের ২ ঋক দেখ।

(২) ৩৪ সূক্তের ৯ ও ১২ ঋকের টীকা দেখ।

তোমরা ভুজ্যুর পুত্রকে সমুদ্র পার করাইয়া দিয়াছিলে, এবং চ্যবন ঋষিকে পুনরায় যুবা করিয়া দিয়াছিলে।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা অবরুদ্ধ অত্রির তপ্ত (অগ্নি) নিবারণ করিয়াছিলে, এবং তাহাকে রসবৎ অন্ন দান করিয়াছিলে। তোমরা স্তুতি গ্রহণ করিয়া অন্ধকারে প্রবিষ্ট কণ্ব ঋষিকে(৩) চক্ষু দান করিয়াছিলে।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! পুরাতন শযু ঋষি তোমাদিগকে যাচ্ঞা করিলে তোমরা তাহার (দুগ্ধশূন্য) গাভী দুগ্ধে পূর্ণ করিয়া দিয়াছিলে, তোমরা বর্ত্তিকাকে (বৃকরূপ) পাপ হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলে, এবং তোমরা বিশ্পলাকে একটী জঙ্ঘা নির্ম্মাণ করিয়া দিয়াছিলে।

৯। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা পেদু রাজাকে শ্বেতবর্ণ অশ্ব দিয়াছিলে, সে অশ্ব ইন্দ্রদত্ত, শত্রুহন্তা, ও সংগ্রামে শব্দকারী এবং শত্রু পরাজয়ী, উগ্র, ও সহস্র ধনদাতা; সে অশ্ব সেচনসমর্থ ও দৃঢ়াঙ্গ।

১০। হে নেতা, শোভনজন্মা অশ্বিদ্বয়! আমরা ধন যাচ্ঞা করিয়া রক্ষণার্থ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি; আমাদিগের স্তুতি গ্রহণ করিয়া তোমরা ধনযুক্ত রথে আমাদিগকে সুখদা[illegible] আমাদিগের নিকট আইস।

১১। হে নাসত্যদ্বয়! সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া শ্যেন পক্ষীর(৪) নূতন বেগের সহিত আমাদিগের নিকট আইস। হে অশ্বিদ্বয়! হব্য লইয়া আমি নিত্য উষার উদয় কালে তোমাদিগকে আহ্বান করি।

---

(৩) অসুরগণ কণ্বের ব্রাহ্মণ্য পরীক্ষার্থ তাঁহাকে একটা অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করাইয়া কহিয়াছিল, "এই স্থানে বসিয়া উষা উদিতা হইয়াছেন তাহা উপলব্ধি কর।" অশ্বিগণ উষা উদয় হইয়াছে তাহা কণ্বকে জানাইবার জন্য বীণাশব্দ করিয়াছিলেন। অথবা পটল দ্বারা পিহিত দৃষ্টি কণ্বকে চক্ষু দান করিয়াছিলেন। সায়ণ।

(৪) মূলে ৪ ঋকে এবং এই ঋকে মূলে "শ্যেন" শব্দ আছে। সায়ণ তাহার অর্থ "শংসনীয় গতি" করিয়াছেন। Wilson তাহার সহজ "Hawk" অর্থ করিয়াছেন।

১১৯ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! জীবন ধারণার্থ অন্নের জন্য আমি তোমা[দের] রথকে আহ্বান করি, সে রথ বহুবিধ গতিযুক্ত, মনের ন্যায় শীঘ্রগা[মী], বেগবান্ অশ্বযুক্ত, যজ্ঞভাজন, সহস্র কেতু বিশিষ্ট, ভক্তিদাতা, শতধনযু[ক্ত], সুখকর, এবং ধনদাতা।

২। সেই রথ গমন করাতে (অশ্বিদ্বয়ের) প্রশংসায় আমাদিগের [বুদ্ধি] ঊর্দ্ধে আরোহণ করিয়াছে; আমাদিগের স্তুতিসমূহ (অশ্বিদ্বয়কে) প্রা[প্ত] হইয়াছে; আমি হব্য মধুর করিতেছি; আমার সহায়ভূত (ঋত্বিকগ[ণ]) আসিতেছে। হে অশ্বি[দ্বয়]! (সূর্য্যদুহিতা) ঊর্জানী তোমাদিগের র[থে] আরোহণ করিয়াছেন।

৩। যখন যজ্ঞপ[রা]য়ণ অসংখ্য জয়শীল মনুষ্য সংগ্রামে ধনের জ[ন্য] পরস্পর স্পর্দ্ধা করিয়া একত্র হয়, তখন হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের রথ ভূম্য[-] ভিমুখে আইসে তা[হা] [জা]না যায়, সেই রথে তোমরা স্তোতার জন্য শ্রে[ষ্ঠ] ধন আনয়ন কর।

৪। হে অ[ন্ত]রি[ক্ষে] গমনশীল অশ্বিদ্বয়! যে ভুজ্যু (নিজ) অশ্বসমূহ দ্বারা নীত হইয়া (সমুদ্রে) নিমগ্ন হইয়াছিল, তাহাকে তোমরা স্বয়ং সংযোজিত অশ্ব দ্বারা বহন করিয়া তাহার পিত্রাদির নিকট এবং তাহার দূরস্থ গৃহে আনিয়া-ছিলে। দিবোদাসকে ও তোমরা যে মহৎ রক্ষণ প্রদান করিয়াছিলে (তাহা আমরা) জানি।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের প্রশংসনীয় অশ্বদ্বয়(১) তোমাদিগের সংযোজিত রথকে তাহার সীমাভূত (আদিত্য) পর্য্যন্ত (সকল দেবগণের পূর্ব্বেই) লইয়া গিয়াছিল; কুমারী (সূর্য্যা) এইরূপে বিজিত হইয়া সখ্যতা হেতু আসিয়া "তোমরা আমার পতি" এই বলিয়া তোমাদের পতিত্ব স্বীকার করিলেন।

---

(১) মূলে "বাণী" আছে। অর্থাৎ "বনো নিয়ৌ প্রশস্যৌ অশ্বৌ।" সায়ণ।

৬। তোমরা রেভকে চতুর্দিকস্থ উপদ্রব হইতে রক্ষা করিয়াছিলে; তোমরা অত্রির জন্য হিমদ্বারা অগ্নি নিবারণ করিয়াছিলে; তোমরা শয়ুর গাভীতে দুগ্ধ দিয়াছিলে, তোমরা বন্দনকে দীর্ঘ আয়ুদ্বারা বর্দ্ধিত করিয়াছিলে।

৭। (জীর্ণ) রথকে (শিল্পী) যে রূপ (নূতন করে,) হে নিপুণ অশ্বদ্বয়! তোমরা সেইরূপ বার্দ্ধক্য পীড়ীত বন্দনকে পুনরায় যুবা করিয়াছিলে। (গর্ভস্থ বামদেব)(২) তোমাদিগকে স্তুতি করিলে তোমরা সেই মেধাবীকে গর্ভ হইতে জন্মদান করিয়াছিলে। তোমাদিগের রক্ষণকার্য্য এই পরিচর্য্যা-রত যজমানের সম্বন্ধে (পরিণত হউক)।

৮। (ভুজ্যুর) নিজ পিতা তাহাকে পরিত্যাগ করিলে সে দূর দেশে পীড়ীত হইয়া তোমাদের কৃপা প্রার্থনা করিলে তোমরা তাহার নিকট গিয়াছিলে, সুতরাং তোমাদের শোভনীয় গতি ও বিচিত্র রক্ষণ কার্য্য সকলেই নিকটে পাইতে ইচ্ছা করে।

৯। তোমরা মধুযুক্ত; সেই মক্ষিকা তোমাদিগের স্তুতি করিয়াছে, উশিজপুত্র (অর্থাৎ আমি কক্ষীবান্) তোমাদিগকে সোমপানে হর্ষলাভার্থ আহ্বান করিতেছি। তোমরা দধীচি ঋষির মন [illegible] করিয়াছিলে, তাহার অশ্বের মস্তক তোমাদিগকে (মধুবিদ্যা) প্রদান করিয়াছিলে।

১০। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা পেদুকে বহুলোকের বাঞ্ছিত এবং স্পর্দ্ধী-দিগের পরাজয়ী শুভ্রবর্ণ অশ্ব দিয়াছিলে; সে অশ্ব যুদ্ধপরায়ণ, দীপ্তিমান্, যুদ্ধে অপরাজিত, সকল কার্য্যে সংযোজ্য, এবং ইন্দ্রের ন্যায় মনুষ্য বিজয়ী।

---

(২) গর্ভস্থ বামদেব অশ্বিদ্বয়কে স্তুতি করিয়াছিল, তাহাতে অশ্বিদ্বয় তাহাকে জন্ম দিয়াছিলেন, ইহা ভিন্ন আর কোন ও বিবরণ সায়ণের ব্যাখ্যায় নাই।

১২০ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! কোন্ স্তুতি তোমাদিগকে পরিতুষ্ট (করিতে সমর্থ)? কে তোমাদের উভয়কে প্রীত করিতে (সমর্থ)? অনভিজ্ঞ এ জন কিরূপে তোমাদিগের পরিচর্য্যা করিবে?

২। এই রূপে অজ্ঞ লোক সেই সর্ব্বজ্ঞদ্বয়কে (পরিচর্য্যার উপায় রূপ) পথ জিজ্ঞাসা করে; (অশ্বিদ্বয়) ভিন্ন সকলেই অজ্ঞ। শত্রু দ্বারা অনাক্রা[illegible] সেই অশ্বিদ্বয়) শীঘ্রই মনুষ্য[illegible] (অনুগ্রহ প্রদর্শন করেন)।

৩। হে সর্ব্বজ্ঞদ্বয়! আমি তোমাদিগকে আহ্বান করি; তোমরা অভিজ্ঞ, আমাদিগকে অদ্য মননীয় স্তোত্র উপদেশ কর। আমরা তাহা[illegible] সংযোগ করিয়া হব্য প্র[illegible]ন করিয়া, স্তুতি করি।

৪। আমি তো[illegible]দিগকেই জিজ্ঞাসা করি, অপরিপক্কমতি দিগকে(১) জিজ্ঞাসা করি না। [illegible] দস্রদ্বয়! বষট্‌কারের(২) সহিত অগ্নিতে প্রদত্ত এবং অদ্ভুত ও পুষ্টি[illegible] (সোমরস) পান কর; আমাদিগকে প্রৌঢ় বল প্রদান কর।

৫। তোমাদের যে স্তুতি ঘোষার পুত্র (সুহস্তি ঋষি) ও ভৃগু (দ্বারা উচ্চারিত হইয়া) শোভা পাইয়াছিল সেই স্তুতি দ্বারা বজ্র বংশীয় ঋষি (অর্থাৎ আমি কক্ষীবান্) তোমাদিগের অর্চ্চনা করিতেছে। অতএব এই স্তুতিজ্ঞ (অর্থাৎ আমি কক্ষীবান্ ও) অন্ন কামনায় (৩) যেন সকল যত্ন হই।

৬। স্খলদ্গতি বধির (অর্থাৎ অন্ধ ঋজ্রাশ্বের) স্তোত্র শ্রবণ কর। হে শোভনীয় কর্ম্মের প্রতিপালকদ্বয়! সে আমার ন্যায় স্তুতি করিয়া চক্ষুদ্বয় পাইয়াছিল; (অতএব আমাকেও অভিমত ফল দাও)।

---

(১) মূলে "পাক্যান্" আছে। "পক্তব্য প্রজ্ঞানান্।" সায়ণ।

(২) যজ্ঞের শেষে বষট্ শব্দ উচ্চারণ করিতে হয়।

(৩) মূলে "ইবযুঃন" আছে "ইষং অন্নং আত্মনঃ কাময়মানঃ।" সায়ণ। কিন্তু বেদার্থযত্ন বলেন ইবযু একজন ঋষির নাম, "ইবযুর্ন" অর্থে ইবযুর ন্যায়।

৭। তোমরা মহৎ ধন দান করিয়াছ, এবং তাহা পুনরায় লোপ করিয়াছ। হে গৃহদাতৃদ্বয়! তোমরা আমাদিগের রক্ষক হও, পাপ বৃক (তস্কর) হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

৮। কোনও শত্রুর অভিমুখে আমাদিগকে অর্পণ করিও না; আমাদিগের গৃহ হইতে দুগ্ধবতী(৪) গাভীসমূহ যেন বৎস হইতে পৃথক হইয়া কোন অগম্য স্থানে যায় না।

৯। যাহারা তোমাদের উদ্দেশে স্তুতি সংযোগ করে তাহারা মিত্রদিগের ধারণার্থ ধন প্রাপ্ত হয়, আমাদিগকেও অন্নযুক্ত ধন প্রদান কর, এবং ধেনুযুক্ত অন্ন প্রদান কর।

১০। আমি অন্নদাতা অশ্বিদ্বয়ের রহিত রথ পাইয়াছি(৫); তাহা দ্বারা আমি অনেক (লাভ) কামনা করি

১১। হে ধনপূর্ণ রথ! আমি এই (সম্মুখে আছি) আমাকে সমৃদ্ধ কর। অশ্বিদ্বয় সেই সুখকর রথ স্তোতৃদিগের সোমপান স্থানে লইয়া যান।

১২। আমি (প্রভাতে) স্বপ্ন ঘৃণা করি; যে ধনবান্ লোক পরকে প্রতিপালন করে না তাহাকেও ঘৃণা করি; উভয়েই শীঘ্র নাশ প্রাপ্ত হয়।

---

(৪) মূলে "স্তনাভুজঃ" আছে। "স্তনৈরেব নাম মনুষ্যাংশ্চ পালয়ন্তঃ।" সায়ণ।

(৫) অশ্বরহিত হইলেও অশ্বিদ্বয়ের সামর্থ্যে গমনশীল রথ। সায়ণ।

১২১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। দীর্ঘতমার পুত্র কক্ষীবান্ ঋষি।

১। মনুষ্যদিগের পালন কর্ত্তা ও গাভীরূপ ধনদাতা ইন্দ্র কবে দেবাকাঙ্ক্ষী অঙ্গিরাদিগের এই স্তুতিসমূহ শ্রবণ করিবেন? যখন তিনি গৃহপতি (যজমানের) লোকদিগকে (অর্থাৎ ঋত্বিকদিগকে) সম্মুখে দেখেন তখন যজ্ঞে যজনীয় হইয়া তিনি প্রভূত উৎসাহ পূর্ণ হয়েন।

২। তিনি আকাশকে স্থিরভাবে ধারণ করিয়াছেন, তিনি (অসুরাপহৃত) গো সমূহের(১) নেতা, তিনি বিস্তীর্ণ প্রভাযুক্ত হইয়া(২) (সকল প্রাণীর) সেবনীয় [illegible] জীবনধারক (বৃষ্টিজল) খাদ্যের জন্য প্রেরণ করেন। মহৎ [illegible] রূপ ইন্দ্র) আপন দুহিতা ঊষার পর প্রকাশ হয়েন(৩)। তিনি অ[illegible] স্ত্রীকে গোর মাতা করিয়াছিলেন(৪)।

৩। তিনি অক[illegible] (ঊষাকে) রঞ্জিত করিয়া (আমাদিগের উচ্চারিত) পুরাতন আহ্বা[illegible] (মন্ত্র) শ্রবণ করুন; তিনি প্রতিদিন অঙ্গিরাগোত্রোৎপন্ন মনুষ্যদিগ[illegible] ধন প্রেরণ করেন। তিনি হননশীল বজ্র নির্ম্মাণ

(১) মূলে "নরো [illegible]" আছে। "পণিভিরপহৃতস্য গোসমূহস্য * * * কিরণ সমূহস্য বা নরো নেতা।" সায়ণ।

(২) মূলে "ঋভ্বা" শব্দ আছে। "সূর্য্যাত্মনা উরু বিস্তীর্ণং ভাসমানঃ।" সায়ণ এই স্থানে ইন্দ্রকে সূর্য্যরূপে স্তুতি করা হইয়াছে। সূর্য্য বা সূর্য্যকিরণকেই ঋভু বলিয়া উপাসনা করা হইত তাহা আমরা ২০ সূক্তের ১ ঋকের টীকায় দেখিয়াছি।

(৩) এ অংশটী মূলে এইরূপ আছে "অনুস্বজাং মহিষশ্চক্ষত ব্রাং।" "মহিষঃ" অর্থ "মহান্ সূর্য্যরূপী ইন্দ্রঃ।" সায়ণ। "স্বজাং ব্রাং" অর্থ আপন কন্যা রাত্রি বা ঊষা যথা "বিলোভিত তমসা সর্ব্বং আচ্ছাদয়তি ইতি ব্রা রাত্রিঃ। যদ্বা প্রকাশেন বৃণোতি ইতি ব্রা ঊষাঃ।" সায়ণ। "অনুচক্ষত" অর্থ পশ্চাৎ পশ্যতি প্রকাশতে।" সায়ণ।

(৪) একদা ইন্দ্র লীলা খেলার জন্য অশ্বী হইতে গাভী উৎপন্ন করিয়াছিলেন। সায়ণ। এ গল্পের প্রকৃত মূল কি? কিরণকে অশ্ব ও গো উভয়ের অভিধেই বেদে সর্ব্বদা তুলনা করা হইয়াছে, তাহা হইতেই বোধ হয় এই গল্পের উৎপত্তি। ইন্দ্রের কিরণ অশ্বরূপ বা গোরূপ; তাহা হইতে গল্প হইল ইন্দ্র অশ্বী হইতে গো উৎপন্ন করিয়াছেন। বেদের অনেক প্রকৃতি সম্বন্ধে সরল উপমা হইতে পুরাণের অনেক কুরুচি সম্মত গল্পের সৃষ্টি হইয়াছে।

করিয়াছেন, এবং মনুষ্যদিগের ও চতুষ্পদ ও দ্বিপদদিগের হিতের জন্য আকাশ স্থির ভাবে ধারণ করেন।

৪। এই (সোমপানে) হৃষ্ট হইয়া তুমি স্তুতি ভাজন ও (পণি কর্তৃক) রুদ্ধাস্থিত গাভীদল যজ্ঞার্থ দান করিয়াছিলে; যখন ত্রিলোকের শ্রেষ্ঠ ইন্দ্র যুদ্ধে রত হয়েন তখন তিনি মনুষ্যদিগের ক্লেশদাতা (পণি অসুরের) দ্বার খুলিয়া দেন।

৫। তুমি ক্ষিপ্রকারী যখন জগতের পোষণ কর্তা, তোমার পিতা মাতা দ্যৌ ও পৃথিবী তোমাকে সমৃদ্ধিকর ও উৎপাদনশক্তিযুক্ত দুগ্ধ আনিয়া দিয়াছিলেন, যখন তাঁহারা দুগ্ধবতী গাভীসমূহের বিশুদ্ধ ধনবৎ দুগ্ধ(৫) তোমার সম্মুখে দিয়াছিলেন, তখন তুমি পণির [illegible]রা খুলিয়া দিয়াছিলে)।

৬। এখন তিনি প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন; [illegible] তিনি উষার সূর্য্যের ন্যায় দীপ্তিমান্ হইয়াছেন। সেই শত্রুবিজয়ী ইন্দ্র [illegible]মাদিগকে হৃষ্ট করুন আমরাও হব্য অর্পণ করিয়া স্তুতি ভাজন সামর[illegible]ক পাত্রদ্বারা যজ্ঞস্থানে সেচন করিয়া সেই সোম পান করি।

৭। যখন (সূর্য্য কিরণদ্বারা) দীপ্ত মেঘম[illegible]া জল বর্ষণ করিতে প্রস্তুত হয়, তখন প্রেরণকারী (ইন্দ্র) যজ্ঞের [illegible] বৃষ্টির অবরোধ নিবারণ করেন(৬) (হে ইন্দ্র)! তুমি (সূর্য্যরূপে [illegible] কর্ম্মের দিনে কিরণ দান কর তখন শকটবাহু ও পশুপালক ও ক্ষিপ্রগা[illegible] [illegible]জং কার্য্যে সিদ্ধি লাভ করে)।

৮। যখন (ঋত্বিকগণ) তোমার বর্দ্ধনার্থ মনোহর হর্ষকর বলদায়ী(৭) এবং তোমার উপভোগ্য(৮) সোম হইতে প্রস্তর দ্বারা রস বাহির করে,

---

(৫) মূলে উভয় স্থলেই "পয়ঃ" আছে, সায়ণ তাহার অর্থ উভয় স্থলেই "হবিঃ" করিয়াছেন, এবং হব্যের উৎপাদন শক্তি সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "হবিষঃ সকাশাৎ হি জগৎ উৎপদ্যতে।" কিন্তু পিতা মাতা সন্তানের জন্য দুগ্ধবতী গাভী হইতে দুগ্ধই আনিয়াছিলেন, এইরূপ অর্থ বোধ হয় সরল ও সঙ্গত।

(৬) সায়ণ এই ঋকের প্রথমার্দ্ধের আর এক প্রকার অর্থই করিয়াছেন। যথা, দীপ্তিমান কুঠার নিজ কর্ম্মের জন্য প্রস্তুত হয়, তখন অধ্বর্যু যজ্ঞের (যূপকাষ্ঠে) গো বদ্ধ করিতে পারেন।

(৭) মূলে "গোরজসং।" সায়ণ "গো" অর্থ "বল" করিয়াছেন। "গো শব্দঃ পয়সি বর্ত্ততে। পয়ো বলং।" সায়ণ।

(৮) মূলে "বাণীপ্যং" আছে। বাতেন প্রাপ্তব্যং "বাততুল্যেন শীঘ্র কারিণা ত্বয়া পাতব্যং।" সায়ণ।

তখন হর্ষকর সোমরসের উপভোক্তা তোমার হরিনামক অশ্বদ্বয়কে এ যজ্ঞে সোমপান করাও। তুমি যুদ্ধনিপুণ, আমাদিগের ধনাপহারী শত্রু দমন কর।

৯। তুমি ঋভু(৯) দ্বারা আকাশ হইতে আনীত, শীঘ্রগামী, লৌহম বজ্র, ত্বরিতগতি (শুষ্ণ অসুরের) প্রতি নিক্ষেপ করিয়াছিলে; হে বহুলোকে অর্চনা ভাজন। তখন কুৎস ঋষির জন্য তুমি শুষ্ণকে অসংখ্য হননশী অস্ত্র দ্বারা আঘাত করিয়া বেষ্টন করিয়াছিলে।

১০। যখন সূর্য্য অন্ধকারের সহিত সংগ্রাম হইতে (মুক্ত হইলেন) তখন হে বজ্র ধারিন! তুমি তাহার মেঘরূপ শত্রুকে (বিনাশ করিয়াছিলে) এবং সেই শুষ্ণের যে বল সূর্য্যকে আচ্ছাদন করিয়াছিল এবং সূর্য্যের উপর গ্রথিত হইয়াছিল তাহা তুমি ভগ্ন করিয়াছিলে(১০)।

১১। হে ইন্দ্র! মহৎ বলবান্, ও সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত দ্যাবাপৃথিবী (বৃত্র হনন) কার্য্যে তোমাকে উৎসাহিত করিয়া ছিলেন; তুমি সেই সর্ব্বত্র বর্ত্তমান ও সর্ব্বভুক্ বৃত্রকে(১১) মহৎ বজ্রদ্বারা বহনশীল জলে নিক্ষেপ করিয়াছিলে।

১২। হে ইন্দ্র! তুমি মনুষ্যের বন্ধু, তুমি যে অশ্বগণকে(১২) রক্ষা কর। সেই বায়ু তুল্য সুসংযুক্ত ও বহনকারী অশ্বে আরোহণ কর। কবির পুত্র (উশনা)(১৩) যে হর্ষকর বজ্র তোমাকে দিয়াছেন, তুমি সেই বৃত্রধ্বংসকারী শত্রুবিনাশী বজ্র তীক্ষ্ন করিয়াছ।

(৯) সায়ণ "ঋভু" অর্থ "ত্বষ্টা" করিয়াছেন, কেন না ত্বষ্টাই ইন্দ্রের বজ্র নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন।

(১০) অতএব শুষ্ণ অর্থে যে মেঘ, যে মেঘ জল দেয় না, জগৎকে শোষণ করে সেই মেঘ, তাহা প্রতীয়মান হইতেছে। ইন্দ্র সেই সূর্য্য আবরণকারী মেঘকে ভগ্ন করিয়া বৃষ্টি দান করেন, এবং আকাশে সূর্য্যকে পুনরায় প্রকাশ করিয়া দেন।

(১১) মূলে বরাহশব্দের প্রয়োগ আছে। সায়ণমতে তাহার অর্থ "বরাহারং" উত্তম আহার যুক্ত। আর বেদার্থযত্নমতে উহার অর্থ বরাহ।

(১২) মূলে "বৃষ্ন্" আছে, অর্থ "সেচ্চৃন্ অশ্বান্।" সায়ণ।

(১৩) উশনা সম্বন্ধে ৫১ সূক্তের ১০ ঋকের টীকা দেখ।

১৩। হে শূর (রূপ ইন্দ্র)! ঋজিশ্বা নামক [illegible] ইন্দ্রের এতশ(১৪) (নামক অশ্ব) রথের চক্র টানিয়াছে। তুমি নবতি নদীর পারে পঁহুছিয়া তথায় যজ্ঞবিহীনদিগকে কর্তব্য কর্ম্ম করাও(১৫)।

১৪। হে বজ্রধারী ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে এই দুর্দ্দমনীয় দারিদ্র্য হইতে উদ্ধার কর, সমীপবর্ত্তী সংগ্রামে পাপ হইতে রক্ষা কর, এবং উন্নত কীর্ত্তি ও সত্যের জন্য আমাদিগকে রথযুক্ত ও অশ্ব প্রমুখ ধন দান কর।

১৫। ধনের জন্য পূজনীয়, (হে ইন্দ্র)! তোমার অনুগ্রহ আমাদিগের নিকট হইতে উঠাইয়া লইও না; অন্ন আমাদিকে পুষ্ট করুক। হে মঘবন্! তুমি ধনপতি, আমাদিগকে গো দাও; আমরা তোমার অর্চ্চনারত, যেন আমরা (পুত্র পৌত্রাদির) সহিত [illegible] প্রাপ্ত হই।

---

(১৪) এতশ ইন্দ্রের একটী অশ্বের নাম। ঐতরে[illegible]ায়ণে এতশ একজন ঋষির নাম।

(১৫) "Having driven the unsacrificing m[illegible] the other bank of the ninety rivers, thou didst hurl them into the p[illegible] [illegible]। এস্থানেও আদিম বর্ব্বর জাতিদিগের বিষয় উল্লিখিত হইয়াছে।

Reg. No. 6471J—2,000—25-9-85.

ঋগ্বেদ সংহিতা।

মূল সংস্কৃত হ

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত

বাঙ্গাল... পাঠ

দ্বিতীয় অষ্টক।

কলিকাতা।

বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৮৮৬।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

মূল সংস্কৃত হ[illegible]

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত [illegible]

বাঙ্গালা[illegible] পাঠ [illegible]

দ্বিতীয় অষ্টক।

কলিকাতা।

বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৮৮৬।

ভূমিকা।

দ্বিতীয় অষ্টক প্রকাশিত হইল। ... প্রথম মণ্ডলের শেষ অংশ, দ্বিতীয় মণ্ডল সমুদয়, এবং তৃ... মণ্ডলের প্রথম ছয়টী সূক্ত আছে। প্রথম অষ্টক যে নিয়মানুসারে ... হইয়াছিল, দ্বিতীয় অষ্টকও সেই নিয়মানুসারে অনুবাদিত হ... এবং এই ... প্রাচীন কালের আচারব্যবহার, ধর্ম্মানুষ্ঠান ... সেই দ্যুলোকের(১) সম্বন্ধে স্থানে স্থানে যে টীকা দিয়াছি, পাঠ... কয়েকটী সূচী দেওয়া হইয়াছে।

প্রথম অষ্টকের ভূমিকায় যে সকল ... নাম উল্লেখ করিয়াছিলাম ... পাইতেছি তাহা ... কেবল পণ্ডিতবর ... আমাকে এই কার্য্যে ...

কলিকাতা, ২০ বিডন ...
১লা মাঘ, ১২৯২ ...

---

১ ... এবং দ্বিতীয় অষ্টকের ... ব্যবহ... আছে।
... ব্যবহ... আছে, যথা—
... শব্দ ... প্রয়োগ হইয়াছে।
... ভাবয়ব্য ... " "
... স্বর্গলোক ... " "
... মিত্র ও বরুণ ... " "
... " "
... " "
... " "
... " "
... অনুর ... " " ... কথা
৩ ... " ... পায়।

৯। ঊষা দিনের প্রথম অংশের আগমনের সময় জানেন। তিনি স্বতোদীপ্তা ও শ্বেতবর্ণা, কৃষ্ণবর্ণ হইতে তাঁহার উদ্ভব। তিনি আদিত্যের ধামে মিশ্রিতহয়েন, কিন্তু তাহা হ্রাস করেন না, বরং তাহার শোভা সম্পাদন করেন।

১০। দেবি! কন্যার ন্যায় শরীরাবয়ব বিকাশ করিয়া তুমি দানশীল ও দীপ্তমান্ (সূর্য্যের) নিকট গমন কর। (পরে) যুবতীর ন্যায় অত্যন্ত দীপ্তি-বিশিষ্টা হইয়া ঈষৎ হাস্যকরতঃ তাঁহার সম্মুখে বক্ষোদেশ অনাবৃত কর।

১১। মাতা দেহমার্জ্জন করিয়া দিলে কন্যার শরীর যেরূপ উজ্জ্বল হয়, তুমিও সেইরূপ হইয়া দর্শনার্থ আপন শরীর প্রকাশ কর। তুমি ভদ্রা, তুমি অন্ধকারকে দূর করিয়া দাও; অন্য ঊষা তোমার (কার্য্য) ব্যাপ্ত করিবে না।

১২। অশ্ববিশিষ্টা, [illegible]বিশিষ্টা, সর্ব্বকালীনা, ও সূর্য্যরশ্মির সহিত একত্রে প্রবৃত্তবতী ঊষা [illegible] কল্যাণকর নাম ধারণ করিয়া নিবৃত্ত হয়েন, আবার আগমন [illegible]।

১৩। সূর্য্যের [illegible]র অনুগমন করতঃ (আমাদিগকে) কল্যাণকর প্রজ্ঞা প্রদান কর, [illegible]মকে আহ্বান করিতেছি। অন্ধকার নিবারণ কর, আমরা (হবি[illegible]) ধনযুক্ত, আমাদিগের ধন হউক।

---

১২৪ সূক্ত।

ঊষাদে[illegible]। দীর্ঘতমার অপত্য কক্ষীবান্ ঋষি।

১। অগ্নি স[illegible]ধ্যমান হইলে ঊষা অন্ধকার নিবারণ করতঃ সূর্য্যো-দয়ের ন্যায় বহুল জ্যোতিঃ প্রকাশ করেন। সবিতা আমাদিগকে ব্যব-হারের জন্য দ্বিপ[illegible] ও চতুষ্পদবিশিষ্ট ধন প্রদান করুন।

Sayana, perhaps from some text of the Vedas, is much nearer the truth than that of the *Puranas*, being something more than 20,000 miles, and being in fact the equatorial circumference of the earth. Bentley—*Hindu Astronomy*." (Wilson's note.)

(৪) মূলে "ঋত" শব্দ আছে। অর্থ এখানে সূর্য্য। ঋত শব্দ সম্বন্ধে ১ সূক্তের ৮ ঋকের টীকা দেখ।

২। ঊষা দৈবব্রতের অবিঘ্নকারিণী, মনুষ্যের আয়ুঃকাল ক্ষয়কারিণী, অতীত ও নিত্য ঊষাগণের সদৃশী, এবং আগামিনী ঊষাগণের প্রথমা। ঊষা দ্যুতি লাভ করিয়াছেন।

৩। ঊষা স্বর্গের দুহিতা। তিনি জ্যোতিদ্বারা আচ্ছাদিত হইয়া পূর্ব্বদিকে ক্রমে দেখা দেন। সূর্য্যের অভিপ্রায় জানিয়াই যেন তাঁহার পথে সম্যকরূপে পরিভ্রমণ করেন এবং কখন ও দিক সমূহের হিংসা করেন না।

৪। সূর্য্য যেমন নিজ বক্ষঃ আবিষ্কার করেন, এবং নোধাঋষি যেমন আপনার প্রিয়বস্তু আবিষ্কার করিয়া ছিলেন, সেইরূপ ঊষা আপনাকে আবিষ্কার করিয়াছেন। গৃহিণী(১) জাগরিতা হইয়া যেমন সকলকে জাগরিত করেন, ঊষাও জগতীজনকে সেইরূপ জাগরিত করেন, ঊষা অভিসারিকাগণের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা [illegible] [illegible] রেন।

৫। ঊষা বিস্তৃত অন্তরীক্ষের পূর্ব্বভা[illegible]পন্ন হইয়া দিকসমূহের চৈতন্য সম্পাদন করেন। ইঁ[illegible]তৃস্থানীয় [illegible] [illegible]থিবীর) উৎসঙ্গে থাকিয়া (আত্মতেজোদ্বারা) উভয়কে পরিপূর্ণ [illegible]র্ণ ও বিশিষ্টরূপে প্রথিত হইয়াছেন।

৬। এই প্রকারেই ঊষা অত্যন্ত বিস্তৃত হইয়া [illegible] দর্শন করিবার জন্য বিজাতীয় (মনুষ্যাদি) এবং স্বজাতীয় (দেবাদি [illegible]) একেও পরিত্যাগ করেন না। প্রকাশবতী ঊষা নির্ম্মল শরীরে ক্র[illegible]ষ্টতর হইয়া ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কিছু হইতেই পরাবৃত্ত হয়েন না।

৭। ভ্রাতৃরহিতা নারী যেমন অভিমুখী হই[illegible] পুরুষের(২) নিকট গমন করে; (গতভর্ত্তৃকা) যেমন ধনলাভার্থ[illegible] [illegible] আরোহণ করে,(৩)

---

(১) মূলে "অগ্নসন্" আছে। অগ্ন অর্থে গৃহ বা খাদ্য, অতএব অগ্নসন্ অর্থে গৃহিণী বা খাদ্যপাচিকা।

(২) মূলে "পুংসঃ" শব্দ আছে। সায়ণ বলেন উহার অর্থ "পিত্র্যাদিঃ।" "Male relatives."—*Wilson.*

(৩) মূলে "গর্ত্তারুগিব সনয়ে ধনানাং" আছে। অর্থাৎ ধনলাভার্থ গৃহে আরোহণকারীর ন্যায়। গর্ত্ত অর্থে গৃহ। কিন্তু নিরুক্ত অনুসারে গর্ত্ত অর্থে দ্যূতক্রীড়ার স্থান; বিধবার দ্যূতক্রীড়াদ্বারা অর্থলাভ করিবার প্রথা কোনং স্থানে প্রচলিত ছিল।

উষার যৌবন করেন। জায়া যেরূপ পতি অভিলাষিণী হইয়া সুবস্ত্র পরিধান করতঃ হাস্যদ্বারা দন্ত প্রকাশ করে, উষাও সেইরূপ করে।

৮। স্বসা (রাত্রি) জ্যেষ্ঠ স্বসাকে (উষাকে) উৎপত্তি স্থান (অপর রাত্রিরূপ) প্রদান করিয়াছেন, এবং উষাকে জানাইয়া স্বয়ং চলিয়া যাইতেছেন, উষা সূর্য্যকিরণদ্বারা অন্ধকার বিদূরিত করিয়া বিদ্যুৎরাশির ন্যায় জগৎ প্রকাশ করিতেছেন।

৯। এই সকল স্বসৃভাবাপন্ন পুরাতনী উষাগণের মধ্যে প্রথমা অপরার পশ্চাৎ প্রত্যহ গমন করেন। নবীয়সী উষা পুরাতনী উষাসমূহের ন্যায় সুদিন আনয়ন করতঃ আমাদিগকে বহু ধনবিশিষ্ট করিয়া প্রকাশ করুন।

১০। হে ধনবতি [illegible] হবিঃ [illegible]কে জাগরিত কর। পণিগণ অপ্রবুদ্ধ হইয়া নিদ্রা [illegible]। হে ধনবতি! ধনবান্ যজমানগণকে সমৃদ্ধি প্রদান কর। [illegible]নৃতে! তুমি সর্ব্বপ্রাণিগণকে ক্ষীণ কর, তুমি যজমানকে সমৃদ্ধি [illegible]।

১১। যুবতী [illegible] দিক হইতে আগমন করিতেছেন, অরুণবর্ণ অশ্বগণকে রথে যো[illegible]রিতেছেন। দিবসের সূচনা করিয়া রূপরহিত (অন্তরীক্ষে) অ[illegible]বারণ করিতেছেন। অগ্নি গৃহে গৃহে প্রদীপ্ত হইতেছে।

১২। হে [illegible] তোমার উদয় হইলে পক্ষীগণ বসতি স্থান হইতে উর্দ্ধে উৎপতিত হই[illegible]ছে। অন্ন চেষ্টায় ব্যাপৃত মনুষ্যগণ (উন্মুখহইয়া) গমন করিতেছে, [illegible]হ দেবি! (দেবযজন) গৃহে অবস্থিত হব্যদাতা মনুষ্যের জন্য বহুধন আনয়ন কর।

১৩। হে স্তোমার্হ উষাগণ! তোমরা আমার মন্ত্রদ্বারা স্তুত হও। (আমার সমৃদ্ধি) কামনা করিয়া আমাদিগকে বর্দ্ধিত কর। হে দেবীগণ! তোমার রক্ষালাভ করিয়া আমরা সহস্রসংখ্যক ও শতসংখ্যক ধন লাভ করিব।

(৪) পণি অর্থে বণিক। সায়ণ।

১২৫ সূক্ত।

দানদেবতা। দীর্ঘতমার অপত্য কক্ষীবান্ ঋষি।

১। (স্বনয় রাজা) প্রাতঃকালে আসিয়া প্রাতঃকালেই রত্ন আনিয়া রাখিলেন। (কক্ষীবান্) চেতনা পাইয়া রত্ন গ্রহণ করিয়া স্থাপন করিলেন সুবীর (দীর্ঘতমা) সেই রত্নদ্বারা প্রজাও আয়ুবর্দ্ধন করিয়া ধনবৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলেন(১)।

২। তাঁহার অনেক গোধন হউক। [illegible] বহু সুবর্ণবান্ ও বহু অশ্ববান্ হউন। ইন্দ্র তাঁহাকে প্রভূত অন্ন প্রদা[illegible]ন। লোকে যেমন বন্ধন রজ্জু দ্বারা পশুপক্ষ্যাদি বদ্ধ করে তিনি[illegible]প প্রাতঃকালে আসিয়া পদব্রজে আগমনকারীকে ধনদ্বারা আ[illegible] ব[illegible]ন।

৩। আমি যজ্ঞের ত্রাতা শোভন ক[illegible]। ব[illegible] দেখিবার ইচ্ছা করিয়া) সমৃদ্ধরথে আরোহণ করতঃ অদ্য উপস্থিত [illegible] দীপ্তিশালী মাদক সোমের অভিষুত রস পান কর। বহু বীরপূ[illegible]কে প্রিয় ও সত্য-[illegible]ক্যদ্বারা সমৃদ্ধ কর।

৪। প্রক্রত পয়োধারা, সুখপ্রদা ধেনুগণ য[illegible] এবং যজ্ঞ সংকল্প-কারীর নিকটে গিয়া দুগ্ধ প্রদান করিতেছে। [illegible]দ্ধির হেতুভূত ঘৃত-ধারা, তর্পণকারী ও হিতকারী পুরুষের নিকট চারি[illegible] হইতে উপস্থিত হইতেছে।

৫। যে ব্যক্তি (দেবতাদিগকে) প্রীত করে সে স্বর্গের পৃষ্ঠদেশে অবস্থান করে, এবং দেবতাদিগের মধ্যে গমন করে। স্যন্দনশীল জল

---

(১) কক্ষীবান্, অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া গৃহে গমনকালে পথপার্শ্বে নিদ্রিত হইয়া পড়িলেন। স্বনয় রাজা অনুচরবর্গের সহিত তথায় আসিয়া কক্ষীবানের রূপ দেখিয়া তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে নিজ গৃহে লইয়া গেলেন এবং আপন দশ কন্যার সহিত তাঁহার বিবাহ দিয়া তাঁহাকে ১০০ নিষ্ক সুবর্ণ, ১০০ অশ্ব, ১০০ বৃষ, ১০৬০ গাভী ও ১১ রথ প্রদান করিলেন। কক্ষীবান্ গৃহে আসিয়া এই অর্থ সমুদয় পিতাকে অর্পণ করিলেন। সায়ণ। অতএব স্বনয় রাজার দানই এই সূক্তের দেবতা, অর্থাৎ সেই দান সম্বন্ধে এই সূক্ত রচিত হইয়াছে।

তাহার নিকট তেজোবিশিষ্ট সার প্রদান করে। (ভূমিও) শস্যাদি ফল সম্পাদনক্ষম হইয়া তাহার সন্তোষ সাধন করে।

৬। যে ব্যক্তি দক্ষিণা প্রদান করে, এই বিচিত্র (বস্তু সকল) তাহারই হয়। দক্ষিণাপ্রদাতার জন্য দ্যুলোকে সূর্য্য (বিদ্যমান রহিয়াছে)। দক্ষিণা প্রদাতৃগণই জরা মরণ রহিত স্থান প্রাপ্ত হয়। দক্ষিণা প্রদাতৃগণ দীর্ঘ আয়ু লাভ করে।

৭। যাহারা দেবতাদিগকে প্রীত করে, তাহারা দুঃখ এবং পাপ-প্রাপ্ত হয় না। শোভন [illegible] স্তোতৃগণও জরাগ্রস্ত হয় না। দেবতা-দিগের প্রীতিপ্রদ ও স্তোতৃ [illegible] ভিন্ন অন্য লোককে পাপ আশ্রয় করুক। যাহারা দেবতাদিগকে প্রী[illegible] করে শোক তাহাদিগকে প্রাপ্ত হউক।

[illegible]

১ হইতে [illegible] ঋষি, রাজা ভাবয়ব্যের উপলক্ষে।
৬ ঋক [illegible] ঋষি, তাঁহার স্ত্রী লোমশার উপলক্ষে।
৭ ঋক [illegible] ঋষি, তাঁহার স্বামীর উপলক্ষে।

১। সিন্ধুনি[illegible] ভাবয়ব্যের জন্য(১) নিজ বুদ্ধিবলে বহুসংখ্যক স্তোম সম্পাদন ক[illegible] হিংসারহিত রাজা, কীর্ত্তিলাভ কামনায়, আমার জন্য সহস্র সোম য[illegible]র অনুষ্ঠান করিয়াছেন।

২। অসুর র[illegible] (গ্রহণের জন্য) আমাকে যাচ্ঞা করিবামাত্র আমি কক্ষীবান্ তাঁহার [illegible]ট শত নিষ্ক,(২) শত লক্ষণযুক্ত অশ্ব, ও শত বলীবর্দ্দ গ্রহণ করিলাম। [illegible]জা স্বর্গলোকে শাশ্বতী কীর্ত্তি বিস্তার করিবেন।

৩। স্বনয় কর্তৃক প্রদত্ত শ্যাববর্ণ অশ্বযুক্ত বধূসমন্বিত দশখানি রথ আমার নিকট উপস্থিত হইল। এক সহস্র ষষ্টিসংখ্যক গাভী উপস্থিত

---

(১) তৎপুত্রস্য স্বনয়স্য [illegible]। সায়ণ। মূলে "সিন্ধান অধি" আছে। "Either the river Indus [illegible] the seashore."—*Wilson.*

(২) মূলে "নিষ্ক" শব্দ আছে। সায়ণ তাহার দুই অর্থ করিয়াছেন। (১) আভরণ (২) সুবর্ণ।

হইল। কক্ষীবান্ গ্রহণ করিয়া পর দিনেই তাহা (আপনার পিতাকে) দান করিলেন।

৪। গো সহস্রের সম্মুখে দশখানি রথের চত্বারিংশৎ শোণঘোটক শ্রেণীবদ্ধ হইয়া চলিতে লাগিল। কক্ষীবানের অনুচরেরা ঘাসাদি খাদ্য সংগ্রহ করতঃ মদস্রাবী সুবর্ণময় আভরণ বিশিষ্ট সতত গতিশীল অশ্ব-দিগকে মার্জ্জন করিতে লাগিল।

৫। হে বন্ধুগণ! পূর্ব্বের দান [illegible] তোমাদিগের জন্য ত্রি ও অষ্ট (অর্থাৎ একাদশ) সংযুক্ত [illegible] গ্রহণ করিয়াছি। এবং বহুমূল্য গো গ্রহণ করিয়াছি। প্রজাসমূহের [illegible] (পরস্পর অনুরাগবিশিষ্ট হইয়া) পজ্রগণ (অর্থাৎ আঙ্গিরাগণ) শক [illegible] হইয়া কীর্ত্তিলাভের চেষ্টা করুক।

৬। এই সম্ভোগযোগ্যা রমণী [illegible] আলিঙ্গিতা হইয়া সুতবৎসা নকুলীর ন্যায় চিরকাল রমণ করে। ব [illegible] তাযুক্তা হইয়া রমণী আমাকে শতবার ভোগ প্রদান করিতেছে।

৭। নিকটে আসিয়া বিশেষরূপে স্পর্শ কর [illegible] মার অঙ্গে লোম অল্প মনে করিও না, আমি গান্ধার দেশীয় মে [illegible] র লোমপূর্ণা ও পূর্ণাবয়বা (৩)।

---

১২৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। কৃতবিদ্য বিপ্রের ন্যায় প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, বলের পুত্রস্বরূপ, সকলের নিবাস ভূমিস্বরূপ, এবং অত্যন্ত দানশীল অগ্নিকে আমি হোতা বলিয়া

---

(৩) "যদ্বা গান্ধারীণাং গর্ভধারিণীনাং স্ত্রীণাং অধিকা অত্যর্থং ভর্ণয়ন্তী যোনিরিব। তাসাং আপ্রসবং রোমাদি কর্ত্তনস্য শাস্ত্রে নিষিদ্ধত্বাৎ যোনিঃ রোমশা ভবতি।" সায়ণ। এ গান্ধার দেশীয় লোমপূর্ণ মেষ কি? কাশ্মীর দেশীয় যে প্রসিদ্ধ ছাগের লোমে শাল প্রস্তুত হয়, একি সেই ছাগ জাতি, বা সেইরূপ কোনও জাতি মেষ?

সম্মান করি। যজ্ঞনির্ব্বাহকারী অগ্নি উৎকৃষ্ট দেব পূজা সমর্থ হইয়া, চতুর্দ্দিকে প্রসৃত ঘৃতের দীপ্তি অনুসরণ করিয়া, নিজ শিখাদ্বারা তাহা প্রার্থনা করিতেছেন।

২। হে মেধাবী শুভ্রদীপ্তি অগ্নি! আমরা যজমান, আমরা মনুষ্যদিগের উপকারার্থ মনন সাধন, অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ মন্ত্রদ্বারা আঙ্গিরাগণের জ্যেষ্ঠস্বরূপ তোমাকে আহ্বান করি। সর্ব্বতোগামী সূর্য্যের ন্যায় তুমি যজমানদিগের জন্য দেবতাদিগকে আহ্বান করিয়া থাক। তুমি কেশবৎ আযত জ্বালাবিশিষ্ট ও [illegible] দী। যজমানগণ অভিমত ফলপ্রাপ্তির জন্য তোমাকে প্রীত করুন [illegible]।

৩। অগ্নি বিশেষ [illegible] বিশিষ্ট জ্বালাদ্বারা বিশেষরূপে দীপ্যমান; তিনি বিদ্রোহীদিগের ছে[illegible] পরশুর ন্যায় বিনাশে অমোঘ; তাঁহার সহিত মিলিত হইলে দৃ[illegible] বস্তু ও জলের ন্যায় শীর্ণ হয়। শত্রু পরাভবকারী ধনুর্দ্ধর যে[illegible]প পলায়ন করে না, অগ্নিও সেইরূপ (শত্রুদিগের) অভিভব কার্য্য হই[illegible]রত হয়েন না।

৪। যেমন [illegible]ন ব্যক্তিকে অর্থদান করা যায়, সেইরূপ অগ্নিকে সারবান্ (হব্য) [illegible]ক্রমে প্রদান করিতেছে। অগ্নি তেজোযুক্ত যজ্ঞাদিদ্বারা আমাদিগের [illegible]ধি (স্বর্গাদি) প্রদান করেন। যজমানগণও রক্ষার্থে অগ্নিকে (হব্য) প্রদা[illegible] করেন। অগ্নি (যজমানদত্ত হব্যে) প্রবেশ করিয়া শিখাদ্বারা উহা ব[illegible] ন্যায় দহন করেন। অগ্নি কঠিন অন্নাদি নিজশিখাদ্বারা পাক করেন এবং তেজোদ্বারা স্থির দ্রব্য বিনষ্ট করেন।

৫। অগ্নি রাত্রিকালে দিবস হইতেও অধিক দর্শনীয়; অগ্নি দিবসে সম্যক আয়ু শূন্য; আমরা অগ্নির উদ্দেশে বেদিসমীপে হব্য দান করি। (পিতার নিকট) পুত্র যেমন দৃঢ় ও সুখসাধন গৃহ লাভ করে সেইরূপ অগ্নিও অন্ন গ্রহণ করেন। অগ্নি ভক্ত ও অভক্ত বুঝিয়াও উভয়কেই রক্ষা করেন। অগ্নি হব্য ভক্ষণ করিয়া অজর হয়েন।

৬। স্তুত্য অগ্নি মরুৎ বলের ন্যায় প্রভূত ধ্বনিযুক্ত। কর্ম্মবিশিষ্ট উর্ব্বরা ভূমিতে অগ্নির যাগ করা উচিত, সৈন্য (বিজয়ের) জন্য অগ্নির যাগ

করা উচিত। অগ্নি হব্য ভক্ষণ করেন ; অগ্নি সর্ব্বত্র দানশীল ও যজ্ঞের কেতু-স্বরূপ, এবং সর্ব্বত্র পূজনীয়। যজমানদিগের হর্ষদাতা ও হর্ষযুক্ত অগ্নির পথ নির্ভয় রাজপথের ন্যায় সুখপ্রাপ্তির জন্য সকল মনুষ্য সেবা করে।

৭। উভয় প্রকার(১) অগ্নির গুণকীর্ত্তনকারী, দীপ্তিশালী, নমস্কার কুশল, ও হব্যদাতা ভৃগু গোত্রোৎপন্ন (মহর্ষি) গণ হবির্দানার্থ (অরণি দ্বারা) অগ্নিমন্থন করিতেছেন এবং স্তব করিতেছেন। প্রদীপ্ত অগ্নি সমস্ত ধনের অধীশ্বর। অগ্নি যজ্ঞবান্, এবং পর্য্যাপ্তরূপে প্রিয়হব্য ভোগ করেন, তিনি মেধাবী এবং (অন্য দেবতা দিগে) ভাগ দেন।

৮। সমস্ত যজমানের রক্ষক, এব অ সমস্ত লোকের গৃহ পালক, অবিসংবাদি ফলবিশিষ্ট, স্তুতির বাহক এবং অতিথিবৎ মনুষ্যদিগের পূজনীয় অগ্নিকে ভোগের জন্য আমরা আহ্বা রি। পুত্রগণ যেমন পিতার নিকট গমন করে, সেইরূপ এই সমস্ত দেব ব্যের উদ্দেশে অগ্নির নিকট আগমন করেন, ঋত্বিক্‌গণও দেবগণের যা লে অগ্নিকে হব্য প্রদান করেন।

৯। ধন যেমন দেবযজ্ঞার্থে উৎপন্ন হয় প হে অগ্নি! তুমিও দেবযজ্ঞার্থে উৎপন্ন হও। তুমি নিজবলে শত্রু অভিভবিতা এবং অত্যন্ত তেজস্বী। তোমার আনন্দ অত্যন্ত বল তোমার ক্রতু অত্যন্ত যশঃপ্রদ। হে অজর, হে ভক্তগণের জরানিব অগ্নি! এই জন্যই যজমানেরা দূতের ন্যায় তোমার পরিচর্য্যা করে।

১০। (হে স্তোতৃগণ!) যেহেতু হবিষ্মান্ মান এই অগ্নির উদ্দেশে সমস্ত বেদি ভূমিতে বার বার গমন করিতেছেন অতএব তোমাদের স্তোত্র সেই পূজ্য, শত্রুপরাভবকারী, প্রাতঃকালে জাগরণশীল, এবং পশুপ্রদ অগ্নির (প্রীতি উৎপাদনে) সমর্থ হউক। ধনবানের নিকট বন্দী যেমন স্তব করে, সেই রূপ হোতা অগ্রে দেবগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অগ্নিকে স্তব করেন।

(১) মূলে "দ্বিতা" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "শ্রৌত স্মার্ত্ত ভেদেন দ্বিবিধং আপন্নং। যদ্বা উপলক্ষণমেতৎ। আহবনীয়াদি রূপেণ নানাবিধং। যদ্বা দ্বিতা দ্বিবিধায়ৈহিকামুষ্মিক ফলায় উভয়ায়।"

হে অগ্নি! যদিও তোমাকে নিকটে দীপ্তরূপে দেখিতে পাই, তথাপি তুমি দেবতাদিগের সহিত আহার কর। তুমি শোভন অন্তঃকরণে তোমার অধীনের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া পুজনীয় ধন আহরণ কর। হে বলবান্ অগ্নি! আমাদের জন্য প্রভূত অন্ন প্রদান কর, যেন পৃথিবী দর্শন ও ভোগ করিতে পারি। হে মঘবন্ অগ্নি! স্তোতৃদিগের জন্য সুবীর্য্যবৎ ধন প্রদান কর। প্রভূত বলবিশিষ্ট হইয়া ক্রুর ব্যক্তি যেরূপ শক্র নাশ করে, সেইরূপ আমাদের শক্র বিনাশ কর।



আ...

... সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। দি...সের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। দেবতাদিগের ...হোতা এবং অত্যন্ত ত্যাগশীল এই অগ্নি ফলপ্রার্থীদিগের ব্রত... আপনার ব্রত (হবির্ভোজন) উদ্দেশে মনুষ্য হইতেই উৎপন্ন হয়েন। ...মস্ত বিষয় কর্ম্মবান্ অগ্নি বন্ধুকামী ও অন্নাভী-লাষী (যজমানের) ...নীয়। ভূমিপদে সারভূত বেদিতে, ইলস্পদ প্রদেশে(১) অহিংসি... ...গ্রামনিষ্পাদক, ঋত্বিগ্বেষ্টিত, অগ্নি উপবিষ্ট রহিয়াছেন।

২। আমরা ...র সুষ্ঠান ও আজ্যাদিবিশিষ্ট নমস্কারোপলক্ষিত স্তোত্রদ্বারা বহু হব্য...বিশিষ্ট এবং দেবযজ্ঞে যজ্ঞসাধক অগ্নিকে পরিতোষ-পূর্ব্বক সেবা করি। সেই অগ্নি আমাদের (হব্যরূপ) অন্ন গ্রহণের জন্য ক্লমবান্ হইয়া নাশপ্রাপ্ত হইবেন না। মাতরিশ্বা মনুর জন্য দূর হইতে

(১) মূলে "নিষৎ ইলস্পদে পরিবীত ইলস্পদে" আছে। সায়ণ প্রথম "ইলস্পদে" অর্থ "ভূম্যাঃ পদে" করিয়াছেন, এবং দ্বিতীয় "ইলস্পদে" অর্থ করিয়াছেন "ইডা দেবতায়াঃ মনোপুত্র্যাঃ গোরূপায়াঃ . . . পদে পদন্যাস প্রদেশে।" গোরূপা মনুকন্যা ইলা যজ্ঞের প্রথম প্রণয়ন করিয়াছিলেন এরূপ পৌরাণিক কথা আছে, কিন্তু বেদের ইলা সম্বন্ধে ৩১ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ। La... ইলস্পদে অর্থে কেবল যজ্ঞ স্থান করিয়াছেন। "Foyer du sacrifi...

অগ্নিকে আনিয়া দীপ্ত করিয়াছিলেন,(২) (সেইরূপ) দূর হইতে (আমা-দের যজ্ঞশালায় তিনি আইসুন।)

৩। সর্ব্বদা গীয়মান, হবিষ্মান্, অভীষ্টবর্ষী ও সামর্থবান্ অগ্নি শব্দ করিয়া গমন করত সদা পার্থিব (বেদির) চতুর্দ্দিকে শব্দ করিয়া আগমন করিতেছেন। অগ্নিদেব স্তোত্র গ্রহণ করিয়া অক্ষস্থানীয় শিখাদ্বারা চতুর্দ্দিকে প্রকাশমান হইতেছেন। সমুচ্ছ্রিত স্থানীয় অগ্নি উৎকৃষ্ট যজ্ঞে সদা (আগমন করেন)।

৪। শোভনকর্ম্মা ও পুরোহিত [illegible]দিগের প্রতি যজমানগৃহে নাশরহিত যজ্ঞ জানিতে পারেন; তিনি ক্রতুদ্বারা [illegible] জানিতে পারেন। তিনি কর্ম্মদ্বারা বিবিধ ফলদাতা হইয়া (যজমান[illegible]) [illegible] ইচ্ছা করেন। তিনি হব্যঃ প্রভৃতি স্পর্শ করেন কেন না তিনি [illegible] অতিথিরূপে উৎপন্ন হইয়াছেন। অগ্নি প্রবৃদ্ধ হইলে হব্যদাতা বি[illegible] ফলপ্রাপ্ত হয়েন।

৫। মরুৎগণ যেরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য মিশ্রিত [illegible]রেন, এই অগ্নিকে যেরূপ ভক্ষ্যদ্রব্য দেওয়া যায়, সেইরূপ (যজমানগণ) [illegible]রা অগ্নির প্রবল শিখাতে তৃপ্তির জন্য ভক্ষ্যদ্রব্য মিশ্রিত করে। যজ[illegible] নিজ ধন অনুসারে হব্যদান করে। পাপ আমাদিগকে হরণ করিতেছে, [illegible] অগ্নি আমাদিগকে হরণকারী দুঃখ ও হিংসক পাপ হইতে রক্ষা করুন।

৬। বিশ্বাত্মক মহান্ ও বিরামরহিত অগ্নি সূ[illegible]র ন্যায় দক্ষিণ হস্তে ধন ধারণ করেন(৩), তাঁহার সে হস্ত (যজ্ঞকারীর জন্য) শ্লথ হয়। কেবল হবিঃপ্রাপ্তির আশায় অগ্নি তাহা ত্যাগ করেন না। হে অগ্নি! সমস্ত হবিষ্কামী দেবতাদিগের জন্য তুমি হব্য বহন কর। অগ্নি সমস্ত সৎকার্য্য-কারীর জন্য বরণীয় ধন প্রদান করেন ও (স্বর্গের) দ্বার উন্মুক্ত করেন।

---

(২) মাতরিশ্বা ভৃগুদিগের জন্য অগ্নিকে আনয়ন করিয়াছিলেন তাহা ৬০ সূক্তের ১ ঋকে ও তাহার দ্বিতীয় টীকায় দেখ। আবার এস্থলে আমরা দেখিতেছি যে মাতরিশ্বা মনুর জন্য অগ্নি আনিয়া ছিলেন। বস্তুতঃ ভৃগু, মনু, অঙ্গিরা প্রভৃতি ঋষিগণ ভারতবর্ষে অগ্নি পূজা বিশেষরূপে প্রচার করিয়া ছিলেন তাহা এই সকল ঋক্ হইতে প্রতীয়মান হইতেছে। ৭১ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ।

(৩) সূর্য্য হস্তে ধন ধারণ করেন সে বিষয়ে ২২ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখ।

৭। মনুষ্যের পাপ নিমিত্তক যজ্ঞে অগ্নি বিশেষ হিতকারী। অগ্নি যজ্ঞস্থলে জয়শীল রাজার ন্যায় মনুষ্যের পালক ও প্রিয়। অগ্নি যজমানগণের বেদিতে সম্পাদিত হব্যের উদ্দেশে আগমন করেন। অগ্নি আমাদিগকে হিংসক বরুণের ভয় হইতে, সেই মহৎ দেবের হিংসা হইতে উদ্ধার করেন(৪)।

৮। ধনধারক, সকলের প্রিয়, সুবুদ্ধিদাতা ও বিরামরহিত অগ্নিকে ঋত্বিকগণ স্তব করিতেছে ও তাঁ[illegible] সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে; হব্যবাহী, প্রাণীদিগের জীবনস্বরূপ, [illegible] প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, দেবতাদিগের আহ্বানকর্ত্তা, যজনীয় ও মেধাবী [illegible]ক তাহারা সম্পূর্ণরূপে প্রাপ্ত হইয়াছে। ঋত্বিকগণ অর্থকামী হইয়া [illegible]গ্নিকে হব্যরূপ অন্ন দিবার কামনা করতঃ আশ্রয়লাভার্থ রমণীয় ও [illegible]রী অগ্নিকে প্রাপ্ত হইয়াছে।

---

১২৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দে[illegible] দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেদ ঋষি।

১। হে হর্ষ[illegible] শীঘ্রগামী ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞলাভের জন্য রথে আরোহণ করিয়া যে প্রভূত [illegible]পন্ন যজমানের নিকট গমন কর, এবং যাহাকে ধন ও বিদ্যায় উন্নত [illegible]র, তাহাকে তৎক্ষণাৎ সকল মনোরথ এবং হব্যবিশিষ্ট করিয়া দাও। হে হর্ষযুক্ত ইন্দ্র! আমরা মেধাগণের মধ্যেও মেধা; আমরা স্তুতি করি[illegible] তুমি ত্বরান্বিত হইয়া আমাদের স্তুতি ও হব্য [illegible] কর।

২। হে ই[illegible] সেই তুমি যুদ্ধের নেতা; তুমি মরুৎগণের [illegible] প্রধান প্রধান যুদ্ধে স্পর্দ্ধাপূর্ব্বক শত্রুসংহারে সমর্থ; তুমি শূরগণের সহিত স্বয়ং (সংগ্রাম সুখ) অনুভব কর। ঋত্বিকগণ স্তব করিলে তুমি তাহাদিগকে অন্ন প্রদান কর; আমাদিগের স্তুতিশ্রবণ কর। অভ্যর্থনা সমর্থ ঋত্বিকগণ গমনশীল অন্নবান্ ইন্দ্রকে অশ্বের ন্যায় সেবা করে।

---

(৪) মূলে আছে "অবঃ ব্রাসতে বরুণস্য ধূর্ত্তেঃ মহো দেবস্য ধূর্ত্তেঃ।" সায়ণ "বরুণস্য" অর্থ করিয়াছেন "বারকস্য" অর্থাৎ যে যজ্ঞকার্য্যে বাধা দেয়। "মহা বরুণস্য পাপ দেবস্য।" সায়ণ।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুক্ষয়কারক; বৃষ্টি পূর্ণ তুকুরূপ মেঘকে ভেদ করিয়া জল সেচন কর; এবং মর্ত্ত্যের ন্যায় গমনশীল (মেঘকে) ধরিয়া বৃষ্টি শূন্য করিয়া ছাড়িয়া দাও। হে ইন্দ্র! তোমার এই কার্য্য আমরা তোমার নিকট, দ্যুর নিকট, যশোযুক্ত রুদ্রের নিকট, ও প্রজাদিগের সুখদায়ী মিত্র ও বরুণের নিকট বলিব।

৪। (হে ঋত্বিক্‌গণ!) আমাদিগের যজ্ঞে ইন্দ্রকে কামনা করি। ইন্দ্র আমাদিগের সখা, সর্ব্বযজ্ঞগামী, শত্রুদিগের অভিভবকারী, এবং আমাদিগের সহায়ভূত; তিনি যজ্ঞবিঘ্নকারীদিগের পরাভব করেন, এবং মরুৎ-গণের সহিত মিলিত। হে ইন্দ্র! তু[illegible] আমাদের পালনার্থ আমাদের (কর্ম্ম) রক্ষা কর। সংগ্রামে শত্রু তোমার [illegible]ক্কে দাঁড়াইতে পারে না। তুমিই সমস্ত শত্রুকে নিবারণ কর।

৫। হে উগ্র ইন্দ্র! (তোমার হব্য[illegible]নের বিরুদ্ধকারীকে উগ্র রক্ষণকার্য্যরূপ তেজোময় উপায় সমূহদ্বা[illegible]ত করিয়া দেও। তুমি পূর্ব্বকালে যেরূপ (আমাদিগর পূর্ব্বপুরু[illegible]থ দেখাইয়া লইয়া গিয়াছিলে) আমাদিগকেও সেইরূপ লই[illegible] তোমাকে লোকে নিষ্পাপ বলিয়া জানে। হে ইন্দ্র! তুমি জগদ্ধি[illegible]য়া মনুষ্যের সমস্ত পাপ দূর কর। আমাদিগের অভিমুখে যজ্ঞ [illegible]হন করিয়া অনিষ্ট বিনাশ কর।

৬। ভবনশীল ইন্দুর জন্য(১) আমরা এই [illegible]ত্র পাঠ করি, ইন্দু আগ্রহ সহকারে আমাদিগের কর্ম্মের উদ্দেশে, রক্ষে[illegible]তী আহ্বানযোগ্য (ইন্দ্রের) ন্যায়, আগমন করিতেছেন। তিনি [illegible] আমাদের নিন্দা-কারী দুর্ম্মতির বধের উপায় উদ্ভাবন করিয়া তাহাকে দূর করিয়া দিবেন। চোর যেন অত্যন্ত নিকৃষ্টভাবে ক্ষুদ্র জলের ন্যায় অধঃপতিত হয়।

৭। হে ইন্দ্র! স্তোত্রদ্বারা তোমার গুণকীর্ত্তন করিয়া তোমাকে ভজনা করি। হে ধনবান্ ইন্দ্র! আমরা সামর্থদায়ী, রমণীয়, নিত্য

(১) সায়ণ "ইন্দু" শব্দের চন্দ্র অর্থ করিয়াছেন। Wilson ও Langlois সোমরস অর্থ করিয়াছেন।

পুত্রভৃত্যাদিবিশিষ্ট ধন উপভোগ করিব। হে ইন্দ্র! তোমার মহিমা দুর্জ্ঞেয়; আমরা যেন উত্তম স্তোত্র ও অন্নপ্রাপ্ত হই। আমরা যেন যাগ-নিষ্পাদক ইন্দ্রকে অবিসংবাদী ও হ্যমন্থূতি(২) অন্নবিশিষ্ট আহ্বানদ্বারা প্রাপ্ত হইতে পারি।

৮। হে ঋত্বিকগণ! তোমাদিগের ও আমাদিগের জন্য ইন্দ্র যশস্কর আশ্রয়দান দ্বারা দুর্মতিদিগের বিনাশকর (সংগ্রামে) প্রবৃত্ত হয়েন, এবং দুর্মতিদিগকে বিদীর্ণ করেন। আমাদের ভক্ষক (শত্রুরা) আমাদের বিরুদ্ধে আমাদের নাশের জন্য যে বেগবতী সেনা পাঠাইয়াছিল সে সেনা স্বয়ং হত হইয়াছে (আমাদের নিকটও) আসে না, শত্রুদের নিকটও আসে না।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি [illegible] পাপরহিত পথে, প্রচুর ধন লইয়া আমাদের নিকট আইস [illegible] ন্দ্র! তুমি দূরদেশ হইতে ও নিকট হইতে আসিয়া আমাদের সহিত [illegible] ও। তুমি দূরদেশ হইতে ও নিকট হইতে যাগ নির্বাহের অভি[illegible] দিগকে রক্ষা কর। যজ্ঞ নির্বাহ করিয়া সর্বথা আমাদিগকে [illegible]।

১০। হে ইন্দ্র [illegible] ধনে আমাদের আপদ উদ্ধার হয় সেই ধনদ্বারা (আমাদের উদ্ধার কর [illegible] তুমি উগ্ররূপী। মিত্রের যেরূপ মহিমা, আমাদিগের রক্ষার জন্য তো[illegible]রও সেইরূপ মহিমা হউক। হে বলবত্তম, অস্মৎ-পালক, ত্রাতা, মরণ[illegible] ইন্দ্র! তুমি যে কোন রথে চড়িয়া (আইস)। হে শত্রুভক্ষক! আ[illegible] ভিন্ন অন্য সকলকেই বাধা দেও। হে শত্রুভক্ষক! অত্যন্ত কুৎসিত শত্রু[illegible] বাধা দেও।

১১। হে শোভনস্তুতিবিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি দুঃখ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর। যেহেতু তুমি সর্বদা দুর্মতিদিগকে অবনত কর। তুমি (আমাদের স্তুতিতে) হৃষ্ট হইয়া যজ্ঞ বিঘ্নকারীদিগের দমন কর। তুমি পাপ-রাক্ষসের হন্তা এবং মৎসদৃশ মেধাবীগণের রক্ষক। হে জগন্নিবাস ইন্দ্র!

(২) হ্যমহূতি শব্দে আহ্বান বিশেষ বুঝায়।

জনিতা এই হেতু তোমাকে উৎপন্ন করিয়াছেন(৩)। হে বাসপ্রদ! রাক্ষস-নাশের জন্য তোমার উৎপত্তি হইয়াছে।

---

১৩০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেদ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! ঋত্বিগ্‌গণের পতি (যজমান) যেরূপ যজ্ঞশালায় আসেন এবং নক্ষত্রদিগের পতি (চন্দ্র) যেরূপ অস্তাচলে গমন করেন(১) তুমি সেইরূপ পুরোবর্ত্তী সোমের ন্যায় স্বর্গ হইতে আমাদিগের নিকট আগমন কর। আমরা অন্নবিশিষ্ট [illegible] যেমন অন্নভক্ষণের জন্য পিতাকে আহ্বান করে, সেইরূপ তোমার [illegible] সোমাভিষবে আহ্বান করিতেছি। আমরা ঋত্বিগ্‌গণের সহিত হব্য [illegible]ের জন্য মহত্তম ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি।

২। রমণীয় গতি বৃষভ তৃষার্ত্ত হইয়া যেমন [illegible]দক পান করে, হে রমণীয়গতি ইন্দ্র! তৃপ্তি ও বিক্রম ও মহত্ত্ব ও [illegible]ন্দোৎপত্তির জন্য [illegible] প্রস্তরদ্বারা অভিষুত ও দশাপবিত্রদ্বারা শোধি[illegible] [illegible] সেইরূপ পান [illegible]। হরিৎগণ যেরূপ সূর্য্যকে আনয়ন করে, [illegible] অশ্বগণ সেইরূপ [illegible]তিদিবস তোমাকে আনয়ন করুক।

৩। পক্ষীগণ যেরূপ (দুর্গম স্থানে শাবক র[illegible] করিয়া) তাহা প্রাপ্ত [illegible], সেইরূপ ইন্দ্র অতি গোপনীয় স্থানে স্থাপিত এ[illegible] অনন্ত ও অতিমহান্ প্রস্তর রাশিতে পরিবেষ্টিত সোমরস স্বর্গ হইতে লাভ করিলেন। অঙ্গিরাগণের অগ্রগণ্য বজ্রধারী ইন্দ্র সোমপানের অভিলাষে পূর্ব্বে যেরূপ

---

(৩) মূলে "ত্বা জনিতাজীজনৎ বসো" আছে। অর্থ, হে বসু, জনিতা তোমাকে জন্ম দিয়াছেন। সে জনিতা কে? ৪র্থ মণ্ডলের ১৭ সূক্তের ৪ ঋকে আছে "দ্যৌঃ ইন্দ্রস্য কর্ত্তা" ঋগ্বেদের অন্যান্য স্থানেও এইরূপ আছে। সায়ণ "জনিতা" অর্থ করিয়াছেন "সর্ব্বস্য আদিকর্ত্তা পরমেশ্বরঃ।"

---

(১) মূলে "সৎপতিঃ" শব্দ দুইবার ব্যবহৃত হইয়াছে। সায়ণ উহার এক অর্থ যজমান এবং অন্য অর্থ চন্দ্র করিয়াছেন।

সোমরসকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেইরূপ সোমরস প্রাপ্ত হইলেন। ইন্দ্র, চতুর্দ্দিকে মেঘাবৃত ও অন্নের হেতুভূত (উদকের) দ্বারসকল উদ্ঘাটন করতঃ (পৃথিবীতে) চতুর্দ্দিকে অন্ন বিস্তার করিলেন।

৪। ইন্দ্র বাহুদ্বয়ে দৃঢ়রূপে বজ্রধারণ করিয়া শত্রুর প্রতি নিক্ষেপ করিবার জন্য উহা তীক্ষ্ণ হইলেও, (মন্ত্র সংস্কারদ্বারা) জলকে যেমন তীক্ষ্ণ করে, সেইরূপ আরও তীক্ষ্ণ করিতেছেন, বৃত্রকে নাশ করিবার জন্য আরও তীক্ষ্ণ করিতেছেন। হে ইন্দ্র! বৃক্ষচ্ছেদক যেরূপ বনবৃক্ষকে (ছেদন করে) সেইরূপ তুমি আপন শক্তি [illegible] তেজ ও শরীর বলে বর্দ্ধিত হইয়া (আমাদিগের শত্রুদিগকে) ছেদন করিতেছ, যেন পরশুদ্বারা ছেদন করিতেছ।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি [illegible] ভিমুখে গমন করিবার জন্য নদীদিগকে (গমনশীল) রথের ন্যা[illegible]সে সৃজন করিয়াছ। সংগ্রামকামীগণ যেরূপ রথ সৃজন করে [illegible] তুমিও করিয়াছ)। মনুর জন্য ধেনুগণ যেমন সর্ব্বার্থপ্রদ হয় এবং সম[illegible] [illegible]ষ্যের জন্য ধেনুগণ যেরূপ সর্ব্ব ক্ষীরপ্রদ হয় সেইরূপ অস্মদাভি[illegible] নদী সকল একই প্রয়োজনে জল সংগ্রহ করে।

৬। কর্ম্মকুশ[illegible] ধীরব্যক্তি যেরূপ রথ নির্ম্মাণ করে সেইরূপ ধনাভিলাষী মনুষ্য [illegible] এই স্তুতি সম্পাদন করিয়াছে। তাহারা আপন মঙ্গলের জন্য তোম[illegible]গীত করিয়াছে। (লোকে যেরূপ) দিগ্বিজয়ীকে প্রশংসা করে, হে মে[illegible]। দুর্দ্ধর্ষ ইন্দ্র! তাহারা সেইরূপ তোমার প্রশংসা করিয়াছে। (যুদ্ধে [illegible]ম) অশ্বের প্রশংসা হয়, সেইরূপ বল, ধনরক্ষা ও সমস্ত মঙ্গল লাভের [illegible]ন্য তোমার প্রশংসা হয়।

৭। হে (যুদ্ধকালে) নৃত্যকারী ইন্দ্র! তুমি হবিঃপ্রদাতা অভীষ্টপূরক(২) দিবোদাস রাজার জন্য নবতী সংখ্যক নগরী নষ্ট করিয়াছিলেন।

---

(২) Wilson পুরু ও অতিথিগ্ব এই দুইটী কথাকে ব্যক্তি বিশেষের নাম বলিয়া মনে করিয়াছেন, কিন্তু সায়ণাচার্য্য, "পুরু" শব্দের অর্থ অভিমতসাধক এবং "অতিথিগ্ব" শব্দের অর্থ অতিথির প্রতি গমনকারী করিয়াছেন। ৫১ সূক্তের ৬ ঋকের টীকার এবং ১১২ সূক্তের ১৪ ঋকের টীকায় পাঠক দেখিবেন যে "অতিথিগ্ব" (অর্থাৎ অতিথি বৎসল) শব্দটী দিবোদাসের একটী নামান্তর হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ এই সূক্তের রচয়িতা, অতএব দিবোদাসের বিষয় তিনি উল্লেখ করিয়াছেন।

হে নৃত্যশীল ইন্দ্র! বজ্র দ্বারা নষ্ট করিয়াছিলে। হে উগ্র ইন্দ্র! তুমি অতিথি সেবক দিবোদাস রাজার জন্য পর্ব্বত হইতে শম্বরকে নিম্নে নিক্ষেপ করিয়াছিলে, এবং রাজা দিবোদাসকে স্বীয় শক্তিদ্বারা অগাধ ধনদান করিয়াছিলে, এমন কি সমস্ত ধনদান করিয়াছিলে।

৮। ইন্দ্র যুদ্ধে আর্য্য যজমানকে রক্ষা করেন। অসংখ্যবার রক্ষাকারী ইন্দ্র সমস্ত যুদ্ধে তাহাকে রক্ষা করেন। সুখপ্রদ সংগ্রামে তাহাকে রক্ষা করেন। ইন্দ্র মনুষ্যের জন্য ব্রতরহিত ব্যক্তিদিগকে শাসন করেন। তিনি (কৃষ্ণের) কৃষ্ণত্বক উন্মোচন করিয়া তাহাকে বধ করেন(৩)। তিনি উহাকে ভস্মীভূত করেন। তিনি সমস্ত হিংসকদিগকে দগ্ধ করেন। এবং সমস্ত নিষ্ঠুর ব্যক্তিদিগকে দগ্ধ করেন।

৯। ইন্দ্র সূর্য্যের রথচক্র গ্রহণ [illegible] তাহার [illegible]র শরীরে বলবৃদ্ধি হইল, তিনি সেই চক্র নিক্ষেপ করিলেন(৪) [illegible] (সুখ[illegible]) [illegible]কণবর্ণরূপ ধারণ করিয়া শত্রুদিগের নিকট গমন করতঃ তাহাদের [illegible] বি[illegible]ণ করিলেন, ঈশান ইন্দ্র তাহাদিগের বাক্য হরণ করিলেন। হে কবি [illegible] তুমি উশনার রক্ষার্থে যেরূপ দূরবর্ত্তী স্বর্গস্থান হইতে আসিয়াছিলে সে[illegible] আমাদিগের সমস্ত সুখসাধন ধনের সহিত (আমাদিগের) নিকট ক্রত [illegible] আইস। তুমি অন্য অন্য লোকের নিকটও এইরূপে আসিয়া থাক। [illegible] আমাদিগের নিকট প্রত্যহই আইস।

১০। হে জলবর্ষণকারী, নগরবিদারক ইন্দ্র! [illegible]মি আমাদিগের নূতন উক্থে তুষ্ট হইয়া বিবিধ প্রকারে রক্ষা ও সুখ [illegible] করতঃ আমাদিগকে

---

(৩) প্রবাদ আছে যে, অংশুমতী নদীর তীরে কৃষ্ণনামে এক কৃষ্ণবর্ণ অসুর ছিল। তাহার দশসহস্র অনুচর লোকের প্রতি অত্যন্ত উৎপীড়ন করিত। বৃহস্পতি মরুৎগণের সহিত ইন্দ্রকে তাহার বধের জন্য প্রেরণ করেন, ইন্দ্র ও সানুচর কৃষ্ণাসুরকে বধ করিয়া উহাদিগকে নিরুপদ্রব করেন। সায়ণ। ১০১ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

(৪) পূর্ব্বকালে কতগুলি অসুর ব্রহ্মার বরে যজ্ঞের অবধ্যত্ব লাভ করিয়াছিল, ইন্দ্র তাহাদিগকে সূর্য্যরথের চক্রদ্বারা নাশ করিলেন। সায়ণ। কিন্তু এটী স্পষ্টই পৌরাণিক গল্প, বৈদিক নহে। এই ঋকের আর একটী অর্থ আছে যথা— সূর্য্য (সূর্য্যরূপী ইন্দ্র) [illegible]দিত হইয়া আপন তেজোবিশিষ্ট রথ চালাইয়া দিলেন। (তাঁহারঅরুণ রশ্মি) অরুণ শত্রুকোলাহল থামাইয়া দিলেন। দিনপতি সমস্ত অন্ধকার নষ্ট করিলেন।

প্রতিপালন কর। আমরা দিবোদাস গোত্রোৎপন্ন, আমরা তোমায় স্তব করি, তুমি দিবসে সূর্য্যের ন্যায় প্রবৃদ্ধ হও।

---

১৩১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। মহৎ দ্যুলোক(১) স্বয়ং ইন্দ্রের নিকট নত হইয়াছে। সুবিস্তৃতা পৃথিবী বরণীয় স্তুতি দ্বারা ইন্দ্রের নিকট নত হইয়াছে। অন্নের নিমিত্ত (যজমানগণ) বরণীয় হব্যঃ দ্বারা নত হইয়াছে। সমস্ত দেবগণ একমতে ইন্দ্রকে অগ্রণী করিয়াছেন। মনুষ্যদিগের সমস্ত যজ্ঞ এবং মনুষ্যদিগের সমস্ত দানাদি ইন্দ্রের (স্ব[illegible]সে [illegible])।

২। হে ইন্দ্র! তো[illegible] তুমিও অভিমত ফললাভ করিবার আশায় যজমানগণ প্রত্যেক সব[illegible] যেধাকে হব্য প্রদান করে। তুমি সকলের প্রতি একরূপ। স্বর্গ[illegible]দী তোমাকেই পৃথক করিয়া হব্য প্রদান করে। পার হইবার সময় [illegible] নৌকা স্থাপন করে, আমরা সেনাগণের অগ্রদেশে সেইরূপ তোমাকে [illegible] করিব। মনুষ্যগণ যজ্ঞদ্বারা ইন্দ্রকেই চিন্তা করে। মনুষ্যগণ স্ত[illegible] ইন্দ্রকে চিন্তা করে।

৩। হে ইন্দ্র! [illegible] তোমার সেবক এবং পাপদ্বেষী যজমান দম্পতী(২) তোমার তৃপ্তির অভি[illegible]ে অধিক পরিমাণ হব্যদান করতঃ তোমার উদ্দেশে বহুসংখ্যক গোধন ল[illegible]ভের জন্য যজ্ঞ বিস্তার করিতেছে। তাহারা গোধন ইচ্ছা করে এবং স্বর্গগমনে উৎসুক(৩) তুমিই তাহাদিগের অভীষ্ট

---

(১) মূলে "দ্যৌঃ অসুরঃ" আছে। সায়ণ "অসুর" শব্দের অর্থ করিয়াছেন শত্রুদিগের বা পাপীদিগের ক্ষেপণকারী।

(২) ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে স্ত্রীপুরুষে একত্রে যজ্ঞ সম্পন্ন করিতে পারিতেন।

(৩) মূলে "স্বঃ যন্তা" আছে। এই সূক্তের দ্বিতীয় ঋকের টীকায় সায়ণ "স্বঃ" অর্থে "স্বর্গং সুখ বিশেষং বা" করিয়াছেন, অতএব এই তৃতীয় ঋকে "স্বঃ যন্তা" অর্থে সুখাভিলাষী অথবা স্বর্গগমনাভিলাষী হইতে পারে। আমি এই স্থানে ও অন্যান্য স্থানে "স্বঃ" অর্থে "স্বর্গ" করিয়াছি।

প্রদান কর।।হে ইন্দ্র! তুমি অভীষ্টবর্ষী, তুমি তোমার সহজন্মা এবং চিরসহচর বজ্রকে আবিষ্কার করিয়া রহিয়াছে।

৪। হে ইন্দ্র, মনুষ্যেরা তোমার বীর্য্য জানিত! তুমি যে শত্রুদিগের শারদীপুরী(৪) সমূহ নষ্ট করিয়াছিলে, উহাদিগকে পরাজিত করিয়া নষ্ট করিয়াছিলে সে কথা মনুষ্যেরা জানিত। হে বলপতি ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞ বিঘাতী মনুষ্যকে শাসন করিয়াছিলে, তুমি সুবিস্তৃত পৃথিবী এবং জলরাশিকে জয় করিয়াছিলে, তুমি আনন্দ সহকারে জল কাড়িয়া লইয়াছিলে।

৫। হে ইন্দ্র! সোম পানে হৃষ্ট হইয়া তুমি অভীষ্টবর্ষী হও; যেহেতু তুমি যজমানদিগকে রক্ষা করিয়া থাক, [illegible] বন্ধুতাভিলাষী যজমানদিগকে রক্ষা করিয়া থাক; অতএব তাহারা [illegible]মার বীর্য্য (বৃদ্ধির) জন্য পুনঃ পুনঃ হব্য প্রদান করিতেছে। তুমি যুদ্ধ (সুখ[illegible]ভোগের জন্য সিংহনাদ করিয়াছিলে। তাহারা তোমার নিকট নানাবি[illegible]ভোগ্য বস্তু প্রাপ্ত হয়। [illegible]র্থী (হইয়া তোমার নিকট) প্রাপ্ত হয়।

৬। ইন্দ্র আমাদিগের প্রাতঃকালের (যজ্ঞ) [illegible] করিবেন কি? হে [illegible]ন্দ্র! আহ্বানমন্ত্রদ্বারা (প্রদত্ত) পূজার্থ হব্য অবগ[illegible]। আহ্বান মন্ত্রদ্বারা (আহূত হইয়া) সুখ ভোগের স্থানে (উ[illegible] হও)। হে বজ্রযুক্ত ইন্দ্র! নিন্দুকদিগের নাশের জন্য অভীষ্টবর্ষী হ[illegible] প্রবুদ্ধ হও। হে ইন্দ্র! আমি মেধাবী ও নূতন লোক, আমি স্তুতিমান, [illegible]মার মনোহর স্তোত্র শ্রবণ কর।

৭। হে বহুগুণান্বিত ইন্দ্র! হে শূর! তুমি আমাদের স্তুতিদ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছ এবং আমাদিগের প্রতি সন্তুষ্ট আছ। যে ব্যক্তি আমাদিগের প্রতি শত্রুতাচরণ করে এবং যে আমাদিগের দুঃখ ইচ্ছা করে, বজ্রদ্বারা তাহাকে বিনষ্ট কর। হে শ্রবণোৎসুক! শ্রবণ কর। হে ইন্দ্র! পথে –

(৪) "শারদীঃ সম্বৎসর [illegible]নী সম্বৎসর পর্য্যন্তং প্রাকার পরিখাদিভি দৃঢ়ীকৃতা" সায়ণঃ। "Perennial."—*Wilson.* বর্ষাকালে ইন্দ্র যেমন বৃত্রাদিকে হনন করিয়া বৃষ্টি দান করেন, শরৎকালে তাঁহার বিজয়কার্য্য সম্পূর্ণ হয়। এই জন্য কি উপলক্ষে শারদীপুরী বলা হইয়াছে? "Les villes (célestes) de l'automne."—*Langlois.*

পরিশ্রান্ত ব্যক্তিকে যে দুর্ম্মতিগণ (পীড়া দেয়) সেরূপ সমস্ত দুর্ম্মতিগণ(৫) আমাদিগের নিকট হইতে দূর হউক, দূর হউক।

---

১৩২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেদ ঋষি।

১। হে মঘবন্ ইন্দ্র! আমরা তোমার দ্বারা রক্ষিত হইয়া প্রবল সেনাযুক্ত শত্রুদিগকে পরাভব করিব। প্রহারোদ্যত শত্রুকে প্রহার করিব। হে ইন্দ্র! পূর্ব্ব ধনবিশিষ্ট [illegible] নিকটবর্ত্তী, অতএব অদ্য সবনকারী (যজমানের উৎসাহ বর্দ্ধনা[illegible] কও। হে ইন্দ্র! তুমি যুদ্ধজয়ী, আমরা তোমার উদ্দেশে হব্য [illegible]ণ করি। তুমি যুদ্ধজয়ী।

২। (শত্রু বধের জন্য) ইতস্ততঃ ধাবমান বীরপুরুষের স্বর্গসাধন(১) এবং ক[illegible]রহিত পথস্বরূপ সংগ্রামের অগ্রভাগে ইন্দ্র প্রাতঃকালে প্রবুদ্ধ ব্যক্তি[illegible]র শত্রুগণকে নাশ করেন। ইন্দ্রকে সর্ব্বজ্ঞের ন্যায় অবনত মস্তকে স্ত[illegible] সকলের কর্ত্তব্য। হে ইন্দ্র! তোমার প্রদত্ত ধন একযোগে আমাদের[illegible] তুমি ভদ্র তোমার প্রদত্ত ধন অবিচলিত হউক।

৩। হে ইন্দ্র [illegible]র্ব্বের ন্যায় (এখনও) অতি দীপ্ত প্রসিদ্ধ হব্যরূপ অন্ন তোমারই হইবে। তুমি যজ্ঞের নিবাসস্থানস্বরূপ। ঋত্বিক্‌গণ যে (অন্নদ্বারা) স্থান [illegible]ভিত করে, সে অন্ন তোমরই হইবে। তুমি (যজ্ঞের) কথা বল, তাহা[illegible]ল লোকে আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে (সূর্য্য) কিরণদ্বারা দেখিতে পায়। ইন্দ্র জলান্বেষণে তৎপর। তিনি স্বীয় বন্ধু যজমানদিগের জন্য গো অন্বেষণ করেন। তিনি উক্ত ক্রমে সকল কথা জানেন।

---

(৫) সায়ণ দুর্ম্মতি শব্দের অর্থ করিয়াছেনঃ "অস্মৎ জিঘাংসা বিষয়া দুষ্টা বুদ্ধিঃ।" কিন্তু দুর্ম্মতি মনুষ্য অর্থ করিলেই ভাল হয়। সে সময় আর্য্য গ্রামপ্রান্তে ও ভ্রমণ পথে অনেক দস্যু ও অনার্য্য বর্ব্বরগণ বাস করিত, এবং সুবিধা অনুসারে আর্য্যদিগের প্রতি অহিতাচরণ করিত, এরূপ কথা ঋগ্বেদের অনেক স্থলেই দেখা যায়।

---

(১) মূলে "স্বঃ" আছে।

৪। হে ইন্দ্র! তোমার কর্ম্ম পূর্ব্বকালের ন্যায় এখনও সকলের স্তুতির যোগ্য। তুমি অঙ্গিরাগণের জন্য মেঘ উদ্ঘাটন করিয়া ছিলে, তুমি (অপহৃত) গোধন উদ্ধার করিয়া তাহাদিগকে অর্পণ করিয়াছিলে। হে ইন্দ্র! তুমি উক্ত ঋষিদিগের ন্যায় আমাদিগের জন্য যুদ্ধ কর এবং জয় লাভ কর। যাহারা অভিষবন করে তাহাদিগের জন্য যজ্ঞ বিঘ্নকারী-দিগকে অবনত কর। যে যজ্ঞবিঘ্নকারীগণ রোষ প্রকাশ করে তাহা-দিগকে (অবনত কর)।

৫। যেহেতু শূর ইন্দ্র কর্ম্মদ্বারা মনুষ্যদিগের বিষয়ে যথার্থ বিচার করেন, তজ্জন্য অন্নাভিলাষী (যজমান ")), অভিমত ধন লাভ করিয়া (শত্রুদিগকে) বিনাশ করে। অন্নাভিলাষী হইয়া তাহারা বিশেষরূপে যজ্ঞ করে। ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রদত্ত অন্ন পুত্রাদি[illegible] এরভর কারণ। নির্ভয় বলে শত্রু নিবারণার্থ লোকে ইন্দ্রের পূজা করে। যজ্ঞকারীগণ ইন্দ্রের সমীপে বাসস্থান প্রাপ্ত হয়, যজ্ঞকারীগণ যেন দেবতাগণের সম্মুখেই থাকে(২)।

৬। হে ইন্দ্র ও পর্ব্বত(৩)! তোমরা দুই দ[illegible]অগ্রগামী হইয়া যে শত্রু আমাদিগের বিরুদ্ধে সেনা সংগ্রহ করে তাহ[illegible] সকলকেই বিনাশ কর। বজ্র প্রহারদ্বারা তাহাদিগের সকলকে [illegible] কর। এই বজ্র অতিদূরগামী শত্রুকেও বিনাশ করিতে ইচ্ছা করে, [illegible] অতি গহন স্থানেও ব্যাপ্ত হয়। হে শূর ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের [illegible] শত্রুদিগকে বিবিধ উপায়ে বিদীর্ণ কর। (শত্রু বিদারক বজ্র) বিবিধ উপায়ে বিদীর্ণ করে।

---

১৩৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। আমি যজ্ঞদ্বারা আকাশ ও পৃথিবী উভয়কে পবিত্র করি। ইন্দ্র-শূন্যা বিদ্রোহিনী পৃথিবীকে (পৃথিবীর যে অংশে ইন্দ্রের পূজা না হয়)

---

(২) এখানে স্পষ্টই বোধ হয় পুণ্যবলে পরলোক সুখলাভের কথা উক্ত হইয়াছে।

(৩) পর্ব্বত অর্থে "পর্ব্ববান্ মেঘঃ। তদভিমানী দেবঃ।" সায়ন। অর্থাৎ পর্জ্জন্য, ১২২ সূক্তের ৩ ঋকের টীকা দেখ।

সমস্ত [illegible]। শত্রুরা যেখানেই একত্রিত হইয়াছিল সেই খানেই হত হইয়াছে। সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়া উহারা শ্মশানের চারিদিকে পড়িয়া আছে।

২। হে (শত্রু) ভক্ষক (ইন্দ্র)! তুমি হিংসাবতী (সেনার) মস্তক একত্র করিয়া তোমার বিস্তৃত পদদ্বারা ছেদন কর। তোমার পদ মহা বিস্তীর্ণ।

৩। হে মঘবন্! এই হিংসাবতী (সেনার) বল চূর্ণ কর। এবং কুৎসিত শ্মশানে অথবা মহা শ্মশানে নিক্ষেপ কর।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি [illegible]রূপ ত্রিগুণিত পঞ্চাশৎ সংখ্যক সেনা নাশ করিয়াছ। লোকে তোমা[illegible] এই কার্য্যকে অত্যন্ত ভাল বলিয়া মনে করে। কিন্তু তোমার পক্ষে একা[illegible] সামান্য।

৫। হে ইন্দ্র! তু[illegible] ঈষৎ রক্তবর্ণ অতি ভয়ঙ্কর শব্দকারী পিশাচিকে(১) বিনা[illegible]। এবং সমস্ত রাক্ষসগণকে নিঃশেষ কর।

৬। হে ইন্দ্র [illegible] প্রকাণ্ড (মেঘকে) নিম্নমুখ করিয়া বিদীর্ণ কর। আমাদিগের কথা [illegible]কর। হে মেঘবিশিষ্ট ইন্দ্র! পৃথিবী যেরূপ (শস্যাদি না হওয়ায়) ভয়ে [illegible] করিতেছে স্বর্গও সেইরূপ শোক করিতেছে। হে মেঘবিশিষ্ট ইন্দ্র! [illegible] পৃথিবীর) ভয় ঘৃণের ভয়ের ন্যায়(২)। হে ইন্দ্র! তুমি নিজবলে মহা [illegible]বান্‌ এইজন্য তুমি অতীব ক্রূর বধোপায় অবলম্বন করিয়া যাইতেছ। [illegible]মি যজমানদিগের বিনাশ কর না, তুমি শূর, প্রাণিগণ তোমাকে আক্রমণ [illegible]তে পারে না। তুমি একবিংশতি অনুচরযুক্ত(৩)।

---

(১) পিশাচি বিশেষ। সায়ণ। এখানে পিশাচ ও রাক্ষস শব্দদ্বারা বোধ হয় অনার্য্য বর্ব্বরদিগের উল্লেখ করা হইয়াছে।

(২) সায়ণ বলেন "ঘৃণ" দীপ্ত অগ্নির মূর্ত্তি বিশেষ দ্রষ্টা, পূর্ব্বকাল জগৎ মহান্ধকারে আবৃত হইলে অগ্নি ঘৃণ্‌রূপে পৃথিবী ও আকাশের অন্ধকার বিনাশ করিয়াছিলেন। পৃথিবী ও আকাশ ঘৃণ্‌কে দেখিয়া অতীব ভীত হইয়াছিলেন। উক্ত পৃথিবী ও আকাশের শস্য হানি হইতেও ভয় সেইরূপ।

(৩) মূলে আছে "সপ্তভিঃ ত্রিসপ্তৈঃ।" বোধ হয় মরুৎগণের কথা উল্লিখিত হইয়াছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "ত্রিভিঃ সপ্তভি বা সপ্তভিঃ অনুচরৈঃ উপেতঃ।" আর কিছু ব্যাখ্যা নাই।

৭। হে ইন্দ্র! অভিষবকারী (যজমান) সুখ লাভ করে, সোমযাগকারী চতুর্দ্দিকের শত্রুদিগকে বিনাশ করে, দেবতাদিগের শত্রুদিগকে বিনাশ করে। অন্নবান্ ও শত্রুর আক্রমণশূন্য অভিষবকারী অপরিমিত (ধন) লাভ করে। ইন্দ্র সোমযাগকারী যজমানকে চতুর্দ্দিকে উৎপন্ন ও অতি মহৎ ধন প্রদান করেন(৪)।

---

১৩৪ সূক্ত।

বায়ু দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। হে বায়ু! শীঘ্রগামী বলবান্ (অশ্ব) তোমাকে অন্নের উদ্দেশে ও দেবতাদিগের মধ্যে প্রথমেই সোমপানার্থ এই যজ্ঞে আনয়ন করুক। আমাদিগের প্রিয় সত্য ও উন্নত (স্তুতি) তোমার গুণ বিশেষরূপে ব্যাখ্যা করে, উহা তোমার অভিমত হউক। হে বায়ু! যজ্ঞের হব্য স্বীকারার্থ এবং আমাদিগের অভীষ্টদানার্থ তুমি নিযুৎযোজিত(১) রথে আগমন কর।

২। হে বায়ু! মত্ততাজনক, হর্ষোৎপাদক, সুষ্ঠু প্রস্তুত, উজ্জ্বল, এবং মন্ত্রদ্বারা হূয়মান সোমবিন্দু সকল (তোমার) অভিমুখে গমন করিয়া হর্ষ উৎপাদন করুক। যেহেতু স্বকর্ম্মকুশল প্রসিদ্ধ, তোমার নিরন্তর সহগামী নিযুৎগণ তোমার উৎসাহ দেখিয়া হব্য ভক্ষণের জন্য তোমাকে যজ্ঞভূমিতে আনয়নার্থ মিলিত হইতেছে। বুদ্ধিমান্ যজমানগণ (তোমার নিকটে) আসিয়া মনোগত ভাব ব্যক্ত করিতেছে।

৩। বায়ু লোহিতবর্ণ অশ্ব ভারবহনার্থ যোজনা করেন। বায়ু অরুণ অশ্ব যোজনা করেন। বায়ু অজিরবর্ণ অশ্ব(২) যোজনা করেন। কারণ

---

(৪) ১২৯ হইতে ১৩৩ এই পাঁচটী সূক্তে আর্য্যদিগের সহিত ভারতবর্ষের আদিমবাসী অনার্য্য বর্ব্বরদিগের যুদ্ধ ও বৈরতার অনেক উল্লেখ দেখা যায়। পাঠক ১২৯ সূক্তের ৪ হইতে ১১ ঋক্ পর্য্যন্ত, ১৩০ সূক্তের ৮ ঋক্, ১৩১ সূক্তের ৪ হইতে ৭ ঋক্ পর্য্যন্ত, ১৩২ সূক্তের প্রথম দুইটী ও শেষ দুইটী ঋক্, এবং ১৩৩ সূক্তের প্রথম পাঁচটী ঋক্ বিশেষ করিয়া দেখিবেন।

---

(১) বায়ুর অশ্বের নাম নিযুৎ।

(২) "অজিরা অজিরৌ গমনশীলৌ বর্ণবিশেষযুক্তৌ বা। এতদ্রূপত্রয় সম্বধ্যতে।" সায়ণ।

তাহারা ভারবহনে অত্যন্ত সমর্থ। আর ঈষৎ নিদ্রাযুক্ত রমণীকে যেরূপ প্রবোধিত করে সেইরূপ তুমি বহুপ্রজ্ঞ যজমানকে প্রবোধিত কর। আকাশ ও পৃথিবীকে প্রকাশ কর। উষাকে স্থাপন কর। হব্যস্বীকারার্থ উষাকে স্থাপন কর।

৪। দীপ্তিযুক্ত উষাগণ দূরদেশে তোমারই জন্য গৃহাচ্ছাদক রশ্মি-সমূহে কল্যাণকর বস্ত্র বিস্তার করিতেছেন, নূতন রশ্মিতে বিচিত্র বস্ত্র বিস্তার করিতেছেন। অমৃত নিস্যন্দিনী গাভী সকল তোমারই জন্য সমস্ত ধন দান করে। তুমি বৃষ্টি ও নদীদিগের উৎপাদনার্থ অন্তরীক্ষ হইতে মরুৎগণকে উৎপাদন করিয়াছ।

৫। দীপ্ত, শুদ্ধ, উগ্র প্রবাহবিশিষ্ট (সোম) তোমার আনন্দের নিমিত্ত আহ্বনীয় অগ্নির নিকট যাইতেছে, এবং জলভারবাহী মেঘকে আকাঙ্ক্ষা করিতেছে। হে বায়ু! যজমান অত্যন্ত ভীত ও ক্ষীণকায় হইয়া তস্করেরা যাহাতে অ[illegible] গমন করে তজ্জন্য তোমার পূজা করিতেছে। আমাদিগের ধর্ম্মে[illegible] আমাদিগকে সমস্ত ভুবন হইতে রক্ষা কর। আমা-দিগের ধর্ম্ম হেতু [illegible](৩) হইতে রক্ষা কর।

৬। হে বায়ু! [illegible]মার পূর্ব্বে কেহ পান করে না, তুমিই প্রথমে আমাদিগের এই সো[illegible] করিবার যোগ্য; অভিষুত সোমপান করিবার যোগ্য। তুমিই হোমব[illegible] পাপত্যাগী লোকের (হব্য স্বীকার কর)। সমস্ত ধেনুগণ তোমার জন্য দুগ্ধ প্রদান করে এবং তোমার জন্য ঘৃত প্রদান করে।

---

১৩৫ সূক্ত।

বায়ু দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। হে নিযুৎবান্ বায়ু! তুমি সহস্র নিযুতে আরোহণ করিয়া তোমার জন্য প্রস্তুত হব্যভক্ষণার্থ আমাদিগের আস্তীর্ণ কুশোপরি আগমন

(৩) মূলে "অভূর্য্যাৎ" আছে। "অসুর সম্বন্ধিনো ভয়াৎ।" সায়ণ। "Fear of evil spirits."—*Wilson.*

কর! অসংখ্য নিযুতে আরোহণ করিয়া আগমন কর। তুমি নিযুৎ-বান্, তুমিই পূর্ব্বে পান করিবে বলিয়া অন্য দেবগণ সংযত হইয়া আছে। অভিষুত মধুর সোম তোমার আনন্দের জন্য অবস্থিতি করিতেছে। যজ্ঞ-সিদ্ধির জন্য অবস্থিতি করিতেছে।

২। হে বায়ু! তোমার জন্য প্রস্তরে পরিশোধিত ও স্পৃহণীয় তেজোবিশিষ্ট সোম, স্বীয় পাত্রে গমন করিতেছে, এবং শুক্রতেজোবিশিষ্ট হইয়া (তোমার নিকট) গমন করিতেছে। এই সুন্দর সোম মনুষ্যগণ দেবতা-দিগের মধ্যে তোমার জন্য প্রদান করে। হে বায়ু! তুমি আমাদিগের জন্য নিযুৎদিগকে যোজনা কর, এবং প্রস্থান কর, আমাদিগের প্রতি অনু-গ্রহ কর, প্রীত হইয়া প্রস্থান কর।

৩। হে বায়ু! তুমি শত ও সহস্র-সংখ্যক নিযুতে আরোহণ করিয়া অভিমত সিদ্ধির জন্য এবং হবির্ভক্ষণের জন্য আমাদিগের যজ্ঞে উপস্থিত হও। এই তোমার প্রাপ্যভাগ, ইহা সূর্য্যের সহিত তেজোবান। ঋত্বিক্ হস্তস্থিত সোম প্রস্তুত হইয়াছে। হে বায়ু! পবিত্র সোম প্রস্তুত হইয়াছে।

৪। আমাদিগের রক্ষার্থ আমাদিগের স্তুতি ও অন্নভক্ষণের নিমিত্ত এবং আমাদিগের হব্য সেবার্থ, হে বায়ু, নিযুৎ-যোজিত রথ তোমাদিগের দুই জনকে (অর্থাৎ ইন্দ্র ও বায়ুকে) আনয়ন করুক। তোমরা দুই জনে মধুর সোম পান কর। অগ্রে পান করাই তোমাদিগের উপযুক্ত। হে বায়ু! তুমি মনোহর ধনের সহিত আগমন কর। ইন্দ্রও ধনের সহিত আগমন করুন।

৫। হে ইন্দ্র! হে বায়ু! আমাদিগের স্তোত্রাদি তোমাদিগকে যজ্ঞস্থলে আসিবার জন্য প্রবর্ত্তিত করিতেছে। আশুগামী অশ্বকে যেরূপ মার্জ্জনা করে সেইরূপ (কলস হইতে) আনীত সোমকে (ঋত্বিক্গণ) মার্জ্জনা করিতেছে। অধ্বর্য্যুদিগের সোম পান কর, আমাদিগের রক্ষার্থ যজ্ঞে আগমন কর। আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আনন্দের জন্য প্রস্তর খণ্ডে অভিষুত সোম পান কর, কারণ তোমরা উভয়েই অন্নদাতা।

৬। আমাদিগের এই যজ্ঞ কার্য্যে অভিষুত অধ্বর্য্যুগণের গৃহীত সোম নিশ্চই তোমাদিগের দুই জনের। এই দীপ্ত সোম নিশ্চয়ই তোমাদিগের, এই প্রভূত সোম নিশ্চয়ই তোমাদিগের জন্য ঊর্ণাময় পবিত্রে পরিষ্কৃত হইয়াছে। তোমাদিগের সোম অচ্ছিন্ন লোম অতিক্রম করিয়া প্রচুর পরিমাণে গমন করিতেছে(১)।

৭। হে বায়ু! তুমি নিদ্রালু যজমানদিগকে অতিক্রম করিয়া যে গৃহে প্রস্তর শব্দ হইতেছে তথায় গমন কর। ইন্দ্রও সেই গৃহে গমন করুন। যে গৃহে প্রিয় ও সত্য স্তুতি উচ্চারিত হইতেছে, যে গৃহে ঘৃত গমন করিতেছে পুষ্টাঙ্গ নিযুৎগণের সহিত [illegible]ই অধ্বরস্থানে গমন কর, ইন্দ্র! সেই স্থানে গমন কর।

৮। হে ইন্দ্র! হে [illegible]! তোমারা এই যজ্ঞে মধু সদৃশ আহুতি ধারণ কর, যে আহুতির জন্য [illegible] যজমানেরা পর্ব্বতাদি প্রদেশে গমন করেন। আমাদিগের জেতৃগণ [illegible] নির্ব্বাহে) সমর্থ হউক। হে ইন্দ্র! হে বায়ু! ধেনুগণ যুগপৎ [illegible] করিতেছে, এবং যব (নির্ম্মিত হব্য) প্রস্তুত হইতেছে। এই [illegible]) হ্রাস হইবে না, এবং নষ্ট হইবে না।

৯। হে বায়ু! [illegible] যে তোমার বলশালী, অল্পবয়স্ক, বৃষভসদৃশ অতিশয় হৃষ্টপুষ্ট [illegible] আছে, ইহারা স্বর্গ ও পৃথিবীর মধ্যে তোমাকে বহন করিতেছে, ইহারা অন্তরীক্ষে বিলম্ব করে না, ইহারা অত্যন্ত ক্ষিপ্রগতি, ভৎসনায় ইহাদিগের গতি রোধ হয় না, সূর্য্য কিরণের ন্যায় ইহাদিগের গতি রোধ করা দুঃসাধ্য, হস্তদ্বারা ইহাদিগের গতি রোধ করা দুঃসাধ্য।

---

১৩৬ সুক্ত।

মিত্রাবরুণ দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। হে ঋত্বিকগণ! চিরন্তন মিত্রাবরুণের উদ্দেশে প্রশংসনীয় ও প্রবৃদ্ধ পরিচর্য্যা কর, এবং হব্য প্রদানে কৃতনিশ্চয় হও। মিত্রাবরুণ

(১) "পবিত্র" শব্দ আজাদিতে ব্যবহার হয়, পবিত্র বলিতে গেলে বিশুদ্ধি পরিমিত কুশ বুঝায়। "পবিত্র" অর্থে এই স্থলে সোম পরিষ্কারক ঊর্ণা নির্ম্মিত কোন রূপ filter বা strainer হইবে।

যজমানদিগের সুখদানের কারণ এবং সুস্বাদু হব্যঃ ভক্ষণ করেন। ইঁহারা সম্রাট্, ইঁহাদিগের জন্য ঘৃত গৃহীত হয়। প্রতি যজ্ঞেই ইঁহা-দিগের স্তব হয়। ইঁহাদিগের শক্তি কেহ অতিক্রম করিতে পারে না এবং ইঁহাদিগের দেবত্বে কেহ সন্দেহ করে না।

২। বরিয়সী (উষা) বিস্তীর্ণ যাগাভিমুখে গমন করিতেছেন, দৃষ্ট হইল। দ্রুতগতি আদিত্যের পথ আলোকে ব্যাপ্ত হইল। ভগের কিরণে মনুষ্যের চক্ষুঃ (উন্মীলিত) হইল। মিত্র অর্য্যমা এবং বরুণের উজ্জ্বল গৃহ আলোকে পরিপূর্ণ হইল, অতএব তোমরা দুইজনে স্তুতিযোগ্য প্রভূত অন্ন ধারণ কর। প্রশংসনীয় এবং প্রভূত অন্ন ধার[illegible] কর।

৩। যজমান জ্যোতিষ্মতী সম্পূর্ণলক্ষ[illegible] [illegible]র্গপ্রদায়িনী(১) বেদি প্রস্তুত করিয়াছেন। তোমরা সর্ব্বদা জাগরূ[illegible]কিয়া প্রতিদিন তথায় উপস্থিত হইয়া তেজঃ ও বললাভ কর। তো[illegible] অদিতির পুত্র এবং সর্ব্বপ্রকার দানের কর্ত্তা। মিত্র এবং বরুণ [illegible]দিগকে স্বস্ব ব্যাপারে নিয়োজিত করেন অর্য্যমাও স্বস্ব ব্যাপারে [illegible]কে নিয়োজিত করেন।

৪। এই সোম, মিত্র ও বরুণের প্রীতিপ্র[illegible]। মিত্রাবরুণ নিম্ন-মুখ হইয়া ইহা পান করুন। দীপ্যমান সোম, দে[illegible]র সেবার উপযুক্ত। সমস্ত দেবগণ অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত হইয়া ইহা পান [illegible]ন। হে দীপ্তিযুক্ত মিত্রাবরুণ! আমরা যেরূপ প্রার্থনা করি, তোমরা সে[illegible]প কর। তোমরা সত্যবাদী যাহা প্রার্থনা করি তাহা কর।

৫। যে ব্যক্তি মিত্র ও বরুণের পরিচর্য্যা করে ত[illegible]কে তোমরা পাপ হইতে রক্ষা কর। দ্বেষ রহিত হব্যদাতা মর্ত্ত্যকে সমস্ত পাপ হইতে রক্ষা কর। ঋজুস্বভাব সেই ব্যক্তিকে তাহার ব্রতের উদ্দেশে অর্য্যমা রক্ষা করেন। সেই যজমান উক্থদ্বারা মিত্র ও বরুণের ব্রত গ্রহণ করেন এবং স্তোমের দ্বারা তাহা রক্ষা করেন।

(১) মূলে "সর্ব্বতাৎ" আছে।

৬। আমি দ্যুতিমান মহান্ সূর্য্যকে নমস্কার করি, পৃথিবী ও আকাশকে নমস্কার করি, মিত্র ও বরুণকে এবং রুদ্রকে নমস্কার করি। ইঁহারা সকলেই অভিমত ফলদায়ী এবং সুখদায়ী। ইন্দ্র, অগ্নি, দীপ্তিমান্ অর্য্যমা ও ভগকে স্তব কর। বহুকাল জীবন ধারণ করিয়া আমরা প্রজা কর্ত্তৃক পরিবেষ্টিত হইব। এবং সোম কর্ত্তৃক রক্ষিত হইব।

৭। আমারা ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়াছি, মরুৎগণ আমাদিগকে (অনুগ্রহ করেন), দেবতারা যেন আমাদিগকে রক্ষা করেন। ইন্দ্র, অগ্নি, মিত্র ও বরুণ আমাদিগের সুখপ্রদ হউন, আমরা অন্নবান্ হইয়া সেই সুখ ভোগ করি।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

---

১৩৭ সূক্ত।

মিত্রাবরুণ দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। আমরা প্রস্তরখণ্ডে সোমের অভিষব করিতেছি, হে মিত্রাবরুণ! আগমন কর। দুগ্ধমিশ্রিত তৃপ্তিকারক সোম এই (সম্মুখে রহিয়াছে)। এ সোম তৃপ্তিকারক। তোমরা রাজা, স্বর্গবাসী [illegible] মাদিগের রক্ষক, আমাদিগের যজ্ঞে আগমন কর। তোমাদিগের জ[illegible] এই সোম দুগ্ধের সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। দুগ্ধমিশ্রিত সোম পবিত্র [illegible]

২। হে মিত্রাবরুণ! আগমন কর। এই [illegible] সোমরস দধির সহিত মিশ্রিত হইয়াছে। অভিষুত সোমরস দধির সহি[illegible] হইয়াছে। উষার উদ[illegible] লেই হউক অথবা সূর্য্যরশ্মির সহিতই হ[illegible] দিগের জন্য সোম [illegible]ভিষুত হইয়াছে। এই চারু সোমরস মিত্রে[illegible] পানার্থ, যজ্ঞস্থল তাঁহাদিগের পানার্থ।

৩। তোমাদিগের জন্য বহু নির্যাসবতী [illegible] কে পয়স্বিনী গাভীর ন্যায় প্রস্তরখণ্ডদ্বারা দোহন করিতেছে। তাহারা প্রস্তরখণ্ডদ্বারা সোম দোহন করিতেছে। তোমরা আমাদিগের রক্ষক। [illegible]মরা সোম পানার্থ আমাদিগের অভিমুখে আমাদিগের নিকট উপস্থিত [illegible] হে মিত্রাবরুণ! নেতৃগণ তোমাদিগের জন্য সোম অভিষব করিয়াছেন, সম্পূর্ণ পানের জন্য অভিষব করিয়াছেন।

---

১৩৮ সূক্ত।

পূষা দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। বহুজন পূজিত পূষার শক্তির মহিমা সর্ব্বত্র প্রশংসিত হয়। কেহ তাঁহার হিংসা করে না। পূষার স্তোত্রের বিরাম নাই। আমি সুখলাভের

ইচ্ছায় পূষার পূজা করি, তিনি শীঘ্রই আশ্রয় দান করেন ও সুখ উৎপাদন করেন। পূষা যজ্ঞবান্, তিনি সমস্ত লোকের মনের সহিত মিশ্রিত হয়েন।

২। শীঘ্রগমনে অশ্বের যেরূপ প্রশংসা হয়, সেইরূপ হে পূষা! স্তোম-মন্ত্রদ্বারা তোমার প্রশংসা করি। তুমি যুদ্ধে যাও এই উদ্দেশে তোমার প্রশংসা করি। তুমি উষ্ট্রের ন্যায় আমাদিগকে যুদ্ধে পার কর। তুমি সুখোৎপাদক দেবতা, আমি মর্ত্ত্য, সখ্যলাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করি। আমার আহ্বানসমূহকে দ্যুতিমান্ কর, এবং সংগ্রামে জয়শীল কর।

৩। হে পূষা! [illegible] সখ্যলাভ করিয়া বিশেষ ক্রতুদ্বারা তোমার প্রীতি উৎপাদন করত [illegible] শীল (যজমানগণ) তোমাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া নানা ভোগ উপভো[illegible]। নূতন আশ্রয়লাভ করিয়া তোমার নিকট অসংখ্য ধন প্রার্থন[illegible] হে বহুজন স্তুত্য পূষা! অনাদর না করিয়া আমাদিগের অ[illegible] যজ্ঞকালে আমাদিগের অগ্রগামী হও।

৪। হে [illegible] পূষা! আমাদিগের লাভ বিষয়ে অনাদর না করিয়া, দানশীল [illegible] পস্থ হও। হে অজাশ্ব! আমরা [illegible]ন্নাভিলাষী আমাদিগের সমীপ[illegible]। হে শত্রুনাশক পূষা! [illegible]রই চতুর্দ্দিকে আমরা স্তোম পাঠ[illegible] স্তুতি করি। হে হৃষ্টিপ্রদ পূষা! তোমার কখনও অপমান ক[illegible] না এবং তোমার সখ্যের কখনও অপলাপ করি না।

---

১৩৯ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। দিবোদাসের অপত্য পরুচ্ছেপ ঋষি।

১। আমি ভক্তিপূর্ব্বক অগ্নিকে সম্মুখে স্থাপন করিয়াছি, তাঁহা[র] স্বর্গীয় শক্তি বরণ করি। ইন্দ্র ও বায়ুকে বরণ করি। যেহেতু (পৃথিবী[র]

---

(১) অর্থাৎ অজই যাঁহার বাহন। "অজাশ্বেতি পূষণমাহ।" যাস্ক। পূষা সম্বন্ধে ৪২ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ। সূর্য্যকে পশুপালকগণ যেরূপ ভা[বে] দর্শন করিত ও পূজা করিত সেই সূর্য্যই পূষা। অতএব ছাগই তাঁহার বাহ[ন] বলিয়া কল্পিত হইবে তাহা বিচিত্র নহে।

দীপ্তিমান্ নাভির (যজ্ঞস্থানের) উদ্দেশে ঊর্দ্ধবর্তী যজ্ঞের স্তুতি রচিত হইয়াছে অতএব অগ্নি তাহা শ্রবণ করুন। অনন্তর আমাদিগের উৎকৃষ্ট কর্ম্ম, যেরূপ অন্যান্য দেবতাগণের নিকট গমন করে, সেইরূপ তোমাদিগের (ইন্দ্র ও বায়ু) নিকটও গমন করুক।

২। হে কর্ম্মদক্ষ মিত্র! হে বরুণ! তোমরা নিজ শক্তি দ্বারা সূর্য্যের নিকট হইতে যে নশ্বর জল লাভ কর, তাহা আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে প্রদান কর; অতএব আমরা ক্রিয়া, কর্ম্ম, জ্ঞান, ও সোমরসে (আসক্ত) ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে যজ্ঞশালায় তোমাদিগের কিরণময় রূপ দর্শন করি।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! স্তুতি দ্বারা তোমাদিগকে আপনার দেবতা করিবার ইচ্ছায় যজমানগণ শ্লোক শুনাইতেছে; এবং হব্য লইয়া তোমাদিগের অভিমুখে গমন করিতেছে। হে সর্ব্বপ্রকার [illegible] অশ্বিদ্বয়! তাহারা সর্ব্বপ্রকার ধন ধান্যাদি ও অন্ন তোমাদিগের প্রসাদে প্রাপ্ত হইতেছে। হে দস্র! তোমার হিরণ্ময় রথের নেমি মক্ষু [illegible] করণ করে। সেইরথে (হব্য গ্রহণ কর)।

৪। হে দস্রদ্বয়! লোকে তোমাদের (মনোগত [illegible]) জানে, তোমরা স্বর্গে যাইতে চাও। তোমাদিগের সারথিরা [illegible] রথযোজনা করে। অশ্বগণ (নিরালম্ব গমনে) রথ নষ্ট করে না। হে [illegible]দ্বয়! আমরা তোমাদিগকে বন্ধুর যুক্ত(১) হিরণ্ময় রথে স্থাপন করি[illegible]। তোমরা সুখগম্য পথে স্বর্গে গমন করিতেছ। তোমরা শত্রুদিগকে পরাভূত কর এবং বিশেষরূপে বৃষ্টির ব্য[illegible] কর।

৫। আমাদিগের ক্রিয়াকর্ম্মই তোমাদিগের ধ[illegible]। আমাদিগের ক্রিয়া কর্ম্মের জন্য দিবারাত্রি (অভীষ্ট) প্রদান কর। তোমাদিগের দান যেন বন্ধ হয় না আমাদিগের দানও যেন বন্ধ না হয়।

৬। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! এই সোম অভীষ্টবর্ষীর পানার্থ অভিযুত হইয়াছে, প্রস্তরখণ্ডদ্বারা অভিযুত হইয়াছে। সোমসকল (পর্ব্বতে)

(১) মূলে "বন্ধুরে রথে" আছে। "যুগবন্ধনাধার কাষ্ঠবিশেষঃ বন্ধুরং।" সায়ণ। ৩৪ সূক্তের ৯ ঋকের টীকা দেখ।

উৎপন্ন হইয়াছে, উহা তোমার জন্য অভিষুত হইয়াছে। বহুবিধ বিচিত্র লাভের জন্য যজ্ঞস্থানে প্রদত্ত সোম, তোমার তৃপ্তি সাধন করুক। হে স্তুতিযোগ্য! আমরা তোমার স্তুতি করি, তুমি আইস, আমাদিগের প্রতি তুষ্ট হইয়া আইস।

৭। হে অগ্নি! তোমাকে স্তুতি করি, তুমি আমাদিগের স্তুতি শ্রবণ কর। দীপ্যমান্ যজ্ঞার্হ দেবগণের নিকট যজমানের কথা বলিও, যেহেতু দেবগণ অঙ্গিরাদিগকে প্রসিদ্ধ ধেনু দিয়াছিলেন(২)। অর্য্যমা, দেবতাগণের সহিত সেই ধেনু সর্ব্বোৎপাদক (অ[illegible]র জন্য) দোহন করেন। অর্য্যমা জানেন সে ধেনু আমাদিগের সহিত [illegible]ুত।

৮। হে মরুৎগণ! [illegible]াদিগের নিত্য, প্রসিদ্ধ বল যেন আমাদিগকে পরাভূত না করে। আম[illegible]দিগের ধন যেন ক্ষীণ না হয়, আমাদিগের নগর যেন ক্ষীণ না হয়। তো[illegible]গের নূতন, বিচিত্র, মনুষ্য দুর্ল্লভ, শব্দায়মান, যাহা কিছু আছে তা[illegible]গে আমাদিগের হউক। তোমরা যে দুর্ল্লভ ধন ধারণ কর, তা[illegible]াগেরই হউক)। শত্রুরা যে ধন নষ্ট করিতে পারে না তাহা (অ[illegible]গেরই হউক)।

৯। প্রাচীন দ[illegible] অঙ্গিরা, প্রিয়মেধ কণ্ব, অত্রি এবং মনু আমার জন্ম কথা জানেন। এই [illegible]কালীন ঋষিগণ ও মনু আমার পূর্ব্বপুরুষগণকে জানেন। কারণ মহর্ষি[illegible]গণের(৩) মধ্যে তাঁহারা দীর্ঘায়ুঃ এবং আমার জীবনের সহিত তাঁহাদের সম্ব[illegible]াছে। আমি তাঁহাদিগের মহৎপদ হেতু তাঁহাদিগকে স্তুতি করি ও নমস্কা[illegible] করি। আমি ইন্দ্র ও অগ্নিকে স্তুতি করি ও নমস্কার করি।

---

(২) অঙ্গিরা নামে মহর্ষিগণ, পূর্ব্বে যজ্ঞার্থ দেবতাগণের [illegible] তাঁহারা প্রীত করিয়া গোধন যাচ্ঞা করিয়াছিলেন। দেবগণ, কামদুঘা ধেনু প্রদান করিয়াছিলেন। ধেনু দোহন করিতে অক্ষম হইয়া মহর্ষিগণ অর্য্যমার নিকট উপস্থিত হন। তিনি অগ্নিহোত্রাদির জন্য দুগ্ধ দোহন করেন। সায়ণ।

(৩) মূলে "দেবেষু" আছে। "দেবনশীলেষু মহর্ষিষু।" সায়ণ। এই ঋষিগণ বেদ রচনার সময় ও "পূর্ব্বকালীন ঋষি" ও "দেব" বলিয়া বর্ণিত হইয়াছেন। ভারতবর্ষে পূজা পদ্ধতি তাঁহারাই অনেকটা প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা অন্য স্থানে বলা হইয়াছে।

১০। হোতা যজ্ঞ করুন, হব্য লাভেচ্ছু দেবগণ বরণীয় সোম গ্রহণ করুন। বৃহস্পতি নিজে ইচ্ছা করিয়া প্রভুত, বরণীয় সোমদ্বারা যাগ করিতেছেন। আমরা দূরদেশে প্রস্তর খণ্ডের ধ্বনি শ্রবণ করিলাম। সুক্রতু যজমান নিজে জল ধারণ করেন এবং বহু বাসযোগ্যগৃহ ধারণ করেন।

১১। যে দেবগণ, স্বর্গে একাদশ, পৃথিবীর উপরেও একাদশ, যখন অন্তরীক্ষে বাস করেন তখনও একাদশ(৪), তাঁহারা নিজ মহিমায় যজ্ঞ সেবা করেন।

১৪০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। (হে অধ্বর্য্যু)! বেদিতে আসীন, [illegible] প্রিয়ধামে (উত্তরবেদিতে) প্রীতিযুক্ত, এবং দ্যোতমান্ অগ্নির উদ্দেশে তুমি [illegible] স্থান (বেদি) প্রস্তুত কর। সেই পবিত্র জ্যোতিবিশিষ্ট, দীপ্তবর্ণ, [illegible] এক স্থানের উপর বস্ত্রের ন্যায় মনোহর (কুশ) বিস্তার কর।

২। দ্বিজন্মা(১) (অগ্নি) তিনপ্রকার অন্ন(২) মুখে আনিয়া (ভক্ষণ করিতেছেন)। অগ্নির ভক্ষিত বস্তু, (অর্থাৎ ধনা[illegible]দি) সম্বৎসরের মধ্যে আবার বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। অভীষ্টবর্ষী অগ্নি, একই [illegible] ধারণ করিয়া মুখ ও জিহ্বার সাহায্যে প্রবৃদ্ধ হয়েন, এবং অন্যরূপ ধারণ করিয়া সকলকে নিবারণ করিয়া বনবৃক্ষ সকলকে দগ্ধ করেন।

৩। অগ্নির মাতৃদ্বয় (কাষ্ঠদ্বয়) চলিতেছে। উহারা কৃষ্ণবর্ণ হইয়া, দুইজনেই এক কার্য্য করিতেছে এবং শিশু অগ্নিকে প্রাপ্ত হইতেছে। এই

(৪) এই ৩৩ দেব সম্বন্ধে ৩৪ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ।

(১) যে দুইখানি কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করা যায়, সেই জন্য অগ্নিকে দ্বিজন্মা বলে। অথবা মন্থন কালে অগ্নির একবার জন্ম হয় এবং আধার সংস্কার কালে আর একবার জন্ম হয় বলিয়া অগ্নিকে দ্বিজন্মা বলে। সায়ণ।

(২) "আজ্যপুরোডাশসোমরূপেণ ত্রিপ্রকারং।" সায়ণ।

শিশুর শিখারূপ জিহ্বা পূর্ব্বাভিমুখী। ইনি তমোনিবারণ করেন, শীঘ্র উৎপন্ন হয়েন, অল্পে অল্পে (মৃদুকাষ্ঠ চূর্ণাদির সহিত) মিলিত হয়েন। অতি যত্নে ইহাকে রক্ষা, করিতে হয়। ইনি পালকের সমৃদ্ধি সাধন করেন।

৪। (অগ্নির শিখাগণ) লঘুগতি, কৃষ্ণপন্থা, শীঘ্রকারী, অস্থির চিত্ত, গমনশীল, স্পন্দমান, বায়ুচালিত, ব্যাপ্তিবিশিষ্ট, ও মোক্ষপ্রদ, এবং মনস্বী যজমানের উপযোগী।

৫। যে সময়ে অগ্নি গর্জ্জন করিয়া, শ্বাসপ্রক্ষেপ করিয়া, বারম্বার বিস্তীর্ণ পৃথিবীকে স্পর্শ করিয়া শব্দ করে, সেই সময়ে অগ্নির স্ফুলিঙ্গ সকল, যুগপৎ চারিদিকে গমন করে, অন্ধকার ধ্বংস করিয়া চারিদিকে গমন করে; ও কৃষ্ণবর্ণ পথে উজ্জ্বলরূপ প্রকাশ করে।

৬। অগ্নি, পিঙ্গলবর্ণ (ওষধিদিগকে) ভূষিত করিয়া তন্মধ্যে অবতরণ করিতেছেন। [illegible] যেরূপ পত্নীদিগের দিকে ধাবন করে(৩), সেইরূপ শব্দকরতঃ [illegible]ধাবিত হইতেছেন; (ক্রমে) অধিকতর তেজস্বী হইয়া স্বশরীর দীপ্ত[illegible]ছেন; দুর্দ্ধর্ষরূপ ধারণ করিয়া ভয়ঙ্কর পশুর ন্যায় শৃঙ্গ চালন করিতে[illegible]।

৭। অগ্নি কখ[illegible]চ্ছন্ন কখন বিস্তীর্ণ হইয়া (ওষধিসমূহে) ব্যাপ্ত হয়েন; (যজমানের [illegible]ভিপ্রায়) জানিয়াই যেন অভিপ্রায়জ্ঞ শিখাকে আশ্রয় করেন। শি[illegible]গণ পুনরায় বর্দ্ধিত হইয়া যাগযোগ্য অগ্নিকে প্রাপ্ত হয়েন, এবং সকলে [illegible]রত হইয়া পিতৃস্থানীয়া (স্বর্গ ও পৃথিবীর) অপূর্ব্ব রূপ বিস্তার করেন।

৮। কেশস্থানীয় অগ্রেস্থিত শিখাগণ অগ্নিকে আলিঙ্গন করিতেছে(৪); অগ্নি আসিতেছেন দেখিয়া মৃতপ্রায় হইলেও ঊর্দ্ধমুখ হইয়া প্রত্যুদ্গমন করিতেছে। অগ্নি তাহাদিগের জরামোচন করিয়া

(৩) মূলে "পত্নী" শব্দের প্রয়োগ আছে, সায়ণ উহার অর্থ করিয়াছেন "পালয়িত্রীঃ, সমর্দ্ধয়িত্রীঃ, ওষধীঃ।"

(৪) এই ঋকে অগ্নি ও শিখা, পতিপত্নী ভাবে উল্লেখিত হইয়াছে।

উৎকৃষ্ট সামর্থ ও অখণ্ড জীবন প্রদান করতঃ গর্জ্জন করিতে করিতে আসিতেছেন।

৯। অগ্নি মাতার (পৃথিবীর) উপরিভাগের আচ্ছাদন (তৃণগুল্মাদি) লেহন করিতে করিতে প্রভূত শব্দকারী প্রাণীগণের সহিত বেগে গমন করিতেছেন; পাদবিশিষ্ট (পশুদিগকে) আহার প্রদান করিতেছেন; সর্ব্বদা লেহন করিতেছেন এবং ক্রমশঃ যে পথে যাইতেছেন তাহা কৃষ্ণবর্ণ করিয়া যাইতেছেন।

১০। হে অগ্নি! তুমি অভীষ্টবর্ষী ও দানশীল হইয়া শ্বাস প্রক্ষেপ করতঃ আমাদিগের ধনাঢ্য গৃহে দীপ্ত হও; শিশুমতি ত্যাগ করিয়া যুদ্ধকালে বর্ম্মের ন্যায়(৫) বারম্বার (শত্রুদিগকে) দূর করিয়া দিয়া জ্বলিয়া উঠ।

১১। হে অগ্নি! এই যে কঠিন কাষ্ঠোপরি যত্নপূর্ব্বক হব্য স্থাপিত হইয়াছে, ইহা তোমার মনোমত প্রিয়বস্তু হইতেও প্রিয়তর হউক। তোমার শরীরের শিখা হইতে যে নির্ম্মল ও দীপ্ত তেজঃ নির্গত হইতেছে তাহার সহিত তুমি আমাদিগকে রত্ন প্রদান কর।

১২। হে অগ্নি! আমাদিগের রথ ও গৃহের জন্য দৃঢ় দাঁড় ও পাদবিশিষ্ট নৌকা প্রদান কর। উহা আমাদিগের বীরগণকে, ধনবাহীদিগকে, ও অন্য লোকদিগকে পার করিবে, এবং আমাদিগকে সুখে রাখিবে(৬)।

১৩। হে অগ্নি! আমাদিগের উকুথ মন্ত্রের উৎসাহ বর্দ্ধন কর। দ্যাবাপৃথিবী, ও স্বয়ং গামিনী নদী সকল, আমাদিগকে গব্য ও শস্য প্রদান করিয়া উৎসাহ বর্দ্ধন করুক। অরুণবর্ণ ঊষাগণ, সর্ব্বকাল লভ্য বরণীয় অন্নাদি প্রদান করুন।

---

(৫) মূলে "বর্ম" আছে।

(৬) সায়ণ বলেন এস্থলে গৃহ অর্থে যজমান, নৌকা অর্থে যজ্ঞ, দাঁড় অর্থে ঋত্বিকগণ, এবং পাদ অর্থে মন্ত্র ও দেবতা। ঐ যজ্ঞরূপ নৌকা ভবসাগর পার করিবে।

১৪১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। দ্যুতিমান্ অগ্নির দর্শনীয় তেজঃ সত্যই এইরূপে শরীরের জন্য লোকে ধারণ করে; উহা শারীর বলে উৎপন্ন হইয়াছে(১)। আমার জ্ঞান অগ্নির তেজকে আশ্রয় করিয়া (তদ্দ্বারা স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধি) করিতে পারে, অতএব সেই অগ্নির উদ্দেশে স্তুতি ও হব্য অর্পণ করা যায়।

২। প্রথমতঃ অন্নসাধক বপুষ্মান্ ও নিত্য অগ্নি রহিয়াছেন; দ্বিতীয়তঃ শুভকরি সপ্তমাতৃক[illegible]ত রহিয়াছেন; তৃতীয়তঃ এই অভীষ্টবর্ষীর দোহনার্থ রহিয়াছেন। পর[illegible]রে সংসক্ত (দশদিক) দশদিকেই পুজ্য অগ্নিকে উৎপন্ন করিতেছে(২)।

৩। যেহেতু মহা[illegible]র মূল হইতে যজ্ঞের রূপসিদ্ধি করণে সমর্থ (ঋত্বিক্‌গণ) বলপ্রয়ো[illegible] অগ্নিকে উৎপন্ন করিতেছেন, এবং অনাদিকাল হইতে সুন্দররূপে [illegible] করিবার নিমিত্ত গুহাস্থিত অগ্নিকে মাতরিশ্বা চালন করিতেছেন [illegible]৩)।

৪। যেহেতু অ[illegible] উৎকৃষ্টতা লাভের জন্য অগ্নি প্রণীত হয়, যেহেতু, আহারের জন্য অ[illegible]ত লতাসকল উহার দন্তে আরোহণ করে, যেহেতু অধ্বর্যু এবং যজমান [illegible]য়েই অগ্নির যাহাতে উৎপত্তি হয় তাহার চেষ্টা করে, অতএব পবিত্র [illegible]গ্নি যজমানগণের প্রতি অনুগ্রহ পুরঃসর যৌবন প্রাপ্ত হইলেন।

৫। যে মাতৃ[illegible]নীয় দিক সমূহ মধ্যে অগ্নি অহিংসিত হইয়া বর্দ্ধিত হইতেছেন, এক্ষণে প্রদীপ্ত হইয়া তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন। স্থাপনকালে প্রথমতঃ যে সকল ওষধি প্রক্ষিপ্ত হইয়াছিল, অগ্নি তাহার

(১) অর্থাৎ অরণি ঘর্ষণে।

(২) এই ঋকের অর্থ অতিশয় অস্পষ্ট; সায়ণ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন, যথা প্রথমাগ্নির স্থান পৃথিবী। দ্বিতীয়াগ্নির স্থান অন্তরীক্ষ যেখানে মাতৃস্থানীয় বৃষ্টি আছে, এই অগ্নির নাম বৈদ্যুতাগ্নি; ইনি অভীষ্টবর্ষী। ইঁহাকে দোহনের জন্য আদিত্য রশ্মিরূপ তৃতীয় স্থানে অগ্নির আবশ্যক করে তিনিই তৃতীয়াগ্নি।

উপরে আরোহণ করিয়াছেন, এক্ষণে নূতন ও নিকৃষ্ট ওষধির প্রতি ধাবিত হইতেছেন।

৬। হবিঃসম্পর্ককারী যজমান দ্যুলোকবাসীদিগের (প্রীতির) নিমিত্ত হোম নিষ্পাদক অগ্নিকে বরণ করিতেছেন এবং রাজারন্যায় তাঁহার প্রসাধন করিতেছেন। যেহেতু অগ্নি বহু লোকের স্তুত্য ও বিশ্বাত্মক; তিনি ক্রতু সম্পন্ন ও বলযুক্ত; দেবগণ এবং স্তুতিযোগ্য মর্ত্ত্য যজমান উভয়কেই অন্নের জন্য কামনা করেন।

৭। বাচাল বিদূষকাদি যেরূপ অবাধে [illegible]মোদ করিতে থাকে, সেইরূপ বায়ু কর্ত্তৃক তাড়িত হইয়া যজনীয় অগ্নি চ[illegible]দিগে ব্যাপ্ত হয়েন। অগ্নি দাহকারী, তাঁহার জন্ম পবিত্র, তাঁহার পথ কৃ[illegible]বর্ণ, এবং তাঁহার (পথের) কিছুই স্থিরতা নাই। অতএব তাঁহার মার্গে অ[illegible]রীক্ষ অবস্থিত আছে।

৮। অগ্নি রজ্জুবদ্ধ রথের ন্যায় স্বীয় চঞ্চল [illegible]র সাহায্যে স্বর্গে গমন করেন। তাঁহার পথ একবারেই কৃষ্ণবর্ণ হয়, [illegible] কাষ্ঠ দহন করেন। বীরের ন্যায় অগ্নির প্রদীপ্ত তেজের সম্মুখ হইতে [illegible] পলায়ন করে।

৯। হে অগ্নি! তোমার সাহায্যে বরুণ স্বী[illegible] ধারণ করিয়াছেন, মিত্র অন্ধকার নাশ করেন, এবং অর্য্যমা দানশী[illegible]। রথের নেমি যেরূপ অরসমূহকে ব্যাপ্ত করিয়া থাকে, তুমি যজ্ঞক[illegible]রা সেইরূপ বিশ্বাত্মক, সর্ব্বব্যাপী, ও সকলের পরাভবকারী হইয়া জ[illegible]গ্রহণ করিয়াছ।

১০। হে তরুণ অগ্নি! যিনি তোমার স্তব ক[illegible] এবং তোমার জন্য অভিষব করেন, তুমি তাঁহার রমণীয় হব্য লইয়া দেব[illegible]র নিকট বিস্তার করিয়া দাও। হে তরুণ, মহাধন, বলপুত্র! তুমি স্তুত্য ও হবির্ভুক্, আমরা, স্তোত্র সময়ে রাজার ন্যায় তোমাকে স্থাপন করি।

১১। হে অগ্নি! তুমি যেমন আমাদিগকে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং উপাস্য ধন প্রদান কর সেইরূপ উৎসাহশীল, জনপ্রিয়, বিদ্যাভ্যাসে কুশল (পুত্র) প্রদান কর। অগ্নি যেমন আপনার কিরণসমূহকে বিস্তার করেন সেইরূপ আপনার জন্মাধার (আকাশ পৃথিবীকে) বিস্তার করিয়া থাকেন। সুক্রতু অগ্নি আমাদিগের যজ্ঞে দেবতাগণের স্তুতি বিস্তার করিয়া থাকেন।

১২। অগ্নি অত্যন্ত দ্যুতিশীল, দ্রুতগামী অশ্ববিশিষ্ট, হোতা, আনন্দময়, সুবর্ণ রথবিশিষ্ট, অক্ষুন্ন বল, ও প্রসন্ন স্বভাব। তিনি কি আমাদিগের আহ্বান শ্রবণ করিবেন? তিনি কি আমাদিগকে সিদ্ধিপ্রদ কর্ম্মদ্বারা অনায়াস লভ্য ও অভিলষিত (স্বর্গ) অভিমুখে লইয়া যাইবেন?

১৩। আমরা অগ্নিকে হব্য প্রদানাদি কর্ম্ম ও অর্চনা সাধন মন্ত্র দ্বারা স্তব করিয়াছি। অগ্নি প্রকৃষ্টরূপে দীপ্তি যুক্ত হইয়াছেন। উপস্থিত সকলে এবং আমরা, সূর্য্য যেমন, মেঘের শব্দ উৎপন্ন করেন, সেইরূপ (অগ্নির উদ্দেশে) শব্দ করি।

---

১৪২ সূক্ত।

আপ্রী(১) দে[illegible]। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। হে সমিদ্ধ[illegible] অগ্নি! যে যজমান স্রুক্ উন্নত করিয়া রহিয়াছেন তাহার জন্য তুমি [illegible]বগণকে আহ্বান কর। যে হব্যপ্রদায়ী (যজমান) হোমাভিষব করি[illegible], তাঁহার উপকারার্থ পূর্ব্বকালীন যজ্ঞ বিস্তার কর।

২। হে তনূ[illegible] নামক অগ্নি! মৎসদৃশ হব্যপ্রদায়ী, ও মেধাবী, যে যজমান তোম[illegible] করে তাহার ঘৃতমধুরসবিশিষ্ট যজ্ঞে উপস্থিত হইয়া (যজ্ঞ সমাপ্তি[illegible]স্ত) অবস্থিতি কর।

---

(১) ১৩ সূক্তের [illegible] এই ১৪২ সূক্ত ও আপ্রীসূক্ত। সেই সূক্তের প্রথম টীকা দেখ। কাত্থক্য ব[illegible] যে সমিৎ, তনূনপাৎ প্রভৃতি শব্দ যজ্ঞের অবয়ব বাচী, অতএব এই সূক্তে [illegible] যজ্ঞই হওয়া উচিত। শাকপূণি বলেন উহারা অগ্নির রূপান্তর, অতএব [illegible] এই সূক্তের দেবতা। আপ্রী শব্দে অগ্নির রূপ, অতএব ইহার নাম আপ্রী সূক্ত। আপ্রী সূক্ত ত্রিবিধ, বসিষ্ঠ, অত্রি, বধ্র্যশ্ব, ও গৃৎসমদদিগের আপ্রীসূক্তে নরাশংসের উল্লেখ আছে। মেধাতিথি, দীর্ঘতমা প্রৈষিকদিগের আপ্রীসূক্তে নরাশংস ও তনূনপাৎ উভয়েরই উল্লেখ আছে। অন্যগুলিতে কেবল তনূনপাতের উল্লেখ আছে। কাত্থক্য তনূনপাৎ শব্দে যজ্ঞাজ্য বুঝাইবার জন্য এইরূপ ব্যুৎপত্তি করিয়াছেন যে ভোগ্যবস্তু সকল গাভী হইতে উৎপন্ন হয় বলিয়া গাভীর নাম তনু, (তন ধাতু হইতে উৎপন্ন), গাভী হইতে দুগ্ধ, দুগ্ধ হইতে হবিঃ, অতএব হবিঃ গাভীর নপ্তা (নাতি)। হবির্বিশিষ্ট যজ্ঞ তনূনপাৎ। অগ্নিপক্ষে এইরূপ ব্যুৎপত্তি আছে; জলকে তনূ বলে, জল হইতে ওষধি বনস্পতি হয় ওষধিও বনস্পতি হইতে অগ্নি উৎপন্ন হয়, অ[illegible]ব অগ্নি জলের নাতি হইল। অগ্নি তনূনপাৎ। ১৩ সূক্তের ২ ঋকের টীকায় তনূনপাৎ শব্দের অন্যরূপ ব্যাখ্যা দেখ।

৩। দেবগণের মধ্যে শুচি, পাবক, অদ্ভুত, জ্যোতিমান্, যজ্ঞসম্পাদক নরাশংস (নামক অগ্নি) দ্যুলোক হইতে আগমন করিয়া তিনবার আমাদিগের যজ্ঞ মধুর সহিত মিশ্রিত করুন।

৪। হে অগ্নি! তুমি ঈলিত (অগ্নির নাম), তুমি বিচিত্র ও প্রিয় ইন্দ্রকে এইখানে লইয়া আইস। হে সুজিহ্ব! তোমার উদ্দেশে আমি স্তোত্র পাঠ করিতেছি।

৫। স্রুক্‌ধারী (ঋত্বিক্‌গণ) এই যজ্ঞে (অগ্নিরূপ) বর্হি বিস্তারকরতঃ ইন্দ্রের জন্য বিস্তীর্ণ সুখসাধন গৃহ সম্পাদন করিতেছেন; এই গৃহে দেবগণ সর্ব্বদা যাতায়াত করিবেন।

৬। (অগ্নিরূপ) যজ্ঞের দ্বার খুলিয়া দা[illegible]দেবতাগণের আগমনের জন্য যজ্ঞের দ্বার খুলিয়া দাও। দ্বারগুলি [illegible]জ্ঞের বর্দ্ধক, যজ্ঞের শোধক, বহুলোকের স্পৃহণীয়, এবং পরস্পর সংলগ্ন নহে[illegible]।

৭। সকল লোকের স্তুতির যোগ্য, পর[illegible] সন্নিহিত, সুন্দররূপবিশিষ্ট, মহান্, যজ্ঞের নির্ম্মাতা (অগ্নিরূপ) নক্ত [illegible]ষা স্বয়ং আসিয়া বিস্তৃত কুশে উপবেশন করুন।

৮। দেবতাগণের উন্মাদক শিক্ষাবিশিষ্ট, [illegible]তিশীল যজমানগণের মিত্র, মেধাবী, (অগ্নিরূপ) দৈব্য হোতৃদ্বয় [illegible]গের এই সিদ্ধিপ্রদ স্বর্গস্পর্শী যাগের অনুষ্ঠান করুন।

৯। শুচি এবং দেবগণের মধ্যস্থা, হোমনি[illegible]দিকা ভারতী ইলা, এবং মহতী সরস্বতী(৩) (অগ্নির মূর্ত্তিত্রয়) [illegible] উপযুক্তা হইয়া কুশের উপ উপবেশন করুন।

১০। ত্বষ্টা (অগ্নিমূর্ত্তি বিশেষ) আমাদিগের মিত্র। তিনি স্বয়ং বহুপ্রকারে আমাদিগের পুষ্টি ও সমৃদ্ধির জন্য (মেঘের) নাভিস্থিত ব্যাপ্ত, অদ্ভুত, এবং বহুসংখ্যক প্রাণির হিতকারী (জল) প্রেরণ করুন।

(২) মূলে "অসশ্চতঃ" আছে। ১৩ সূক্তের ৬ ঋকের টীকা দেখ। এখানে সায়ণ অন্যরূপ অর্থ করিতেছেন, "অসজ্যমানাঃ পরস্পর বিপ্রকৃষ্টাঃ।"

(৩) "ভারতী" স্বর্গস্থ বাক্, "ইলা" পৃথিবীস্থ বাক্, "সরস্বতী" অন্তরীক্ষস্থ বাক্। সায়ণ।

১১। হে (অগ্নিরূপ) বনস্পতি! (ঋত্বিক্‌গণকে) ইচ্ছানুসারে প্রেরণকরিয়া নিজেই দেবগণের যাগ কর। দ্যুতিমান্, মেধাবান্ অগ্নি দেবগণের মধ্যে হব্য প্রেরণ করেন।

১২। ঊষা, ও মরুৎবিশিষ্ট বিশ্বদেবগণ, বায়ু, ও গায়ত্রাশনীর ইন্দ্রের উদ্দেশে হব্য প্রদানার্থ (অগ্নিরূপ) স্বাহা শব্দ উচ্চারণ কর।

১৩। হে ইন্দ্র! আমাদিগের স্বাহাকার বিশিষ্ট হব্য ভক্ষণের জন্য আগমন কর। যজ্ঞে (ঋত্বিক্‌গণ) তোমাকে আহ্বান করিতেছে।

---

১৪৩ সূক্ত

অগ্নি দেবতা [illegible] উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। অগ্নি বলের পু[illegible], জলের নপ্তা, যজমানের প্রিয়তম ও হোমনিষ্পাদক, এবং যথাকালে [illegible] সহিত বেদিতে উপবেশন করেন; তাঁহার উদ্দেশে আমি এই নূতন এ[illegible] ফলবর্দ্ধক যজ্ঞ আরম্ভ করি ও স্তব পাঠ করি।

২। অগ্নি[illegible] [illegible]ম প্রদেশে উৎপন্ন হইয়া প্রথম মাতরিশ্বার(১) নিকট আবির্ভূত [illegible]। পরে ইন্ধনদ্বারা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইলে প্রবল ক্রিয়াদ্বারা তাঁহার দীপ্তি [illegible] পৃথিবীকে প্রদীপ্ত করিয়া রহিল।

৩। অগ্নির দী[illegible]লোকলের নাশ নাই, সুদর্শন অগ্নির বিস্ফুলিঙ্গ সকল সর্ব্বতঃ দ্যোতমান্ [illegible] বিলক্ষণ বলশালী। নৈশ অন্ধকার নষ্ট করিয়া সর্ব্বদা জাগরূক ও [illegible] রহিত অগ্নিশিখাগণ কদাচ কম্পিত হয় না।

৪। ভৃগুবংশ[illegible] যজমানগণ, ভূতসমূহের বলের নিমিত্ত বেদির নাভিপ্রদেশে (উত্তর বেদিতে) যে সর্ব্বধনবান্ অগ্নিকে আপনাদিগের অভিমুখে স্থাপন করিয়াছেন, তাঁহাকে আপন গৃহে লইয়া স্তব কর। তিনি মুখ্য এবং বরুণের ন্যায় সমস্ত ধনের ঈশ্বর।

৫। যেমন বায়ুর শব্দ, প্রবল রাজার সেনা, এবং দ্যুলোকোৎপন্ন অশনি কেহ নিবারণ করিতে পারে না; সেইরূপ যে অগ্নিকে কেহ নিবারণ

---

(১) মাতরিশ্বা সম্বন্ধে ৬০ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

করিতে পারে না সেই অগ্নি যোধদিগের ন্যায় তীক্ষ্ণীভূত দন্ত দ্বারা (শত্রুদিগকে) ভক্ষণ করেন ও বিনাশ করেন এবং বনসমূহকে দগ্ধ করেন।

৬। অগ্নি বারম্বার আমাদিগের উক্ত স্তোত্র শুনিতে ইচ্ছা করুন ধনস্থানীয় অগ্নি ধন দ্বারা বারম্বার আমাদিগের অভিলাষ পূর্ণ করুন। যজ্ঞপ্রবর্ত্তক অগ্নি যজ্ঞলাভের জন্য বারম্বার আমাদিগকে ত্বরান্বিত করুন, আমি এইরূপ স্তুতিদ্বারা সুদর্শন অগ্নিকে স্তব করি।

৭। তোমাদিগের যজ্ঞনির্ব্বাহক প্রদীপ্ত অগ্নিকে মিত্রের ন্যায় দীপ্ত করিয়া অলঙ্কৃত করিতেছে। সম্যক্ দীপ্যমান জ্বালা বিশিষ্ট অগ্নি যজ্ঞস্থলে স্বয়ং প্রদীপ্ত হইয়া আমাদিগের শুভ্রবর্ণ (যা[illegible]দিবিষয়ক প্রজ্ঞাকে) উন্মীলিত করিতেছে।

৮। হে অগ্নি! আমাদিগের প্রতি অনু[illegible] বিরত না হইয়া সর্ব্বদা অবহিত, মঙ্গলকর ও সুখকর আশ্রয় প্রদান দ্বারা [illegible]মাদিগকে রক্ষা কর। হে সর্ব্বজন বাঞ্ছনীয় অগ্নি! তুমি উৎপন্ন হইয়া [illegible]হিত, অপরিভূত ও নিমেষ রহিতভাবে আমাদিগকে সম্যক্‌রূপে পাল[illegible]

---

১৪৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। বহুদর্শী হোতা উন্নত এবং অনবদ্য প্রজ্ঞা[illegible] অগ্নির উপচর্য্যার জন্য গমন করিতেছেন, ও প্রদক্ষিণ করিয়া স্রুক্ ধারণ করিতেছেন। এই সকল স্রুক্ অগ্নিতে প্রথমাহুতি প্রদান করে।

২। সূর্য্যকিরণে সর্ব্বতো ব্যাপ্ত জলের ধারা তাহাদিগের উৎপত্তিস্থান আদিত্যলোকে আবার নূতন হইয়া জন্মিতেছে। অগ্নি যখন জলের ক্রোড়ে আদরের সহিত বাস করে সেই সময়ে লোকে অমৃতময় জলপান করে এবং অগ্নি (বৈদ্যুতাগ্নিরূপে) তাহার সহিত মিলিত হয়।

৩। সমান বয়স্ক দুই জনে(১) এক প্রয়োজন সাধনের উদ্দেশে পরস্পরকে সাহায্য করিয়া অগ্নির শরীরে (নিজ নিজ কার্য্য সম্পাদন করিতেছে), অনন্তর ভগ (আদিত্য) যেরূপ রশ্মি বিস্তার করেন, অথবা সারথি যেরূপ রশ্মি গ্রহণ করে, আহবনীয় অগ্নি সেইরূপ আমাদিগের রশ্মি (অর্থাৎ প্রদত্ত ঘৃত ধারা) গ্রহণ করেন(২)।

৪। সমান বয়স্ক, এক যজ্ঞে বর্ত্তমান এবং এক কার্য্যে নিযুক্ত দুই জন যে অগ্নিকে দিবারাত্রি পূজা করে, সেই অগ্নি পলিতই হউন বা যুবাই হউন মনুষ্য যুগের হব্য ভক্ষণ করতঃ অজর হইয়াছেন।

৫। দশ অঙ্গুলি পরস্পর বিশ্লিষ্ট হইয়া সেই দ্যোতমান অগ্নিকে প্রীত করে। আমরা মনুষ্য, রক্ষা[র্থ] ভার্থ অগ্নিকে আহ্বান করি। ধনুক হইতে যেরূপ (বাণ) বহির্গত হয়, [অ]গ্নি সেইরূপ রশ্মি প্রেরণ করেন। অগ্নি চতুর্দ্দিকবর্ত্তী যজমানগণের [নূ]তন স্তুতি ধারণ করেন।

৬। হে অগ্নি! [illegible] পশুপালকের ন্যায় নিজ সামর্থে স্বর্গীয়দিগের ঈশ্বর, এবং পার্থি[ব]দি[গে]র ঈশ্বর, এইজন্য মহতী ঐশ্বর্য্যবতী, হিরণ্ময়ী, মঙ্গল শব্দকারিণী [illegible] ও প্রসন্না দ্যাবাপৃথিবী তোমার যজ্ঞে উপস্থিত হয়েন।

৭। হে অগ্নি [illegible] [আমাদিগে]র হব্য সেবা কর, তোমার স্তোত্র শ্রবণ করিতে ইচ্ছা কর। হে স্তুত[illegible] [অ]ন্নবান্ যজ্ঞার্থ উৎপন্ন, সুক্রতু অগ্নি! তুমি সমস্ত জগতের অনুকূল, সক[লের] দর্শনীয়, তুমি আনন্দোৎপাদক, এবং প্রভূত অন্নবান্ ব্যক্তির ন্যায় সক[লে]র আশ্রয় স্থান।

---

১৪৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। অগ্নিকে জিজ্ঞাসা কর তিনিই জানেন, তিনিই গিয়াছিলেন, তাঁহারই চৈতন্য আছে, তিনিই যান, তাঁহারই গতি দ্রুত, শাসন ক্ষমতা

(১) হোতা ও অধ্বর্য্যু। অথবা এই স্থলে সমান বয়স্ক এবং এক উদ্দেশে পরিভ্রমকারী পরস্পর সংলগ্ন জায়া ও পতিও বুঝাইতে পারে।

(২) রশ্মি শব্দের তিন অর্থ, যথা কিরণ, লাগাম, এবং ঘৃত ধারা।

তাঁহারই আছে, ইষ্ট বস্তুও তাঁহাতেই আছে। তিনিই অন্ন, বল, এবং বলবানের পালক।

২। তাঁহাকেই সকল লোকে জিজ্ঞাসা করে, অন্যায় জিজ্ঞাসা করে না। ধীরব্যক্তি নিজের মনে যাহা স্থির করে তাহার পূর্ব্বেও কথা সহ্য করিতে পারে না, পরেও কথা সহ্য করিতে পারে না; এই জন্যই দাম্ভিকতা-শূন্য লোক অগ্নির আশ্রয় প্রাপ্ত হয়।

৩। জুহূসমূহ তাঁহারই উদ্দেশে গ... করে, স্তুতিও তাঁহারই জন্য; এক অগ্নি আমার সমস্ত স্তুতি শ্রবণ ক...রেন। তিনি অনেকের প্রবর্ত্তক, তারয়িতা, ও যজ্ঞের সাধনভূত, তাঁহা... রক্ষা ছিদ্রশূন্য, তিনি শিশুর ন্যায় (শান্ত) এবং যজ্ঞাদির অনু... ...ষ্ঠীয়মান অগ্নি।

৪। যখনই যজমান কর এবং আমাদিগ... চেষ্টা করে তখনিই অগ্নি আবির্ভূত হয়েন, উৎপন্ন ... সহিত মিলিত হয়েন। (তাঁহার) আনন্দজনক ক... ...র জন্য অভিমত ফল প্রদান করেন।

৫। অন্বেষণশীল, ...ায় (ইন্ধনের মধ্যে) স্থাপিত হইয়াছেন। বি... দা... অগ্নি মর্ত্ত্যদিগকে বিশেষ করিয়া (যজ্ঞানুষ্ঠা... ...ইয়াছেন।

১৪৮ সূক্ত।

উচথ্যের অপত্য ... ঋষি।

...ঠের) মধ্যে প্রবেশ করি...

...ব আহ্বানকর্ত্তা অগ্নিকে...

...ব দ্যুতিমান্ সূর্য্যের ন্যায়...

...য়াছিলেন।

অগ্নি দেবতা। উচ... হব্য প্রদান করিলেই ... ঋষি।

...প্রদত্ত বরণীয় (...

১। পিতা মাতার (দ্যাবাপৃথি...) ...ক্রোড়াস্থিত, মস্তকত্রয়যুক্ত, সপ্তরশ্মিবিশিষ্ট(১), ও বিকলতারহিত অগ্নিকে স্তব কর। সর্ব্বত্রগামী, অবিচলিত, দ্যোতমান্ এবং অভীষ্টবর্ষী অগ্নির তেজ চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হইতেছে।

(১) তিনটি সবন অগ্নির মূর্দ্ধা, সাতটি ছন্দ উঁহার রশ্মি। সায়ণ।

২। ফলপ্রদাতা অগ্নি নিজ মহিমায় দ্যাবাপৃথিবীকে ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, জরারহিত, পূজনীয় অগ্নি (আমাদিগকে) রক্ষা করিয়া অবস্থিতি করিতেছেন, বিস্তৃত পৃথিবীর সানুপ্রদেশে (বেদিতে) পদক্ষেপ করিতেছেন। তাঁহার উজ্জ্বল জ্যোতিঃ ঊধঃ (অন্তরীক্ষ) লেহন করিতেছে।

৩। (যজমান ও তৎ পত্নী -) সেবাকার্য্যকুশল দুইটি ধেনু একটি বৎসের (অগ্নির) অভিমুখে সঞ্চরণ করিতেছেন। তাঁহারা গর্হিত বিষয়-শূন্য পথ নির্ম্মাণ করিতেছেন এবং সর্ব্বপ্রকার প্রজ্ঞা অধিক পরিমাণে ধারণ করিতেছেন।

৪। অভিজ্ঞ মেধাবীগণ যজ্ঞের অগ্নিকে স্বীয়স্থানে স্থাপন করিতেছেন বুদ্ধিবলে নানাউপায়ে [illegible] ভাব আয়ত্ত করিতেছেন, যজ্ঞফলভোগেচ্ছায় ফলদায়ী অগ্নির শুশ্রূষা করি[illegible] [illegible]গ্নি সেইরূপ রশ্মিরূপে তাঁহাদিগের [illegible] আবির্ভূত হইতেছেন। [illegible]ন্নে স্তুতি ধারণ করে

৫। অগ্নি ইচ্ছা[illegible] পশুপালকের ন্যায় [illegible]হাকে দেখিতে পায়। তিনি সর্ব্বদা জয়শী[illegible]র ঈশ্বর, এইজন্য মহতী[illegible] সকলেরই জীবনস্বরূপ। ধনবান্ এবং সক[illegible] ও প্রসন্না দ্যাবাপৃথিবী[illegible]ন শিশুতুল্য যজমানগণের পিতারূপ।

[illegible]ম হব্য সেবা কর, তোমা[illegible]
[illegible]ন্নবান্ যজ্ঞার্থ উৎপন্ন, সু[illegible]
[illegible] দর্শনীয়, তুমি আনন্দো[illegible]
আ[illegible]র আশ্রয় স্থান।

দীর্ঘতমা ঋষি।

---

১৪৫ সূক্ত

১। হে অগ্নি[illegible] [illegible]শাধক রশ্মিগণ কি প্রকারে অন্নের সহিত আয়ুঃ প্রদান ক[illegible] [illegible]পৌত্রাদির জন্য অন্ন ও আয়ুঃ প্রাপ্ত হইয়া যজমান যজ্ঞসম্বন্ধীয় সামগান করিতে পারে?

২। হে তরুণ অন্নবান্ অগ্নি! আমার অতিশয় পূজনীয় ও উত্তমরূপে সম্পাদিত স্তুতি গ্রহণ কর। একজন তোমাকে হিংসা করে আর একজন তোমার পূজা করে। আমি তোমার উপাসক, আমি তোমার মূর্ত্তিকে পূজা করি।

৩। হে অগ্নি! তোমার যে প্রসিদ্ধ পালনশীল রশ্মিগণ মমতার পুত্র দীর্ঘতমাকে অন্ধ দেখিয়া তাহাকে দুঃখ (অন্ধত্ব) হইতে রক্ষা করিয়াছিল(১) তুমি সর্ব্বপ্রজ্ঞাযুক্ত, তুমি সেই সুখকর রশ্মি গণকে রক্ষা কর। বিনাশেচ্ছু শত্রুগণ যেন হিংসা না করে।

৪। হে অগ্নি! যে আমাদিগের পাপ ইচ্ছা করে, নিজে দান করে না (মানসিক ও বাচনিক) দুই প্রকার মন্ত্র [illegible]রা আমাদিগের নিন্দা করে, তাহাদিগের একমন্ত্র (মানস) তাহাদিগেরই পক্ষে গুরুভার হউক, এবং তাহারা দুর্বাক্যদ্বারা আপনাদিগেরই শরী[illegible] নষ্ট করুক।

৫। হে বলের পুত্র অগ্নি! যে মনুষ্য [illegible]নিয়া শুনিয়া দ্বিপ্রকার মন্ত্র [illegible]রা মনুষ্যের নিন্দা করে, হে স্তূয়মান অগ্নি! [illegible] আমি স্তব করিতেছি, তাহার হস্ত হইতে আমাকে রক্ষা কর এবং আমাদিগ[illegible] পাপে নিক্ষেপ করিও না।

---

১৪৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। উচথ্যের অপত্য [illegible] ঋষি।

[illegible] [illegible]তরিশ্বা (কাষ্ঠের) মধ্যে প্রবেশ কর[illegible] [illegible]না রূপবিশিষ্ট সর্ব্ব-[illegible] দেবগণের আহ্বানকর্ত্তা অগ্নিকে প্রবুদ্ধ করিয়াছেন। [illegible]কে বিচিত্র দ্যুতিমান্ সূর্য্যের ন্যায় [illegible]নুষ্য ও ঋত্বিক্‌গণের [illegible] স্থাপন করিয়াছিলেন।

[illegible] [illegible]কে) সন্তোষকর হব্য প্রদান করিলেই [illegible]ক্রগণ আমাকে নাশ [illegible] অপত্য [illegible]না, যেহেতু অগ্নি মৎপ্রদত্ত বরণীয় (স্তোত্রাদির) অভিলাষী।

---

(১) [illegible] ও [illegible] বৃহস্পতি নামে দুইজন ঋষি ছিলেন। উচথ্যের ভার্য্যা মমতা [illegible] বৃহস্পতি মমতার গর্ভাবস্থাতেই তাঁহার সহিত রমণ করেন। শুক্র[illegible] [illegible]হিত হইলে গর্ভস্থ রেতঃ বলিল, কে তুমি! আমি পূর্ব্ব হইতে এখানে [illegible] [illegible]র রেতঃ পাত করিওনা, তাহা হইলে রেতঃ শঙ্কর হইবে। বৃহ[illegible]স্পতি বলপূর্ব্বক রেতঃ সংযম করিয়া অভিশাপ প্রদান করিলেন যে তুমি "দীর্ঘতমঃ" প্রাপ্ত হও, জন্মান্ধ হও। দীর্ঘতমা জন্মগ্রহণ করিয়া অগ্নিকে স্তব করিলেন, অগ্নি তুষ্ট হইয়া তাঁহার অন্ধত্ব নাশ করিলেন। সায়ণ। কিন্তু এটী পৌরাণিক গল্প, ঋগ্বেদ রচনার অনেক পর কল্পিত হইয়াছে। ঋগ্বেদে এ গল্পের কোনও নিদর্শন নাই।

[illegible]তা! [illegible] [illegible]মার উজ্জ্বল ও [illegible] [illegible] যে পুত্র ও [illegible] [illegible]র, যে [illegible]

স্তোতা যখন অগ্নির সম্বন্ধে স্তুতি করেন, তখন সমস্ত দেবগণ তৎপ্রদত্ত সমস্ত হব্য প্রাপ্ত হয়েন।

৩। যজ্ঞকারীগণ যে অগ্নিকে নিত্য অগ্নিগৃহে লইয়া যান এবং স্তুতি-সহকারে স্থাপন করেন, ঋত্বিকগণ দ্রুতগামী রথনিবদ্ধ অশ্বের ন্যায় সেই অগ্নিকে যজ্ঞার্থ প্রণয়ন করেন।

৪। বিনাশক অগ্নি, সর্বপ্রকার বৃক্ষাদি দন্তদ্বারা নষ্ট করেন, অনন্তর বনে নানাবর্ণে শোভা প্রাপ্ত হয়েন। তদনন্তর যেমন ধানুকীর নিকট হইতে তীর বেগে গমন করে সেইরূপ বায়ু প্রতিদিন শিখার অনুকূল হইয়া বহিতে থাকে।

৫। (অরণি) গর্ভে আশ্রিত যে অগ্নিকে শত্রুগণ অথবা অন্য হিংসকগণ দুঃখ দিতে পারে না, অন্ধ দৃষ্টিশক্তিরহিত লোকে যে অগ্নির মাহাত্ম্য নষ্ট করিতে পারে না, অবিচলিত ভক্তি বিশিষ্ট যজমানগণ বিশেষরূপে তৃপ্তিসাধন করিয়া তাঁহাকে রক্ষা করে।

---

১৪৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। মহাধনের স্বামী অগ্নি অভীষ্ট প্রদান করতঃ আমাদিগের (দেব-যজন) অভিমুখে গমন করিতেছেন। প্রভুর প্রভু অগ্নি ধনাস্পদ (বেদি) আশ্রয় করিতেছেন। প্রস্তর হস্ত যজমানগণ আগত অগ্নির সেবা করিতেছেন।

২। যে অগ্নি মনুষ্যদিগের ন্যায় দ্যাবাপৃথিবীরও উৎপাদক, তিনি যশোযুক্ত হইয়া বর্তমান আছেন, এবং তাঁহা হইতেই জীবগণ সৃষ্টির আস্বাদন প্রাপ্ত হয়। তিনি গর্ভাশয়ে প্রবিষ্ট হইয়া (সমস্তজীবের) সৃষ্টি করেন।

৩। অগ্নি মেধাবী, তিনি অন্তরীক্ষচারী বায়ুর ন্যায় নানাস্থানে গমন করেন। তিনি এই সুন্দর স্থান (বেদি) দীপ্ত করিয়াছেন, নানারূপ অগ্নি সূর্য্যের ন্যায় শোভা পাইতেছেন।

৪। দ্বিজন্মা অগ্নি দীপ্যমান লোকত্রয়কে প্রকাশ করেন এবং সমস্ত রঞ্জনাত্মক লোকও প্রকাশ করেন। তিনি দেবতাগণের আহ্বান কর্ত্তা এবং যে স্থলে জল সংগৃহীত হয় তথায় বর্ত্তমান আছেন।

৫। যে অগ্নি দ্বিজন্মা, তিনিই হোতা, তিনি হব্যলাভের ইচ্ছায় সমস্ত বরণীয় ধন ধারণ করেন। যে মর্ত্ত্য অগ্নিকে হব্য দান করে, তাহার উত্তম পুত্র হয়।

---

১৫০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। হে অগ্নি! যেহেতু আমি হব্য দান করি, অতএব তোমার নিকট অনেক প্রার্থনা করি। হে অগ্নি! আমি তোমারই সেবক। হে অগ্নি! মহৎ প্রভুর গৃহে যেরূপ সেবক থাকে আমি তোমার নিকট সেইরূপ।

২। হে অগ্নি! যে ধনবান্ ব্যক্তি তোমাকে দাতা বলিয়া মানে না, বা উত্তমরূপ হোমের জন্য দক্ষিণা দেয় না, এবং যে ব্যক্তি দেবতাগণকে স্তব করে না সেই দেবশূন্য লোকদ্বয়কে (ধন দান) করিও না।

৩। হে মেধাবী অগ্নি! যে ব্যক্তি তোমারই যজ্ঞ করে, সে স্বর্গে চন্দ্রের ন্যায় সকলের আনন্দকর হয়(১), প্রধানদিগের মধ্যেও প্রধান হয়। (অতএব) আমরা বিশেষরূপে তোমারই সেবক হইব।

---

(১) মূলে "ন চন্দ্রঃ মর্ত্ত্যঃ" আছে। অর্থাৎ সেই মনুষ্য আহ্লাদকর (অথবা চন্দ্রের ন্যায় আহ্লাদকর) হয়। ছন্দোগেরা বলেন, সে চন্দ্র হইয়া যায়। "পিতৃলোকাৎ আকাশং আকাশাৎ চন্দ্রমসং এষঃ সোমঃ রাজা।" এইরূপে বৈদিক উপমা হইতে পর সময়ের উপাখ্যানগুলির সৃষ্টি হইয়াছে।

১৫১ সূক্ত।

মিত্রাবরুণ দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতম ঋষি।

১। গোধনাভিলাষী, স্বাধ্যায়সম্পন্ন যজমানগণ, গোধনলাভের ও মনুষ্যগণের রক্ষার নিমিত্ত, মিত্রেরন্যায় প্রিয়(১) ও যজনীয় যে অগ্নিকে (অন্তরীক্ষভব) জলমধ্যে ক্রিয়াদ্বারা উৎপন্ন করিয়াছেন তাঁহার বল ও শব্দে দ্যাবাপৃথিবী কম্পিত হইতেছে।

২। যেহেতু মিত্রভূত (ঋত্বিক্‌গণ) তোমাদিগের জন্য অভীষ্ট-প্রদায়ী(২) স্বকর্ম্মক্ষম সোমরস ধারণ করিয়া রহিয়াছেন অতএব অর্চ্চকের গৃহে আগমন কর। তোমরা অভীষ্টবর্ষী, তোমরা গৃহপতির (আহ্বান) শ্রবণ কর।

৩। হে অভীষ্টবর্ষী (মিত্রাবরুণ)! মহাবল লাভের জন্য মনুষ্যগণ দ্যাবাপৃথিবী হইতে [illegible]র প্রশংসনীয় জন্মের কীর্ত্তন করিতেছে; যেহেতু তুমি যজমানের [illegible] ফলস্বরূপ অভীষ্ট প্রদান কর, এবং স্তুতি এবং হব্যযুক্ত যজ্ঞ গ্রহণ [illegible]।

৪। হে প্রভূত [illegible] মিত্রাবরুণ! যে যজ্ঞভূমি তোমাদিগের প্রিয়তর, তাহা উত্তমরূপে সম্পাদিত হইয়াছে। হে সত্যবাদী মিত্রাবরুণ! তোমরা আমাদিগের বৃহৎ যজ্ঞের প্রশংসা কর। (দুগ্ধাদির দ্বারা) শরীরের বল প্রদানে সমর্থ [illegible]রন্যায়, তোমরা উভয়ে বৃহৎদ্যুলোকের অগ্রভাগে (দেবতাগণের আনন্দোৎপাদনে) সমর্থ, এবং নানাস্থানে আরব্ধ কর্ম্ম উপভোগ কর।

৫ হে মিত্রাবরুণ! তোমরা নিজমহিমায় যে ধেনুগণকে বরণীয় প্রদেশে লইয়া যাও, তাহাদিগকে কেহ নষ্ট করিতে পারে না। তাহারা ক্ষীর প্রদান করে এবং গোষ্ঠে ফিরিয়া আইসে। চৌরধারী ব্যক্তিগণেরন্যায়

(১) যদিও মিত্র শব্দ এস্থলে উপমার্থ ব্যবহৃত হইয়াছে তত্রাপি ঐ মিত্রই এই ঋকের দেবতা। বৈদ্যুতাগ্নি মিত্রস্বরূপ। সায়ণ।

(২) সায়ণাচার্য্য লিখিয়াছেন "পুরুমিল" শব্দে এক রাজার নামও বুঝাইতে পারে।

উক্ত গাভীগণ প্রাতঃকালে ও সায়ংকালে উপরিস্থিত সূর্য্যের দিকে (চাহিয়া) চীৎকার করে।

৬। হে মিত্র! হে বরুণ! তোমরা যে যজ্ঞে যজ্ঞভূমিকে সম্মানিত কর তথায় কেশের ন্যায় অগ্নির শিখা যজ্ঞার্থ তোমাদিগকে পূজা করে। তোমরা নিম্নমুখে (বৃষ্টি) প্রদান কর, এবং আমাদিগের কর্ম্ম সম্পন্ন কর। তোমরাই মেধাবী যজমানের মনোহর স্তুতির ঈশ্বর।

৭। যে মেধাবী হোমনিষ্পাদক, মনের যজ্ঞোপকরণ-বিশিষ্ট যজমান যজ্ঞের নিমিত্ত তোমাদিগের উদ্দেশে স্তবকরতঃ হব্য প্রদান করে, সেই প্রজ্ঞাবান্ যজমানের উদ্দেশে গমন কর, এবং যজ্ঞের কামনা কর। আমাদিগকে (অনুগ্রহ করিবার) অভিলাষে আমাদিগের স্তুতি স্বীকার কর।

৮। যেমন (ইন্দ্রিয়ের) প্রয়োগ করিতে হইলে প্রথমে মনের প্রয়োগ করিতে হয়, হে সত্যবাদী মিত্র ও বরুণ! সেইরূপ তোমাদিগকেই যজমানেরা প্রথমে (অন্য দেবগণের পূর্ব্বে) গব্য দ্বারা অর্চনা করে। যজমানেরা তোমাদিগকে আসক্ত চিত্তে স্তুতি করিতেছে, তোমরা মনে দর্প না করিয়া আমাদিগের সমৃদ্ধ কার্য্যে উপস্থিত হও।

৯। হে মিত্র ও বরুণ! তোমরা ধনবিশিষ্ট অন্ন ধারণ কর, আমাদিগকে ধনবিশিষ্ট অন্নপ্রদান কর। উহা প্রচুর ও তোমার বুদ্ধি বলে রক্ষিত। দিবস বা রাত্রি তোমার দেবত্ব প্রাপ্ত হয় নাই। নদীগণও তোমার দেবত্ব প্রাপ্ত হয় নাই, পণিরাও প্রাপ্ত হয় নাই, তাহারা তোমার দানও প্রাপ্ত হয় নাই।

---

১৫২ সূক্ত।

মিত্রা বরুণ দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। হে স্থূল মিত্র ও বরুণ! তোমরা (তেজোরূপ) বস্ত্র ধারণ কর, তোমাদিগের শক্তি সুন্দর ও দোষ রহিত। তোমরা সমস্ত অনৃত বিনাশ কর এবং ঋতের সহিত যুক্ত হও।

২। এই উভয়ের (মিত্র ও বরুণের) প্রত্যেকেই কর্ম্ম অনুষ্ঠান করেন। তিনি সত্যবাদী, মন্ত্রণাকুশল, কবিগণের স্তুত্য ও শত্রুহিংসক। তিনি উগ্ররূপে চতুর্গুণ অস্ত্রবিশিষ্ট হইয়া ত্রিগুণ অস্ত্রবিশিষ্টগণকে নাশ করেন। দেবনিন্দুকেরা তাঁহার প্রভাবে প্রথমতঃই জীর্ণ হইয়া যায়।

৩। পদবিশিষ্ট (মনুষ্যদিগের) অগ্রে পদরহিতা (উষা) আগমন করেন, হে মিত্রাবরুণ! ইহা যে তোমাদিগেরই কর্ম্ম তাহা কে জানে? তোমা-দিগের সন্তান (আদিত্য) স[illegible]র পুরণ ও অনৃতের বিনাশ করিয়া সমস্ত জগতের ভার বহন করেন।[1]

৪। আমরা দেখিতেছি যে কন্যার (উষার) জার (আদিত্য) ক্রমা-গতই চলিতেছেন, কখনই [illegible]দিতেছেন না। বিস্তৃত তেজে আচ্ছাদিত আদিত্য মিত্রাবরুণের প্রি[illegible]ত্র।

৫। আদিত্যের [illegible] নাই, প্রগ্রহ নাই, তথাপি তিনি শীঘ্র গমন-শীল ও অত্যন্ত শ[illegible]া; তিনি ক্রমেই ঊর্দ্ধে আরোহণ করিতেছেন। লোকে এই সকল [illegible]স্তুনীয় বৃহৎকর্ম্ম মিত্র ও বরুণের প্রতি আরোপ করিয়া তাঁহাদের স্তব করি[illegible] ও সেবা করিতেছে।

৬। প্রীতিজন[illegible]ধেনুগণ বৃহৎকর্ম্মপ্রিয় মমতার পুত্রকে (অর্থাৎ আমাকে) আপনার [illegible]নজাত (দুগ্ধ) দ্বারা প্রীত করুক। (তিনি) যজ্ঞা-নুষ্ঠান অবগত হইয়া (যজ্ঞাবশিষ্ট) অন্ন, মুখদ্বারা (আহারার্থ) ভিক্ষা করুন, এবং মিত্রাবরুণের পরিচার্য্যা করিয়া (যজ্ঞ) অখণ্ডিতরূপে সম্পূর্ণ করুন।

৭। হে দেব মিত্রাবরুণ! আমি রক্ষার নিমিত্ত নমস্কার ও স্তোত্র করত তোমাদের হব্য সেবার উদ্যোগ করিব। আমাদিগের বৃহৎকর্ম্ম যেন যুদ্ধের সময় শত্রুদিগকে অভিভব করিতে পারে। স্বর্গীয় বৃষ্টি যেন আমাদিগের উদ্ধার করে।

---

(১) মিত্র ও বরুণ দিবা ও রাত্রি। সূর্য্য ঐ দুই কালের মধ্যকালে উদয় হয়েন, এই জন্য মিত্রাবরুণের "গর্ভ," অর্থাৎ শিশু বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। সায়ণ "গর্ভ" সম্বন্ধে ১ সূক্তের ৮ ঋকের টীকা দেখ।

১৫৩ সূক্ত।

মিত্রাবরুণ দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। হে ঘৃতস্রাবী, মহানু মিত্রাবরুণ! যেহেতু আমাদিগের অধ্বর্য্যুগণ স্বীয় কার্য্যদ্বারা তোমাদিগকে পোষণ করে, অতএব আমরা সমান প্রীতি-যুক্ত হইয়া হব্য ঘৃত ও নমস্কারদ্বারা তোমাদিগকে পূজা করি।

২। হে মিত্রাবরুণ! তোমাদিগের উদ্দেশে কেবল যাগের প্রস্তাবই প্রকৃত যাগ নহে, (কিন্তু তদ্দ্বারাই) আমি তোমাদিগের তেজঃ প্রাপ্ত হই। কারণ সুধী হোতা যখন তোমাদিগের উদ্দেশে [illegible] করিবার নিমিত্ত আগমন করেন, হে অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! তখন তিনি সুখল[illegible] করেন।

৩। হে মিত্রাবরুণ! রাতহব্য (নামক রা[illegible]) [illegible]নুষ্যযজমানের হোতার ন্যায় যজ্ঞে সপর্য্যাদ্বারা তোমাকে প্রীত করিলে [illegible] ধেনু যেরূপ দুগ্ধবতী হইয়াছিল, তোমার যজ্ঞে যে যজমান হব্য প্রদান [illegible] তাহার ধেনু সকল সেইরূপ বহু দুগ্ধবতী হইয়া আনন্দ বর্দ্ধন করুক।

৪। হে মিত্রাবরুণ! দিব্য ধেনুগণ এবং অন্ন ও [illegible] তোমাদের ভক্ত যজমানগণের নিমিত্ত তোমাদিগকে প্রীত করুক। [illegible]মাদের যজমানের পূর্ব্বপালক অগ্নি দানশীল হউন এবং তোমারা [illegible] স্রাবিণী ধেনুর দুগ্ধ পান কর।

---

১৫৪ সূক্ত।

বিষ্ণু দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। আমি বিষ্ণুর বীর কর্ম্ম শীঘ্রই কীর্ত্তন করি। তিনি পার্থিব লোক পরিমাপ করিয়াছেন। তিনি উপরিস্থ জগৎ (সধস্থ) স্তম্ভিত করিয়াছেন। তিনি তিনবার পদক্ষেপ করিয়াছেন। লোকে তাঁহার প্রভূত স্তুতি করে(১)।

---

(১) সায়ণ "পার্থিব" অর্থে তিনলোক করিয়াছেন। আবার পৃথিবীর অধঃস্থ সপ্তলোক এরূপ অর্থ ও অনুমান করিয়াছেন। এবং "সধস্থ" অর্থে সত্য লোক করিয়াছেন। বিষ্ণুর তিন পদবিক্ষেপ সম্বন্ধে ২২ সূক্তের ১৬ ঋকের টীকা দেখ।

২। যেহেতু বিষ্ণুর তিনপদক্ষেপে সমস্ত ভুবন অবস্থিতি করে, অতএব ভয়ঙ্কর, হিংস্র, গিরিশায়ী আরণ্য জন্তুর ন[illegible] বিষ্ণুর বিক্রম লোকে প্রশংসা করে।

৩। উন্নত প্রদেশনিবাসী, অভীষ্টবর্ষী, ও সর্ব্বলোকপ্রশংসিত বিষ্ণুকে মহাবল ও স্তোত্র সমু[illegible] আশ্রয় করুক। তিনি এককই এই একত্রাবস্থিত অতি বিস্তীর্ণ নিয়ত (ভুবন) তিনবার পদক্ষেপদ্বারা পরিমাপ করিয়াছেন(২)।

৪। যাঁহার অক্ষীণ, অ[illegible]ত পূর্ণ, ত্রিসংখ্যক পদক্ষেপ অন্নদ্বারা (মনুষ্যগণের) হর্ষ উৎপাদন করে[illegible] যিনি এককই ধাতুত্রয় ও পৃথিবী, দ্যুলোক, ও সমস্ত ভুবন ধারণ করিয়া ব[illegible]ন্তন(৩)।

৫। দেবাকাঙ্ক্ষী ম[illegible]ণ যে প্রিয় পথ প্রাপ্ত হইয়া হৃষ্ট হয়েন, আমি সেই পথ যেন প্রাপ্ত হই[illegible] উরুবিক্রমী বিষ্ণুর পরমপদে মধুর উৎস আছে, তিনি প্রকৃতই বন্ধু।

৬। যে সক[illegible]থের স্থানে ভূরিশৃঙ্গবিশিষ্ট ও ক্ষিপ্রগামী গোসমূহ বিচরণ করে(৪), [illegible]কল স্থানে গমনার্থ তোমাদের উভয়ের প্রার্থনা করি(৫)। এই স[illegible]হানে বহুলোকের স্তুতিযোগ্য, অভীষ্টবর্ষী বিষ্ণুর পরমপদ প্রভূত স্ফূ[illegible]প্ত হইতেছে।

২। প্রথম ও তৃতী[illegible] ঋকে সায়ণ "বিমমে" অর্থ নির্ম্মাণ করা ঠিক করিয়াছেন। কিন্তু "পদবিক্ষেপদ্বার[illegible] নির্ম্মাণ করা" অপেক্ষা "পদবিক্ষেপদ্বারা পরিমাপ বা ভ্রমণ করা" অর্থই ভাল হয়[illegible] ৫০ সূক্তের ৭ ঋকে সায়ণ এই ধাতুর ভ্রমণ অর্থই করিয়াছেন। সেই ঋক দেখ[illegible] আবার ৫ মণ্ডলের ৮১ সূক্তের ৩ ঋক দেখ।

(৩) সায়ণ ধাতুত্রয়ের তিনপ্রকার অর্থ অনুমান করিয়াছেন। (১) পৃথিবী, জল ও তেজঃ। (২) কালত্রয়। (৩) গুণত্রয়। "Three Elements."—*Wilson.* "Triple Universe."—*Muir.* "Trois choses."—*Langlois.*

(৪) মূলে "গাবঃ ভূরিশৃঙ্গাঃ" আছে। "Many-horned cattle."-*Roth* (translated by Muir). "Many-horned cows."—*Muir.* "Vaches aux cornes 'merveilleusement allongeés."—*Langlois.* সায়ণ "গাবঃ" অর্থে রশ্মি ও ভূরি শৃঙ্গাঃ' অর্থে উন্নত করিয়াছেন।

(৫) মূলে "বাং" আছে অর্থাৎ যজমান ও যজমানপত্নী। সায়ণ। এই "বাং" সম্বন্ধে অনেক আলোচনা হইয়াছে। Muir বলেন "Here we have rather a

১৫৬ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বিষ্ণু দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। (হে অধ্বর্য্যুগণ)! তোমরা, স্তুতিপ্রিয় মহাবীর (ইন্দ্রের) নিমিত্ত এবং বিষ্ণুর জন্য পানীয় সোমরস যত্নপূর্ব্বক প্রস্তুত কর। তাঁহারা উভয়ে দুর্দ্ধর্ষ, ও মহীয়ান্। তাঁহারা মেঘের উপর ভ্রমণ করেন, যেন সুশিক্ষিত অশ্বের উপর আরোহণ করিয়া ভ্রমণ করিতেছেন।

২। হে ইন্দ্র ও বিষ্ণু! তোমরা [illegible]ষ্টপ্রদ; অতএব হুতাবশিষ্ট সোমপায়ী যজমান তোমাদিগের দীপ্তিপূর্ণ [illegible] গমন প্রশংসা করিতেছে। তোমরা মর্ত্ত্যদিগের জন্য শত্রুবিমর্দ্দক অগ্নির [illegible] হইতে প্রদেয় অন্ন নিরন্তর প্রেরণ কর(১)। [illegible]

৩। প্রসিদ্ধ (আহুতি সকল) ইন্দ্রের [illegible] [illegible]ংবিক্রম [illegible]দ্ধি করিতেছে। ইন্দ্র, সকলের মাতৃস্থানীয় (দ্যাবাপৃথিবী[illegible] [illegible]ভাগ প্রদান করিয়া) উপভোগের জন্য সেই সামর্থ্য প্রদান করেন। পুত্র নিকৃষ্ট [illegible] করেন, উৎকৃষ্ট নাম পিতার, তৃতীয় (নাম) দ্যুলোকের দীপ্তিমান [illegible] আছে(২)।

---

proof of the fact that in the arrangement of th[illegible]da many verses have been inserted in wrong places. The verse is [illegible]dressed to Mitra and Varuna, and perhaps belonged to one of the hymns to those two gods which immediately precede this in the Sañhitá. The ver[illegible] has been introduced into the wrong place because *Vishnu* is named in it."—*Sanscrit Texts.*

---

(১) অর্থাৎ তোমরা অগ্নিতে প্রদত্ত হবিঃ গ্রহণ করিয়া অগ্নিমুখেই তাঁহার ফল প্রদান কর। Muir অন্যরূপ অর্থ করিয়াছেন। "Who [illegible]vert from the (pious) mortal that which is aimed at him,—the bolt or the a[illegible]her Krishna."

(২) এই ঋকের শেষার্দ্ধটী এই [illegible]াছে, যথা "দধাতিপুত্রঃ অবরং পরং পিতুঃ নাম তৃতীয়ং অধিরোচনে দিবঃ।" ইহার শব্দের অর্থগুলি অনুবাদে দিয়াছি তাৎপর্য্য বুঝিতে পারি নাই। সায়ণ এইরূপ তাৎপর্য্য লিখিয়াছেন অগ্নিতে প্রদত্ত আহুতি সকল সূর্য্য লোকে গমন করতঃ দ্বাদশ আদিত্যের মধ্যে ইন্দ্র ও বিষ্ণুর পুষ্টি-বর্দ্ধন করে। ইন্দ্র ও বিষ্ণু পৃথিবীতে জল প্রেরণ করেন তাহাতে পৃথিবী শস্যা-ন্বিতা হয় এবং মনুষ্য সকলের জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ হয় এই প্রকারে পিতা, পুত্র, ও পৌত্রের উৎপত্তি হয়।

৪। আমরা সকলের স্বামী, পালন কর্ত্তা, শত্রু রহিত, ও সেচন সমর্থ (অর্থাৎ তরুণ) বিষ্ণুর পৌরুষের স্তুতি করি। তিনি প্রশংসনীয় লোক রক্ষার নিমিত্ত ত্রিসংখ্যক পদবিক্ষেপদ্বারা পার্থিব লোক সকল বিস্তীর্ণরূপে পরিক্রম করিয়া ছিলেন।

৫। মনুষ্যগণ স্বর্গদর্শী বিষ্ণুর দুই পাদক্ষেপ কীর্ত্তনকরতঃ প্রাপ্ত হয়। তাঁহার তৃতীয় পাদক্ষেপ, মনুষ্য [illegible]রণা করিতে পারে না, উড্ডীয়মান পক্ষবিশিষ্ট পক্ষীগণও (প্রাপ্ত হয় ন[illegible] (৩)।

৬। বিষ্ণু গতিবিশেষ[illegible] বিবিধ [illegible]ভাববিশিষ্ট, চতুর্নবতি (কালাবয়বকে) (৪) চক্রের ন্যায় [illegible]ত্তাকারে চালিত করিয়াছেন। বিষ্ণু বৃহৎশরীর বিশিষ্ট, ও [illegible] [illegible] পরিমেয়; তিনি নিত্য তরুণ ও অকুমার, তিনি আহবে গম[illegible] [illegible] [illegible]

[illegible]প্রাপ্ত হই[illegible] উরুগ[illegible]

[illegible]ন্ধু।

[illegible]

[illegible]থের স্থাটে সূক্ত।

বিষ্ণু দে[illegible] উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। হে বিষ্ণু! [illegible] মিত্রের ন্যায় আমাদিগের সুখপ্রদ, ঘৃতাহুতিভাজন, প্রভূত অন্নবান্ রক্ষণশীল ও পৃথুব্যাপী হও। তোমার স্তোম বিদ্বান্ যজমান কর্ত্তৃক পুনঃপুনঃ উচ্চার্য্য, এবং তোমার যজ্ঞ, হবিষ্মান্ যজমানের আরাধনী[illegible]।

(৩) "বয়শ্চন" [illegible]ব্দের সায়ন মরুৎ অর্থ করিয়াছেন।

(৪) মূলে "কেবলং চতুর্ভিঃ সাকং নবতিং" আছে। "কাল" শব্দ নাই সায়ণ "কাল" অর্থ অনুমান করিয়া সেই ৯৪ কালাবয়ব এই রূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। যথা সম্বৎসর (১) অয়ন (২) পঞ্চ ঋতু (৫) দ্বাদশ মাস (১২) চতুর্বিংশতিপক্ষ (২৪) ত্রিংসৎ অহোরাত্র (৩০) অষ্টপ্রহর (৮) দ্বাদশ রাশি (১২)। Muir "চতুর্ভিঃ নবতিং" অর্থে চারিগুণ নব্বই অর্থাৎ বৎসরের ৩৬০ দিন করিয়াছেন। সায়নের অনুমান অপেক্ষা এ অনুমানটী সঙ্গত বোধ হয় কিন্তু প্রকৃত অর্থ কি তাহা বিচার করিতে আমরা অক্ষম।

(৫) মূলে "আহবং" শব্দই আছে। সায়ণ তাহার অর্থ করেন আহ্বান, Muir তাহার অর্থ করেন যুদ্ধ।

২। যে মনুষ্য প্রাচীন, মেধাবী, নিত্য নূতন, ও সুমজ্জানি(১) বিষ্ণুকে হব্য প্রদান করেন; যিনি মহানুভাব বিষ্ণুর পূজনীয় জন্ম (কথা) কীর্ত্তন করেন, তিনিই যুজ্য (স্থান) প্রাপ্ত হয়েন।

৩। হে স্তোতৃগণ! প্রাচীন যজ্ঞের গর্ভভূত বিষ্ণুকে যেরূপ জান সেই রূপেই স্তোত্রাদিদ্বারা তাঁহার প্রীতি সাধন কর। বিষ্ণুর নাম জানিয়া কীর্ত্তন কর। হে বিষ্ণু! তুমি মহানুভব, তোমার সুমতি আমরা ভজনা করি।

৪। রাজা বরুণ ও অশ্বিদ্বয় মরুৎবান্ বিধাতার সেই যজ্ঞে(২) মিলিত হউন। অশ্বিদ্বয় এবং বিষ্ণু সখাবিশিষ্ট হইয়া উত্তম অহর্বিদ বলধারণ করেন এবং মেঘের আবরণ উন্মোচন করেন।

৫। যে সর্গীয়, অতিশয় শোভনকর্ম্মা। [illegible] শোভনকর্ম্মা ইন্দ্রের(৩) সহিত মিলিত হইয়া আইসেন, সেই মেধাবী ত্রিবিক্রমী আর্য্যকে(৪) প্রীত করিয়াছেন এবং যজমানকে যজ্ঞের ভাগ প্রদান করিয়াছেন।

---

১৫৭ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। ভূমির উপর অগ্নি জাগরিত হইলেন, সূর্য্য উদিত হইলেন, মহতী ঊষা তেজঃদ্বারা সকলকে আহ্লাদিত করিয়া (তমঃ) দূরীকৃত করিতেছেন। হে অশ্বিদ্বয়! আগমনের জন্য তোমাদের রথ যোজিত কর সবিতা সমস্ত জগৎকে (স্ব স্ব কর্ম্ম করণে) নিয়োজিত করুন।

---

(১) সায়ণ "সুমজ্জানি" শব্দের দুই রূপ অর্থ অনুমান করিয়াছেন। প্রথম সুমৎ অর্থে স্বয়ং অতএব সুমজ্জানি অর্থে স্বয়ং উৎপন্ন। দ্বিতীয় সুমৎ অর্থে উন্মত্তকারিণী, জানি অর্থে স্ত্রী, যাঁহার জগদ্মাদনশীলা স্ত্রী আছে।

(২) মূলে "মারুতস্য বেধসঃ ক্রতুং" আছে। সায়ণ "মারুত" অর্থে ঋত্বিক বিশিষ্ট, "বেধা" অর্থে যজমান ও "ক্রতু" অর্থে যজ্ঞরূপ বিষ্ণু করিয়াছেন।

(৩) সায়ণ "ইন্দ্র" অর্থে যজমান করিয়াছেন।

(৪) সায়ণ "আর্য্য" অর্থে আগন্তব্য যজমান করিয়াছেন।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যখন বৃষ্টিপ্রদ রথ যোজনা করিতেছ, তখন মধুর জলদ্বারা আমাদিগের বল বর্দ্ধিত কর, এবং আমাদিগের লোকজনকে অন্নদ্বারা প্রীত কর। আমরা যেন বীর যুদ্ধে ধনপ্রাপ্ত হই।

৩। অশ্বিদ্বয়ের চক্রত্রয়বিশিষ্ট, মধুপূর্ণ, শীঘ্রগামী অশ্ববিশিষ্ট, প্রশংসিত, ত্রিবন্ধুর, ধনপূর্ণ, সর্বসৌভাগ্যসম্পন্ন রথ আমাদিগের অভিমুখে আগমন করুক এবং আমাদিগের দ্বিপদ (পুত্রাদির) ও চতুষ্পদ (গবাদির) সুখ সম্পাদন করুক।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উভয়ে আমাদিগকে বল প্রদান কর, তোমাদিগের মধুমতী কষাদ্বারা আমাদিগের প্রীতি উৎপাদন কর। আমাদিগের আয়ুঃ বৃদ্ধি কর, পাপ শোধন কর, দ্বেষকারীদিগকে বিনাশ কর, সকল কর্ম্মে আমাদিগের স...র হও।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা উভয়ে গমনশীল গোসমূহ মধ্যে এবং সমস্ত জগতের (প্রাণী...হের) অন্তঃস্থিত গর্ভ রক্ষা কর। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়, তোমরা উ..., অগ্নি, জল ও বনস্পতিদিগকে প্রবর্ত্তিত কর।

৬। হে অ... তোমরা উভয়ে ঔষধ (জ্ঞানদ্বারা) ভিষক্ হইয়াছ, রথবাহক অশ্বদ্বারা র...বান্ হইয়াছ। তোমাদিগের বল অত্যন্ত অধিক, অতএব হে উগ্র অ...য়! যে তোমাদিগকে (আসক্তচিত্তে) হব্য প্রদান করে, তাহাকে রক্ষা ...।

তৃতীয় অধ্যায়।

---

১৫৮ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। হে অভীষ্টবর্ষী, নিবাসপ্রদ, পাপনাশক, বহুজ্ঞানী, স্তুতি দ্বারা বর্দ্ধমান, পূজিত, অশ্বিদ্বয়! আমাদিগকে (অভিমত) ফলপ্রদান কর। যেহেতু উচথ্যপুত্র দীর্ঘতমা তোমাদের নিকটে প্রার্থনা করিতেছে এবং তোমরা অকুৎসিতভাবে আশ্রয় প্রদান করিয়া থাক।

২। হে নিবাসপ্রদ অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের এই অনুগ্রহের জন্য, কে তোমাদিগকে (হব্য) প্রদান করিতে পারে? যেহেতু বেদিপদে (আমাদিগের স্তুতি প্রাপ্ত হইয়া) তোমরা অন্নেরসহিত [illegible] ধন দান করিতে ইচ্ছা কর(১)। শরীরপুষ্টিকরী, শব্দায়মানা, বহু দুগ্ধবতী ধেনুসমূহ প্রদান কর। তোমরা যজমানের অভিলাষ পূরণে যেন কৃতসংকল্প হইয়া বিচরণ করিতেছ।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের উদ্ধারকুশল, অশ্বযুক্ত রথ তৌগ্র্যরাজার নিমিত্ত বল প্রয়োগদ্বারা উত্তীর্ণ হইয়া সমুদ্র মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল(২)। অতএব যেমন যুদ্ধজেতা বীর, দ্রুতগামী অশ্বে (স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করে), সেইরূপ আমি তোমার আশ্রয়ার্থ শরণাগত হইয়াছি।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের স্তুতি, উচথ্য তনয়কে রক্ষা করুক। নিত্য প্রত্যাবর্ত্তনশীল (অহোরাত্র) যেন আমাকে শীর্ণ করিতে না পারে,

---

(১) তোমরা অল্প হবিঃপ্রাপ্ত হইয়া বৃহৎফল প্রদান কর, অতএব এ অনুগ্রহের প্রতি [illegible] প্রদান অসম্ভব। সায়ণ।

(২) ১১৬ সূক্তের [illegible] [illegible] ও টীকা দেখ।

দশবার প্রজ্বলিত অগ্নি যেন আমাকে দগ্ধ করিতে না পারে, কারণ তোমার আশ্রিত এই ব্যক্তি, পাশ বদ্ধ হইয়া ভূমিতে লুণ্ঠিত হইতেছে(৩)।

৫। মাতৃস্থানীয় নদী জল আমাকে যেন গ্রাস না করে, দাসেরা এই সঙ্কুচিতাঙ্গ (বৃদ্ধকে) নিম্নমুখে প্রক্ষেপ করিয়াছে(৪)। ত্রৈতন ইহার মস্তক ছেদন করিয়াছে, দাস স্বয়ং বক্ষঃস্থল ও অংশদ্বয়ে আঘাত করিয়াছে।

৬। মমতার পুত্র দীর্ঘতমা, দশমযুগ অতীত হইলে জীর্ণ হইয়াছিল। যে সকল লোক কর্ম্মফল পাইতে বাসনা করে, তিনি তাহাদিগের নেতা এবং সারথি।

১৫৯ সূক্ত।

দ্যাবাপৃথিবী দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। যজ্ঞের ব[illegible] মহান্, যজ্ঞকার্য্যের চৈতন্যকারী, দ্যাবাপৃথিবীকে আমি বিশেষরূপে [illegible]রি। যজমানেরা তাঁহাদের পুত্রস্বরূপ, তাঁহাদের কর্ম্ম সুন্দর, তাঁ[illegible] অনুগ্রহ করতঃ যজমানগণকে বরণীয় ধন প্রদান করেন।

২। আমি দ্রো[illegible] রহিত পিতৃস্থানীয় (দ্যুলোকের) উদার এবং সদয় মন, আহ্বান মন্ত্রদ্বা[illegible] জানিয়াছি। মাতৃস্থানীয় পৃথিবীর মনও জানিয়াছি। পিতা মাতা (দ্যাবাপৃথিবী) নিজ সামর্থ্য দ্বারা পুত্রগণকে বিশেষরূপে রক্ষা করতঃ প্রভূত, বিস্তীর্ণ অমৃত প্রদান করেন।

(৩) জরাজীর্ণ জন্মান্ধ, মমতাপুত্র দীর্ঘতমাকে বিনাশ করিতে অসমর্থ হইয়া গর্ভদাসেরা অগ্নিতে নিক্ষেপ করে, দীর্ঘতমার স্তবে তুষ্ট হইয়া অশ্বিদ্বয় তাহাকে রক্ষা করেন। গর্ভদাসেরা তাহাকে জলে নিক্ষেপ করিল, অশ্বিদ্বয় জল হইতেও তাহাকে রক্ষা করিলেন। তখন ত্রৈতন নামক এক দাস উহার মস্তক ও বক্ষঃ ছেদন করিল, তাহাতেও অশ্বিদ্বয় তাহাকে রক্ষা করিলেন। সায়ণ।

(৪) মূলে "দাসাঃ" শব্দ আছে। সায়ণ তাহার অর্থ গর্ভদাস করিয়াছেন, কিন্তু বেদের অন্য স্থলে যেরূপ এস্থলেও সেইরূপ দাস অর্থে অনার্য্য দস্যু হইতে পারে ত্রৈতন সম্বন্ধে ৫২ সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখ। ঋগ্বেদে "ত্রিত" নাম বারবার ব্যবহৃত হইয়াছে, কিন্তু "ত্রৈতন" নামের এই একবার মাত্র উল্লেখ আছে।

৩। তোমাদিগের পুত্র, সুকর্ম্মা, সুদর্শন প্রজাগণ, তোমাদিগের পূর্ব্ব অনুগ্রহ স্মরণ করিয়া, তোমাদিগকে মহৎ ও মাতা বলিয়া জানেন। পুত্র-ভূত স্থাবর ও জঙ্গমগণ দ্যাবাপৃথিবী ভিন্ন আর কাহাকেও জানে না, তোমরা তাহাদিগের রক্ষার নিমিত্ত অবাধ স্থান প্রদান কর।

৪। দ্যাবাপৃথিবী, সহোদরা ভগিনী, এবং একস্থান স্থিতা মিথুন। প্রজ্ঞাবিশিষ্ট চৈতন্যকারী। রশ্মিগণ তাঁহাদিগকে পরিচ্ছেদ করিতেছে। স্বব্যাপারনিরত, সুদীপ্ত, রশ্মিগণ, দ্যোতমান অন্তরীক্ষ মধ্যে নূতন নূতন তন্তু বিস্তার করিতেছে।

৫। আমরা অদ্য সবিতার অনুমতি অনুসারে সেই বরণীয় ধন প্রার্থনা করি। দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া গৃহাদি বিশিষ্ট এবং শতশত গোবিশিষ্ট ধন প্রদান করুন।

---

১৬০ সূক্ত।

দ্যাবাপৃথিবী দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। দ্যাবা পৃথিবী জগতের সুখদায়িনী, যজ্ঞবতী, উদকোৎপাদনার্থ প্রযত্নবতী, ওসুজাতা, নিজকার্য্যে প্রগল্ভা। দ্যোতমান শুচি, দীপ্যমান সবিতা দ্যাবাপৃথিবীর অন্তরালে স্বকার্য্যে সর্ব্বদা গমন করেন।

২। বিস্তীর্ণা ও মহতী ও পরস্পর বিযুক্তা পিতা মাতা (দ্যাবাপৃথিবী) ভূতসমূহকে রক্ষা করিতেছেন। দ্যাবাপৃথিবী শরীরীদিগের মঙ্গলের জন্যই যেন সযত্না, কারণ পিতা সমুদয় পদার্থকে রূপ প্রদান করিতেছেন।

৩। (আদিত্য) পিতা মাতা (স্বরূপ দ্যাবাপৃথিবীর) পুত্র। তিনি ধীর, এবং ফলপ্রদায়ী; তিনি স্বীয় প্রজ্ঞাদ্বারা সমস্ত ভূতগণকে প্রকাশ করিতেছেন। তিনি শুক্লবর্ণা(১) ধেনু (পৃথিবী) ও সেচন সমর্থ বৃষকে

---

(১) মূলে "পৃশ্নি" শব্দ আছে, সায়ণ তাহার অর্থ শুক্লবর্ণা করিয়াছেন। অন্য স্থানে পৃশ্নি অর্থে নানাবর্ণযুক্তা এরূপ করিয়াছেন। পৃশ্নি বিশেষ্যরূপে ব্যবহার হইলে মরুৎগণেরমাতা; সে বিষয়ে ২৩ সূক্তের ১০ ঋকের টীকা দেখ।

[illegible] ও [illegible] করিতেছেন, ও দ্যুলোক হইতে নির্ম্মল দু[illegible]
[illegible] করিতেছেন।

৪। তিনি দেবতাগণের মধ্যে দেবতম, কর্ম্মবান্‌গণের ম[illegible]
কর্ম্মতর। তিনি সর্ব্বসুখপ্রদ দ্যাবাপৃথিবীকে উৎপন্ন করিয়াছেন, এ[illegible]
প্রাণীগণের সুখের জন্য দ্যাবাপৃথিবীকে পরিচ্ছেদ করিয়াছেন। তিনি দৃঢ়[illegible]
শঙ্কু (খোঁটা) দ্বারা ইহাদিগকে স্থির করিয়া রাখিয়াছেন।

৫। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমরা তোমাদিগের স্তব করি। তোমরা মহ[illegible]
আমাদিগকে প্রভূত অন্ন ও বল প্রদান কর, যদ্দ্বারা আমরা সর্ব্বকালে
(পুত্রাদি) প্রজা বিস্তার করিব। আমাদিগের শরীরে প্রশংসনীয় বল দ্[illegible]
করিয়া দাও।

---

১৬১ সূক্ত।

ঋভু [illegible]। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। যিনি [illegible]দের নিকট আসিয়াছেন ইনি কি আমাদের বয়োজ্যে[illegible]
না বয়ঃ কনিষ্ঠ(১)? ইনি কি দেবতাগণের দৌত্যকার্য্যে আসিয়াছেন[illegible]
ইঁহাকে কি বলিতে হইবে, কেমন করিয়া জানিব? হে ভ্রাতঃ অগ্নি! আম[illegible]
চমসের নিন্দা করি না। কারণ উহা মহাকুলে উৎপন্ন, আমরা দারু[illegible]
চমসের ভূতি ব্যাখ্যা করিব।

২। হে সুধন্বার পুত্রগণ! তোমরা একখানি চমসকে চারিখানি কর(২[illegible]
একথা দেবতারা তোমাদিগকে বলিয়া পাঠাইয়াছেন। আমি তোম[illegible]
দিগকে বলিতে আসিয়াছি। তোমরা যদ্যপি এইকার্য্য সম্পাদন করিত[illegible]
পার, তাহা হইলে দেবতাগণের সহিত যজ্ঞাংশ ভাগী হইবে।

---

(১) সুধন্বার তিন পুত্র, তাহারা মনুষ্য হইয়াও নিজ কর্ম্মফলে দেবত্ব প্রাপ্ত হ[illegible]
একদা তাঁহারা সোমপানে প্রবৃত্ত হইলে, দেবতারা অগ্নিকে তাহাদিগের নিকট প্রে[illegible]
করিলেন। অগ্নি দেখিলেন, যে ইঁহাদের তিনজনেরই সমানরূপ। তদ্দৃষ্টে তিনি
তাঁহাদিগের রূপধারণ করিয়া সোমপানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঋভুগণ আপনাদিগে[illegible]
সমানরূপবিশিষ্ট আর একজনকে দেখিয়া সন্দেহ করিতেছেন। সায়ণ।

(২) অগ্নি এইরূপে উত্তর দিতেছেন।

৩। হে দেব অগ্নি(৩)! (দেবগণ) [illegible] কথা বলিয়াছেন, (তাহাতে) কি অশ্ব নির্ম্মাণ [illegible] করিতে হইবে, কি ধেনু নির্ম্মাণ [illegible] পুনরায় যুবা করিতে হইবে? হে ভ্রাতঃ, [illegible] করিয়া পশ্চাৎ কর্ম্মফলে তোমাদিগের নি[illegible]।

৪। হে ঋভুগণ(৪)! তোমরা সেই [illegible] করিলে, এই যে দূত আমাদিগের নিকট [illegible] গেলেন? যখন ত্বষ্টা দেখিলেন চমস [illegible] স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে লুক্কায়িত হইলেন(৫)।

৫। ত্বষ্টা যখন বলিলেন, যাঁহারা [illegible] অবমাননা করিয়াছে তাহাদিগকে বধ ক[illegible] হইবে। তখন [illegible] (ঋভুগণ) সোম প্রস্তুত হইলে অন্য নাম গ্রহণ [illegible], এবং কন্যা সেই [illegible] ধরিয়াই তাঁহাদিগকে প্রীত করেন(৬)।

৬। ইন্দ্র তাঁহার অশ্বদিগকে সজ্জিত করিয়াছে[illegible], অশ্বিদ্বয় রথ যোজনা করিয়াছেন, বৃহস্পতি বিশ্বরূপা (গো) স্বীকার ক[illegible]ছেন। অতএব হে ঋভু, বিভ্ব ও বাজ! তোমরা দেবতাগণের নিকট [illegible] কর। হে পুণ্য-কর্ম্মকারীগণ, (তোমরা) যজ্ঞ ভাগ গ্রহণ কর(৭)।

৭। হে সুধন্বাতনয়গণ! তোমরা আশ্চ[illegible] কৌশলদ্বারা (মৃত-ধেনুর শরীর হইতে) গৃহীত চর্ম্ম হইতে ধেনু উৎপন্ন [illegible]রিয়াছ, যে পিতা-মাতা বৃদ্ধ ছিলেন তাঁহাদিগকে পুনরায় আবার যুবা করিয়াছ, এক অশ্ব

---

(৩) ঋভুগণ পুনরায় উত্তর দিতেছেন। এই ঋকে যে কার্য্যগুলির উল্লেখ আছে তাহা ঋভুগণ সম্পন্ন করিয়াছিলেন। ২০ সূক্তের ২, ৩, ৪, ৬ ঋক্ দেখ।

(৪) সূক্তের রচয়িতা ঋষি এই কথা বলিতেছেন।

(৫) অর্থাৎ ঋভুগণের উৎকৃষ্টতর কার্য্যদক্ষতা দেখিয়া লজ্জিত হইলেন।

(৬) সায়ণ বলেন ত্বষ্টার ভয়ে ঋভুগণ আপন আপন নাম পরিবর্ত্তন করিয়া যজ্ঞকালে অধ্বর্য্যু, হোতা, উদ্গাতা এই নাম গ্রহণ করিয়া থাকেন। কন্যা কে, তাহা বুঝা যায় না। সায়ণ বলেন ঋভুগণের মাতা।

(৭) ঋভুগণের দেবত্বপ্রাপ্তির যে উপাখ্যান আছে তাহাই এই সূক্তে বর্ণিত হইয়াছে। প্রকৃত ঋভুগণ কে সে সম্বন্ধে ২০ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

হইতে অন্য অশ্ব উৎপন্ন করিয়াছ, অতএব রথ যোজনা করতঃ দেবতাগণের অভিমুখে গমন কর।

৮। হে দেবগণ! তোমরা বলিয়াছিলে "হে সুধন্বা তনয়গণ! তোমরা এই সোমরস পান কর, অথবা মুঞ্জতৃণ শোধিত সোমরস পান কর। যদি এই উভয়েই তোমাদিগের অভিলাষ না থাকে তবে তৃতীয় সবনে সোমরস পান করিয়া অত্যন্ত তৃপ্ত হও।"

৯। ঋভুগণের মধ্যে এক জন বলিলেন জলই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আর এক জন বলিলেন অগ্নিই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, আর একজন পৃথিবীই(৮) সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া সকলের নিকট প্রকাশ করিলেন। সত্য কথা বলিয়াই তাঁহারা চমস চতুষ্টয় নির্ম্মাণ করিলেন।

১০। একজন, লোহিত বর্ণ জল (রক্ত) বাহু ভূমিতে রাখিতেছেন একজন ছুরিকাদ্বারা কর্ত্তিত মাংস স্থাপিত করিতেছেন। আর একজন ছিন্ন মাংস হইতে মলাদি পৃথক্ করিতেছেন(৯)। কিরূপে পিতা মাতা পুত্রদিগের উপকার করিতে পারে(১০)?

১১। হে প্রভূত দীপ্তিযুক্ত ঋভুগণ! তোমরা নেতা। তোমরা প্রাণিগণেরউপকারার্থ উন্নত প্রদেশে (ব্রীহি যবাদিরূপ) তৃণ উৎপাদন কর, এবং সৎকর্ম্ম করিবার অভিলাষে নিম্ন প্রদেশে জল উৎপন্ন কর। তোমরা আদিত্য মণ্ডলে এতদিন নিহিত ছিলে, এক্ষণে সেইরূপ করিও না, নিজকার্য্যসাধন কর)(১১)।

১২। হে ঋভুগণ! তোমরা যখন (জলধরে) ভূতজাতকে সংমীলিত করিয়া চারিদিকে গমন কর তৎকালে (জগতের) পিতা, মাতা(১২)

(৮) "বধর্বস্তীং" সায়ণ, বলেন বধর শব্দে বজ্র, যে বজ্র ইচ্ছা করে তাহার নাম বধর্বতী। মেঘপংক্তি বৃষ্টির জন্য বজ্রকে ইচ্ছা করেন এইজন্য মেঘপংক্তি বধর্বতী, অথবা ঐ শব্দে ভূমিও বুঝাইতে পারে।

(৯) এইমন্ত্রে ঋভুগণ ঋত্বিক্‌রূপে বর্ণিত হইতেছেন।

(১০) পুত্র বলিতে ঋত্বিক্‌রূপ ঋভুগণ বুঝাইতেছে এবং পিতা মাতা বলিতে যজ্ঞের অনুষ্ঠাতা যজমান ও যজমান পত্নী বুঝাইতেছে। সায়ণ।

(১১) এই ঋক্ হইতে আবার ঋভুগণ সূর্য্য রশ্মি রূপে বর্ণিত হইতেছেন।

(১২) চন্দ্র, সূর্য্য। সায়ণ।

কোথায় থাকেন? যে তোমাদিগের হস্ত ধারণ (করিয়া রোধ) করে তাহাদিগকে অভিসম্পাত কর; যে বাক্যদ্বারা তোমাদিগের রোধ করে, তাহাদিগকে ভৎসনা কর।

১৩। হে ঋভুগণ! তোমরা আদিত্য মণ্ডলে শয়ন করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, হে আদিত্য, কে আমাদিগকে কর্ম্মে জাগরিত করেন। আদিত্য বলিবেন বায়ু তোমাদিগকে জাগরিত করেন। সম্বৎসর (অতিবাহিত হইয়াছে) এক্ষণে আবার তোমরা জগৎ প্রকাশ কর।

১৪। হে বলের নপ্তা ঋভুগণ! তোমাদের দর্শনাভিলাষে মরুৎগণ দ্যুলোক হইতে আগমন করিতেছেন; অগ্নি, পৃথিবী হইতে আগমন করিতেছেন; বায়ু, আকাশ হইতে আগমন করিতেছেন; এবং বরুণ সমুদ্র জলের সহিত আগমন করিতেছেন।

---

১৬২ সূক্ত।

অশ্ব দেবতা। উচথ্যের অপত্য দীর্ঘতমা ঋষি।

১। যেহেতু আমরা যজ্ঞে দেবজাত দ্রুতগামি অশ্বের বীরকর্ম্ম কীর্ত্তন করিতেছি, অতএব মিত্র, বরুণ, অর্য্যমা, আয়ু, ইন্দ্র, ঋভুক্ষা এবং মরুৎগণ যেন আমাদিগের নিন্দা না করেন(১)।

২। সুন্দর স্বর্ণাভরণে বিভূষিত অশ্বের সম্মুখে (ঋত্বিকগণ) উৎসর্গার্থ ছাগ ধরিয়া লইয়া যাইতেছেন। বিবিধ বর্ণ ছাগ শব্দ করতঃ তদভিমুখে গমন করিতেছে, উহা ইন্দ্র ও পূষার প্রিয় অন্ন হউক।

---

(১) সায়ণ "আয়ু" অর্থে বায়ু করিয়াছেন এবং "ঋভুক্ষা" অর্থে দেবগণের নিবাসভূত প্রজাপতি করিয়াছেন। সিন্ধুতীরে প্রথম আর্য্যগণ আসিয়া উপনিবেশ করিলে পর তাঁহাদিগের মধ্যে যেরূপ অশ্বযজ্ঞ প্রচলিত ছিল তাহা এই সূক্তে স্পষ্ট রূপে বর্ণিত হইয়াছে। ইহা হইতে প্রতীয়মান হইবে যে তৎকালে অশ্বমাংসের ব্যবহার ছিল। পরে এই বেদবর্ণিত অশ্বযজ্ঞ রূপান্তরিত ও বর্দ্ধিতাবয়ব হইয়া ভারতবর্ষের রাজাদিগের যে প্রসিদ্ধ অশ্বমেধ যজ্ঞ হইল তাহা মহাভারত আদিশাস্ত্রে বর্ণিত আছে।

৩। সকল দেবতার উপযুক্ত ভাগ পূষারই ভাগে পড়ে, উঁহাকে দ্রুতগতি অশ্বের সহিত সম্মুখে আনা হইতেছে। অতএব ত্বষ্টা দেবতাগণের সুভোজনের নিমিত্ত অশ্বের সহিত ঐ অজহইতে সুখাদ্য পুরোডাশ প্রস্তুত করুন।

৪। যখন ঋত্বিকগণ দেব ।গণের লভ্য হবির্যোগ্য অশ্বকে প্রতিঋতুতে তিনবার অগ্নির নিকট ।ইয়া যায়, সেই সময় পূষার প্রথমভাগের ছাগ দেবতাগণকে যজ্ঞের স" প্রচার করিয়া অগ্রে গমন করে।

৫। হোতা, অধ্বর্য্যু, বুয়া, অগ্নিমিন্ধ, গ্রাবগ্রাভ, শংস্তা, ও মেধাবী (ব্রহ্মা) ইঁহারা সকলে(২) সুসিদ্ধ, অলঙ্কৃত, সুন্দর যজ্ঞদ্বারা নদী সকল পরিপূর্ণ করুন।

৬। যাহারা যূপর ।চ্ছেদন করে, যাহারা যূপবৃক্ষ বহন করে, যাহারা অশ্বযূপের জন্য চ" প্রস্তুত করে,(৩) যাহারা অশ্বেরজন্য পাকপাত্র সংগ্রহ করে, আ' ।র সংকল্পই যেন তাহাদেরও সংকল্প হয়।

৭। আমা: "থ আপনিই সিদ্ধ হউক, মনোহর পৃষ্ঠ বিশিষ্ট অশ্ব দেবতাগণের আ।", ।র্থে আগমন করুক। দেবতাগণের পুষ্টির জন্য আমরা উহাকে উত্তম প বন্ধন করিব, মেধাবী ঋত্বিগ্‌গণ আনন্দিত হউন।

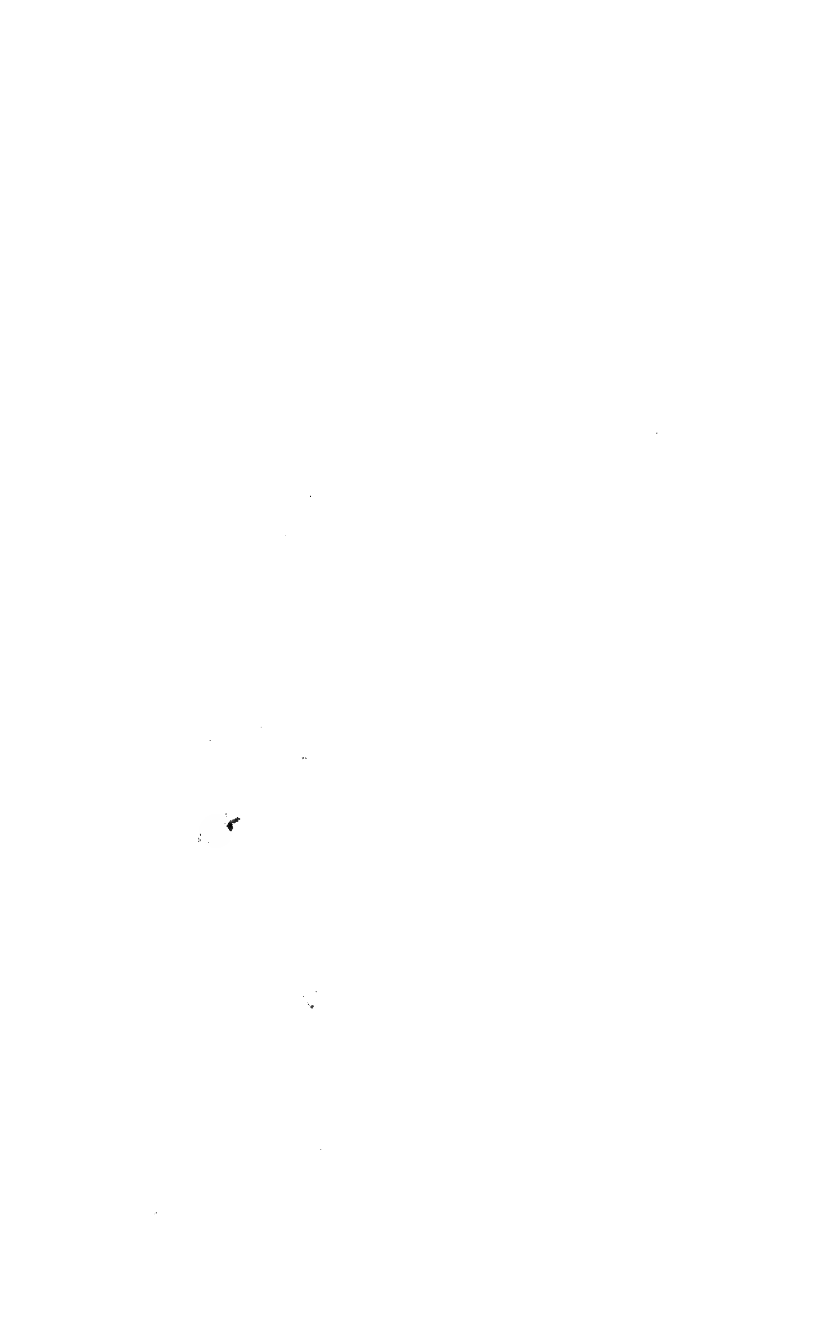
৮। যে রজ্জুদ্ব। া অশ্বের গ্রীবা বদ্ধ হয়, যাহার দ্বারা উহার পদ বদ্ধ হয়, যে রজ্জু উহার ।" ডকে বদ্ধ থাকে, সেই রজ্জু সকল, এবং উহার মুখে যে ঘাস নিক্ষেপ করা হ সে সমস্তই দেবগণের নিকট গমন করুক।

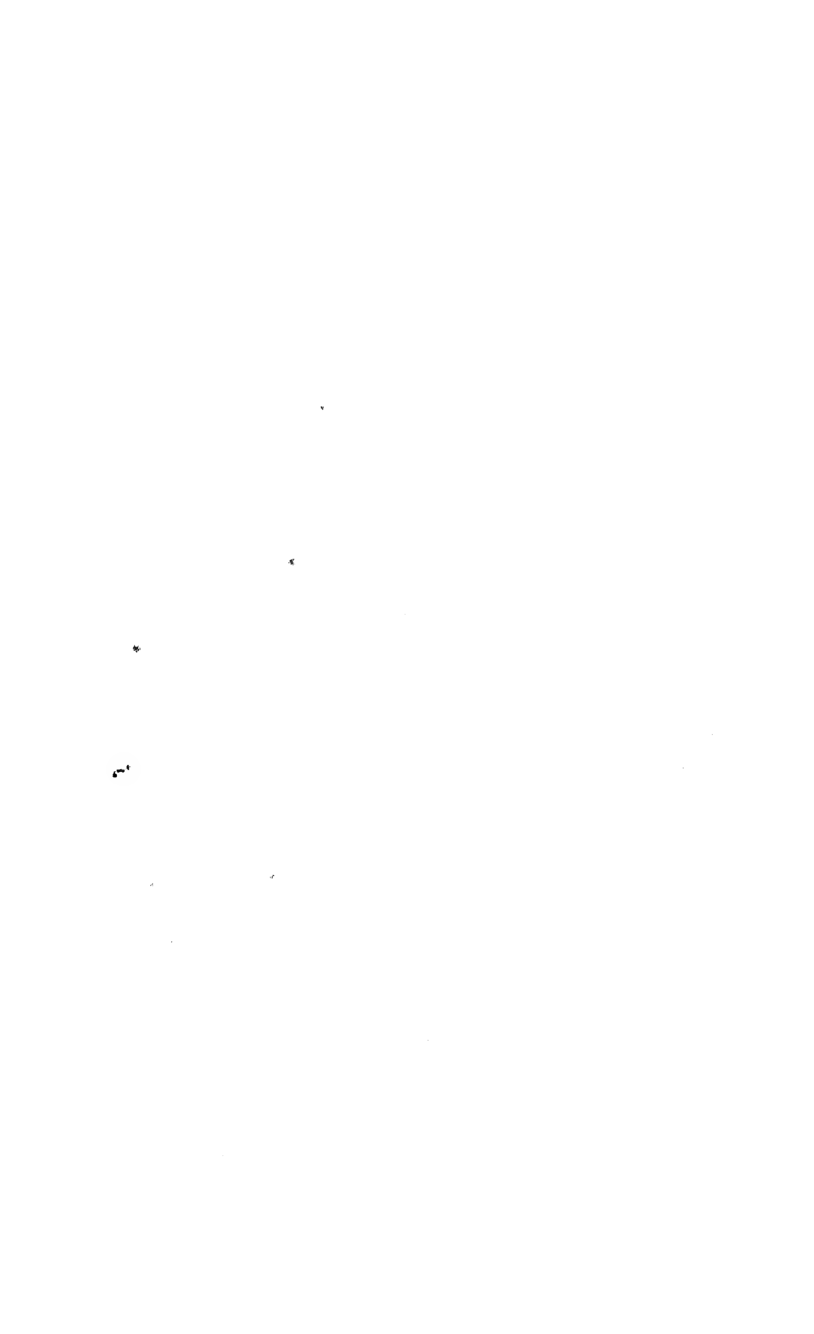
৯। অশ্বের " ।ক্ত মাংসের যে অংশ মক্ষিকা ভক্ষণ করে, ছেদন কালে বা পরিষ্কার করিবার সময় ছেদন ও পরিষ্কার সাধন অস্ত্রে যাহা লিপ্ত হয়,

---

(২) এখানে কএকজন ঋত্বিকের কার্য্যের পরিচয় পাওয়া যায়। হোতা দেবগণকে আহ্বান করেন, অধ্বর্য্যু যজ্ঞের নেতা, আবয়া হব্যদান করেন, অগ্নিমিন্ধ অগ্নি প্রজ্বলিত করেন, গ্রাবগ্রাভ প্রস্তর দ্বারা সোম ছেঁচিয়া রস প্রস্তুত করেন, শংস্তা প্রশাস্তা অর্থাৎ নিয়মানুসারে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, এবং ব্রহ্মা সমস্ত যজ্ঞ কার্য্যের প্রধান সম্পাদনকারী।

(৩) "যূপস্য উপরিস্থাপ্যং যূপাগ্রভাগং চষালমাহুঃ।" সায়ণ। "Who fasten the ring on the top of the post to which the horse is bound."—*Wilson.*





৩৮। নিত্য অনিত্যের সহিত একস্থানে অবস্থিতি...র্বে কোন ক্রতগতি প্রাপ্ত হইয়া উহা কখন অধোদেশে কখন ঊর্দ্ধ...

সর্ব্বদাই একত্র অবস্থিতি করে, (ইহলোকে) ও অশ্ববিশিষ্ট জগৎপোষক ধন (পরলোকও) সর্ব্বত্র একত্রে গমন করে ... প্রদান করুক। তেজস্বী অশ্ব চিনিতে পারে, অপরটিকে পারে না(৩৩)। ... হবির্ভূত অশ্ব আমাদিগকে

৩৯। সকল দেবগণ পরম ব্যোমসদৃশ ... য়াছেন। এ কথা যে না জানে, ঋক্‌দ্বারা সে ... জানে, তাঁহারা সুখে অবস্থান করে।

৪০। হে অহননীয়া (গাভী)! তুমি শোভ... ...র্ঘতমা ঋষি। প্রভুত দুগ্ধবতী হয়। তাহা হইলে আমরাও ... কাল ধরিয়া তৃণ ভক্ষণ কর এবং সর্ব্বত্র গমন করত ... নির্ম্মল জল পান কর।

৪১। (মেঘগর্জ্জনরূপ) অন্তরীক্ষচারিণী বা... ...ষ্টি জল সৃজন করতঃ শব্দ করিতেছেন। তিনি কখন একপদী, কখন ...দী, কখন চতুষ্পাদী, কখন অষ্টাপদী, কখন নবপদী হন, এবং কখন স...কর পরিমিত হইয়া অন্তরীক্ষের উপরিভাগে থাকিয়া শব্দ করেন(৩৪)।

৪২। তাঁহার নিকট হইতে মেঘ সকল বর্ষণ করে, তাঁহা হইতে চতুর্দ্দিক ...শ্রিত ভুতগণ রক্ষা হয়। তাঁহা হইতে জল ...পন্ন হয়, জল হইতে ...জীব প্রাণ ধারণ করে।

৪৩। আমি নাতিদূরে শুস্ক গোময়সম্ভূত ধূম দেখিলাম। চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত নিকৃষ্ট ধূমের পর (অগ্নিকে দেখিলাম)। বীরগণ শুক্লবর্ণ বৃষকে পাক করিতেছেন(৩৫)। তাহাদিগের এই অনুষ্ঠানই ... ধর্ম।

(৩৩) দেহত্রয় ব্যতিরেকে আত্মাকে কেহ জানে না। সা...

(৩৪) মূলে "গৌরী" শব্দ আছে, সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন মেঘগর্জ্জনরূপ বাক্ বা শব্দ। কেহ বলেন গৌরী অর্থে ব্রহ্মাত্মক বাক্য। যখন সূর্য্যমেঘে অধিষ্ঠান করেন তখন একপদী, যখন মেঘ ও অন্তরীক্ষে অবস্থিতি করেন তখন দ্বিপদী, যখন দিক্ চতুষ্টয় অধিষ্ঠান করেন তখন চতুষ্পদী, এবং যখন চতুর্দ্দিক ও চতুষ্কোণে অবস্থিতি করেন তখন অষ্টাপদী, ইহার সহিত ঊর্দ্ধদিক মিলিত হইলে নবপদী।

(৩৫) মূলে "উক্ষাণং পৃশ্নিং অপচন্ত বীরাঃ" আছে। সায়ণ "বীরাঃ" অর্থে ঋত্বিকগণ করিয়াছেন, "উক্ষাণং" অর্থে ফল প্রদান সমর্থ, এবং "পৃশ্নিং" অর্থে শুক্লবর্ণ অথবা সোম করিয়াছেন।

৪৪। কেশ বিশিষ্ট তিনজন সম্বৎসরের মধ্যে যথাসময়ে ভূমি পরি-দর্শন করে। উঁহাদিগের মধ্যে একজন পৃথিবীকে কামাইয়া দেন, একজন নিজ কর্মদ্বারা পরিদর্শন করেন, আর একজনের রূপ দৃষ্ট হয় না, কেবল গতি দৃষ্ট হয়(৩৬)।

৪৫। বাক্ চারি প্রকার। মেধাবী ঋত্বিকেরা(৩৭) তাহা জানেন। উহার মধ্যে তিনটী গুহায় নিহিত, প্রকাশিত হয় না। চতুর্থ প্রকার বাক্ মনুষ্যেরা কহিয়া থাকেন।

৪৬। (এই আদিত্যকে) মেধাবীগণ, ইন্দ্র, মিত্র বরুণ ও অগ্নি বলিয়া থাকেন। ইনি স্বর্গীয় [illegible] বিশিষ্ট ও সুন্দর গমনশীল(৩৮)। ইনি-এক হইলেও ইহাকে বহু [illegible] নয়া বর্ণনা করে। ইহাকে অগ্নি, যম ও মাত-রিশ্বা বলে।

৪৭। সুন্দ[illegible] বিশিষ্ট জলহারী (সূর্য্যরশ্মি সকল) কৃষ্ণবর্ণ ও নিয়-মিত গতি মেঘকে [illegible] পূর্ণ করতঃ দ্যুলোকে গমন করিতেছে। উহারা বৃষ্টির স্থান হইতে নি[illegible] আগমন করে, এবং তদনন্তর পৃথিবীকে জল-দ্বারা বিশেষরূপে [illegible] রে।

৪৮। দ্বাদশ [illegible] ধি, এক চক্র ও তিন নাভি। একথা কে জানে? ঐ চক্রে ত্রিশত ষষ্ঠি [illegible] থ্যক চলাচল অর সন্নিবিষ্ট আছে(৩৯)।

৪৯। হে সরস্ব[illegible]! তোমার দেহে বর্ত্তমান যে স্তন লোকের সুখের কারণ, যাহাদ্বারা সম[illegible] বরণীয় ধন রক্ষা কর, যে স্তন বহুরত্নের আধার, ও

---

(৩৬) অগ্নি আ[illegible] ত্য ও বায়ু এই তিন জন। সায়ণ। সায়ণ "বপতে" শব্দের অর্থ করেন "দা[illegible] ওষধিবনস্পত্যাদিকচ্ছেদনেন মাপিত কার্য্যং করোতি।"

(৩৭) মূ[illegible] "ব্রাহ্মণাঃ" আছে। সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "বেদবিদঃ" "ব্রহ্মণঃ অধিগন্তারঃ যোগিনঃ।" চারপ্রকার বাক্যের অনেকরূপ ব্যাখ্যা দিয়াছেন।

(৩৮) মূলে "সুপর্ণঃ গরুৎমান্" আছে। "সুপর্ণঃ সুপতনঃ গরুৎমান্ গরণ-বান্ পক্ষবান্ বা। এতন্নামকো যঃ পক্ষী অস্তি সোঽপি অয়মেব।" সায়ণ। আদিত্যরূপ বিষ্ণুর গরুড়পক্ষী বাহন, এই যে পৌরাণিক কথা আছে তাহা এইরূপ বৈদিক উপমা হইতে বোধ হয় উৎপন্ন হইয়াছে।

(৩৯) পরিধি দ্বাদশ মাস, চক্র বৎসর, নাভি গ্রীষ্ম, বর্ষা ও হেমন্ত নামক তিন ঋতু, শঙ্কু (অর) বৎসরের তিনশত ষষ্টি দিবস। সায়ণ।

সময় যশলাভ করিয়াছে এবং কল্যাণকর, আমাদিগের পানের জন্য এই সময় তাহা প্রকাশ কর।

৫০। দেবগণ যজ্ঞ দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছেন(৪০), কারণ উহাই প্রথম ধর্ম্ম। সেই মাহাত্ম্য আকাশে একত্রিত হয়, যথায় সাধনীয় দেবগণ পূর্ব্বে আছেন।

৫১। উদক একই প্রকার, কএক দিন উপরে গমন করে, কএক দিন নিম্নে নামিয়া আসে। প্রীতিকর মেঘগণ ভূমিকে প্রীত করে এবং অগ্নি দ্যুলোককে প্রীত করে।

৫২। (সূর্য্যদেব) স্বর্গীয়, সুন্দরগতিবিশিষ্ট, গমনশীল, প্রকাণ্ড, জলের গর্ভসমুৎপাদক, এবং ওষধিসমূহের প্রকাশক। তিনি বৃষ্টি দ্বারা জলাশয়কে তৃপ্ত করেন এবং নদীকে পালন করেন। রক্ষার্থ তাঁহাকে আহ্বান করি(৪১)।

---

১৬৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

(এই সূক্তে ইন্দ্র, মরুৎ ও অগস্ত্যের কথোপকথন বর্ণিত হইয়াছে। ইহার তৃতীয়া, পঞ্চমী, সপ্তমী ও নবমী ঋক্ মরুতের বাক্য, অতএব মরুৎই ইহাদিগের ঋষি। শেষ তিনটীর অগস্ত্য ঋষি। অবশিষ্টের ইন্দ্র ঋষি)।

---

(৪০) "যজ্ঞেন যজ্ঞং অযজন্ত দেবাঃ।" সায়ণ ইহার অর্থ করেন, যজমানগণ অগ্নি দ্বারা যজ্ঞ করিয়াছেন। সায়ণ এই কয়টী কথার আরও দুইপ্রকার অর্থ করিয়াছেন।

(৪১) এই দীর্ঘ সূক্তে যদিও অনেক দেবের উল্লেখ আছে তথাপি আদিত্য বা সূর্য্যই ইহার প্রধান দেব। ইহাতে যেরূপ ভাব ও চিন্তা ও কল্পনা আছে সেরূপ ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেই অধিক পরিমাণে লক্ষিত হয়। অথর্ব্ববেদ প্রায়ই ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল ভাঙ্গিয়া রচিত হইয়াছে, কিন্তু সেই অথর্ব্ববেদে এই সূক্তের সমস্ত ঋক্ গুলিই পাওয়া যায়। এই সকল ও অন্যান্য কারণ হইতে প্রতীয়মান হয় যে ঋগ্বেদ রচনা কালের শেষ ভাগে এই সূক্ত রচিত হইয়াছিল।

(ইন্দ্র)।

১। সমানবয়স্ক, একস্থাননিবাসী, মরুৎগণ কোন সর্ব্বসাধারণ দুর্জ্ঞেয় শোভায় শোভাবিশিষ্ট হইয়া পৃথিবী সিঞ্চন করিতেছেন। উহারা কি মনে করিয়া কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছেন? এবং আসিয়া জলবর্ষীগণ ধনলাভেচ্ছায় বলের অর্চ্চনা করিতেছেন?

২। তরুণ বয়স্ক মরুৎগণ কাহার হব্য গ্রহণ করেন? উহারা অন্তরীক্ষগামী শ্যেনপক্ষীর ন্যায়। কে উহাদিগকে যজ্ঞে নিবৃত্ত করিতে পারে? কি প্রকার মহাস্তোত্র দ্বারা আমরা (উহাদিগকে) আনন্দিত করিতে পারি?

(মরুৎগণ)।

৩। হে সাধুপালক পূজনীয় ইন্দ্র! তুমি একাকী কোথায় যাও? তুমি কি এইরূপই? তুমি আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া ঠিক জিজ্ঞাসা করিয়াছ। হে হরিবাহন! আমাদিগের প্রতি যাহা বক্তব্য আছে, তাহা মিষ্ট বাক্যে বল।

(ইন্দ্র)।

৪। সমস্ত হব্য আমার, সমস্ত স্তুতি আমার সুখকর, অভিষুত সোম আমার। আমার বলবান্ বজ্র ক্ষিপ্ত হইলে অব্যর্থ হয়, যজমানগণ আমাকেই প্রার্থনা করে, উক্থগণ আমারই কামনা করে। এই হরিনামক অশ্বদ্বয় হব্য লাভের জন্য আমাকে বহন করিতেছে।

(মরুৎগণ)।

৫। এই জন্য আমরা মহাতেজে আত্মশরীর অলঙ্কৃত করিয়া নিকটবর্ত্তী ও বলবান্ অশ্বযুক্ত হইয়া(১) যজ্ঞস্থানে গমনের জন্য শীঘ্রই প্রস্তুত হইয়াছি। তুমি রীতি অনুসারে(২) আমাদের সঙ্গেই থাক।

---

(১) "We now harness our fallow deer."—*Max Muller.* "Sayana in I. 166-10 seems to take *etâh* for *etâ.* In this passage the *eta* are clearly the deer of the Maruts, the Prishatis."—*Max Muller.*

(২) মূলে "স্বধাং অনু" আছে। "স্বধাং উদকং বলম্বা।" সায়ণ। "According to thy custom."—*Max Muller.* • সূক্তের ৪ ঋকের টীকা দেখ।

(ইন্দ্র)।

৬। হে মরুৎগণ! আমি একাকী অহি হনন করিবার সময় আমার সঙ্গে থাকার তোমাদের রীতি কোথায় ছিল? আমি উগ্র বলবান্ মাহাত্ম্য-বিশিষ্ট, অতএব আমি সমস্ত শত্রুকে বধদ্বারা অবনত করিয়াছি।

(মরুৎগণ)।

৭। হে অভীষ্ট বর্ষী ইন্দ্র! আমরা সমান পৌরুষযুক্ত, আমাদিগের সহিত মিলিত হইয়া তুমি অনেক করিয়াছ। হে বলবত্তম ইন্দ্র! আমরাও প্রচুর কর্ম্ম করিয়াছি। আমরা মরুৎ, অতএব আমরা কর্ম্ম দ্বারা বৃষ্টি আদি কামনা করি।

(ইন্দ্র)।

৮। হে মরুৎগণ! আমি ক্রোধকালে বিপুল পরাক্রান্ত হইয়া, নিজ বাহুবলে বৃত্রকে নিবশ করিয়াছি। আমি বজ্রবাহু। আমি মনুষ্যের জন্য(৩) সকলের আহ্লাদকর, সুন্দর বৃষ্টি করিয়া থাকি।

(মরুৎগণ)।

৯। হে মঘবন্! তোমার কিছুই অনুত্তম নয়, তোমার ন্যায় বিদ্বান্ দেবতা নাই। হে অতিবলবান্ ইন্দ্র, তুমি যে সকল কর্ত্তব্য কার্য্য সমাধা করিয়াছ, জায়মান অথবা জাত কেহই তাহা করিতে পারে না।

(ইন্দ্র)।

১০। আমি একাকী, আমারই বল সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হউক। আমি যাহা মনে ধারণা করি, তাহা যেন শীঘ্র সম্পন্ন করিতে পারি। কারণ হে মরুৎগণ! আমি উগ্র ও বিদ্বান্; এবং আমি যে সকল বস্তু অবগত আছি আমিই সে সকলের অধিপতি।

১১। হে মরুৎগণ! এই বিষয়ে তোমরা আমার যে প্রসিদ্ধ স্তোত্র করিয়াছ, তাহা আমাকে আনন্দিত করে। আমি ঐশ্বর্য্যযুক্ত, অভীষ্টবর্ষী, নানারূপ বিশিষ্ট ও তোমাদের যোগ্য সখা।

---

(৩) মূলে "মনবে" আছে। "মনোঃ অর্থায়।" সায়ণ। "For (the good of) man."—*Wilson.* "For man."—*Max Muller.*

১২। হে মরুৎগণ! তোমরা সুবর্ণবর্ণ; আমার প্রতি অত্যন্ত প্রীত হইয়া, দূরস্থিত কীর্ত্তি ও অন্নধারণ করতঃ আমাকে সম্যক্‌রূপে প্রকাশ ও তেজোদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়াছ। আমাকে আচ্ছাদিত কর।

(অগস্ত্য)।

১৩। হে মরুৎগণ! তোমাদিগকে কোন্ মর্ত্ত্য পূজা করিতেছে? তোমরা সকলের সখা, তোমরা সখার (যজমানের) অভিমুখে আইস। হে বিচিত্র মরুৎগণ! তোমরা মনোহর ধন প্রাপ্তির উপায়ভূত হও, এবং অবিতথ কর্ম্ম অবগত হও।

১৪। হে মরুৎগণ! স্তোত্র দ্বারা পরিচরণ সমর্থ, স্তুতিকুশল মান্য (ঋত্বিকের) বুদ্ধি তোমাদের পরিচর্য্যার জন্য আমাদিগের অভিমুখে আগমন করে। হে মরুৎগণ! আমি মেধাবী, আমার অভিমুখে আগমন কর। তোমার প্রসিদ্ধ কর্ম্মের উদ্দেশে স্তোতা তোমার অর্চ্চনা করিতেছেন।

১৫। হে মরুৎগণ! এই স্তোম, এই স্তুতি, মান্য মান্দার্য্য(৪) কবির। ইহা শরীর পুষ্টির জন্য তোমাদিগের নিকট যাইতেছে। আমারা যেন অন্ন বল ও দীর্ঘ আয়ু(৫) পাই।

---

(৪) সায়ন মান্য অর্থ মাননীয় ও মান্দার্য্য অর্থে স্তুতি দ্বারা প্রীতিকারী এই রূপ করিয়াছেন। কিন্তু *Max Muller* ইহা একজনের নাম বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন। "Mandarya, the son of Mána." "I translate Manya, the son of Mána, because the poet so called in I. 189-8 is in all probability the same as our Mándárya Manya."—*Max Muller.* ১৪ ঋকে ও "মান্য" শব্দ আছে।

(৫) মূলে "জীরদানুং" আছে। "জয়শীলদানং।" সায়ন। "Long life."—*Wilson.* "L'heureuse vieilleuse."—*Langlois.* "বীরৎপুত্রং।" বেদার্থযত্ন। "বৃজনং জীরদানুং" "Camp with running water."—*Max Muller.* ইহার পরের সূক্ত গুলিতে সায়ণ "জীরদানুং" অর্থে দীর্ঘ আয়ুঃ করিয়াছেন।

চতুর্থ অধ্যায়।

১৬৬ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। ফলবর্ষী (যজ্ঞের) সুসম্পাদনার্থ(১), মরুৎগণের ত্বরান্বিত হইয়া উপস্থিত হইবার জন্য(২) তাঁহাদিগের প্রসিদ্ধ পূর্ব্ব মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছি। হে প্রভূতধ্বনিযুক্ত, সর্ব্বকার্য্যক্ষম মরুৎগণ! তোমরা যজ্ঞগমনে প্রস্তুত হওয়ায় সমিধ্ যেমন (তেজে আবৃত হয়)(৩) সেইরূপ তোমরা যেন যুদ্ধে যাইবার জন্য(৪) প্রভূত বল ধারণ কর।

২। ঔরসপুত্রের ন্যায়, প্রিয় মধুর হব্য ধারণ করিয়া ধর্ষণকারী-মরুৎগণ যজ্ঞে প্রমুদিত চিত্তে ক্রীড়া করেন। রুদ্রগণ নমস্কারকারী (যজমানকে) রক্ষাদানার্থ প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহাদিগের বল নিজের অধীন, তাঁহারা যজমানকে কখন ক্লেশ দেন না।

৩। যে হবিঃপ্রদায়ী যজমানের আহুতিতে প্রীত হইয়া, সর্ব্বরক্ষক, মরণরহিত এবং সুখোৎপাদক মরুৎগণ প্রভূত ধন প্রদান করেন, সেই যজমানেরই হিতকারী সখার ন্যায় তোমরা সমস্ত লোক প্রভূত জলে সিক্ত কর।

৪। হে মরুৎগণ! তোমাদিগের যে অশ্বগণ নিজ বলে সমস্ত লোক ভ্রমণ করে(৫), তাহারা নিজেই রথে যুক্ত হইয়া গমন করে।

---

(১) মূলে "বৃষভস্য কেতবে" আছে "বজ্রস্য প্রজ্ঞানায়।" সায়ণ। "For the herald of the powerful (Indra)."—*Max Muller.*

(২) মূলে "রভসায় জন্মনে" আছে। "রভস্যযুক্তায় বেগাৎ প্রাদুর্ভাবায়।" সায়ণ। "For the robust host."—*Max Muller.*

(৩) মূলে কেবল "এধা ইব" আছে। "As with a torch."—*Max Muller.*

(৪) মূলে "যুধা ইব" আছে। "As with a sword."—*Max Muller.*

(৫) "You have stirred up the clouds with might."—*Max Muller.*

তোমাদিগের গমন অতীব আশ্চর্য্য, লোকে আয়ুধ উত্তোলিত করিলে যেরূপ ভীত হয়, সমস্ত ভুবন ও অট্টালিকা, তোমাদিগের গমন কালে সেইরূপ ভীত হয়।

৫। মরুৎগণের গমন অতি প্রদীপ্ত। তাঁহারা যখন গিরিগহ্বর ধ্বনিত করেন, অথবা মনুষ্যদিগের হিতের জন্য অন্তরীক্ষের উপরিভাগে আরোহণ করেন, তখন তাঁহাদিগের পথে সমস্ত বনস্পতিগণ ভয়ে ব্যাকুল হয়, এবং রথারূঢ়া স্ত্রীর ন্যায় ওষধিসকল এক স্থান হইতে অন্য স্থানে নীত হয়।

৬। হে উগ্র মরুৎগণ! সুবুদ্ধির সহিত তোমরা অহিংসিত দল হইয়া আমাদিগকে সুবুদ্ধি প্রদান কর। যখন তোমাদিগের বিক্ষেপণশীল দন্তবিশিষ্ট বিদ্যুৎ দংশন করে, তখন সুলক্ষিত হেতির ন্যায় পশুসমূহ নষ্ট করে।

৭। যাঁহাদিগের দান অবিরত, যাঁহাদিগের ধন ভ্রংশরহিত, যাঁহাদিগের শত্রুবধ পর্য্যাপ্ত, এবং যাঁহাদিগের স্তুতি সুগীত, এবম্ভূত মরুৎগণ সোমের পানার্থ স্তুতি গাইতেছেন। কারণ তাঁহারাই ইন্দ্রের প্রথম বীর-কীর্ত্তি অবগত আছেন।

৮। হে মরুৎগণ! তোমরা যে ব্যক্তিকে কুটিলস্বভাব পাপ হইতে রক্ষা করিয়াছ, হে উগ্র বলবান্ মরুৎগণ! তোমরা যে লোককে পুত্রাদির পুষ্টি সাধনদ্বারা নিন্দা হইতে রক্ষা করিয়াছ, তাঁহাকে সংখ্যারহিত ভোগ্য বস্তুদ্বারা প্রতিপালন কর।

৯। হে মরুৎগণ! সমস্ত কল্যাণকর পদার্থ তোমাদিগের রথে স্থাপিত আছে। তোমাদিগের স্কন্ধদেশে পরস্পর স্পর্দ্ধাকারী আয়ুধ সকল রহিয়াছে। বিশ্রামস্থানে তোমাদিগের জন্য খাদ্য প্রস্তুত রহিয়াছে(৬)। তোমার চক্রসকল অক্ষের সমীপে আবর্ত্তন করিতেছে।

১০। মনুষ্যদিগের হিতকর বাহুতে মরুৎগণ প্রভূত কল্যাণ সাধন দ্রব্য ধারণ করিতেছেন; বক্ষঃস্থলে কান্তিযুক্ত, সুস্পষ্টরূপবিশিষ্ট, সুবর্ণের

(৬) "When you are on your journeys you carry the rings on your shoulders."—*Max Muller.*

আভরণ) ধারণ করিতেছেন; অংস দেশে শ্বেতবর্ণ (মালা)(৭) ধারণ করিতেছেন; বজ্রসদৃশ আয়ুধে ক্ষুর ধারণ করিতেছেন। পক্ষীরা যেরূপ পক্ষধারণ করে, সেইরূপ মরুৎগণ শ্রীধারণ করিতেছেন।

১১। যে মরুৎগণ, মহান্, মহিমান্বিত, বিভূতিবান, ও আকাশস্থ নক্ষত্রের ন্যায় দূরে প্রকাশিত, যাঁহারা প্রমুদিত, যাঁহাদিগের জিহ্বা সুন্দর, যাঁহাদিগের মুখে শব্দ হইতেছে, যাঁহারা ইন্দ্রের সহায়, এবং যাঁহারা স্তুতিযুক্ত, (তাঁহারা আমাদিগের যজ্ঞস্থলে আগমন করুন)।

১২। হে সুজাত মরুগণ! তোমাদিগের মাহাত্ম্য প্রসিদ্ধ, তোমাদিগের দান অদিতির ব্রতেরন্যায় অবিচ্ছিন্ন। তোমরা সুকৃতি সম্পন্ন যজমানকে যাহা প্রদান কর, ইন্দ্র তাহার প্রতি কৌটিল্য করেন-না।

১৩। হে মরুৎগণ! তোমাদিগের বন্ধুত্ব প্রসিদ্ধ ও বহুকালব্যাপী। যেহেতু তোমরা অমর হইয়া প্রভুত পরিমাণে আমাদিগের স্তুতি রক্ষা কর; এবং অনুগ্রহ পূর্ব্বক মনুষ্যের জন্য স্তুতি রক্ষাকরতঃ তাহাদিগের সহিত মিলিত হইয়া তাহাদিগের নেতৃত্ব স্বীকার করিয়া কর্ম্মদ্বারা সর্ব্বত্র অবগত হও।

১৪। হে বেগবান্ মরুৎগণ! তোমাদিগের মহৎ (আগমনে) আমরা দীর্ঘ যজ্ঞকর্ম্মকে বর্দ্ধিত করি। উহাদ্বারা মনুষ্য যুদ্ধে(৮) জয়লাভ করে। এই সকল যজ্ঞদ্বারা আমি যেন তোমাদিগের আগমন লাভ করিতে পারি।

১৫। হে মরুৎগণ! কবি মান্য মান্দার্য্যের(৯) এই স্তোম তোমাদিগের জন্য, এই স্তুতি তোমাদিগের জন্য, ইচ্ছানুসারে তাঁহার শরীর পুষ্টির নিমিত্ত তোমাদিগের নিকট আসিতেছে। আমরাও যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু(১০) লাভ করি।

---

(৭) এস্থানে পুনরায় "এতাঃ" শব্দ আছে। "Deer skins."—*Max Muller.* পূর্ব্বের সূক্তের ৫ ঋকের টীকা দেখ।

(৮) এখানে পুনরায় "বৃজনে" শব্দ আছে। "In the camp."—*Max Muller.* পূর্ব্ব সূক্তের ১৫ ঋকের টীকা দেখ।

(৯) পূর্ব্ব সূক্তের শেষ ঋক্ দেখ।

(১০) "জীরদানুম্" শব্দের অর্থ সায়ণ এখানে "চিরজীবন" করিয়াছেন। পূর্ব্ব সূক্তের শেষ ঋকের টীকা দেখ।

১৬৭ সূক্ত।

১ম ঋকের দেবতা ইন্দ্র, অবশিষ্টের মরুৎ। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি সহস্রপ্রকারে রক্ষা কর; তোমার রক্ষা সকল আমাদিগের নিকট আগমন করুক। হে হরিনামক অশ্বযুক্ত ইন্দ্র! তোমার সহস্রপ্রকার প্রশংসনীয় অন্ন আছে; তাহারা আমাদিগের নিকট আগমন করুক। হে ইন্দ্র! তোমার সহস্রপ্রকার ধন আছে; আমাদিগের তৃপ্তি সাধনের জন্য তাহারা আমাদিগের নিকট আগমন করুক। সহস্র চতুষ্পদ, আমাদিগের নিকট আগমন করুক।

২। মরুৎগণ আশ্রয়দানের নিমিত্ত আমাদের নিকট আগমন করুন। সুবুদ্ধি মরুৎগণ প্রশস্যতম ও মহাদীপ্তিযুক্ত (ধনের সহিত) আমাদের নিকট আগমন করুন। যেহেতু নিযুৎনামক(১) তাঁহাদের উৎকৃষ্ট অশ্বসকল সমুদ্রের পরপারেও ধনধারণ করিতেছে।

৩। সুনিহিত, উদকস্রাবী, সুবর্ণবর্ণা বিদ্যুৎ, (মেঘের) মালার ন্যায়, অথবা নিগূঢ় স্থানে অবস্থিত মনুষ্যের ভার্য্যার ন্যায়, অথবা সভাস্থলে উচ্চারিতা যজ্ঞীয় বাণীর ন্যায় এই মরুৎগণের সহিত মিলিত হয়।

৪। সাধারণী স্ত্রীর ন্যায় আলিঙ্গন পরায়ণ বিদ্যুতের সহিত শুভ্রবর্ণ, অভিগমনশীল, উৎকৃষ্ট মরুৎগণ মিশ্রিত হইতেছে। ভয়ঙ্কর মরুৎগণ, দ্যাবাপৃথিবীকে অপনোদন করেন না। দেবগণ, সখ্যতাপ্রযুক্ত উহাদিগের সমৃদ্ধি সাধন করেন।

৫। অসুর (মরুৎগণের) স্বকীয়া (পত্নী) রোদসী আলুলায়িত কেশে ও অনুরক্তমনে মরুৎগণকে সঙ্গমার্থ সেবা করিতেছেন। সূর্য্যা যেরূপ (অশ্বিদ্বয়ের রথে আরোহণ করিয়াছিলেন)(২), দীপ্তাবয়বা রোদসী সেইরূপ চঞ্চল মরুৎগণের রথে উঠিয়া শীঘ্র আসিতেছেন।

---

(১) বায়ুর অশ্বের নাম নিযুৎ। ১৩৪ সূক্তের ১ ও ২ ঋক্ দেখ। মরুৎগণের বাহন পৃষতী অর্থাৎ বিন্দুচিহ্নিত মৃগ। ৩৯ সূক্তের ৬ ঋক্ দেখ।

(২) ১১৬ সূক্তের ১৭ ঋকের টীকা দেখ।

৬। যজ্ঞ আরম্ভ হইলে বৃষ্টিদান জন্য তরুণবয়স্ক মরুৎগণ, তরুণী রোদসীকে (রথে) স্থাপিত করিতেছেন। বলশালিনী রোদসী, নিয়মক্রমে তাঁহাদিগের সহিত মিলিত হয়েন(৩)। সেই সময় অর্চ্চন মন্ত্রবিশিষ্ট হব্য-প্রদায়ী, সোমাভিষবকারী (যজমান) মরুৎগণের পরিচর্য্যা করতঃ স্তব পাঠ করিতেছে।

৭। মরুৎগণের মহিমা, সকলের প্রশংসনীয় ও অমোঘ; আমি তাহা বর্ণনা করিতেছি। তাঁহাদিগের রোদসী বর্ষণাভিলাষিনী, অহঙ্কারবতী, ও অবিনশ্বরা; ইনি সৌভাগ্যবিশিষ্ট উৎপত্তিশীল প্রজা ধারণ করেন।

৮। মিত্রাবরুণ ও অর্য্যমা, এই যজ্ঞকে নিন্দা হইতে রক্ষা করেন এবং ইহার অপ্রশস্ত পদার্থকে নাশ করেন। হে মরুৎগণ! তোমাদিগের জল প্রদানের সময় যখন উপস্থিত হয়, তখন তাঁহারা মেঘমধ্যস্থিত অঙ্কুরিত জল-ক্ষরণ করেন।

৯। হে মরুৎগণ! আমাদিগের মধ্যে কেহই, অত্যন্ত দূর হইতেও তোমার বলের অন্ত পায় নাই। মরুৎগণ পরাভিভব সমর্থ বলদ্বারা বর্দ্ধমান হইয়া জলরাশির ন্যায় নিজ সামর্থে শত্রুদিগকে অভিভব করিতেছেন।

১০। আমরা অদ্য ইন্দ্রের প্রিয়তম হইব; কল্য যজ্ঞে তাঁহার মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিব। আমরা পূর্ব্বে মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিয়াছি এবং প্রতিদিন করিতেছি, অতএব মহান্ ইন্দ্র, মনুষ্যদিগের মধ্যে আমাদিগের প্রতি অনুকূল হউন।

১১। হে মরুৎগণ! কবি মান্য মান্দার্য্যের এই স্তুতি তোমাদিগের জন্য, ইচ্ছানুসারে তাঁহার শরীরপুষ্টির জন্য তোমাদের নিকট আসিতেছে। আমরাও যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করি।

---

(৩) "রোদসী" শব্দের সচরাচর অর্থ দ্যাবাপৃথিবী ইহার পরের সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ। আবার ঋগ্বেদে রুদ্রের পত্নী অর্থাৎ মরুৎগণের মাতার নাম ও রোদসী, যথা—সায়ণ ৫ মণ্ডলের ৫৬ সূক্তের ৮ ঋকের টীকায় লিখিয়াছেন "রোদসী রুদ্রস্য পত্নী মরুতাং মাতা।" কিন্তু এই সূক্তে রোদসী মরুৎগণের স্ত্রীরূপে বর্ণিত হইয়াছেন, এবং ৫ ঋকের টীকায় সায়ণ লিখিয়াছেন "মরুৎপত্নী বিদ্যুৎ বা।" অতএব বিদ্যুৎকেই এখানে রোদসী নামে রুদ্রের পত্নী বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে। রুদ অর্থে ক্রন্দন বা শব্দ করা, বিদ্যুৎ বজ্র শব্দকারিণী অতএব রোদসী। রুদ্রের নামও এই অর্থে উৎপন্ন, রুদ্রের আদি অর্থ বজ্রদেবতা ৪৩ সূক্তের ১ ঋকের টীকা দেখ।

১৬৮ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে মরুৎগণ! সমস্ত যজ্ঞেই তোমাদিগের আগ্রহ একরূপ। তোমার সমস্ত কর্ম্ম, দেবতাগণের নিকট বহনার্থ ধারণ কর, অতএব দ্যাবা পৃথিবীর(১) উত্তমরূপ রক্ষাপ্রাপ্তির জন্য উৎকৃষ্ট স্তোত্রদ্বারা তোমাদিগকে আমাদিগের অভিমুখে আগমনের জন্য আহ্বান করিতেছি।

২। স্বয়ং উৎপন্ন, স্বাধীনবল, কম্পনশীল, মরুৎগণ যেন মূর্ত্তিমান হইয়া অন্ন ও স্বর্গের জন্য প্রাদুর্ভূত হইতেছেন। অসংখ্য এবং প্রশংসনীয় ধেনু যেরূপ দুগ্ধদান করে, জলোর্ম্মিরন্যায় তাঁহারা সেইরূপ উপস্থিত হইয়া জলদান করেন।

৩। সুসংস্কৃত শব্দ ... ষ্ট সোমলতা, অভিষুত ও পীত হইয়া, যেরূপ হৃদয়মধ্যে পরিচারিকার ন্যায় কার্য্য করে, মরুৎগণও ধ্যায়মান হইলে সেইরূপ করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অংসদেশে যোষিতের ন্যায় (হেতি-সকল) আলিঙ্গন করিতেছে এবং তাঁহাদিগের হস্তে হস্তত্রাণ ও কর্ত্তন রহিয়াছে(২)।

৪। পরস্পর মিলিত মরুৎগণ, অনায়াসে স্বর্গলোক হইতে আগমন করিতেছেন। হে মরণরহিত মরুৎগণ! তোমরা অপনারাই বাক্যদ্বারা আমাদের উৎসাহ বর্দ্ধন কর। পাপরহিত, বহু যজ্ঞে প্রাদুর্ভূত, ও দীপ্তহেতি-বিশিষ্ট মরুৎগণ দৃঢ় পর্ব্বতগণকেও চলিত করিতেছেন।

৫। হে হেতিসমূহে সুশোভিত মরুৎগণ! জিহ্বা যেমন হনুদ্বয়কে চালিত করে, সেইরূপ তোমাদিগের মধ্যে থাকিয়া কে তোমাদিগকে পরিচালিত করিতেছে? তোমরা আপনিই পরিচালিত হইতেছ। উদকস্রাবী মেঘ যেরূপ পরিচালিত হয়, দিবসে অশ্ব যেরূপ চালিত হয়, বহু ফলেচ্ছু যজমান অন্নপ্রাপ্তির নিমিত্ত (তোমাদিগকে পরিচালিত করেন)।

---

(১) এখানে রোদসী অর্থে দ্যাবা পৃথিবী। "রোদস্যোঃ দ্যাবা পৃথিব্যোঃ।" সায়ণ।

(২) মূলে "খাদিশ্চ কৃতিশ্চ" আছে। "A guard and sword."—*Wilson.*

৬। হে মরুৎগণ! যে জলের জন্য তোমরা আগমন কর, সেই প্রকাণ্ড বৃষ্টিজলের আদিই বা কোথায়, অন্তইবা কোথায়? তোমরা যখন শিথিল তৃণের ন্যায়, রাশীকৃত জল স্বস্থান হইতে বিচ্যুত কর, তখন বজ্রদ্বারা দীপ্তিমান্ মেঘকে বিদীর্ণ কর।

৭। হে মরুৎগণ! তোমাদিগের ধন যেরূপ, দানও সেইরূপ। দানবিষয়ে (ইন্দ্র তোমাদিগের সহায়); উহাতে সুখ ও দীপ্তি আছে। উহার ফল পরিপক্ক, উহাতে কৃষিকার্য্য ও মঙ্গল হয়। উহা দাতার দক্ষিণার ন্যায় শীঘ্র ফলপ্রদায়ী এবং অসুর্য্যের(৩) জয়শীল শক্তির ন্যায়।

৮। যখন বজ্রগণ, মেঘসম্ভূত শব্দ উচ্চারিত করেন, তখন উহাদ্বারা ক্ষরণশীল জল পরিচালিত হয়; যখন মরুদ্গণ পৃথিবীতে জলসেচন করেন, তখন বিদ্যুৎগণ নিম্নমুখে পৃথিবীতে প্রকাশিত হয়।

৯। পৃশ্নি, মহাসংগ্রামেরজন্য প্রদীপ্তগমনবিশিষ্ট মরুৎগণকে প্রসব করিয়াছেন। সমানরূপবিশিষ্ট মরুৎগণ জল উৎপন্ন করিয়াছেন, অনন্তর (লোকে) অভিলষিত অন্নাদি লাভ করিয়াছে।

১০। হে মরুৎগণ! কবি মান্য মান্দার্য্যের এই স্তোম, তোমাদিগের জন্য; এই স্তুতি তোমাদিগের জন্য, তাঁহার শরীর পুষ্টির নিমিত্ত তোমাদিগের নিকট আসিতেছে। আমরাও যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করি।

---

১৬৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি নিশ্চয়ই মহান্। কারণ তুমি রক্ষক, এবং মহান্ মরুৎগণকে পরিত্যাগ কর নাই। হে মরুৎগণের বিধাতা! তুমি আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ করিয়া, আমাদিগকে সুখ প্রদান কর, সেই সুখ অতিশয় প্রিয়তম।

---

(৩) মূলে "অসুর্য্যাইব" আছে। "অসুরস্য বলভূতা।" সায়ন।

২। হে ইন্দ্র! সর্ব্বজনবিশিষ্ট, মনুষ্যদিগের জন্য জলসেককারী, বিদ্বান্, মরুৎগণ তোমার সহিত মিলিত হইলেন। মরুৎগণের সেনা সুখের উপায়ভূত সংগ্রামে জয় লাভের জন্য সর্ব্বদা হর্ষযুক্ত হইয়াছে।

৩। হে ইন্দ্র! তোমার প্রসিদ্ধ হেতি, আমাদিগের জন্য (মেঘ সমীপে গমন করিতেছে। মরুৎগণ চিরসঞ্চিত বারি বর্ষণ করিতেছেন; এবং বিস্তৃত যজ্ঞের জন্য অগ্নি প্রদীপ্ত রহিয়াছে। জল যেমন দ্বীপকে ধারণ করে, সেইরূপ অগ্নি হব্য ধারণ করিতেছেন।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি তোমার দানযোগ্য ধন দান কর। তুমি দাতা আমরা প্রচুর দক্ষিণাদ্বারা তোমাকে (প্রীত করিব)। তুমি বায়ু(১) স্তোতৃগণ তোমার স্তুতি কামনা করিতেছে। মধুর (দুগ্ধের জন্য) (নারীর স্তনকে যেরূপ (লোকে পুষ্ট করে), সেইরূপ আমরাও তোমাকে অন্নাদি দ্বারা (পুষ্ট করিতেছি)।

৫। হে ইন্দ্র! তোমার ধন অতিশয় প্রীতিপ্রদ এবং যজমানের যজ্ঞ নির্ব্বাহকারী। যে মরুৎগণ প্রথমেই যজ্ঞে যাইবার জন্য উৎসাহ করেন তাঁহারাই আমাদিগকে সুখী করুন।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি, উদকসেচক, পৌরুষ বিশিষ্ট প্রকাণ্ড মেঘের অভি মুখে গমন কর; অন্তরীক্ষ প্রদেশে থাকিয়া চেষ্টা কর। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রু দিগের পৌরুষের ন্যায় মরুৎগণের বিস্তীর্ণ পদ অশ্বগণ মেঘদিগকে আক্রম করিতেছে।

৭। হে ইন্দ্র! ভয়ঙ্কর, কৃষ্ণবর্ণ, গমনশীল মরুৎগণের আগমন শব্দ শ্রুতিগোচর হইতেছে। অধম বৈরিকে যেরূপ বিনাশ করে, মনুষ্যে রক্ষার জন্য মরুৎগণ সেইরূপ প্রহরণদ্বারা সেনাবলসমন্বিত শত্রুদিগকে বিনাশ করেন।

৮। হে ইন্দ্র! সমস্তপ্রাণী তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। তুমি স্বীয় সম্মানার্থ মরুৎগণের সহিত দুঃখনাশক, উদকধারী মেঘপংক্তিকে বিদীর্ণ কর। হে দেব! স্তূয়মান দেবগণ তোমার স্তব করিতেছে, তুমি আমাদিগকে অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু প্রদান কর।

---

(১) "বায়ু" শব্দের অর্থ সায়ণ এখানে "শীঘ্র বর প্রদ" করিয়াছেন।

১৭০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

প্রথম, তৃতীয় ও চতুর্থ ঋকের বক্তা ইন্দ্র, অবশিষ্টের বক্তা অগস্ত্য।

(ইন্দ্র)

১। অদ্যতন বা কল্যতন কিছুই নাই। অদ্ভুত কার্য্যের কথা কে বলিতে পারে? অন্য লোকের মন অত্যন্ত চঞ্চল, যাহা উত্তমরূপে পাঠ করা যায় তাহাও ভুলিয়া যাওয়া যায়।

(অগস্ত্য)।

২। হে ইন্দ্র! তুমি কি আমাকে হনন করিতে ইচ্ছা কর? মরুৎগণ তোমার ভ্রাতা; উহাদিগের সহিত সুখে যজ্ঞভাগ সেবা কর। যুদ্ধকালে আমাদিগকে বিনাশ করিও না।

(ইন্দ্র)।

৩। হে ভ্রাতঃ অগস্ত্য! তুমি সখা হইয়া কেন আমাদিগকে অপলাপ করিতেছ? আমরা নিশ্চয়ই তোমার মনের কথা জানি। তুমি আমাদিগকে দিতে ইচ্ছুক নহ।

৪। ঋত্বিগ্‌গণ, তোমরা বেদি অলঙ্কৃত কর, এবং সম্মুখে অগ্নি প্রজ্বা-লিত কর। পরে উহাতে (তুমি ও আমি) অমৃতের প্রজ্ঞাপক যজ্ঞ বিস্তার করিব(১)।

(অগস্ত্য)।

৫। হে ধনের ধনপতি! হে মিত্রগণের মিত্রপতি! তুমি ঈশ্বর। তুমি সকলের আশ্রয়স্বরূপ; তুমি মরুৎগণের সহিত বল যে, আমাদিগের যজ্ঞ সম্পন্ন হইয়াছে, এবং যথাসময়ে অর্পিত হব্য ভক্ষণ কর।

---

(১) কেহ কেহ বলেন এই ঋকের ঋষি অগস্ত্য।

১৭১ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে মরুৎগণ! আমি নমস্কার করতঃ স্তুতি করতঃ তোমাদিগের নিকট আগমন করিতেছি। হে বেগবান্ মরুৎগণ! তোমাদিগের অনুগ্রহ প্রার্থনা করি। হে মরুৎগণ! স্তুতিদ্বারা আনন্দিত চিত্তে ক্রোধ পরিত্যাগ কর, এবং রথ হইতে অশ্ব বিযোজিত কর (অর্থাৎ ফিরিয়া যাইও না)।

২। হে মরুৎগণ! তোমাদিগের এই স্তোমে অন্ন আছে। হে দেবগণ! এই স্তোম তোমাদিগের উদ্দেশে হৃদয় হইতে সম্পাদিত হইয়াছে, অনুগ্রহ করিয়া উহা মনে ধারণ কর। সাদরে উহাকে স্বীকার করতঃ আগমন কর, তোমরা হব্যরূপ অন্নের বর্দ্ধয়িতা।

৩। মরুৎগণ! স্তুত হইয়া আমাদিগকে সুখী কর। ইন্দ্র স্তুত হইয়া আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা সুখী করুন। হে মরুৎগণ! আমরা যতদিন বাঁচিব, যেন আমাদিগের সেই সমস্ত দিন, উৎকৃষ্ট, স্পৃহনীয় ও ভোগযোগ্য হয়।

৪। হে মরুৎগণ! আমরা এই বেগবান্ ইন্দ্রের নিকট হইতে ভয়ে পলায়ন করতঃ কাঁপিতে ছিলাম। তোমাদিগের জন্য, যে হব্য সংস্কৃত করিয়াছিলাম, তাহা দূরে করিয়াছি(১)। আমাদিগকে সুখী কর।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি বলস্বরূপ, তোমার মাননীয়(২) (অনুগ্রহে) রশ্মিগণ, নিত্য নিত্য (উষার) উদয়কালে প্রাণীদিগকে চৈতন্য দান করে। হে অভীষ্টবর্ষী, উগ্র, বলপ্রদায়ী, পুরাতন ইন্দ্র! তুমি উগ্র মরুৎগণের সহিত অন্নধারণ কর।

---

(১) ১৬৫, ১৭০ ও ১৭১ সূক্তের কোন২ স্থান পাঠ করিলে বোধ হয় যে, দেব শ্রেষ্ঠ ইন্দ্রের সহিত মরুৎগণের একত্রে অর্চ্চনা হওয়ায় প্রথমে আপত্তি ছিল, অথবা কোন ২ ইন্দ্রভক্ত ঋষি সম্প্রদায় এরূপ একত্র অর্চ্চনায় আপত্তি করিতেন।

(২) মূলে "মানাস" আছে। রোজার্থ বসু মানের পুত্রগণ, এইরূপ অনুবাদ করিয়াছেন।

৬। হে ইন্দ্র! প্রভূতবলশালী নেতৃগণকে (মরুৎগণকে) ক্ষমা কর, মরুৎগণের প্রতি অপগতমন্যু হও। মরুৎগণ উত্তম প্রজ্ঞাবিশিষ্ট, তাঁহাদিগের সহিত শত্রুগণের অভিভবিতা হও এবং আমাদিগকে রক্ষা কর। আমরাও যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করি।

---

১৭২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে মরুগণ! তোমাদিগের যজ্ঞে আগমন বিচিত্র হউক। হে দানশীল অহীন দীপ্তিবিশিষ্ট, মরুৎগণ! তোমাদিগের আগমন আমাদিগকে রক্ষা করুক।

২। হে দানশীল মরুৎগণ! তোমাদিগের দীপ্যমান প্রাণিবধ কুশল অস্ত্রসমূহ আমাদিগের নিকট হইতে দূর হউক। তোমরা যে অশ্ম নামক অস্ত্র প্রক্ষেপ কর, তাহাও আমাদিগের নিকট হইতে দূর হউক।

৩। হে দানশীল মরুৎগণ! তৃণবৎ নীচ হইলেও আমার প্রজাগণকে রক্ষা করিও, আমাদিগকে উন্নত কর, যেন আমরা বাঁচিতে পারি।

---

১৭৩ সূক্ত

ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! (উদ্গাতা) এরূপে নভোব্যাপী সামগান করিতেছে, যে তুমি তাহা জানিতে পার। আমরা সেই বর্দ্ধমান ও স্বর্গপ্রদায়ী (স্তোত্র) অর্চ্চনা করি। হে স্বর্গীয় ইন্দ্র! দুগ্ধবতী, হিংসারহিতা ধেনুগণ, যাহাতে কুশাসনে উপবেশন কালে তোমার পরিচর্য্যা করে, সেইরূপে অর্চ্চনা করি।

২। হব্য প্রদায়ী (যজমান) হব্যপ্রদায়ী (অধ্বর্য্যু প্রভৃতির) সহিত ইন্দ্রকে স্বপ্রদত্ত হব্যদ্বারা অর্চ্চনা করেন, ইন্দ্র (তৃষিত) মৃগের ন্যায় দ্রুতবেগে (যজ্ঞস্থলে) উপস্থিত হইবেন। হে উগ্র ইন্দ্র! মর্ত্ত্য হোতা, স্তোত্রাভিলাষী নেতাগণকে স্তবকরতঃ স্ত্রীপুরুষে যজ্ঞ নিষ্পন্ন করিতেছেন।

৩। হোমনিষ্পাদক (অগ্নি) পরিমিত (গার্হপত্যাদি) স্থানে চতুর্দ্দিক ব্যাপিয়া রহিয়াছেন, এবং শরৎকালের ও পৃথিবীর গর্ভ (অর্থাৎ গর্ভ-স্থানীয় অন্ন) গ্রহণ করিতেছেন। অশ্বের ন্যায় শব্দ করিয়া, বৃষভের ন্যায় শব্দ করিয়া, অন্ন লইয়া আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে দূতস্বরূপ কথা কহিতেছেন।

৪। আমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রভূত ব্যাপ্তিশীল হব্য প্রদান করিব। দেবাভিলাষী যজমানগণ দৃঢ় স্তোত্র সম্পন্ন করিতেছেন। দর্শনীয় তেজো-বিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়ের ন্যায় গমনযোগ্য এবং রথে অবস্থিত ইন্দ্র আমাদিগের স্তোত্র সেবা করুন।

৫। হে হোতা! যে ইন্দ্র প্রভূত বলবিশিষ্ট, যিনি শৌর্য্যবান্, বলবান্, রথাবস্থিত, সমস্ত যোদ্ধাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ যোদ্ধা, বজ্রাদিবিশিষ্ট, ও মেঘাদির বিনাশক, তাঁহাকে স্তব কর।

৬। ইন্দ্র স্বীয় মহিমায় কর্ম্মনির্ব্বাহক যজমানগণকে (স্বর্গাদি ফল-দানে) সমর্থ; দ্যাবাপৃথিবী তাঁহার কক্ষপূরণে পর্য্যাপ্ত নহে। বৃজন (অর্থাৎ অন্তরীক্ষ) যেমন পৃথিবীকে বেষ্টন করিয়া থাকে, সেইরূপ তিনিও নিজ দীপ্তিতে (লোকত্রয়) ব্যাপ্ত করিতেছেন। বৃষভ যেরূপ অনায়াসে শৃঙ্গ ধারণ করে, অন্তরীক্ষে ইন্দ্র সেইরূপ স্বর্গকে অনায়াসে ধারণ করিতেছেন।

৭। হে শূর ইন্দ্র! তুমি যুদ্ধক্ষেত্রে সাধুগণের বলপ্রদ উৎকৃষ্ট মার্গ-স্বরূপ; মরুৎগণ তোমাকে স্বামী করিয়া আনন্দিত হয়। তাঁহারা তোমার পরিজন, তোমার আনন্দার্থ সকলে সমান আনন্দিত হইয়া তোমাকে ভূষিত করিবার চেষ্টা করিতেছেন।

৮। যদি অন্তরীক্ষস্থিত দ্যোতমান্ উদক্ প্রজাদিগের নিমিত্ত তোমাকে সুখী করে, যদি সমস্ত স্তোত্রাদি তোমার প্রীতি সমুৎপাদন করে, যদি তুমি বৃষ্টি প্রদানাদি কর্ম্মদ্বারা স্তোতৃদিগকে কামনা কর, তাহা হইলে তোমার সবন সুখকর হয়।

৯। হে ঈশ্বর ইন্দ্র! যাহাতে আমরা তোমার সখা হইতে পারি এবং স্তুতি দ্বারা রাজগণের ন্যায় (তোমার নিকট হইতে) অভীষ্ট লাভ করিতে

পারি (তাহাকর) । ইন্দ্র আমাদিগের স্তুতি কালে উপস্থিত থাকিয়া [illegible] সহকারে আমাদের যজ্ঞ, উক্ত স্তুতির সহিত লইয়া যাও ।

১০ । স্তুতি দ্বারা মনুষ্যদিগের মধ্যে [illegible] ব্যক্তিদিগকে যেরূপ সদয় করা যায়, আমরা ইন্দ্রকে সেইরূপ [illegible] । ইন্দ্র কেবল আমাদিগেরই হইবেন । হিতৈষিগণ যেমন সুশাসক [illegible] (পূজা করে) সেইরূপ আমাদিগের মধ্যে অবস্থানাভিলাষী [illegible] গণ হব্য প্রভৃতি দ্বারা ইন্দ্রের পূজা করিতেছেন ।

১১ । যজ্ঞপরায়ণ ব্যক্তি, যজ্ঞদ্বারা ই[illegible] করিতেছে ; কুটিলগতি ব্যক্তি মনে মনে চারি দিক চিন্তা করিতেছে[illegible], তীর্থপথে সম্মুখস্থিত জল(১) অবিলম্বে প্রীত করে, কিন্তু দীর্ঘপ[illegible] পিপাসিত ব্যক্তিকে নিরাশ করে ।

১২ । হে ইন্দ্র ! তুমি যুদ্ধকালে মরুৎগণে[illegible] আমাদিগকে ত্যাগ করিও না । কারণ হে বলবান্ ইন্দ্র ! তোমার [illegible] জ্ঞের ভাগ স্বতন্ত্র আছে । আমার ফলযুক্ত স্তুতি, মহান্, হবিষ্মান্ ও [illegible] সেচনকারী মরুৎগণকে বন্দনা করে ।

১৩ । হে ইন্দ্র ! এই স্তোম তোমারই । হে হরি[illegible]ন ! এই স্তোত্রদ্বারা তুমি আমাদিগের দেবযজনপথ জানিয়া লও, এবং [illegible] আগমনের জন্য আমাদিগের নিকট আইস ।

---

১৭৪ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । অগস্ত্য ঋষি ।

১ । হে ইন্দ্র ! তুমি (জগতের), এবং যে সকল দেবতা আছেন, তাঁহাদিগের রাজা । তুমি মনুষ্যদিগকে রক্ষা কর ; হে অসুর ! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর । তুমি সাধুদিগের পালক, ধনবান্ ও আমাদিগের উদ্ধারকর্তা । তুমি, সত্য, বলদাতা ও নিজের তেজে সমস্ত আচ্ছাদন করিয়াছ ।

---

১ । মূলে "ওকঃ" আছে, তাহার সচরাচর অর্থ বাসস্থান । "Home." বেদার্থযত্ন । কিন্তু সায়ণ করিয়াছেন "পানী যাদিকং সবনং ।" "Lake."—*Wilson.*

২। হে ইন্দ্র! তুমি যখন সাতটি শারদীপুরী(১) ভেদ করিয়াছিলে, তখন প্রজাগণকে সংযতবাক্য করিয়া সুখে দমন করিয়াছিলে(২), হে অনবদ্য! তুমি চলনশীল জল প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলে, তুমি তরুণ-বয়স্ক পুরুকুৎস রাজার জন্য বৃত্রকে বধ করিয়াছিলে।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি রাক্ষসনিবাস(৩) পুরীসকলে গমন কর, এবং তথা হইতে, হে পুরুহূত! অনুচর সহিত স্বর্গে গমন কর। তথায় অশোষক, ক্ষিপ্রগামী অগ্নিকে সিংহের ন্যায় রক্ষা কর, যেন উহা নিজগৃহে নিজ কর্ত্তব্য সাধন করিতে পারে।

৪। হে ইন্দ্র! তোমার শত্রুগণ (মেঘগণ) কুলিশের মহিমায় তোমার ক্ষমতা খ্যাপন করতঃ নিজ স্থানে শীঘ্র শয়ন করুক। তুমি যখন আয়ুধ লইয়া গমন কর, তখন [illegible] জল প্রেরণ কর, ও হরিগণের উপর আরোহণ কর। তুমি নিজসামর্থ্যে খাদ্যাদি প্রবর্দ্ধিত কর।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি যে যজ্ঞে কুৎস ঋষিকে কামনা কর, তথায় তোমার বশীভূত ঋজুগামী, বায়ুসদৃশ বেগশালী অশ্বদিগকে চালিত কর। তজ্জন্য সূর্য্য তাঁহার রথচক্রকে নিকটে আনয়ন করুন, এবং বজ্রবাহু ইন্দ্র সংগ্রাম-কারী শত্রুদিগের অভিমুখে আগমন করুন।

৬। হে হরিবাহন ইন্দ্র! তুমি স্তোত্রদ্বারা প্রবৃদ্ধ হইয়া দানরহিত ও যজমানগণের বিঘ্নকারীদিগকে বিনাশ করিয়াছ। যাহারা তোমাকে আশ্রয়-দাতা বলিয়া দেখিয়াছে, এবং যাহারা হব্যপ্রদানের জন্য মিলিত হইয়াছে, ও তাহারা তোমার নিকট সন্তান লাভ করে।

---

(১) বেদার্থযত্ন মতে, "শারদীপুরঃ" শব্দে শরৎনামক রাজার পুর। সায়ণ বলেন "সম্বৎসর পর্য্যন্তং দৃঢ়ীকৃতঃ।"

(২) যাস্ক এই অংশের ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "দনো বিশঃ ইন্দ্র মৃধ্রবাচঃ" অর্থাৎ দানশীল লোকদিগকে মৃদুভাষী কর। সায়ণ একবার বলিয়াছেন "দনো" অর্থে 'দমন করিয়াছে," "নিজের প্রজা দমন করিয়াছে," আবার বলিয়াছেন "দন" শব্দের বর্ণ পরিবর্ত্তন হইয়া "মদ" হইবে, এবং তদনুসারে অর্থ করিয়াছেন "অসুর-প্রজাগণকে শব্দ করাইয়াছ।"

(৩) মূলে "শূরপত্নীঃ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "রক্ষোভিঃ পালয়িত্রীঃ" এবং "মৃতঃ" অর্থ করিয়াছেন "পুরীঃ।" এই অর্থ অনুবাদে দিয়াছি; কিন্তু সঙ্গত বোধ হয় না।

৭। হে ইন্দ্র! অর্চনীয় অন্ন লাভের জন্য কবি(৪) তোমার স্তব করিতেছে, তুমি পৃথিবীকে দাসের শয্যা করিয়া দিয়াছ। মঘবা তিন ভূমিকে দানদ্বারা বিচিত্র করিয়াছেন, এবং দুর্য্যোণি রাজার জন্য কুযবাচকে হনন করিয়াছ।

৮। হে ইন্দ্র! নব্য ঋষিগণ তোমার সনাতন প্রসিদ্ধ বীরকর্ম্মের স্তুতি করে, তুমি অনেক হিংসকদিগকে সংগ্রাম নিবারণের জন্য বিনাশ করিয়াছ। তুমি দেবরহিত বিপক্ষ নগর সকল ভেদ করিয়াছ এবং দেব-রহিত শত্রুর অস্ত্র নত করিয়াছ(৫)।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুদিগের [illegible]উৎপাদক, তজ্জন্যই তুমি প্রবহমানা সিরানদীর ন্যায় তরঙ্গবিশিষ্ট [illegible] ভূমিতে পাতিত কর। হে শূর! যখন তুমি সমুদ্রকে পরিপূর্ণ কর, [illegible] তুমি তুর্ব্বসু ও যদুর মঙ্গলার্থ তাহাদিগকে পালন করিয়াছ।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি সর্ব্বকালে অ[illegible] শ্রেষ্ঠ রক্ষক হও এবং প্রজাদিগকে পালন কর। তুমি, আমাদিগের সৈন্[illegible]গকে বল প্রদান কর যেন অমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারি।

---

১৭৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে হরিবাহন ইন্দ্র! হর্ষকর, অভীষ্টবর্ষী, আহ্লাদকারী, অন্নবান্, এবং অপরিমিত দানবিশিষ্ট ও মহানুভাব সোম যেরূপ পাত্রে স্থাপিত হয়, তুমিও সেইরূপ হইয়া পান করিয়া (ধারণ কর), এবং অত্যন্ত হর্ষিত হও।

২। হে ইন্দ্র! হর্ষকর, অভীষ্টবর্ষী, তর্পয়িতা বরণীয়, সহায়বান্ শত্রুসৈন্যবিনাশক, অবিনাশী, সোম তোমার নিকট আগমন করুক।

---

(৪) সায়ণ বলেন যে কবি একজন ঋষির নামও হইতে পারে।

(৫) ৬, ৭ ও ৮ ঋকে অনার্য্য আদিমবাসী শত্রুদিগের কথা উল্লিখিত হইয়াছে।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি শূর, তুমি দাতা, আমি মনুষ্য, আমার মনোরথ পূর্ণ কর। তুমি সহায়বান্‌, অগ্নি যেমন শিখাহারা পাত্রকে দগ্ধ করে, তুমি সেইরূপ ব্রতরহিত দস্যুকে দগ্ধ কর।

৪। হে মেধাবী ইন্দ্র! তুমি ঈশান, তুমি নিজ সামর্থ্যে সূর্য্যের একখানি চক্র হরণ করিয়াছ(১)। শুষ্ণকে বধ করিবার জন্য কর্ত্তনসাধন বজ্র লইয়া, বায়ুবৎ বেগশালী অশ্বের সহিত আগমন কর।

৫। হে ইন্দ্র! তোমার হর্ষ সর্ব্বাপেক্ষা বলবিশিষ্ট এবং তোমার ক্রতু সর্ব্বাপেক্ষা অন্নবান্‌। হে বহু-অশ্বদাতা ইন্দ্র! তোমার বৃত্রঘাতী, ধনদায়ী হর্ষ ও ক্রতু অনু[illegible] কর।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি প্রাচীন স্তোতৃদিগের প্রতি, তৃষ্ণার্ত্তের নিকট জলের ন্যায় হইয়াছিলে। অতএব আমরা বারম্বার তোমার স্তুতি করিতেছি। যেন অন্ন, বল[illegible] দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারি।

---

১৭৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে সোম! তুমি ধনপ্রাপ্তির জন্য ইন্দ্রকে আনন্দিত কর। তুমি অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের মধ্যে প্রবেশ কর। তুমি প্রীত হইয়া শত্রুদিগকে বিনাশ করতঃ ক্রমেই ব্যাপ্ত হও, অতএব নিকটে কোন শত্রুকে আসিতে দাও না।

২। ইন্দ্র মনুষ্যদিগের এক অধীশ্বর। তিনি রীতি অনুসারে যবক্ষেত্রের ন্যায় আমাদিগের অভীষ্ট সার্থক করেন।

৩। যে ইন্দ্রের হস্তদ্বয়ে পঞ্চক্ষিতির(১) সর্ব্বপ্রকার ধন আছে, সেই ইন্দ্র, যে আমাদিগকে দ্রোহ করে, তাহাকে দিব্য অশনির ন্যায় বিনাশ করুন।

---

(১) পূর্ব্বে সূর্য্যের রথে দুইখানি চক্র ছিল, ইন্দ্র তাহার একখানি হরণ করিয়াছিলেন। সায়ণ।

---

(১) ৭ সূক্তের ৯ ঋকের টীকা দেখ।

৪। হে ইন্দ্র! যে সকল লোকে সোমাভিষব করে না, এবং যাহাদিগকে লাভ করা দুঃসাধ্য, তাহাদিগকে হত্যা কর, যেহেতু তাহারা তোমার সুখের হেতু নহে। উহাদিগের ধন আমাদিগকে প্রদান কর, তোমার স্তোতাই ধন প্রাপ্ত হয়(২)।

৫। হে সোম! যে বিবিধ কর্ম্মকারী (যজমানের) অর্চ্চন সাধনমন্ত্রে তুমি সর্ব্বদা অবস্থিতি কর, তাহাকেই তুমি রক্ষা কর। হে সোম! ইন্দ্রের সংগ্রামে অন্নের জন্য অন্নবান্ ইন্দ্রকে রক্ষা কর।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি প্রাচীন স্তোতৃগণের প্রতি, তৃষ্ণার্ত্তের নিকট জলের ন্যায় হইয়াছিলে, অতএব আমরা বারম্বার তোমার সুখকর, প্রসিদ্ধ স্তুতি করিতেছি, যেন অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারি।

---

১৭৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। মনুষ্যদিগের প্রীতিপ্রদ, সকল লোকের অভীষ্টবর্ষী, মনুষ্যগণের, স্বামী, বহুলোকের আহূত ইন্দ্র (আমাদিগের নিকট আগমন করুন)। হে ইন্দ্র! আমাদিগের স্তুতি গ্রহণ করিয়া যুবা হরিদ্বয়কে রথে যোজনা করতঃ হব্য গ্রহণের জন্য ও রক্ষার্থ আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর।

২। হে ইন্দ্র! তোমার যে যুবা, উৎকৃষ্ট, ও মন্ত্রদ্বারা রথে যোজনীয় এবং বর্ষণকারী রথবিশিষ্ট অশ্ব আছে তাহাতে আরোহণ কর, এবং তাহাদিগের সহিত আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর। হে ইন্দ্র! সোমাভিষবে আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি, অভীষ্টবর্ষী রথে আরোহণ কর, কারণ তোমার জন্য অভীষ্টবর্ষী সোম অভিষুত হইয়াছে এবং মধুর (ঘৃতাদি) প্রস্তুত আছে। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! তুমি অভীষ্টবর্ষী হরিদ্বয়কে যোজনা করতঃ যজমানগণের অনুগ্রহার্থ বেগবান্ রথে আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর।

---

(২) ১, ৩, ৪, ঋকে অনার্য্য আদিমবাসীগণের কথা।

৪। হে ইন্দ্র! এই যজ্ঞ দেবগণের উদ্দেশে গমন করিতেছে। এই যজ্ঞীয় পাত্র, এই সকল মন্ত্র, এই স্রুত সোম ও এই আস্তীর্ণ বর্হি (তোমারই জন্য সম্পাদিত হইয়াছে)। তুমি শীঘ্র আগমন কর, উপবেশন করতঃ সোম পান কর, যজ্ঞস্থলে হরিদ্বয়কে ছাড়িয়া দাও।

৫। হে ইন্দ্র! (আমাদিগের কর্তৃক) সম্যক্ প্রকারে স্তুত হইয়া মাননীয় স্তোতার মন্ত্র উপলক্ষ করিয়া আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর। আমরা স্তুতি করতঃ তোমার আশ্রয় প্রাপ্ত হইয়া সুখে বাসস্থান লাভ করিব, এবং অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করিব।

---

১৭৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! যাহাদ্বারা তুমি স্তোতৃগণের রক্ষায় সমর্থ হও, তোমার সেই সমৃদ্ধি সর্বত্র প্রসিদ্ধ আছে। তুমি আমাদিগের মহৎ করিবার অভিলাষটী নষ্ট করিও না। তোমার যে প্রাপ্তব্য, ভোগ্য বস্তু আছে, সমস্তই যেন প্রাপ্ত হই।

২। পরস্পর ভগিনীস্বরূপ (অহোরাত্রি) স্বীয় জন্মস্থানে যে বৃষ্টিরূপ কর্ম্ম করিতেছেন, রাজা ইন্দ্র যেন আমাদিগের সেই কর্ম্ম নাশ না করেন। বলের হেতুভূত হব্য ইন্দ্রের জন্য ব্যাপ্ত হইতেছে, ইন্দ্র আমাদিগকে সখ্য ও অন্ন প্রদান করুন।

৩। বিক্রমশালী ইন্দ্র, যুদ্ধনেতা (মরুৎগণের সহিত) যুদ্ধে জয়লাভ করতঃ, অনুগ্রহপ্রার্থী স্তোতার আহ্বান শ্রবণ করেন। যখন নিজেই স্তুতিবাক্য স্বীকারে অভিলাষী হয়েন, তখন হব্যপ্রদায়ী যজমানের নিকটে রথ লইয়া যান।

৪। ইন্দ্র উত্তম অন্নলাভেচ্ছায় যজমানপ্রদত্ত অন্ন প্রচুর পরিমাণে আহার করেন, এবং সহায়বান্ যজমানের (শত্রুদিগকে) পরাজিত করেন। বিবিধ আহ্বানধ্বনিযুক্ত সংগ্রামে সত্যপালক ইন্দ্র যজমানের কর্ম্মব্যাপন করতঃ হব্য স্বীকার করিতেছেন।

৫। হে ইন্দ্র! আমরা তোমাকে সহায় লাভ করিয়া যে শত্রুগণ আপনাদিগকে অবধ্য বলিয়া বিবেচনা করিতেছে, তাহাদিগকে বিনাশ করিব। তুমি আমাদিগের রক্ষক এবং তুমি আমাদিগের বর্দ্ধক হও, যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারি।

---

১৭৯ সূক্ত।

(এই সূক্ত কোনও দেবতা সম্বন্ধে রচিত [illegible] নাই, অগস্ত্য ও তাঁহার স্ত্রী ও শিষ্যের মধ্যে কথোপকথন মাত্র, অতএব তাঁহারা এই সূক্তের ঋষি। কথোপকথনের বিষয় অনুসারে রতি (অর্থাৎ সম্ভোগ [illegible]) ইহার দেবতা বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে)।

(লোপামুদ্রা) রূপু [illegible]

১। (হে অগস্ত্য)! বহু সম্বৎসর হইতে [illegible] আমি রাত্রিদিন ও জরাসমুৎপাদক উষাতে (তোমার সেবা করি[illegible]) শ্রান্ত হইয়াছি। জরা শরীরের সৌন্দর্য্য নাশ করিতেছে। এক্ষণে কি [illegible] স্ত্রীর নিকট গমন করুক।

২। (হে অগস্ত্য)! যে সকল পুরাতন সত্য[illegible] ঋষিগণ দেবতাদের সহিত সত্য কথা বলিতেন তাঁহারাও রেতঃ[illegible] করিয়াছেন, অন্ত [illegible] নাই। পুরুষ স্ত্রীর নিকটে গমন করুক।

(অগস্ত্য)।

৩। আমরা বৃথা শ্রান্ত হই নাই, যেহেতু দেবতারা রক্ষা করিতেছেন। আমরা সমস্ত ভোগই উপভোগ করিতে পারি। যদি আমরা উভয়ে চেষ্টান্বিত হই, এই জগতে আমরা শত ভোগপ্রাপ্তিসাধন লাভ করিতে পারিব।

৪। যদিও আমি জপ ও সংযমে নিযুক্ত, তথাপি এই কারণেই হউক বা অন্য কারণেই হউক আমার কাম উপস্থিত হইয়াছে। লোপামুদ্রা সেচনসমর্থ পতিতে সঙ্গত হউন, অধীরা যোষিৎ, ধীর ও মহাপ্রাণ পুরুষকে উপভোগ করুক।

(শিষ্য)(১) ।

৫। হৃদয় মধ্যে পীত এই সোমের নিকট একান্ত প্রার্থনা করিতেছি যে সোম আমাকে সুখী করুন। মনুষ্য বহুকামনাবান্।

৬। অগস্ত্য উগ্র [illegible] উপায় অবলম্বন করিয়া (২), বহু পুত্র ও বল কামনা করিয়া, সেই উগ্রঋষি উভয় [illegible] বস্তুই(৩) পোষণ করিয়াছিলেন; এবং দেবগণের নিকট সত্য আশী[illegible]দ প্রাপ্ত হইয়া ছিলেন।

---

১৮০ সূক্ত ।

অ[illegible]দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয় [illegible]দিগের শোভনগামী অশ্বগণ যখন তোমাদিগকে লইয়া অভিমত [illegible] গমন করে, তখন তোমাদিগের হিরণ্ময় রথের নেমি সকল [illegible] প্রদান করে। অতএব তোমরা ঊষাকালে সোমপানকরতঃ যজ্ঞে [illegible]সিয়া মিলিত হও।

২। হে সর্বজ্ঞ [illegible] অশ্বিদ্বয় যখন তোমাদিগের ভগি[illegible]স্থানীয় (ঊষা প্রস্তুত হয়েন, হে [illegible]মধুপায়ী অশ্বিদ্বয়! যখন বল ও অন্নের জন যজমান তোমাদিগকে [illegible]ব করে, তখন তোমাদিগের সতত সঞ্চারী বিচিত্র গতিবিশিষ্ট, মনুষ্যদিগের হিতকর, ও বিশিষ্টরূপে পূজনীয় রথ নিম্নাভিমুখে প্রেরণ কর।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ধেনুসমূহে দুগ্ধস্থাপন করিয়াছ। তোমরা ধেনুগণের উধোদেশে পূর্ব্ববর্ত্তী পক্বদুগ্ধ স্থাপিত করিয়াছ। হে সত্যরূপ অশ্বিদ্বয়! বনবৃক্ষসমূহমধ্যে চৌরের ন্যায় (সর্ব্বদা জাগরূক,) বিশুদ্ধস্বভাব হবিষ্মান্ যজমান, হবির্বিশিষ্ট যজ্ঞে তোমাদিগের স্তুতি করিতেছেন।

---

(১) অগস্ত্য ও লোপামুদ্রার সম্ভোগসংলাপ শ্রবণ করিয়া প্রায়শ্চিত্তকরিবার অভিলাষে শিষ্য পরের দুইটি ঋক পাঠ করিয়াছিলেন। যাহারা প্রযত হইয়া এ দুইটি মন্ত্র জপ করে, তাহাদিগের সকল অভিলাষ পূর্ণ হয়। সায়ণ।

(২) মূলে "খন মানঃ খনিত্রৈঃ" আছে, অর্থাৎ" খনিত্রদ্বারা খনন করিয়া

(৩) কাম ও তপঃ। সায়ণ।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সাহায্যাভিলাষী অত্রি মুনির জন্য [illegible] পয়ঃ ও ঘৃতকে জলপ্রবাহের ন্যায় করিয়াছিলে। অতএব হে [illegible] অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের জন্য অগ্নিতে [illegible] করা যাইতেছে, এবং [illegible] প্রদেশে রথচক্রের ন্যায়, সোমরস, তোমাদিগের প্রতি আবর্ত্তন করিতেছে।

৫। হে দস্রদ্বয়! জীর্ণ তুগ্র রাজার [illegible] ন্যায় আমি স্তুতিবাক্য দ্বারা অভিমত লাভের জন্য তোমাকে যাগাদে[illegible] আনয়ন করিব। তোমাদিগের মহিমায় দ্যাবাপৃথিবী পরস্পর মিলিত [illegible] য়াছে। হে যজনীয় অশ্বিদ্বয়! জরাজীর্ণ (এই ঋষি) যেন পাপ হইতে [illegible] মুক্ত হইয়া দীর্ঘ জীবন লাভ করিতে পারে।

৬। হে শোভন দানযুক্ত অশ্বিদ্বয়! যখন [illegible] মরা নিযুৎ অশ্বদিগকে(১) যোজনা কর, তখন অন্নদ্বারা পৃথিবী পরিপূ[illegible]। অতএব স্তোতা বায়ুর ন্যায় শীঘ্র তোমাদিগের দুইজনকে তৃপ্ত [illegible] করুন। প্রশস্ত কর্ম্মবান্ ব্যক্তির ন্যায় স্তোতা আপনার মহত্ত্বের জন্য [illegible] স্বীকার করিতেছেন।

৭। আমরাও তোমাদিগের স্তোতা ও সত্যপ্র[illegible] হইয়া বিবিধ স্তব করিতেছি। দ্রোণ কলশ স্থাপিত হইয়াছে, হে [illegible] নন্দনীয় অতীষ্টবর্ষী অশ্বিদ্বয়! দেবতাগণের সমীপে সোমপান কর।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! কর্ম্মনির্ব্বাহক লোকদিগের [illegible] মধ্যে শ্রেষ্ঠ অগস্ত্য ঋষি গ্রীষ্ম দুঃখনিবারক প্রস্রবণ লাভের জন্য শব্দো[illegible] দক শঙ্খাদির ন্যায় সহস্র পরিমিত স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে প্রতিদিবস প্র[illegible] বোধিত করিতেছেন।

৯। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা রথের মহিমায় [illegible] ধারণ কর, হে গমনশীল অশ্বিদ্বয়! যজমানের হোতার ন্যায়, তোমরা গমনাগমন কর, স্তোতৃদিগকে ফল প্রদান কর, উত্তম অশ্বসমূহ প্রদান [illegible]। অতএব হে দানশীলদ্বয়! আমরা ধনলাভ করিব।

১০। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের স্তুতিযোগ্য, নব্য, আকাশবিহারী, অক্ষয় চক্রবিশিষ্ট রথলাভের জন্য স্তোত্রদ্বারা উহাকে আহ্বান করিতেছি। যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারি।

---

(১) ১৬৭ সূক্তের ২ ঋকের টীকা দেখ।

১৮১ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে প্রিয়তম অশ্বিদ্বয়! তোমরা কবে অন্ন ও ধন উপরিদেশে লইয়া যাইবে যে, যজ্ঞ সমাপন করিবার ইচ্ছা করতঃ জল নিম্নে পাতিত করিতে পারিবে। হে ধনধারী ও মনুষ্যের আশ্রয়দাতা অশ্বিদ্বয়! এ যজ্ঞে তোমাদিগেরই প্রশংসা করিতেছে।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের দীপ্তিবিশিষ্ট, বৃষ্টিপানকারী, বায়ুবৎ বেগবিশিষ্ট, স্বর্গীয়, [illegible]শীল, মনের ন্যায় বেগবান, তরুণবয়স্ক ও কমনীয় পৃষ্ঠযুক্ত অশ্ব[illegible] তোমাদিগকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন।

৩। হে উন্নতস্থ[illegible] ও রথাধিষ্ঠিত অশ্বিদ্বয়! ভূমির ন্যায় অত্য[illegible] বিস্তৃত, উৎকৃষ্টবন্ধুর[illegible] বর্ষণসমর্থ মনের ন্যায় বেগশালী, অহঙ্কা[illegible] বিশিষ্ট, ও যজনীয় [illegible] যজ্ঞে আগমন করুক।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা এই২ স্থানে জন্মিয়াছ(১) এ[illegible] পাপশূন্য। তোমাদিগের শরীরসৌন্দর্য্য এবং নাম মহিমাহেতু আ[illegible] পুনঃপুনঃ তোমাদিগের স্তব করিতেছি। তোমাদিগের মধ্যে একজন য[illegible] প্রবর্ত্তক হইয়া জগদ্ধারণ করিতেছেন, আর একজন দ্যুলোকের পু[illegible] স্বামীর হইয়া বিবিধ রশ্মি ধারণকরতঃ জগৎধারণ করিতেছেন।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের মধ্যে (একজনের) শ্রেষ্ঠ পিশঙ্গ (রথ) ইচ্ছানুসারে আমাদিগের যাগগৃহে গমন করুক। আর একজনে[illegible] হরিনামক অশ্বদ্বয়কে মনুষ্যেরা মথননিষ্পাদিত খাদ্য ও স্তুতিদ্বারা [illegible] করুক।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের মধ্যে একজন মেঘগণকে বি[illegible] করেন; তিনি; ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুদিগকে নিঃসারিত করতঃ হব্য অ[illegible] লাভে বহু অন্নদানের জন্য গমন করেন। অন্যের গমনের জন্য (যজমান[illegible]

(১) "ইহেহ জাতৌ।" সায়ণ ইহার অর্থ করিয়াছেন মধ্যম ও উত্তম [illegible] জন্মিয়াছ, অর্থাৎ চন্দ্র ও সূর্য্য রূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছ।

হব্যদ্বারা তাঁহাকে প্রীত করে; তাঁহার প্রেরিতা ব্যাপ্তিমতী, তীরলঙ্ঘিনী নদীগণ আমাদিগের নিকট আগমন করিতেছে।

৭। হে বিধাতা অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের স্থিরতা প্রাপ্তির নিমিত্ত অত্যন্ত স্থিরা স্তুতি সৃষ্ট হইতেছে। তাহারা তিনপ্রকারে(২) তোমাদিগের নিকট গমন করিতেছে; তোমরা প্রশংসিত হইয়া যাচমান যজমানকে রক্ষা কর; গমন করিয়া অথবা স্থির হইয়া তাঁহার আহ্বান শ্রবণ কর।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের [illegible]গুরূপের স্তুতি কুশবরবিশিষ্ট যজ্ঞসাধনে যজমানদিগকে প্রীত করুক। হে অভীষ্টবর্ষিদ্বয়! তোমাদিগের মেঘ, জলবর্ষণ করতঃ উদকসেকের ন্যায় মনুষ্যদিগকে ধনদান করতঃ প্রীত করুক।

৯। হে অশ্বিদ্বয়! পূষার ন্যায় বহুপ্রজ্ঞ[illegible]মী হবিষ্মান্ যজমান, অগ্নিও উষার ন্যায় তোমাদিগকে স্তব করিতেছি। যখন পরিচর্য্যারত স্তোতা স্তব করেন, তখন যজমানও স্তব করেন [illegible] যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারি।

---

১৮২ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে মনীষী ঋত্বিগ্‌গণ! আমাদিগের এইরূপ সংস্কার হইতেছে যে, অশ্বিদ্বয়ের অভীষ্টবর্ষী রথ উপস্থিত। তাঁহাদিগের অভিমুখে গমন কর, ও তাঁহাদিগকে সম্ভাবনা কর। তাঁহারা সুকৃতকারীর কর্ম্ম সম্পাদন করেন, তাঁহারা স্তুতিযোগ্য, তাঁহারা বিশ্পলার উপকার করিয়াছিলেন, তাঁহারা স্বর্গের নপ্তা, এবং তাঁহাদিগের কর্ম্ম শুচি।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা নিশ্চয়ই ইন্দ্রশ্রেষ্ঠ, স্তুতিযোগ্য, মরুৎশ্রেষ্ঠ, শত্রুনাশক, উৎকৃষ্ট কর্ম্মকারী, রথবান্, এবং রথিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

---

(২) মন্ত্রাদি ভেদে তিন প্রকার।

তোমরা মধুপূর্ণ, সমন্তাৎ সম্বদ্ধ রথ বহন কর। সেই রথে অনুগ্রহ করিয়া হব্য প্রদায়ীর নিকট গমন কর।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! এখানে কি করিতেছ? এখানে কেন রহিয়াছ? হব্যশূন্য যে কোন ব্যক্তি পূজনীয় হইয়াছে তাহাকে পরাভব কর, পনির(১) প্রাণবিনাশ কর। আমি মেধাবী, তোমার স্তুতি অভিলাষী, আমাকে জ্যোতিঃ প্রদান কর।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! জঘন্য শব্দকরতঃ কুক্কুরের ন্যায় যাহারা আমাদিগেকে বিনাশ করিতে আসিতেছে তাহাদিগকে বিনাশ কর; তাহারা সংগ্রাম করিতে চাহে, তাহাদিগকে মারিয়া ফেল। তাহাদিগকে মারিবার উপায় তোমরা জান(২)। আমাদিগকে যাহারা স্তুতি করে, তাহাদিগের প্রত্যেক কথা রত্নবতী কর। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা উভয়ে আমার স্তুতি রক্ষা কর।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা তুগ্রনামক রাজার পুত্রের জন্য সমুদ্রজলে প্রসিদ্ধ, দৃঢ়, পক্ষবিশিষ্ট, নৌকা নির্ম্মাণ করিয়াছিলে। এই নৌকাদ্বারা দেবগণের মধ্যে তোমরাই অনুগ্রহ করতঃ তাহাকে উত্তোলন করিয়াছিলে, এবং অনায়াসে আসিয়া মহাসমুদ্র হইতে উদ্ধার করিয়াছিলে।

৬। জলমধ্যে নিম্নমুখে পাতিত তুগ্রপুত্র অবলম্বনরহিত অন্ধকার মধ্যে অত্যন্ত পীড়িত হইয়াছিলেন। অশ্বিদ্বয়ের প্রেরিত, জলমধ্যে প্রবিষ্ট, চারিখানি নৌকা তাঁহাকে প্রাপ্ত হইয়াছিল।

৭। তুগ্রপুত্র, যাচমানহইয়া জলমধ্যে যে নিশ্চল বৃক্ষকে আলিঙ্গন করিয়াছিলেন, সে বৃক্ষটী কি? হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা তাহাকে নিরাপদে উত্তোলন করিয়া বিপুল কীর্ত্তিলাভ করিয়াছ।

৮। হে নরাকার অশ্বিদ্বয়! তোমার পূজাকারীরা যে স্তব করিয়াছে তাহা তুমি গ্রহণ কর। হে অশ্বিদ্বয়! অদ্য যজ্ঞসম্বন্ধীয় সোমযাগ সম্পাদক স্তোত্রে প্রস্তুত হও, যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারি।

(১) সায়ণ এখানে পনি শব্দের অর্থ বণিক, লুব্ধক, অদাতা করিয়াছেন।
(২) ৩, ৪, ঋকে যজ্ঞবিরোধী অনার্য্যদিগের কথা।

১৮৩ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। হে অভীষ্টবর্ষী অশ্বিদ্বয়! যে রথ মনের অপেক্ষাও বেগশালী যাহার তিনটী বন্ধুর ও তিনখানি চক্র আছে, যাহা অভীষ্টবর্ষী ও ধাতুত্রয়-বিশিষ্ট, যে রথে আরোহণ করিয়া, পক্ষী যেরূপ পক্ষবলে গমন করে, সেইরূপ তোমরা সুকৃতকারীর গৃহে গমন কর, সে রথ যোজনা কর।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা সঙ্কল্প[illegible] হইয়া হব্যের নিমিত্ত যে রথে আরোহণ কর, তোমাদিগের সুন্দররূপে [illegible]কারী সেই রথ দেবযজন ভূমির অভিমুখে গমন করিতেছে। তোমা[illegible]র শরীরের হিতকর স্তুতি তোমাদিগের সহিত মিলিত হউক, তোমরা [illegible]কের দুহিতা ঊষার সহিত সঙ্গত হও।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! যে রথ হবিষ্মান্ যজমা[illegible] কর্ম্ম লক্ষ্য করিয়া গমন করে; হে নরাকার নাসত্যদ্বয়! তোমরা যে র[illegible] যজ্ঞশালায় যাইতে ইচ্ছা কর, সুন্দররূপে আবর্ত্তনকারী সেইরথে আরো[illegible] করতঃ যজমানের পুত্রলাভ ও আপনার হিতলাভের জন্য যজ্ঞগৃহে গ[illegible] কর।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের অনুগ্রহে বৃক[illegible] ও বৃকীগণ আমাকে যেন ধর্ষণা না করে। তোমরা আমাকে ত্যাগ করি[illegible] অন্যকে দান করিও না। হে অশ্বিদ্বয়! এই তোমাদের হব্য ভাগ রহি[illegible]ছে, এই তোমাদের স্তুতি হইতেছে, এই তোমাদের জন্য সোমরসের পাত্র [illegible]হয়াছে।

৫। হে দস্রদ্বয়! যেমন পথিক গন্তব্য পথে[illegible] জন্য পথপ্রদর্শক ব্যক্তিকে আহ্বান করে, সেইরূপ গোতম, পুরুমীঢ়, ও অত্রি হব্য গ্রহণ করতঃ তৃপ্ত করিবার জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। হে অশ্বিদ্বয়! আমার আহ্বানের অভিমুখে আগমন কর।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! (তোমাদের অনুগ্রহে) আমরা তমঃ পারে উত্তীর্ণ হইব, তোমাদিগের উদ্দেশে এই স্তব রচিত হইয়াছে। দেবতাগণের গন্তব্য পথে যজ্ঞে আগমন কর, তাহা হইলে আমরা অন্ন, বল, দীর্ঘায়ু লাভ করিতে পারি।

পঞ্চম অধ্যায়।

১৮৪ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। উষা তমোবিনাশ করিতে আরম্ভ করিলে, আমরা অদ্যকার যাগে এবং অপর যাগে তোমাদিগের [illegible]ক আহ্বান করি। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা অসত্যরহিত ও দ্যুলোক[illegible]নেতা, তোমরা যে কোন স্থানেই থাক, আর্য্যস্তুতিকারক উক্‌থ মন্ত্রদ্বারা [illegible]ট দানশীল যজমানের জন্য তোমায় স্তুতি করিতেছে।

২। হে অভীষ্টবর্ষী অশ্বিদ্বয়! তোমরা [illegible] হৃষ্ট হইয়া আমাদিগের তৃপ্তি উৎপাদন কর, এবং পণিগণকে [illegible] বিনাশ কর। হে নেতৃদ্বয়! তোমাদিগকে অভিমুখী করণার্থ, আমি [illegible] তৃপ্তিপ্রদ স্তুতি করিতেছি তাহা শ্রবণ কর, কারণ তোমরা স্তুতির অন্বে[illegible] ও সঞ্চয়কর্ত্তা।

৩। হে নাসত্যদ্বয়! হে পূষা(১)! তোমরা শ্রেয়োলাভের জন্য তীরের ন্যায় শীঘ্রগামী হইয়া সূর্য্যতনয়াকে লইয়া য[illegible] যজ্ঞকালে সম্পাদিত স্তুতি পূর্ব্ব যুগের ন্যায় মহৎ বরুণের(২) তু[illegible] নিমিত্ত তোমাদিগকে স্তব করিতেছে।

৪। হে মধুপাত্রযুক্ত অশ্বিদ্বয়! তোমরা কবি ম[illegible]ন্যর স্তুতি স্বীকার কর এবং তোমাদিগের দান আমাদিগের উদ্দেশেই প্রদত্ত হউক। হে শুভফলপ্রদায়ী অশ্বিদ্বয়! মনুষ্যেরা অন্নের ইচ্ছায় এবং বীর্য্যশালী যজমানের হিতার্থ, তোমাদিগের সহিত হর্ষযুক্ত হউক।

---

(১) এস্থলে পূষণ্ শব্দে সূর্য্য ও চন্দ্রমারূপী অশ্বিদ্বয়কে বুঝাইতেছে। সায়ণ।

(২) "বরুণ" শব্দ সায়ণাচার্য্যের মতে কোন দেবতার নাম না বুঝাইয়া এস্থলে "পাপনিবারক যাগ" এই অর্থে প্রয়োগ করা হইয়াছে।

৫। হে অন্নবান্ অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের জন্য হব্যের সহিত এই পাপবিনাশক স্তোম রচিত হইয়াছে। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা অগস্ত্যের প্রতি তুষ্ট হইয়া যজমানের পুত্রাদি ও আপনার সুখভোগের নিমিত্ত যজ্ঞভূমিতে আগমন কর।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! (তোমাদিগের অনুগ্রহে) আমরা তমঃপারে উত্তীর্ণ হইব, তোমাদিগের উদ্দেশে এই স্তব রচিত হইয়াছে। দেবতাগণের গন্তব্য পথে যজ্ঞে আগমন কর, [illegible] আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিতে পারি।

---

১৮৫ সূক্ত।

দ[illegible]বী দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। দ্যু ও পৃথি[illegible]দিগের মধ্যে কে প্রথম উৎপন্ন হইয়াছেন, কে পরে উৎপন্ন হইয়াছে[illegible] নিমিত্ত উৎপন্ন হইয়াছেন, হে কবিগণ! একথ কে জানে? উহারা আ[illegible] উপর নির্ভর না করিয়া সমস্ত জগৎ ধারণ করেন এবং দিবা ও রাত্রির [illegible] চক্রবৎ পরিবর্তিত হইতেছেন।

২। পাদরহি[illegible] অবিচলা দ্যাবাপৃথিবী সচল ও পাদযুক্ত গর্ভস্থি (প্রাণীসমূহকে) পি[illegible]তার ক্রোড়ে পুত্রের ন্যায় ধারণ করিতেছেন। [illegible] দ্যাবাপৃথিবী! আ[illegible]দিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা কর।

৩। আমি [illegible]দিতির নিকট পাপরহিত, অক্ষীণ, হিংসারহি অন্নবিশিষ্ট স্বর্গতুল্য ধন প্রার্থনা করি। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোম স্তবকারী (যজমানের জন্য) সেই ধন উৎপাদন কর। হে দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা কর।

৪। আমরা দ্যোতমান দিবা ও রাত্রি সম্বন্ধীয় উভয় বিধ ধনের [illegible] দুঃখ রহিত ও অন্নের দ্বারা তৃপ্তকারী দ্যাবাপৃথিবীর যেন অনুগত হই পারি; সমস্ত দেবগণ তাঁহাদিগের পুত্র। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমাদিগ মহাপাপ হইতে রক্ষা কর।

৫। পরস্পর সংসক্ত, সদাতরুণ, সমান সীমাবিশিষ্ট, ভগিনীভূত, বন্ধুসদৃশ দ্যাবাপৃথিবী, পিতা মাতার ক্রোড়স্থিত এবং ভূতসমূহের নাভি-স্বরূপ (জল) ঘ্রাণ করতঃ, আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা করুন।

৬। আমি দেবগণের প্রীতির নিমিত্ত বিস্তীর্ণ নিবাসভূত ও মহা-ভাব ও শস্যাদি সমুৎপাদক দ্যাবাপৃথিবীকে যজ্ঞের জন্য আ[illegible] করি। ইহাদিগের রূপ আশ্চর্য্য, ইহারা জ[illegible]রণ করেন। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা ক[illegible]।

৭। মহৎ, পৃথু, বহুআকার বিশি[illegible] [illegible]ন্ত দ্যাবাপৃথিবীকে আমি যজ্ঞস্থলে নমস্কার মন্ত্রদ্বারা স্তব করি [illegible] সৌভাগ্যবতী উদ্ধারকুশলা দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা বিশ্বধারণ কর, [illegible] আমাদিগকে মহাপাপ হইতে রক্ষা কর।

৮। আমরা দেবতাগণের নিকট সর্ব্বদা [illegible] সকল অপরাধ করিয়া থাকি, বন্ধু ও জামাতার(১) প্রতি যে সকল [illegible] করিয়া থাকি, আমা-দিগের এই যজ্ঞ সেই সকল পাপ অপনোদন [illegible] সমর্থ হউক।

৯। স্তুতিযোগ্য ও মনুষ্যদিগের হিতকর দ্যাবাপৃথিবী আমাকে আশ্রয় প্রদান করুন। আশ্রয়দাত্রী দ্যাবাপৃথিবী আ[illegible] দিগের জন্য আমার সহিত মিলিত হউন। হে দেবগণ! আমরা তোমা[illegible]গের স্তোতা; অন্নদ্বারা তোমাদিগের তৃপ্তিসাধন করতঃ প্রচুর দানার্থ [illegible] অন্ন ইচ্ছা করি।

১০। আমি প্রজ্ঞাবান, আমি দ্যাবাপৃথিবীর [illegible] চারিদিকে প্রকা-শের জন্য অতি উৎকৃষ্ট স্তোত্র করিয়াছি। পিতা[illegible] [illegible] নিন্দনীয় পাপ হইতে আমাকে রক্ষা করুন, এবং আমাদিগকে [illegible] নিকটে রাখিয়া তৃপ্তিকর বস্তুদ্বারা পালন করুন।

১১। হে পিতঃ! হে মাতঃ! এই যজ্ঞে তোমাদিগের উদ্দেশে যে স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছি, হে দ্যাবাপৃথিবী! তাহা সার্থক হউক। আশ্রয়দান দ্বারা তোমরা স্তোতৃগণের সমীপবর্ত্তী হও; যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘায়ুঃ লাভ করিতে পারি।

(১) মূলে "জাস্পতিং" আছে। "জাঃ পুত্র ঃ। তাসাং পতিং জামাতরং।" সায়ণ।

১৮৬ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। অগস্ত্য ঋষি।

১। বিশ্বানর সবিতা আমাদিগের স্তুতিহেতু ইলাদিগের সহিত যজ্ঞ স্থলে আগমন করুন(১)। হে যুবগণ। আমাদিগের যজ্ঞে ইচ্ছাপূর্ব্বক (আগমন করতঃ) সমস্ত জগতের ন্যায় আমাদিগকেও হৃষ্ট কর।

২। শত্রুদিগের আক্রমণকারী মিত্র, বরুণ ও অর্য্যমা এই সকলে সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া আগমন করুন, সকলে আমাদিগের বর্দ্ধয়িতা হউন এবং শত্রুদিগকে অভিভব করতঃ আমাদিগের অন্ন যাহাতে হীন না হয়, তাহা করুন।

৩। (হে দেবগণ) আমি ত্বরমান ও তোমাদিগের ন্যায় প্রীতিযুক্ত হইয়া তোমাদিগের শ্রেষ্ঠ অতিথি অগ্নিকে স্বস্তিমন্ত্রদ্বারা স্তব করি। উত্তম কীর্ত্তিযুক্ত সূরী বরুণ আমাদিগেরই হউন, ও শত্রুদিগের প্রতি হুঙ্কারকরতঃ আমাদিগকে অন্নদ্বারা পূর্ণ করুন।

৪। হে দেবগণ! আমরা দিবারাত্রি নমস্কার করতঃ পাপজয়ের জন্য দোহবতী ধেনুর ন্যায় তোমাদিগের নিকট উপস্থিত হইতেছি। আমরা যথাসময়ে একমাত্র উৎস হইতে উৎপন্ন নানারূপ খাদ্যদ্রব্য মিশ্রিত করিয়া আনিয়াছি।

৫। (অন্তরীক্ষস্থ) অহির্বুধ্ন্য(২) আমাদিগকে সুখ প্রদান করুন। সিন্ধু বৎসের ন্যায় আমাদিগকে প্রীত করুন; আমরা জলের নপ্তা (অগ্নি দেবকে) স্তুতিকরতঃ প্রাপ্ত হইতেছি। মনের ন্যায় বেগশালী মেঘসকল তাঁহাকে বহন করে।

(১) মূলে "ইলাভিঃ * * * বিশ্বানর সবিতা দেব এতু" এই আছে। সায়ণ বিশ্বানর বিশেষণ না করিয়া তাহার অর্থ "সর্ব্বপ্রাণি হিতকারী অগ্নি" করিয়াছেন এবং "ইলাভিঃ" অর্থে "ভূমি স্থানাভিঃ দেবতাভিঃ" করিয়াছেন। যজুর্ব্বেদের টীকাকার মহীধর "বিশ্বানর" "সবিতা" শব্দের বিশেষণ করিয়াছেন এবং "ইলাভিঃ" অর্থে অন্নের সহিত করিয়াছেন। ইলা সম্বন্ধে ৩১ সূক্তের ১১ ঋকের টীকা দেখ।

(২) "অহিরন্তরীক্ষগামী * * * এতন্নামকো দেবঃ। সএব বুধ্ন্যঃ।" সায়ণ। পুরাণে "অহির্বুধ্ন্য" একজন রুদ্র।

৬। ত্বষ্টা আমাদিগের অভিমুখে আগমন করুন। যজ্ঞের নিমিত্ত তিনি স্তোতৃগণের সহিত সমান প্রীতিযুক্ত হউন। অতিমহান্ বৃত্রঘাতী, মনুষ্যগণের অভীষ্টপূরক ইন্দ্র আমাদিগের যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হউন।

৭। ধেনুগণ যেমন বৎসের গাত্র লেহন করে, সেইরূপ অশ্বতুল্য ... দিগের মন তরুণ (ইন্দ্রকে) স্তুতি করিতেছে। পত্নীগণ ... প্রাপ্ত হইয়া (সন্তান প্রসব করে), ... রূপ আমাদিগের ... যশোযুক্ত ইন্দ্রকে প্রাপ্ত হইয়া ফল উৎ... করে।

৮। অত্যন্ত বলশালী, ... অবনতস্বভাব, শত্রুভক্ষক ... সকাশ ... একত্রে আমা...

৯। মরুৎগণের মহিমা প্রী... অবগত আছেন। অনন্তর সুদিনে অ... জগৎ ব্যাপ্ত করে৷ সেইরূপ তাঁহাদিগের (... দেশকে উৎপাদিকাশক্তিবিশিষ্ট করে।

১০। হে ঋত্বিগ্‌গণ! আমাদিগের র... স্তুতি কর। দ্বেষরহিত বিষ্ণু, বায়ু ঋভুক্ষা ... দেবগণকে স্তব কর। আমি সুখের নিমিত্ত স... য়ন করিব।

১১। যজনীয় দেবগণ! তোমাদিগে... প্রাণপ্রদ ও নিবাসপ্রদ হউক। তোমাদিগে... প্রকাশ করুক, যেন আমরা অন্ন, বল ও দীর্ঘা...

... হইতে দূর কর, ... যারা আমাদিগের বিরুদ্ধা- ... হও। হে দেব! তুমি আমাদিগকে ... দেবগণের সহিত যজ্ঞশালায় ...

... শ্রদা ... আমাদিগকে পালন ... এবং দী... হও। হে যুবা অগ্নি! ... য়, অন্যকালেও যেন ...

... অন্ন..., শুভনাশী রিপুর ... শাসনকারীর(১) হস্তে ... না। হে বলবান্ ... র্পণ ... ও না।

... রীর পুষ্টির জন্য স্তব ... নিন্দাকারী, ব্যক্তির ... সম্মুখে কুটিলাচরণ ...

(১) "ঋভুক্ষাঃ পতিরিন্দ্রঃ। ... বিধ লোককে ... আক্রমণকারী ... গণের শিক্ষণীয় হয়, ... হও।

৪। পবিত্রপ্রশাস্তা পুণ্য ক্রতুর সহিত উৎপন্ন হইয়াছেন। লোকে যেরূপ শাখা হইতে, শাখান্তরে (ফলাহরণার্থ) গমন করে, সেইরূপ যজমান অগ্নির যজ্ঞ অবশ্য ফলদায়ী জানিয়া একটির পর অন্যটী অনুষ্ঠান করে।

৫। যে (অঙ্গুলীগণ) এই কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে, তাহারা এই নেষ্টার (অগ্নির) ধেনুস্বরূপ ও একত্রে তাঁহার বর্ণ সেবা করে; এবং ভগিনী-রূপে তাঁহার (গার্হপত্যাদি) তিন উৎকৃষ্ট (রূপের) পরিচর্য্যা করে।

৬। যখন (জুহু) মাতাস্বরূপ (বেদিভূমির) নিকটে ভগিনী সদৃশ ঘৃত-পূর্ণ হইয়া স্থাপিত হয়, তখন যব যেরূপ বৃষ্টিতে হৃষ্ট হয়, অধ্বর্য্যুরূপ (অগ্নিও) সেই রূপ হৃষ্ট হয়েন।

৭। এই ঋত্বিক্রূপ (অগ্নি) আপনার কর্ম্মের জন্য ঋত্বিকের কর্ম্ম সমাধান করুন। আমরাও তদনন্তরেই স্তোম ও যজ্ঞ করিব এবং হব্য প্রদান করিব।

৮। হে অগ্নি! তোমার মহিমাভিজ্ঞ (যজমান) যেরূপে সমস্ত দেব-গণের পর্য্যাপ্ত রূপে (তৃপ্তি) করিতে সমর্থ হয় তাহা কর। আমরা যে যজ্ঞ নির্ব্বাহ করিব, হে অগ্নি! তাহাও তোমারই।

---

৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। সোমাহুতি ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি আমার এই সমিৎ ও এই আহুতি সম্ভোগ কর, আমার এই স্তুতি শ্রবণ কর।

২। হে অগ্নি! আমরা এই আহুতি দ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করিব। হে বলের পৌত্র! হে বিস্তীর্ণ যজ্ঞশালী সুজাত অগ্নি! এই স্তোত্র দ্বারা তোমাকে প্রীত করিব।

৩। হে ধনদাতা অগ্নি! তুমি স্তুতিযোগ্য, এবং হব্যাভিলাষী। আমরা তোমার পরিচারক। তোমাকে স্তুতিদ্বারা পরিচর্য্যা করিব।

৪। হে অগ্নি! তুমি অন্নবান্, বিদ্বান্ ধনবান্ এবং ধনদাতা, তুমি জাগরিত হও এবং আমাদের শত্রুদিগকে দূর করিয়া দাও।

৫। সেই অগ্নি আমাদিগের জন্য অন্তরীক্ষ হইতে বৃষ্টি প্রদান করেন। তিনি আমাদিগকে অনল্প বল ও অপরিমিত প্রকার অন্ন প্রদান করুন।

৬। হে তরুণতম দেবদূত! অতিশয় যজনীয় অগ্নি! আমি স্তুতি করিয়াছি অতএব তুমি আগমন কর। আমি তোমার পূজয়িতা এবং তোমার আশ্রয় অভিলাষ করি।

৭। হে মেধাবী অগ্নি! তুমি মনুষ্যদিগের হৃদয় জান, তুমি উভয়রূপ জন্ম জান, তুমি লোকের ও বন্ধুবর্গের হিতকারী দূতরূপ।

৮। হে অগ্নি! তুমি বিদ্বান্, তুমি আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ কর। তুমি চৈতন্যবান্, তুমি যথাক্রমে দেবগণের যজ্ঞ কর এবং কুশোপরি উপবেশন কর।

---

৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। সোমাহুতি ঋষি।

১। হে যুবাতম ব্যাপ্তরূপ ভারত(১) অগ্নি! অতিশয় প্রশংসনীয় দীপ্তিমান্, বহুলোকবাঞ্ছিত ধন আহরণ কর।

২। হে অগ্নি! দেবতা বা মনুষ্যকৃত শত্রুত্ব যেন আমাদিগকে পরাভব না করে, আমাদিগকে উভয়বিধ শত্রু হইতে রক্ষা কর।

৩। হে অগ্নি! আমরা সমস্ত শত্রুদিগকে জলধারার ন্যায় আপনিই অতিক্রম করিয়া যাইব।

৪। হে অগ্নি! তুমি শুচি, পাবক ও বন্দনীয়; তুমি ঘৃতদ্বারা আহূত হইয়া অতিশয় দীপ্ত হইয়াছ।

---

(১) মূলে "ভারত" শব্দ আছে। সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন "ভরতাঃ ঋত্বিজঃ তেষাং সম্বন্ধী ভারতঃ তে অধ্বর্য্যাদিভিঃ মথন হবিঃ স্তোত্রাদিনা ব্যাপ্তির্বা ধারণত্বাৎ।" "Descendant of Bharata."—*Wilson.* "Agni qui portes (nos offrandes)."—*Langlois.*

৫। হে ... অগ্নি! তুমি আমাদিগের। তুমি ...
ও গর্ভিণী গাভী বলদের দ্বারা আহুত হইয়াছ(২)।

৬। ... যাহার অন্ন, যাহাতে সর্পিঃসিক্ত হয়, ...
হোম নিষ্পাদক, বরণীয় বলের পুত্র অগ্নি অতি রমণীয়।

---

৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে হোতা! অন্নাভিলাষী পুরুষের ন্যায় প্রভূত যশোবিশিষ্ট অভীষ্টপ্রদ অগ্নির অশ্বসমূহকে স্তুতি কর।

২। সুনেতা, জরারহিত, এবং মনোহর গতিবিশিষ্ট অগ্নি হবিঃপ্রদায়ী যজমানের শত্রু বিনাশের জন্য আহূত হইয়াছেন।

৩। সুন্দর শিখাযুক্ত যে অগ্নি গৃহে আগমন করতঃ দিবসে ও রাত্রিতে স্তুত হন তাঁহার ব্রত কখনও ক্ষীণ হয় না।

৪। কিরণদ্বারা সূর্য্য যেরূপ প্রকাশিত হয়েন, বিচিত্র অগ্নি জরারহিত শিখাসমূহদ্বারা চারিদিক প্রকাশিত করিয়া সেইরূপ রশ্মিসমূহদ্বারা প্রকাশিত হয়েন।

৫। শত্রুদিগের বিনাশক এবং স্বয়ং শোভমান অগ্নির উদ্দেশে উক্থ সকল বর্দ্ধিত হইতেছে। অগ্নি সমস্ত শোভা ধারণ করিয়াছেন।

৬। আমরা অগ্নি, ইন্দ্র, সোম ও অন্যান্য দেবগণের আশ্রয় লাভ করিয়াছি। আমাদের কেহ অনিষ্ট করিতে পারে না। আমরা শত্রুদিগকে পরাভব করিব।

---

(২) মূলে "বশাভিঃ উক্ষভিঃ অষ্টাপদীভিঃ আহুতঃ" আছে। "বশাভিঃ বন্ধ্যাভির্গোভিঃ উক্ষভিঃ সেক্তৃভিঃ বলীবর্দ্দৈঃ অষ্টাপদীভিঃ গর্ভিণীভিশ্চ আহুতঃ আস্মাদিতোসি।" সায়ণ। "It is remarkable that these animals should be spoken of as burnt offerings."—*Wilson.*

[illegible] অধ্যায়।

[illegible] সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। [illegible] ঋষি।

১। অগ্নি দেবগণের [illegible] প্রজ্বলিত, দীপ্তিমান্, প্রকৃষ্ট বলশালী, অপ্রতিহত, অনুগ্রহবি[illegible] নিবাসপ্রদ, সকলের ভরণকর্ত্তা ও পবিত্র শিখাবিশিষ্ট। অগ্নি হোতৃসদনে[illegible] মধ্যে উপবেশন করেন।

২। হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি! তুমি আমাদি[illegible] দূত হও। আমাদিগকে আপদ হইতে রক্ষা কর। আমাদিগের নিকট ধন প্রেরণ কর। তুমি প্রমাদরহিত ও দীপ্তিবিশিষ্ট হইয়া আমাদের ও আমাদিগের পুত্রের রক্ষক হও ও জাগরিত হও।

৩। হে অগ্নি! আমরা তোমার উৎকৃষ্ট জন্ম[illegible]কে তোমার পরিচর্য্যা করিব, তাহার অধঃস্থিত জন্মস্থানে স্তোত্রদ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করিব, এবং যে স্থান হইতে তুমি উদ্গত হইয়াছ তাহার পূজা করিব। তথায় তুমি প্রজ্বালিত হইলে অধ্বর্য্যুগণ তোমার উ[illegible] হব্য প্রদান করে।

৪। হে অগ্নি! তুমি যাজ্ঞিকদিগের মধ্যে [illegible], তুমি হব্যদ্বারা যজ্ঞ কর। তুমি তৎপর হইয়া (দেবগণের নিক[illegible]) আমাদিগের প্রদেয় অন্নের প্রশংসা কর। তুমি ধনের মধ্যে উৎকৃষ্ট ধনের পতি। তুমি আমাদিগের দীপ্ত স্তোত্র অবগত হও।

৫। হে দর্শনীয় অগ্নি! তুমি প্রতিদিন [illegible]পন্ন হও। তোমার (দিব্য ও পার্থিব) বসু ক্ষয় হয় না। অতএব তুমি স্তোত্রকারী যজমানকে অন্নবান্ কর এবং সুন্দর অপত্যযুক্ত ধনের স্বামী কর।

৬। হে অগ্নি! তুমি আপনার দলের সহিত আমাদিগের প্রতি অনুগ্রহ কর। তুমি দেবগণের যাজক, সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট যজ্ঞকারী, দেবগণের রক্ষক, ও আমাদিগের পালক; কেহ তোমাকে হিংসা করিতে পারে না। তুমি ধনযুক্ত ও কান্তিযুক্ত হইয়া চারিদিকে দেদীপ্যমান হও।

১০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। অগ্নি সকলের হোতব্য ও প্রথম এবং পিতার ন্যায়। তিনি মনুষ্যকর্তৃক ইলস্পদে(১) প্রজ্বালিত হইয়াছেন। তিনি দীপ্তিপূর্ণ, মরণরহিত, বিবিধ প্রজ্ঞাবান্, অন্নবান্, ও বলবান্। তিনি সকলের পরিচরণীয়।

২। মরণরহিত, বিশিষ্ট প্রজ্ঞাযুক্ত, বিচিত্র দীপ্তিযুক্ত সেই অগ্নি আমার সমস্ত স্তুতিযুক্ত আহ্বান শ্রবণ করুন। শ্যাববর্ণ বা রোহিত অথবা অরুণ অশ্বদ্বয় অগ্নিকে বহন করিতেছে, তিনি নানা স্থানে নীত হইতেছেন।

৩। (অধ্বর্যুগণ) ঊর্দ্ধমুখ (অরণিতে) সুপ্রেরিত অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছেন। অগ্নি নানারূপ ওষধিসমূহ মধ্যে গর্ভরূপে অবস্থিত আছেন। রাত্রিকালে উৎকৃষ্ট জ্ঞানযুক্ত অগ্নি মহাদীপ্তি সমন্বিত হইয়া বাস করেন। অন্ধকার তাঁহাকে আবৃত করিতে পারে না।

৪। সমস্ত ভুবনের অধিষ্ঠাতা, মহান্, সর্ব্বত্রগামী, শরীরবিশিষ্ট, প্রবৃদ্ধ হব্যদ্বারা ব্যাপ্ত, বলবান্ ও সকলের দৃশ্যমান্ অগ্নিকে হব্য ঘৃতদ্বারা অর্চ্চনা করি।

৫। সর্ব্বব্যাপী, যজ্ঞাভিমুখে আগমনোৎসুক অগ্নিকে ঘৃতদ্বারা সিক্ত করিতেছি, তিনি নিঃশেষ মনে সেই ঘৃত সেবা করুন। মনুষ্যদিগের ভজনীয়, ও স্পৃহণীয় বর্ণবিশিষ্ট অগ্নি দীপ্তিতে পূর্ণ হইলে কেহ তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না।

৬। স্বীয় তেজোবলে শত্রুদিগের পরাভব করিবার সময়, হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের সম্ভোগযোগ্য স্তুতি অবগত হও। তোমার আশ্রয় পাইয়া আমরা মনুর ন্যায় স্তব করি। সেই অনুন্ন মধুস্পর্শী ধনপ্রদ অগ্নিকে আমি জুহু ও স্তুতি দ্বারা আহ্বান করি।

(১) মূলে "ইলস্পদে" আছে ১।১২৮। ১ ঋকের টীকা দেখ।

১১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি আমার স্তব শ্রবণ কর, অবজ্ঞা করিও না। আমরা তোমার ধনদানের পাত্রস্বরূপ হইব। নদীর ন্যায় প্রবাহবিশিষ্ট এই হব্য (যজমানের জন্য) ধনকামনা করিতেছে, উহারা তোমাকে বর্দ্ধিত করুক।

২। হে শূর ইন্দ্র! তুমি যে জল বর্দ্ধিত করিয়াছ, অহি সেই প্রভূত জল আক্রমণ করিয়াছিল, তুমি সেই প্রভূত জল ছাড়িয়া দিয়াছ। সে দাস আপনাকে অমর মনে করিয়াছিল তুমি স্তোত্রদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া তাহাকে নিম্নমুখে পাতিত করিয়াছিলে।

৩। হে শূর ইন্দ্র! যে রুদ্রিয়(১) উক্থ সম্বন্ধে যে তুমি স্তুতি কামনা কর ও যাহাতে তোমার আনন্দ হয়, সেই সকল [illegible] দীপ্যমান স্তুতি বায়ুরূপ তোমার জন্য প্রস্তুত হইতেছে(২)।

৪। হে ইন্দ্র! আমরা স্তোত্রদ্বারা তোমা[illegible] সুখকর বল বর্দ্ধিত করিতেছি এবং তোমার হস্তদ্বয়ে দীপ্ত বজ্র অর্পণ করিতেছি। বর্দ্ধিত ও তেজোযুক্ত হইয়া তুমি দাস লোকদিগকে সূর্[illegible]প (আয়ুধ) দ্বারা(৩) পরাভূত কর।

৫। হে শূর ইন্দ্র! গুহায় অবস্থিত, অপ্রকা[illegible] লুক্কায়িত, তিরোহিত, ও জলে অবস্থিত যে মায়াবী অহি নিজসামর্থে অন্তরীক্ষ ও দ্যুলোককে স্তম্ভিত করিয়াছিল, তুমি বজ্রদ্বারা তাঁহাকে বিনাশ করিয়াছ।

৬। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার পুরাতন মহৎকীর্ত্তি সমূহের স্তুতি করি এবং তোমার অধুনাতন কৃতকর্ম্ম সমূহের স্তুতি করি। তোমার

(১) মূলে "রুদ্রিয়েষু" শব্দ আছে। সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন সুখকর স্তুতি, অথবা স্তোতৃকৃত স্তুতি। "Composed by Rudra."—বেদার্থ যত্ন।

(২) মূলে "বায়বেন" আছে। "বায়বে অস্মদীয়ং বজ্রং প্রতি।" সায়ণ। "বায়ুং প্রতি।" বেদার্থযত্ন।

(৩) মূলে "সূর্য্যেণ" আছে। "Encouraged by the sun."—*Wilson.* সায়ণ সূর্য্য অর্থে প্রেরক আয়ুধ বা বজ্র করিয়াছেন।

বাহুদ্বয়ে দীপ্যমান্ বজ্রের স্তুতি করি, তুমি সূর্য্যাত্মা, তোমার কেতুস্বরূপ হরিনামক অশ্বদ্বয়ের স্তুতি করি।

৭। হে ইন্দ্র! তোমার শীঘ্রগামী অশ্বদ্বয় জলবর্ষী মেঘধ্বনি করিতেছে। সমতল পৃথিবী (মেঘগর্জ্জন শ্রবণে) প্রীত হইল; মেঘও ইতস্ততঃ গমন করিয়া শোভা পাইল।

৮। প্রমাদরহিত মেঘ (অন্তরীক্ষে) নিবদ্ধ হইল; মাতৃভূত (জলের) সহিত শব্দকরতঃ ইতস্ততঃ সঞ্চরণ করিতে লাগিল। (মরুৎগণ) অতি দূরে অন্তরীক্ষে অবস্থিত শব্দ বর্দ্ধিত করতঃ ইন্দ্রপ্রেরিত সেই শব্দ চারিদিকে প্রস্থত করিয়া দিল।

৯। বলবান্ ইন্দ্র [illegible]তঃ সঞ্চারী মেঘে অবস্থিত, মায়াবী বৃত্রকে নিহত করিয়াছেন। [illegible]নকারী ইন্দ্রের বজ্র স্তনিত শব্দ হইতে ভয়প্রাপ্ত হইয়া দ্যাবাপৃথিবী ক[illegible] হইল।

১০। যখন মনুষ্যদিগের হিতকারী ইন্দ্র মনুষ্যদিগের শত্রু বৃত্রকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন, তখন অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের বজ্র বারম্বার গর্জ্জন করিতে লাগিল। ইন্দ্র অভিষুত সোম পান করিয়া মায়াবী দানবের মায়া সকল নিপাতিত করিয়াছিলেন।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি অভিষুত সোম পান কর। মদকর সোমরস তোমাকে আমোদিত করুক, সোমরস তোমার কুক্ষিদেশ পরিপূর্ণ করতঃ তোমাকে প্রীত করুক। এই প্রকারে উদর পূরক সোমরস ইন্দ্রকে তৃপ্ত করুক।

১২। হে ইন্দ্র! আমরা মেধাবী, আমরা তোমাতে স্থান প্রাপ্ত হইব; আমরা কর্ম্মফল কামনায় তোমার পরিচর্য্যা করতঃ তোমার যাগ করিব। তোমার আশ্রয় লাভের অভিলাষে আমরা তোমার প্রশস্তির ধ্যান করি; আমরা যেন এক্ষণে তোমার ধনদানের পাত্র হইতে পারি।

১৩। হে ইন্দ্র! তোমার আশ্রয়লাভের অভিলাষে যাহারা তোমার হব্যবর্দ্ধিত করে আমরা যেন তাহাদের ন্যায় তোমার (অধীন) হইতে পারি। হে দ্যুতিমান্ ইন্দ্র! আমরা যে ধনকামনা করি, তুমি আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা বলবান্ ও বীর পুত্রবিশিষ্ট সেই ধন প্রদান কর।

১৪। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে গৃহ প্রদান কর; তুমি আমাদিগকে বন্ধু প্রদান কর; তুমি আমাদিগকে মরুৎগণের ন্যায় বীর্য্য প্রদান কর। যে সমান প্রীতিযুক্ত বায়ুগণ অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া অগ্রে নীত সোমপান করেন।

১৫। হে ইন্দ্র! যে মরুৎগণ, (তোমার সহায় হইলে) তুমি হৃষ্ট হও, তাঁহারা শীঘ্র সোমপান করুন, তুমিও আপনাকে দৃঢ় করতঃ তৃপ্তিকর, সোম পান কর। হে শত্রুনাশক ইন্দ্র! বলবান্ অর্চনীয় মরুৎগণের সহিত তুমি যুদ্ধে আমাদিগকে বর্দ্ধিত কর এবং দ্যুলোককেও বর্দ্ধিত কর।

১৬। হে অনিষ্ট নিবারক ইন্দ্র! তুমি [illegible] করেন, [illegible] যে পুরুষেরা উক্থ দ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করে তাহারা শীঘ্রই সম্বর্দ্ধিত হইয়া উঠে। যাহারা [illegible] বিস্তার করতঃ তোমার পরিচর্য্যা করে তাহারা তোমার আশ্রয় লাভ করিয়া গৃহের সহিত অন্নলাভ করে।

১৭। হে শূর ইন্দ্র! তুমি উগ্র ত্রিকদ্রুকে(৪) অত্যন্ত হৃষ্ট হইয়া সোম পান কর। অনন্তর প্রীত হইয়া তোমার শ্মশ্রু[illegible] সোম ঝাড়িয়া ফেলিয়া(৫) সোমপানার্থ হরি নামক অশ্বে আরোহণ [illegible] গমন কর।

১৮। হে ইন্দ্র! যে বলদ্বারা তুমি দনুর পুত্র [illegible] ঊর্ণনাভির(৬) ন্যায় বিনাশ করিয়াছিলে সেই বল ধারণ কর। তুমি [illegible] জ্যোতিঃ প্রকাশ করিয়াছ, দস্যু তোমার বামে বসিয়াছে।

১৯। হে ইন্দ্র, যে সকল লোক তোমার আশ্রয় লাভ করিয়া সমস্ত গর্ব্বকারী মনুষ্যকে অতিক্রম করে, এবং আর্য্য (ভাব) দ্বারা দস্যুদিগকে অতিক্রম করে, আমরা তাহাদিগকে ভজনা করি। তুমি ত্রিতের বন্ধুত্বের [illegible]

(৪) মূলে "ত্রিকদ্রুকেষু" আছে। সায়ণ উহার অর্থ করিয়াছেন জ্যোতি— র্গৌরায়ুরিত্যেতন্নামকেষু অভিপ্লবিকেষু অহঃসু।"

(৫) মূলে "প্রদোধুবৎ শ্মশ্রুষু" আছে। "শ্মশ্রুষু লিপ্তং সোমং প্রদোধুবৎ।" সায়ণ।

(৬) মূলে "ঔর্ণবাভং" আছে। সায়ণ বলেন ইহার অর্থ ঊর্ণনাভি কীট, অথবা ঊর্ণনাভি কীটের ন্যায়। বেদার্থ যত্নের মতে এটী একজনের নাম।

জন্য ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপকে বধ করিয়াছিল, আমাদিগের জন্যও সেই-রূপ কর(৭)।

২০। এই হর্ষযুক্ত স্তবান(৮) ত্রিতদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া ইন্দ্র অর্ব্বুদকে বিনাশ করিয়াছিলেন। সূর্য্য যেরূপ রথচক্র ঘূর্ণিত করেন সেইরূপ ইন্দ্র অঙ্গিরাগণের সাহায্য লাভ করিয়া বজ্র ঘূর্ণিত করিয়াছিলেন এবং বলকে বিনাশ করিয়াছিলেন।

২১। হে ইন্দ্র! তোমার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমত সকল প্রদান করে, তুমি সেই দক্ষিণা আমাদিগকে প্রদান কর। তুমি ভজনীয়। আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আর কাহাকেও প্রদান করিও না; আমরা পুত্রপৌ[illegible] হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব।

---

১২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে মনুষ্য[illegible]গণ(১)! যিনি দ্যোতমান, যিনি জন্ম গ্রহণ মাত্রেই দেবগণের প্রধান [illegible]গণের অগ্রগণ্য হইয়া বীরকর্ম্মদ্বারা সমস্ত দেবগণকে ভূষিত করিয়া[illegible] যাঁহার শরীরবলে দ্যাবাপৃথিবী ভীত হইয়াছিল, যিনি মহতী [illegible]ক, তিনিই ইন্দ্র।

---

(৭) ত্রিত বা ইন্দ্র কর্ত্তৃক ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের হনন সম্বন্ধে একটী বৈদিক আখ্যান আছে। ১০। ৮। ৮ ও ৯ ঋকে এইরূপ লিখিত আছে "আপ্ত্য ত্রিত ইন্দ্র-কর্ত্তৃক উৎসাহিত হইয়া পৈত্রিক অস্ত্রদ্বারা ত্রিমস্তক ও সপ্তকিরণযুক্ত (রাক্ষসের) সহিত যুদ্ধ করিয়া তা[illegible]কে বধ করিলেন এবং ত্বষ্টার পুত্রের গাভী লইয়া গেলেন। সৎপালক ইন্দ্র বলদর্প[illegible]কে ভেদ করিলেন এবং ত্বষ্টার পুত্র বিশ্বরূপের তিনটী মস্তক ছেদন করিলেন।" তৈত্তিরীয় সংহিতায় (২। ৫। ১) এবং শত পথ ব্রাহ্মণে (১। ৬। ৩) এই উপা[illegible]খ্যান আরও বিস্তীর্ণরূপে বর্ণিত আছে, কিন্তু এই গল্পের উৎপত্তি বা প্রাকৃতিক অর্থ আমি বুঝিতে পারি নাই।

(৮) "স্তুবানস্য স্তুতবতঃ।" সায়ণ।

---

(১) এই সূক্ত সম্বন্ধে সায়ণ তিনটী উপাখ্যান উদ্ধৃত করিয়াছেন। প্রথম; গৃৎসমদ তপোবলে ইন্দ্রের ন্যায় আকৃতি লাভ করিয়াছিলেন, এবং তাঁহাকে ইন্দ্র মনে করিয়া ধুনি ও চুমুরি নামক দুই জন দৈত্য আক্রমণ করিতে আসিয়াছিল। তাহাতে

২। হে মনুষ্যগণ! যিনি ব্যথিত পৃথিবীকে দৃঢ় করিয়াছেন, যিনি প্রকুপিত পর্ব্বতসমূহকে নিয়মিত করিয়াছেন, যিনি প্রকাণ্ড অন্তরীক্ষ নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যিনি দ্যুলোককে স্তম্ভিত করিয়াছেন, তিনিই ইন্দ্র।

৩। হে মনুষ্যগণ! যিনি অহিকে বিনাশ করিয়া সপ্তসংখ্যক নদী প্রবাহিত করিয়াছিলেন, যিনি বল কর্ত্তৃক নিরুদ্ধ গোসমূহকে উদ্ধার করিয়াছেন, যিনি মেঘদ্বয়ের মধ্যে অগ্নি উৎপাদন করেন এবং যুদ্ধকালে শত্রুগণকে বিনাশ করেন, তিনিই ইন্দ্র।

৪। হে মনুষ্যগণ! যিনি এই সমস্ত নশ্বর বিশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছেন, যিনি দাসবর্ণকে নিকৃষ্ট এবং গূঢ়স্থানে অবস্থাপিত করিয়াছেন, যিনি লক্ষ্য জয় করিয়া ব্যাধের ন্যায় শত্রুর সমস্ত ধন গ্রহণ করেন, তিনিই ইন্দ্র।

৫। হে মনুষ্যগণ! যে ভয়ঙ্কর (দেব) সম্বন্ধে লোকে জিজ্ঞাসা করে, তিনি কোথায়? এবং যাঁহার সম্বন্ধে লোকে বলে যে তিনি নাই, যিনি শাস্তিদাতার ন্যায় শত্রুগণের সমস্ত ধন বিনাশ করেন, তাঁহাতে বিশ্বাস কর, তিনিই ইন্দ্র।

গৃৎসমদ প্রকৃত ইন্দ্র কে, তাহা, বর্ণনা করিলেন। দ্বিতীয়; কোন যজ্ঞে ইন্দ্রাদি দেবগণ উপস্থিত হয়েন এবং গৃৎসমদ তাহার একজন ঋত্বিক ছিলেন। অসুরগণ ইন্দ্রকে বধ করিতে আসিয়াছিল, ইন্দ্র গৃৎসমদের রূপ ধরিয়া পলাইলেন। [illegible] গৃৎসমদ বাহির হইবার সময় অসুরগণ তাহাকে আক্রমণ করায় তিনি প্র[illegible] ইন্দ্রের এই বর্ণনা করিলেন। তৃতীয়; ইন্দ্র উপরিউক্ত যজ্ঞে আসিয়া গৃৎসমদ[illegible] ধরিয়া পলায়ন করিলে অসুরগণ যজ্ঞগৃহে প্রবেশ করিয়া গৃৎসমদকে ধরিল, তাহাতে গৃৎসমদ প্রকৃত ইন্দ্রের এই বর্ণনা করিলেন। এই সকল উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া সায়ণ "জনাসঃ" অর্থে "হে অসুরা" করিয়াছেন। কিন্তু এগল্পগুলি এই সূক্ত রচনার অনেক পর রচিত হইয়াছে, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। মনুষ্যগণের নিকট ইন্দ্রের মহত্ত্ব ও অর্চনা প্রচার করাই এই সূক্ত রচয়িতা ঋষির স্পষ্ট উদ্দেশ্য, অতএব "জনাসঃ" অর্থে "হে মনুষ্যগণ" আমি এইরূপ অনুবাদ করিয়াছি।

এ সূক্ত সম্বন্ধে আর একটী কথা বলা আবশ্যক। এই সমস্ত সূক্তটীই অথর্ববেদে আছে, এবং এ সূক্তের রচনা অপেক্ষাকৃত আধুনিক বলিয়া বোধ হয়। এবং চিহ্নগুলি দেখিলেও বোধ হয় যে ঋগ্বেদের রচনার শেষভাগে এ সূক্ত রচিত হইয়াছিল। লোকে ইন্দ্রের প্রতি অবিচলিত বিশ্বাস আর নাই, ইন্দ্রের অস্তিত্বে সন্দেহ হইয়াছে, তাহারা জিজ্ঞাসা করে "তিনি কোথায় তিনি নাই।" (৫ ঋক দেখ)। ঋষি সেই সন্দিগ্ধমনা লোকদিগের নিকট ইন্দ্রের অস্তিত্ব প্রকটিত করিতেছেন, এবং ইন্দ্রের মাহাত্ম্য বর্ণনা করিতে ২ জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা এক ঈশ্বরের মাহাত্ম্য কতক পরিমাণে অনুভব করিয়াছেন ২। ৭। ৯ ও ১৩ ঋক দেখ।

৪। হে ইন্দ্র! (গৃহমেধীগণ) অভ্যাগত অতিথিকে যেরূপ প্র
ধন প্রদান করে সেইরূপ (ত্বদ্দত্ত) ধন প্রজাগণমধ্যে বিভাগকরতঃ ব
করিতেছি। কর্ম্মকারী (লোকগণ) পিতৃদত্ত ভোজন দন্তদ্বারা ভ
করে। হে ইন্দ্র! তুমি পূর্ব্বে এই সকল কর্ম্ম করিয়াছ, অতএব তুমি স্তু
যোগ্য।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি আকাশের জন্য পৃথিবীকে দর্শনীয় করিয়া
তুমি প্রবাহিত নদী সকলের পথ গমনযোগ্য করিয়াছ। হে অহিহন্তা ইন্দ্র
জলদ্বারা যেরূপ অশ্বকে তৃপ্ত করে, সেইরূপ স্তোতাগণ স্তোত্রদ্বারা তোমা
তৃপ্ত করিতেছে।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি ভোজন এবং বৃদ্ধিকর ধন দান কর, এবং আ
(কাণ্ড) হইতে শুষ্ক এবং মধুর রসবিশিষ্ট (শস্যাদি) দোহন কর; তু
পরিচর্য্যাকারী যজমানকে ধনসকল প্রদান কর। তুমি জগতের মধ্যে অ
তীয়। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুতিযোগ্য।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি কর্ম্মদ্বারা ক্ষেত্রে পুষ্প ও ফলবতী ওষধি র
করিয়াছ, দ্যোতমান সূর্য্যের নানাপ্রকার দীপ্তি উৎপন্ন করিয়াছ, এ
মহৎ হইয়া চারিদিকে মহৎপ্রাণীদিগকে উৎপন্ন করিয়াছ, তুমি স্তু
যোগ্য।

৮। হে ধর্ম্মকর্ত্তা ইন্দ্র! তুমি হব্যলাভ ও দাসদিগের না
উদ্দেশে নৃষরের পুত্র সহবসুকে বিনাশ করিবার জন্য বলবতী বজ্রধা
নির্ম্মল মুখ প্রদেশ তাহাকে প্রদান করিয়াছ, তুমি স্তুতিযোগ্য।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি এক, তোমার সুখের জন্য দশশত অশ্ব অ
তুমি দভীতির জন্য(১) রজ্জুরহিত দস্যুদিগকে নাশ করিয়াছ। তুমি
লের সুপ্রাপ্য অতএব তুমি স্তুতিযোগ্য।

১০। সমস্ত স্রোতস্বতী (নদীগণ) ইন্দ্রের বীর্য্যের অনুবর্ত্তন ক
(যজমানগণ) ইন্দ্রকে (অন্ন) প্রদান করে এবং সকল লোকই কর্ম্মকারী ই

(১) ২। ১৫। ৪ ঋকের টীকা দেখ।

জন্য ধন ধারণ করে। তুমি বিস্তীর্ণ ছয় স্থানকে(২) নিয়মিত করিয়াছ, এবং তুমি পঞ্চজনের পালয়িতা। হে ইন্দ্র, তুমি সকলের স্তুতিযোগ্য।

১১। হে ইন্দ্র! তোমার বীর্য্য সকলের শ্লাঘনীয়, তুমি এক কর্ম্মদ্বারা শত্রুদিগের ধন লাভ করিয়াছ, তুমি বলবান্ যাতুষ্ঠিরকে অন্ন প্রদান করিয়াছ। যেহেতু তুমি এই সকল কর্ম্ম করিয়াছ অতএব তুমি সকলের স্তুতিযোগ্য।

১২। হে ইন্দ্র! তুমি তুর্ব্বীতি ও বয্য যাহাতে সুখে প্রবাহশীল জল পার হইতে পারে তাহার পথ করিয়া দিয়াছ, তুমি অন্ধ ও পঙ্গু পরাবৃজকে জলহইতে উদ্ধার করিয়া আপনাকে কীর্ত্তিমান্ করিয়াছ। অতএব তুমি স্তুতিযোগ্য।

১৩। হে নিবাসপ্রদ ইন্দ্র! আমাদিগকে ভোগের জন্য ধন দাও। তোমার সেই ধন প্রভূত ও বাসের যোগ্য এবং বিচিত্র। আমরা প্রতিদিন সেই ধন ভোগ করিতে ইচ্ছা করি। আমরা উত্তম পুত্রপৌত্র লাভ করিয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তোত্র পাঠ করিব।

---

১৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে অধ্বর্য্যুগণ! ইন্দ্রের জন্য সোম আহরণ কর, চমসের দ্বারা মাদক অন্ন অগ্নিতে প্রক্ষেপ কর। বীর ইন্দ্র সর্ব্বদা সোম পানাভিলাষী। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের জন্য সোম প্রদান কর, ইন্দ্র উহা কামনা করেন।

২। হে অধ্বর্য্যুগণ! যে ইন্দ্র জলাবরণকারী বৃত্রকে অশনিদ্বারা বৃক্ষের ন্যায় বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই সোমাভিলাষী ইন্দ্রের জন্য সোম আহরণ কর, ইন্দ্র সোমপানের উপযুক্ত।

---

(২) দ্যুলোক, পৃথিবী, অহঃ, রাত্রি, অপঃ ও ওষধি। সায়ণ। কিন্তু ছয় লোক বা ছয় জগৎ এইরূপ অর্থ হওয়াই সম্ভব। ১। ১৬৪। ৬ ঋক্ ও তাহার টীকা দেখ।

৩। হে অধ্বর্য্যুগণ! যে ইন্দ্র দৃভীককে বিনাশ করিয়াছিলেন, যিনি বলকর্তৃক অবরুদ্ধ গাভী সকল উদ্ধার করিয়া তাহাকে বধ করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রের জন্য বায়ু যেরূপ অন্তরীক্ষে ব্যাপ্ত, সেইরূপ সোমকে সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত কর। জীর্ণকে যেরূপ বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করা যায়, ইন্দ্রকে সেই-রূপ সোমদ্বারা আচ্ছাদিত কর।

৪। হে অধ্বর্য্যুগণ! যে ইন্দ্র নবনবতি বাহু প্রদর্শনকারী উরণকে বিনাশ করিয়াছিলেন, এবং অর্ব্বুদকে অধোমুখ করিয়া বিনাশ করিয়াছিলেন, সোম সম্পাদিত হইলে সেই ইন্দ্রকে প্রীত কর।

৫। হে অধ্বর্য্যুগণ! যে ইন্দ্র সুখে অশ্নকে বিনাশ করিয়াছিলেন, যিনি অশোষণীয় শুষ্ণকে স্কন্ধহীন করিয়া হত্যা করিয়াছিলেন, যিনি পিপ্রু নমুচি ও রুধিক্রাকে বিনাশ করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রের জন্য অন্ন প্রদান কর।

৬। হে অধ্বর্য্যুগণ! যে ইন্দ্র, প্রস্তরের ন্যায় (বজ্র দ্বারা) শম্বরের অতি পুরাতন একশত পুরী ভেদ করিয়াছিলেন এবং যিনি বর্চীর শত সহস্র পুত্রকে ভূমিতে পাতিত করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রের জন্য সোম আহরণ কর।

৭। হে অধ্বর্য্যুগণ! শত্রুহননকারী যে ইন্দ্র ভূমির ক্রোড়ে শত সহস্র অসুরকে পাতিত করিয়াছিলেন, এবং যে ইন্দ্র কুৎস, আয়ু ও অতিথিগ্বের প্রতিদ্বন্দ্বিগণকে বধ করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্রের জন্য সোম আহরণ কর।

৮। হে নেতা অধ্বর্য্যুগণ! তোমরা যাহা কামনা কর, ইন্দ্রকে সোম প্রদান করিলে তাহা শীঘ্রই প্রাপ্ত হইবে। প্রসিদ্ধ ইন্দ্রের জন্য হস্তদ্বারা শোধিত সোম আহরণ কর, হে যাজ্ঞিকগণ! ইন্দ্রের জন্য উহা প্রদান কর।

৯। হে অধ্বর্য্যুগণ! ইন্দ্রের জন্য সুখকর সোম প্রস্তুত কর, সম্ভোগযোগ্য জলে শোধিত সোম উর্দ্ধে আনয়ন কর। ইন্দ্র প্রীত হইয়া তোমাদিগের হস্তদ্বারা অভিষুত সোম কামনা করিতেছেন। তোমরা ইন্দ্রের উদ্দেশে মদকর সোম প্রদান কর।

১০। হে অধ্বর্য্যুগণ! গাভীর উধঃ যেরূপ দুগ্ধে পূর্ণ থাকে, সেইরূপ এইফলদাতা ইন্দ্রকে সোমদ্বারা পূর্ণ কর। সোমের গূঢ়স্বভাব আমি জানি, যজনীয় ইন্দ্র, সোমপ্রদ যজমানকে বিশেষরূপে অবগত আছেন।

১১। হে অধ্বর্য্যুগণ! ইন্দ্র স্বর্গীয় ও অন্তরীক্ষস্থ এবং পৃথিবীস্থ-ধনের রাজা, যবদ্বারা যেরূপ শস্য রাখিবার স্থান(১) পূর্ণ করে, ইন্দ্রকে সোম দ্বারা সেইরূপ পূর্ণ কর। সেই কার্য্য তোমাদিগের দ্বারা সম্পূর্ণ হউক।

১২। হে নিবাসপ্রদ ইন্দ্র! আমাদিগকে ভোগের জন্য ধন দাও তোমার সেই ধন প্রভূত ও বাসের যোগ্য এবং বিচিত্র। আমরা প্রতিদিন সেই ধন ভোগ করিতে ইচ্ছা করি। আমরা উত্তম পুত্রপৌত্র লাভ করিয়া এই যজ্ঞে প্রভূত্র স্তোত্র পাঠ করিব।

---

১৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। আমি বলবান্, সত্যসঙ্কল্প ইন্দ্রের পার্থ ও মহৎকীর্ত্তিসমূহ বর্ণনা করিব। ইন্দ্র ত্রিকদ্রুক যজ্ঞে সোমপান করিয়াছেন। সোম জনিত হর্ষ জন্মিলে ইন্দ্র অহিকে বধ করিলেন।

২। ইন্দ্র আকাশে দ্যুলোককে স্তম্ভিত করিয়াছেন, দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরীক্ষকে (আপনার তেজে) পরিপূরিত করিয়াছেন। বিস্তীর্ণা পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন, ও তাহাকে প্রথিত করিয়াছেন। সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে ইন্দ্র এই সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

৩। তিনি যজ্ঞগৃহের ন্যায় পরিমাণ করত লোক সকলকে প্রাঙ্মুখ করিয়া নির্ম্মাণ করেন, তিনি বজ্রদ্বারা নদীর নির্গম দ্বার সকল খুলিয়া দেন, তিনি অনায়াসে দীর্ঘকাল গন্তব্য পথে নদী সকলকে প্রেরণ করেন, সোম-জনিত হর্ষ উপস্থিত হইলে ইন্দ্র এই সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

৪। যাহারা দভীতিকে(১) বহন করিতেছিল, ইন্দ্র পথিমধ্যে উপস্থিত হইয়া তাহাদের সমস্ত আয়ুধ দীপ্যমান অগ্নিতে দগ্ধ করিলেন। পরে

---

(১) মূলে "উর্দ্দরং" আছে। "উর্দ্দং বীর্ণং উর্দ্দরং কুসূলং।" সায়ণ। "Granary."—*Wilson.*

---

(১) পূর্ব্বকালে চুমুরি, ধুনি প্রভৃতি অসুরগণ দভীতি নামক ঋষির নগর অব-রোধ করিয়া দভীতিকে লইয়া নগর হইতে বাহির হইয়াছিল। সায়ণ।

দভীতিকে বহুসংখ্যক গো অশ্ব ও রথ প্রদান করিলেন। ইন্দ্র সোমজনিত হর্ষ উপস্থিত হইলে এই সকল কার্য্য করিয়াছিলেন।

৫। সেই ইন্দ্র ধুনি নামক মহানদীকে(২) পার গমনার্থ উপশমিত করিয়াছিলেন। স্নাত(৩) অস্নাতৃগণকে নিরাপদে পার করাইয়াছিলেন। তাহারা নদী উত্তীর্ণ হইয়া ধন লক্ষ্য করিয়া গমন করিয়াছিল। সোমজনিত হর্ষ উপস্থিত হইলে ইন্দ্র এই সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

৬। ইন্দ্র নিজ মহিমায় সিন্ধুকে উত্তর বাহিনী করিয়াছেন(৪), বেগবান সেনাদ্বারা দুর্ব্বল সেনা ভেদকরতঃ বজ্রের দ্বারায় উষার রথ চূর্ণ করিয়াছেন। সোমজনিত হর্ষ উপস্থিত হইলে ইন্দ্র এই সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

৭। কন্যাগণের পলায়ণ অবগত হইয়া পরাবৃজ ঋষি সকলের প্রত্যক্ষে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; পঙ্গু হইলেও কন্যাগণের প্রতি ধাবমান হইলেন। চক্ষুহীন হইলেও দেখিতে পাইলেন(৫)। ইন্দ্র, সোমপান জনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে এই সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

৮। অঙ্গিরাগণ স্তব করিলে ইন্দ্র বলকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। পর্ব্বতের দৃঢ়ীকৃত দ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। ইহাদিগের কৃত্রিম রোধ সকলও উদ্ঘাটিত করিয়াছিলেন। ইন্দ্র সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে এই সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি চুমুরি ও ধুনির দীর্ঘ নিদ্রা প্রথিত করিয়া উহাদিগকে বিনাশ করিয়াছিলে, দভীতিনামক রাজর্ষিকে রক্ষা করিয়াছিলে।

(২) অর্থাৎ পরুষ্ণী নদী। সায়ণ। ১। ৭১। ৭ ঋকের টীকা দেখ।

(৩) স্না-নদী পার হওয়া। সায়ণ।

(৪) মূলে "স উদঞ্চং সিন্ধুং অরিণাৎ" আছে। এই সিন্ধু কি আমরা যাহাকে সিন্ধু নদী বলি সেই? "উদঞ্চং" অর্থ কি উত্তর বাহিনী? তাহা হইলে কাশ্মীরে উত্তর পশ্চিম-প্রবাহিনী সিন্ধু নদীর কথা হইতেছে? অথবা আধুনিক কাবুল প্রদেশের আমু বা অন্যকোনও উত্তরবাহিনী নদীর কথা হইয়াছে?

(৫) পূর্ব্বকালে চক্ষুহীন ও পাদহীন পরাবৃজ ঋষি কতকগুলি কন্যা বিবাহ করিতে চাহিয়াছিলেন। কন্যাগন ঋষিকে দেখিয়াই পলায়ন করে। ঋষি ইন্দ্রকে স্তব করিয়া চক্ষু ও পদ লাভ করিয়াছিল। সায়ণ। ১। ১১২। ৮ দেখ।

উহার বেত্রধারী দৌবারিকও(৬) শত্রুর হিরণ্য লাভ করিয়াছিল। ইন্দ্র সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে এই সকল কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

১০। হে ইন্দ্র! তোমার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমত সকল প্রদান করে, তুমি সেই দক্ষিণা আমাদিগকে প্রদান কর। তুমি ভজনীয়, আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আর কাহাকেও প্রদান করিও না। আমরা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব।

---

১৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। তোমাদের উপকারার্থ দেবগণের জ্যেষ্ঠতম ইন্দ্রের জন্য দীপ্যমান অগ্নিতে হব্য প্রদান করিতেছি। পরে তাঁহার মনোহর স্তুতি করিতেছি। আমাদিগের রক্ষার জন্য স্বয়ং জরারহিত, সমস্ত জগতের জরা প্রদানকারী, সোমসিক্ত, সনাতন, তরুণবয়স্ক, ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি।

২। বৃহৎ ইন্দ্রবিনা জগৎ নাই। যে ইন্দ্রে সমস্ত সামর্থ্য সম্ভৃত হইয়াছে, সেই ইন্দ্র উদরে সোমরস ধারণ করেন, তাঁহার শরীরে বল ও তেজ আছে, তাঁহার হস্তে বজ্র ও মস্তকে জ্ঞান আছে।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি যখন শীঘ্রগামী অশ্বে আরোহণ করতঃ বহুযোজন গমন কর, তখন দ্যাবাপৃথিবী তোমার বল পরিভব করিতে পারে না। সমুদ্র ও পর্ব্বত তোমার রথ পরিভব করিতে পারে না, কোনও ব্যক্তি তোমার বজ্র পরিভব করিতে পারে না।

৪। সকলে যজনীয়, শত্রুনাশক, অভীষ্টবর্ষী, সদা সজ্জিত, ইন্দ্রের যজ্ঞ করিতেছে; তুমি সোমদাতা ও বিদ্বান, তুমিও ইন্দ্রের জন্য যাগ কর। হে ইন্দ্র! অভীষ্টবর্ষী দীপ্যমান অগ্নির সহিত সোমপান কর।

৫। অভীষ্টবর্ষী মদকর সোমরস অনুষ্ঠাতাগণের উত্তেজক হইয়া বলপ্রদ, অন্নবিশিষ্ট, অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের পানার্থ গমন করিতেছে।

---

(৬) মূলে "রম্ভী" আছে। "বেত্রধারী" "দৌবারিকঃ।" সায়ণ।

সোমরসপ্রদ অধ্বর্য্যুর এবং অভীষ্টবর্ষী অভিষব-প্রস্তরগণ অভীষ্টব সোমকে তোমার জন্য অভিষবন করিতেছে, তুমিও অভীষ্টবর্ষী(১)।

৬। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! তোমার বজ্র অভীষ্টবর্ষী, তোমার র অভীষ্টবর্ষী, তোমার হরিনামক অশ্বদ্বয় অভীষ্টবর্ষী, তোমার আয়ুধ সকল অভীষ্টবর্ষী। তুমিই মদকর অভীষ্টবর্ষী সোমের অধিকারী। হে ইন্দ্র অভীষ্টবর্ষী সোমে তুমি তৃপ্ত হও।

৭। তুমি শত্রুবিনাশক, তুমি সংগ্রামে স্তোত্রাভিলাষী ও নৌকা ন্যায় (বিপদ্ উদ্ধারক), আমি যজ্ঞকালে স্তোত্র করিতে করিতে তোমা নিকট গমন করিতেছি। ইন্দ্র আমাদিগের এই স্তুতিবাক্য বিশেষরূপে অবগত হউন। আমরা কূপের ন্যায় দানাধার ইন্দ্রকে সিক্ত করিব।

৮। তৃণ ভক্ষণে তৃপ্ত গাভী যেমন বৎসকে পরাবর্ত্তিত কর সেইরূপ হে ইন্দ্র! আমাদিগকে অনিষ্ট হইতে অগ্রেই পরাবর্ত্তিত কর হে শতক্রতু! পত্নীগণ যেরূপ যুবাকে ব্যাপ্ত করে, সেইরূপ আমরা সুন্দ স্তোত্রদ্বারা একবার তোমাকে ব্যাপ্ত করিব।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিম সকল প্রদান করে, তুমি সেই দক্ষিণা আমাদিগকে প্রদান কর। তুমি ভ নীয়, আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আর কাহাকেও প্রদান করিও না আমরা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব।

---

১৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে স্তোতাগণ! তোমরা অঙ্গিরাগণের ন্যায় নূতন স্তুতি দ্ব ইন্দ্রকে উপাসনা কর। যেহেতু ইন্দ্রের শোষক তেজঃ পূর্ব্ব কালের ন উদিত হইতেছে। যেহেতু সোম জনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে ইন্দ্র বৃত্র ক আক্রান্ত সমস্ত মেঘরাশি উদঘাটিত করিয়াছিলেন।

---

(১) এই ঋকে ও ইহার পরের ঋকে বৃষ শব্দের বারম্বার ব্যবহারই উদ্দে এই ঋকের দ্বিতীয় সূত্রটী এই, "বৃষণা অধ্বর্য্যু বৃষভাসঃ অদ্রয়ঃ বৃষণং সে বৃষভায় সুষুতি।

২। যে ইন্দ্র বল প্রকাশ করতঃ প্রথম সোমপানের জন্য আপনার মহিমা বর্দ্ধিত করিয়াছেন, যে শত্রু বিনাশক ইন্দ্র যুদ্ধকালে স্বীয় শরীর পরিবীত করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্র প্রীত হউন। তিনি স্বীয় মহিমায় আপন মস্তকে দ্যুলোক ধারণ করিয়াছিলেন।

৩। হে ইন্দ্র! তুমিও তোমার মহাবীর্য্য প্রকাশ করিয়াছ; কারণ স্তোত্র দ্বারা প্রীত হইয়া তুমি শত্রু বিনাশক বল প্রকটিত করিয়াছ। অনিষ্টকারীগণ তোমার রথস্থিত হরিনামক অশ্ব কর্ত্তৃক স্বস্থান বিচ্যুত হইয়া কতক একত্রে ও কতক পৃথক হইয়া পলায়ন করিয়াছে।

৪। প্রভূত অন্নবিশিষ্ট ইন্দ্র নিজ বলে সমস্ত ভুবন অভিভব করতঃ আপনাকে সকলের অধিপতি করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছেন। অনন্তর জগতের বাহক ইন্দ্র নিজতেজে দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়াছেন এবং দুঃস্থিত তমোরাশি চারিদিকে নিক্ষেপ করতঃ জগৎ ব্যাপ্ত করিয়াছেন।

৫। ইন্দ্র ইতস্ততঃ গমনকারী পর্ব্বত সমূহকে নিজ বলে অচল করিয়াছেন। মেঘস্থিত জলরাশি অধোমুখে প্রেরণ করিয়াছেন। তিনি বিশ্বধাত্রী পৃথিবীকে স্বীয় বলে ধারণ করিয়াছেন, এবং প্রজ্ঞাবলে দ্যুলোককে পতন হইতে রক্ষা করিয়াছেন।

৬। ইন্দ্র এই জগতের পক্ষে পর্য্যাপ্ত হইয়া[illegible] তিনি সকলের রক্ষক। তিনি সর্ব্ব জীবের অপেক্ষা উৎকৃষ্ট জ্ঞান[illegible] নিজহস্তে জগৎ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। বহু কীর্ত্তিমান্ ইন্দ্র এই জ্ঞানদ্বারা ক্রিধিকে বজ্রদ্বারা আঘাত করতঃ পৃথিবীতে শয়ন করিয়া থাকিবার জন্য বিনাশ করিয়াছেন।

৭। হে ইন্দ্র! যাবজ্জীবন পিতামাতার সহিত অবস্থিতা দুহিতা (যেমন) আপনার পিতৃকুল হইতেই ভাগ প্রার্থনা করে(১), সেইরূপ আমি তোমার নিকট ধন যাচ্ঞা করি। সেই ধন তুমি সকলের নিকট

---

(১) "পত্যিং অলভমানা সতী দুহিতা সমানাৎ আত্মনঃ পিত্রোশ্চ সাধারণাৎ সদনাৎ গৃহাৎ * * * যথা ভাগং যাচতে।" সায়ণ। অনুমান হয় তৎকালে অবিবাহিতা কন্যা পিতৃ সম্পত্তির অংশ পাইতেন, এরূপ রীতি ছিল। বোধ হয় অনেক কন্যা অবিবাহিতা থাকিতেন, নচেৎ তাঁহাদিগের সম্পত্তির অংশ পাওয়ার একটি বিধি হওয়ার সম্ভব নহে।

প্রকাশিত কর, এবং সেই ধনের পরিমাণ কর ও তাহা সম্পাদন কর
আমার শরীরের ভোগযোগ্য ধন প্রদান কর. এই ধনে তুমি (স্তোতাগণকে
সম্মানিত কর।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি পালয়িতা; আমরা তোমাকে আহ্বান করি।
তুমি কর্ম্ম ও অন্নের দাতা। তুমি নানা প্রকারে আশ্রয় প্রদান করিয়া আমা-
দিগকে রক্ষা কর। হে অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে অত্যন্ত
ধনবান্ কর।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভি-
সকল প্রদান করে, তুমি সেই দক্ষিণা আমাদিগকে প্রদান কর। তু
ভজনীয়, আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আর কাহাকেও প্রদান করিও না
আমরা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব।

---

১৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। স্তুতিযোগ্য ও বিশুদ্ধ যজ্ঞ প্রাতঃকালে আরব্ধ হইয়াছে; এ
যজ্ঞে চারিখানি (প্রস্তর), তিন প্রকার স্বর, সপ্ত প্রকার ছন্দঃ ও দশ প্রকা
পাত্র আছে। ই[illegible]ষ্যদিগের হিতকর ও স্বর্গদাতা। ইহা মনোহর স্তু
ও যাগাদিদ্বারা প্রা[illegible] হইবে।

২। ঐ যজ্ঞ ইন্দ্রের জন্য প্রথম দ্বিতীয় ও তৃতীয় সবনে পর্য্যা
হইল। ইহা মনুষ্যদিগের জন্য শুভ ফল আনয়ন করে। অন্য (ঋত্বিক্
গণ) অন্য প্রসিদ্ধ বাক্যের গর্ভ উৎপাদন করিতেছেন। অভীষ্টব
জয়শীল (যজ্ঞ) অন্য দেবগণের সহিত মিলিত হইতেছে।

৩। ইন্দ্রের রথে নূতন স্তোত্রদ্বারা শীঘ্র গমনার্থ হরিনামক অ
যোজনা করি। এই যজ্ঞে বহুসংখ্যক মেধাবী স্তোতা আছেন, অ
যজমানগণ তোমাকে সম্যক তৃপ্ত করিতে পারে না।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি আহূত হইয়া দুই চারি, অথবা ছয় অথবা অ
অথবা দশ সংখ্যক হরিনামক অশ্বের সাহায্যে সোমপানার্থ আগমন কর

হে শোভন ধনবিশিষ্ট ইন্দ্র! এই সোম তোমার জন্য অভিষুত হইয়াছে তুমি উহাকে হিংসা করিও না।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি উত্তম গতিবিশিষ্ট, বিংশতি, ত্রিংশৎ, চত্বারিংশৎ, পঞ্চাশৎ, ষষ্টি, অথবা সপ্ততি সংখ্যক অশ্বেরযোগে আমাদের অভিমুখে সোমপানার্থ আগমন কর।

৬। হে ইন্দ্র! অশীতি নবতী বা শত সংখ্যক অশ্বদ্বারা বাহিত হইয়া আমাদের অভিমুখে আগমন কর। হে ইন্দ্র! যে হেতু, তোমার আনন্দের জন্য তোমার জন্য পাত্রে সোম পরিষিক্ত হইতেছে।

৭। হে ইন্দ্র! আমার স্তুতির অভিমুখে আগমন কর। জগদ্ব্যাপী অশ্বদ্বয়কে রথের অগ্রভাগে সংযোজিত কর। বহুসংখ্যক যজমান তোমাকে আহ্বান করে। হে শূর! তুমি এই যজ্ঞে হৃষ্ট হও।

৮। ইন্দ্রের সহিত আমার সখ্য যেন বিযুক্ত না হয়। এই ইন্দ্রের দক্ষিণা আমাদিগকে অভিমত ফলপ্রদান করুক। আমরা যেন ইন্দ্রের প্রশংসনীয় ও আপদ নিবারক হস্তদ্বয়ের সমীপে অবস্থিতি করি, এবং প্রতি-যুদ্ধে আমরা জয় লাভ করি।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমত সকল প্রদান করে তুমি সেই দক্ষিণা আমাদিগকে প্রদান কর। তুমি ভজনীয় আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আর কাহাকেও প্রদান করিও না। আমরা পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব।

---

১৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। সোমাভিষবকারী মনীষী যজমানের মদকর অন্ন ইন্দ্র আনন্দের জন্য ভক্ষণ করুন। এই পুরাণ অন্নে বর্দ্ধমান হইয়া ইন্দ্র উহাতে বাস করিয়াছেন। ইন্দ্রের স্তোত্রাভিলাষী ঋত্বিকগণও উহাতে বাস করিয়াছেন।

২। এই মদকর সোমে আনন্দিত হইয়া, ইন্দ্র হস্তে বজ্রধারন করতঃ জলের আবরক অহিকে ছেদন করিয়াছিলেন। তখন প্রীতিকর জলরাশি

পক্ষীগণ যেরূপ কুলায়াভিমুখে গমন করে, সেইরূপ (সমুদ্র) অভিমুখে গমন করিতে লাগিল।

৩। অহিহন্তা পূজনীয় ইন্দ্র জলপ্রবাহকে সমুদ্রাভিমুখে প্রেরণ করিলেন। তিনি সূর্য্যকে উৎপাদন করতঃ গোসমূহ লাভ করিলেন এবং তেজোবলে দিবসসমূহ প্রকাশ করিলেন।

৪। ইন্দ্র হব্যদায়ী মনুষ্য যজমানের জন্য বহুসংখ্যক উৎকৃষ্ট ধন দান করিয়াছেন। বৃত্রকে বিনাশ করিয়াছেন। তিনি সূর্য্য লাভের জন্য স্তোতৃগণের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে সে সময় সকলের আশ্রয়ভাজন হইয়াছিলেন।

৫। (এতশ ঋষি) ইন্দ্রের স্তব করিলে দ্যোতমান ইন্দ্র সোমাভিষবকারী মনুষ্য এতশকে(১) সূর্য্য আনাইয়া দিয়াছিলেন। যেহেতু (পিতা যেরূপ (পুত্রকে) ধন প্রদান করেন, এতশ সেইরূপ যজ্ঞকালে ইন্দ্রকে প্রচ্ছন্ন ও অমূল্য সোমরূপ প্রদান করিয়াছেন।

৬। দীপ্তিযুক্ত ইন্দ্র আপনার সারথ্যকারী কুৎস রাজর্ষির জন্য শুষ্ণ অশুষ, এবং কুযবকে বশীভূত করিয়াছিলেন, এবং দিবোদাসের জন্য শম্বরের নবনবতী পুরী বিদারণ করিয়াছিলেন।

৭। হে ইন্দ্র! আমরা অন্নাভিলাষে তোমাকে বলবান্ করতঃ তোমার স্তুতি সম্পাদন করিতেছি। তোমাকে প্রাপ্ত হইয়া আমরা সপ্তপদী সখ্য লাভ করি। দেবরহিত পীয়ুর বিরুদ্ধে তোমার বজ্র ক্ষেপণ কর।

৮। হে বলবান্ ইন্দ্র! গমনাভিলাষী লোক যেরূপ পথ প্রস্তুত করে, সেইরূপ গৃৎসমদগণ তোমার জন্য মনোহর স্তুতি রচনা করিতেছে। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা নূতন, তোমার স্তোত্রাভিলাষী গৃৎসমদগণ যেন অন্ন বল গৃহ সুখ প্রাপ্ত হয়।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার যে ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমত সম্পদ প্রদান করে তুমি সেই দক্ষিণা আমাদিগকে প্রদান কর। তুমি ভজনীয়, আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আর কাহাকেও প্রদান করিও না। আমরা পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব।

(১) ১।৬১। ১৫ ঋকের টীকা দেখ।

২০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! অন্নাভিলাষী ব্যক্তি যেরূপ রথ প্রস্তুত করে, সেইরূপ আমরাও তোমার জন্য অন্ন প্রস্তুত করি। তুমি আমাদিগকে ভাল করিয়া জান। আমরা স্তুতিদ্বারা তোমাকে দীপ্যমান করিতেছি। আমরা তোমার ন্যায় লোকের নিকট সুখ যাচ্ঞা করি।

২। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে পালনকরতঃ আমাদিগের (রক্ষা কর)। যাহারা তোমাকে কামনা করে তুমি তাহাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা কর। তুমি হব্যদাতা যজমানের ঈশ্বর, ও তাহার শত্রুনিবারক। যে তোমায় হব্যদ্বারা পরিচর্য্যা করে তাহার জন্য তুমি এই সকল কর্ম্ম করিয়া থাক।

৩। আমরা যজ্ঞকার্য্য করিতেছি, তরুণবয়স্ক, আহ্বানযোগ্য, সখা-তুল্য সুখকর ইন্দ্র আমাদিগকে পালন করুন। যে স্তোত্র উচ্চারণ করে, ক্রিয়া সমাধান করে, হব্য পাক করে ও স্তুতি করে, ইন্দ্র আশ্রয় দান করিয়া তাহাদিগকে কর্ম্মের পারে লইয়া যান।

৪। আমি সেই ইন্দ্রের স্তুতি করি, তাঁহার প্রশংসা করি। তাঁহার স্তোতাগণ পূর্ব্বে বর্দ্ধিত হইয়াছিলেন এবং শত্রুদিগকে হিংসা করিয়া-ছিলেন। ইন্দ্রের নিকট প্রার্থনা করায় ইন্দ্র যে স্তোত্রাভিলাষী নূতন যজমানের ধনেচ্ছা পূরণ করেন।

৫। অঙ্গিরাগণের উক্‌থ সমূহে প্রীত হইয়া ইন্দ্র তাহাদিগের (গো-আনয়নের) পথ দেখাইয়া দিলেন ও তাহাদিগের স্তোত্র পূর্ণ করিলেন। স্তোতাগণ স্তব করিলে ইন্দ্র সূর্য্য দ্বারা উষাকে অপহরণ করতঃ অশ্বের পুরাতন (নগর) সমূহ বিনাশ করিয়াছিলেন।

৬। দ্যুতিমান্ কীর্ত্তিমান্, অতিশয় দর্শনীয় ইন্দ্র মনুষ্যের জন্য উন্মুখ হইয়া আছেন, শত্রুনাশক বলবান্ ইন্দ্র যেন লোক-অনিষ্টকারী দাসের প্রিয়মস্তক নিম্নে নিক্ষেপ করেন।

৭। বৃত্রহা, পুরনাশন ইন্দ্র কৃষ্ণযোনি দাস সেনাকে(১) বিনাশ করিয়াছেন, মনুর জন্য পৃথিবী ও জল সৃষ্টি করিয়াছেন। তিনি যেন যজমানের উচ্চ অভিলাষ পূরণ করেন।

৮। স্তোতাগণ উদকলাভের নিমিত্ত সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে সতত অনু-ক্রমে বলবর্দ্ধক অন্ন প্রদান করিয়াছেন; যখন তাঁহার হস্তে বজ্র প্রদত্ত হইয়া-ছিল তখন তিনি তদ্দ্বারা দস্যুদিগকে হনন করত তাহাদিগের লৌহময় পুরী ধ্বংস করিয়াছিলেন।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার ধনবতী দক্ষিণা স্তুতিকারীর অভিমত সকল প্রদান করে, তুমি সেই দক্ষিণা আমাদিগকে প্রদান কর। তুমি ভজনীয়, তুমি আমাদিগকে অতিক্রম করিয়া আর কাহাকেও প্রদান করিও না। আমরা পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব।

---

২১ সূক্ত।

ইন্দ্রদেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। ধনজয়ী, স্বর্গজয়ী, সদাজয়ী, মনুষ্যজয়ী, উর্ব্বরা ভূমি বিজয়ী, অশ্ব-বিজয়ী, গোজয়ী, জলজয়ী, অতএব সর্ব্ববিজয়ী যজনীয় ইন্দ্রের উদ্দেশে স্পৃহণীয় সোম আহরণ কর।

২। সকলের পরাভবকারী, বিমর্দ্দক, ভোগকারী, অনভিভবযোগ্য, সর্ব্বসহ, পূর্ণগ্রীব, বিবিধাতা, সর্ব্ববোঢ়া, অন্যের দুর্দ্ধর্ষ; ও সর্ব্বদা জয়শীল ইন্দ্রের উদ্দেশে নমঃ শব্দ উচ্চারণ পূর্ব্বক স্তুতি কর।

৩। বহুলোকের পরাজয়কারী, লোকের ভজনীয়, বলবানগণের পরা-ভবকারী, শত্রু নিবারক, যোদ্ধা, প্রীতিকর সোমসিক্ত, শত্রু হিংসক, শত্রু-গণের অভিভবকারী এবং প্রজাপালক ইন্দ্রের উৎকৃষ্ট বীরকর্ম্ম সকল কীর্ত্তন করি।

---

(১) মূলে "কৃষ্ণ যোনীঃ দাসীঃ" আছে। এতদ্দ্বারা কৃষ্ণবর্ণ অনার্য্য জাতি-দিগের উল্লেখ করা হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বের ঋকেও তাহাদিগের উল্লেখ আছে।

৪। অতুল দানযুক্ত, অভীষ্টবর্ষী, হিংসকদিগের বধকারী, গাম্ভীর্য্যোপেত, দর্শনীয়, কর্ম্মবিষয়ে অপরিভবনীয়, সমৃদ্ধ লোকের উৎসাহদাতা, শত্রুদিগের কর্ত্তনকারী, দৃঢ়াঙ্গ, জগৎব্যাপি, সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট ইন্দ্র উষা হইতে সূর্য্যকে উৎপন্ন করিয়াছেন।

৫। ইন্দ্রের স্তুতিকারী, ইন্দ্রাভিলাষী, মনীষী অঙ্গিরাগণ যজ্ঞদ্বারা জল প্রেরক ইন্দ্রের নিকট (অপহৃত গোসমূহের) পথ অবগত হইয়াছেন। যাগে রক্ষাভিলাষী ইন্দ্রের স্তুতিকারী অঙ্গিরাগণ স্তোত্র ও পূজাদ্বারা গোধন লাভ করিয়াছিল।

৬। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে উত্তম ধন প্রদান কর। আমাদিগকে দক্ষতার সুখ্যাতি প্রদান কর। আমাদিগকে সৌভাগ্য দান কর। আমাদিগের ধন বৃদ্ধি করিয়া দও। আমাদিগের শরীর রক্ষা কর, কথায় মিষ্টতা প্রদান কর, দিবসকে সুদিন কর।

---

২২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। পূজনীয়, বহুবলশালী, তৃপ্তিযুক্ত ইন্দ্র পূর্ব্বে যে রূপ অভিলাষ করিয়াছিলেন, সেইরূপ ত্রিকদ্রুকে যবমিশ্রিত অভিষুত সোম বিষ্ণুর সহিত পান করুন। মহৎ সোম তেজোবিশিষ্ট ইন্দ্রকে মহৎকার্য্য সাধনার্থ নিযুক্ত করিয়াছিল। সত্য, ও দীপ্যমান সোম সত্য ও দ্যোতমান ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করুক।

২। পরে দীপ্তিমান ইন্দ্র নিজবলে ক্রিবিকে যুদ্ধদ্বারা অভিভব করিয়াছিলেন, তিনি নিজ তেজোদ্বারা দ্যাবাপৃথিবীকে সম্যক্ পূর্ণ করিয়াছিলেন। সোমের বলে বিশেষরূপে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়াছেন। ইন্দ্র একভাগ নিজ জঠরে ধারণ করিয়া অন্য ভাগ (দেবগণকে) প্রদান করিলেন, সত্য ও দীপ্যমান সোম, সত্য ও দ্যোতমান ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করুক।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি যজ্ঞের সহিত বলের সহিত উৎপন্ন হইয়াছ। তুমি সমস্ত বহন করিতে ইচ্ছা কর। তুমি পরাক্রমের সহিত প্রবৃদ্ধ হইয়া

হিংসকদিগকে অভিভব করিয়াছ; তুমি (পাপ ও মন্দের) বিচারক।
স্তুতিকারীকে কর্ম্মসাধক বাঞ্ছনীয় ধন প্রদান কর। সত্য ও দীপ্যমান
সত্য ও দ্যোতমান ইন্দ্রকে ব্যাপ্ত করুক।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি সকলের সর্ব্বরিতা। তুমি মনুষ্যদিগের হি
যে বিখ্যাত কর্ম্ম পূর্ব্বকালে সম্পাদন করিয়াছিলে তাহা দ্যুলোকে শ্লাঘ
হইয়াছে। তুমি নিজ পরাক্রমে দেবের প্রাণ হিংসা করতঃ তন্নিকক্ষ
ছাড়িয়া দিয়াছিলে। ইন্দ্র নিজবলে সমস্ত অদেব অভিভব করেন
শতক্রতু যেন বল অবগত হয়েন, এবং অন্ন অবগত হয়েন।

---

২৩ সূক্ত।

ব্রহ্মণস্পতি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে ব্রহ্মণস্পতি! তুমি দেবগণের মধ্যে গণপতি, কবিগণের
কবি, তোমার অন্ন সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও উপমানভূত। তুমি প্রশংসনীয়
মধ্যে রাজা এবং মন্ত্রসমূহের স্বামী। আমরা তোমাকে আহ্বান
তুমি আমাদের স্তুতি শ্রবণ করিয়া আশ্রয় প্রদানার্থ যজ্ঞগৃহে উপ
কর।

২। হে অসুর্য্য [illegible] প্রকৃষ্ট জ্ঞান সম্পন্ন বৃহস্পতি! দেবগণ
যজ্ঞীয় ভাগ প্রাপ্ত হই[illegible]। জ্যোতিঃদ্বারা পূজনীয় সূর্য্য যেরূপ
উৎপাদন করেন, সে[illegible] মি সমস্ত মন্ত্র উৎপাদন কর।

৩। হে বৃহস্প[illegible] রিদিক নিন্দকদিগকে এবং অন্ধকার স
দূরীকৃত করিয়া তু[illegible] বিশিষ্ট, যজ্ঞ প্রাপক, ভয়ানক, শত্রু হি
রাক্ষসনাশক, মেঘ[illegible] এবং স্বর্গ প্রদায়ক রথে আরোহণ করিয়াছ।

(১) এই স্থানেও বৃত্র সম্বন্ধে "দেব" শব্দপ্রয়োগ করা হইয়াছে ১। ৩
ঋক ও টীকা দেখ। "অদেব" শব্দটী কি অর্থে ব্যবহার হইয়াছে ঠিক করা
সায়ণ "বিশ্বং অদেবং" অর্থে "ব্যাপ্তং তমোরূপং অসুরং" অর্থাৎ বৃত্র
ছেন। Wilson "বিশ্বং অদেবং" শব্দের অর্থ করিয়াছেন "All that is go

(১) সায়ণ এস্থানে অসুর্য্য অর্থে অসুর হন্তা করিয়াছেন, কিন্তু ১। ২
ঋকের ব্যাখ্যায় ঐ শব্দের অর্থ অসুরের হন্তা করিয়াছেন। ঐ ঋকের টীকা

৪। হে বৃহস্পতি! যে জন তোমাকে হব্য প্রদান করে, তুমি তাহাকে সৎপথে লইয়া যাও এবং তাহাকে রক্ষা কর, পাপ তাহাকে প্রাপ্ত হয় না। তুমি মন্ত্রদ্বেষীদিগের সন্তাপক, এবং ক্রোধের হিংসক, তোমার এইরূপ প্রভূত মাহাত্ম্য আছে।

৫। হে সুরক্ষক ব্রহ্মণস্পতি! তুমি যাহাকে রক্ষা কর দুঃখ তাহাকে কষ্ট দিতে পারে না, দুরিত তাহাকে কষ্ট দিতে পারে না, অরাতিগণ কোনদিকে তাহাকে হিংসা করিতে পারে না, বঞ্চকগণ তাহাকে ক্লেশ দিতে পারে না। তুমি তাহার জন্য সমস্ত হিংসকদিগকে দূর করিয়া দাও।

৬। হে বৃহস্পতি! তুমি আমাদের রক্ষক, সৎপথদাতা, ও বিচক্ষণ। তোমার যজ্ঞের জন্য আমরা স্তোত্রদ্বারা স্তুতি করি, যে ব্যক্তি আমাদের প্রতি কুটিলাচরণ করে, স্বীয় দুর্বুদ্ধি বেগবতী হইয়া তাহাকে শীঘ্র বিনাশ করুক।

৭। হে বৃহস্পতি! যে গর্ব্বিত এবং সর্ব্বগ্রাসী ব্যক্তি আমাদের অভিমুখে আগমন করতঃ আমাদিগকে হিংসা করে সেই ব্যক্তিকে সুপথ হইতে দূর করিয়া দাও এবং যজ্ঞের জন্য আমাদের পথ সুগম করিয়া দাও।

৮। হে বৃহস্পতি! (তুমি লোক সকলকে) উপদ্রব হইতে রক্ষা কর, তুমি আমাদের পুত্রাদিকে পালন কর, আমাদিগের প্রতি মিষ্টবাক্য প্রয়োগ কর, এবং আমাদিগের প্রতি প্রসন্ন হও। আমরা [illegible] আহ্বান করি, তুমি দেবনিন্দকদিগকে বিনাশ কর, দুর্বুদ্ধিগণ যেন [illegible] কৃষ্ট সুখ লাভ করিতে না পারে।

৯। হে ব্রহ্মণস্পতি! তুমি আমাদিগকে [illegible] করিলে আমরা যেন মনুষ্যগণের নিকট হইতে স্পৃহণীয় ধন প্র[illegible] দূরে বা নিকটে আমাদের যে সকল শত্রু আমাদিগকে অভিভ[illegible]ব করে সেই যজ্ঞহীন শত্রুদিগকে বিনাশ কর।

১০। হে বৃহস্পতি! তুমি অভিল[illegible]ষ পূরক ও পবিত্র, আমরা তোমার রক্ষা লাভ করিয়া উৎকৃষ্ট অন্ন লা[illegible] করিব। যে দুরাত্মা আমাদিগকে

পরাভব করিতে ইচ্ছা করে, সে যেন আমাদিগের অধিপতি না হয় আ
উৎকৃষ্ট স্তুতিদ্বারা পুণ্যবান্ হইয়া যেন উন্নতি লাভ করি।

১১। হে ব্রহ্মণস্পতি! তোমার দানের উপমা নাই, তুমি অভীষ্টব
তুমি যুদ্ধে গমন করিয়া শত্রুদিগকে সন্তাপ প্রদান কর, এবং সংগ্রামে তা
দিগকে বিনাশ কর। তোমার পরাক্রমই সত্য, তুমি ঋণ পরিশোধ
তন্নি উগ্র, এবং মদোন্মত্ত ব্যক্তিদিগকে দমন কর।

আত্মাভিমানী আমাকে দেবশূন্য মনে আমাদিগকে হিংসা করে, যে
আয়ুধ যেন আমাদিগকে বধ করিতে ইচ্ছা করে হে বৃহস্পতি! তাহা
শত্রুর ক্রোধ নাশ কর স্পর্শ না কর। আমরা যেন সেই বলবান্
[illegible] তে সমর্থ হই।

১৩। বৃহস্পতি [illegible]
সভাযোগ্য, তিনি যুদ্ধকালে আহ্বানযোগ্য এবং নমস্কার পূর্ব্বক উ
অধিপতি বৃহস্পতি [illegible] গমন করেন এবং সর্ব্ব ধন প্রদান করেন। সক
রথের ন্যায় নিশ্চল ও অভিভবেচ্ছা বিশিষ্ট সমস্ত হিংসক (সেনা) দি
[illegible] বিধ্বস্ত করেন।

১৪। হে বৃহস্পতি! অতিশয় তীক্ষ্ণ, সন্তাপপ্রদ (হেতি) দ্বারা রা
দিগকে সন্তাপ প্রদান [illegible]
তোমাকে নিন্দা করিয়াছিল, ঐ রাক্ষসেরা তোমার পরাক্রম প্রভূত হই
ছিল এক্ষণে তাহা আবিষ্কার। পূর্ব্বকালে তোমার যে প্রশংসনীয় (বী
[illegible] প্রকাশ কর এবং তদ্দ্বারা নিন্দকদিগকে বিনাশ কর

১৫। হে [illegible] হে বৃহস্পতি! যে ধন আর্য্যগণ পূজা করে, যে দী
যুক্ত ও ক্রতুযুক্ত সে [illegible] লোকের মধ্যে শোভা পায়, যে ধন নিজ তেজে দী
মান্ হয়, সেই বিচিত্র [illegible] ধন আমাদিগকে প্রদান কর(২)।

১৬। হে বৃহস্পতি! [illegible]
এবং সর্ব্বদা পরের [illegible] পরা [illegible] চৌরেরা দ্রোহ কার্য্যে হৃষ্ট হয়, যাহারা
সম্পূর্ণরূপে বর্জন করিতে [illegible] করে, যাহারা নিজের হৃদয়ে দেব
তাহাদিগের হস্তে আমাদিগকে [illegible] করে, এবং পরম সামস্তুতি(৩) জা
অর্পণ করিও না।

(২) এই ঋকের ভিন্ন২ প্রকার [illegible]
দ্রবিণং)" অর্থে সায়ণ ব্রহ্মবর্চঃ তেজঃ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে। বিচিত্র ধন ("
(৩) সায়ণ "সাম" অর্থে রাক্ষস বিমর্দ্দন এক প্রকার ব্যাখ্যা করিয়াছেন
[illegible] রক্ষক লাভ করিয়াছেন।

১৭। হে ব্রহ্মণস্পতি! ত্বষ্টা তোমাকে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট করিয়া উৎপন্ন করিয়াছেন, অতএব তুমি সমস্ত সামের উচ্চারক। (যজমান) মহাযজ্ঞ আরম্ভ করিলে ব্রহ্মণস্পতি তাঁহার ঋণ স্বীকার করেন ও সেই ঋণ পরিশোধ করেন, এবং দ্রোহকারীকে বিনাশ করেন।

১৮। হে অঙ্গিরা বংশীয় বৃহস্পতি! পর্ব্বত গোসমূহ আবরণ করিয়াছিল তোমার সম্পদের জন্য যখন তাহা উদ্ঘাটিত হইল এবং তুমি গোসমূহকে বাহির করিয়া দিলে, তখন ইন্দ্রকে সহায় পাইয়া তুমি বৃত্রকর্ত্তৃক আক্রান্ত জলের আধারভূত জলরাশিকে অধোমুখ করিয়াছিলে।

১৯। হে ব্রহ্মণস্পতি! তুমি এই জগতের নিয়ন্তা, তুমি এই সূক্ত অবগত হও, তুমি আমাদিগের সন্তানসন্ততিকে প্রীত কর; দেবগণ যাহা রক্ষা করেন তাহা সম্যকরূপে কল্যাণ কর; আমরা পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব(৪)।

(৪) এই সূক্তের ৩ হইতে ১১ ঋকে, অনার্য্য বর্ব্বর জাতিদিগের বৈরভাব ও উপদ্রবের উল্লেখ পাওয়া যায়।

সপ্তম অধ্যায়।

২৪ সূক্ত।

ব্রহ্মণস্পতি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে ব্রহ্মণস্পতি! তুমি সমস্ত জগতের ঈশ্বর, তুমি আমাদিগের উৎকৃষ্টরূপে সম্পাদিত এই স্তুতি গ্রহণ কর। আমরা তোমাকে এই নূতন মহতী স্তুতিদ্বারা পরিচর্য্যা করিতেছি। তুমি আমাদিগের অভিমত ফল প্রদান কর, যেহেতু, হে বৃহস্পতি! তোমার বন্ধু অ[illegible]দের এই স্তুতিকারী তোমার স্তব করিতেছি।

২। যে ব্রহ্মণস্পতি স্বীয় বলে অবমানযোগ্যগণকে অবমানিত করিয়াছিলেন, যিনি ক্রোধপরবশ হইয়া শম্বরকে বিদারিত করিয়াছিলেন, নিশ্চল জলকে চালিত করিয়াছিলেন, এবং গোধনপূর্ণ পর্ব্বতে প্রবেশ করিয়াছিলেন।

৩। দেবগণের মধ্যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট দেবতা সেই ব্রহ্মণস্পতির কার্য্যদ্বারা দৃঢ় (পর্ব্বত) প্রবিত হইয়াছিল, ও সংস্তম্ভিত (বৃক্ষাদি) ভগ্ন হইয়াছিল, তিনি গোসকলকে উদ্ধার করিয়াছিলেন মন্ত্রের দ্বারা [illegible]কে ভেদ করিয়াছিলেন, অন্ধকারকে অদৃশ্য করিয়াছিলেন, এবং আদিত্যকে [illegible]শ করিয়াছিলেন।

৪। যে প্রস্তরবৎ দৃঢ়মুখ বিশিষ্ট, মধুরজলপূর্ণ নিম্নবিলম্বিত মেঘকে ব্রহ্মণস্পতি বল প্রয়োগদ্বারা বধ করিয়াছিলেন, আদিত্যরশ্মি সকল তাহা পান করিয়াছে। এবং তাহারাই আবার জলধারাময় বৃষ্টিসেক করিয়াছেন।

৫। ঋত্বিক্‌গণ! তোমাদিগের জন্য ব্রহ্মণস্পতির সনাতন ও বিচিত্র প্রজ্ঞান, মাসে-মাসে ও বৎসরে ও বৎসরে ভবিষ্যৎ বৃষ্টিদ্বার উদ্ঘাটিত করিয়াছে। ব্রহ্মণস্পতি এই সকল প্রজ্ঞান মন্ত্রবিষয়ক করিয়াছেন। দ্যা পৃথিবী যত্ন ব্যক্তিয়েকে পরস্পরের সুখ বৰ্দ্ধন করেন।

৬। বিদ্বান্ (অঙ্গিরাগণ) চারিদিকে অন্বেষণ করতঃ পণিদিগের দুর্গমধ্যে লুক্কায়িত পরম ধন প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাঁহারা মায়া দর্শন করিয়া যে স্থান হইতে গমন করিয়াছিলেন, পুনর্ব্বার সেই স্থানে গমন করিলেন।

৭। সত্যবাদী, সর্ব্বজ্ঞ, (অঙ্গিরাগণ) মায়া দর্শন করিয়া পুনরায় প্রধান পথ দিয়া তদভিমুখে গমন করিলেন। তাঁহারা হস্তদ্বারা প্রজ্বালিত অগ্নি পর্ব্বতে নিক্ষেপ করিলেন, পূর্ব্বে সে ধ্বংসকারী অগ্নি তথায় ছিল না।

৮। ব্রহ্মণস্পতি বাণক্ষেপী, সত্যরূপ জ্যাবিশিষ্ট, ধনুদ্বারা যাহা কিছু কামনা করেন, তাহাই প্রাপ্ত হন। তিনি যে বাণ নিক্ষেপ করেন, তাহা কার্য্য সাধন কুশল। সে বাণগুলি দর্শনার্থ উৎপন্ন, এবং কর্ণই তাহাদিগের উৎপত্তি স্থান(১)।

৯। ব্রহ্মণস্পতি পুরোহিত; তিনি (পদার্থ সকল) একত্রিত ও পৃথক্কৃত করেন, তাঁহাকে সকলে স্তব করে, তিনি যুদ্ধে আবির্ভূত হয়েন। সর্ব্বদর্শী ব্রহ্মণস্পতি যখন অন্ন ও ধন ধারণ করেন তখনই সূর্য্য অনায়াসে দীপ্ত হয়েন।

১০। বৃষ্টিপ্রদ বৃহস্পতির ধন চারিদিকে ব্যাপ্ত, প্রাপ্তিযোগ্য, প্রভূত এবং উৎকৃষ্ট। কমনীয়, অন্নবান্ ব্রহ্মণস্পতি ঐ সকল ধন দান করিয়াছেন। উভয় প্রকার লোকেই(২) এই ধন নিবিষ্টচিত্তে উপভোগ করে।

১১। সর্ব্বতোব্যাপ্ত, স্তোতব্য ব্রহ্মণস্পতি অতি দুর্ব্বল এবং মহাবল (উভয় প্রকার লোককেই) নিজবলে রক্ষা করিয়া থাকেন। দানাদিগুণযুক্ত ব্রহ্মণস্পতি দেবগণের প্রতিনিধি বলিয়া সর্ব্বত্র অত্যন্ত বিখ্যাত হইয়াছেন, এবং এই জন্য সমস্ত প্রাণিসমূহের অধিপতি হইয়াছেন।

১২। হে ইন্দ্র ও ব্রহ্মণস্পতি! তোমরা ধনবান্। সমস্ত সত্যই তোমাদের। জল তোমাদের ব্রত হিংসা করিতে পারে না। রথে যোজিত অশ্বদ্বয়

---

(১) অতিশয় এবং মন্ত্রই ব্রহ্মণস্পতির বাণ, অতিশয় দর্শনীয় এবং মন্ত্র

(২) যজমান ও স্তোতা অথবা দেবগণ ও মনুষ্যগণ।

যেরূপ খাদ্যাভিমুখে ধাবিত হয়, তোমরা সেইরূপ আমাদের হব্যাভিমুখে ধাবিত হও।

১৩। ব্রহ্মণস্পতির দ্রুতগামী অশ্বগণ আমাদের (স্তোত্র) শ্রবণ করিতেছেন। মেধাবী সভ্য (অধ্বর্যু) মনোহর স্তোত্রদ্বারা তাঁহাকে হব্য প্রদান করিতেছেন। পরাক্রান্তদিগের দমনকারী ব্রহ্মণস্পতি আমাদের নিকট অভিলাষানুসারে ঋণ স্বীকার করুন। অন্নবান্ ব্রহ্মণস্পতি যুদ্ধে (হব্য গ্রহণ) করুন।

১৪। ব্রহ্মণস্পতি যখন কোন মহৎকর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তখন তাঁহার মন্ত্র তাঁহার অভিলাষানুসারে সফল হয়। যিনি গোসমূহকে বাহির করিয়া দিয়াছিলেন, তিনি দ্যুলোকের জন্য উহাদিগকে ভাগ করিয়া দিয়াছিলেন; গোসমূহ মহা স্রোতের ন্যায় নিজবলে পৃথক পৃথক গমন করিয়া ছিল।

১৫। হে ব্রহ্মণস্পতি! আমরা যেন সকল সময়েই উত্তম নিয়মবিশিষ্ট অন্নযুক্ত ধনের অধিপতি হই। তুমি আমাদের বীরপুত্রের পুত্র উৎপাদন কর, যেহেতু তুমি সকলের ঈশ্বর এবং আমাদের স্তুতি ও অন্ন কামনা কর।

১৬। হে ব্রহ্মণস্পতি! তুমি এই জগতের নিয়ন্তা, তুমি এই সূক্ত অবগত হও, তুমি আমাদিগের সন্তানসন্ততিকে প্রীত কর। দেবগণ যাহা রক্ষা করেন তাহা মঙ্গলময়। আমরা পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব।

---

২৫ সূক্ত।

ব্রহ্মণস্পতি দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। যজমান (ব্রহ্মণস্পতির জন্য) অগ্নি প্রজ্বলিত করতঃ যেন শত্রুদিগকে হিংসা করিতে পারেন। স্তোত্র উচ্চারণ ও হব্য দানকরতঃ তিনি যেন সমৃদ্ধি লাভ করিতে পারেন। ব্রহ্মণস্পতি যে যজমানকে সখা বলিয়া গ্রহণ করেন, তিনি পুত্রেরও পুত্রকে অতিক্রম করিয়া জীবিত থাকেন।

২। যজমান যেন বীরদ্বারা শত্রু বীরগণকে হিংসা করিতে পারেন। তিনি গোধনের জন্য বিখ্যাত হইয়াছেন এবং নিজেই সমস্ত বুঝিতে পারেন। ব্রহ্মণস্পতি যে যজমানকে সখা বলিয়া গ্রহণ করেন তাঁহার পুত্র এবং পুত্রের পুত্রও সমৃদ্ধি লাভ করে।

৩। নদী যেরূপ কূল ভেদ করে, বৃষ যেরূপ বলীবর্দ্দকে পরাভূত করে, সেইরূপ ব্রহ্মণস্পতির পরিচর্য্যাপরায়ণ যজমান নিজ সামর্থ্যে শত্রুগণকে পরাভব করেন। অগ্নিশিখাকে যেরূপ নিবারণ করা যায় না, সেইরূপ ব্রহ্মণস্পতি যে যজমানকে সখা বলিয়া গ্রহণ করেন, তাঁহাকেও নিবারণ করা যায় না।

৪। যে যজমানকে ব্রহ্মণস্পতি সখা বলিয়া গ্রহণ করেন, স্বর্গীয় জল অপ্রতিহত প্রসর হইয়া তাঁহার নিকট আগমন করে, পরিচর্য্যাকারীদিগের মধ্যে সকলের পূর্ব্বে তিনিই গোধন লাভ করেন, তাঁহার বল অনিবার্য্য, তিনি বলদ্বারা শত্রুগণকে বিনাশ করেন।

৫। ব্রহ্মণস্পতি যে যজমানকে সখা বলিয়া গ্রহণ করেন, সমস্ত নদী তদভিমুখে প্রবাহিত হয়, তিনি অনবরত নানাসুখ উপভোগ করেন। তিনি সৌভাগ্যশালী ও দেবদত্তসুখ লাভ করিয়া সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হন।

---

২৬ সূক্ত।

ব্র[illegible] ২ ধন দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। ব্রহ্মণস্পতি[illegible] [ক] স্তোতা যেন শত্রুগণকে বিনাশ করিতে পারে। দেবাকাঙ্ক্ষী যেন অ[illegible] [খ] ভক্তীকে পরাভব করিতে পারে। যিনি ব্রহ্মণস্পতিকে উত্তমরূপে তুষ্ট [গ] করেন, তিনি যেন যুদ্ধে দুর্দ্ধর্ষ (শত্রুদিগকে) বিনাশ করিতে পারেন। যজ্ঞপরায়ণ যেন অযজ্বার ধন উপভোগ করে।

২। হে বীর! তুমি ব্রহ্মণস্পতির স্তুতি কর, অভিমানী শত্রুদিগের বিরুদ্ধে যাত্রা কর, শত্রুদিগের সহিত সংগ্রামে মনকে দৃঢ় কর। ব্রহ্মণস্পতির জন্য হব্য সম্পাদন কর, তাহা হইলে তুমি উত্তম ধন পাইবে। আমরা ব্রহ্মণস্পতির নিকট রক্ষা ইচ্ছা করি।

৩। যে যজমান শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া দেবগণের পিতা ব্রহ্মণস্পতিকে হব্য-দ্বারা পরিচর্য্যা করেন, তিনি আপনার লোক ও আত্মীয়, আপনার পুত্র এবং অন্যান্য পরিচারকের সহিত অন্ন ও ধন লাভ করেন।

৪। যিনি ব্রহ্মণস্পতিকে ঘৃতবিশিষ্ট হব্যদ্বারা পরিচর্য্যা করেন, ব্রহ্মণ-স্পতি তাঁহাকে প্রাচীন (ঋজু) পথে লইয়া যান, তাঁহাকে পাপ হইতে রক্ষা করেন, শত্রু হইতে রক্ষা করেন, দারিদ্র্য হইতে রক্ষা করেন। আশ্চর্য্যরূপ ব্রহ্মণস্পতি তাঁহার মহোপকার সাধন করেন।

---

২৭ সূক্ত।

আদিত্যগণ দেবতা। গৃৎসমদ অথবা তৎপুত্র কূর্ম্ম ঋষি।

১। আমি জুহূদ্বারা সর্ব্বদা শোভমান আদিত্যগণের উদ্দেশে ঘৃত-স্রাবী স্তুতি অর্পণ করিতেছি। মিত্র অর্য্যমা, ভগ, বহুব্যাপি বরুণ দক্ষ ও অংশ আমার স্তুতি শ্রবণ করুন(১)।

২। দীপ্তিমান্, বৃষ্টিপূত, অনুগ্রহপরায়ণ, অনিন্দনীয়, হিংসারহিত ও একবিধ কর্ম্মকারী মিত্র, অর্য্যমা ও বরুণ নামক আদিত্যগণ অদ্য আমার এই স্তোত্র উপভোগ করুন।

৩। মহান্, গাম্ভীর্য্যবিশিষ্ট, দুর্দ্দমনীয়, দমনকারী ও বহুদৃষ্টিযুক্ত আদিত্যগণ প্রাণিগণের অন্তঃকরণ দেখিতে পান। দূর দেশস্থিত পদার্থও আদিত্যগণের পক্ষে নিকট।

৪। আদিত্যগণ স্থাবর ও জঙ্গমকে অবস্থাপিত করেন, সমস্ত ভুবনকে রক্ষা করেন। তাঁহারা বহু যজ্ঞবিশিষ্ট, ও অসুর্য্যকে(২) রক্ষা করেন, তাঁহারা সত্য এবং ঋণ পরিশোধ করেন।

---

(১) এই ঋকে ছয় জন আদিত্যের নাম পাওয়া যায়। ৯ মণ্ডলের ১১৪ সূক্তে ও ১০ মণ্ডলের ৭২ সূক্তে দেখা যায় যে, বেদের আদিত্য সাত জন মাত্র। পরে আদিত্যের সংখ্যা বৃদ্ধি হইল, এবং শতপথ ব্রাহ্মণে এবং পুরাণ ও মহাভারতে দ্বাদশ আদিত্যের নাম আছে। ১।১৪।৩ ঋকের টীকা দেখ।

(২) সায়ণ এস্থানে "অসুর্য্য" অর্থে অসু অর্থাৎ প্রাণের হেতুভূত জল করিয়াছেন। ১।১৩৪।৫ এবং ২।২৩।২ ঋক্ দেখ।

৫। হে আদিত্যগণ! আমরা যেন তোমাদের আশ্রয় লাভ করিতে পারি। ভয় উপস্থিত হইলে তোমাদের আশ্রয় সুখ প্রদান কর। হে অর্য্যমা! হে মিত্র! হে বরুণ! তোমাদিগকে অনুসরণ করিয়া আমি যেন গর্ত্তের ন্যায় পাপ সকল পরিহার করিতে পারি।

৬। হে অর্য্যমা! হে মিত্র! হে বরুণ! তোমাদিগের পথ সুগম, কণ্টক রহিত, এবং সুন্দর, হে আদিত্যগণ! সেই পথে তোমরা আমাদিগকে লইয়া যাও, মিষ্ট বাক্য প্রয়োগ কর এবং বিনাশরহিত সুখ প্রদান কর।

৭। রাজমাতা অদিতি শত্রুগণকে অতিক্রম করিয়া আমাদিগকে অন্য দেশে লইয়া যাউন, অর্য্যমা সুগমপথে আমাদিগকে লইয়া যাউন। আমরা বহুবীরবিশিষ্ট এবং হিংসারহিত হইয়া মিত্র ও বরুণের সুখ লাভ করিব।

৮। ইহারা তিন ভূমি(৩) এবং তিন দ্যুলোক(৪) ধারণ করেন, ইহাদিগের যজ্ঞের মধ্যে তিন ব্রত আছে(৫)। হে আদিত্যগণ! যজ্ঞদ্বারা তোমাদের মহিমা উৎকৃষ্ট হইয়াছে। হে অর্য্যমা, মিত্র ও বরুণ! সে মহত্ত্ব অতি চারু।

৯। স্বর্ণালঙ্কারভূষিত, দীপ্তিমান্, বৃষ্টিপূত, নিদ্রারহিত, অনিমেষনয়ন, হিংসারহিত, ও সকলের স্তুতিযোগ্য আদিত্যগণ সরলস্বভাব লোকের জন্য তিন প্রকার স্বর্গীয় তেজ ধারণ করেন(৬)।

১০। হে অসুর বরুণ! তুমি, দেবতাই হউক বা মনুষ্যই হউক, সকলের রাজা। আমাদিগকে শতবর্ষ অবলোকন করিতে দাও, যেন আমরা প্রাচীনগণের উপভুক্ত আয়ুঃলাভ করিতে পারি(৭)।

---

(৩) পৃথিবী, অন্তরীক্ষ ও স্বর্গ। সায়ণ।

(৪) দ্যুলোকের উপরিস্থ মহর্লোক, জনলোক ও সত্যলোক। অথবা অগ্নি, বায়ু ও সূর্য। সায়ণ।

(৫) অর্থাৎ যজ্ঞের সবনত্রয়। অথবা আদিত্যগণের রসাদান, জলধারণ ও বৃষ্টিবর্ষণ রূপ তিনটি কার্য্য। সায়ণ।

(৬) অগ্নি প্রভৃতি তিনটি তেজঃ। সায়ণ। "The three bright heavenly regions for the sake of the upright man."—*Wilson*.

(৭) ঋগ্বেদের ঋষিগণ এই স্থানে ও অন্যান্য স্থানে এক শত বৎসরই মনুষ্য-পরমায়ুর সীমা বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। সহস্র বৎসর জীবী ঋষি ও সত্য যুগের লোকবৃন্দের পৌরাণিক উপন্যাসগুলি তখনও সৃষ্ট হয় নাই।

১১। হে বাসপ্রদ আদিত্যগণ! আমরা দক্ষিণদিকও জানি না, বামদিকও জানি না, সম্মুখও জানি না, পশ্চাৎও জানি না। আমি অপরিপক্ক বুদ্ধি ও অতিশয় কাতর। তোমরা আমাকে লইয়া গেলে আমি ভয়রহিত জ্যোতি লাভ করিতে পারিব।

১২। যজ্ঞের নায়ক ও রাজা আদিত্যগণকে যিনি, হব্য প্রদান করেন, নিত্য অনুগ্রহ যাঁহার পুষ্টি বর্দ্ধন করে, সেই ব্যক্তি ধনবান, বিখ্যাত, বদান্য ও প্রশংসিত হইয়া রথে আরোহণ করিয়া যজ্ঞস্থলে গমন করেন।

১৩। তিনি দীপ্তিমান, হিংসারহিত, প্রচুর অন্নবিশিষ্ট, সুপুত্রযুক্ত হইয়া উত্তম শস্যপ্রদ জলসমীপে বাস করেন। যিনি আদিত্যগণকে অনুসরণ করেন, দূরবর্ত্তী বা নিকটবর্ত্তী শত্রু তাঁহাকে বধ করিতে পারে না।

১৪। হে অদিতি! হে মিত্র! হে বরুণ! আমরা যদি তোমাদের নিকট কোন অপরাধ করিয়া থাকি, সদয় হইয়া মার্জ্জনা কর। হে ইন্দ্র! আমরা যেন বিস্তীর্ণ, ভয়রহিত জ্যোতিঃ লাভ করিতে পারি, দীর্ঘ তমিস্রা যেন আমাদিগকে আচ্ছন্ন করিতে না পারে।

১৫। যিনি আদিত্যগণের অনুসরণ করেন, দ্যাবাপৃথিবী উভয়ে একত্রিত হইয়া তাঁহার পুষ্টি বর্দ্ধন করে। তিনি [illegible]ভাগ্যবান, এবং স্বর্গীয় জলপ্রাপ্ত হইয়া সমৃদ্ধি লাভ করেন। তিনি [illegible] শত্রুদিগকে পরাভূত করিয়া উভয়নিবাসস্থানে(৮) গমন করেন। [illegible]) উভয়ার্দ্ধই তাঁহার মঙ্গলকর হয়।

১৬। হে যজনীয় আদিত্যগণ! তোমাদের যে মায়া দ্রোহকারীর জন্য নির্ম্মিত হইয়াছে, এবং যে পাশ শত্রুর জন্য গ্রথিত হইয়াছে, আমি যেন অশ্বারোহী পুরুষের ন্যায় তাহা অনায়াসে অতিক্রম করিয়া যাইতে পারি। আমরা যেন হিংসারহিত হইয়া পরম সুখে বাস করিতে পারি।

১৭। হে বরুণ! আমাকে যেন কোন ধনী এবং প্রভূত দানশীল ব্যক্তির নিকট জ্ঞাতির দারিদ্র্যের কথা বলিতে না হয়। হে রাজা! আমার যেন নিয়মিত ধনের অভাব না হয়। আমরা পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব।

(৮) অর্থাৎ আপনার নিবাসস্থান ও শত্রুর নিবাস স্থান। সায়ণ।

২৮ সূক্ত।

বরুণ দেবতা। কূর্ম বা গৃৎসমদ ঋষি।

১। কবি এবং স্বয়ং শোভমান আদিত্য (বরুণের) জন্য এই হব্য। তিনি স্বীয় মহিমাদ্বারা সমস্ত ভূতকে অভিভব করেন। দ্যুতিমান্ স্বামী বরুণ যজমানের হর্ষ উৎপন্ন করেন, আমি তাঁহার স্তুতি, যাচ্ঞা করি।

২। হে বরুণ! আমরা যেন উত্তমরূপে তোমার ধ্যান, স্তুতি, এবং পরিচর্য্যা করতঃ সৌভাগ্যশালী হইতে পারি। কিরণবিশিষ্টা উষা আগমন করিলে অগ্নির ন্যায় আমরা যেন প্রতিদিন তোমার স্তুতি করতঃ দীপ্তিমান্ হই।

৩। হে জগতের নায়ক বরুণ! তুমি অনেক বীরবিশিষ্ট, বহুলোকে তোমার স্তুতি করে, আমরা যেন তোমার গৃহে বাস করিতে পারি। হে হিংসারহিত দীপ্তিমান্ অদিতি পুত্রগণ। তোমরা আমাদের সখ্যের নিমিত্ত আমাদের অপরাধ মার্জনা কর।

৪। জগতের [illegible] অদিতির পুত্র (বরুণ) প্রকৃষ্টরূপে জল সৃষ্টি করিয়াছেন। বরুণের [illegible]ায় নদী সকল প্রবাহিত হয়, উহারা বিশ্রাম করে না, নিবৃত্ত হয় না। [illegible]ারা পক্ষীদিগের ন্যায় বেগে ভূমিতে গমন করে।

৫। হে বরুণ! [illegible]মার পাপ রজ্জুর ন্যায় (আমাকে বাঁধিয়াছে) তাহা মোচন কর। আ[illegible]রা যেন তোমার জলপূর্ণ নদী প্রাপ্ত হই। (পঙ্ক্তি) বয়ন কালে আমাদের তন্ত যেন ছিন্ন না হয়, যজ্ঞের মাত্রা অসময়ে যেন বিফল না হয়।

৬। হে বরুণ! আমার নিকট হইতে ভয় দূর করিয়া দাও, হে সম্রাট ও সত্যবান্! আমার প্রতি অনুগ্রহ কর। বৎস হইতে বন্ধন রজ্জুর ন্যায় আমা হইতে পাপমোচন কর, কারণ তোমা হইতে পৃথক হইয়া কেহ এক নিমেষের জন্যও আধিপত্য করিতে পারে না।

৭। হে অসুর বরুণ! তোমার যজ্ঞে যাহারা অপরাধ করে, তাঁহাদিগকে যে আয়ুধ সকল হিংসা করে, আমাদিগকে যেন সে আয়ুধ হিংসা না

করে। আমরা যেন আলোক হইতে নির্ব্বাসিত না হই, আমাদের জীবনের জন্য হিংসককে বিশ্লিষ্ট কর।

৮। হে বহুস্থানোৎপন্ন বরুণ! আমরা অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ কালে তোমার উদ্দেশে নমঃ শব্দ উচ্চারণ করিব, যেহেতু হে অহিংসনীয় বরুণ! পর্ব্বতের ন্যায় তোমাতে অচ্যুত কর্ম্ম সকল আশ্রয় করিয়া থাকে।

৯। হে বরুণ! পূর্ব্ব পুরুষেরা যে ঋণ করিয়াছিলেন, তাহা পরিশোধ কর, এবং সম্প্রতি আমিও যে ঋণ করিতেছি, তাহাও পরিশোধ কর। হে বরুণ! আমাকে যেন অন্যের উপার্জ্জিত ধন ভোগ করিতে না হয়। অনেক উষা যেন উদিতই হয় নাই, হে বরুণ! আমরা যেন সেই সকল উষায় জীবিত থাকিতে পারি এরূপ আজ্ঞা কর(১)।

১০। হে রাজা বরুণ! আমি ভীরু, আমাকে বন্ধু অথবা জ্ঞাতি, স্বপ্নদৃষ্ট যে ভয়ঙ্কর কথা বলে তাহা হইতে রক্ষা কর। তস্কর বা বৃক আমাকে বধ করিতে চাহে, তাহাদিগের হইতে আমাকে রক্ষা [illegible]

১১। হে বরুণ! আমাকে যেন কোন ধনী [illegible]ভূত দানশীল ব্যক্তির নিকট জ্ঞাতির দারিদ্র্যের কথা বলিতে না হয়। [illegible]রাজা! আমার যেন নিয়মিত ধনের অভাব না হয়। আমরা পুত্র ও [illegible]ত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব(২)।

---

(১) ঋণ থাকিলে তাহার পক্ষে উষা উদয় ও অনুদয় প্রায়ই এক, অতএব ঋষি বলিয়াছেন অনেক উষাই উদিত হয় নাই। সায়ণ। [illegible]চীন ঋষিরা ও পৈতৃক ও আত্মকৃত ঋণের ক্লেশ ভোগ করিয়াছিলেন।

(২) ২৭ ও ২৮ ও ২৯ সূক্তে অনেকগুলি পবিত্র চিন্তা, [illegible]পক্ষয়ের জন্য অনেক হৃদয়গ্রাহী স্তুতি লক্ষিত হয়। বরুণের অনেক স্তুতিতে[illegible] এইরূপ লক্ষিত হয়। ১।২৫।১০ ঋকের টীকা দেখ। এই ২৮ সূক্তের ৭ ঋকে এবং ২৭ সূক্তের ১০ ঋকে বরুণকে "অসুর" বলিয়া সম্বোধন করা হইয়াছে।

২১ সূক্ত।

বিশ্বদেব দেবতা। কূর্ম্ম বা গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে ব্রতকারী, শীঘ্রগমনশীল, সকলের প্রার্থনীয় আদিত্যগণ গুপ্ত প্রসবিনীর (গর্ভের ন্যায়) আমার অপরাধ দূরদেশে নিক্ষেপ কর(১) হে মিত্র ও বরুণ! তোমাদের মঙ্গলকার্য্য আমি অবগত হইয়া রক্ষার্থ তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছি, তোমরা আমাদের (স্তুতি) শ্রবণ কর

২। হে দেবগণ! তোমরা অনুগ্রহকারী ও তোমরাই বল, তোমরা দ্বেষকারিদিগকে আমাদিগের নিকট হইতে পৃথক্ কর, তোমরা শত্রুহিংসক শত্রুদিগকে পরাভব কর। বর্ত্তমান এবং ভবিষ্যৎকালে আমাদিগকে সুখী কর।

৩। হে দেবগণ! এক্ষণে অথবা পরে আমরা তোমাদের কি কার্য্যসাধন করিতে পারি। হে ব[illegible]! সনাতন প্রাপ্তব্য কার্য্যদ্বারা আমরা তোমাদের কি কার্য্যসাধন করি[illegible]। হে মিত্রাবরুণ! হে অদিতি! হে ইন্দ্র ও মরুৎগণ! তোমরা আমাদের মঙ্গল কর।

৪। হে দেবগণ! তোমারাই আমাদের বন্ধু, আমি তোমাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আমার প্রতি সদয় হও। তোমাদের রথ আমাদের যজ্ঞে (আসিতে) যেন মন্দগতি না হয়। তোমাদের ন্যায় বন্ধু পাইয়া আমরা যেন শ্রান্ত না হই।

৫। হে দেবগণ! তোমাদের মধ্যে একজন হইয়া আমি অনেক পাপ নষ্ট করিয়াছি, পিতা যেরূপ অপথগামী পুত্রকে উপদেশ দান করেন, সেইরূপ তোমরা আমাকে উপদেশ দান করিয়াছ। হে দেবগণ! তোমাদের পাশ সকল ও পাপ সকল দূরে অবস্থিত হউক। (ব্যাধ) যেরূপ শাবকের সম্মুখে পক্ষীকে (হিংসা করে) সেইরূপে আমাকে হিংসা করিও না।

---

(১) মূলে "রহসূঃ ইব" আছে। "রহসি অন্যৈরজ্ঞাতে প্রদেশে সূয়তে ইতি রহসূঃ ব্যভিচারিণী। সা যথা গর্ভং পাতয়িত্বা দূরদেশে পরিত্যজতি তদ্বৎ।" সায়ণ।

৬। হে পূজনীয় দেবগণ! অদ্য আমাদের অভিমুখে আগমন কর। আমি ভীত হইয়া তোমাদের হৃদয়াবস্থিত আশ্রয় লাভ করিব। হে দেবগণ! বৃকের হস্তে বধ হইতে আমাদের রক্ষা কর। হে পূজনীয়গণ! যে আমাদিগকে আপদে ফেলিয়া দেয়, তাহার হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

৭। হে বরুণ! আমাকে যেন কোন ধনী এবং প্রভূতদানশীল ব্যক্তির নিকট জ্ঞাতির দারিদ্র্যের কথা বলিতে না হয়। হে রাজা! আমার যেন নিয়মিত ধনের অভাব না হয়। আমরা পুত্র ও পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব।

---

৩০ সূক্ত।

দেবতা (১) ঋক্ হইতে ৫ পর্য্যন্ত) ইন্দ্র। (৬) সোম ও ইন্দ্র। (৭) ইন্দ্র। (৮) সরস্বতী ও ইন্দ্র। (৯) বৃহস্পতি। (১০) ইন্দ্র। (১১) মরুৎগণ। গৃৎসমদ ঋষি।

১। বৃষ্টিকারী দ্যুতিমান্, সকলের প্রেরক, অহিবিনাশক ইন্দ্রের যাগার্থ জল কখনও বিরত হয় না, তাহাদের স্রোত প্রত্যহ চলিতেছে। কোন্ সময় তাহাদের প্রথম সৃষ্টি হইয়াছিল?

২। জননী (অদিতি) অভিজ্ঞ ইন্দ্রকে, যে ব্যক্তি বৃত্রের উদ্দেশে অন্নপ্রদান করিয়াছিল, তাহার কথা বলিয়া দিয়াছিলেন। ইন্দ্রের ইচ্ছানুসারে নদীসমূহ তাহাদের পথ খনন করিতে ২ প্রতিদিন সমুদ্রের অভিমুখে গমন করে।

৩। যেহেতু বৃত্র অন্তরীক্ষে উন্নত হইয়া সমুদয় পদার্থকে ব্যাপ্ত করিয়াছিল, অতএব ইন্দ্র তাহার প্রতি বজ্র নিক্ষেপ করিলেন। বৃত্র বৃষ্টিপ্রদ মেঘে আচ্ছাদিত হইয়া ইন্দ্রের অভিমুখে প্রধাবিত হইল; তখন তীক্ষ্ণায়ুধধারী ইন্দ্র শত্রুকে জয় করিলেন।

৪। হে বৃহস্পতি! বজ্রের ন্যায় দীপ্ত অস্ত্রদ্বারা বৃকদ্বর(১) অসুরের পুত্রদিগকে বিদ্ধ কর। হে ইন্দ্র! পূর্ব্বকালে তুমি যেমন বলদ্বারা শত্রুদিগকে জয় করিয়াছিলে এক্ষণে সেইরূপ আমাদের শত্রুদিগকে বিনাশ কর।

(১) "বৃকদ্বরসঃ অসুরস্য" অর্থাৎ "সম্বরনাম্নঃ অসুরস্য।" সায়ণ।

৫। [illegible] তুমি [illegible] স্তোতাগণ তোমার স্তব করি(তে) [illegible] তুমি [illegible] বিনাশ করিয়াছিলে, সেই প্রস্তরবৎ কঠিন (বজ্র) দ্যুলোক হইতে নিম্নাভিমুখে [illegible] কর। আমরা যাহাতে প্রভূত পুত্র পৌত্র ও গোধন লাভ করিতে পারি, তুমি সেইরূপ আমাদিগের সমৃ(দ্ধি) [illegible] কর।

৬। [illegible] ও সোম! তোমরা যাহাকে হিংসা কর, সেই দ্বে(ষ)কারীকে [illegible] কর; তোমরা যজমানদিগকে শত্রুগণের বিরুদ্ধে প্রের(ণ) কর। হে ইন্দ্র [illegible] সোম! তোমরা আমাকে রক্ষা [illegible] এই ভয়স্থানে ভয়শূন্য স্থান নি[illegible] কর।

[illegible] আমাকে ক্লেশ দান না করেন, শ্রান্ত না করে(ন) [illegible] না করেন। আমরা যেন কখন বলি না, যে সোমাভিষ(ব) করিও না। ইন্দ্র [illegible] অভিলাষ পূরণ করেন, অভীষ্ট দান করে(ন), যজ্ঞ অবগত হয়েন, [illegible] গোসমূহ লইয়া অভিষবকারীর নিকট উপস্থি(ত) হয়েন।

৮। হে সরস্বতী! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর, মরুৎগণের সহি(ত) একত্রিত হইয়া দৃঢ়তা [illegible] কারে শত্রুদিগকে জয় কর। ইন্দ্র শূরাভিমানী স্পর্দ্ধাবান্ শণ্ডিকদিগে(র) (২) প্রধানকে হনন করিয়াছিলেন।

৯। হে বৃহস্পতি! যে অন্তর্হিত দেশে লুক্কায়িত হইয়া আমাদিগে(র) প্রাণনাশ করিতে অভিলাষী, তাহাকে অন্বেষণ করতঃ তীক্ষ্ণাস্ত্রদ্বারা বিদ্ধ ক(র) আয়ুধদ্বারা আমাদের শত্রুদিগকে জয় কর। হে রাজা বৃহস্পতি! দ্রোহ(কারীর) কারীর বিরুদ্ধে প্রাণনা(শ)ক বজ্র চারিদিকে নিক্ষেপ কর।

১০। হে শূর ইন্দ্র! আমাদের শত্রুনাশক শূরগণের সহিত তোমা(র) সম্পাদ্য বীরকার্য্য সকল সম্পন্ন কর। আমাদের শত্রুরা বহুদিন গর্ব্বপূ(র্ণ)

---

(২) শণ্ডিকগণ কাহারা? বোধ হয় আর্য্যগণের কোন শত্রু জাতি হইবে ইহার পরের দুইটী ঋকেও সেই অনার্য্য শত্রুদিগের কথা বলা হইতেছে। সায়(ণ) লিখিয়াছেন "শণ্ডামর্কৌ অসুরপুরোহিতৌ।" কিন্তু অসুর পুরোহিত শণ্ডামর্কে(র) পৌরাণিক গল্প ঋগ্বেদ রচনার সময় কল্পিত হয় নাই, এবং শণ্ডামর্কের নাম সম(স্ত) ঋগ্বেদ সংহিতার মধ্যে কোনও স্থানেই নাই।

হইয়া রহিয়াছে, তাহাদিগকে বিনাশ করিয়া তাহাদের ধন আমাদিগকে প্রদান কর।

১১। হে মরুৎগণ! আমরা সুখাভিলাষে স্তুতি ও নমস্কার দ্বারা তোমাদের দৈব ও প্রাদুর্ভূত ও একীকৃত বলের স্তুতি করি। যেন আমরা [illegible] প্রত্যহ বীরবিশিষ্ট অপত্য সমন্বিত প্রশংসনীয় ধন উপভোগ করিতে পারি।

---

৩১ সূক্ত।

বিশ্বদেব দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। যখন আমাদের রথ অন্নাভিলাষী, [illegible] [illegible]গণের ন্যায় নিবাসস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন [illegible], তখন, হে মিত্র ও [বর]রুণ! তোমরা আদিত্য রুদ্র ও বসুগণের স[illegible] হইয়া উহা রক্ষা কর।

২। হে সমান প্রীতিযুক্ত দেবগণ! এক[illegible] আমাদের রথ রক্ষা কর, [য]াহা অন্ন অন্বেষণে জনপদে গমন করিয়াছে। [illegible] যোজিত অশ্বসকল [প]াদক্ষেপ দ্বারা পথ অতিক্রম করিতেছে, এবং [illegible]র্ণ ভূমির উন্নত প্রদেশ [আ]ঘাত করিতেছে।

৩। অথবা সর্ব্বদর্শী ইন্দ্র মরুৎগণের পরাক্রমে উক্ত কর্ম স[illegible] [illegible]রতঃ স্বর্গলোক হইতে আগমন করতঃ হিংসা[রহি]ত আশ্রয় দান[illegible] [স]াধন ও অন্নলাভের জন্য আমাদের রথের অনুকূল হউন।

৪। অথবা ভুবনের সেবনীয় সেই ত্বষ্টাদেব [দে]বপত্নীগণের সহিত [প্র]ীতিযুক্ত হইয়া আমাদের রথ চালিত করুন। ইলা, মহাদীপ্তিমান্ ভগ, [দ্যা]বাপৃথিবী, বহুধী পূষা ও (সূর্য্যার) দুই স্বামী অশ্বিদ্বয় আমাদের এই [রথ] চালিত করুন।

৫। অথবা প্রসিদ্ধা, দ্যুতিমতী, সুভগা, পরস্পর দর্শিনী ও জীবগণের [প্রে]রণকর্ত্রী উষা ও নক্ত (আমাদের রথ চালিত করুন)। হে আকাশ ও

পৃথিবী! তোমাদের দুইজনকে নূতন স্তুতিদ্বারা স্তব করিতেছি, স্থাবর অন্ন প্রদান করিতেছি, আমার তিন প্রকার অন্ন আছে(১)।

৬। হে দেবগণ! তোমরা আমাদের স্তুতিকামনা কর, আমরা তোমাদের স্তুতি করিতে ইচ্ছা করি। অহির্বুধ্ন্য, অজ একপাৎ, ত্রিত, ঋভুক্ষা ও সবিতা(২) আমাদিগকে অন্ন প্রদান করুন। শীঘ্রগামী জলের নপ্তা (অগ্নি) আমাদের স্তুতিদ্বারা প্রীত হউন।

৭। যজনীয় বিশ্বদেবগণ! আমি তোমাদের স্তুতি উচ্চারণ করিতে বাসনা করি। তোমরা সর্ব্বাপেক্ষা স্তুতিযোগ্য, অন্ন ও বলাভিলাষী মনুষ্যগণ তোমাদের জন্য স্তুতি রচনা করিয়াছে। রথের অশ্বের ন্যায়, তোমাদের বল আমাদের জন্য আগমন করুক।

---

৩২ সূক্ত।

দেবতা (১) ঋকের দ্যাবাপৃথিবী। (২ ও ৩) ইন্দ্র। (৪ ও ৫) রাকা। (৬ ও ৭) সিনিবালী। (৮) ছয় জন দেবী। গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে দ্যাবাপৃথিবী! যে স্তোতা যজ্ঞ করিতে ও তোমাদিগকে প্রীত করিতে ইচ্ছা করে, তোমরা তাহাদের আশ্রয়স্বরূপ হও। তোমাদের অন্ন সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট। দ্যাবাপৃথিবীকে সকলে স্তব করে, আমি অন্নকাম হইয়া মহা স্তোত্রদ্বারা তোমাদের স্তব করিব।

২। হে ইন্দ্র! শত্রুর গুপ্তমায়া আমাদিগকে যেন দিবসে অথবা রাত্রিতে হিংসা করিতে না পারে। আমাদিগকে কষ্টদায়ক শত্রুসেনার বশীভূত করিও

---

(১) যবাদি, পশু, সোম এই তিন প্রকার। সায়ণ। স্থাবর অন্ন অর্থাৎ "ব্রীহ্যাদেঃ লবচ্ছি বয়সা স্থাবং।" সায়ণ। "Standing corn."—*Wilson.*

(২) সায়ণাচার্য্যের মতে "বুধ্ন্য" শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষে জাত, অহির্বুধ্ন্য শব্দের অর্থ অন্তরীক্ষেজাত অহিনামক দেবতা। তিনি বলেন অজ একপাৎ অর্থে সূর্য্য Roth ও Böhtlingk তাঁহাদিগের জগদ্বিখ্যাত অভিধানে বলেন "অহির্বুধ্ন্য" অন্তরীক্ষচারী অহি, এবং "অজ একপাৎ" এক পাদ বিশিষ্ট বায়ু দেব। পুরাণে অহির্বুধ্ন্য ও অজ একপাৎ দুইজন রুদ্রের নাম ১। ৪৫। ১ ঋকের টীকা দেখ। ত্রিত সম্বন্ধে ১। ৫২। ৫ ঋকের টীকা দেখ। সায়ণ ত্রিত শব্দটি বিশেষণ বিবেচনা করিয়াছেন। ঋভুক্ষা অর্থে সায়ণ উরুনিবাস ইন্দ্র করিয়াছেন।

না, আমাদিগের বন্ধুতা বিযুক্ত করিও না, মনে মনে আমাদের সুখ আকাঙ্ক্ষা করতঃ আমাদের সখ্যের কথা মনে করিও, আমরা তোমার নিকট ইহাই যাচ্ঞা করি।

৩। হে ইন্দ্র! ক্রোধরহিত মনে সুখকরী, দুগ্ধবতী, স্থূলকলেবরা দৃঢ়াঙ্গী ধেনুকে লইয়া আইস। হে ইন্দ্র! তোমাকে সকলে আহ্বান করে, তুমি পদব্রজে দ্রুতগামী, এবং দ্রুতভাষী, আমি রাত্রিদিন তোমার স্তব করি।

৪। আমি উৎকৃষ্ট স্তুতিদ্বারা আহ্বান যোগ্য রাকা(১) দেবীকে আহ্বান করি। তিনি সুভগা, আমাদের আহ্বান শ্রবণ করুন, এবং নিজেই আমাদের অভিপ্রায় অবগত হইয়া অচ্ছিদ্যমান সূচিদ্বারা আমাদের কর্ম্ম ব্যয়ন করুন, এবং বিক্রান্ত, বহুধনবিশিষ্ট ও বীর্য্যবান্ পুত্র দান করুন(২)।

৫। হে রাকা দেবি! তোমার যে সুন্দর অনুগ্রহদ্বারা তুমি হব্য দাতাকে ধন দান কর, অদ্য প্রসন্নমনে সেই অনুগ্রহের সহিত আগমন কর। হে শোভনভাগ্যবতি! তুমি সহস্র প্রকারে আমাদের পুষ্টিবর্দ্ধন করিয়া থাক।

৬। হে পৃথুজঘনা সিনীবালী(৩)! [illegible] দেবগণের ভগিনী, প্রদত্ত হব্য সেবা কর, এবং আমাদের অপত্য উপচিত [illegible],

৭। সিনীবালী সুবাহু, সুন্দর অঙ্গুলি[illegible], সুপ্রসবিনী, এবং বহু প্রসবিত্রী, সেই লোকপালিকা সিনীবালীর উ[illegible] হব্য প্রদান কর।

৮। যিনি গুঙ্গু(৪), যিনি সিনীবালী, যিনি [illegible], এবং যিনি সরস্বতী, তাঁহাদিগকে আহ্বান করি। আমি আশ্রয়ের জন্য ইন্দ্রাণীকে এবং সুখের জন্য বরুণানীকে আহ্বান করি।

(১) "সম্পূর্ণচন্দ্রা পৌর্ণমাসী রাকা।" সায়ন। পূর্ণিমা রাত্রির নাম রাকা।

(২) "She is, however, closely connected with par[illegible]ition, as she is asked to 'sew the work' (apparently the formation of [illegible] embryo) 'with an unfailing needle', and to bestow a son with abund[illegible]t wealth."—Muir's *Sanscrit Texts*, vol. V (1884), p. 346.

(৩) "দৃষ্টচন্দ্রামাবস্যা সিনীবালী।" সায়ণ। নৈরুক্তগণ বলেন সিনীবালী ও কুহূ দুই জন দেবপত্নী; যাজ্ঞিকগণ বলেন তাহারা দুই আমাবস্যা। নিরুক্ত ১১। ৩১। "Sinivali is, however, also connected with parturition." —Muir's *Sanscrit Texts*, vol. V (1884), p. 346.

(৪) এখানে "গুঙ্গু" শব্দদ্বারা রাকা ও সিনীবালীর সহচরী "কুহূ" বুঝাইতেছে। সায়ণ। কুহূ সম্বন্ধে উপরের টীকা দেখ; কুহূর নাম ঋগ্বেদে কোনও স্থানে নাই।

৩৩ সূক্ত।

রুদ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে মরুৎগণের পিতা (রুদ্র)! তোমার প্রদত্ত সুখ আমাদের নিকট আগমন করুক, তুমি সূর্য্য দর্শন হইতে আমাদিগকে পৃথক্ করিও না, আমাদের বীর পুত্রগণ শত্রুদিগকে অভিভূত করুক। হে রুদ্র! আমরা যেন পুত্র পৌত্রাদিতে অনেক হইয়া উঠি।

২। হে রুদ্র! আমরা যেন তোমার দত্ত সুখকর ওষধিদ্বারা শতবর্ষ জীবিত থাকিতে পারি। তুমি আমাদের শত্রুগণকে বিনাশ কর, আমার পাপ একেবারে বিদূরিত কর, এবং সর্ব্বশরীরব্যাপী ব্যাধিপুঞ্জকেও বিদূরিত কর।

৩। হে রুদ্র! [illegible] ঐশ্বর্য্যে সকলের শ্রেষ্ঠ। হে বজ্রবাহু! প্রবৃদ্ধগণের মধ্যে তুমি অতি[illegible]বৃদ্ধ, তুমি আমাদিগকে পাপের পরতীরে লইয়া যাও, পাপ যেন আ[illegible]নিকট না যায়।

৪। হে অভী[illegible] রুদ্র! আমরা যেন অন্যায় নমস্কারদ্বারা অথবা অন্যায় স্তুতিদ্বারা [illegible] (বিসদৃশ দেবগণের) সহিত আহ্বানদ্বারা তোমাকে ক্রুদ্ধ না করি। তুমি আমাদের পুত্রগণকে ওষধিদ্বারা পরিপুষ্ট কর, আমি শুনিয়াছি, তুমি ভিষক্‌গণের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

৫। যে রুদ্র হব্য[illegible]বলিত আহ্বানদ্বারা আহূত হয়েন, আমি স্তোত্রদ্বারা তাঁহাকে অপগত[illegible] করিব। কোমলোদর, শোভন আহ্বানবিশিষ্ট বভ্রুবর্ণ, ও সুনাসিক [illegible] আমাদিগকে যেন তাঁহার হিংসাসাবৃত্তির বিষয়ীভূত না করেন।

৬। আমি প্রার্থনা করিতেছি, অভীষ্টবর্ষী মরুৎবিশিষ্ট রুদ্র আমাকে দীপ্ত অন্নদ্বারা তৃপ্ত করুন। রৌদ্রতপ্ত ব্যক্তি যেরূপ ছায়া লাভ করে, আমি সেইরূপ পাপশূন্য হইয়া রুদ্রদত্ত সুখ লাভ করিব, এবং রুদ্রের পরিচর্য্যা করিব।

৭। হে রুদ্র! তোমার সেই সুখপ্রদ হস্ত কোথায়, যে হস্তে তুমি ভৈষজ প্রস্তুত করিয়া সকলকে সুখী কর। হে অভীষ্টবর্ষী রুদ্র! তুমি দৈব-পাপের বিনাশক হইয়া আমাকে শীঘ্রই ক্ষমা কর।

৮। বভ্রুবর্ণ, অভীষ্টবর্ষী, শ্বেত আভাযুক্ত রুদ্রের উদ্দেশে অতি মহৎ স্তুতি উচ্চারণ করি। হে স্তোতা! তেজোবিশিষ্ট রুদ্রকে নমস্কার দ্বারা পূজা কর, আমরা তাঁহার উজ্জ্বলনাম সংকীর্ত্তন করি।

৯। দৃঢ়াঙ্গ, বহুরূপ, উগ্র ও বভ্রুবর্ণ রুদ্র দীপ্ত হিরণ্ময় অলঙ্কারে শোভিত হইতেছেন। রুদ্র সমস্ত ভুবনের অধিপতি এবং ভর্ত্তা, তাঁহার বল পৃথক্কৃত হয় না।

১০। হে অর্চনার্হ! তুমি ধনুর্ব্বাণধারী; হে অর্চনার্হ! তুমি নানারূপ-বিশিষ্ট ও পূজনীয় নিষ্ক ধারণ করিয়াছ; হে অর্চনার্হ! তুমি সমস্ত বিস্তীর্ণ জগৎকে রক্ষা করিতেছ, তোমা অপেক্ষা অধিক বলবান্ আর কেহ নাই।

১১। হে স্তোতা! প্রখ্যাত, রথস্থিত, [illegible] পশুর ন্যায় ভয়ঙ্কর ও শত্রুদিগের বিনাশক, উগ্র রুদ্রকে স্তব কর। [illegible]! আমরা স্তব করিলে তুমি আমাদিগকে সুখীকর, তোমার সেনা শত্রুকে [illegible]শ করুক।

১২। পিতা আশীর্ব্বাদ করিবার সময় পু[illegible]রূপ তাঁহাকে নমস্কার করে, সেইরূপ হে রুদ্র! তুমি আসিবার সময় [illegible] তোমাকে নমস্কার করিতেছি। হে রুদ্র! তুমি বহুধনদাতা এবং সাধ[illegible]কের পালক, আমরা স্তব করিলে তুমি আমাদিগকে ঔষধ প্রদান কর।

১৩। হে মরুৎগণ! তোমাদের যে নির্ম্মল ঔ[illegible] আছে, হে অভীষ্ট-বর্ষিগণ, তোমাদের যে ঔষধ অত্যন্ত সুখকর ও সুখপ্র[illegible] যে ঔষধ আমাদের পিতা মনু মনোনীত করিয়াছিলেন, রুদ্রের সেই [illegible]কর, ভয়হারী ঔষধ আমরা কামনা করিতেছি।

১৪। রুদ্রের হেতি আমা[illegible]র পরিত্যাগ করিয়া যাউক। দীপ্ত-রুদ্রের মহতী দুর্ম্মতিও আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া যাউক। হে সেচনসমর্থ রুদ্র! (ধনবান্ যজমানগণের) প্রতি তোমার ধনুর জ্যা শিথিল কর, এবং আমাদের পুত্র ও পৌত্রদিগকে সুখী কর।

১৫। হে অভীষ্টবর্ষী, বভ্রুবর্ণ, দীপ্তিমান্, সর্বজ্ঞ ও আমাদের আহ্বান শ্রবণকারী রুদ্র! তুমি আমাদের সম্বন্ধে এস্থলে এইরূপ বিবেচনা করিও, যেন আমাদের প্রতি ক্রুদ্ধ না হও, এবং আমাদিগকে বিনাশ না কর, আমরা পুত্র পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিব।

---

৩৪ সূক্ত।

মরুৎগণ দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। মরুৎগণ (জল) ধারায় অন্তরীক্ষ আবৃত করেন। তাঁহাদের বল (অন্যকে) পরাজিত [illegible] করে, তাঁহারা পশুর ন্যায় ভয়ঙ্কর ও বলদ্বারা জগৎ ব্যাপ্ত করেন তাঁহারা [illegible] ন্যায় দীপ্তিমান্ এবং জলে পরিপূর্ণ, তাঁহারা ভ্রমণকারী মেঘকে ইতস্ত[illegible] প্রেরণকরতঃ জল অপাবৃত করেন।

২। হে সুবর্ণবক্ষ[illegible]গণ! যেহেতু সেচন সমর্থ রুদ্র পৃশ্নীর নির্ম্মল উদরে তোমাদিগকে উ[illegible] করিয়াছেন(১), অতএব আকাশ যেরূপ নক্ষত্রে শোভিত হয়, তোমর[illegible] সেইরূপ স্বীয় আভরণে শোভিত হও। তোমরা শক্রভক্ষক ও জলপ্রেরক[illegible] তোমরা মেঘস্থ বিদ্যুতের ন্যায় শোভিত হও।

৩। যুদ্ধে তুরঙ্গে[illegible] ন্যায় মরুৎগণ বিশাল ভুবনকে সিক্ত করিতেছেন। তাঁহারা অশ্বে আরোহ[illegible]করতঃ শব্দায়মান (মেঘের) কর্ণের নিকট দিয়া দ্রুতবেগে গমন করেন। [illegible]হে মরুৎগণ! তোমরা হিরণ্য সিপ্র(২) ও সমান

---

(১) মূলে "ঊধ[illegible]" আছে ঊধঃ অর্থে স্তন, এখানে উদর। মরুৎগণের মাতা পৃশ্নী সম্বন্ধে ১। ২৩। ১[illegible]ঋকের টীকা দেখ।

(২) "সিপ্র" অ[illegible] সায়ণ অন্যান্য স্থানে নাসিকা বা হনু করিয়াছেন, কিন্তু এস্থানে শিরস্ত্রাণ অর্থ করিয়াছেন। ৫। ৫৪। ১১। ৫৮। [illegible] ২৫ ঋক পড়িলে স্পষ্টই দেখা যায় যে শিরস্ত্রাণ অর্থে "সিপ্র" শব্দ স্থানেং ব্যবহৃত হইয়াছে। Aufrecht বলেন "Visor" নামক শিরস্ত্রাণ হনুদ্বয়ের ন্যায় খোলা যায় এবং বন্ধ করা যায়, সেই জন্য সিপ্র শব্দ এইরূপ শিরস্ত্রাণও বুঝায়। কিন্তু ভারতবর্ষে Visor শিরস্ত্রাণের ব্যবহার ছিল তাহার নিদর্শন পাওয়া যায় না।

ক্রোধ-যুক্ত; তোমরা (বৃক্ষাদি) কম্পিত করিতেছ; তোমরা পৃষতী মৃগ(৩) আরোহণ করিয়া অন্নার্থে গমন কর।

৪। মরুৎগণ মিত্রের ন্যায় হব্যযুক্ত যজমানের জন্য সর্ব্বদা সমস্ত জল বহন করিতেছেন। তাঁহারা দানশীল, পৃষতীযুক্ত, অক্ষয়, অন্নযুক্ত এবং অকুটিলগামী অশ্বের ন্যায় পথবাহীদিগের অগ্রে গমন করেন।

৫। হে সমানক্রোধবিশিষ্ট, দীপ্তিমান্ আয়ুধযুক্ত মরুৎগণ! হংস যেরূপ নিজ নিবাসস্থানে গমন করে, সেইরূপ তোমরা দীপ্তিমান্ মহোধঃ বিশিষ্ট ধেনুযুক্ত হইয়া(৪) বিঘ্নরহিত পথে মধুর (সোমরসজনিত) হর্ষলাভের জন্য আগমন কর।

৬। হে সমানক্রোধবিশিষ্ট মরুৎগণ! তোমরা স্তোত্রে যেরূপ আইস আমাদিগের অভিষুত অন্নের নিকট সেইরূপ আ[illegible] কর, অশ্বীর ন্যায় ধেনুর উধঃ পুষ্টকর এবং যজমানের যজ্ঞ অন্নযুক্ত কর।

[illegible]। হে মরুৎগণ! তোমরা আমাদিগে [illegible] বিশিষ্ট (পুত্র) প্রদান [illegible] সে তোমাদের আগমন সময়ে প্রা[illegible] তোমাদের গুণকীর্ত্তন [illegible]বে। তোমরা স্তোতৃগণকে অন্নপ্রদান ক[illegible], [illegible] যুদ্ধকালে স্তোত্র-কারীকে দানশীলতা, যুদ্ধকৌশল, জ্ঞান, এবং অ[illegible] ও অতুল বল প্রদান কর।

৮। মরুৎগণের বক্ষঃস্থলে দীপ্ত আভরণ আ[illegible] এবং তাঁহাদের দান সকলের সুখকর। তাঁহারা যখনই রথের অগ্রভা[illegible] অশ্বযোজিত করেন তখনই ধেনু যেরূপ বৎসের জন্য (দুগ্ধদান করে) সেইরূপ তাঁহারা হব্যদায়ী যজমানের জন্য তাঁহার গৃহে প্রচুর অন্ন দান করেন।

৯। হে মরুৎগণ! যে মনুষ্য বৃকের ন্যায় [illegible]াদের শত্রুতাচরণ করে, হে বসুগণ! সেই হিংসকের হস্ত হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর; তাহাকে

(৩) পৃষতী ম[illegible]গণের বাহন ১।৩৭।২ ঋকের টীকা দেখ। পৃষতী অর্থে সায়ণ কখন বিন্দুচিহ্নিত মৃগ এবং কখন বিন্দুচিহ্নিত অশ্ব করিয়াছেন, ৫।৫৫।৬ ঋকের সায়ণের ব্যাখ্যা দেখ। "Aufrecht বলেন পৃষতী অর্থে অশ্বী। Max Muller বলেন খচিবর্ণ মৃগ ও অশ্ব উভয় অর্থেই এই শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। Trans. of Rig Veda, vol. I, p. 59 (1869). Roth ও এইরূপ বলেন।

(৪) অর্থাৎ মহাজলস্রোতবিশিষ্ট মেঘগণের সহিত। সায়ণ।

তাপপ্রদ চক্রদ্বারা চারিদিকে প্রতিনিবর্তিত কর। হে রুদ্রগণ! তোমরা তাহার অস্ত্রসকল দূরে নিক্ষেপ করিয়া বিনাশ কর।

১০। হে মরুৎগণ! তোমরা যখন পৃশ্নীর ঊধঃ দোহন করিয়াছিলে, যখন স্তুতিকারীর নিন্দুককে হিংসা করিয়াছিলে, এবং ত্রিতের শত্রুদিগকে বধ করিয়াছিলে, হে অহিংসনীয় রুদ্রপুত্রগণ! সে সময়ে তোমাদিগের বিচিত্র ক্ষমতা সকলেই জানিয়াছিল।

১১। হে মহানুভব মরুৎগণ! তোমরা সর্ব্বদা যজ্ঞস্থলে গমন কর। আমরা অভিষুত ও প্রার্থনীয় (সোম) সম্পাদিত হইলে তোমাদিগকে আহ্বান করি, এবং স্তবকরতঃ ও স্রুক্ উত্তোলন করিয়া স্বর্ণবর্ণ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্তুতিযোগ্য মরুৎগণের নিকট প্রশংসনীয় ধন যাচ্ঞা করি।

১২। সেই দ[illegible] (মরুৎগণ)(৫) প্রথমে যজ্ঞ বহন করিয়াছিলেন। ঊষা প্রভাত হইলে ম[illegible]ৎগণ আমাদিগকে (যজ্ঞাদিতে) প্রবর্ত্তিত করুন। ঊষা যেরূপ অরুণবর্ণ কি[illegible]লে কৃষ্ণবর্ণা রাত্রিকে অপসারিত করেন, সেইরূপ মরুৎগণ বৃহৎ, দী[illegible], জলস্রাবী জ্যোতিঃদ্বারা অন্ধকার অপসারিত করেন।

১৩। রুদ্রপুত্র ম[illegible]ণ ক্ষোণী(৬) এবং অরুণবর্ণ অলঙ্কারে শোভিত হইয়া জলের নিবাসভূত মেঘে [illegible]দ্ধত হইয়াছেন। সর্ব্বত্র প্রভাববিশিষ্ট বলদ্বারা মেঘ হইতে জলাকর্ষণ [illegible]তঃ মরুৎগণ প্রীতিকর এবং মনোহর লাবণ্য ধারণ করিতেছেন।

১৪। আমরা র[illegible]ার্থ মরুৎগণের নিকট মহৎ বরণীয় ধন যাচ্ঞা করতঃ এই স্তোত্র[illegible] তাঁহাদের স্তব করিতেছি। ত্রিত অভীষ্টসিদ্ধির জন্য চক্র[illegible]রা সেই মুখ্য পঞ্চ হোতৃগণকে আবর্ত্তিত করিয়াছেন(৭)।

---

(৫) দশগ্ব শব্দ ১।৬২।৪ ঋকের টীকা দেখ। সায়ন ব[illegible] আদিত্যগণ ও অঙ্গিরাগণ সর্ব্বপ্রথমে কে স্বর্গে যাইবেন এই বিবাদ লইয়া বিবাদ করায় অঙ্গিরাগণ জয়লাভ করেন; এ ঋকের দশগ্ব সেই অঙ্গিরারূপী মরুৎগণ।

(৬) "বীণাবিশেষৈঃ।" সায়ন।

(৭) সায়নের মতে পঞ্চ মরুৎ শব্দে প্রাণ, অপান, ব্যান, সমান, উদান বুঝায়।

১৫। হে মরুৎগণ! তোমরা যে আশ্রয় দানদ্বারা আরাধনাকারী যজমানকে পাপ হইতে রক্ষা কর, যাহাদ্বারা স্তোতাকে শত্রুর হস্ত হইতে মুক্ত কর, হে মরুৎগণ! তোমাদের সেই আশ্রয় আমাদের অভিমুখে আগমন করুক। তোমাদের অনুগ্রহ হাম্বারবকারিণী ধেনুর ন্যায় আমাদের অভিমুখে আগমন করুক।

---

৩৫ সূক্ত।

অপাং নপাৎ দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। আমি অন্নাভিলাষে এই স্তুতি উচ্চারণ [illegible]তেছি। শব্দকারী ও শীঘ্রগামী অপাং নপাৎ নামক দেবতা(১) [illegible] প্রচুর অন্ন দান করুন, ও সুন্দররূপবিশিষ্ট করুন, আমি তাঁহার বহু[illegible] করিতেছি, তিনি স্তুতি ভাল বাসেন।

২। আমরা তাঁহার জন্য হৃদয় হইতে [illegible]চিত এই মন্ত্র উত্তমরূপে উচ্চারণ করিব, তিনি তাহা বারম্বার অবগত [illegible]। স্বামী অপাং নপাৎ নিজবল মহিমায়(২) সমস্ত ভুবনকে উৎপন্ন ক[illegible]ছেন।

৩। কোন কোন জল একত্র মিলিত হয়, [illegible] জল তাহাদের সহিত মিলিত হয়; উহারা সকলে নদী হইয়া অনল [illegible]প্রীত করে। বিশুদ্ধ জলসমূহ নির্ম্মল, দীপ্তিমান্, অপাং নপাৎ নামক [illegible]বতার চারিদিকে বেষ্টন করিয়া থাকে।

---

(১) অর্থাৎ জলের পৌত্র অগ্নি। জল হইতে শস্য [illegible]াদি জন্মায় এবং তাহা হইতে অগ্নি জন্মায়, এই জন্য অগ্নি জলের পৌত্র। সায়[ণ] ১। ২২। ৬ ঋকে সায়ণ এই শব্দের অন্য রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এবং তদনুসারে [illegible] সেই স্থানে "অপাং নপাৎ" অর্থে "জল পোষক সবিতা" এই রূপ অনুবাদ কা[illegible]াছি।

(২) মূলে "[illegible] বহ্না" আছে। সায়ণ এখানে "অসুর্য্য" অর্থে শত্রু-ক্ষেপণকারী বল করিয়াছেন, ১। ১৩৪। ৫ ও ২। ২৩। ২ ও ২। ২৭। ৪ দেখ।

(৩) মূলে "উর্ব্বং" আছে। "সমুদ্রমধ্যে বর্ত্তমানং বাড়বানলং।" সায়ণ। কিন্তু এ ঋকে নদীর কথা আছে, সমুদ্রের কথা নাই, অতএব নদীর মধ্যস্থ অনল এই অর্থই সঙ্গত। ঋগ্বেদে নদী, পর্ব্বতস্থ অগ্নির বারং উল্লেখ আছে। ১। ২২। ২০ ও ২৩ ঋক্ দেখ।

৪। দর্পরহিতা যুবতী জলসংহতি যুবার ন্যায় অপাং নপাৎ নামক দেবতাকে অলঙ্কৃত ও পরিবেষ্টিত করেন। ইন্ধন রহিত, ঘৃতপূর্ণ অপাং নপাৎ আমাদের ধনযুক্ত অন্নের উৎপত্তির জন্য জলমধ্যে নির্ম্মল তেজোবলে দীপ্ত আছেন।

৫। (ইলা, সরস্বতী ও ভারতী নামক) দেবীত্রয়, দুঃখরহিত অপাং নপাৎ দেবতার জন্য অন্ন ধারণ করেন। (তাঁহারা) জলমধ্যে উৎপন্ন পদার্থের ন্যায়(৪) প্রসারিত হয়েন। সেই অপাং নপাৎ নামক দেবতা সর্ব্বাগ্রে উৎপন্ন জলের(৫) সারভূত সোম পান করেন।

৬। এই স্থানে অশ্বের জন্ম এবং এই বরণীয়ের জন্ম(৬)। (হে অপাং নপাৎ নামক [illegible])! তুমি অপহর্ত্তা ও হিংসকের সম্পর্ক হইতে স্তোতৃগণকে রক্ষা [illegible]। (মিথ্যা কথনশীল ও অসত্যাচারী লোকে অপরিপক্ক অথবা পরিপাকযোগ্য জলে [illegible]গণ থাকিয়া ও এই অহিংসনীয় দেবতাকে প্রাপ্ত হয় না।

৭। যিনি স্বকীয় [illegible] আছেন, এবং যাঁহার ধেনু সুখে দোহন করা যায়, সেই অপাং নপাৎ নামক দেবতা বৃষ্টির জল বর্দ্ধিত করেন এবং উৎকৃষ্ট অন্ন ভক্ষণ করেন। [illegible] তিনি জলমধ্যে প্রবল হইয়া যজমানকে ধনদানার্থ বিশেষরূপে দীপ্তিযুক্ত [illegible]।

৮। যে অপাং [illegible] সত্যবান্, সর্ব্বদা একরূপে বর্ত্তমান, এবং অত্যন্ত বিস্তীর্ণ, যিনি জলমধ্যে [illegible] পবিত্র দৈব তেজোদ্বারা প্রকাশ পান, সমস্ত ভূতজাত তাঁহার শাখা[illegible]ত্র। পুষ্পফলাদির সহিত ওষধি সকল তাঁহা হইতেই উৎপন্ন হয়।

---

(৪) মূলে "কুত[illegible]ব" আছে, সায়ণ সমস্ত ব্যাখ্যা উপরে প্রদত্ত হইল, কিন্তু অর্থ পরিষ্কার হইল না।

(৫) "পূর্ব্বসূনা[illegible]" আছে, "পূর্ব্বং ব্রহ্মণঃ সকাশাদুৎপন্নানামপাং।" সায়ণ।

(৬) মূলে আছে "অশ্বস্যাত্র জনিম অস্যাচ স্বঃ।" শব্দের অনুবাদ আমরা উপরে দিয়াছি, কিন্তু অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। সায়ণ অর্থ করেন এই অপাং নপাৎ অধিষ্ঠিত সমুদ্রে ইন্দ্রের উচ্চৈঃশ্রবা নামক অশ্বের জন্ম হয়। কিন্তু উপরি উক্ত শব্দগুলি হইতে এ অর্থ হয় না, এবং উচ্চৈঃশ্রবার গল্প পৌরাণিক, বৈদিক নহে।

৯। অপাং নপাৎ কুটিলগতি জলের (মেঘের) মধ্যে স্বয়ং ঊর্দ্ধভাবে অবস্থিত হইয়াও বিদ্যুৎ পরিধান করিয়া অন্তরীক্ষে আরোহণ করিয়াছেন। তাঁহার উৎকৃষ্ট মাহাত্ম্য সর্ব্বত্র কীর্ত্তন করতঃ মহতী হিরণ্যবর্ণা (নদীসকল) প্রবাহিত হইতেছে।

১০। সেই অপাং নপাৎ হিরণ্যরূপ, হিরণ্যাকৃতি, ও হিরণ্যবর্ণ; তিনি হিরণ্ময় স্থানের উপর উপবেশন করতঃ শোভা পান; হিরণ্যদাতাগণ তাঁহাকে অন্ন প্রদান করেন।

১১। অপাং নপাতের (রশ্মিসমূহ রূপ) শরীর সুন্দর, এবং নাম ও সুন্দর, এবং উভয়ই গূঢ় হইলেও বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যুবতী জলসংহতি, সেই হিরণ্যবর্ণকে অন্তরীক্ষে সম্যক্‌রূপে দীপ্তিযুক্ত করে, [illegible]না জলই তাঁহার অন্ন।

১২। আমরা, যজ্ঞ, হব্য ও নমস্কার দ্বারা বহু [illegible]তার আদি, আমাদের মিত্র এই অপাং নপাৎকে পরিচর্য্যা করি[illegible] আমি তাঁহার উন্নতপ্রদেশকে সম্যক্‌রূপে অলকৃত করিব। আমি [illegible] কাষ্ঠদ্বারা তাঁহাকে ধারণ করি, অন্নদ্বারা তাঁহাকে ধারণ করি, [illegible]বং মন্ত্রদ্বারা তাঁহার স্তব করি।

১৩। সেচনসমর্থ সেই অপাং নপাৎ ঐ[illegible] (জলমধ্যে) গর্ভ উৎপন্ন করিয়াছেন। তিনিই আবার পুত্রস্বরূপ [illegible] জল পান করেন, জলসমূহ তাঁহাকেই লেহন করে। দীপ্তিযুক্ত সেই অ[illegible] নপাৎ এই (পৃথিবীতে) অন্য শরীরে ব্যাপ্ত হইয়াছেন(৭)।

১৪। অপাং নপাৎ দেবতা উৎকৃষ্টস্থানে অবস্থিত। তিনি তেজোদ্বারা প্রতিদিবস দীপ্তিযুক্ত। মহৎ জলসমূহ তাঁহার [illegible]ন্য অন্নবহন করতঃ সতত গতি দ্বারা তাঁহাকে বেষ্টন করিয়া আছে।

১৫। হে অগ্নি; তুমি শোভনীয় নিবাস। আ[illegible] পুত্রলাভের জন্য তোমার নিকট (আসিয়াছি)। যজমানের হিতার্থে [illegible]চিত স্তুতি লইয়া

(৭) অর্থাৎ বদ্যীয় অগ্নি পার্থিব অগ্নিরূপে যজন যজ্ঞাদি নির্ব্বাহার্থ পৃথিবীতে ব্যাপ্ত হইয়াছেন।

আসিয়াছি। অসুরগণ দেবগণ যে সমস্ত কল্যাণ সাধন করেন, সে সমুদয় আমাদের হউক। আমরা যেন পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিতে পারি।

---

৩৬ সূক্ত।

দেবতা (১ ঋকের) ইন্দ্র ও মধু। (২) মরুৎগণ ও মাধব। (৩) ত্বষ্টা ও শুক্র (৪) অগ্নি ও শুচি। (৫) ইন্দ্র ও নভঃ। (৬) মিত্রাবরুণ ও নভস্য(১)।

গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তোমার উদ্দেশে প্রেরিত (এই সোম) গব্য ও জল সংযুক্ত। যজ্ঞের নেতাগণ ঐ সোমকে প্রস্তরখণ্ড দ্বারা অভিষুত করিয়া মেষলোমময় দশাপবিত্র দ্বারা সংস্কৃত করিতেছেন(২)। হে ইন্দ্র! তুমি সমস্ত জগতের ঈশ্বর, তুমি সমস্ত দেবগণের প্রথমে স্বাহাকারে অগ্নিতে প্রক্ষিপ্ত ও বষট্কার দ্বারা ত্যক্ত সোম, হোতার নিকট হইতে পান কর।

২। যজ্ঞের সহিত সংযুক্ত, পৃষতীযোজিত রথে আসীন, স্বকীয় আয়ুধদ্বারা শোভিত, হে আভরণপ্রিয় ভরতের পুত্র(৩) হে অন্তরীক্ষের নেতা মরুৎগণ! তোমরা কুশে উপবেশন করতঃ পোতার নিকট হইতে সোম পান কর।

৩। হে শোভন দানযুক্ত দেবগণ! তোমরা আমাদের সহিত আগমন কর, কুশে উপবেশন কর, এবং বিহার কর। অনন্তর হে ত্বষ্টা! তুমি দেব ও দেবপত্নীগণের সহিত বাঞ্ছনীয় দলের সহিত অন্ন সেবা করতঃ তৃপ্তি লাভ কর।

---

(১) "Each (god) is associated with a deified month after the nomenclature of the old kalendar, or Indra with *Madhu*, the Maruts with *Madhaba*, Twashtri with *Sukra*, Agni with *Suchi*, Indra with *Nabha*, and Mitra and Varuna with *Nabhasya*."—*Wilson.*

(২) ১।১৩৫।৬ ঋকের টীকা দেখ।

(৩) মূলে "ভরতস্য সূনবঃ" আছে। "সর্বস্যজগতঃ ভর্ত্তা রুদ্রস্য।" সায়ণ

৪। হে মেধাবী অগ্নি! (তুমি) এই [illegible] দেবতাগণকে আহ্বান কর, ও তাঁহাদিগের যজ্ঞ কর। হে দেবতাগণের আহ্বানকারী অগ্নি! তুমি (আমাদের) হব্যঅভিলাষী হইয়া (গার্হপত্যাদি) স্থানত্রয়ে উপবেশন কর, (হোমার্থ উত্তর বেদিতে) আনীত সোমাত্মক মধু স্বীকার কর, অগ্নীধ্রের নিকট হইতে সোমপান কর, এবং স্বীয় অংশে তৃপ্ত হও।

৫। হে ধনবান্ ইন্দ্র! তুমি পুরাণ। যে সো[illegible] দ্বারা তোমার হস্তে শত্রুর অভিভব ক্ষম সামর্থ্য ও বল নিহিত হয়, তাহা [illegible] জন্য অভিষুত ও আহৃত হইয়াছে। তুমি তৃপ্ত হইয়া ব্রাহ্মণনামক ঋত্বিকে[illegible] নিকট হইতে এই সোম পান কর।

৬। হে মিত্রাবরুণ! তোমরা আমার যজ্ঞ সেবা ক[illegible]র। হোতা উপবিষ্ট হইয়া চিরন্তনী স্তুতি উচ্চারণ করিতেছে, [illegible] আমার আহ্বান শ্রবণ কর। তোমরা শোভমান। ঋত্বিক্ পরি[illegible] [illegible] অন্ন তোমাদের অভিমুখে রহিয়াছে, তোমরা ঐ মধুর সোমরস [illegible] প্রশাস্তার নিকট হইতে পান কর(৪)।

(৪) এই সূক্তের ১, ২, ৪, ৫ ও ৬ ঋকে [illegible] [illegible] পাঁচজন ঋত্বিকের নাম লক্ষিত হয়।

অষ্টম অধ্যায় ।

---

৩৭ সূক্ত ।

(১) হইতে (৪) ঋক্ পর্য্যন্ত দ্রবিণোদা দেবতা । (৫) অশ্বিদ্বয় । (৬) অগ্নি ।

গৃৎসমদ ঋষি ।

১ । হে দ্রবিণোদা(১) ! তুমি হোতৃকৃত যাগে অন্ন গ্রহন করিয়া প্রীত ও হৃষ্ট হও । হে অধ্বর্য্যুগণ ! দ্রবিণোদা পূর্ণাহুতি কামনা করিতেছেন, অতএব তাঁহার জন্য এই সোম প্রদান কর । সে[illegible]বলাবী দ্রবিণোদা অভীষ্ট ফলদাতা । হে দ্রবিণোদা ! হোতার য[illegible] ঋতুগণের সহিত সোম পান কর ।

২ । আমরা পূর্ব্বে যাঁহাকে আহ্বান ক[illegible]ছি সম্প্রতি তাঁহাকেই আহ্বান করিতেছি । তিনিই আহ্বানযোগ্য, ক[illegible] তিনি দাতা ও সকলের অধিপতি । তাঁহার জন্য সোমাত্মক মধু অ[illegible]গণকর্ত্তৃক প্রস্তুত হইয়াছে, হে দ্রবিণোদা ! পোতার যজ্ঞে ঋতুগণের [illegible] সোমপান কর ।

৩ । হে দ্রবিণোদা ! তুমি যে অশ্বে গমন [illegible] তাহারা তৃপ্ত হউক । হে বনস্পতি ! কাহারও হিংসা না করিয়া দৃঢ় হও । হে ধর্ষণকারী ! তুমি আগমন করতঃ নেষ্টার যজ্ঞে ঋতুগণের সহিত [illegible] পান কর ।

৪ । হে দ্রবিণোদা ! যিনি হোতার যজ্ঞে [illegible] পান করিয়াছেন, যিনি পোতার যজ্ঞে হৃষ্ট হইয়াছেন, যিনি নেষ্টার [illegible] প্রদত্ত অন্ন ভক্ষণ করিয়াছেন, সেই দ্রবিণোদা সুবর্ণদাতা ঋত্বিকের অশোধিত ও মৃত্যুনিবারক চতুর্থ সোমপাত্র পান করুন ।

৫ । হে অশ্বিদ্বয় ! যে রথ শীঘ্রগামী, তোমাদের বাহনস্বরূপ, এবং তোমাদিগকে যথাস্থানে নামাইয়া দেয়, অদ্য সেই রথ এই যজ্ঞে আমাদের

---

(১) ১ । ১৫ । ৭ ঋকের টীকা দেখ ।

অভিমুখে যোজিত কর। আমাদের হব্য সুস্বাদু কর ও আগমন কর; হে অন্নবিশিষ্ট অশ্বিদ্বয়! আমাদের সোম পান কর।

৬। হে অগ্নি! তুমি সমিধে তুষ্ট হও, আহুতিতে তুষ্ট হও, লোকের হিতকর স্তোত্রে তুষ্ট হও, এবং সুন্দর স্তুতিতে তুষ্ট হও। তুমি সকলের আবাসপ্রদ, ও আমাদের হব্য অভিলাষী। তুমি আমাদের হব্য অভিলাষী সমস্ত মহানুভব দেবগণকে ঋতু ও বিশ্বদেবগণের সহিত সোম পান করাও।

---

৩৮ সূক্ত।

সবিতা দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। দ্যুতিমান্ [illegible] বাহক সবিতা জগৎ প্রসবের জন্য প্রতিদিন উদয় হয়েন; ইহাই তাঁহার কর্ম্ম। তিনি স্তোতাগণকে রত্ন প্রদান করেন, এবং সুন্দর যজ্ঞবিশিষ্ট যজমানকে মঙ্গলভাগী করেন।

২। বিস্তীর্ণ হস্তবিশিষ্ট দ্যুতিমান্ সবিতা জগতের আনন্দের জন্য উদিত হইয়া বাহু প্রসা[illegible] করেন। তাঁহার কর্ম্মের জন্য অত্যন্ত পাবন জলসমূহ (প্রবাহিত হ[illegible]), এবং এই বায়ুও সর্ব্বতোব্যাপী (অন্তরীক্ষে) বিহার করে।

৩। গমন করিতে করিতে সবিতা যখন শীঘ্রগামী রশ্মি কর্তৃক বিমুক্ত হয়েন, তখন তিনি [illegible] পথগামী ব্যক্তিকেও গমন হইতে বিরত করেন। যাহারা শত্রুর [illegible] কক্ষে গমন করে, তাহাদের ও গমনেচ্ছা নিবৃত্ত করেন। সবিতার কর্ম্মের পর রাত্রি আগমন করেন।

৪। বস্ত্রবয়নকারিণী রমণীর ন্যায়(১) রাত্রি পুনর্ব্বার আলোককে সম্যক্‌রূপে বেষ্টন করিতেছেন, প্রজ্ঞাবান্ লোক যে কর্ম্ম করিতেছিল তাহা করিতে সক্ষম হইলেও মধ্যস্থলে রাখিয়া দিতেছে। বিরামরহিত ও ঋতুর বিভাগকর্ত্তা দ্যোতমান সবিতা যখন পুনরায় উদিত হয়েন, তখন লোকে শয্যা ত্যাগ করিয়া উঠে।

---

(১) এখানেও বস্ত্রবয়নকারিণী রমণীদিগের উল্লেখ আছে।

৫। অগ্নির গৃহস্থিত এবং প্রভূত তেজঃ যজমানদের ভিন্ন ভিন্ন গৃহে ও সমস্ত অন্নে অধিষ্ঠিত আছে। মাতা (উষা) সবিতাকর্ত্তৃক প্রেরিত প্রজ্ঞাপক যজ্ঞের শ্রেষ্ঠভাগ পুত্র অগ্নিকে দান করিয়াছেন।

৬। স্বর্গীয় সবিতার ব্রত সমাপ্ত হইলে জয়াভিলাষী (রাজা) যুদ্ধ-যাত্রা করিলেও প্রত্যাবৃত্ত হয়েন; সমস্ত জঙ্গম পদার্থ গৃহের প্রতি অভিলাষ করে; সর্ব্বদা কর্ম্মরত ব্যক্তি অর্দ্ধকৃত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া গৃহে প্রত্যাগত হয়।

৭। হে সবিতা! তুমি অন্তরীক্ষে যে জলভাগ নিহিত করিয়াছ, জলান্বেষণকারীগণ চতুর্দ্দিকে তাহা প্রাপ্ত হয়। তুমি পক্ষিদিগকে বৃক্ষসমূহ বিভাগ করিয়া দিয়াছ, কেহই সবিতার কর্ম্ম হিংসা করিতে পারে না।

৮। সবিতা অস্তগত হইলে, সর্ব্বদা গমনশীল বরুণ জঙ্গম পদার্থ সকলকে সুখকর, বাঞ্ছনীয় এবং সুগম বাসস্থান প্রদান করেন। সবিতা যখন ভূতজাতকে স্থানে স্থানে পৃথক করিয়া দেন, তখন পশু পক্ষিগণ আপন আপন স্থানে গমন করে।

৯। যাঁহার ব্রত ইন্দ্র হিংসা করেন না, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা বা রুদ্র হিংসা করেন না, শত্রুরাও হিংসা করে না, সেই দ্যুতিমান্ সবিতাকে কল্যাণের জন্য এই প্রকারে নমস্কার দ্বারা আহ্বান করিতেছি।

১০। যাঁহাকে মনুষ্যসকলে স্তুতি করে, যিনি — স্ত্রীগণের রক্ষক, সেই সবিতা আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা [illegible], বহুপ্রজ্ঞ, ধ্যানযোগ্য সবিতাকে বলবান্ করি। আমরা যেন ধন ও পশু উপার্জ্জনে ও সঞ্চয় বিষয়ে সবিতার প্রিয় হইতে পারি।

১১। হে সবিতা! তুমি আমাদিগকে যে প্রশংসনীয় কমনীয় ধন প্রদান করিয়াছ, তাহা দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষলোক হইতে আমাদের নিকট আগমন করুক। যে ধন স্তোতৃবংশীয়দের পক্ষে শুভকর, আমি অনেক স্তুতি করিতেছি আমাকে সেই ধন প্রদান করুন।

---

৩৯ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা (শত্রুর প্রতি প্রেরিত) পাষাণ খণ্ডদ্বয়ের ন্যায় শত্রুকে বাধা দাও, পক্ষিদ্বয় যেরূপ বৃক্ষে আগমন করে সেইরূপ তোমরা যজমানের নিকট আগমন কর। উক্থ উচ্চারণকারী ব্রহ্মানামক ঋত্বিকদ্বয়ের ন্যায় ও জনপদে দূতদ্বয়ের ন্যায় তোমরা বহু পুরুষের আহ্বান যোগ্য।

২। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা প্রাতঃকালে গমনকারী রথীদ্বয়ের ন্যায় বীর, ছাগদ্বয়ের ন্যায় যমজ, নারীদ্বয়ের ন্যায় সুন্দর শরীরবিশিষ্ট, দম্পতির ন্যায় সংগত, এবং তোমরা সকলের কর্ম্মবেত্তা। তোমরা দুইজনে ভক্তের নিকট আগমন কর।

৩। হে দেবগণের প্রথম অশ্বিদ্বয়! তোমরা (পশুর) শৃঙ্গদ্বয়ের ন্যায় বা অশ্বাদির খুরদ্বয়ের ন্যায় বেগবিশিষ্ট হইয়া আমাদের অভিমুখে আগমন কর। হে শত্রুচ্ছেদকারী স্বকর্ম্মক্ষম অশ্বিদ্বয়! চক্রবাকদ্বয়(১) যেরূপ দিবসে আইসে, অথবা রথিদ্বয় যেরূপ আইসে, সেইরূপ তোমরা আমাদের অভিমুখে আগমন কর।

৪। হে অশ্বিদ্বয়! নৌকার ন্যায় তোমরা আমাদিগকে পার কর। রথের যুগের ন্যায়, রথের নাভিফলকের ন্যায়, তৎপার্শ্বস্থ ফলকের ন্যায়, চক্রের বাহ্য দেশস্থ নেমিদ্বয়ের ন্যায়(২) আমাদিগকে পার কর। দুইটী কুকুরের ন্যায় তোমরা আমাদের শরীরকে হিংসা হইতে রক্ষা কর। দুইটী বর্ম্মের(৩) ন্যায় তোমরা আমাদের জরা হইতে রক্ষা কর।

---

(১) যে চক্রবাক মিথুন লইয়া আধুনিক সংস্কৃত কবিগণের এত উপমা ঘটা, তাহার এই প্রথম উল্লেখ।

(২) মূলে আছে "যুগা ইব নভ্যা ইব উপধী ইব প্রধী ইব।" "Like the poles of a car, the axles, the spokes, the felloes."—*Wilson.*

(৩) মূলে "ক্ষণ্যা ইব" আছে "তনুত্রাণে।" সায়ণ। ১।২৫।১৩ ১।৩১।১৫ দেখ।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা বায়ুদ্বয়ের ন্যায় অজয়, নদীদ্বয়ের ন্যায় শীঘ্রগামী, চক্ষুদ্বয়ের ন্যায় দর্শনশক্তিমান্। তোমরা আমাদের অভিমুখে আগমন কর। তোমরা হস্তদ্বয় ও পাদদ্বয়ের ন্যায় শরীরের সুখকর। তোমরা আমাদিগকে শ্রেষ্ঠধনের অভিমুখে লইয়া যাও।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা ওষ্ঠদ্বয়ের ন্যায় মধুরবাক্য উচ্চারণ কর, স্তনদ্বয়ের ন্যায় আমাদের জীবন ধারণের জন্য পান করাও, নাসিকাদ্বয়ের ন্যায় আমাদের শরীরের রক্ষক হও, কর্ণদ্বয়ের ন্যায় আমাদের শ্রোতা হও।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! হস্তদ্বয়ের ন্যায় আমাদিগকে সামর্থ্য প্রদান কর, দ্যাবাপৃথিবীর ন্যায় আমাদিগকে উদক প্রেরণ কর। হে অশ্বিদ্বয়! এই সকল স্তুতি তোমাদিগকে কামনা করিতেছে, তোমরা প্রাণযন্ত্রদ্বারা অসির ন্যায় উহাদিগকে তীক্ষ্ণ কর।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! গৃৎসমদ ঋষি, তোমাদের বৃদ্ধিসাধনার্থ এই সকল মন্ত্র, ও স্তোত্র রচনা করিয়াছে। তোমরা সেব্য ও অত্যন্ত প্রীতিযুক্ত। তোমাদিগের নিকট এই সকল স্তুতি আগমন করুক। আমরা যেন পুত্র পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিতে পারি।

---

৪০ সূক্ত।

সোম ও পূষা দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে সোম ও পূষা! তোমরা ধনের জনক, দ্যুলোকের জনক, ও পৃথিবীর জনক। তোমরা জন্মিয়াই সমুদয় জগতের রক্ষক হইয়াছ, দেবগণ তোমাদিগকে অমরত্বের হেতুভূত করিয়াছেন।

২। দ্যুতিমান্ এই সোম ও পূষা জন্মাইলেই (দেবগণ ইঁহাদিগকে) সেবা করিয়াছিলেন। ইহারা অপ্রিয় তমঃ নাশ করেন, এবং ইঁহাদের সহিত ইন্দ্র তরুণী ধেনু সকলের ঊধঃ প্রদেশে পক্ব পয়ঃ উৎপাদন করেন।

৩। হে অভীষ্টবর্ষী সোম ও পূষা! তোমরা জগতের পরিচ্ছেদক সপ্ত চক্রবিশিষ্ট(১), বিশ্বকর্তৃক অপরিচ্ছেদ্য, সর্বত্র বর্তমান, পঞ্চরশ্মি বিশিষ্ট(২), এবং ইচ্ছা মাত্রেই যোজিত রথ আমাদের অভিমুখে প্রের কর।

৪। (তোমাদের মধ্যে একজন (পূষা) উন্নত দ্যুলোকে বাস করেন অন্য (সোম) পৃথিবীতে ও অন্তরীক্ষে বাস করেন(৩)।) তোমরা দুইজন আমাদিগকে বহুলোকের বরণীয়, বহুকীর্ত্তিসম্পন্ন, ও আমাদের ভাগে হেতুভূত পশুরূপধন প্রদান কর।

৫। হে সোম ও পূষা! তোমাদের মধ্যে একজন (সোম) সমস্ত ভূ জাত উৎপন্ন করিয়াছেন, অন্য (পূষা) সমস্ত জগৎ পর্য্যবেক্ষণ করি যান। হে সোম ও পূষা! তোমরা আমাদের কর্ম্ম রক্ষা কর, আমরা যে তোমাদের দ্বারা সমস্ত শত্রুসেনা জয় করিতে পারি।

৬। জগতের প্রীতিদায়ক পূষা আমাদের কর্ম্মে তৃপ্তিলাভ করুন ধনপতি সোম আমাদিগকে ধনদান করুন। দ্যুতিমতী, শত্রুরহি অদিতি আমাদিগকে রক্ষা করুন। আমরা যেন পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হই এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিতে পারি।

---

৪১ সূক্ত।

(১, ২, ৩) ঋকের দেবতা বায়ু ও ইন্দ্র বায়ু। (৪, ৫, ৬) মিত্রাবরুণ। (৭, ৮, ৯) অ যু। (১০, ১১, ১২) ইন্দ্র। (১৩, ১৪, ১৫) বিশ্বদেবগণ। (১৬, ১৭, ১৮) স স্বতী। (১৯, ২০, ২১) দ্যাবাপৃথিবী। গৃৎসমদ ঋষি।

১। হে বায়ু! তোমার যে সহস্রসংখ্যক রথ আছে তদ্দ্বারা তু নিযুৎগণে যুক্ত হইয়া সোমপানের জন্য আগমন কর।

---

(১) সপ্তচক্র অর্থাৎ সপ্তঋতুরূপ সপ্তচক্র। ত্রয়োদশ মাসকে সপ্তম ঋতু বলে সায়ণ।

(২) পঞ্চরশ্মি অর্থাৎ পঞ্চ ঋতুরূপ পঞ্চরশ্মি। হেমন্ত ও শীত ঋতু একত্রিত হই পাঁচঋতু। সায়ণ।

(৩) অর্থাৎ ওষধিরূপে ও চন্দ্ররূপে। সায়ণ।

২। হে বায়ু! নিযুৎগণে যুক্ত হইয়া তুমি আগমন কর। তুমি দীপ্তিমান্ সোম গ্রহণ করিয়াছ, সোমাভিষবকারী যজমানের গৃহে তুমি গমন করিয়া থাক।

৩। হে নেতা ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা অদ্য নিযুৎগণে যুক্ত হইয়া সোমার্থ আগমন করতঃ গব্য মিশ্রিত সোম পান কর।

৪। হে মিত্রাবরুণ! তোমাদের জন্য এই সোম অভিষুত হইয়াছে, হে সত্যবর্দ্ধক! তোমরা আমার আহ্বান শ্রবণ কর।

৫। শত্রুতাশূন্য রাজা মিত্রাবরুণ স্থির, উৎকৃষ্ট, সহস্রস্তম্ভ-বিশিষ্ট (এই) স্থানে উপবেশন করুন(১)।

৬। সম্রাট্, ঘৃতান্নভোজী, অদিতির পুত্র, দাতা মিত্রাবরুণ অকুটিলাচারী যজমানকে সেবা করেন।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! হে নাসত্যদ্বয়! হে রুদ্রদ্বয়! যজ্ঞের নেতারা যে সোম পান করিবে, সেই সোম ধেনুযুক্ত ও অশ্বযুক্ত করতঃ তোমরা রথে করিয়া আগমন কর।

৮। হে ধনবর্ষী অশ্বিদ্বয়! দূরস্থিত বা সমীপবর্ত্তী মন্দভাষী মর্ত্ত্য রিপু যে ধন অপহরণ করিতে পারে না, (সেই ধন আমাদিগকে প্রদান কর)।

৯। হে ধিষণার্হ অশ্বিদ্বয়! তোমরা আমাদের নিকট পিশঙ্গ সদৃশ(২) এবং ধনপ্রাপক ধন আনয়ন কর।

১০। ইন্দ্র অধিক ও অভিভবকারী ভয় দূর করুন, তিনি স্থির ও প্রজ্ঞাবান্।

১১। যদি ইন্দ্র আমাদিগকে সুখী করেন, পাপ আমাদের পশ্চাতে আসিবে না, কল্যাণ আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইবে।

১২। প্রজ্ঞাবান্ শত্রুজেতা ইন্দ্র সকলদিক্ হইতে আমাদিগকে ভয়রহিত করুন।

(১) স্তম্ভবিশিষ্ট অট্টালিকার উল্লেখ।

(২) মূলে "পিশঙ্গ সংদৃশং" আছে "রূপরূপং।" সায়ণ।

১৩। হে বিশ্বদেবগণ! এই স্থলে আগমন কর, আমার আহ্বান শ্রবণ কর, এই কুশোপরি উপবেশন কর।

১৪। হে বিশ্বদেবগণ! তীব্রমদযুক্ত, রসবান্, হর্ষকর এই সোম তোমাদের জন্য শুনহোত্রগণের(৩) নিকট রহিয়াছে, তোমরা এই কমনীয় সোম পান কর।

১৫। ইন্দ্র যে মরুৎগণের শ্রেষ্ঠ, পূষা যাঁহাদের দাতা, সেই দেবগণ আমার আহ্বান শ্রবণ কর।

১৬। মাতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, নদীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দেবীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হে সরস্বতী! আমরা অসমৃদ্ধের ন্যায় রহিয়াছি, আমাদিগকে সমৃদ্ধিশালী কর।

১৭। হে স[illegible]তী! তুমি দ্যুতিমতী, অন্ন তোমায় আশ্রয় করিয়াছে। তুমি শুনহোত্রগণের [illegible]সোমপান করিয়া) তৃপ্ত হও। হে দেবি! তুমি আমাদিগকে পুত্রদান কর।

১৮। হে অন্নবতী ও উদকবতী সরস্বতী! তুমি এই হব্য স্বীকার কর। ইহা মননীয় ও দেবতাগণের প্রিয়, গৃৎসমদগণ তোমাকে ইহা অর্পণ করিতেছে।

১৯। হে যজ্ঞের সুখ সম্পাদক (দ্যাবাপৃথিবী)! তোমরা আগমন কর, আমরা তোমাদিগকে প্রার্থনা করিতেছি। আমরা হব্যবাহন (অগ্নিকেও) প্রার্থনা করিতেছি।

২০। দ্যাবাপৃথিবী (স্বর্গাদির) সাধকরূপ, ও দেবগণের অভিমুখে গমনশীল আমাদের এই যজ্ঞ দেবতাগণের নিকট বহন করুন।

২১। হে শত্রুতাশূন্য দ্যাবাপৃথিবী! যজ্ঞার্হ দেবগণ সোমপানের জন্য অদ্য তোমাদের সমীপে উপবেশন করুন।

---

(৩) "শুনহোত্রেষু গৃৎসমদেষু।" সায়ণ। এই মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম টীকা দেখ।

৪২ সূক্ত।

কপিঞ্জলরূপী ইন্দ্র দেবতা। গৃৎসমদ ঋষি।

১। বারম্বার শব্দায়মান, ভবিষ্যৎ বিষয়ের বক্তা (কপিঞ্জল), কর্ণধার যেরূপ নৌকাকে পরিচালিত করে, সেইরূপ বাক্যকে প্রেরণ করিতেছেন। হে শকুনি! তুমি কল্যাণসূচক হও, কোন দিক্ হইতে যেন কোন অভিভব তোমার নিকট উপস্থিত না হয়।

২। হে শকুনি! তোমাকে যেন শ্যেনপক্ষী বধ না করে, যেন সুপর্ণ পক্ষীও বধ না করে, এবং বলবান্ বীর ধনুর্দ্ধারী হইয়া যেন তোমাকে না প্রাপ্ত হয়। দক্ষিণ দিকে(১) বারম্বার শব্দকরতঃ সুমঙ্গলশংসী হইয়া তুমি আমাদের প্রিয়বাদী হও।

৩। হে শকুন্তে! তুমি সুমঙ্গলসূচক [illegible] যজ্ঞ [illegible]দী হইয়া গৃহের দক্ষিণ দিকে শব্দ কর। তস্কর যেন অহব্যদ্বারা অগ্নিকে [illegible]া করে, দুষ্ট ব্যক্তিও যেন আমার উপর প্রভুত্ব না ক[illegible] [illegible]তাদিগকে পুত্রপৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিতে পা[illegible]

ৌর উপর প্রভুত্ব, অ[illegible] ... পি[illegible]

৪৩ সূক্ত [illegible], সেই

কপিঞ্জলরূপী ইন্দ্র দেবতা। গৃৎস[illegible] ঋষি।

১। শকুনিগণ কালে কালে অন্নান্বেষণ করতঃ স্তোতাদের ন্যায় প্রদক্ষিণ করিয়া শব্দ করুক। সামগানকারী যেরূপ গায়ত্রী ও ত্রিষ্টুভ (উভয় সামই) উচ্চারণ করে, সেইরূপ (কপিঞ্জল) উভয় বাক্যই উচ্চারণ করে ও (শ্রোতাদিগকে) অনুরক্ত করে।

২। হে শকুনি! উদ্গাতা যেরূপ সামগান করে সেইরূপ তুমি গান কর। যজ্ঞে ব্রহ্মপুত্রের(১) ন্যায় তুমি শব্দ কর। সেচনসমর্থ অশ্ব যেরূপ

(১) "পিত্র্যামনু প্রদিশং দক্ষিণাং দিশং।" সায়ণ।

(১) ১৬ জন ঋত্বিকের মধ্যে "ব্রাহ্মণাচ্ছংসী" নামক যজ্ঞের এক জন ঋত্বিক্। সায়ণ।

অগ্নীর নিকট গমন করতঃ শব্দ করে, তুমি সেইরূপ শব্দ কর। হে শকুনি! তুমি সর্ব্বত্র আমাদের মঙ্গলসূচক শব্দ কর, সর্ব্বত্র আমাদের পুণ্যজনক শব্দ কর।

৩। হে শকুনি! যখন তুমি শব্দ কর, তখন আমাদের মঙ্গল সূচনা কর। যখন তূষ্ণীম্ভাবে উপবেশন করিয়া থাক, তখন আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হও। তুমি উড্ডীয়মানকালে কর্করির(২) ন্যায় শব্দ করিয়া থাক। আমরা যেন পুত্র পৌত্রবিশিষ্ট হইয়া এই যজ্ঞে প্রভূত স্তুতি করিতে পারি(৩)।

২। বাদ্যবিশেষ। সায়ণ।

(৩) অনুক্রমণিকা অনুসারে ইন্দ্ররূপী কপিঞ্জল এই ৪২ ও ৪৩ সূক্তের দেবতা, কিন্তু এই সূক্ত দ্বয়ে ইন্দ্র বা কপিঞ্জলের কোনও উল্লেখ নাই। কেবল "শকুনির" উল্লেখ আছে। শকু[illegible] পক্ষী; কপিঞ্জল পক্ষী বিশেষ, "Francoline partridge."—*Wilson.* [illegible]নি শ্রবণ করিলে এই দুই সূক্ত জপ করিতে হয়। সায়ণ।

তৃতীয় মণ্ডল (১)।

---

১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞ করিবার নিমিত্ত আমাকে সোমের বাহক করিয়াছ, অতএব আমাকে বলবান্ কর। হে অগ্নি! আমি দীপ্যমান হইয়া দেবতাগণের উদ্দেশে (অভিষবণের জন্য) প্রস্তর খণ্ড গ্রহণ করিতেছি, ও স্তব করিতেছি। হে অগ্নি! তুমি (আমার) শরীর রক্ষা কর।

২। হে অগ্নি! আমরা সম্যক্‌রূপে যজ্ঞ করিয়াছি। আমাদের স্তুতি বর্দ্ধিত হউক। সমিধ ও হব্যদ্বারা অগ্নিকে (লোকে) পরিচর্য্যা করুক; (দেবগণ) দ্যুলোক হইতে আসিয়া স্তোতাদিগকে স্তোত্র শিখাইয়াছেন। স্তোতাগণ স্তুতিযোগ্য ও প্রবৃদ্ধ অগ্নিকে স্তব করিতে অভিলাষ করে।

৩। যিনি মেধাবী, বিশুদ্ধ বলশালী, ও জন্মমাত্রেই উৎকৃষ্ট বন্ধু, যিনি দ্যুলোক ও পৃথিবীর সুখ বিধান করেন, সেই দর্শনীয় অগ্নিকে দেবগণ যজ্ঞকার্য্যের জন্য ভগিনীরূপ(২) (নদী সকলের) জলের মধ্যে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

---

(১) বিশ্বামিত্র ঋষি (অথবা তদ্বংশীয়গণ) তৃতীয় মণ্ডলের ঋষি; দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম টীকা দেখ। তৎকালের ঋষিগণ ফলমূলাহারী বনবাসী ছিলেন না, তাঁহারা সংসারী গৃহস্থ ছিলেন, পুত্র কলত্রাদিগণের সহিত সংসারে বাস করিতেন, এবং বিষয় সম্পত্তি ভোগ করিতেন। বিশ্বামিত্র বোধ হয় একজন রাজা ছিলেন, অথবা তৎকালের অনেক ঋষিগণের ন্যায় যুদ্ধকালে যোদ্ধা শ্রেষ্ঠ ছিলেন। সুতরাং যখন বহুকাল পর ভারতবর্ষে জাতি বিভাগ স্থিরীকৃত হইল, তখন একটি উপাখ্যান কল্পিত হইল যে বিশ্বামিত্র প্রথমে ক্ষত্রিয় ছিলেন পরে ব্রাহ্মণ হইলেন। ঋগ্বেদে এ উপাখ্যানের কোনও উল্লেখই নাই। বিশ্বামিত্র বংশীয় ও বশিষ্ঠ বংশীয়দলের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

(২) মূলে "স্বসৃণাং" আছে সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "সরণ শীলানাং নদীনাং।" *Langlois* ও মোক্ষমূলর স্বসৃ শব্দের সহজ অর্থ ভগ্নী করিয়াছেন।

৪। শোভনধনযুক্ত, শুভ্র, ও নিজ মাহাত্ম্যে দীপ্তিশালী অগ্নি উৎপন্ন হইলেই সপ্ত মহতী নদী তাঁহাকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। অশ্বী যেরূপ নবজাত শিশুর নিকট গমন করে, সেইরূপ নদীসকল নবজাত অগ্নির নিকট গমন করিয়াছিলেন। অগ্নি উৎপন্ন হইলেই তাঁহাকে দেবগণ দীপ্তিমান্ করিয়াছেন।

৫। অগ্নি শুভ্রবর্ণ তেজোদ্বারা অন্তরীক্ষকে ব্যাপ্তকরতঃ যজমানকে স্তবনীয় ও পবিত্র তেজঃদ্বারা পরিশোধিত করেন; এবং দীপ্তি পরিধান করিয়া যজমানকে অন্ন এবং প্রভুত ও সম্পূর্ণ সম্পত্তি দান করেন।

৬। অগ্নি জলের চতুর্দ্দিকে গমন করিতেছেন, সে জল (অগ্নিকে) নির্ব্বাণ করিতেছে না, অথবা (অগ্নিদ্বারা) শোষিত হইতেছে না। অন্তরীক্ষের অপত্যভূত অগ্নি বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত নহেন, অথচ (জল বেষ্টিত হওয়ায়) উলঙ্গও নহেন। সনাতনী নিত্যতরুণী ও একস্থান হইতে উৎপন্না সপ্তনদী এক অগ্নিকে গর্ভে ধারণ করেন।

৭। জলবর্ষণ হইলে পর উদকের গর্ভস্বরূপ ও (অন্তরীক্ষে) পুঞ্জীভূত নানাবর্ণ অগ্নির (রশ্মি সকল) বিদ্যমান থাকে। এই অগ্নিতে (জলরূপ) পীনা ধেনুসকল সকলের প্রীতিদায়িনী হয়। সুন্দর মহৎ দ্যাবাপৃথিবী দর্শনীয় অগ্নির পিতামাতা।

৮। হে বলের পুত্র! সকলে তোমাকে ধারণ করিলে তুমি উজ্জ্বল ও বেগবান্ রশ্মি ধারণ করতঃ দ্যোতিত হও। যখন অগ্নি যজমানের স্তোত্রদ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হন, তখন মধুর জলধারা পতিত হয়।

৯। অগ্নি জন্মিবা মাত্রেই পিতা (অন্তরীক্ষের) উধঃ (উধঃস্বরূপ জল প্রদেশ) জানিয়াছেন, এবং ঐ উধঃ সম্বন্ধিনী ধারা (বৃষ্টি) ও অন্তরীক্ষচারী শব্দ (বজ্র) পাতিত করিয়াছিলেন। অগ্নি শুভকারী বন্ধু (বায়ু প্রভৃতির) সহিত অবস্থান করেন, ও অন্তরীক্ষের অপত্যভূত জলের সহিত গুহাতে বর্ত্তমান থাকেন, এই অগ্নিকে কেহই প্রাপ্ত হয় না।

১০। অগ্নি পিতার (অন্তরীক্ষের) ও জনয়িতার গর্ভ ধারণ করেন, এক অগ্নি বহুতর বৃদ্ধি প্রাপ্ত (ওষধি) ভক্ষণ করেন। সপত্নী (৩) ও মনুষ্যদিগের

(৩) সূর্য্যদেব, স্বর্গ ও পৃথিবীর পতি, এই জন্য স্বর্গ ও পৃথিবী সপত্নী। সায়ণ।

হিতকারিণী দ্যাবাপৃথিবী উভয়েই অভীষ্টবর্ষী অগ্নির বন্ধু। হে অগ্নি! তুমি দ্যাবাপৃথিবীকে বিশেষরূপে রক্ষা কর।

১১। মহান্ অগ্নি অসম্বাধ ও বিস্তীর্ণ (অন্তরীক্ষে) বর্দ্ধিত হয়েন, কারণ বহু অন্নবান্ জল তাঁহাকে সম্যকরূপে বর্দ্ধিত করে। জলের জন্মস্থানে (অন্তরীক্ষে) স্থিত অগ্নি ভগিনী স্থানীয়া স্রোতস্বিনীগণের জলে প্রশান্তমনে শয়ন করেন।

১২। যে অগ্নি (সমস্ত লোকের) জনক, উদকের গর্ভভূত, (মনুষ্যদের) বিশেষরূপে রক্ষক, মহৎশত্রুর আক্রমণকারী, সংগ্রামে মহৎ (স্বীয়সেনাগণের) রক্ষক, সকলের দর্শনীয়, এবং স্বীয় দীপ্তিদ্বারা প্রকাশমান, তিনি যজমানের জন্য জল উৎপন্ন করিয়াছেন।

১৩। সৌভাগ্যযুক্ত অরণি দর্শনীয়, নানারূপবিশিষ্ট, এবং জল ও ওষধি সকলের গর্ভভূত (অগ্নিকে) উৎপাদন করিয়াছেন। সমুদয় দেবগণও স্তবনীয়, প্রবৃদ্ধ, সদ্যজাত অগ্নির নিকট স্তুতিযুক্ত হইয়া গমন করিয়াছিলেন, ও তাঁহার পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন।

১৪। দীপ্তিমান্ বিদ্যুৎ সদৃশ মহৎ [illegible]গণ অগাধ সমুদ্র মধ্যে অমৃত দোহন করতঃ গুহার ন্যায় স্বকীয় সদনে (অন্তরীক্ষে) প্রবৃদ্ধ এবং প্রভাদ্বারা দীপ্তিমান্ অগ্নিকে আশ্রয় করেন।

১৫। যজমান (আমি) হব্যদ্বারা তোমার স্তুতি করিতেছি, ধর্ম্মবিষয়ে বুদ্ধি লাভ করিবার অভিলাষে তোমার সহিত বন্ধুত্ব প্রার্থনা করিতেছি। তুমি দেবতাগণের সহিত স্তুতিকারীর (আমার) পশু প্রভৃতি রক্ষা কর, ও দুর্দ্দমনীয় তেজোদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর।

১৬। হে সুনেতা অগ্নি! আমরা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করি, সমস্ত ধন প্রাপ্তির হেতুভূত কর্ম্ম করি, ও হব্য প্রদান করি। আমরা যেন তোমাকে সুবীর্য্যকর অন্ন প্রদান করিয়া অদেবগণকে, ও অনিষ্টকারী শত্রুদিগকে জয় করিতে পারি।

১৭। হে অগ্নি! তুমি দেবগণের স্তবনীয় দূত, তুমি সমস্ত স্তোত্র জান, তুমি মর্ত্ত্যগণকে নিজ নিজ গৃহে বাস করাও, তুমি রথী; তুমি দেবতাগণের কার্য্যসাধন করিয়া তাহাদিগের পশ্চাৎ পশ্চাৎ গমন কর।

১৮। নিত্য রাজা অগ্নি যজ্ঞ সাধন করতঃ মর্ত্ত্যগণের গৃহে উপবেশন করেন। অগ্নি সমস্ত স্তোত্র জানেন, অগ্নির অবয়ব ঘৃতের দ্বারা দীপ্তিযুক্ত, বিস্তীর্ণ অগ্নি বিদ্যোতিত হইয়েছেন।

১৯। হে গমনেচ্ছু মহান্ অগ্নি! তুমি মঙ্গলকর সখ্য ও মহৎ রক্ষার সহিত আমাদের নিকট আগমন কর, এবং আমাদিগকে বহুল, উপদ্রবশূন্য, শোভনস্তুতিযুক্ত, ও কীর্ত্তিযুক্ত ধন প্রদান কর।

২০। হে অগ্নি! তুমি পুরাতন, তোমার উদ্দেশে আমি এই সকল সনাতন ও নূতন স্তোত্র পাঠ করিতেছি। সর্ব্বভূতজ্ঞ অগ্নি মনুষ্যদের মধ্যে নিহিত আছেন, সেই অভীষ্ট বর্ষী অগ্নির উদ্দেশে আমরা এই সকল সবন করিয়াছি।

২১। সমস্ত মনুষ্যে নিহিত সর্ব্বভূতজ্ঞ অগ্নি বিশ্বামিত্র কর্ত্তৃক অনবরত প্রদীপ্ত হয়েন। আমরা যেন তাঁহার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া যজ্ঞার্হ (অগ্নির) অভিলষণীয় অনুগ্রহ লাভ করিতে পারি।

২২। হে বলবান্! শোভনকর্ম্মবিশিষ্ট অগ্নি! তুমি সর্ব্বদা বিহার করিতে করিতে আমাদের যজ্ঞ দেবগণের নিকট বহন কর। হে দেবগণের আহ্বানকারী! তুমি আমাদিগকে অন্ন দান কর। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে মহৎ ধন দান কর।

২৩। হে অগ্নি! তুমি স্তোতাকে বহু কর্ম্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদাত্রী ভূমি(৪) চিরকাল প্রদান কর। আমাদিগের বংশ বিস্তারকারী এবং সন্ততি জনয়িতা একটী পুত্র হউক। হে অগ্নি! আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ হউক।

(৪) মূলে "ইলাং পুরুদংসং সনিং গোঃ" আছে। ভিন্ন ২ পণ্ডিত ইলা শব্দের ভিন্ন ২ অর্থ করিয়াছেন। "পুরুদংসং বহুকর্ম্মাণং গোঃ গবাং সনিং প্রদাত্রীং ইলাং ভূমিং।" সায়ণ। "The earth, the bestower of cattle, the means of many pious rites."—*Wilson*. "Supplies by which many sacred rites can be performed, and cows, which remain always profitable."—*Stevenson*. "Fais que la terre soit à jamais liberale pour nous et feconde en troupeaux."—*Langlois*. "The food, the much effecting gift of the cow."—*Benfey* translated by Wilson. এই ঋক্‌টী ইহার পর অনেক সূক্তে আছে।

২ সূক্ত।

বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। আমরা যজ্ঞবর্দ্ধক বৈশ্বানরের উদ্দেশে বিশুদ্ধ ঘৃতের ন্যায় (প্রীতিজনক) স্তুতি করিব। কুঠার যেরূপ রথকে সংস্কার করে, সেইরূপ মনুষ্য ও ঋত্বিক্‌গণ দেবতাগণের আহ্বানকারী (গার্হপত্য ও আহবনীয়) দুই প্রকার রূপবিশিষ্ট (অগ্নিকে) সংস্কার করে।

২। তিনি জন্মিবামাত্রেই দ্যাবাপৃথিবী উভয়কেই প্রকাশিত করেন। তিনি পিতা মাতার প্রশংসার যোগ্য পুত্র হইয়াছিলেন। হব্যবাহী, জরারহিত, অন্নদাতা, অহিংসিত, ও প্রভূতধন অগ্নি মনুষ্যদের অতিথির ন্যায় পূজ্য হয়েন।

৩। জ্ঞানবান্ দেবগণ বিপদ হইতে উদ্ধার্থ বলদ্বারা যজ্ঞে অগ্নিকে উৎপাদন করেন। ভারসহ অশ্বের যেরূপ স্তুতি করি, সেইরূপ আমি অন্নাভিলাষী হইয়া দীপ্তিমান্ তেজোদ্বারা প্রকাশমান মহান্ অগ্নিকে স্তুতি করিতেছি।

৪। আমরা স্তুতিযোগ্য (বৈশ্বানরের) শ্রেষ্ঠ অলজ্জাবহ, প্রশংসনীয় অন্নের অভিলাষী হইয়া ভৃগু ঋষিগণের অভিলাষপ্রদ, অভিলষণীয়, প্রজ্ঞাবান্, এবং স্বর্গীয় দীপ্তিদ্বারা শোভমান্ অগ্নিকে ভজনা করিতেছি।

৫। ঋত্বিক্‌গণ সুখলাভের জন্য কুশ বিস্তার করিয়া ও স্রুক্ উত্তোলন করিয়া অন্নদাতা, অত্যন্ত দীপ্তিমান্, সমস্ত দেবগণের হিতকারী, দুঃখনাশক এবং যজমানগণের যজ্ঞসাধক অগ্নিকে যজ্ঞে স্তব করে।

৬। হে পবিত্র দীপ্তিবিশিষ্ট, দেবতাগণের আহ্বানকারী (অগ্নি!) তোমার পরিচর্য্যাভিলাষী যজমানগণ যজ্ঞে কুশবিস্তার করতঃ তোমার যোগ্য যাগগৃহ সেবা করে। তাহাদিগকে ধন দান কর।

৭। তিনি দ্যাবাপৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন, বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষকেও পরিপূর্ণ করিয়াছিলেন। যজমানগণ নবজাত এই অগ্নি ধারণ করিয়া

ছিলেন; সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত অন্নদাতা এই অগ্নি অশ্বের ন্যায় অন্নলাভের জন্য আনীত হয়েন।

৮। নেতা ও মহৎযজ্ঞের দর্শক যে অগ্নি দেবতাগণের সম্মুখে স্থাপিত হইয়াছিলেন, সেই হব্যদাতা, শোভনযজ্ঞবিশিষ্ট, গৃহের হিতকর, সর্ব্ব ভূতজ্ঞ অগ্নিকে পূজা কর ও তাঁহার পরিচর্য্যা কর।

৯। মৃত্যুরহিত (দেবগণ) (অগ্নিকে) অভিলাষ করিয়া মহানু জগৎব্যাপক অগ্নির (পার্থিব, বৈদ্যুত, ও সূর্য্যরূপ) তিনটি মূর্ত্তিকে শোধিত করিয়াছেন। (তাঁহারা) উহাদের মধ্যে জগৎপালিকা পার্থিব মূর্ত্তিকে মর্ত্ত্যলোকে রাখিয়াছেন, অন্য দুইটি অন্তরীক্ষে গমন করিয়াছে।

১০। ধনাভিলাষী প্রজাগণ প্রজাগণের প্রভু মেধাবী অগ্নিকে অসির ন্যায় তীক্ষ্ণ করিবার জন্য সংস্কৃত করিয়াছিলেন। তিনি উন্নত ও নিম্নপ্রদেশ সকল ব্যাপ্ত করিয়া গমন করেন, তিনি সমস্ত ভুবনে গর্ভ ধারণ করেন।

১১। নবজাত অন্তর্বর্ত্তী বৈশ্বানর নানাস্থানে সিংহের ন্যায় শব্দকরতঃ নানা জঠরে বর্দ্ধিত হয়েন। তিনি অত্যন্ত তেজোবিশিষ্ট ও মরণরহিত, তিনি যজমানকে রমণীয় বস্তু প্রদান করেন।

১২। স্তোতৃগণ কর্তৃক স্তূয়মান বৈশ্বানর চিরন্তনের ন্যায় অন্তরীক্ষের পৃষ্ঠভূত স্বর্গে আরোহণ করেন। পুরাতন ঋষিগণের ন্যায় যজমানগণকেও ধন দান করতঃ তিনি জাগরূক হইয়া (দেবগণের) সাধারণ পথে (সূর্য্যরূপে) ভ্রমণ করেন।

১৩। বলবানু, পূজার্হ, মেধাবী, স্তুতিযোগ্য, দ্যুলোকবাসী যে অগ্নিকে মাতরিশ্বা (দ্যুলোক হইতে আনয়ন করতঃ) পৃথিবীতে সংস্থাপিত করিয়াছেন(১), আমরা সেই নানাবিধ গমনবিশিষ্ট, পিঙ্গলবর্ণ কিরণযুক্ত, দীপ্তিমানু অগ্নির নিকট নূতন ধন যাচ্ঞা করি।

১৪। দীপ্ত, বেগে গমনকারী, সমস্ত পদার্থের জ্ঞানযুক্ত, দ্যুলোকের কেতুস্বরূপ, সূর্য্যে অবস্থিত, উষাকালে জাগরূক, অন্নবানু, মহানু অগ্নিকে স্তোত্রদ্বারা যাচ্ঞা করি।

(১) ১।৬০।১ ঋকের দ্বিতীয় টীকা দেখ।

১৫। স্তুতিযোগ্য, দেবতাগণের আহ্বানকারী, সর্ব্বদা শুদ্ধ, কুটিলতা-রহিত, দানশীল, শ্রেষ্ঠ, বিশ্বদর্শী, রথের ন্যায় নানাবর্ণবিশিষ্ট, দর্শনীয়াকৃতিসম্পন্ন ও সর্ব্বদা মনুষ্যগণের কল্যাণকারী সেই অগ্নির নিকট আমরা ধন যাচ্ঞা করিতেছি।

---

৩ সূক্ত।

বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। মেধাবী স্তোতাগণ সৎপথ লাভের জন্য বহুবলশালী বৈশ্বানরের উদ্দেশে যজ্ঞে রমণীয় স্তোত্র সকল পাঠ করে। মরণরহিত অগ্নি (হব্যপ্রদান দ্বারা) দেবতাগণের পরিচর্য্যা করেন, অতএব কেহ সনাতন যজ্ঞকে দূষিত করিতে পারে না।

২। দর্শনীয় হোতা (অগ্নি) দেবগণের দূত হইয়া দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে গমন করেন। দেবগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত ধীমান্ অগ্নি যজমানের সম্মুখে স্থাপিত ও উপবিষ্ট হইয়া মহৎ যজ্ঞগৃহকে অলঙ্কৃত করেন।

৩। মেধাবীগণ যজ্ঞের কেতুস্বরূপ ও যজ্ঞে [illegible]ভূত অগ্নিকে স্বীয় স্বীয় কর্ম্ম দ্বারা পূজা করেন। স্তোতাগণ যে অগ্নি[illegible]য় স্বীয় অনুষ্ঠেয়) কর্ম্ম সকল অর্পণ করে, যজমান সেই অগ্নিতে সুখের [illegible] করে।

৪। যজ্ঞের পিতা, স্তোতৃগণের বলপ্রদ(১), [illegible]গণের জ্ঞান হেতু ও (যজ্ঞাদি কর্ম্মের) সাধনভূত অগ্নি (পার্থিব ও বৈদ্যু[illegible]দি) রূপদ্বারা দ্যাবা-পৃথিবীতে প্রবেশ করেন। অত্যন্ত প্রিয়, তেজোনিরাষ্ট অগ্নি (যজমান কর্ত্তৃক) স্তুত হইতেছেন।

৫। আহ্লাদকর, ও আহ্লাদজনক রথবিশিষ্ট, পিঙ্গলবর্ণ, জলমধ্যে নিবাসী, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত, শীঘ্রগামী, বলোপেত, ভর্ত্তা, দীপ্তিমান্ বৈশ্বানরকে দেবগণ ইহলোকে স্থাপিত করিয়াছেন।

---

(১) "অসুর" শব্দ আছে।

৬। যিনি যজ্ঞসাধক দেবগণ ও ঋত্বিকগণের সহিত কর্ম্মদ্বারা যজমানের নানাবিধ যজ্ঞ সম্পাদন করেন, যিনি নেতা, শীঘ্রগামী, দানশীল এবং শত্রুগণের নাশক, সেই অগ্নি দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে গমন করেন।

৭। আমরা সুপুত্র ও দীর্ঘায়ুঃ (লাভ করিতে পারিব বলিয়া) হে অগ্নি! তুমি দেবগণকে স্তব কর, অন্নদ্বারা তাঁহাদিগকে প্রীত কর, আমাদের শস্যের জন্য বৃষ্টিকে সম্যক্‌রূপে দীপ্ত কর, ও অন্নদান কর। হে সর্ব্বদা জাগরণশীল অগ্নি! তুমি মহান্ (যজমানকে) অন্নদান কর, কারণ তুমি সুকর্ম্মা ও দেবগণের প্রিয়।

৮। মনুষ্যগণের পতি, মহান্, অতিথিভূত, বুদ্ধির নিয়ন্তা, ঋত্বিক্‌গণের প্রিয়, যজ্ঞের জ্ঞাপক, বেগযুক্ত, সর্ব্বভূতজ্ঞ অগ্নিকে নেতাগণ সমৃদ্ধির জন্য নমস্কার ও স্তুতিদ্বারা প্রশংসা করিতেছে।

৯। দীপ্তিমান্, স্তুত্য [illegible], দমনীয়, সুন্দর রথবিশিষ্ট অগ্নি বলদ্বারা সমস্ত প্রজাদিগকে ব্যাপ্ত করেন। আমরা অনেকের পালয়িতা ও যজ্ঞগৃহে (বাসকারী) অগ্নির কর্ম্মসকল সুন্দর স্তোত্রদ্বারা প্রকাশ করিব।

১০। হে বিজ্ঞ বৈশ্বানর! তুমি যে তেজঃদ্বারা সর্ব্ববেত্তা হইয়াছ, আমি তোমার সেই [illegible] স্তব করি। তুমি জন্মিবামাত্রেই সমস্ত ভূতসমূহে ও দ্যাবাপৃথিবীতে [illegible] হইয়া থাক। হে অগ্নি! তুমি আপনি সমস্ত ভূতজাতকে ব্যাপ্ত [illegible] কর [illegible]।

১১। বৈশ্বান[illegible] [illegible]সন্তোষজনক কর্ম্ম হইতে মহৎ (ধন) হয়। কারণ তিনি সুন্দর যজ্ঞা[illegible] [illegible]র ইচ্ছায় যজমানগণকে ধন দান করেন। তিনি প্রভূত রেতোবি[illegible] [illegible]পিতা মাতা (দ্যাবাপৃথিবী) উভয়কেই পূজা করতঃ উৎপন্ন হইয়াছেন[illegible]।

৪ সূক্ত।

আপ্রী দেবতা(১)। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে সমিদ্ধ (অগ্নি)! অনুকূলমনে জাগরিত হও, তুমি অত্যন্ত প্রসর্পক তেজোযুক্ত হইয়া আমাদিগকে ধনবিষয়ে অনুগ্রহ কর। হে দ্যোতমান অগ্নি! তুমি দেবতাগণকে যজ্ঞে আনয়ন কর। হে অগ্নি! তুমি দেবতাগণের সখা, তুমি অনুকূলমনে সখা (দেবতাগণের) যজ্ঞ কর।

২। বরুণ, মিত্র ও অগ্নি যে তনূনপাৎ (নামক অগ্নিকে) প্রতি দিবস দিনে তিন বার করিয়া যজ্ঞ করেন, সেই তনূনপাৎ উদকের কারণভূত আমাদিগের এই যজ্ঞকে বৃষ্টি প্রভৃতি ফলযুক্ত করুন।

৩। সর্ব্বজন প্রিয় স্তুতি দেবতাগণের আহ্বানকারী (অগ্নির নিকট) গমন করুক। (অগ্নিরূপ) ইল প্রীতি উৎপাদন করিবার জন্য প্রধান, অত্যন্ত অভীষ্টবর্ষী, বন্দনাযোগ্য অগ্নির নিকট গমন করুন। যজ্ঞকর্ম্মে কুশল অগ্নি আমাদের কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া যজ্ঞ করুন।

৪। তোমাদের জন্য (অর্থাৎ অগ্নি ও বর্হিরূপ অগ্নির জন্য) যজ্ঞে একটি উন্নত পথ করা হইয়াছে। দীপ্তিযুক্ত হব্য [illegible] প্রস্থিত হইতেছে। হোতা দীপ্তিমান্ (যাগ গৃহের) নাভিদেশে উ[illegible]আছেন। আমরা দেবগণ কর্ত্তৃক ব্যাপ্ত বর্হি বিস্তৃত করিব।

৫। জলদ্বারা বিশ্বের প্রীতিপ্রদ দেবগণ [illegible] যজ্ঞে গমন করেন; (অকপট) মনে যাচিত হইয়া নররূপী যজ্ঞজাত [illegible]রূপ যজ্ঞ দ্বারবৃন্দ) প্রত্যক্ষ হইয়া আমাদের এই যজ্ঞে আগমন করুন।

৬। স্তূয়মান (অগ্নিরূপ) রাত্রি ও দিবা পরস্পর সঙ্গত হইয়া অথবা, পৃথকরূপে সশরীরে প্রকাশিত হইয়া আগমন করুন। মিত্র, বরুণ অথবা মরুৎযুক্ত ইন্দ্র আমাদের যেরূপে অনুগৃহীত করেন, ইঁহারাও তেজো দীপ্ত হইয়া সেইরূপ করুন।

---

(১) ১। ১৩ও ১।৪২ সূক্তের টীকা দেখ। এই আপ্রী সূক্তের ঋষি বিশ্বামিত্র, সুতরাং ইহাতে নরাশংসের উল্লেখ নাই, তনূনপাতের উল্লেখ আছে।

৭। আদিম, দিব্য, প্রধান, (অগ্নিরূপ) দেব হোতাদ্বয়কে প্রসন্ন করি। [illegible] সপ্ত, অন্নবান্ (ঋত্বিক্‌গণ) অগ্নিকে হব্যদ্বারা প্রমত্ত করেন। ব্রতের রক্ষক, দীপ্তিমান্ (ঋত্বিক্‌গণ) প্রত্যেক ব্রতে যজ্ঞরূপ অগ্নিকে (এই কথা) বলেন।

৮। ভারতীগণের(২) সহিত সংগতা (অগ্নিরূপ) ভারতী আগমন করুন, দেবতা ও মনুষ্যগণের সহিত (অগ্নিরূপ) ইলা আগমন করুন, অগ্নিও আগমন করুন। সারস্বতগণের(৩) সহিত (অগ্নিরূপ) সরস্বতীও আগমন করুন। দেবীত্রয় আগমন করিয়া সম্মুখে (স্থিত) এই কুশে উপবেশন করুন।

৯। হে দেব (অগ্নিরূপ) ত্বষ্টা! যদ্দ্বারা বীর কর্ম্মকুশল, বলশালী, ও (সোমাভিষবের জন্য) প্রস্তর হস্ত দেবাভিলাষী পুত্র উৎপন্ন হইতে পারে, তুমি সন্তুষ্ট হইয়া আমাদিগকে তাদৃশ ত্রাণকুশল ও পুষ্টিকারী বীর্য্য প্রদান কর।

১০। হে (অগ্নিরূপ) বনস্পতি! তুমি দেবতাগণকে সমীপে আনয়ন কর। (পশুর) সংস্কারক অগ্নি (বনস্পতি) দেবতাগণের উদ্দেশে হব্য প্রেরণ করুন। সেই যজ্ঞরূপ দেবতাগণের আহ্বানকারী (অগ্নি) যজ্ঞ করুন, কারণ তিনিই দেবতাগণের জন্ম জানেন।

১১। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিযুক্ত হইয়া ইন্দ্র ও ত্বরান্বিত দেবগণের সহিত একরথে আরোহ[illegible] অভিমুখে আগমন কর। সুপুত্রবিশিষ্টা অদিতি আমাদের কুশে উ[illegible] কর[illegible]করুন। নিত্য দেবগণ (অগ্নিরূপ) স্বাহাকারযুক্ত হইয়া তৃপ্তিলাভ করুন।

---

(২) "ভারতীতি [illegible]স্য সূর্য্যস্য সম্বন্ধিনীভিঃ।" সায়ণ। "Perhaps intending the solar ray."—*Wilson.*

(৩) "সরস্বতী সম্বন্ধিভিঃ মধ্যস্থানৈঃ।" সায়ণ। সায়ণ অনেক স্থানে। ভারতী অর্থে স্বর্গীয় দেবী বা বাক্, সরস্বতী অর্থে মধ্য স্থানীয় অর্থাৎ অন্তরীক্ষের দেবী বা বাক্, এবং ইলা অর্থে পার্থিব দেবী বা বাক্ করিয়াছেন। ১।১৪২।৯ এবং ১।১৮৮।৮ ঋকের টীকা দেখ।

৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। অগ্নি উষাকে জানেন, মেধাবী অগ্নি প্রজ্ঞাবানগণের পথে (যাইবার জন্য) জাগরিত হইতেছেন। অত্যন্ত তেজোবিশিষ্ট অগ্নি সেবাভিলাষী ব্যক্তিদিগের কর্ত্তৃক প্রদীপ্ত হইয়া অজ্ঞানের দ্বার উদঘাটন করিতেছেন।

২। পূজ্য অগ্নি স্তোতাদের স্তোত্র, বাক্য, ও উক্থ দ্বারা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়েন। (দেবতাগণের) দূত অগ্নি বহুযজ্ঞের দীপ্তি লাভ করিবার ইচ্ছায় প্রাতঃকালে দ্যোতিত হয়েন।

৩। (যজমানদের) মিত্র, যজ্ঞদ্বারা অভিলাষ পূরক, এবং জলের পুত্র (অগ্নি) মনুষ্য লোকের মধ্যে সংস্থাপিত হইয়াছেন। অগ্নি স্পৃহ-নীয় ও যজনীয়, তিনি উন্নত স্থানে অধিষ্ঠিত হইয়াছেন; প্রজ্ঞাবান অগ্নি স্তোতাদিগের স্তুতির যোগ্য হইয়াছেন।

৪। অগ্নি যখন সমিদ্ধ হয়েন, তখন মি[illegible] হয়েন। সেই মিত্রই হোতা এবং সর্ব্বভূতজ্ঞ বরুণ। সেই মিত্রই [illegible]র্য্যু ও দানশীল প্রেরক (বায়ু)(১), তিনি নদী ও পর্ব্বতসমূহের মিত্র। পূ[illegible]

৫। সুন্দর অগ্নি সর্ব্বব্যাপ্ত পৃথিবীর প্রিয় [illegible] করেন। মহান্ অগ্নি সূর্য্যের বিচরণস্থল (অন্তরীক্ষ) রক্ষা করে[illegible]র মধ্যে (অন্তরী-ক্ষের মধ্যে) মরুৎগণকে রক্ষা করেন, তিনি দে[illegible]ণের হর্ষকর (যজ্ঞ) রক্ষা করেন।

৬। মহান্ ও সমস্ত জ্ঞাতব্যের বেত্তা অগ্নি [illegible]শংসনীয় ও চারু জল উৎপাদন করেন। অগ্নি নিদ্রিত (প্রশান্ত শিখা) হইলেও তাঁহার চর্ম্ম (রূপ) দীপ্তিমান্ থাকে; সেই অগ্নি অপ্রমত্ত হইয়া উহা রক্ষা করেন।

---

(১) মূলে "মিত্রঃ অধ্বর্য্যুঃ ইষিরঃ দমূনা" আছে। সায়ণ দমূনা অর্থে "দানমনা দান্তমনা বা" করিয়া ঐটি অধ্বর্য্যুর বিশেষণ করিয়াছেন। "ইষিরঃ" অর্থে "প্রেরকো বায়ুঃ" করিয়াছেন। তিনি বলেন এই ঋকে অগ্নির সর্ব্বাত্মকত্বের স্তুতি করা হইয়াছে। "The purport of the stanza is the identity of Agni with Mitra, the sun, and of both with Varuna and Vayu."—*Wilson.*

৭। দীপ্তিমান্, বিশেষরূপে স্তুত ও স্বস্থানপ্রিয়, অগ্নি অধিরূঢ় হইয়াছেন। দীপ্তিশালী, শুদ্ধ, মহান্, ও পাবক অগ্নি পিতা মাতাকে (দ্যাবাপৃথিবীকে) পুনঃ পুনঃ নূতনতর করিতেছেন।

৮। অগ্নি জন্মিবামাত্রেই ওষধি সকল কর্তৃক ধৃত হয়েন, তখন পথ-প্রবাহিত জলের ন্যায় শোভমান ওষধি সকল জলদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া ফল প্রসব করে। অগ্নি পিতা মাতার (দ্যাবাপৃথিবীর) উৎসঙ্গে বর্দ্ধিত হইয়া আমাদের রক্ষা করুন।

৯। (আমাদের কর্তৃক) স্তুত ও দীপ্তিদ্বারা মহান্ অগ্নি পৃথিবীর নাভিতে (উত্তর বেদিতে) অবস্থান করিয়া অন্তরীক্ষ বিদ্যোতিত করিয়াছেন। (সকলের) মিত্র, স্তুতিযোগ্য মাতরিশ্বা দেবগণের দূত হইয়া যজ্ঞে দেবগণকে আনয়ন করুন।

১০। যখন মাতরিশ্বা ভৃগুদিগের জন্য গুহাস্থিত হব্যবাহক অগ্নিকে প্রজ্বলিত করিয়াছিলেন (২), তখন তেজঃপদার্থের মধ্যে উৎকৃষ্টতম মহান্ অগ্নি স্বর্গকে তেজোদ্বারা স্তম্ভিত করিয়াছিলেন।

১১। হে অগ্নি! [illegible]মি স্তোতাকে বহুকর্ম্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদাত্রী ভূমি চিরকাল প্রদান করিও। আমাদিগের বংশবিস্তারকারী এবং সন্ততি জনয়িতা একটী পুত্র [illegible]ক। হে অগ্নি! আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ হউক।

(২) ৯ ঋকে সায়ণ মাতরিশ্বা শব্দের অর্থ সূর্য্যরূপ বা অরণি প্রদীপ্ত অগ্নি করিয়াছেন, এবং ১০ ঋকে [illegible] অর্থ বায়ু করিয়াছেন। ১০ ঋকেও মাতরিশ্বা অর্থে অগ্নি তাহার সন্দেহ নাই। "ভৃগুভ্যঃ" অর্থে সায়ণ করিয়াছেন "আদিত্যেভ্যো রশ্মিভ্যঃ।" কিন্তু ইহার সহজ অর্থ ভৃগুবংশীয়গণের জন্য, এবং মাতরিশ্বা সেই বংশীয়গণের জন্য অগ্নি আনিয়াছিলেন তাহা ১। ৬০। ১ ঋকে প্রকাশ আছে।

৬ সূক্ত।

বিশ্বামিত্র ঋষি। অগ্নি দেবতা।

১। হে যজ্ঞ কর্ত্তাগণ! তোমরা দেবাভিলাষী, তোমরা মন্ত্রদ্বারা প্রেরিত হইয়া দেবার্চ্চনা সাধক (স্রুক্) আনয়ন কর। আহবনীয় অগ্নির দক্ষিণদিকে যাহাকে বহন করা হইতেছে, যাহাতে অন্ন আছে, যাহার অগ্র ভাগ পূর্ব্বদিকে রহিয়াছে, যাহা অগ্নির জন্য হব্য ধারণ করিতেছে, সেই ঘৃত-যুক্ত (স্রুক্) গমন করিতেছে।

২। হে অগ্নি! তুমি জন্মিবামাত্রেই দ্যাবাপৃথিবীকে পরিপূর্ণ কর। হে যাগযোগ্য! তুমি মহিমাদ্বারা অন্তরীক্ষ ও পৃথিবী হইতে প্রকৃষ্টতর হও। তোমার অংশভূত সপ্ত জিহ্বা বিশিষ্ট বহ্নিসকল পূজিত হউক।

৩। হে অগ্নি! তুমি হোতা, যখন দেবাভিলাষী হব্যযুক্ত মনুষ্যলোক তোমার দীপ্ত তেজের স্তব করে, তখন অন্তরীক্ষ পৃথিবী ও যজ্ঞার্হ দেবগণ যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য তোমার (স্তব করেন)।

৪। মহান্ ও যজমানদের প্রিয় অগ্নি দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে মহিমাযুক্ত স্বকীয় স্থানে অচলভাবে উপবিষ্ট আছেন। আক্রমণশীলা, স্বপত্নীভূতা, জরারহিতা, অহিংসিতা, ক্ষীরপ্রসবিনী দ্যাবাপৃথিবী অত্যন্ত গমনশীল অগ্নির ধেনু।

৫। হে অগ্নি! তুমি সর্ব্বোৎকৃষ্ট, তোমার [illegible], তুমি ক্রতুদ্বারা [illegible]াবাপৃথিবীকে বিস্তৃত করিয়াছ, তুমি দূত। হে [illegible]র্ষী (অগ্নি)! তুমি [illegible]ন্মিবামাত্রেই যজমানের নেতা হও।

৬। হে দ্যুতিমান্ অগ্নি! প্রশস্ত কেশবিশিষ্ট রজ্জুযুক্ত, ঘৃতস্রাবী, [illegible]াহিত নামক অশ্বদ্বয়কে যজ্ঞের সম্মুখে যোজিত কর। অনন্তর তুমি সমস্ত [illegible]দেবগণকে আনয়ন কর। হে সর্ব্বভূতজ্ঞ! তুমি তাহাদিগকে সুন্দর যজ্ঞযুক্ত কর।

৭। হে অগ্নি! তুমি যখন বনে জল শোষণ কর, তখন তোমার দীপ্তি সূর্য্যের হইতেও অধিক হয়। তুমি বিশেষরূপে প্রকাশমান পুরাতন উষার পশ্চাতে শোভিত হও। স্তোতাগণ স্তুতিযোগ্য হোতা (অগ্নির) স্তব করে।

৮। বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষে যে দেবগণ হৃষ্ট রহিয়াছেন, আকাশের দীপ্তিতে যে সকল দেবতা আছেন, উম(১) নামক যজনীয় যে (পিতৃগণ) উত্তমরূপে আহূত হইয়া আগমন করেন, রথী (অগ্নির) যে সকল অশ্ব আছে।

৯। হে অগ্নি! তুমি এই সকল দেবগণের সহিত একরথে অথবা নানা রথে আরোহণ করিয়া আমাদের অভিমুখে আগমন কর, যেহেতু তোমার অশ্বগণ সমর্থ। ৩৩ জন দেবতাকে(২) পত্নীগণের সহিত অন্নের জন্য আনয়ন কর ও (সোমদ্বারা) হৃষ্ট কর।

১০। বিস্তীর্ণা দ্যাবাপৃথিবী প্রত্যেক যজ্ঞে সমৃদ্ধির জন্য যে অগ্নির প্রশংসা করে তিনিই (দেবগণের হোতা)। সুরূপা উদকবতী সত্যস্বরূপা (দ্যাবাপৃথিবী) যজ্ঞের ন্যায়, সত্য হইতে জাত হোতা অগ্নির অনুকূল হইয়া থাকেন।

১১। হে অগ্নি! তুমি স্তোতাকে বহু কর্ম্মের হেতুভূত ও ধেনু প্রদাত্রী-ভূমি চিরকাল প্রদান কর। আমাদিগের বংশ বি[illegible]রী, এবং সন্ততি জনয়িতা একটী পুত্র হউক। হে অগ্নি! আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ হউক।

---

(১) মূলে "উ[illegible]" আছে। "উম সংজ্ঞকাঃ পিতরঃ সন্তি।" সায়ণ।
(২) ৩৩ জন [illegible] ১।৩৪।১১ ঋক্, এবং ১।৪৫।২ ঋক্ দেখ।

ঋগ্বেদ সংহিতা।

মূল সংস্কৃত হইতে

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত কর্তৃক

বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদিত

তৃতীয় অষ্টক।

কলিকাতা।

বেঙ্গল গবর্ণমেন্টের যন্ত্রে মুদ্রিত।

১৮৮৬।

ভূমিকা।

তৃতীয় অষ্টক প্রকাশিত হইল। ইহাতে তৃতীয় মণ্ডলের শেষ অংশ, চতুর্থ মণ্ডল সমুদয় এবং পঞ্চম মণ্ডলের প্রথম আটটী সূক্ত আছে। পূর্ব্বের ন্যায় এই অষ্টকেও ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধে স্থানের যে টীকা দিয়াছি, তাহার দুইটী সূচী দেওয়া হইয়াছে। পাঠকগণ অনেকগুলি জ্ঞাতব্য বিষয় সেই দুইটী সূচীতে পাইবেন। ঐশ্বরিক বলের একতা দেখিয়া কিরূপে এক ঈশ্বরের অনুভব মনুষ্য হৃদয়ে উৎপন্ন হয়, সে কথা, স্বর্গ বিশ্বাসের কথা, প্রসিদ্ধ গায়ত্রী মন্ত্র, দক্ষের ভনয়ার নাম, গৌরীর নাম, সীতার নাম, আর্য্য ও দস্যু এই দুইটী মাত্র তৎকালপ্রচলিত জাতি বিভাগের কথা, পুত্রের পৈতৃক সম্পত্তিতে অধিকারের কথা, চুক্তি ভঙ্গ বিষয়ক বিধি, যুদ্ধ অশ্ব, রাজার হর্ম্ম্য, [illegible]রের নগর, কৃষিকার্য্য, সমুদ্রগমন ও বাণিজ্য, সরযূ নদীর পূর্ব্বে আর্য্য রাজ্য বিস্তৃতির কথা এবং দক্ষিণ মগধদেশে তৎকালের অনার্য্যদিগের [illegible] প্রভৃতি অনেক বিষয় এই অষ্টকে উল্লিখিত হইয়াছে।

পাঠকগণ জানিয়া সন্তুষ্ট হইবেন, যে এই [illegible] অষ্টকের পর অবশিষ্ট পাঁচ অষ্টকের অনুবাদ কার্য্য সম্পূর্ণরূপে [illegible]দিত হইয়াছে। কেবল মুদ্রা কার্য্য বাকি আছে, প্রত্যেক অষ্টক [illegible]ত হইবে তৎক্ষণাৎ পাঠকদিগের হস্তে পঁহুছিবে। আমি বি[illegible] চৈত্র মাসের প্রারম্ভে গবর্ণমেণ্টের কার্য্য হইতে অবসর লইয়াই, এই ঋগ্বেদ সংহিতার অনুবাদ কার্য্য আরম্ভ করিয়াছিলাম, এই চৈত্র মাসে তাহা শেষ করিলাম। মাদৃশ লোকের দ্বারা এইরূপ গুরুকার্য্য এক বৎসরের মধ্যে সম্পন্ন করা সম্ভব নহে; আমি, যে এ বিষয়ে কৃতার্থ হইয়াছি তাহা কেবল, আমার সহযোগীদিগের যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম, যত্ন ও উৎসাহ বশতঃ আমার নিজের গুণে নহে। শাস্ত্রবিশারদ পণ্ডিতাগ্রগণ্য ও সুহৃদবর শ্রীকৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য্য, শ্রীহরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও শ্রীঅলোকনাথ ন্যায়ভূষণের নিকট আমি এই গুরুকার্য্যে সহায়তার জন্য চিরকাল বাধিত রহিলাম।

এই পুস্তক প্রকাশে বেঙ্গল গবর্ণমেণ্ট আমাকে, যে ব্যয়ানুকূল্য করিতেছেন তাহাও এই স্থ[illegible]কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি। এই পুস্তক বেঙ্গল গবর্ণমেণ্টের যন্ত্রালয়ে মুদ্রিত হইতেছে এবং মুদ্রাঙ্কনের ব্যয়বিষয়ে গবর্ণমেণ্ট আমার সহায়তা করিতেছেন। সেরূপ সহায়তা না পাইলে আমি এই আকারের আট খানি অষ্টক গ্রাহকদিগকে পাঁচ টাকা মূল্যে দিতে পারিতাম না, অথবা দিয়া বিশেষরূপে ক্ষতিগ্রস্ত হইতাম।

আমার এই অনুবাদ কার্য্য সমাপ্তির সময় আমার পাঠকদিগকেও একটী কথা বলিবার আছে। ভারতবর্ষের প্রান্ত হইতে প্রান্ত পর্য্যন্ত শিক্ষিত বাঙ্গালীগণ আমার এই অনুবাদ গ্রহণ করিতেছেন, তাহাতে আমি যে আনন্দ লাভ করিয়াছি, তাহা আমি প্রকাশ করিতে অক্ষম। চারি সহস্র বৎসর পূর্ব্বের আর্য্য হিন্দুদিগের ধর্ম্মবিশ্বাস ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় এক মাত্র নিদর্শনটী অদ্য স্বদেশবাসীদিগের হস্তে দিতে সমর্থ হইলাম, তাঁহারাও সেটী সাদরে গ্রহণ করিলেন, তাহাতে আমি, যে পরম প্রীতি অনুভব করিলাম, তাহা এ জীবনে কদাচ বিস্মৃত হইব না।

কলিকাতা, ২০ বিডন ষ্ট্রীট
১লা চৈত্র, ১২৯

শ্রীরমেশচন্দ্র দত্ত।

"I was delighted to have * * the first part of your Bengali Translation of Rig Veda. It is indeed an arduous undertaking, but one well worthy of your attempting and carrying out. It will help to diffuse a great deal of light on many things among your countrymen. I hope you will be able to carry out your plan to its completion. শিবাস্তে সন্তু পন্থানঃ।" —(*Extract from Professor E. B. Cowell's letter, dated Cambridge, 12th February* 1886.)

"I received yesterday the second volume of your Rig Veda Sanhita. * * Your undertaking is a noble one, and I heartily wish you every success."—(*Extract from Dr. Rajendralala M*[illegible]*tra's letter, dated* 18*th February* 1886.)

"We have just received the first volume of [illegible]gali Translation (of the Rig Veda) by R. C. Dutt, of the Bengali [illegible]vice, as well as a reprint of the text in Bengali letters. Mr [illegible] follows Sayana's commentary as edited by Prof. Max Muller, e[illegible] passages where the native commentator is too glaringly wrong. [illegible] Dutt's work will therefore take the same place in India which th[illegible]ate Professor Wilson's translation took in England."—(*The Athenæum* ([illegible]*ondon*), *February 6th,* 1886.)

ধর্ম্মসম্বন্ধে ও কোন কোন দেবসম্বন্ধে বিবরণ।

বিষয়।	মণ্ডলের সংখ্যা।	সূক্তের সংখ্যা।	টীকার সংখ্যা।
ঐশ্বরিক বলের একতা . . . . } এক ঈশ্বরের অনুভব	৩	৫৫	৩ ও ৯
স্বর্গলাভের কথা	৪	১১	১
	৪	৪৭	১
গায়ত্রী মন্ত্র	৩	৬২	১
হংসবতী ঋক্	৪	৪০	১
অঙ্গিরা কর্ত্তৃক অগ্নিপূজার অনুষ্ঠান .	৪	১	৪
	৪	২	৪
দক্ষের তনয়া (অর্থ, বেদী বা যজ্ঞভূমি) .	৩	২৭	২
গৌরী (অর্থ, বাক্য)	৩	৫৩	১১
সীতা (অর্থ, লাঙ্গলকৃত ভূমিতে রেখা) .	৪	৫৭	৫
শুন ও সীর (কৃষিকার্য্যের উপকরণ বা দেব)	৪	৫৭	২ ও ৪
ঋভুক্ষা	৪	৩৭	১
দধিক্রা	৩	২০	১
	৪	৩৮	২ ও ৫
ধিক্রা	৩	২২	২
স্বস্তিদেবী	৪	৫৫	১
শক্র	৪	[illegible]	৩
ঘৃতের স্তুতি	৪	[illegible]	৬
শ্যেনপক্ষীকর্ত্তৃক সোম আনয়ন . .	৩	[illegible]	১
	৪	৬	৪—৭ ঋক্।
	৪	[illegible]	সমস্ত সূক্ত।
ইন্দ্রের জন্মিবামাত্রই মাতৃস্তনে সোমদর্শন ও অতিশয় সোমপ্রিয়তা।	৩	[illegible]	সমস্ত সূক্ত।
	৩	[illegible]	৪
ইন্দ্র পিতাকে হত্যা করেন . .	৪	[illegible]	৬
যূপকাষ্ঠ ও পশুবলি	৩	৮	সমস্ত সূক্ত।
৩৩৩৯ দেব	৩	৯	২
গন্ধর্ব্বগণ	৩	৩৮	২
"অসুর"	৩	২৯	১
পুরোহিতগণের প্রাদুর্ভাবের সহিত ঋগ্বেদের ব্যাখ্যার পরিবর্ত্তন	৪	৫০	১
ঋগ্বেদের উপমা হইতে ক্রমে উপাখ্যানের সৃষ্টি	৫	২	১

সভ্যতা ও আচার ব্যবহার সম্বন্ধীয় বিবরণ।

বিষয়।	মণ্ডলের সংখ্যা।	সূক্তের সংখ্যা।	টী[illegible] সং[illegible]
"আর্য্য" ও "দস্যু" এই দুইটী মাত্র জাতি ছিল।	৩	৩৪	
পঞ্চ কৃষ্টি	৪	৩৮	
মনুষ্যের পরমায়ু	৩	৩৬	
পুত্র অবর্ত্তমানে [illegible]হিত্র পৌত্র স্থানীয়	৩	৩১	
পুত্র ক্রিয়া ও [illegible]ম্পত্তির অধিকারী কন্যা। সন্তানের অধিকারিণী।	৩	৩১	
চুক্তি করিলে তাহা ভঙ্গ করা যায় না	৪	২৪	২৩
"ধান" অর্থাৎ ভাজা যব। (ব্রীহি অর্থাৎ চাউলের উল্লেখ নাই)।	৩	৩৫	
ধান, করম্ভ, অপূপ, পুরোডাশ, পক্তি	৩ ৪	৫২ ২৪	
খারী (শস্যের মাপ)	৪	৩২	
নিষ্ক	৪	৩৭	
অংসত্রা (কবচ), দ্রাপি (কবচ ব[illegible]) ৪	৪ ৪	৩৪ ৫৩	
খদির ও শিশুকাষ্ঠের গাড়ি ৩ ৪	৩	৫৩	
রথ নির্ম্মাতা শিল্পিগণ ও[illegible] ৩	৪	২	[illegible]
সুবর্ণ সজ্জাবিশিষ্ট অশ্ব[illegible] ৪ ৪		১৬ ২	[illegible]
যুদ্ধের অশ্ব ৪		৩৮	[illegible]
অমাত্য বেষ্টিত গজস্ক[illegible] ৩ ৭	৪	৪	[illegible]
প্রস্তর নির্ম্মিত নগর [illegible]	৪	৩০	৩
কৃষি কার্য্যের বিবা[illegible]	৪	৫৭	সমস্ত সূক্ত
বণিক্দিগের সমুদ্র[illegible]	৪	৫৫	৩
ভ্রাতৃরহিতা বিপ[illegible] নারী, পতিবিদ্বেষি[illegible]ণী ভার্য্যা।	৪	৫	১
বস্ত্রাপহারক ত[illegible]	৪	৩৮	৩
সরযুর পূর্ব্বদিকে [illegible]রাজ্য বিস্তার ও তথায় আর্য্যরা [illegible]গের মধ্যে যুদ্ধ	৪	৩০	২
দৃষদ্বতী, আপয়া, সরস্বতী, পরুষ্ণী বিপাশা ও শতদ্রু নদী।	৩ ৪ ৩	২৩ ২২ ৩৩	২ ১ ১
জহ্নু কন্যা	৩	৫৮	১
অনার্য্য বর্ব্বর জাতিগণ	৩ ৪ ৪ ৪ ৪	৩১ ১৬ ২৮ ৩০ ৩৮	৩৩ [illegible] ৪ ১ ৪ ১
কীকট (দক্ষিণ মগধ) দেশের বর্ব্বরগণ	৩	৫৩	[illegible]

ঋগ্বেদ সংহিতা।

তৃতীয় অষ্টক।

প্রথম অধ্যায়।

---

১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। নীল পৃষ্ঠবিশিষ্ট(১), সকলের ধারক (অগ্নির) যে (রশ্মি সকল) প্রকর্ষরূপে উদ্গমন করে, তাহারা পিতৃমাতৃ[illegible]তে (দ্যাবাপৃথিবীতে) চতুর্দ্দিকে প্রবিষ্ট হয়, সপ্ত নদীতেও(২) প্রবিষ্ট হ[illegible] চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান, পিতৃমাতৃভূত (দ্যাবাপৃথিবী) সম্যক্‌রূপে প্রস্থত [illegible]ন, এবং প্রকর্ষরূপে যজ্ঞ করিবার জন্য (অগ্নির) দীর্ঘ আয়ুঃ সম্পাদন ক[illegible]।

২। দ্যুলোকবাসী ধেনুই(৩) অভীষ্টবর্ষী ([illegible] অশ্ব। (অগ্নি) মধুর জল বাহিনী দ্যুতিমতী (নদী সকলে) অধিষ্ঠ[illegible]। তুমি ঋতের সদনে আবাস ইচ্ছা কর এবং জ্বালা প্রেরণ কর, [illegible]নেরা(৪) তোমাকে সেবা করিতেছে।

৩। ধনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধনের স্বামী, জ্ঞানবা[illegible] (বল[illegible]ধিপতি (অগ্নি) সুখে সংযমনীয় বড়বা আরোহণ করিলেন। নীল পৃষ্ঠ[illegible]শষ্ট ও চতুর্দ্দিকে প্রস্থিত অগ্নি তাহাদিগকে সতত গমন করিবার জন্য ছা[illegible]য়া দিলেন।

---

(১) মূলে "শিতিপৃষ্ঠস্য" আছে। "শ্বেত পৃষ্ঠস্য।" "White-backed."—[illegible]র্থযত্ন।

(২) মূলে "বাণীঃ" আছে "Firmament."—*Vedarthayatna.*

(৩) সায়ণ "ধেনু" অর্থে প্রীতিদায়ক করিয়াছেন।

(৪) গো অর্থে সায়ণ মধ্যমিকা বাক্‌ করিয়াছেন।

৪। বলকারিণী, বহনশীলা (নদীগণ) (অগ্নিকে) ধারণ করে। তিনি মহান্, ত্বষ্টার পুত্র, জরারহিত, ও (লোক সকলকে) ধারণ করিতে অভিলাষী (পুরুষ যেরূপ) একটি স্ত্রীর নিকট গমন করে, সেইরূপ তিনি জলের সমীপে দীপ্তাঙ্গ হইয়া দ্যাবাপৃথিবীতে প্রবেশ করেন।

৫। লোকে অভীষ্টবর্ষী হিংসারহিত (অগ্নির) আশ্রয় জনিত সুখ জানে এবং মহৎ (অগ্নির) আজ্ঞায় রত হয়। যে সকল মনুষ্যের মহৎ স্তুতিরূপ বাক্য গম্ভীর হয়, তাঁহারা দ্যুলোকের দীপ্তিকারী ও শোভন দীপ্তিবিশিষ্ট দেদীপ্যমান হয়েন।

৬। মহান্ হইতেও মহত্তর পিতৃ মাতৃ স্থানীয় (দ্যাবাপৃথিবীর) অবগতির পর উচ্চৈঃস্বরে স্তুতি জনিত সুখ অগ্নির নিকট নীত হয়। জলসেবকারী অগ্নি রজনীর চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত ... তেজঃ স্তোতার নিকটে বহ করেন।

৭। পাঁচজন অ... হোতা গমনশীল (অগ্নির প্রিয় স্থান রক্ষা করি...) পূর্ব্বমুখে গমনকারী জরারহিত, সোমরসব... কারণ দেবগণ, (দেব তুল্য স্তোতার) যজ্ঞে গমন ক...

৮। দৈব্য... রূপ মুখ্য অগ্নিদ্বয়কে(৫) আমি অলঙ্কৃত করিতেছি। সাত... তা সোমদ্বারা হৃষ্ট হইতেছেন। স্তোত্রকারী, যজ্ঞরক্ষক, দীপ্তিযুক্ত... যজ্ঞে "অগ্নিই সত্য" (এই কথা) বলেন।

৯। হে... ন ও দেবতাগণের আহ্বানকারী অগ্নি! তুমি মহৎ, সকলকে ... ক্রম করিয়া বর্ত্তমান, নানাবিধবর্ণবিশিষ্ট ও অভীষ্টবর্ষী। তোমা... প্রভুত, অত্যন্ত বিস্তৃত ও সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত জ্বালা সব বৃষের ন্যায় আচরণ করিতেছে। তুমি মাদয়িতা ও জ্ঞানী, তুমি, পূজ্য দেবগণকে ও দ্যাবাপৃথিবীকে এই কর্ম্মে আবাহন কর।

(৫) এই দুইটী অগ্নি কি কি? সায়ণ বলেন "ইমঞ্চ অমুঞ্চ" অর্থাৎ "এটী আর ঐটী।" কিন্তু দৈব্যৌ হোতারৌ নামক দুই অগ্নির উল্লেখ প্রত্যেক আপ্রীসূক্তেই দেখিতে পাওয়া যায়, বোধ হয় সেই দুই অগ্নিরই উল্লেখ হইয়াছে।

১০। হে সততগমনশীল অগ্নি! যে উষাকালে প্রকর্ষরূপে অন্নদ্বারা যাগ করিতে আরম্ভ করা হয়, যে উষাকাল শোভন বাক্যবিশিষ্ট ও (পক্ষী ও মানবগণের শব্দদ্বারা) সুচিহ্নিত, সেই উষাকাল সকল তোমাদের জন্য ধনযুক্ত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে। হে অগ্নি! তুমি বিস্তীর্ণ মহিমাদ্বারা যজমানের কৃত পাপ নাশ কর।

১১। হে অগ্নি! তুমি স্তোতাকে বহুকর্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদাত্রী ভূমি চিরকাল প্রদান কর। আমাদিগের বংশবিস্তারকারী এবং সন্ততি জনয়িতা একটী পুত্র হউক। হে অগ্নি! আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ হউক(৬)।

---

৮ সূক্ত।

সমস্ত সূক্তের যূপ দেবতা। ১১ ঋকের ছিন্নযূপের মূল [illegible] স্থাণু দেবতা। ৮ম ঋকের বিশ্বদেব বা যূপ দেবতা। ষষ্ঠ হইতে সমস্ত [illegible] গুলির বহু যূপ দেবতা। অবশিষ্টের এক যূপ দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে বনস্পতি! যজ্ঞে দেবতাগণের অভিলাষী (অধ্বর্য্যুগণ) দেব সম্বন্ধীয় মধুদ্বারা তোমাকে সিক্ত করিতেছে [illegible] তুমি উন্নতভাবেই থাক অথবা মাতৃভূত (পৃথিবীর) উৎসঙ্গেই শ[illegible]য়া থাক, আমা[illegible] ধন দান কর।

[illegible] (হে যূপ)! তুমি সমিদ্ধ (আহবনী[illegible]র) পূর্ব্বদিকে [illegible] হইয়া জরারহিত ও সুন্দর ও অপত্যযুক্ত [illegible] (বনপুর) [illegible] এবং আমাদের পাপ দূরে অপনোদন করতঃ মহৎ সম্পত্তির [illegible] উন্নত হও।

৩। হে বনস্পতি! তুমি পৃথিবীতে উৎকৃষ্ট যজ্ঞপ্রদেশে উন্নত হও। তুমি সুন্দর পরিমাণ দ্বারা পরিচ্ছিদ্যমান, তুমি যজ্ঞ নির্ব্বাহককে অন্ন দান কর।

---

(৬) সায়ণ এখানে এই ঋকটির তাঁহার পূর্ব্ব ব্যাখ্যা হইতে একটু পৃথকরূপে ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ইলা অর্থে ভূমি না করিয়া গোরূপা দেবতা করিয়াছেন।

৪। দৃঢ়াঙ্গ ও সুন্দর রসনাযুক্ত ও (রসনাদ্বারা) পরিবেষ্টিত (যূপ) আগমন করিতেছে। সেই যূপই (সমস্ত বনস্পতি অপেক্ষা) উৎকৃষ্টরূপে জাত হয়। প্রাজ্ঞ মেধাবীগণ মনে মনে দেবতা অভিলাষ করিয়া সুন্দর ধ্যানের সহিত ইহাকে উন্নত করেন।

৫। পৃথিবীতে বৃক্ষরূপে জাত যূপ মনুষ্যগণের সহিত যজ্ঞে শোভমান হইয়া দিবস সমূহকে সুদিন করে। কর্ম্মবান্ প্রজ্ঞাবিশিষ্ট (অধ্বর্য্যুগণ) যথাবুদ্ধি (সেই যূপকে) (প্রক্ষালন দ্বারা) শুদ্ধ করেন। দেবগণের যাগকারী, মেধাবী হোতা বাক্য উচ্চারণ করেন।

৬। (হে যূপ সকল)! দেবাভিলাষী, কর্ম্মের নেতা (অধ্বর্য্যু প্রভৃতিরা) তোমাদিগকে (গর্ত্তমধ্যে) প্রক্ষেপ করিয়াছে, হে বনস্পতি! কুঠার তোমাদিগকে ছেদন করি[illegible]। তো[illegible] [illegible]প্তিমান্ ও কাষ্ঠখণ্ডবিশিষ্ট, আমাদিগকে অপত্যের স[illegible]।

৭। যাহারা (পরি[illegible]র, যাহারা যত ক্রতু (ঋত্বিক্‌গণ কর্ত্তৃক) (গ[illegible]২. যাহারা যজ্ঞের সাধক, সেই যূপ স[illegible]দের হব্য লইয়া যাউক।

৮। সুনেতা [illegible] [illegible]ত্যগণ, [illegible] দ্যাবাপৃথিবী ও বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ সকলে [illegible] হইয়া যজ্ঞ রক্ষা করুন, এবং যজ্ঞের ধ্বজভূত (যূপকে) উন্নত কর[illegible]।

৯। দীপ্[illegible]দ্বারা আচ্ছাদিত, হংসের ন্যায় শ্রেণীপূর্ব্বক গমনকারী ও খণ্ডবি[illegible]কল আমাদের নিকট আগমন করুক। মেধাবী (অধ্বর্য্যু প্রভৃ[illegible] যজ্ঞের পূর্ব্বভাগে উন্নীয়মান, ও দীপ্তিমান্ যূপসকল দেবগণের পথ প্রাপ্ত হয়।

১০। অবিশিষ্ট এবং যুক্ত কণ্টক(১) (যূপ সকল) পৃথিবীতে শৃঙ্গী পশুর শৃঙ্গের ন্যায় সম্যক্‌রূপে দৃষ্ট হয়। যজ্ঞে ঋত্বিক্‌গণের স্তুতি শ্রবণকারী (যূপসকল) যুদ্ধে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

(১) মূলে "চষালবন্তঃ স্বরবঃ" আছে "স্বরবঃ অক্ষয়বঃ চষালবন্তঃ প্রতিমুক্ত কটকাঃ।" সায়ণ। "Entire in all parts and girded with rings."—*Wilson.*

১১। হে ছিন্নমূল স্থাণু! তোমাকে এই নিশিতধার পরশু মহৎ সৌভাগ্য লাভ করাইয়াছে, তুমি শত শাখাবিশিষ্ট হইয়া বিশেষরূপে প্রাদুর্ভূত হও, আমরাও যেন সহস্র শাখাবিশিষ্ট হইয়া বিশেষরূপে প্রাদুর্ভূত হইতে পারি।

---

৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। (অগ্নি)! তুমি জলের নপ্তা, সুন্দর ধনযুক্ত, দীপ্তিমান্, ও উপদ্রব রহিত, এবং লোকের অধিগম্য। আমরা তোমার মিত্রভূত মর্ত্ত্য, আমরা রক্ষার নিমিত্ত তোমাকে বরণ করিতেছি।

২। হে অগ্নি! তুমি বন সকলকে কামনা করিয়া থাক, তুমি মাতৃভূত জলমধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া (শান্ত হও), তোমার শান্তভাব সহ্য করা যায় না। এই জন্য তুমি দূরে থাকিয়াও আমাদের কাষ্ঠ মধ্যে উৎপন্ন হও।

৩। হে অগ্নি! তুমি স্তোতার অভিলাষ অতিরূপে বহন করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক, এবং তুমি সন্তুষ্ট মনে থাক। তুমি যাঁদের সহিত বন্ধুত্বভাবে অবস্থিত থাক(১), তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ বিশেষরূপে হোম করিবার জন্য গমন করেন, অন্যেরা চতুর্দ্দিকে উপবিষ্ট হইয়া [illegible]।

৪। গুহাস্থিত সিংহের ন্যায় জল মধ্যে স্থিত [illegible] এবং শত্রু ও বহু সেনার পরাভবকারী অগ্নিকে দ্রোহরহিত চিরন্তনের(বিশ্বদেবগণ) প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৫। (পিতা) যেরূপ স্বচ্ছন্দগামী পুত্রকে (বলপূর্ব্বক) আনয়ন করেন, সেইরূপ মাতরিশ্বা স্বেচ্ছাপূর্ব্বক তিরোহিত ও মন্থনদ্বারা নিষ্পাদিত এই অগ্নিকে দেবতাগণের জন্য আনয়ন করিয়াছিলেন।

৬। হে মনুষ্যদিগের হিতকারী, সদাতরুণ (অগ্নি)! তুমি তোমার মাহাত্ম্য দ্বারা সমস্ত যজ্ঞকে বিশেষরূপে পালন কর। অতএব হে হব্যবাহন! মনুষ্যেরা তোমাকে দেবগণের জন্য গ্রহণ করিয়াছেন।

---

(১) অর্থাৎ ১০ জন ঋত্বিক্। সায়ণ।

৭। হে অগ্নি! যে হেতু তুমি সায়ংকালে সমিদ্ধ হইলে তোমার নিকট পশু সকল উপবিষ্ট হয়, (অতএব) তোমার এই সুন্দর কর্ম্ম বালকের ন্যায় অজ্ঞকেও ফল প্রদান দ্বারা সন্তুষ্ট করে।

৮। পাবকদীপ্তিবিশিষ্ট, (কাষ্ঠাদি মধ্যে) শয়ান ও সুক্রতু (অগ্নিকে) হোম কর। বহু ব্যাপ্ত, দূতস্বরূপ, ক্ষিপ্রগামী, পুরাতন, স্তুতিযোগ্য ও দীপ্তিমান্ (অগ্নিকে) সত্বর পূজা কর।

৯। তিন সহস্র তিন শত ত্রিংশৎ ও নব সংখ্যক দেবগণ(২) অগ্নিকে পূজা করিয়াছেন, ঘৃতদ্বারা সিক্ত করিয়াছেন এবং তাঁহার জন্য কুশ বিস্তৃত করিয়াছেন। তৎপরে তাঁহাকে হোতারূপে কুশোপরি উপবেশন করাইয়াছেন।

১। হে অগ্নি! [illegible] দীপ্তিমান্, তোমাকে ধীমান্, মনুষ্যেরা যজ্ঞে [illegible] দী [illegible]

২। হে অগ্নি [illegible] দত্তহো [illegible] কে (অধ্বর্য্যুগণ) যজ্ঞে স্তব করেন। তুমি [illegible] রক্ষক হইয়া [illegible] গৃহ (যজ্ঞ শালায়) দীপ্ত হও।

৩। হে অগ্নি [illegible] জাতবেদা, তোমাকে যে যজমান সমিন্ধনকারী (হব্য) দান করেন, তি [illegible] সুবীর্য্য (পুত্র) ধারণ করেন ও (পশু পুত্রাদিদ্বারা) সমিদ্ধ হন।

৪। যজ্ঞের প্রজ্ঞাপক সেই অগ্নি সপ্ত হোতা কর্ত্তৃক সিক্ত হইয়া যজমানের জন্য দেবগণের সহিত আগমন করুন।

৫। (হে ঋত্বিক্‌গণ)! তোমরা মেধাবী ব্যক্তিদিগের তেজঃ ধারণকারী, জগতের বিধান কর্ত্তা, দেবগণের আহ্বানকারী অগ্নির উদ্দেশে মহৎ, পুরাতন বাক্য সম্পাদন কর।

---

(২) ৩৩৩৯ দেব সম্বন্ধে সায়ণ লিখিয়াছেন,—দেবতা কেবল ৩৩ জন; ৩৩৩৯ সংখ্যা তাঁহাদের মহিমা মাত্র।

৬। (অগ্নি) মহৎ অন্ন ও ধনের জন্য দর্শনীয়। তিনি যে বাক্যদ্বারা অত্যন্ত প্রশংসনীয় হয়েন, আমাদের সেই (স্তুতিরূপ) বাক্য তাঁহাকে বর্দ্ধিত করুক।

৭। হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞকারিগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, তুমি যজ্ঞে যজমান-দিগের জন্য দেবতাগণকে যাগ কর। হে অগ্নি! তুমি হোতা ও (যজমানের) হর্ষদাতা, তুমি শত্রুদিগকে পরিভূত করিয়া শোভা পাইতেছ।

৮। হে পাবক! তুমি, আমাদিগকে কান্তিযুক্ত ও শোভন সামর্থযুক্ত ধন দান কর, এবং স্তোতাগণের কল্যাণের জন্য তাহাদের অত্যন্ত সমীপবর্ত্তী হও।

৯। হে অগ্নি! তুমি, হব্যবাহক, মরণরহিত, ও (মথনরূপ) বল-দ্বারা বর্দ্ধমান; প্রবুদ্ধ মেধাবী স্তোতাগণ তোমাকে সম্যক্‌রূপে উদ্দীপিত করেন।

---

১১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋ[illegible]

১। অগ্নি, হোতা পুরোহিত ও যজ্ঞের বি[illegible]শেষরূপে দ্রষ্টা। তিনি যজ্ঞকে আনুপূর্ব্বিক জানেন।

২। হব্যবাহক, মরণরহিত ও হব্যাভিলাষী [illegible] (দেবগণের) দূত, অন্নপ্রিয় অগ্নি প্রজ্ঞাযুক্ত হইতেছেন। [illegible]নের)

৩। যজ্ঞের কেতুস্বরূপ পুরাতন অগ্নি প্র[illegible]র্ম্মি (ক[illegible]সমস্ত) জানেন। এই অগ্নির তেজঃ (অন্ধকার) বিনাশ করে।

৪। বলের পুত্র, সনাতন বলিয়া প্রসিদ্ধ, ও জা[illegible]বেদা অগ্নিকে দেবগণ হব্যের বাহক করিয়াছেন।

৫। মনুষ্য লোকের নেতা, ত্বরাযুক্ত, রথসদৃশ, ও সর্ব্বদা নূতন অগ্নিকে কেহ হিংসা করিতে পারে না।

৬। সমস্ত শত্রুসৈন্যের পরাভবকারী, শত্রুকর্ত্তৃক অহিংসিত, ও দেবগণের পোষক অগ্নি প্রচুর পরিমাণে বহুবিধ অন্নযুক্ত আছেন।

৭। হব্যদাতা মনুষ্য হব্যবাহক (অগ্নিকর্তৃক) অন্ন সকল প্রাপ্ত হয় এবং পবিত্রকারক দীপ্তিবিশিষ্ট (অগ্নির) সকাশ হইতে গৃহ প্রাপ্ত হয়।

৮। মেধাবীগণ (অর্থাৎ আমরা) যেন জাতবেদা অগ্নি সম্বন্ধীয় স্তোত্রদ্বারা সমস্ত অভিলষিত ধন লাভ করিতে পারি।

৯। হে অগ্নি! আমরা যেন সমস্ত অভিলষণীয় ধন লাভ করিতে পারি। দেবগণ তোমাতেই প্রবিষ্ট হইয়াছেন।

---

১২ সূক্ত।

[illegible] বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র [illegible] (আহূত হইয়া) স্বর্গ হইতে অভিষুত ও বরণীয় [illegible] আগমন কর। আমাদের ভক্তি হেতু আ[illegible]

২। হে [illegible] সাধন [illegible]ত, ইন্দ্রিয়ের প্রীতিকর (সোম) [illegible] ৭। এই [illegible]ষুত (সোম) পান কর।

৩। আমি য[illegible]ধনভূত সোম কর্তৃক প্রেরিত হইয়া স্তোতাগণের উপচ্ছন্দক ইন্দ্র [illegible] ভজনা করিতেছি, তাঁহারা এই যজ্ঞে সোম পান দ্বারা তৃপ্ত হউন।

৪। আমি শত্রুজ[illegible]ক, বৃত্রহন্তা, জয়শীল, অপরাজিত, ও প্রচুর পরিমাণে অন্নদাতা ইন্দ্রা[illegible]র[illegible]কে আহ্বান করিতেছি।

৫। হে ইন্দ্রাগ্নি! উক্থ বিশিষ্ট (হোতাগণ) তোমাদিগকে অর্চনা করে, স্তোত্রাভিজ্ঞ স্তোতাগণ তোমাদিগকে অর্চনা করে। আমি অন্নলাভের জন্য তোমাদের পূজা করিতেছি।

৬। হে ইন্দ্রাগ্নি! তোমরা এক উদ্যোগ দ্বারাই দাসগণের নবতিসংখ্যক পুরী যুগপৎ কম্পিত করিয়াছিলে।

৭। হে ইন্দ্রাগ্নি! স্তোতাগণ, যজ্ঞের মার্গ লক্ষ্য করিয়া আমাদের কর্ম্মের চতুর্দ্দিকে উপাগত হইতেছে।

৮। হে ইন্দ্রাগ্নি! তোমাদের বল ও অন্ন তোমাদের দুই জনের মধ্যে অবিযুক্তভাবে আছে, এবং বৃষ্টি প্রেরণরূপ কার্য্য তোমাদের দুই জনেতেই নিহিত আছে।

৯। হে ইন্দ্রাগ্নি! তোমরা স্বর্গের প্রকাশক, তোমরা সংগ্রামে সর্ব্বত্র অলঙ্কৃত হও। তোমাদের সামর্থ্য, সেই (সংগ্রাম বিজয়কে) বিশেষরূপে জ্ঞাপন করিতেছে।

---

১১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্রের অপত্য ঋষভ ঋষি।

১। (হে অধ্বর্য্যুগণ)! অগ্নিদেবের উদ্দেশে প্রভূত (স্তুতি) উচ্চারণ কর। তিনি দেবগণের সহিত আমাদের নিকটে আগমন করুন। এবং যাজকশ্রেষ্ঠ অগ্নি কুশে উপবেশন করুন।

২। দ্যাবাপৃথিবী (যাঁহার অধীন), দেবগণ তাঁহার বল সেবা করে, তাঁহার সংকল্প ব্যর্থ হয় না। হব্যবিশিষ্ট যজমানগণ ধনলাভাভিলাষী হইয়া রক্ষার জন্য তাঁহাকে স্তুতি করে।

৩। মেধাবী সেই (অগ্নি) এই সকল (যজমানের) প্রবর্ত্তক, তিনি (যজ্ঞের) প্রবর্ত্তক, এবং (সকলের) প্রবর্ত্তক, অগ্নি (কর্ম্মফল) দাতা ও ধনদাতা; তোমরা সেই অগ্নির পরিচর্য্যা কর।

৪। সেই অগ্নি আমাদের ভোগের জন্য অতিশয় সুখকর গৃহ প্রদান করুন। সমিদ্ধি বিশিষ্ট, পৃথিবী আকাশ ও স্বর্গলোকের ধন অগ্নির নিকট হইতে আমাদের নিকট আগমন করে।

৫। স্তোতাগণ দীপ্তিমান্, (প্রতিক্ষণে) নূতন, দেবগণের আহ্বানকারী, ও প্রজাগণের পালক অগ্নিকে প্রশস্ত স্তুতিদ্বারা উদ্দীপিত করিতেছে।

৬। হে অগ্নি! স্তোত্রকালে আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি দেবগণের প্রধান আহ্বানকারী, তুমি উক্থ কালে আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি সহস্র ধন দাতা, মরুৎগণ তোমাকে বর্দ্ধিত করে, তুমি আমাদের সুখ বৃদ্ধি কর।

৭। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগকে পুত্রবিশিষ্ট, পুষ্টিকারক, দীপ্তিমান্, সামর্থ্যবিশিষ্ট, অভিপ্রভূতও অক্ষয় সহস্র সংখ্যক ধন দান কর।

---

১৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্রের অপত্য ঋষভ ঋষি।

১। (দেবগণের) আহ্বানকারী, (স্তোতৃগণের) আনন্দবর্দ্ধক, সত্য প্রতিজ্ঞ, যজ্ঞকারী, অত্যন্ত সুমেধাবী, ও (জগতের) বিধাতা অগ্নি আমাদের যজ্ঞে অবস্থিত করেন। তাঁহার রথ দ্যুতিমান্, শিখা তাঁহার কেশ, তিনি বলের পুত্র, তিনি পৃথিবীতে প্রভা বিকাশ করেন।

২। হে যজ্ঞবান্ অগ্নি! তোমার উদ্দেশে নমস্কার বাক্য উচ্চারণ করি, তুমি বলবান্ এবং কর্ম্মপ্রজ্ঞাপক, তোমার উদ্দেশে নমস্কার বাক্য উচ্চারিত হইতেছে তুমি গ্রহণ কর। হে যজনীয়! তুমি বিদ্বান্, বিদ্বান্গণকে আনয়ন কর, (আমাদিগকে) আশ্রয়দানের জন্য কুশমধ্যে উপবেশন কর।

৩। অন্নসম্পাদিকা উষাদ্বয়(১), তোমার উদ্দেশে অভিগমন করিতেছে। হে অগ্নি! তুমি বায়ুর পথে তাহাদের অভিমুখে গমন কর, যেহেতু ঋত্বিক্গণ পুরাতন অগ্নিকে হব্যদ্বারা সর্ব্বতোভাবে সিক্ত করে। যুগদ্বয়ের ন্যায় (পরস্পর সংসক্ত, উষা ও নক্ত) আমাদিগের গৃহে বারম্বার আগমন করিয়া অবস্থিতি করুক।

৪। হে বলবান্ অগ্নি! মিত্র, বরুণ ও সমস্ত দেবগণ তোমার উদ্দেশে স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছে। যেহেতু হে বলের পুত্র অগ্নি! তুমিই

(১) অর্থাৎ উষা ও নক্ত। সায়ণ।

সূর্য্য(২), তুমি মনুষ্যদিগের পথপ্রদর্শকস্বরূপ (আপন রশ্মি সকল) বিস্তার করতঃ দীপ্তিতে সমান হইয়া রহিয়াছ।

৫। হে অগ্নি! আমরা হস্ত উত্তোলনকরতঃ অদ্য তোমায় কমনীয় হব্য প্রদান করিব। তুমি মেধাবী তুমি নমস্কারে প্রসন্ন হইয়া মনে মনে যাগাভিলাষ করতঃ প্রভূত স্তোত্রদ্বারা দেবগণের পূজা কর।

৬। হে বলের পুত্র অগ্নি! তোমার নিকট হইতে প্রভূত রক্ষা যজমানের নিকট গমন করিতেছে, অন্নও গমন করিতেছে। তুমি আমাদিগকে প্রিয় বচনদ্বারা অচল, সহস্র সংখ্যক ধন দান কর।

৭। হে সামর্থ্যবিশিষ্ট, সর্ব্বজ্ঞ, দীপ্তিমান্ অগ্নি! আমরা মর্ত্ত্য, আমরা তোমার উদ্দেশে যজ্ঞে এই যে (হব্য) ত্যাগ করিতেছি, হে অমর! তুমি সমস্ত যজমানগণকে (রক্ষা করিবার জন্য) জাগরিত হও এবং সেই সমস্ত (হব্য) আস্বাদন কর।

---

১৫ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। কণ্ব গোত্রোৎপন্ন উৎকীল ঋষি।

১। (হে অগ্নি)! তুমি বিস্তীর্ণ তেজঃদ্বারা সুদীপ্তিমান্, তুমি শত্রুদিগকে এবং রোগরহিত রাক্ষসদিগকে বিনাশ কর। অগ্নি উৎকৃষ্ট, সুখপ্রদ, মহান্ এবং উত্তম আহ্বানযুক্ত। আমি তাঁহারই রক্ষণে থাকিব।

২। হে অগ্নি! তুমি, এই ঊষা প্রকাশিত হইলে এবং সূর্য্য উদিত হইলে আমাদের রক্ষকভাবে জাগরিত হও। শরীরের সহিত সুজাত হইয়াছ; পিতা যেরূপ পুত্রকে গ্রহণ করে, সেইরূপ তুমি আমাদিগের স্তোত্র গ্রহণ কর।

---

(২) মূলে "সূর্য্য" শব্দ আছে। সায়ণ ইহার অর্থ করিয়াছেন স্বামী, সুষ্ঠু—প্রেরক ও শোভনবীর্য্য। *Wilson, Langlois* ও বেদার্থ যত্ন সূর্য্যের "সূর্য্য" অর্থই করিয়াছেন।

৩। হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি! তুমি মনুষ্যদের দর্শনকারী, তুমি অন্ধকার রাত্রে অধিকতর দীপ্তিমান্। তুমি বহুতর জ্বালা বিস্তার কর। হে নিরাসয়িতা! আমাদিগকে (কর্ম্ম ফল) প্রদান কর, আমাদের পাপ নিবারণ কর। হে যুবা অগ্নি! তুমি আমাদিগকে ধনাভিলাষী কর।

৪। হে অগ্নি! (শত্রুরা) তোমাকে পরাজিত করিতে পারে না, তুমি অভীষ্টবর্ষী, তুমি সমস্ত শত্রুপুরী ও ধন জয় করিয়া প্রদীপ্ত হও। হে সুপ্রণীত, জাতবেদা অগ্নি! তুমি, মহান্, আশ্রয় প্রদ, ও প্রথম যজ্ঞের নির্ব্বাহক হও।

৫। হে জগৎ জীর্ণকারী অগ্নি! তুমি সুমেধা ও দীপ্তিমান্। তুমি দেবগণের জন্য সমস্ত কর্ম্ম অচ্ছিদ্র কর। হে অগ্নি! তুমি এই স্থানেই নিরুদ্ধ থাকিয়া রথের ন্যায় (দেবগণের) উদ্দেশে আমাদের হব্য বহন কর। তুমি এই দ্যাবাপৃথিবীকে উত্তমরূপবিশিষ্ট কর।

৬। হে অভীষ্টবর্ষী অগ্নি! তুমি আমাদিগকে বর্দ্ধিত কর, আমাদিগকে অন্ন প্রদান কর। হে দেব! তুমি সুন্দর দীপ্তি দ্বারা শোভমান হইয়া দেবগণের সহিত আমাদের এই দ্যাবাপৃথিবীকে দোহন যোগ্য কর। মর্ত্ত্যগণের দুর্ম্মতি যেন আমাদের নিকট আসিতে না পারে।

৭। হে অগ্নি! তু[illegible] তোমাকে বহুকর্ম্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদাত্রী ভূমি চিরকাল প্রদান ক[illegible]। আমাদিগের বংশ বিস্তারকারী এবং সন্ততি জনয়িতা একটী পুত্র দা[illegible]। হে অগ্নি, আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্রহ হউক।

---

১৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। উৎকীল ঋষি।

১। এই অগ্নি উৎকৃষ্ট সামর্থ্য বিশিষ্ট, মহা সৌভাগ্যের ঈশ্বর, গবাদি বিশিষ্ট ও অপত্যবিশিষ্ট ধনের ঈশ্বর, এবং বৃত্রহন্তাদিগের ঈশ্বর।

২। হে নেতা মরুৎগণ! তোমারা, সৌভাগ্য বর্দ্ধক অগ্নির সহিত মিলিত হও, অগ্নিতে সুখবর্দ্ধক ধন আছে। মরুৎগণ সেনাবিশিষ্টসংগ্রামে শত্রুদিগকে অভিভব করেন ও সর্ব্বদাই শত্রুদিগকে হিংসা করেন।

৩। হে বহুধনযুক্ত অভিমতবর্ষী অগ্নি! তুমি আমাদিগকে প্রভূত, প্রজাবিশিষ্ট, আরোগ্য বল ও সামর্থ্যের হেতুভূত, ধন দান করিয়া তীক্ষ্ণ কর।

৪। যে অগ্নি (জগতের) কর্ত্তা, তিনি, সমস্ত ভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হইতেছেন। কর্ত্তা অগ্নি ভার সহ্য করিয়া দেবগণের নিকট হব্য আনয়ন করিতেছেন। অগ্নি স্তোতৃগণের অভিমুখে আগমন করিতেছেন, যজ্ঞনেতাগণের (স্তোত্রে) আগমন করিতেছেন, এবং মনুষ্যগণের যুদ্ধে আগমন করিতেছেন।

৫। হে বলের পুত্র অগ্নি! তুমি আমাদিগকে শত্রুগ্রস্ত বা বীরশূন্য বা পশুহীন বা নিন্দার্হ করিও না। আমাদের প্রতি দ্বেষ ত্যাগ কর।

৬। হে সুভগ অগ্নি! তুমি যজ্ঞে প্রভূত অপত্যবিশিষ্ট অন্নের ঈশ্বর। হে মহাধন! তুমি আমাদিগকে প্রভূত সুখকর, যশস্কর ধন দান কর।

---

১৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্রের অপত্য ঋষি।

১। অগ্নি ধর্ম্মধারক, জ্বালারূপ কেশবিশিষ্ট সকলের বরণীয় দীপ্তিরূপ, পাবক ও সুক্রতু। তিনি যজ্ঞের আরম্ভে ক্রমে প্রজ্বালিত হইয়া দেবগণের যজ্ঞের জন্য ঘৃতাদিদ্বারা সিক্ত হইতেছেন।

২। হে অগ্নি! তুমি পৃথিবীর হব্য যেমন প্রদান করিয়াছিলে, হে জাতবেদা! তুমি সর্ব্বজ্ঞ, তুমি দ্যুলোকের হব্য যেমন প্রদান করিয়াছিলে, সেইরূপ আমাদের হব্যদ্বারা দেবগণকে যাগ কর। মনুর যজ্ঞের ন্যায় অদ্য (আমাদের) এই যজ্ঞ পূর্ণ কর।

৩। হে জাতবেদা! তোমার অন্ন তিন প্রকার, হে অগ্নি! তিন ঊষা(১) তোমার মাতা। তুমি তাঁহাদিগের সহিত দেবগণকে হব্য দান কর। তুমি বিদ্বান্, তুমি যজমানের সুখহেতু ও কল্যাণহেতু হও।

৪। হে জাতবেদা! তুমি দীপ্তিবিশিষ্ট, সুদর্শন ও স্তুতিযোগ্য অগ্নি, আমরা তোমাকে নমস্কার করি। দেবগণ তোমাকে আসক্তিশূন্য হব্যবাহক দূত করিয়াছেন, অমৃতের নাভি করিয়াছেন।

৫। হে অগ্নি! তোমা হইতেও পূর্ব্বকালবর্ত্তী ও অধিক যাগকারী যে হোতা মধ্যম ও উত্তম (এই দুই স্থানে) স্বধার সহিত উপবিষ্ট হইয়া সুখকারী হইয়াছিলেন, হে সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি! তাঁহার ধর্ম্মকে লক্ষ্য করিয়া বিশেষরূপে যাগ কর। অনন্তর হে অগ্নি! দেবগণের প্রীতির জন্য আমাদের এই যজ্ঞ ধারণ কর(২)।

---

১৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্রের অপত্য কত ঋষি।

১। হে অগ্নি! আমাদের অভিমুখে আগমন বিষয়ে অনুকূল হইয়া সখা যেরূপ সখার প্রতি, পিতা মাতা যেরূপ পুত্রের প্রতি হিতকারী হয়, সেইরূপ হিতকারী হও। মনুষ্যগণ মনুষ্যের দ্রোহকারী, অতএব তুমি প্রতীকূলাচারী শত্রুদিগকে ভস্মসাৎ কর।

২। হে অগ্নি! পরাভবকারী শত্রুদিগকে উত্তমরূপে বাধা দাও, যে সকল শত্রু হব্যদান করে না তাহাদের অভিলাষ ব্যর্থ কর। হে নিবাসপ্রদ, সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি! তুমি অস্থিরচিত্ত লোকদিগকে সন্তপ্ত কর। অতএব তোমার রশ্মিসকল জরারহিত, ও প্রতি বন্ধক রহিত হউক।

---

(১) মূলে "তিস্রঃ আজানীঃ উষসঃ" আছে, অর্থাৎ তিন মাতা ঊষা, অথবা তিন ভগ্নী ঊষা হইতে পারে।

একাহ, আহীন ও সত্রগত নামক তিন ঊষা দেবতা। অথবা একজন প্রজা রক্ষা করেন, একজন বল রক্ষা করেন ও আর একজন রাষ্ট্র রক্ষা করেন। সায়ণ।

(২) এই ঋকের ঠিক মর্ম্ম কি তাহা আমি বুঝিতে পারি নাই।

৩। হে অগ্নি! আমি ধনাভিলাষী হইয়া তোমার বেগ ও বলের জন্য সমিধ ও ঘৃতের সহিত হব্য প্রদান করি। স্তোত্রদ্বারা তোমার স্তব করতঃ আমি যতক্ষণ (বহিতে) পারি, (ততক্ষণ ধন দাও)। তুমি এই স্তুতিকে অপরিমিত ধন দানের জন্য দীপ্ত কর।

৪। হে বলের পুত্র অগ্নি! তুমি আপনার দীপ্তিতে দীপ্তিমান্ হও। তুমি স্তুত হইয়া প্রশংসাকারী বিশ্বামিত্র বংশীয়গণকে ধনযুক্ত কর, প্রভূত অন্ন প্রদান কর, এবং আরোগ্য ও অভয় প্রদান কর। হে কর্ম্মকর্ত্তা! তোমার শরীর আমরা বারম্বার মার্জ্জনা করিব।

৫। হে দাতা অগ্নি! তুমি ধনের মধ্যে উৎকৃষ্ট ধন প্রদান কর, তুমি যখন সমিদ্ধ হও তখনই সেইরূপ (ধন দাতা) হও। তুমি ভাগ্যবান্ স্তোতার গৃহের দিকে তোমার রূপবৎ বাহুদ্বয় ধন প্রদানার্থ প্রস্তুত কর।

[illegible] মেধাবী, ঘৃত[illegible]
প্রজ্বলিত

অগ্নি দেবতা। কুশি[illegible] ঋষি।

১। (দেবগণের) স্তুতিকারী, [illegible]ক্তিমান্! [illegible] ও অমূঢ় অগ্নিকে এই যজ্ঞে হোতারূপে বরণ করিতেছি। তিনি [illegible] তোমা[illegible] অধিক যাগশীল হইয়া আমাদের জন্য দেবগণের যাগ করুন [illegible] ও অন্নের জন্য আমাদের হব্য গ্রহণ করুন।

২। হে অগ্নি! আমি হব্যযুক্ত, তেজোবিশিষ্ট, হব্যদায়ী, ঘৃতান্বিত (জুহূ) তোমার অভিমুখে প্রদান করিতেছি। দেবগণের বহুমানকারী অগ্নি আমাদিগকে দেয় ধনের সহিত প্রদক্ষিণ করিয়া যজ্ঞে সঙ্গত হউন।

৩। হে অগ্নি! তুমি যাহাকে রক্ষা কর তাহার মন অত্যন্ত তেজস্বী হয়, তাহাকে উত্তম অপত্য বিশিষ্ট ধন প্রদান কর। হে ফলদানেচ্ছু অগ্নি! তুমি অত্যন্ত ধন দাতা, আমরা তোমার মহিমায় (রক্ষিত) হইব, এবং তোমার স্তুতি করতঃ ধনের অধিপতি হইব।

৩। হে দ্যুতিমান্ অগ্নি! যজ্ঞকারিগণ তোমাতে প্রভূত দীপ্তি বিধান করিয়াছেন। হে সুবহতম অগ্নি! যেহেতু এই যজ্ঞে স্বর্গীয় তেজের পুষ্টি করিতেছ (অতএব) দেবগণকে আবাহন কর।

৪। হে অগ্নি! যেহেতু যজ্ঞের জন্য উপবিষ্ট, দীপ্তিশালী (ঋত্বিক্‌গণ) যজ্ঞে তোমাকে হোতা বলিয়া সিক্ত করিতেছে, অতএব তুমি আমাদের পালনার্থ জাগরিত হও, আমাদের পুত্রগণকে অধিক পরিমাণে অন্ন দান কর।

২০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। গাথী ঋষি।

১। হব্যবাহী উষা অন্ধকার অপসারিত হইবার সময়ে অগ্নি উষা, অশ্বিদ্বয় ও দধিক্রাকে(১) [illegible] দ্বারা আহ্বান করিতেছেন। সুন্দর দ্যুতিমান্ ও পরস্পর মিলিত দে[illegible] যজ্ঞ কামনা করিয়া উহা শ্রবণ করুন।

২। হে অগ্নি! তো[illegible]ন প্রকার, তোমার স্থান তিন প্রকার, হে যজ্ঞ সম্পাদক অগ্নি! [illegible]দেবতাগণের উদর) পূরক তিনটী জিহ্বা আছে। তোমার [illegible]র দেবগণের অভিলষিত; তুমি প্রমাদ রহিত হইয়া সে[illegible] দ্বারা আমাদের স্তুতি পালন কর।

৩। হে দ্যোতমান [illegible] জাতবেদা, মরণ রহিত, অন্নবান্ অগ্নি! দেবতাগণ তোমাকে অনেক তেজঃ প্রদান করিয়াছেন। হে বিশ্বের তৃপ্তিকারী, প্রার্থিত ফলদায়ী অগ্নি! মায়াবীগণের যে সকল মায়া দেবতারা তোমাকে প্রদান করিয়াছিলেন (তাহা সমস্ত তোমাতেই আছে)।

৪। ঋতুকারী সূর্য্যের ন্যায় যে অগ্নি মনুষ্য ও দেবগণের নিয়ামক, যে অগ্নি সত্যকারী, বৃত্রহন্তা, সনাতন, সর্ব্বজ্ঞ, ও দ্যুতিমান্, তিনি স্তুতিকারীকে সমস্ত দুরিত অতিক্রম করাইয়া পারে লইয়া যাউন।

(১) "কশ্চিদ্দেবঃ।" সায়ণ ৪।৩৯।২ ঋকের টীকা দেখ।

৫। আমি দধিক্রা, অগ্নি, দেবী উষা, বৃহস্পতি, দ্যুতিমান্ সবিতা অশ্বিদ্বয়, ভগ, বসু, রুদ্র ও আদিত্যগণকে এই যজ্ঞে আহ্বান করি ।

---

২১ সূক্ত ।

অগ্নি দেবতা । গাথী ঋষি ।

১। হে জাতবেদা অগ্নি ! আমাদের এই যজ্ঞ অমরগণের নিকট সমর্পণ কর, আমাদের হব্য সেবা কর । হে হোতা ! উপবিষ্ট হইয়া সকলের প্রথমে মেদ ও ঘৃতের বিন্দুসমূহ বিশেষরূপে ভক্ষণ কর ।

২। হে পাবক ! এই সাধ্য যজ্ঞে ঘৃতবিশিষ্ট মেদোবিন্দু সকল তোমার ও দেবগণের পানার্থ ক্ষরিত হইতেছে, অতএব আমাদিগকে শ্রেষ্ঠ ও বরণীয় ধন দান কর ।

৩। হে ভজনীয় অগ্নি ! তুমি মেধাবী, ঘৃত[illegible]বী বিন্দু সকল তোমার [illegible] ঋষি ও শ্রেষ্ঠ, তুমি প্রজ্বলিত [illegible]তেছে । তুমি যজ্ঞের [illegible]ও ।

[illegible] হে সতত গমনশীল ও শক্তিমান্ ! [illegible] জন্য মেদোরূপ [illegible]বিন্দুসকল ক্ষরিত হইতেছে । কবিরা তোমা[illegible] করে, মহাতেজের [illegible] আগমন কর, হে মেধাবী ! আমাদের হব্য [illegible] ।

৫। হে অগ্নি ! আমরা মধ্য হইতে অতিশ[illegible] যুক্ত মেদ (পশুর) [illegible]ধ্যভাগ হইতে উত্তোলন করিয়া তোমাকে প্রদান করিব । হে নিবাস প্রদ [illegible] অগ্নি ! চর্ম্মের উপর যে বিন্দুসকল তোমার জন্য ক্ষরিত হইতেছে তাহা দেবতাদের প্রত্যেককে বিভাগ করিয়া দেও ।

---

২২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। গাথী ঋষি।

১। সোমাভিলাষী ইন্দ্র যে অগ্নিতে অভিযুত সোম আপন উ রাখিয়াছিলেন, এ সেই অগ্নি। হে সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি! যে হব্য নানারূপ অশ্বের ন্যায় বেগশালী, তুমি তাহা সেবা কর; লোকে তোমার করে।

২। হে যজনীয় অগ্নি! তোমার যে তেজ দ্যুলোকে, পৃথিবীতে, ও সমূহে, ও জলে রহিয়াছে, যাহাদ্বারা তুমি অন্তরীক্ষ ব্যাপ্ত করিয়াছ, সে তে উজ্জ্বল, ও সমুদ্রের ন্যায় বিস্তীর্ণ এবং মনুষ্যগণের দর্শনকারী(১)।

৩। হে অগ্নি! তুমি দ্যুলোকের জলের অভিমুখে গমন করিতে প্রাণাখ্য(২) দেবগণকে একত্র করিতেছ, সূর্য্যের উপরিস্থিত রো লোকে এবং সূর্য্যলোকের নীচে যে জল আছে তাহাদের উভয়কেই প্রে করিতেছ।

৪। পুরীষ[illegible]গ্নি খনন সাধনভূত অস্ত্রের সহিত মিলিত হই এই যাগ সেবা ক[illegible] এবং দ্রোহ রহিত রোগাদিবর্জ্জিত [illegible] অন্ন (আম দিগকে দান করুন।

৫। হে অ[illegible] স্তোতাকে বহুকর্ম্মের হেতুভূত ও ধেনুপ্রদা তুমি চিরকাল প্রদা[illegible]। আমাদিগের বংশ বিস্তারকারী এবং সন্তা জনয়িতা একটী পুত্র হউক। হে অগ্নি! আমাদের প্রতি তোমার অনুগ্র হউক।

(১) দ্যুলোকে আদিত্য ভূলোকে আহবনীয় অগ্নি, ওষধিতে গূঢ় অগ্নি সমুদ্রে বাড়বানল সমস্তই অগ্নির রূপান্তর মাত্র। অন্তরীক্ষে বায়ুও অগ্নির রূপান্তর সায়ণ।

(২) মূলে "ধিষ্ণ্য" আছে। "ধিষ্ণ্যং বুদ্ধ্যুপহিতং দেবং উক্তি উক্তী কুর্ব্বি ইতি ধিষ্ণ্যা প্রাণাভিমানিনো দেবতাঃ।" সায়ণ। "Vital airs."—*Wilson.*

(৩) মূলে "পুরীষ্যাসঃ" আছে। "সিকতা সংমিশ্রা অগ্নয়শ্চিত্যা অগ্নয়ঃ। সায়ণ। মহিধর বলেন "পশুভ্যো হিতাঃ।"

২৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ভরতের অপত্য দেবশ্রবা ও দেবরাত ঋষি।

১। যে অগ্নি নির্মথিত, ও যজমান গৃহে স্থাপিত, যিনি যুবা সর্ব্বজ্ঞ, যজ্ঞের প্রণেতা, জাতবেদা এবং মহারণ্য নাশ করিয়াও স্বয়ং অজর, সেই অগ্নি এই যজ্ঞে অমৃত ধারণ করেন।

২। ভরতের পুত্র দেবশ্রবা ও দেবরাত সুদক্ষ ও ধনবান্ অগ্নিকে মন্থন দ্বারা উৎপন্ন করিতেছে। হে অগ্নি! তুমি প্রভূত ধনের সহিত আমাদের দিকে দেখ এবং প্রত্যহ আমাদের অন্ন আনয়ন কর।

৩। দশ অঙ্গুলি এই পুরাতন কমনীয় অগ্নিকে উৎপন্ন করিয়াছে। হে দেবশ্রবা! (অরণিরূপ) মাতৃগণের মধ্যে সুজাত ও প্রিয় ও দেবরাত কর্ত্তৃক উৎপাদিত অগ্নিকে স্তুতি কর; সেই অগ্নি [illegible]কের বশবর্ত্তী হয়েন।

৪। হে অগ্নি! সুদিন লাভের জন্য ইলা[illegible]পা(১) পৃথিবীর উৎকৃষ্ট স্থানে তোমাকে স্থাপন করিতেছি। হে অগ্নি! [illegible]মি দৃষদ্বতী, আপয়া, ও সরস্বতী(২) (তীরস্থিত) মনুষ্যের গৃহে ধন বিশিষ্ট [illegible]দীপ্ত হও।

৫। হে অগ্নি! তুমি স্তোতাকে বহু কর্ম্মের [illegible] ও ধেনুপ্রদাত্রী ভূমি চিরকাল প্রদান কর। আমাদিগের বংশ বিস্তা[illegible] এবং সন্ততি জনয়িতা একটী পুত্র হউক। হে অগ্নি! আমাদের প্রতি[illegible]র অনুগ্রহ হউক।

---

২৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি শত্রুসেনাকে পরাভব কর, [illegible]বিঘ্নকারিদিগকে দূর [illegible]রা দাও। তোমাকে কেহ পরাজয় করিতে পারে না, তুমি শত্রুদিগকে [illegible]করিয়া যজমানকে অন্ন দান কর।

(১) মূলে "বরে পৃথিব্যা ইলায়াঃ পদে" আছে, ১।১২৮।১ দেখ। যে সকল দিবসে ইন্দ্রাদি প্রধান প্রধান দেবতার পূজা করা হয় তাহার নাম সুদিন। সায়ন।

(২) তিনটী নদীর নাম।

২। হে অগ্নি! তুমি যজ্ঞে প্রীতিমান্ ও মরণরহিত, তোমাকে উষ বেদিতে প্রজ্বালিত করে। তুমি আমাদের যজ্ঞকে সুন্দররূপে সর্বা কর।

৩। হে অগ্নি! তুমি আপনার তেজে সর্ব্বদা জাগরিত আছ, ব বলের পুত্র, আমি তোমাকে আহ্বান করিতেছি, আমার এই কুশে উ বেশন কর।

৪। হে অগ্নি! যাহারা পূজক তাহাদের যজ্ঞে সমস্ত দ্যুতিমান্ আ সহিত স্তুতির সম্মান রক্ষা কর।

৫। হে অগ্নি! তুমি হব্যদাতাকে বীর্য্যযুক্ত প্রভূত ধন দান ; আমরা পুত্র পৌত্রবান্, আমাদিগকে তীক্ষ্ণ কর।

---

২৫ সূক্ত।

চতুর্থ ঋকের ইন্দ্রাগ্নি দেবতা অবশিষ্টের অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে অগ্নি! তু সর্ব্বজ্ঞ ও চিত্তবান্, তুমি দ্যুদেবতার পুত্র ও পৃ বীর তনয়। হে চেতন অগ্নি! তুমি দেবগণের এই যজ্ঞে পৃথক্ পৃথ যাগ কর।

২। বিদ্বান্ সামর্থ্য প্রদান করেন। অগ্নি আপনাকে তুষি করিয়া অমরগণকে প্রদান করেন। হে বহুবিধ অন্নবিশিষ্ট অগ্নি তুমি দেবগণকে প্রদা র জন্য এই যজ্ঞে আনয়ন কর।

৩। সর্ব পুত্র পতি, বহু দীপ্তিযুক্ত, বল ও অন্ন বিশিষ্ট অ জগতের জনন। মতি, মরণরহিতা দ্যাবাপৃথিবীকে প্রকাশি করিতেছেন।

৪। হে অগ্নি! তুমি ও ইন্দ্র যজ্ঞ হিংসা না করিয়া অভিষবপ্রদায়ী এই গৃহে সোমপানের জন্য আগমন কর।

৫। হে বলের পুত্র, নিত্য, সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি! তুমি আশ্রয় দান দ্বা জীবলোক সকলকে অলঙ্কৃত করতঃ জলের স্থানভূত (অন্তরীক্ষে) শোভ পাইতেছ।

২৬ সূক্ত।

(১), (৩), ঋকের—বৈশ্বানর অগ্নি দেবতা। (৪), (৬), ঋকের—মরুৎগণ দেবতা। (৭), (৮), ঋকের—বৈশ্বানর অগ্নি বা ব্রহ্ম দেবতা। (৯), ঋকের—বিশ্বামিত্রের উপাধ্যায় দেবতা বিশ্বামিত্র ঋষি। কেবল সপ্তম ঋকের ঋষি অগ্নি বা ব্রহ্ম।

১। আমরা কুশিক গোত্রোৎপন্ন, আমরা ধনাভিলাষে হব্য সংগ্রহ করতঃ মনে মনে বৈশ্বানর নামক অগ্নিকে অবগত হইয়া স্তুতিদ্বারা তাঁহাকে আহ্বান করিতেছি। তিনি সত্য দ্বারা অনুগত, স্বর্গের বিষয় জানেন ও যজ্ঞের ফলদান করেন; তাঁহার রথ আছে, তিনি যজ্ঞে আগমন করিতেছেন।

২। আমরা আশ্রয় প্রাপ্তির জন্য এবং [illegible]দের যজ্ঞের জন্য সেই শুভ্র, বৈশ্বানর, মাতরিশ্বা(১), উক্থযোগ্য, [illegible]তি, মেধাবী, শ্রোতা, অতিথি, ও ক্ষিপ্রগামী অগ্নিকে আহ্বান করি।

৩। হ্রেষারবকারী অশ্বশাবক যেমন জনন[illegible]র্ত্তৃক বর্দ্ধিত হয় সেইরূপ বৈশ্বানর প্রতিদিন কৌশিকগণ কর্ত্তৃক বর্দ্ধি[illegible]তেছেন। অমরগণের মধ্যে জাগরূক অগ্নি আমাদিগকে উত্তম [illegible] ও উত্তম ধন প্রদান করুন। [illegible]

৪। অগ্নিরূপ অশ্ব সকল [illegible]ত রহিল। উ[illegible]ৎগণের সহিত জলে মিলিত হইয়া পৃষতী নামক [illegible] সংযু[illegible]বর্ষী সর্ব্বজ্ঞ, অহিংসনীয় মরুৎগণ, প্রভূত জলশালী পর্ব্বত সদৃশ [illegible] কম্পিত করিতেছেন। [illegible] কল্যাণ[illegible]

৫। মরুৎগণ অগ্নির আশ্রিত ও জগতের অ[illegible], সেই মরুৎগণের দীপ্ত এবং উগ্র আশ্রয় আমরা সম্যক্‌রূপে যাচ্‌ঞা করি। বর্ষণরূপধারী হ্রেষারবকারী, ও সিংহের ন্যায় শব্দকারীরুদ্রপুত্র মরুৎগণ বিশেষরূপে (জল) দান করেন।

---

(১) অন্তরীক্ষরূপ মাতৃক্রোড়ে বিদ্যুৎরূপে গমনাগমন করেন বলিয়া অগ্নির আর একটি নাম মাতরিশ্বা। সায়ণ। ১। ৬০। ১ ঋকের দ্বিতীয় টীকা দেখ।

৬। আমরা দলে দলে এবং গণে গণে স্তুতি মন্ত্রদ্বারা অগ্নির তেজ ও মরুতের বল যাচ্ঞা করি। বিন্দু চিহ্নিত অশ্ববিশিষ্ট(২), ও অক্ষয় ধনযুক্ত ধীর মরুৎগণ যজ্ঞে হব্যের উদ্দেশে গমন করিতেন।

৭। আমি অগ্নি জন্ম হইতেই জাতবেদা, ঘৃত আমার চক্ষু, অমৃত আমার মুখে আছে। (আমার) প্রাণ ত্রিবিধ, (আমি) অন্তরীক্ষের পরিমাণকারী, (আমি) অক্ষয় উত্তাপ, (আমি) হব্যস্বরূপ(৩)।

৮। অগ্নি অন্তকরণ দ্বারা মনোহর জ্যোতিঃ বিশেষরূপে অবগত হইয়া তিন পবিত্র রূপদ্বারা(৪) অর্চ্চনীয় আত্মাকে পবিত্র করিয়াছেন। অগ্নি স্বীয় রূপসমূহদ্বারা উৎকৃষ্ট রত্ন করিয়াছিলেন(৫), এবং পরক্ষণেই দ্যাবাপৃথিবীকে অবলোকন করিয়াছিলেন।

৯। শতধারা উৎসের ন্যায় অবিচ্ছিন্ন প্রবাহ বিশিষ্ট, এবং বিপশ্চিৎ, পালক, বাক্যের মেলক, ও [illegible] মাতার ক্রোড়ে হর্ষযুক্ত, এবং সত্যবাদীকে, হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা [illegible]পূর্ণ কর(৬)।

---

(২) "মূলে পৃষদশ্বাস[illegible]আছে। মরুৎগণের বাহনের নামই পৃষতী তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

(৩) সায়ণ এই [illegible] ব্রহ্ম পক্ষে অন্য একরূপ অর্থ করিয়াছেন। এই সূক্তের গোড়াতে [illegible] সেই ব্রহ্মকেই এই ঋকের ঋষি [illegible] বক্তা বলা হইয়াছে। কিন্তু ঋকে [illegible] সামর্থ্য উল্লেখই নাই, অগ্নির উল্লেখ আছে, অগ্নিই ঋকের বক্তা তাহা স্পষ্ট [illegible] প্রমাণ করেন। [illegible] রস্মি জন্মনা জাতবেদা ঘৃতং মে চক্ষুঃ অমৃ[illegible] [illegible] রজসঃ বিমানঃ অজস্রঘর্ম্মঃ হবিরস্মি নাম।" আমা[illegible] [illegible]র জন্য এই যুক্তে, এই ঋকের রচনা কালে ইহা অগ্নি অর্থেই রচিত হইয়া[illegible] তাহার অনেক কাল পরে পরম ব্রহ্ম সম্বন্ধে দ্বিতীয় একটী অর্থ ইহাতে [illegible] হইয়াছে।

(৪) "পবিত্রা[illegible] [illegible]" "অগ্নি বায়ু সূর্য্যৈঃ।" সায়ণ।

(৫) মূলে "[illegible]ং অকৃত স্বধাভিঃ" আছে। "স্বেন লোকান্ দধাতীতি স্বধা। তৈঃ অগ্নি[illegible] সূর্য্যৈঃ রত্নং রমণীয়ং অকৃত অকার্যীৎ।" সায়ণ। "He has made himself most excellent treasure by these self manifestations." —*Wilson.* "He obtained the highest wealth with his powers."—*Vedarthayatna.*

(৬) উৎসের ন্যায় প্রবাহ বিশিষ্ট, পিতা মাতার ক্রোড়স্থ, সত্যবাদী কে? পাঠক সূক্তের গোড়ায় দেখিবেন বিশ্বামিত্রের উপাধ্যায়ই এই ঋকের দেবতা। কিন্তু বেদার্থ যত্ন উপাধ্যায়ের পরিবর্ত্তে অগ্নিকে এই ঋকের দেবতা বলিয়া স্থির করিয়াছেন। বিশেষণগুলি দেখিলে তাহাই বোধ হয়।

২৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। কেবল প্রথম ঋকটীর ঋতুদেবতা অথবা অগ্নি দেবতা।
বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। তোমার স্বর্গাভিমুখ, হবিষ্মান্, ঘৃত স্পৃষ্ট অশ্বগণ সুখ কামনায় দেবগণের নিকট যাইতেছে(১)।

২। মেধাবী, যজ্ঞনির্ব্বাহক, বেগবান্, ধন... ...ক স্তুতি বাক্য-দ্বারা পূজা করি।

৩। হে দীপ্তিমান্ অগ্নি! আমরা হব...
থানে) রাখিতে সমর্থ হইব, এবং পাপ হইতে...

৪। যজ্ঞবাগে প্রজ্বালিত, জ্বালারূপ কেশ...
অগ্নির নিকট আমরা (অভিলষিত) ফল যাচ্ঞা...

৫। অদ্ভুত তেজোবিশিষ্ট, মরণরহি...
পূজিত অগ্নি যজ্ঞের হব্য বহন করেন।

৬। যজ্ঞ বিঘ্ন নাশক হব্যযুক্ত...
লাভের ... এই প্রকার স্তুতিদ্ব...
করিয়াছিল...

৭। ...
উত্তেজিত ব...

৮। বলব...
নিক্ষিপ্ত হয়েন।

৯। যে অগ্নি...
পিতাস্বরূপ, দ...

(১) অ...
শের দিকে ...
অর্থ করির...
না কি...
এবং...

। হে জাতবেদা, মেধাবী অগ্নি! এই মধ্যন্দিন সবনে পুরোডাশ
র। ধীর (অধ্বর্য্যুগণ) যজ্ঞে তোমার ভাগ নষ্ট করে না, তুমি মহান্।
। হে বলের পুত্র অগ্নি! তৃতীয় সবনে প্রদত্ত পুরোডাশ তুমি খাও।
নন্তর অবিনাশী ও রত্নবান ও জাগরণকারী (সোমকে) স্তুতির সহিত
হিত দেবগণের নিকট স্থাপন কর।

। হে জাতবেদা অগ্নি! তুমি দিবসের শেষে পুরোডাশরূপ আহুতি
র।

---

২৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

। এই মন্থনের উপকরণ, এই অগ্নি উৎপত্তির উপকরণ। লোকের
ত্রী (অরণিকে) আহরণ কর, আমরা পূর্ব্বকালের ন্যায় অগ্নিকে মন্থন

। গর্ভিণীতে সুসংস্থাপিত গর্ভের ন্যায় জাতবেদা অগ্নি অরণিদ্বয়ে
আছেন। অগ্নি (স্বকর্ম্মে) জাগরূক হবি... মনুষ্যদিগের প্রতি-
নীয়।

হে জ্ঞানবান্ (অধ্বর্য্যু)! তুমি উ... অরণিতে অধোমুখ
ধারণ কর। তৎক্ষণাৎ গর্ভবতী অরণি ...বর্ষী অগ্নিকে উৎ-
রল। অগ্নির দাহক তাহাতে রহিল। উ... বর্ষী ...জাবিশিষ্ট ইলার
গ্নি অরণিতে উৎপন্ন হইলেন।

৪। হে জাতবেদা অগ্নি! আমরা তোমাকে ...কল্যাণ উপরে উত্তর
র নাভিস্থলে হব্য বহন করিবার জন্য স্থাপন ক...

৫। হে নেতা (অধ্বর্য্যুগণ)! কবি, দ্বিধারহিত প্রকৃষ্ট জ্ঞানবান্,
রহিত ও সুন্দর শরীর বিশিষ্ট অগ্নিকে মন্থনদ্বারা (উৎপন্ন কর)। হে
। (অধ্বর্য্যুগণ)! যজ্ঞের সূচক, প্রথম, ও সুখকর অগ্নিকে (কর্ম্মের)
জ্ঞে উৎপন্ন কর।

৬। যখন হস্তদ্বারা মন্থন করা যায়, তখন কাষ্ঠহইতে অগ্নি অশ্বের-
শোভমান হইয়া ও দ্রুতগামী অশ্বিদ্বয়ের বিচিত্র রথের ন্যায় শীঘ্র

গমনশীল হইয়া শোভা পান। কেহ তাঁহার গমন রোধ করিতে পা না। তিনি তৃণ ও উপল দগ্ধ করিয়া সে স্থান পরিত্যাগ করেন।

৭। জাত অগ্নিও সর্ব্বজ্ঞ, অপ্রতিহতগমন কর্ম্মকুশল, অত মেধাবীরা তাঁহার স্তব করে। তিনি কর্ম্মফল প্রদান করিয়া শোভা পা তেছেন। দেবগণ পূজনীয়, সর্ব্বজ্ঞ অগ্নিকে যজ্ঞে হব্যবাহক করিয়াছেন

৮। হে হোমনিষ্পাদক অগ্নি! তুমি স্বস্থানে উপবেশন কর। তু সর্ব্বজ্ঞ, তুমি যজমানকে পুণ্যলোকে স্থাপন কর। তুমি দেবগণের রক্ষ হব্যদ্বারা দেবগণের পূজা কর। আমি যজ্ঞ করিতেছি, আমাকে প্রভূত ধ প্রদান কর।

৯। হে অধ্বর্য্যুগণ! তোমরা অভিমতবর্ষী ধূম উৎপন্ন কর, তোম ক্ষীণ না হইয়া যুদ্ধের অভিমুখে গমন কর। এই অগ্নি বীরপ্রধান ও বিজয়ী, ইঁহার সাহায্যেই দেবগণ দস্যুদিগকে পরাজয় করিয়াছেন।

১০। হে অগ্নি! ঋতু কাষ্ঠ নিষ্পন্ন এই (অরণি) তোমার উৎপা স্থান, ইহা হইতে উৎপন্ন হইয়া তুমি শোভা পাও। তুমি তা জানিয়া উপবেশন কর। আমাদের স্তুতি বর্দ্ধিত কর।

১১। গর্ভস্থ ... তনূনপাৎ বলে। অগ্নি যখন প্রত্যক্ষ হয় তখন তিনি আসুর ... নারাশংস হয়েন, যখন অন্তরীক্ষে তেজোবিকা

(১) সায়ণ এ... আসুর" অর্থে অসুর হন্তা করিয়াছেন। কিন্তু এ সূক্তের ১৪ ঋকে ... শব্দের অর্থ সায়ণ অরণিরূপ কাষ্ঠ করিয়াছেন এখানেও সেই ... আসুর অর্থে অসুরপুত্র অর্থাৎ কাষ্ঠ হইতে উৎপন্ন।

তৃতীয় অষ্ট... শব্দ সাত বার ব্যবহৃত হইয়াছে, যথা—

৩ ... লের ২৯ সূক্তের ১৪ ঋকে অসুর শব্দ অরণি সম্বন্ধে।
" ৩৮ " ৪ " " " ইন্দ্র "
" ৫৩ " ৭ " " " ক্রদ্র "
" ৫৫ " সকল ঋকে অসুরত্ব শব্দের অর্থ ক্ষমতা।
" ৫৬ " ৮ " অসুর শব্দ সম্বৎসর অর্থে।
৪ মণ্ডলের ২ " ৫ " " " অগ্নি সম্বন্ধে।
" ৫৩ " ১ " " " সবিতা "

পুরাণে যে অর্থে অসুর শব্দ ব্যবহৃত হয় সে অর্থে ঋগ্বেদের তৃতীয় অষ্টকে কোনও স্থানে ঐ শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই।

করেন তখন মাতরিশ্বা হয়েন(২)। অগ্নি প্রজ্বলিত হইলে বায়ুর উৎপত্তি হয়।

১২। হে অগ্নি! তুমি মেধাবী ও মনুষ্যদ্বারা উৎপন্ন, তোমাকে অতি উত্তম স্থানে স্থাপন করিয়াছে। তুমি আমাদের যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্ন কর এবং দেবাভিলাষীর জন্য (দেবগণকে) পূজা কর।

১৩। মর্ত্ত্য (ঋত্বিক্‌গণ) মরণ রহিত, ক্ষয় রহিত, দৃঢ় দন্তবিশিষ্ট পাপতারক (অগ্নিকে) উৎপন্ন করিয়াছে। পুত্রসন্তানের ন্যায় উৎপন্ন অগ্নির উদ্দেশে দশ ভগিনীরূপ অঙ্গুলি পরস্পর মিলিত হইয়া (আনন্দ-সূচক) শব্দ করিতেছে।

১৪। অগ্নি সনাতন, যখন সাতস্রুবে তাঁহার হোম করে তখন তিনি শোভা পান। যখন তিনি মাতার স্তনে ও ক্রোড়ে শোভা পান, তখন তিনি দেখিতে সুন্দর হয়েন। তিনি প্রতিদিন উন্মেষিত থাকেন, যেহেতু তিনি অসুরের জঠরহইতে উৎপন্ন হইয়াছেন।

১৫। মরুৎগণের ন্যায় শত্রুরসহিত যুদ্ধকারী [illegible] মন্ত্র(৩) হইতে প্রথম উৎপন্ন, কুশিক গোত্রোৎপন্ন ঋষিগণ নিশ্চয়ই সমস্ত [illegible]ৎ জানেন। তাঁহারা অগ্নির উদ্দেশে হব্যযুক্ত স্তোত্র পাঠ করিতেছেন, [illegible] প্রত্যেকে আপন আপন গৃহে অগ্নিকে দীপ্ত করিতেছেন।

১৬। হে হোমনিষ্পাদক বিদ্বান্ সর্ব্বজ্ঞ [illegible]! প্রবর্ত্তিত যজ্ঞে তোমাকে বরণ করিতেছি, অতএব তুমি এই যজ্ঞে [illegible]বর্গকে হব্য প্রদান কর; এবং নিত্য স্তব কর, (সোমের বিষয়) অব[illegible] [illegible] উহার নিকট আগমন কর।

কল্যাণক

---

(২) অতএব তনূনপাৎ নরাশংস ও মাতরিশ্বা এ তি[illegible] ভিন্ন ২ অগ্নির নাম।

(৩) মূলে "ব্রহ্মণঃ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "জগৎ স্রষ্টুঃ।" "First born of prayer."—*Vedarthayatna.* ১।১৮।১ ঋকের টীকা দেখ।

দ্বিতীয় অধ্যায়।

---

৩০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! সোমার্হ (ঋত্বিক্‌গণ) তোমাকে স্তব করিতে ইচ্ছা করিতেছেন। সখাগণ তোমার জন্য সোম অভিষবণ করিতেছেন, অন্যান্য হব্য ধারণ করিতেছেন, (শত্রু) লোকদিগের হিংসা সহ্য করিতেছেন। কে তোমা অপেক্ষা জগতে অধিক প্রখ্যাত আছে?

২। হে হরিবর্ণ অশ্ববিশিষ্ট (ইন্দ্র)! দূরবর্ত্তী স্থান সকলও তোমার পক্ষে দূরে নহে, তুমি হরিবর্ণ অশ্ব যুক্ত হইয়া শীঘ্র আগমন কর। তুমি দৃঢ়চিত্ত ও অভীষ্টবর্ষী। তোমার উদ্দে[illegible]শ এই সকল সবন করা হইয়াছে, অগ্নি সমিদ্ধ হইলে পর (সোমাভিষ[illegible] জন্য) প্রস্তর খণ্ড সকল প্রযুক্ত হইয়াছে।

৩। হে অভীষ্টবর্ষী (ইন্দ্র)! তুমি পরমৈশ্[illegible]পন্ন, তোমার শিপ্র সুন্দর, তুমি ধনবান্, জেতা, মহান্ মরুৎগণ সম্[illegible] সংগ্রামে নানাবিধ কর্ম্মকারী, এবং শত্রুহিংসক, ও ভয়ঙ্কর। তুমি [illegible]গ্রামে) বাধা পাইয়া মর্ত্যদিগের প্রতি যে বীর্য্য ধারণ করিয়াছি[illegible]বর্ষী [illegible]মার সেই বীর্য্য কোথায়? [illegible]মি ম[illegible]

৪। (হে ইন্দ্র)! তুমি একাকীই, দৃঢ়মূল[illegible] কল্যাণক[illegible]গণকে) স্বস্থান হইতে পাতিত করিয়াছে, বৃত্র সকলকে হিংসা করিয়[illegible]ন। তোমার আজ্ঞায় দ্যাবাপৃথিবী (এবং) পর্ব্বত সকল নিশ্চলের ন্যায় রহিয়াছে।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি বহুলোকের আহূত ও বীর্য্যযুক্ত, তুমি একাকী বৃত্রকে বধ করিয়া (দেবতাগণকে) যে অভয় বাক্য দান করিয়াছিলে, তাহা সত্য। হে মঘবন্! তুমি অপার দ্যাবাপৃথিবীকে সংযোজিত করিতেছ তোমার এই মহিমা প্রসিদ্ধ আছে।

৬। হে ইন্দ্র! তোমার অশ্বযুক্ত রথ শত্রুকে লক্ষ্য করিয়া নিম্নপথে শীঘ্র আগমন করুক, তোমার বজ্র শত্রুকে বধ করিতে করিতে আগমন করুক। তোমার সম্মুখে আগমনকারী শত্রুদিগকে বধ কর, অনুগমনকারী শত্রুদিগকে বধ কর, পলায়ন পর শত্রুদিগকে বধ কর, জগৎকে সত্যভূত (যজ্ঞবিশিষ্ট) কর। (এইপ্রকার সামর্থ্য) তোমাতে নিবিষ্ট হউক।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি নিরন্তর ঐশ্বর্য্য ধারণ করিতেছ, তুমি যে মনুষ্যকে দান কর, সে পূর্ব্বে অলব্ধ গৃহসম্বন্ধীয় (পশুসুবর্ণপ্রভৃতি ধন) প্রাপ্ত হয়। হে বহুলোকের আহূত! তোমার অনুগ্রহ ঘৃতাদি হব্যযুক্ত হইয়া কল্যাণকর হয়, তোমার ধনদান শক্তি অপরিমিত।

৮। হে বহুলোকের আহূত ইন্দ্র! তুমি দানবীর সহিত বর্ত্তমান, বাধা জনক গর্জ্জনশীল বৃত্রকে হস্তহীন করতঃ বিচূর্ণিত করিয়া ফেল। হে ইন্দ্র! তুমি বর্ধমান, হিংসক বৃত্রকে পাদহীন করতঃ বল দ্বারা বিনাশ করিয়াছিলে।

৯। হে ইন্দ্র! তু[illegible] মহতী, অনন্ত, চলা পৃথিবীকে সম ভাবাপন্ন করিয়া স্বস্থানে নিবে[illegible] করিয়াছিলে। অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্র দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষ যাহাতে প[illegible] না হয় এরূপে ধারণ করিয়াছেন। (হে ইন্দ্র)! তোমার প্রেরিত জ[illegible]বীতে আগমন করুক।

১০। হে ইন্দ্র[illegible]ন্ত হিংসক বল নামক গোব্রজ(১) বজ্রপ্রহারের পূর্ব্বেই ভীত হইয়া[illegible] হইয়াছিল। ইন্দ্র গাভীর নির্গমনের জন্য পথ সুগম করি[illegible] রমণীয় শব্দায়মান জল সকল, বহুলোকের আহূত ইন্দ্রের[illegible] আগমন করিয়াছিল।

১১। এক ইন্দ্র[illegible] পৃথিবী ও দ্যুলোক এই দুইকে পরস্পর সঙ্গত ও ধনযুক্ত করিয়া পরিপূর্ণ করিয়াছেন। হে শূর! তুমি রথবান্, তুমি

(১) মূলে "বলঃ ব্রজঃ গোঃ" আছে। "গোঃ মাধ্যমিকায়া বাচঃ ব্রজঃ গোষ্ঠভূতো বলঃ ** মেঘঃ।" সায়ণ। "The heavy cloud, the receptacle of the water."—*Wilson.* "Vala, the cows' place of confinement."—*Vedarthayatna.* বলের নিকট হইতে গাভীর উদ্ধারের উপাখ্যান বৃষ্টি পতন সম্বন্ধে একটী উপমা মাত্র। ১।১১।৫ ঋকের টীকা দেখ।

আমাদের সমীপে অবাস্থন করিতে অভিলাষী হইয়া যোজিত অশ্বগণকে অন্তরীক্ষ হইতে (আমাদের) অভিমুখে প্রেরণ কর।

১২। সূর্য্য, ইন্দ্র প্রেরিত, (এবং তাঁহার গমনার্থে) প্রকাশিত দিকু সকলকে প্রতিদিবস অনুসরণ করেন। যখন তিনি অশ্বদ্বারা পথ গমন শেষ করেন, তখন (অশ্বদিগকে) ছাড়িয়া দেন ইহাও ইন্দ্রের জন্য।

১৩। গমনশীল রাত্রির পর ঊষা গত হইলে, সকলে মহৎ, চিত্র (সৌর) তেজঃ দর্শন করিতে ইচ্ছা করে। যখন (ঊষাকাল) বিগত হয়, সকলে অগ্নি হোত্রাদি কর্ম্ম কর্ত্তব্য বলিয়া বোধ করে। ইন্দ্রের সৎকার্য্য অনেক।

১৪। ইন্দ্র নদী সকলে মহৎ তেজোযুক্ত (জল) স্থাপিত করিয়াছেন। ইন্দ্র জল অপেক্ষা স্বাদুতর (দধিঘৃত ক্ষীরাদি) ভোজনের জন্য গাভীতে স্থাপন করিয়াছেন। নবপ্রসূতা গাভী দুগ্ধ ধারণ করতঃ বিচরণ করে।

১৫। হে ইন্দ্র! তুমি দৃঢ় হও (শত্রু [illegible]) পথ রোধ করিয়াছে। তুমি যজ্ঞকারী স্তুতিকারী ও সখাদিগকে (অভী[illegible] ফল) দান কর। রিপুগণকে বধ করা উচিত। তাহারা মন্দভাবে অস্ত্র [illegible]ক্ষেপ করে, মন্দভাবে গমন করে, তাহারা হত্যাকারী ও তূণীর বিশিষ্ট।

১৬। (হে ইন্দ্র)! আমরা সমীপস্থ শত্রু[illegible]র্ত্তৃক উৎসৃষ্ট অশনি-শব্দ শুনিতে পাইতেছি। অত্যন্ত সন্তাপকর ঐ [illegible] অশনিকে এই সকল শত্রুদিগের অভিমুখেই স্থাপন করিয়া ইহা[illegible] কর, সমূলে ছেদন কর, বিশেষরূপে বাধা দাও, ও অভিভূত কর। [illegible], রাক্ষসদিগকে বধ কর, তৎপরে যজ্ঞ সম্পন্ন কর।

১৭। হে ইন্দ্র! রাক্ষসকুল সমূলে উৎপাটন কর, মধ্যভাগ ছেদন কর, অগ্রভাগ বিনাশ কর। গমনশীল (রাক্ষসকে) দূর কর, যজ্ঞ বিদ্বেষীর প্রতি(২) সন্তাপপ্রদ অস্ত্র প্রক্ষেপ কর।

---

(২) মূলে "ব্রহ্মদ্বিষে" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "ব্রাহ্মণদ্বেষকারিণে" কিন্তু বেদে ব্রহ্ম অর্থে স্তোত্র বা যজ্ঞ, সেই অর্থই এখানে খাটে। ১৫, ১৬, ১৭ ঋকে বোধ হয় অনার্য্য শত্রুদিগকে রাক্ষস বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

১৮। হে জগতের নির্ব্বাহক! আমাদিগকে অশ্বযুক্ত কর ও অবিনাশী কর। তুমি যখন আমাদের নিকট থাক আমরা মহৎ অন্ন ও প্রভূত ধন ভোগকরতঃ বড় হইতে পারিব। আমাদের পুত্র পৌত্রাদিযুক্ত ধন হউক।

১৯। হে ইন্দ্র! আমাদের জন্য দীপ্তিযুক্ত ধন আনয়ন কর। তুমি দানশীল, আমরা তোমার দানের পাত্র, আমাদের অভিলাষ বড়বানলের ন্যায় বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়াছে। হে ধনপতি! আমাদের অভিলাষ পূর্ণ কর।

২০। আমাদের এই অভিলাষ, গো, অশ্ব ও দীপ্তিযুক্ত ধন দ্বারা পূর্ণ কর, এবং উহাদ্বারা আমাদিগকে বিখ্যাত কর। হে ইন্দ্র! স্বর্গাদিসুখাভিলাষী কর্ম্মকুশল কুশিকনন্দনগণ মন্ত্রদ্বারা তোমার স্তোত্র করিয়াছেন।

২১। হে স্বর্গাধিপতি! মেঘ বিদীর্ণ করতঃ আমাদিগকে জল দান কর, উপভোগযোগ্য অন্ন আমাদের নিকট আগমন করুক। হে অভীষ্টবর্ষী! তুমি দ্যুলোক ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছ। হে সত্যবল মঘবন্! তুমি আমাদিগকে গোদানকর।

২২। হে ইন্দ্র! [illegible] অন্ন লাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহ দ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান, প্রভূত ঐশ্বর্য্য [illegible]পন্ন, নেতৃ শ্রেষ্ঠ, স্তুতি শ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রু বিনাশী ও ধন[illegible]তা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

---

৩১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবত[illegible] র অপত্য কুশিক অথবা বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। পুত্র[illegible]) রেতোধা জামাতাকে সম্মানিত করতঃ শাস্ত্রানুশাসনক্রমে দুহি[illegible] জ[illegible]ত পৌত্রের নিকট গমন করে। (অপুত্র) পিতা দুহিতার গর্ভ হইবে বিশ্বাস করতঃ প্রসন্নমনে শরীর ধারণ করে (২)।

---

(১) মূলে "বহ্নি" আছে। যে পুত্রহীন পিতা কন্যাকে অপর কুলে বহন করে তাহার নাম "বহ্নি।" "অপুত্রো যঃ পিতা কন্যাং অন্যকুলং প্রাপয়তি স বহ্নিঃ।" সায়ণ।

(২) পূর্ব্বকালে পুত্র না হইলে কন্যার বিবাহ দিবার সময় জামাতার সহিত এইরূপ বন্দোবস্ত করা হইত যে ঐ কন্যার পুত্র কন্যার পিতার হইবে। কন্যার পুত্র দৌহিত্র হইয়াও পৌত্রের কার্য্য করিবে।

২। ঔরসপুত্র দুহিতাকে পৈতৃক ধন দেয় না। তিনি উহাকে ভর্ত্তার রেতঃসেকের আধার করেন। যদি পিতা মাতা পুত্র ও কন্যা উভয়কেই উৎপাদন করেন তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে একজন উৎকৃষ্ট ক্রিয়া কর্ম্ম করেন এবং অন্য সম্মানিত হয়েন(৩)।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি দীপ্তিযুক্ত, তোমার যজ্ঞের জন্য জ্বালাদ্বারা কম্পমান অগ্নি প্রভুত পুত্ররূপ (রশ্মি সকলকে) উৎপাদন করিয়াছে। এই সকল রশ্মির (জলরূপ) গর্ভ মহান্, (ওষধিরূপ) জন্ম মহান, হে হর্য্যশ্ব! তোমার সোমাহুতি প্রযুক্ত এই সকল রশ্মির প্রবৃত্তি মহতী।

৪। জয়শীল (মরুৎগণ) বৃত্রের সহিত যুদ্ধকারী (ইন্দ্রের সহিত) সঙ্গত হইয়াছিলেন। সূর্য্যাখ্য মহৎ তেজঃ তমোরূপ (বৃত্র হইতে) নির্গত হইতেছে, মরুৎগণ তাহা জানিতে পারিয়াছিলেন। উষাগণ, ইন্দ্রকে (সূর্য্য বলিয়া) জানিয়া তদভিমুখে গমন করিয়াছিল। এক ইন্দ্র রশ্মি সকলের পতি হইয়াছিলেন।

৫। ধীমান, মেধাবী সপ্তসংখ্যক [illegible]দী (নদী[illegible]ণ) দৃঢ় (পর্ব্বতে) নিরুদ্ধ গাভী সকলকে অন্বেষণ করিয়া অপাবৃত কা[illegible]লেন। তাঁহারা মনে মনে (পর্ব্বত মধ্যে গাভী সকল আছে এইরূপ নিশ্চয় ক[illegible]য়া) যে পথ দিয়া প্রবেশ করিয়াছিলেন সেই পথ দিয়াই ফিরিয়া আসিয়া[illegible]লেন। তাঁহারা যজ্ঞপথে সমস্ত গাভীগণকে লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র এ[illegible]কল জানিয়া নমস্কার দ্বারা অঙ্গিরাগণকে সম্ভাবনা করতঃ (পর্ব্বত মধ্যে [illegible]বেশ করিয়াছিলেন।

৬। যখন সরমা, পর্ব্বতের ভগ্ন (দ্বার) [illegible]বর্ষী[illegible]ইল, তখন (ইন্দ্র) পূর্ব্বে প্রতিজ্ঞাত প্রচুর অন্ন অন্যান্য সামগ্রীর [illegible]মি [illegible]তাহাকে দিলেন। [illegible]ন পাদযুক্ত সরমা শব্দ চিনিতে পারিয়া তদভি[illegible]কল্যাণ[illegible] করতঃ অক্ষয় [illegible]াসমূহের নিকটে উপস্থিত হইলেন(৪)।

---

(৩) মূলে "বহ্নি" শব্দ আছে। সায়ণ বহ্নি শব্দের অর্থ পুত্র সন্তান করিয়াছেন, যেহেতু তিনি আপনার ভার্য্যাকে বহন করিয়া আনেন। "অবহ্নিঃস্ত্রী বহ্নিঃ [illegible]মান্ স্বভার্য্যায়া বোঢ়ৃত্বাৎ।" এখানে "বহ্নি" শব্দ উভয় পুত্র ও কন্যা বুঝাই-তেছে। পুত্র থাকিলে কন্যা সম্পত্তি পায় না। পুত্র ক্রিয়ার অধিকারী, কন্যা সম্মানিতা হয়েন।

(৪) ১।৬।৫ ঋকের টী[illegible] দেখ।

৭। অতিশয় মেধাবী ইন্দ্র (অঙ্গিরাগণের) সখ্যাভিলাষে গমন করিলেন। পর্ব্বত, মহাযোদ্ধার জন্য গর্ভস্থিত (গোধন) বাহির করিয়া দিল। শক্রহন্তা ইন্দ্র তরুণবয়স্ক (মরুৎগণের) সহিত (তাহাদিগকে) প্রাপ্ত হইলেন। অঙ্গিরা তৎক্ষণাৎ তাঁহাকে পূজা করিলেন।

৮। যে ইন্দ্র উৎকৃষ্ট পদার্থের প্রতিনিধি, যিনি যুদ্ধে অগ্রগামী, যিনি সমস্ত জাতবস্তু অবগত আছেন, যিনি শুষ্ণকে বধ করিয়াছেন, সেই দূরদর্শী গোধন অভিলাষী ইন্দ্র দ্যুলোক হইতে সখা করতঃ আমাদিগকে পাপ হইতে রক্ষা করুন।

৯। (অঙ্গিরাগণ) মনে মনে গোধন লাভের ইচ্ছা করিয়া স্তোত্রদ্বারা অমরত্ব লাভের উপায় করতঃ (যজ্ঞকার্য্যে) সমাসীন হইয়াছিলেন। ইঁহাদের এই যজ্ঞে উপবেশন প্রভৃত, ইঁহারা সত্যভূত এই যজ্ঞেরদ্বারা মাস সকল সংভক্ত করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন।

১০। (অঙ্গিরাগণ) স্ব[illegible] [illegible]গোধন) লক্ষ্য করিয়া সন্দর্শন করতঃ পুরাজাত পুত্রের (ধারণার্থ [illegible] দোহন করিয়া হৃষ্ট হইয়াছিলেন। তাঁহাদের আনন্দধ্বনি দ্যাবা[illegible]থবীকে ব্যাপ্ত করিয়াছিল। তাঁহারা জগতে (পূর্ব্বের ন্যায়) অবস্থি[illegible] করিয়াছিলেন, গাভীগণের (রক্ষার্থ) বীরপুরুষদিগকে নিযুক্ত করিয়াছি[illegible]লেন।

১১। ইন্দ্র (সো[illegible]র্থ) জাত (মরুৎগণের সহিত) বৃত্রকে বধ করেন। তিনিই [illegible]য়, হোমার্হ, (মরুৎগণের সহিত) গো সকল (যজ্ঞের জন্য) দান[illegible]ছিলেন। ঘৃতযুক্ত হব্যধারিণী, প্রভূত হব্যদায়িনী, প্রশস্তা গাভ[illegible] জন্য স্বাদুতর (ক্ষীরাদি) দোহন করিয়াছেন।

১২। ([illegible]) পালক ইন্দ্রের জন্য মহৎ, দীপ্তিমান্ স্থান-সংস্কার করিয়াছি[illegible]ন। সুকর্ম্মশালী (অঙ্গিরাগণ) (ইন্দ্রের উপযুক্ত ঐ স্থানটীকে) বিশেষরূপে দেখাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহারা (যজ্ঞে) উপবেশন করিয়া জনয়িত্রী (দ্যাবাপৃথিবীকে) স্তম্ভরূপ (অন্তরীক্ষদ্বারা) স্তম্ভন করত বেগবান্ ইন্দ্রকে দ্যুলোকে সংস্থাপন করিয়াছিলেন।

১৩। দ্যাবাপৃথিবী পরস্পর বি[illegible]শ্লিষ্ট হইলে যদি (মহতী স্তুতি ইন্দ্রকে) তৎক্ষণাৎ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত ও [illegible] করে, তবে ইন্দ্রের

প্রতি শুক্লস্তুতি সঙ্গত করা হয়। সুতরাং ইন্দ্রের সমস্ত বল স্বভাবসিদ্ধ।

১৪। (হে ইন্দ্র)! আমি তোমার মহৎসখ্য প্রার্থনা করিতেছি, তোমার শক্তি প্রার্থনা করিতেছি। তুমি বৃত্রহন্তা, তোমার নিকট অনেক অশ্ব (বহন করিবার জন্য) আগমন করে। তুমি বিদ্বান্, আমরা তোমাকে মহৎসখ্য স্তোত্র ও হব্য প্রদান করি। হে মঘবন্; তুমি আমাদের পালক, (ইহা) জানিও।

১৫। ইন্দ্র বিশেষরূপে অবগত থাকিয়া মহৎ ক্ষেত্র ও প্রভূত হিরণ্য সখাদিগকে দান করিয়াছেন, এবং অনন্তর তাহাদিগকে গবাদি দান করিয়াছেন। তিনি দীপ্তমান্; নেতা (মরুৎগণের) সহিত তিনি, সূর্য্য, ঊষা, পৃথিবী ও অগ্নিকে উৎপাদন করিয়াছেন।

১৬। দান্তমনা এই ইন্দ্র বিস্তীর্ণ, পরস্পর সঙ্গত, ও বিশ্বের আনন্দকর, জল সমূহকেও সৃষ্টি করিয়াছেন। [illegible] মাধুর্য্যযুক্ত (সোমসমূহকে) পবিত্রদ্বারা(৫) শোধিত করিয়া, ও সতুগ্রী (ন[illegible]ক প্রীত করিয়া, রাত্রি দিন (জগৎকে) স্বস্ব ব্যাপারে প্রেরণ করিতে[illegible]ইয়া ক[illegible]

১৭। সূর্য্যের মহিমায় সর্ব্বপদার্থ [illegible]া হই[illegible]রী ও যজ্ঞার্হ অহোরাত্রি উভয়ে ক্রমানুয়ে আবর্ত্তন করিতেছে। ঋজুগ[illegible] মিত্রভূত, কমনীয় (মরুৎগণ), (শত্রুর) পরাভবের জন্য তোমার স[illegible] অনুসরণ করিতে সক্ষম।

১৮। হে বৃত্রহা! তুমি অবিনাশী, অ[illegible]বর্ষী ও অন্নদাতা; তুমি আমাদের প্রিয়তম স্তুতির স্বামী হও। [illegible]মি মহান্, তুমি যজ্ঞে গমন করিতে অভিলাষী। তুমি মহৎ আশ্রয় [illegible] কল্যাণকর সখ্যের সহিত আমাদের অভিমুখে আগমন কর।

১৯। হে ইন্দ্র! তুমি পুরাতন, অঙ্গিরাগণের ন্যায় আমি তোমাকে পূজা করিতেছি, আমি তোমাকে ভজনা করিবার জন্য স্তুতি করিতেছি।

(৫) অর্থাৎ অগ্নি, বায়ু ও সূর্য্যদ্বারা। সায়ণ। বেদে "পবিত্র" অর্থে জল পরিষ্কারক (filter), তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি।

তুমি, দেবশূন্য বহু দ্রোহকারিদিগকে(৬) মারিয়া ফেল। হে মঘবা! আমাদিগকে উপভোগ্য ধন দান কর।

২০। হে ইন্দ্র! পাবক জলসমূহ সর্ব্বত্র প্রসৃত হইয়াছে, আমাদের জন্য এই অবিনাশী জলসমূহের তীর জলদ্বারা পূর্ণ কর। তুমি রথবান্, আমাদিগকে শত্রু হইতে রক্ষা কর, আমাদিগকে অতিশীঘ্র গাভীসমূহের জেতা কর।

২১। বৃত্রহন্তা ও গাভীগণের স্বামী (ইন্দ্র) আমাদিগকে গাভী দান করুন, কৃষ্ণদিগকে(৭) দীপ্তিযুক্ত তেজোদ্বারা বিনাশ করুন। তিনি সত্য-বাক্যে (অঙ্গিরাগণকে) প্রিয়তম গাভী সকল দান করতঃ সমস্ত দ্বার বদ্ধ করিয়া দিয়াছিলেন।

২২। হে ইন্দ্র! তুমি অন্ন লাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতি শ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী ও ধন জেতা। ... [illegible] ...য় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

ইন্দ্র ... [illegible] ...তা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে সোমপা[illegible] ইন্দ্র! এই মাধ্যন্দিন সবনে সোম পান কর, যে হেতু ইহা তোমার [illegible]য়। হে ধনবান্, ঋজীষ(১) সোমযুক্ত (ইন্দ্র)! অশ্বদ্বয়কে (রথ হ[illegible]তে) [illegible]ুলিয়া দিয়া, তাহাদের হনুদ্বয়কে (খাদ্যে পূর্ণ করিয়া) এই যজ্ঞে তাহ[illegible]গকে হৃষ্ট কর।

---

(৬) অর্থাৎ দেববিদ্বে[illegible] অনার্য্যগণ। সায়ণ "অদেবীঃ দ্রুহঃ" অর্থে দীপ্তি-শূন্য দ্রোহকারী রাক্ষসগণ করিয়াছেন।

(৭) অর্থাৎ কৃষ্ণবর্ণ আদিম জাতি। সায়ণ "কৃষ্ণান্" অর্থে কর্ম্মবিঘ্নকার-অসুরদিগকে করিয়াছেন।

---

(১) "ঋজীষ" সম্বন্ধে ১।৬৩। ১২ ঋকের টীকা দেখ। সায়ণ "ঋজীষ" অর্থ করিয়াছেন সারবিহীন সোম।

২। হে ইন্দ্র! গব্যমিশ্রিত, মধুসংযুক্ত, অভিনব সোম পান কর, তোমার হর্ষের জন্য আমরা দান করিতেছি। তুমি, স্তোত্রকারী মরুৎগণ ও রুদ্রগণের সহিত তৃপ্তি পর্য্যন্ত পান কর।

৩। হে ইন্দ্র! যে মরুৎগণ তোমার শত্রুশোষক তেজঃ বর্দ্ধিত করে, যে মরুৎগণ তোমার বল বর্দ্ধিত করে, সেই মরুৎগণ স্তব করতঃ তোমার যুদ্ধ সামর্থ্য বর্দ্ধিত করে। হে বজ্রহস্ত, শোভন হনুযুক্ত (ইন্দ্র)! রুদ্রগণের সহিত মাধ্যন্দিন সবনে সোমপান কর।

৪। মরুৎগণ ইন্দ্রের বলভূত হইয়াছিলেন। আমার মর্ম্মস্থান কেহ পায় না, বৃত্র এইরূপ অভিমান করাতে, ইন্দ্র মরুৎগণ কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়া বৃত্রের মর্ম্মস্থান জানিয়া ছিলেন। সেই মরুৎগণ তোমাকে শীঘ্র মাধুর্য্যযুক্ত উৎসাহ বাক্য বলিয়া ছিলেন।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি মনুর (যজ্ঞের) [illegible] আমার এই যজ্ঞ সেবা করতঃ শাশ্বত বলের জন্য সোম [illegible] শুভ্রী (ন[illegible] হে হর্য্যশ্ব! তুমি যজ্ঞার্হ মরুৎগণের) সহিত আগমন কর, [illegible] হইয়া ক[illegible] গণের সহিত অন্তরীক্ষ হইতে জল প্রেরণ কর। [illegible] মানা হই[illegible]

৬। হে ইন্দ্র! যে হেতু তুমি দীপ্তি[illegible] আবরণকারী, নিদ্রিত ও শয়ান বৃত্রকে যুদ্ধে নিহত করিয়াছ, [illegible] তুমি যুদ্ধ কালে অশ্বের ন্যায় জল ছাড়িয়া দিয়াছ।

৭। অতএব আমরা হব্যদ্বারা প্রবৃদ্ধ ও ম[illegible] জরা রহিত ও নিত্য-তরুণ, স্তোতব্য ইন্দ্রের পূজা করি। পরিমাণ [illegible] দ্যাবাপৃথিবী যজ্ঞার্হ ইন্দ্রের মহিমা পরিচ্ছেদ করিতে পারে না।

৮। সমস্ত দেবগণ ইন্দ্রের কর্ম্ম সুকৃত ও [illegible] যজ্ঞাদি হিংসা করিতে পারে না। এই ইন্দ্র ভূলোক দ্যুলোক ও [illegible] (অন্তরীক্ষ লোক) ধারণ করিয়া আছেন। তাঁহার কর্ম্ম রমণীয়, তিনি সূর্য্য ও উষাকে উৎপন্ন করিয়াছেন।

৯। হে দৌরাত্ম্য রহিত ইন্দ্র! তোমার মহিমাই যথার্থ মহিমা। যে হেতু তুমি উৎপন্ন হইয়াই সোম পান কর। তুমি বলবান্, স্বর্গাদিলোক

তোমার তেজঃ নিবারণ করিতে পারে না। দিন, মাস ও বৎসরও নিবারণ করিতে পারে না।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি জাতমাত্র সর্ব্বোচ্চ স্বর্গ প্রদেশে থাকিয়াই সদ্যঃ আনন্দের জন্য সোম পান করিয়াছ। যখন তুমি দ্যাবাপৃথিবীতে অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছ তখনই তুমি পুরাতন সৃষ্টি বিধাতা হইয়াছ।

১১। হে ইন্দ্র! অনেকে তোমা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে অহি আপনাকে বলবান্ মনে করিয়া জল পরিবেষ্টন করতঃ অবস্থিতি করিতেছিল, সেই অহিকে তুমি প্রবৃদ্ধ হইয়া বিনাশ করিয়াছ। কিন্তু যখন তুমি এক কটিতে পৃথিবীকে লুক্কায়িত করতঃ অবস্থিতি কর তখন স্বর্গ তোমার মহিমার ইয়ত্তা করিতে পারে না।

১২। হে ইন্দ্র! আমাদের যজ্ঞ তোমার বৃদ্ধি সম্পাদন করে। যে কার্য্যে সোম অভিষুত হয় তাহা তোমার প্রিয়। হে যজ্ঞযোগ্য! তুমি যজ্ঞ হেতু তোমার যজমানকে [illegible] যজ্ঞ অহিকে বিনাশ করিবার জন্য তোমার বজ্রকে দৃঢ় কর[illegible] দোপ্তু [illegible]

১৩। পুরাতন, [illegible] বাঁকে [illegible] অধুনাতন স্তোমদ্বারা যে ইন্দ্র বর্দ্ধিত হয়েন, (যজমান) রক্ষাকর যজ্ঞ [illegible] সেই ইন্দ্রকে আপনার অভিমুখে আনিতেছে, নূতন ধনের জন্য তাঁ[illegible] আবর্ত্তিত করিতেছে।

১৪। যখনই [illegible] মনে মনে ইন্দ্রকে স্তব করিবার ইচ্ছা করি, (তখনই) আমি স্তুতি করি [illegible] দূরবর্ত্তী অশুভ দিবসের পূর্ব্বেই ইন্দ্রকে স্তব করি, তিনি যেন [illegible] ক দুঃখের পারে লইয়া যান। এই জন্য উভয় কূলবর্ত্তী (লো[illegible] আরোহীকে যেরূপ আহ্বান করে, সেইরূপ (আমার[illegible] পাক সকল) ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছে।

১৫। ইন্দ্রের কলস পূর্ণ হইয়াছে, পানার্থ স্বাহাশব্দ (উচ্চারিত হইয়াছে)। সেক্তা যেমন জলপাত্রে জলসেক করে, আমি সেইরূপ (সোম) সেচন করিতেছি। সুস্বাদু সোম ইন্দ্রের অভিমুখে প্রদক্ষিণ করতঃ তাঁহার হর্ষের জন্য গমন করিতেছে।

১৬। হে বহুলোকের আহূত ইন্দ্র! গভীর সিন্ধু তোমাকে নিবারণ করিতে পারে না, তাহার চতুর্দ্দিকে বর্ত্তমান অদ্রিসকল তোমাকে নিবারণ করিতে পারে না। যেহেতু বন্ধুগণ কর্ত্তৃক এই প্রকারে প্রার্থিত হইয়া অতি প্রবল, গব্য উর্ব্বকে(২) নিবারণ করিয়াছ।

১৭। হে ইন্দ্র! তুমি অন্ন লাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুনাশী ও ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

---

৩৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। ৪, ৬, ৮, ও ১০ ঋকের নদী ঋষি। অবশিষ্ট ঋকের বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। জল প্রবাহবতী বিপাশ্ ও শুতুদ্রী (নদীদ্বয়) পর্ব্বতের উৎসঙ্গপ্রদেশ হইতে সাগর সঙ্গমাভিলাষিণী হইয়া বন্ধনবিমুক্ত ঘোটকীদ্বয়ের ন্যায় স্পর্দ্ধাকরতঃ গোদ্বয়ের ন্যায় শোভমানা হইয়া বৎসলেহনাভিলাষিণী ধেনুদ্বয়ের ন্যায় বেগে গমন করিতেছে(১)।

২। হে নদীদ্বয়! ইন্দ্র তোমাদের প্রেরণ করিতেছেন, তোমরা তাঁহার প্রার্থনা রক্ষা করিতেছ, ও রথীদ্বয়ের ন্যায় সমুদ্রাভিমুখে গমন করিতেছ।

(২) "গব্যং উর্বং" অর্থ আমি বুঝিতে পারি না। ... "অবটে বর্ত্তমানং ...র্ব্বানলং" অর্থাৎ বাড়বানল করিয়াছেন। Langlois ... বরোধকারী উর্ব্ব (মেঘ?) করিয়াছেন।

(১) পুরাকালে বিশ্বামিত্র ঋষি পিজবনের পুত্র সুদাস নামক রাজার পুরোহিত হইয়াছিলেন। তিনি পৌরহিত্য কর্ম্ম করিয়া অনেক ধন লইয়া আগমন কালে পথিমধ্যে বিপাশ্ ও শুতুদ্রু নদীর সঙ্গম স্থানে উপস্থিত হইলেন। তিনি অগাধ জলবিশিষ্ট উক্ত নদীদ্বয় উত্তীর্ণ হইবার জন্য প্রথম তিনটী ঋকের দ্বারা তাহাদের স্তব করিয়াছেন। তৎপরে নদীদ্বয় তাঁহাকে উত্তর প্রদান করিয়াছিলেন ও পার হইতে অনুমতি দিয়াছিলেন। সায়ণ। বিপাশ্ অর্থাৎ বিপাশা নদী (Beas), শতদ্রু (Sutlej).

তোমরা একযোগে প্রবাহিত হইয়া তরঙ্গদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া পরস্পর পরস্পরের নিকট গমন করতঃ শোভা পাইতেছ।

৩। মাতৃ সদৃশী শুতুদ্রী নদীর নিকট উপস্থিত হইয়াছি, মহতী সৌভাগ্যবতী বিপাশ্ নদীর নিকট উপস্থিত হইয়াছি। ইহাঁরা উভয়ে বৎসলেহনাভিলাষিণী ধেনুর ন্যায় এক স্থানাভিমুখে গমন করিতেছে।

নদীদ্বয়।

৪। আমরা এই জল দ্বারা স্ফীত হইয়া দেবকৃত স্থানের অভিমুখে গমন করিতেছি। আমাদের গমনের উদ্যোগ নিবৃত্ত হইবার নহে। কি জন্য এই বিপ্র বারম্বার নদীগণকে আহ্বান করিতেছে?

বিশ্বামিত্র।

৫। হে জলবতী নদীদ্বয়! আমার সোম সম্পাদক বাক্যের জন্য মুহূর্ত্তের জন্য গমন হই[illegible]ত বিরত হও। আমি কুশিকের পুত্র, আমি প্রসাদাভিলাষে মহতী, স্তুতিদ্বারা নদীকে আমার উদ্দেশে আহ্বান করিতেছি।

নদীদ্বয়।

৬। নদীগণে[illegible] বেষ্টক বৃত্রকে হনন করিয়া বজ্রবাহু ইন্দ্র আমাদিগকে খনন ক[illegible]ত) [illegible]। জগৎ প্রেরক, সুহস্ত, দ্যুতিমান্ ইন্দ্র আমাদিগকে প্রেরণ [illegible] তাঁহ[illegible], তাঁহার আজ্ঞায় আমরা প্রভূত হইয়া গমন করিতেছি।

বিশ্বামিত্র।

৭। ইন্দ্র যে অহিকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই বীর কর্ম্ম সর্ব্বদা কীর্ত্তন করা উচিত। ইন্দ্র চতুর্দ্দিকে আসীন (অর্থাৎ অবরোধকারীদিগকে) বজ্রদ্বারা বধ করিয়াছিলেন। গমনাভিলাষী জলসমূহ আগমন করিয়াছিল।

নদীদ্বয়।

৮। হে স্তোতা! তুমি এই যে বাক্য ঘোষণা করিতেছ, তাহা বিস্মৃত হইও না; ভবিষ্যৎ যজ্ঞ দিবসে তুমি উক্থ রচনা করিয়া আমাদিগকে সেবা করিও। আমরা তোমাকে নমস্কার করিতেছি, আমাদিগকে পুরুষের ন্যায় (প্রগল্‌ভ) করিও না।

বিশ্বামিত্র।

৯। হে ভগিনীভূত (নদীদ্বয়)! আমি স্তব করিতেছি আমাকে শ্রবণ কর। আমি দূরদেশ হইতে রথ ও অশ্ব লইয়া আসিতেছি। তোমরা অবনত হও, যে সুখে পার হওয়া যাইবে। হে নদীদ্বয়! তোমরা স্রোতের জল লইয়া (রথচক্রের) অক্ষের অধোদেশে গমন কর।

নদীদ্বয়।

১০। হে স্তোতা! আমরা তোমার এই [illegible]কল বাক্য শ্রবণ করিলাম, তুমি দূর হইতে আসিয়াছ, অতএব রথ ও শকটে[illegible] সহিত গমন কর। মাত[illegible] যেমন (পুত্রকে) স্তন পান করাইবার জন্য এবং যুবত[illegible] যেরূপ মনুষ্যকে আলিঙ্গন করাইবার জন্য অবনত হয়, সেইরূপ আমরা তোমার জন্য অবনত হইতেছি।

বিশ্বামিত্র।

১১। হে নদীদ্বয়! যেহেতু ভরতকুলজা[illegible]ণ তোমাদিগকে পার হইবে, যেহেতু পার হইতে অভিলাষী ভরতবংশ[illegible] ই[illegible] কর্ত্তৃক প্রেরিত ও তোমাদের কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পার হইবে, [illegible] পার হইবার উদ্যোগ করিতেছে ও অনুমতি পাইয়াছে, অতএব আমি সর্ব্বত্র তোমাদের স্তুতি করিব। তোমরা যজ্ঞার্হ।

১২। গোধন অভিলাষী ভরতবংশীয়গণ পার হইয়া গেলেন, বিপ্র নদীগণের সুন্দর স্তুতি করিতেছেন। তোমরা অন্নকারিণী ও ধনযুক্তা হইয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র নদীসকলকে তৃপ্ত কর ও পরিপূর্ণ কর এবং শীঘ্র গমন কর।

১৩। হে নদীদ্বয়! তোমাদের তরঙ্গ (এরূপভাবে) প্রবাহিত হউক, যে যুগকীল তাহার উপরে থাকুক, তোমরা রজ্জু স্পর্শ করিও না(২)। পাপরহিতা, কল্যাণকারিণী, অনিন্দনীয়া (বিপাশ্ ও শুতুদ্রু) যেন (এক্ষণে) বর্দ্ধিতা না হয়।

---

৩৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। পুরভেদী, মহিমাসূচক ধনযুক্ত ইন্দ্র, শত্রুদিগকে হিংসা করতঃ তেজঃ দ্বারা দাসকে জয় করিয়াছেন। স্তোত্র দ্বারা আকৃষ্ট, বর্দ্ধিতশরীর ও বহু অস্ত্রধারী ইন্দ্র দ্যাবাপৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন।

২। হে ইন্দ্র! তুমি পূজনীয় ও বলবান্, তোমাকে অলঙ্কৃত করতঃ অন্নের জন্য তোমার প্রেরিত স্তুতি উচ্চারণ করিতেছি। তুমি মনুষ্যগণের এবং দেবগণের অগ্র[illegible]দীশ্বর। তোমার [illegible]

৩। হে ইন্দ্র! তে[illegible] বিরত [illegible] বৃত্রকে অবরোধ করিয়াছিলে।* শত্রুদের আক্র[illegible] স্তুতিদ্বারা [illegible]য়াবিদিগকে বিশেষরূপে বধ করিয়াছেন। শত্রু[illegible]নে (লুক্কায়িত) স্কন্ধহীন (শত্রুকে) বিনাশ কর[illegible](১) গাভী সকল আবিষ্কৃত করিয়াছেন।

৪। স্বর্গপ্রদ ইন্দ্র [illegible]বেষ্টি[illegible] করিয়া যুদ্ধাভিলাষী অঙ্গিরাগণের সহিত পরকীয় সেনা[illegible]। [illegible]তঃ জয় করিলেন। মনুষ্যের জন্য দিবসের কেতুস্বরূপ সূর্য[illegible] প্রদী[illegible] করিয়াছিলেন, মহাযুদ্ধের জন্য জ্যোতিঃ প্রকাশ প্রাপ্ত হইল।

---

(২) "Let your wapes (rivers) so flow that the pin of the yoke may be above (their) waters : leave the traces full."—*Wilson.*

---

(১) "রাম্য" অর্থ ঠিক বুঝিতে পারি নাই। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন, রাত্রি। "রমণং ক্রীড়িঃ সহক্রীড়া রামঃ। তং অর্হন্তি ইতি রাম্যা রাত্রয়ঃ।" এ ব্যাখ্যা সঙ্গত বোধ হয় না।

৫। ইন্দ্র বহু ধন গ্রহণ করিয়া বাধাদায়িনী ও বর্দ্ধমানা (শত্রু সেনার) মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তিনি স্তোতার জন্য উষাকে চৈতন্য প্রদান করিয়াছেন এবং উহাদের শুভ্র বর্ণ (তেজঃ) বর্দ্ধিত করিয়াছেন।

৬। ইন্দ্র মহান্, (উপাসকেরা) তাঁহারা প্রভূত সৎকার্য্যের প্রসংশা করিতেছে। তিনি বলদ্বারা বলবান্দিগকে চূর্ণ করিতেছেন। পরাভব-কারীতে আয়ুক্ত (ইন্দ্র) দস্যুদিগকে মায়াদ্বারা চূর্ণ করিয়াছেন।

৭। দেবপতি ও মনুষ্যদের বরপ্রদ ইন্দ্র মহা যুদ্ধে ধন (লাভ করিয়া) স্তোতাগণকে দান করিলেন। মেধাবী স্তোতাগণ যজমানের গৃহে উক্থদ্বারা ইন্দ্রের কীর্ত্তি সকল স্তব করিতেছেন।

৮। স্তোতাগণ সকলের জেতা, বরণীয়, বলপ্রদ, স্বর্গ এবং স্বর্গীয় জলের স্বামী ইন্দ্রের আনন্দে আনন্দিত হইতেছেন। ইন্দ্র পৃথবী, অন্ত-রীক্ষ এবং স্বর্গ দান করিয়াছেন।

৯। ইন্দ্র অশ্বদান করিয়াছেন, সূর্য্য দান করিয়াছেন, বহু লোকের উপভোগযোগ্য গোধন দান করিয়াছেন, সুবর্ণময় ধন দান করিয়াছেন, দস্যু-দিগকে বধ করিয়া আর্য্যবর্ণকে রক্ষা করিয়াছেন(২)।

১০। ইন্দ্র, ওষধি প্রদান করিয়াছেন, দিবস প্রদান করিয়াছেন, বনস্পতি ও অন্তরীক্ষদিগকে প্রদান করিয়াছেন। তিনি মেঘ ভেদ করিয়া-ছেন, বিরুদ্ধবাসীদিগকে বধ করিয়াছেন, যাহারা অভিমুখে যুদ্ধ করিতে আইসে তাহাদের বধ করিয়াছেন।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নলাভকর, যুদ্ধে উৎসাহ দ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতি শ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

---

(২) মূলে "হত্বী দস্যূন্ প্র আর্য্যং বর্ণং আবৎ" আছে। "বর্ণ" অর্থে জাতি, ঋগ্বেদের রচনার সময় কেবল দুই জাতি ছিল, আর্য্য ও দস্যু, তাহা এই ঋকেই প্রতীয়মান হইতেছে। সায়ণ ঋগ্বেদের সময়েও চারি জাতির অস্তিত্বে বিশ্বাস করিয়া এখানেও "আর্য্যং বর্ণং" অর্থে ব্রাহ্মণ ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য জাতি করিয়া-ছেন।

৩৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! হরিনামক অশ্বদ্বয় রথে যোজিত হইতেছে। তুমি তাহাদের জন্য বায়ু যেরূপ নিযুতের জন্য অপেক্ষা করে সেই রূপ কিয়ৎক্ষণ অপেক্ষা করিয়া আমাদের অভিমুখে আগমন কর। আমাদের প্রদত্ত সোম পান কর, আমরা স্বাহা শব্দ উচ্চারণ করতঃ তোমার আনন্দের জন্য সোম দান করিতেছি।

২। বহু লোকের আহূত ইন্দ্রের শীঘ্র গমনার্থ রথের অগ্রভাগে দ্রুতগামী অশ্বদ্বয় সংযোজিত করিতেছি। অশ্বদ্বয় সর্ব্বতোভাবে অনুষ্ঠিত এই যজ্ঞের প্রতি ইন্দ্রকে শীঘ্র আনয়ন করুক।

৩। হে অভীষ্টবর্ষী অন্নবান্ ইন্দ্র! তোমার বীর্য্যবান্ শত্রুভয়ত্রাতা অশ্বদ্বয়কে আমাদের নিকট আনয়ন কর, তুমি এই (যজমানকে) রক্ষা কর। রক্তবর্ণ অশ্বদ্বয়কে এই দেবযজনে ছাড়িয়া দাও, তাহারা ভক্ষণ করুক। তুমি সমান রূপবিশিষ্ট উপযুক্ত ধান্য ভক্ষণ কর(১)।

৪। হে ইন্দ্র! তোমার যে অশ্বদ্বয় মন্ত্রদ্বারা যোজিত হয়, এবং যুদ্ধে যাহাদের সমান প্রসিদ্ধি, মন্ত্রবলে সেই অশ্বদ্বয়কে যোজিত করিতেছি। হে ইন্দ্র! তুমি বিদ্বান্, [illegible] জানিয়া সুদৃঢ় এবং সুখকর রথে আরোহণ করতঃ সোমের নিকট আগমন কর।

৫। হে (ইন্দ্র)! অন্য যজমানগণ যেন তোমার বীর্য্যবান্ ও কমনীয় পৃষ্ঠ বিশিষ্ট হরিদ্বয়কে আনন্দিত না করে। আমরা অভিষুত সোমদ্বারা তোমার পর্য্যাপ্তরূপে তৃপ্তিসাধন করিব, তুমি বহুতর (যজমানকে) অতিক্রম করিয়া শীঘ্র আগমন কর।

---

(১) মূলে "সদৃশীঃ অদ্ধি ধানাঃ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "ভৃষ্ট যবান্।" ধান শব্দ ঋগ্বেদে অনেক স্থানে ব্যবহৃত হইয়াছে, আমি তাহার অনুবাদ ধান্য করিয়াছি, কিন্তু অর্থ বোধ হয় চাউল নহে, সায়ণ যে ভৃষ্ট অর্থাৎ ভাজা যব অর্থ করিয়াছেন, তাহাই বোধ হয় ঠিক। "ব্রীহি" অর্থে চাউল, কিন্তু ঋগ্বেদে এ শব্দের ব্যবহার নাই।

৬। এই সোম তোমার, তুমি ইহার অভিমুখে আগমন কর। প্রীত-মনে এই প্রভূত সোমপান কর। হে ইন্দ্র! এই যজ্ঞে কুশোপরি উপবেশন করতঃ এই সোমকে জঠরে স্থাপন কর।

৭। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য কুশ বিস্তৃত করা হইয়াছে, সোম অভি-যুত হইয়াছে, তোমার অশ্বদ্বয়ের ভোজনের জন্য ধান্য প্রস্তুত হইয়াছে। কুশ তোমার আসন, অনেকে তোমার স্তব করে, তুমি অভীষ্টবর্ষী, তোমার মরুৎ (সেনা) আছে, তোমার জন্য হব্য সকল বিস্তৃত হইয়াছে।

৮। হে ইন্দ্র! তোমার জন্য অধ্বর্য্যুগণ ও প্রস্তর ও জল এই সোম দুগ্ধকে মধুর রস বিশিষ্ট করিয়াছে। হে দর্শনীয় ও বিদ্বান্ ইন্দ্র! তুমি প্রসন্নমনে আপন হিতকর (স্তুতি) অবগত হইয়া সোম পান কর।

৯। হে ইন্দ্র! সোমপান কালে যে মরুৎগণকে সম্ভাবিত কর, যাহারা (যুদ্ধে) তোমাকে বর্দ্ধিত করে ও তোমার সহায় হয়; সেই সকল মরুৎগণের সহিত মিলিত হইয়া সোমপানাভিলাষী হইয়া অগ্নির জিহ্বাদ্বারা পান কর।

১০। হে যজনীয় ইন্দ্র! স্বধাদ্বারা অথবা অগ্নির জিহ্বাদ্বারা অভি-যুত সোমপান কর। হে শক্র! অধ্বর্য্যুর হস্তদ্বারা প্রদত্ত সোম অথবা হোতার যজনীয় হব্য সেবা কর।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নলাভকর যুদ্ধে উক্থ দ্বারা প্রবৃদ্ধ; তুমি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতি করে কারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

---

৩৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি। কেবল ১০ ঋকটীর অঙ্গিরাবংশীয় ঘোর ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! মরুৎগণের সহিত সর্ব্বদা আগমন করিয়া বিশেষরূপে প্রস্তুত (সোম) ধন দানের জন্য ধারণ কর। যে ইন্দ্র বৃহৎ কর্ম্মদ্বারা প্রখ্যাত হইয়াছেন, তিনি প্রত্যেক সোমাভিষবে পুষ্টিসাধক (হব্যদ্বারা) বর্দ্ধিত হইয়াছেন।

২। পূর্ব্বকালে ইন্দ্রের উদ্দেশে সোম প্রদত্ত হইয়াছে, যদ্দ্বারা তিনি কালাত্মক, দীপ্তি ও মহান্ হইয়াছেন। হে ইন্দ্র! তুমি এই প্রদত্ত সোম গ্রহণ কর, এবং স্বর্গাদি ফলপ্রদ প্রস্তর দ্বারা অভিষুত সোম পান কর।

৩। হে ইন্দ্র! পান কর ও পরিপুষ্ট হও। তোমার জন্য প্রাচীন ও নূতন সোম অভিষুত হইয়াছে। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুতিযোগ্য, তুমি পুরাতন সোম যেরূপ পান করিয়াছিলে সেইরূপ এক্ষণে নূতন সোম পান কর।

৪। যে ইন্দ্র অতিশয় সামর্থবান্, যুদ্ধে শত্রুদিগের অভিভবিতা, এবং শত্রুদিগের আহ্বানকারী, সেই ইন্দ্রের উগ্রবল ও দুদ্ধর্ষতেজঃ সর্ব্বত্র বিস্তৃত হইতেছে। যখন সোমরস হর্য্যশ্ব ইন্দ্রকে হৃষ্ট করে, তখন পৃথিবী এবং স্বর্গও তাঁহাকে ধারণ করিতে পারে না।

৫। বলবান্, উগ্র, অভীষ্টবর্ষী ও দাতা ইন্দ্র, বীরকীর্ত্তির জন্য প্রবৃদ্ধ হইয়াছেন, স্তোত্রের সহিত মিলিত হইয়াছেন। ইন্দ্রের গো সকল ক্ষীরপ্রদ হইয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ইন্দ্রের দান প্রভূত।

৬। নদীগণ যখন প্রসব অনুসরণ করিয়া দূরবর্ত্তি সমুদ্রে গমন করে, তখন জল রথীর ন্যায় গমন করে। সেইরূপ বরীয়ান্ ইন্দ্র এই অন্তরীক্ষ হইতে অভিষুত লতাখণ্ডরূপ অল্প সোমের দিকে ধাবিত হয়েন।

৭। সমুদ্র সঙ্গ অভিলাষী নদীগণ (যেরূপ সমুদ্রকে পূর্ণ করে) (সেইরূপ অধ্বর্য্যুগণ) ইন্দ্রের জন্য অভিষুত সোম সম্পাদন করতঃ হস্ত-দ্বারা লতা দোহন করে ও(১) পবিত্রদ্বারা ধারারূপ মধুর সোমরস শোধন কর।

৮। ইন্দ্রের উদর হ্রদের ন্যায় সোমের আধার। তিনি বহু যজ্ঞ এক বারে ব্যাপ্ত করেন। যেহেতু ইন্দ্র প্রথম ভক্ষণীয় (সোমাদি) ভক্ষণ করিয়াছেন, পরে বৃত্রকে নিহত করিয়া দেবগণকে ভাগ করিয়া দিয়াছেন।

(১) মূলে "পবিত্রৈঃ ক্ষরিত্রৈঃ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন পবিত্রবাহুদ্বারা। "Through the purifying filters."—*Wilson.*

৯। হে ইন্দ্র! শীঘ্র ধন প্রদান কর। তোমার এই ধন কে বদ্ধ করিতে পারে? আমরা তোমাকে ধনের স্বামী বলিয়া জানি। তোমার যে মহনীয় ধন আছে, হে ইন্দ্র! তাহা আমাদিগকে প্রদান কর।

১০। হে মঘবন্! হে ঋজীষী সোমবিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি সকলের বরণীয় প্রভূত ধন দান কর, আমাদের জীবনের জন্য শতবৎসর প্রদান কর(২)। হে সুন্দর হনু বিশিষ্ট ইন্দ্র! আমাদের বহুবীর (পুত্র) প্রদান কর।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নলাভকর যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রু-বিনাশী এবং ধন জেতা। আমরা আশ্রয়লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

---

৩৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! বৃত্র বিনাশকর বল লাভের জন্য ও শত্রু সেনার অভিভবের জন্য তোমাকে প্রবর্ত্তিত করিতেছি।

২। হে শতক্রতু! স্তোতাগণ তোমার মন ও চক্ষু প্রীত করিয়া আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করুক।

৩। হে শতক্রতু! আমরা গর্ব্বিত শত্রুদের অভিভবকর (যুদ্ধে) সমস্ত স্তুতিদ্বারা তোমার নাম কীর্ত্তন করিব।

৪। ইন্দ্র সকলের স্তুতি যোগ্য, অপরিমিত তেজোবিশিষ্ট, এবং মনুষ্যদের স্বামী, আমরা তাঁহার স্তুতি করিতেছি।

৫। হে ইন্দ্র! বৃত্রকে বিনাশ করিবার জন্য এবং যুদ্ধে ধন লাভের জন্য বহু লোকের আহূত ইন্দ্রকে আহ্বান করিতেছি।

---

(২) এখানেও ঋগ্বেদের অন্যান্য অনেক স্থানে একশত বৎসরই মনুষ্যদিগের আয়ুর পরিমাণ বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ঋষিগণের সহস্রাধিক বৎসর দীর্ঘ জীবন সম্বন্ধীয় পৌরাণিক গল্পকথা ঋগ্বেদ রচনার সময় কল্পিত হয় নাই।

৬। হে শতক্রতু! তুমি যুদ্ধে (শত্রুদের) অভিভবকারী হও, বৃত্রকে বিনাশ করিবার জন্য আমরা তোমাকে প্রার্থনা করিতেছি।

৭। হে ইন্দ্র! যাহারা ধনে, যুদ্ধে, বীরসমূহে ও বলে আমাদিগের অভিমানী শত্রু, তাহাদিগকে পরাজয় কর।

৮। হে শতক্রতু! আমাদের আশ্রয় দানের জন্য অতিশয় বলবান্, দীপ্তিযুক্ত, স্বপ্ননিবারক সোম পান কর।

৯। হে শতক্রতু! পঞ্চ জনে যে সকল ইন্দ্রিয় আছে আমি সেই-গুলি তোমারই বলিয়া জানি।

১০। হে ইন্দ্র! প্রভূত অন্ন তোমার নিকট গমন করুক, শত্রুদের দুর্দ্ধর্ষ ধন (আমাদিগকে) প্রদান কর। আমরা তোমার উৎকৃষ্ট বল বর্দ্ধিত করিব।

১১। হে শক্র! নিকট অথবা দূরদেশ হইতে আমাদের অভিমুখে আগমন কর। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! তোমার যে উৎকৃষ্ট স্থান আছে সেখান হইতে এই যজ্ঞে আগমন কর।

---

৩৮ সূক্ত।

ইন্দ্র ও ইন্দ্রাবরুণ [illegible]। বিশ্বামিত্র গোত্র প্রজাপতি বা বাচের পুত্র [illegible]পতি অথবা বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে [illegible]তা! [illegible]র ন্যায় ইন্দ্রের স্তুতি প্রদীপ্ত কর। উৎকৃষ্ট ভারবাহী দ্রুতগামী অশ্বের ন্যায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ইন্দ্রের প্রিয়কর্ম বিষয়ে চিন্তাকরতঃ আমি মেধাবান্ হইয়া (স্বর্গগত) কবিগণকে দেখিবা ইচ্ছা করিতেছি।

২। হে ইন্দ্র! কবিগণের জন্মবিষয়ে গুরুগণকে জিজ্ঞাসা কর, যাঁহার মনঃসংযম ও পুণ্য কার্য্য দ্বারা স্বর্গ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই যজ্ঞে তোমার জন্য প্রণীত স্তুতি সমূহ বর্দ্ধমান হইয়া মনের ন্যায় যেন বেগে গমন করে।

৩। কবিগণ এই ভূলোকের সর্ব্বত্র গূঢ় কর্ম্ম বিধান করিয়া পৃথিবী ও স্বর্গকে বল লাভের জন্য অলঙ্কৃত করিয়াছেন। উঁহারা মাত্রাদ্বারা(১) পৃথিবী ও স্বর্গের পরিমাণ করিয়াছেন। পরস্পর সঙ্গতা বিস্তীর্ণা মহতী দ্যাবাপৃথিবীকে মিলিত করিয়াছেন, এবং তাহাদের মধ্যে ধারণার্থ (অন্তরীক্ষকে) স্থাপন করিয়াছেন।

৪। সমস্ত (কবিগণ), রথস্থিত ইন্দ্রকে পরিভূষিত করিয়াছিলেন। স্বভাবতঃ দীপ্তিমান্ ইন্দ্র দীপ্তিতে আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছেন। অভীষ্ট-বর্ষী ও অসুর ইন্দ্রের কীর্ত্তি অদ্ভুত। তিনি বিশ্বরূপ ধারণ করিয়া অমৃতে অধিষ্ঠান করিতেছেন।

৫। অভীষ্টবর্ষী সনাতন সর্ব্বজ্যেষ্ঠ ইন্দ্র (জল) সৃষ্টি করিলেন। এই প্রভূত জল তাঁহার পিপাসা রোধ করিল। স্বর্গের পৌত্র স্বরূপ শোভমান (ইন্দ্র ও বরুণ) দ্যোতমান যজ্ঞকারীর স্তুতিদ্বারা লাভযোগ্য ধন আমাদের জন্য ধারণ করিতেছেন।

৬। হে রাজা (ইন্দ্র ও বরুণ)! পরিব্যাপ্ত ও সম্পূর্ণ সবনত্রয়কে এই যজ্ঞে অলঙ্কৃত কর। হে ইন্দ্র! তুমি (যজ্ঞে) গমন করিয়াছ, যেহেতু আমি এই যজ্ঞে বায়ুবৎ কেশবিশিষ্ট গন্ধর্ব্বগণকে মনেঃ দেখিয়াছি(২)।

৭। যে যজমানগণ অভিমত ফলপ্রদ ইন্দ্রের [illegible] গোসমূহের ভোগার্হ হব্য শীঘ্র দোহন করে, যাহাদের অনেক নাম [illegible]ছে, তাহারা নূতন অসুর্য্য(৩) বল ধারণ করতঃ ও মায়া বিকাশ করতঃ [illegible]ন আপন রূপ ইন্দ্রে সমর্পণ করিয়াছিল।

---

(১) "মাত্রা শিল্পোচ্চয়া।" সায়ণ। "Elements."—*Wilson.*

(২) মূলে "গন্ধর্বান্ বায়ুকেশান্" আছে। ঋগ্বেদ সংহিতার পরকালীন সংস্কৃত সাহিত্যে গন্ধর্ব্বগণ এক প্রকার কাল্পনিক সুখপ্রিয় জীব; ঋগ্বেদের গন্ধর্ব্বগণ কে? ৯।১১৩।৩ ঋকে আছে, যে গন্ধর্ব্বগণ সোমরস প্রস্তুত করিয়াছিল। ১।১৬৩।২ ঋকে গন্ধর্ব ইন্দ্রের রথের বল্‌গাধারণ করিলেন। ১।২২।১৪ ঋকে অন্তরীক্ষই গন্ধর্ব্বগণের নিবাস স্থান বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অতএব ঋগ্বেদে ও গন্ধর্ব্বগণ একরূপ কাল্পনিক জীব হইয়া দাঁড়াইয়াছেন, কিন্তু গন্ধর্ব্ব শব্দের প্রথম ঐতিহাসিক বা প্রাকৃতিক অর্থ কি তাহা বুঝিতে পারি নাই।

(৩) সায়ণ "অসুর্য্য" অর্থে অসুরগণের বল করিয়াছেন।

৮। অতএব সবিতার সুবর্ণময়ী দীপ্তিকে কেহই ইয়ত্তা করিতে পারে না। এই দীপ্তিকে যিনি আশ্রয় করেন তিনি উত্তম স্তুতিদ্বারা স্তুত হইয়া মাতা যেরূপ সন্তানকে (আলিঙ্গন করে), সেইরূপ সর্ব্বব্যাপক দ্যাবা পৃথিবীকে আলিঙ্গন করেন।

৯। (হে ইন্দ্র ও বরুণ)! তোমরা দুই জনে প্রাচীন স্তোতার শ্রেয় সম্পাদন কর; অর্থাৎ তাহাকে স্বর্গীয় মঙ্গলরূপ (শ্রেয়ঃ) প্রদান কর আমাদিগকে চারিদিক হইতে রক্ষা কর। ইন্দ্রের জিহ্বা সকলকে অভয়দান করে এবং ইন্দ্র স্থিরতর; সমস্ত মায়াবীগণ তাঁহার নানাবিধ কীর্ত্তি দর্শন করিতেছে।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নলাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

---

৩৯ সূক্ত।

[illegible] ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র [illegible] জগৎপতি; হৃদয় হইতে উচ্চারিত ও স্তোতা সম্পাদিত স্তোত্র, তে[illegible] অভিমুখে গমন করিতেছে। যে স্তুতি তোমাকে জাগরিত করিয়া যজ্ঞে উচ্চারিত হইতেছে, এবং আমা হইতেই উৎপন্ন হইতেছে, তুমি তাহা [illegible]ন।

২। হে ইন্দ্র! সূর্য্য হইতেও পূর্ব্বকালে উৎপন্ন যে স্তুতি যজ্ঞে উচ্চারিত হইয়া তোমাকে জাগরিত করে, সেই স্তুতি কল্যাণকর শুভ্র বস্ত্র পরিধান করিতঃ আমাদিগেরই পিতৃগণের নিকট হইতে আগত ও পুরাতন।

৩। যমক পুত্রের মাতা যমক পুত্রদ্বয় (অশ্বিদ্বয়কে) প্রসব করিলা তাহাদের (প্রশংসা করিবার) জন্য (আমার) জিহ্বার অগ্রভাগ চঞ্চল

---

(১) ১।৩।১ ঋকের টীকা দেখ।

হইয়াছে। অন্ধকারনাশক দিবসের আদিতে আগত মিথুন জন্মিবামাত্র স্তোত্রে মিলিত হইতেছে।

৪। হে ইন্দ্র! আমাদিগের যে পিতৃগণ গোধনের নিমিত্ত যুদ্ধ করিয়াছিলেন, পৃথিবীতে কেহ তাঁহাদিগের নিন্দক নাই। মহিমান্বিত কীর্ত্তিমান্ ইন্দ্র অঙ্গিরাগণের সমিদ্ধ গোবৃন্দ প্রদান করিয়াছিলেন।

৫। নবগ্ব (অঙ্গিরাগণের)(২) সখা ইন্দ্র যখন জানুরউপরে ভর করিয়া গোধনাভিমুখে গমন করিয়াছিলেন, তখন দশগ্ব (অঙ্গিরাগণের) সহিত অন্ধকার মধ্যে লুক্কাইত সূর্য্যকে দেখিতে পাইয়াছিলেন।

৬। ইন্দ্র ক্ষীর প্রসবিনী (গাভীতে) মধু সঞ্চিত করিয়াছেন, পরে পাদযুক্ত ও ক্ষুরযুক্ত ধন আনয়ন করিলেন। ঔদার্য্যবান্ ইন্দ্র গুহা মধ্যে-স্থিত, প্রচ্ছন্ন, অন্তরীক্ষে লুকায়িত মায়াবীকে দক্ষিণ হস্তে ধারণ করিলেন।

৭। ইন্দ্র রাত্রি হইতে প্রাদুর্ভূত হইয়া জ্যোতিঃ ধারণ করিলেন।—আমরা পাপ হইতে দূরে ভয়রহিত স্থানে থাকিব। হে সোমপা ও সোম-পুষ্ট ইন্দ্র! বহু শত্রুবিনাশক স্তোত্রকারীর এই স্তুতি সেবা কর।

৮। সূর্য্য যজ্ঞের জন্য দ্যাবাপৃথিবী প্রকাশিত করুক, আমরা প্রভূত পাপ হইতে দূরে অবস্থিতি করিব। হে বসুগণ! [illegible] তিদ্বারা তোমাদিগকে অভিমুখ করিতে পারা যায়, তোমরা অতি [illegible] ও সমৃদ্ধ ধন প্রভূত দানশীল মর্ত্ত্যকে প্রদান কর।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নলাভ কর, যুদ্ধে [illegible] সাহায্যদ্বারা প্রবর্দ্ধক, তুমি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতি শ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

(২) ১।৬২।৪ ঋকের টিকা দেখ।

তৃতীয় অধ্যায় ।

৪০ সূক্ত ।

ইন্দ্র দেবতা । বিশ্বামিত্র ঋষি ।

১ । হে ইন্দ্র(১) ! তুমি অভীষ্টবর্ষী, আমরা তোমাকে অভিযুত সোম পানের জন্য আহ্বান করিতেছি । তুমি হর্ষকর সোম পান কর ।

২ । হে ইন্দ্র ! প্রজ্ঞাপ্রদ অভিযুত সোম পান করিতে অভিলাষী হও । হে বহুজন স্তুত ! তৃপ্তিকর সোম পান কর, জঠরে সেক কর ।

৩ । হে স্তূয়মান, মরুৎগণপতি ইন্দ্র ! তুমি সমস্ত দেবগণের সহিত আমাদের হব্যযুক্ত যজ্ঞকে বিশেষরূপে ব[illegible] কর ।

৪ । হে সৎপতি ইন্দ্র ! [illegible] অভিযুত এই সকল সোমরস তোমার জঠরে গমন ক[illegible] । এই সোম অ[illegible]

৫ । হে ইন্দ্র ! বরণীয়, অ[illegible] জঠরে ধারণ কর । দীপ্ত এই সকল সোমরস তোমার সহিত দ্যু[illegible] করে ।

৬ । হে স্তুতিভাজন ইন্দ্র ! তুমি আ[illegible] অভিযুত সোম পান কর, যেহেতু তুমি মদকর সোমের ধারাদ্বা[illegible] হইয়া থাক । হে ইন্দ্র ! অন্ন তোমা কর্ত্তৃক শোধিত হয় ।

৭ । যজমানের দ্যুতিমান্, ক্ষয়রহিত (সোম প্রভৃতি হব্য) ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করে, ইন্দ্র সোম পান করিয়া বর্দ্ধিত হয়েন ।

৮ । হে বৃত্রহা ! সমীপদেশ অথবা দূরদেশ হইতে আমাদের অভিমুখে আগমন কর, আমাদের স্তুতি গ্রহণ কর ।

(১) সায়ণাচার্য্য এই স্থলে যাস্ক ও তৈত্তিরীয় আরণ্যক হইতে ইন্দ্র শব্দের অনেক প্রকার ব্যুৎপত্তি উদ্ধৃত করিয়াছেন । "ইরাং দৃণাতি ইতি বা ইরাং দদাতি ইতি বা ইরাং দধাতি ইতি বা ইরাং দারয়তি ইতি বা ইরাং ধারয়তি ইতি বা ইন্দবে দ্রবতি ইতি বা ইন্দৌ রমতে ইতি বা ইন্ধে ভূতানি ইতি বা ।" ইত্যাদি । ইন্দ্র শব্দের উৎপত্তি সম্বন্ধে ১ । ২ । ৪ ঋকের টীকা দেখ ।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি যদিও দূরদেশে সমীপবর্ত্তী দেশে অথবা মধ্যদেশে আহূত হইয়া থাক, ঐ স্থান হইতে এই যজ্ঞে আগমন কর।

---

৪১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে বজ্রী ইন্দ্র! তুমি আহূত হইতেছ, তুমি আমার অভিমুখে আমাদের (যজ্ঞে) সোমপানের জন্য শীঘ্র আগমন কর।

২। আমাদের (যজ্ঞে) হোতা যথাসময়ে উপবিষ্ট হইয়াছেন, কুশ সকল পরস্পর সংসক্ত করতঃ বিস্তীর্ণ করা হইয়াছে, প্রাতঃসবনে (সোমাভিষবের জন্য) প্রস্তর সকল পরস্পর সংসক্ত করা হইয়াছে।

৩। হে স্তোত্রবাহক! তোমাকে আমরা এই সকল স্তুতি করিতেছি, কুশোপরি উপবেশন কর। [illegible]! পুরোডাশ ভক্ষণ কর।

৪। হে স্তুতি ভাজন [illegible]ম আমাদিগের সবনত্রয়ে উচ্চার্য্যমাণ স্তোম ও উকৃথ [illegible]

৫। ধেনুগণ যেরূপ [illegible]রূপ স্তুতি সকল মহান, সোমপা, বলপতি ইন্দ্র [illegible]

৬। (হে ইন্দ্র)! [illegible] জন্য সোমদ্বারা শরীরে হৃষ্ট হও, স্তোতাকে [illegible] পাত্র ক[illegible]

৭। হে ইন্দ্র! আ[illegible] তোমাকে কামনা করতঃ হব্যযুক্ত হইয়া স্তুতি করিতেছি। হে নিবাসয়িতা! তুমিও আমাদিগের (হবিঃ স্বীকারের জন্য) অভিলাষী হও।

৮। হে অশ্বপ্রিয় ইন্দ্র! আমাদিগের নিকট হইতে দূরে অশ্ব মোচন করিও না, আমাদের অভিমুখে আগমন কর। হে সোমবান্ ইন্দ্র! এই যজ্ঞে হৃষ্ট হও।

৯। হে ইন্দ্র! শ্রমজলযুক্ত, লম্বমান কেশবিশিষ্ট অশ্বদ্বয় উপবেশনযোগ্য কুশাভিমুখে তোমাকে সুখকর রথে করিয়া আমাদের নিকট আনয়ন করুক।

৪২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের গব্যমিশ্রিত, অভিষুত সোমের সমীপে আগমন কর। যেহেতু তোমার অশ্বদ্বয়যুক্ত রথ আমাদিগকে কামনা করিতেছে।

২। হে ইন্দ্র! তুমি, প্রস্তর দ্বারা অভিষুত, কুশোপরিস্থিত সোমের নিকট আগমন কর, প্রচুর পরিমাণে সোম পান করিয়া শীঘ্র তৃপ্ত হও।

৩। ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রেরিত আমার এই স্তুতি ইন্দ্রকে সোমপানার্থ আনয়ন ক'রিবার জন্য এই যজ্ঞ প্রদেশ হইতে ইন্দ্রের নিকট গমন করুক।

৪। আমরা এই যজ্ঞে স্তোমলাভে উষা[illegible]দ্বারা ইন্দ্রকে সোমপানার্থ আহ্বান করিতেছি। বহুবার আহূত [illegible]ক। [illegible]ন করুন।

৫। হে শতক্রতু ইন্দ্র! এই সোম অ[illegible]ত হইয়াছে, হে অন্নধন! ইহা জঠরে ধারণ কর।

৬। হে কবি! আমরা তোমাকে যুদ্ধে অ[illegible]তা ও ধন জেতা বলিয়া জানি। অতএব আমরা তোমার নিকট ধন যা[illegible] করে[illegible] করিতেছি।

৭। হে ইন্দ্র! আমাদের গব্যমিশ্রিত, যব[illegible], শ্রীবাদ্বারা অভিষুত এই সোম আসিয়া পান কর।

৮। হে ইন্দ্র! তোমার পানার্থেই, আমি এই অভিষুত সোম তোমার স্বীয় জঠরে প্রেরণ করিতেছি। উহা তোমার হৃদয়ে তৃপ্তিকর হউক।

৯। হে পুরাতন ইন্দ্র! আমরা কুশিকবংশোৎপন্ন। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে সোম পানে আহ্বান করিতেছি।

৯। হে ইন্দ্র! তুমি যদিও দূরদেশে সমীপবর্ত্তী দেশে অথবা মধ্যদেশে আহূত হইয়া থাক, ঐ স্থান হইতে এই যজ্ঞে আগমন কর।

---

৪১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে বজ্রী ইন্দ্র! তুমি আহূত হইতেছ, তুমি আমার অভিমুখে আমাদের (যজ্ঞে) সোমপানের জন্য শীঘ্র আগমন কর।

২। আমাদের (যজ্ঞে) হোতা যথাসময়ে উপবিষ্ট হইয়াছেন, কুশ সকল পরস্পর সংসক্ত করতঃ বিস্তীর্ণ করা হইয়াছে, প্রাতঃসবনে (সোমাভিষবের জন্য) প্রস্তর সকল পরস্পর সংসক্ত করা হইয়াছে।

৩। হে স্তোত্রবাহক! তোমাকে আমরা এই সকল স্তুতি করিতেছি, কুশোপরি উপবেশন কর। [illegible]! পুরোডাশ ভক্ষণ কর।

৪। হে স্তুতি ভাজন [illegible] আমাদিগের সবনত্রয়ে উচ্চার্য্যমান স্তোম ও উক্থ [illegible]

৫। ধেনুগণ যেরূপ [illegible] রূপ স্তুতি সকল মহান্ সোমপা, বলপতি ইন্দ্র [illegible]

৬। (হে ইন্দ্র)! [illegible] জন্য সোমদ্বারা শরীরে হৃষ্ট হও, স্তোতাকে [illegible] পাত্র কর [illegible]

৭। হে ইন্দ্র! আমরা তোমাকে কামনা করতঃ হব্যযুক্ত হইয়া স্তুতি করিতেছি। হে নিবাসয়িতা! তুমিও আমাদিগের (হবিঃ স্বীকারের জন্য) অভিলাষী হও।

৮। হে অশ্বপ্রিয় ইন্দ্র! আমাদিগের নিকট হইতে দূরে অশ্ব মোচন করিও না, আমাদের অভিমুখে আগমন কর। হে সোমবান্ ইন্দ্র! এই যজ্ঞে হৃষ্ট হও।

৯। হে ইন্দ্র! প্রমজলযুক্ত, লম্বমান কেশবিশিষ্ট অশ্বদ্বয় উপবেশন যোগ্য কুশাভিমুখে তোমাকে সুখকর রথে করিয়া আমাদের নিকট আনয়ন করুক।

৪২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদের গব্যমিশ্রিত, অভিষুত সোমের সমীপে আগমন কর। যেহেতু তোমার অশ্বদ্বয়যুক্ত রথ আমাদিগকে কামনা করিতেছে।

২। হে ইন্দ্র! তুমি, প্রস্তর দ্বারা অভিষুত, কুশোপরিস্থিত সোমের নিকট আগমন কর, প্রচুর পরিমাণে সোম পান করিয়া শীঘ্র তৃপ্ত হও।

৩। ইন্দ্রের উদ্দেশে প্রেরিত আমার এই স্তুতি ইন্দ্রকে সোমপানার্থ আনয়ন করিবার জন্য এই যজ্ঞ প্রদেশ হইতে ইন্দ্রের নিকট গমন করুক।

৪। আমরা এই যজ্ঞে স্তোমলাভে উক্থদ্বারা ইন্দ্রকে সোমপানার্থ আহ্বান করিতেছি। বহুবার আহূত [illegible]ক। [illegible]ন করুন।

৫। হে শতক্রতু ইন্দ্র! এই সোম অ[illegible]ত হইয়াছে, হে অন্নধন! ইহা জঠরে ধারণ কর।

৬। হে কবি! আমরা তোমাকে যুদ্ধে অ[illegible]তা ও ধন জেতা বলিয়া জানি। অতএব আমরা তোমার নিকট ধন যা[illegible] করিতেছি।

৭। হে ইন্দ্র! আমাদের গব্যমিশ্রিত, য[illegible] গ্রীবাদ্বারা অভিষুত এই সোম আসিয়া পান কর।

৮। হে ইন্দ্র! তোমার পানার্থেই, আমি এই অভিষুত সোম তোমার স্বীয় জঠরে প্রেরণ করিতেছি। উহা তোমার হৃদয়ে তৃপ্তিকর হউক।

৯। হে পুরাতন ইন্দ্র! আমরা কুশিকবংশোৎপন্ন। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে সোম পানে আহ্বান করিতেছি।

---

৪৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে (ইন্দ্র)! তুমি রথে করিয়া আমাদের অভিমুখে আগমন ক সোমপান প্রাচীন কাল হইতে তোমারই। তোমার প্রিয়তম সখিভূ (অশ্বদ্বয়কে) কুশের সমীপে বিমোচন কর, এই সকল ঋত্বিক্‌গণ তোমা আহ্বান করিতেছে।

২। [illegible] ইন্দ্র! তুমি সমস্ত লোককে অতিক্রম করিয়া আগ কর, আমরা [illegible] করিতেছি অশ্বযুক্ত হইয়া আগমন কর। যেহেতু তো গণকৃত এই স্তুতিসমূহ সখ্যাভিলাষী হইয়া তোমাকে আহ্বান ক তেছে।

৩। হে দ্যুতিমান ইন্দ্র! অশ্বগণের ন্যায় আনন্দিত হইয়া আমা এই অন্ন বর্দ্ধক যজ্ঞে শীঘ্র [illegible] আমি ঘৃত বিশিষ্ট অন্নযুক্ত হই সোমগৃহে স্তুতিদ্বারা তো[illegible] আহ্বান করিতেছি।

৪। হে ইন্দ্র! অ[illegible] মধুবিশিষ্ট, সুন্দর শরীরযুক্ত, স ভূত অশ্বদ্বয় তোমাকে যজ্ঞস্থলে আনয়ন করুক। ভৃষ্ট যবযুক্ত যজ্ঞ সে কারী সখা ইন্দ্র তো[illegible] শ্রবণ করুন।

৫। হে ইন্দ্র! [illegible] কে লোকের রক্ষক কর। হে মঘবা সোম ইন্দ্র! আমাকে সক[illegible] মী কর, ঋষি কর, অভিষুত সোমের পানকর্ত্ত কর; এবং ক্ষয় রহি[illegible] প্রদান কর।

৬। হে ইন্দ্র! [illegible] হান, ও রথে যোজিত অশ্বগণ একযোগে প্র হইয়া তোমাকে আমাদের অভিমুখে আনয়ন করুক। উহারা অভীষ্টব (ইন্দ্রের শত্রুগণের) বিনাশক, ইন্দ্র উহাদের পৃষ্ঠদেশ সংস্পৃষ্ট করি উহারা নভোদেশ হইতে আগমন করতঃ দিক্ সকলকে দ্বিধা করতঃ গ করে।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি সোমাভিলাষী, তুমি প্রস্তরদ্বারা অভিষুত অভি কলসেচক সোম রস পান কর। শ্যেনপক্ষী তোমার জন্য উহা আ

করিয়াছে(১)। সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে তুমি (শত্রু ভূত) মনুষ্যদিগকে পাতিত কর, এবং সোমজনিত হর্ষ উৎপন্ন হইলে তুমি মেঘ সকল অপাবৃত কর।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নলাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহ দ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভুত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতি শ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

---

৪৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! প্রস্তর দ্বারা অভিষুত, কমনীয়, প্রীতি[illegible] সোম তোমার হউক। তুমি অশ্বযুক্ত হরিৎবর্ণ রথে আরোহণ কর, আমাদের অভিমুখে আগমন কর।

২। হে ইন্দ্র! তুমি সোমাভিলাষে ঊষাকে পূজা করিয়া থাক, তুমি সোমাভিলাষে সূর্য্যকে প্রদীপ্ত করিয়া থাক। হে হর্য্যশ্ব! তুমি বিদ্বান্ ও জ্ঞানবান্, তুমি আমাদের সমস্ত সম্পদ্ বর্দ্ধিত করিতেছ।

৩। ইন্দ্র হরিৎবর্ণ রশ্মিবিশিষ্ট দ্যুলোককে ধারণ করিয়াছেন, (ওষধিদ্বারা) হরিৎবর্ণা পৃথিবীকে ধারণ করিয়াছেন। হরিৎবর্ণা দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে (ইন্দ্রের অশ্বদ্বয়ের) প্রভূত খাদ্য [illegible]ছে, ইন্দ্র ঐ দ্যাবা-পৃথিবীর মধ্যে বিচরণ করেন।

৪। অভীষ্টবর্ষী, হরিৎবর্ণোপেত (ইন্দ্র) নামমাত্রেই সমস্ত দীপ্তিমান্ লোককে প্রকাশিত করেন। হর্য্যশ্ব বাহুদ্বয়ে হরিৎবর্ণোপেত অস্ত্র ধারণ করেন, (শত্রুদের) প্রাণনাশক বজ্র ধারণ করেন।

৫। ইন্দ্র কমনীয়, শুভ্র, শুভ্র (ক্ষীরাদিদ্বারা) ব্যাপ্ত, বেগবান্ ও প্রস্তরদ্বারা অভিষুত সোম অপাবৃত করিয়াছেন। তিনি (পণিগণ কর্তৃক অপহৃত) গাভী সকল বাহির করিয়াছেন।

---

(১) ছন্দোরূপ শ্যেনপক্ষী। সায়ণ। শ্যেনপক্ষী সোম আনিয়াছিল তাহা ঋগ্বেদের স্থানে২ পাওয়া যায়, সে শ্যেন পক্ষী গায়ত্রীরূপ, এ উপাখ্যান বোধ হয় পরে কল্পিত হইয়াছে। ১। ৮০। ২ ঋকের টীকা দেখ।

৪৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি মাদক ও ময়ূরের লোমের ন্যায় লোমযুক্ত অশ্বের সহিত আগমন কর। ব্যাধ যেরূপ পক্ষীকে বাধা দেয়, সেইরূপ তোমাকে যেন কেহ বাধা না দেয়। (পথিক) যেরূপ মরুদেশ (অতিক্রম করিয়া গমন করে), সেই রূপ তুমি শীঘ্র ঐ সকল বাধা অতিক্রম করিয়া আগমন কর।

২। ইন্দ্র বৃত্রের বিনাশক, তিনি মেঘ বিদীর্ণ করেন ও জল প্রেরণ করেন। তিনি শত্রুপুরী বিদীর্ণ করেন, তিনি অশ্বদ্বয়কে আমাদের অভিমুখে প্রেরণ করিবার জন্য রথে আরোহণ করেন। তিনি বলবান (শত্রুদিগকেও) ভগ্ন করেন।

৩। হে ইন্দ্র! সাধু গোপালক যেরূপ গাভী সকলকে পরিপুষ্ট করে, তুমি যেরূপ সমুদ্রকে (নদীদ্বারা পরিপুষ্ট কর), সেইরূপ তুমি যজ্ঞ কর্ত্তাকে পুষ্ট করিয়া থাক। ধেনুগণ যেরূপ তৃণাদি (প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ তুমি সোমরস প্রাপ্ত হইয়া থাক) সরিৎ, যেরূপ হ্রদ প্রাপ্ত হয়, (সেইরূপ সোমরস তোমাকে ব্যাপ্ত করে।

৪। হে ইন্দ্র! [illegible] যেরূপ) ব্যবহারজ্ঞ (পুত্রকে) ধনের অংশ দান করেন, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে শত্রুর বাধাকারী ধনরূপ পুত্র দান কর। আঁকুষী যেরূপ [illegible] ফলের জন্য বৃক্ষকে চালিত করে, সেইরূপ তুমি আমাদের অভিলাষ পূর্ণ ধন চালিত কর।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি ধনবান্‌, তুমি স্বর্গের রাজা, তোমার বাক্য সাধু, তোমার কীর্ত্তি প্রভূত। হে বহু জনস্তুত (ইন্দ্র)! তুমি বলদ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া আমাদের সর্ব্বোৎকৃষ্ট শোভনীয় অন্নদাতা হও।

---

৪৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি যুদ্ধশীল, অভীষ্টবর্ষী, ধনাধিপতি, উগ্র, নিত্যতরুণ, চিরন্তন, শত্রুধর্ষক, জরারহিত, বজ্রধারী, প্রসিদ্ধ ও মহান্। তোমার বীর্য্য মহৎ।

২। হে পূজনীয় উগ্র ইন্দ্র! তুমি মহান্, তুমি ধনকে পারে লইয়া যাও, তুমি বীর্য্য দ্বারা শত্রুদিগকে অভিভূত করিয়া থাক। তুমি সমস্ত ভুবনের একমাত্র রাজা, তুমি (শত্রুদিগকে) প্রহার কর, ও সাধুব্যক্তিদিগকে (স্বস্থানে) স্থাপিত কর।

৩। দ্যুতিমান্ ও সর্ব্বপ্রকারে অপরিমিত ইন্দ্র সোমপান করতঃ পর্ব্বত হইতেও শ্রেষ্ঠ হয়েন, বলে দেবতাগণের অপেক্ষাও শ্রেষ্ঠ হয়েন, দ্যাবাপৃথিবী হইতেও শ্রেষ্ঠ হয়েন, বিস্তীর্ণ অন্তরীক্ষ হইতেও শ্রেষ্ঠ হয়েন।

৪। ইন্দ্র মহান্, গম্ভীর, স্বভাবতঃ উগ্র, বিশ্বব্যাপ্ত ও স্তোতাগণের রক্ষক। নদীগণ যেরূপ সমুদ্রের অভিমুখে গমন করে, সেইরূপ পূর্ব্বকাল হইতে অভিষুত সোম ইন্দ্রের অভিমুখে গমন করে।

৫। হে ইন্দ্র! মাতা যেরূপ গর্ভ ধারণ করে, সেইরূপ দ্যাবাপৃথিবী তোমার জন্য সোম ধারণ করে। হে অভীষ্টবর্ষী! অধ্বর্য্যুগণ সেই সোমকে তোমার উদ্দেশে প্রেরণ করিতেছে ও তোমার পানের জন্য শোধিত করিতেছে।

---

৪৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি অভীষ্টবর্ষী ও মরুৎগণযুক্ত। তুমি রণে হর্ষের জন্য রীতি অনুসারে সোম পান কর, হর্ষকর বহু সোমরস জঠরে বিশেষরূপে সেক কর। যে হেতু তুমি পুরাকাল হইতে অভিষুত সোমের রাজা।

২। হে শূর ইন্দ্র! তুমি (দেবগণদ্বারা) সঙ্গত, মরুৎগণযুক্ত, বৃত্রহন্তা ও বিদ্বান্। তুমি সোম পান কর, শত্রুগণকে বধ কর, হিংসকদিগকে দূর করিয়া দাও। অনন্তর আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে অভয় দান কর।

৩। হে ঋতুপা ইন্দ্র! তুমি সখিভূত মরুৎগণের সহিত আমাদের অভিষুত সোম পান কর। তুমি যাহাদিগকে (যুদ্ধে সাহায্যার্থ) গ্রহণ করিয়াছিলে, যাঁহারা তোমাকে (আনুকূল্য করায়) তুমি বৃত্রকে বধ করিয়াছিলে, সেই মরুৎগণ তোমাকে পরাক্রম প্রদান করিয়াছিলেন।

৪। হে মঘবা ইন্দ্র! যাঁহারা বৃত্র বধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, হে অশ্ববান্! যাঁহারা শম্বর বধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, যাঁহারা ধেনুগণের জন্য যুদ্ধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, যাঁহারা অদ্যাপি তোমাকে হৃষ্ট করেন, সেই মরুৎগণের সহিত সোম পান কর।

৫। আমরা মরুৎগণযুক্ত, জলবর্ষী, প্রোৎসাহক, প্রভূতশক্তিবিশিষ্ট দিব্য, শাসনকর্ত্তা, বিশ্বের অভিভবিতা, উগ্র, বলপ্রদ ইন্দ্রকে নূতন আশ্রয়লাভের জন্য এই যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি।

---

৪৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। জলবর্ষী ও জন্মিবামাত্র কমনীয় (ইন্দ্র) অভিষুত সোমরূপ অন্নের সংগ্রহীতাকে রক্ষা করুন। (হে ইন্দ্র)! তুমি ইচ্ছা হইলেই সাধু গব্যমিশ্রিত সোমরস প্রথমে পান কর।

২। যে দিন তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সেই দিনেই সোম পানের ইচ্ছা হইলে তুমি পর্ব্বতস্থ সোমলতার রস পান করিয়াছিলে। যেহেতু তোমার মাতা যুবতী অদিতি তোমার প্রসিদ্ধ পিতার গৃহে (স্তন্যদানের পূর্ব্বে তোমায় সোম দান করিয়াছিলেন।

৩। ইন্দ্র মাতার নিকট আগমন করিয়া অন্ন যাচ্ঞা করিয়াছিলেন ও তাঁহার স্তনে দীপ্ত সোম দর্শন করিয়াছিলেন। গৃৎস(১) শত্রুদিগকে চালিত করিয়া বিচরণ করেন, তিনি বহুপ্রকারে অঙ্গ বিক্ষেপ করতঃ মহৎ কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছেন।

৪। তিনি উগ্র, শীঘ্র অভিভবিতা, এবং অভিভবকর, পরাক্রমযুক্ত হইয়া শরীরকে নানাবিধ রূপবিশিষ্ট করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ত্বষ্টাকে, সামর্থ্যদ্বারা পরাভূত করতঃ তাঁহার চমসস্থিত সোম পান করিয়াছিলেন।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নলাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

---

৪৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। মহান্ ইন্দ্রকে স্তব কর, তিনি (রক্ষক হইলে) সমস্ত মনুষ্য সোম পান করতঃ অভীষ্ট লাভ করে। দ্যাবাপৃথিবী ও দেবগণ সেই সুক্রতু ইন্দ্রকে শত্রুদিগের পক্ষে বিভ্ব নির্ম্মিত মুদ্গররূপে(১) জন্ম দিয়াছেন।

২। যে ইন্দ্র সংগ্রামে শোভমান, অশ্বযুক্ত, ও নেতৃতম, যিনি (সেনাকে) দ্বিধা ভেদ করিলে কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, সেই উৎকৃষ্ট সেনাপতি ইন্দ্র মরুৎগণের সহিত গমন করতঃ অস্ত্রদ্বারা তীব্রবেগে শত্রুর আয়ুঃ নাশ করেন।

---

(১) মূলে "গৃৎসঃ" আছে। শত্রুবধের জন্য দেবগণ কর্ত্তৃক আকাঙ্ক্ষিত ইন্দ্র। সায়ণ। ২ ও ৩ ঋকে প্রকাশ, ইন্দ্র জন্ম হইতেই সোম প্রিয়।

---

(১) মূলে "বিভ্বতষ্টং ঘনং" আছে। বিভুনা ব্রহ্মণা জগদাধিপত্যে "স্থাপিতং।" সায়ণ। Whom the gods made to strike the enemies a hammer shaped by "Vibhva."—বেদার্থ যত্ন। ঋগ্বেদে "বিভ্ব" ঋভুগণের একজন, ব্রহ্মা নহেন।

২। হে শূর ইন্দ্র! তুমি (দেবগণদ্বারা) সঙ্গত, মরুৎগণযুক্ত, বৃত্রহন্তা ও বিদ্বান্। তুমি সোম পান কর, শত্রুগণকে বধ কর, হিংসকদিগকে দূর করিয়া দাও। অনন্তর আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকারে অভয় দান কর।

৩। হে ঋতুপা ইন্দ্র! তুমি সখিভূত মরুৎগণের সহিত আমাদের অভিষুত সোম পান কর। তুমি যাহাদিগকে (যুদ্ধে সাহায্যার্থ) গ্রহণ করিয়াছিলে, যাঁহারা তোমাকে (আনুকূল্য করায়) তুমি বৃত্রকে বধ করিয়াছিলে, সেই মরুৎগণ তোমাকে পরাক্রম প্রদান করিয়াছিলেন।

৪। হে মঘবা ইন্দ্র! যাঁহারা বৃত্র বধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, হে অশ্ববান্! যাঁহারা শম্বর বধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, যাঁহারা ধেনুগণের জন্য যুদ্ধে তোমাকে প্রোৎসাহিত করিয়াছিলেন, যাঁহারা অদ্যাপি তোমাকে হৃষ্ট করেন, সেই মরুৎগণের সহিত সোম পান কর।

৫। আমরা মরুৎগণযুক্ত, জলবর্ষী, প্রোৎসাহক, প্রভুতশত্রুবিশিষ্ট, দিব্য, শাসনকর্ত্তা, বিশ্বের অভিভবিতা, উগ্র, বলপ্রদ ইন্দ্রকে নূতন আশ্রয়লাভের জন্য এই যজ্ঞে আহ্বান করিতেছি।

---

৪৮ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। জলবর্ষী ও জন্মিবামাত্র কমনীয় (ইন্দ্র) অভিষুত সোমরূপ অন্নের সংগ্রহীতাকে রক্ষা করুন। (হে ইন্দ্র)! তুমি ইচ্ছা হইলেই সাং গব্যমিশ্রিত সোমরস প্রথমে পান কর।

২। যে দিন তুমি জন্মগ্রহণ করিয়াছ, সেই দিনেই সোম পানে ইচ্ছা হইলে তুমি পর্ব্বতস্থ সোমলতার রস পান করিয়াছিলে। যেহে তোমার মাতা যুবতী অদিতি তোমার প্রসিদ্ধ পিতার গৃহে (স্তন্যদানের পূর্ব্বে তোমায় সোম দান করিয়াছিলেন।

৩। ইন্দ্র মাতার নিকট আগমন করিয়া অন্ন যাচ্ঞা করিয়াছিলেন ও তাঁহার স্তনে দীপ্ত সোম দর্শন করিয়াছিলেন। গৃৎস(১) শত্রুদিগকে চালিত করিয়া বিচরণ করেন, তিনি বহুপ্রকারে অঙ্গ বিক্ষেপ করতঃ মহৎ কার্য্য সকল সম্পাদন করিয়াছেন।

৪। তিনি উগ্র, শীঘ্র অভিভবিতা, এবং অভিভবকর, পরাক্রমযুক্ত হইয়া শরীরকে নানাবিধ রূপবিশিষ্ট করিয়াছিলেন। ইন্দ্র ত্বষ্টাকে, সামর্থ্যদ্বারা পরাভূত করতঃ তাঁহার চমসস্থিত সোম পান করিয়াছিলেন।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নলাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্য্যসম্পান্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

---

৪৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। মহান্ ইন্দ্রকে স্তব কর, তিনি (রক্ষক হইলে) সমস্ত মনুষ্য সোম পান করতঃ অভীষ্ট লাভ করে। দ্যাবাপৃথিবী ও দেবগণ সেই সুক্রতু ইন্দ্রকে শত্রুদিগের পক্ষে বিভ্ব নির্ম্মিত মুদ্গররূপে(১) জন্ম দিয়াছেন।

২। যে ইন্দ্র সংগ্রামে শোভমান, অশ্বযুক্ত, ও নেতৃতম, যিনি (সেনাকে) দ্বিধা ভেদ করিলে কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না, সেই উৎকৃষ্ট সেনাপতি ইন্দ্র মরুৎগণের সহিত গমন করতঃ বলদ্বারা তীব্রবেগে শত্রুর আয়ুঃ নাশ করেন।

---

(১) মূলে "গৃৎসঃ" আছে। শত্রুবধের জন্য দেবগণ কর্তৃক আকাঙ্ক্ষিত ইন্দ্র। সায়ণ। ২ ও ৩ ঋকে প্রকাশ, ইন্দ্র জন্ম হইতেই সোম প্রিয়।

---

(১) মূলে "বিভ্বতষ্টং ঘনং" আছে। বিভুনা ব্রহ্মণা জগদাধিপত্যে "স্থাপিতং।" সায়ণ। Whom the gods made to strike the enemies a hammer shaped by "Vibhva."—বেদার্থ যত্ন। ঋগ্বেদে "বিভ্ব" ঋভুগণের একজন, ব্রহ্মা নহেন।

৩। (ইন্দ্র) বলবান্, বলবান্ অশ্বের ন্যায় সংগ্রাম বিজয়ী ও ধনবান্, (ইন্দ্রকে) যজ্ঞে ভগের ন্যায় হোম করা উচিত, তিনি স্তোতাগণের পিতা স্বরূপ, তিনি কমনীয়, আহ্বানযুক্ত ও অন্নদাতা।

৪। তিনি দ্যুলোক ও অন্তরীক্ষের ধারক, তিনি ঊর্দ্ধগামী রথের ন্যায় এবং বসুগণের দ্বারা যুক্ত হইয়া নিযুৎযুক্ত বায়ুর ন্যায়(২)। তিনি রাত্রির আচ্ছাদক, সূর্য্যের জনয়িতা। ধনীর বাক্য যেমন ধন বিভাগ করে, তিনিও সেইরূপ অন্নের বিভাগ কর্ত্তা।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি অন্নলাভ কর, যুদ্ধে উৎসাহদ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রুবিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

---

৫০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। ইন্দ্র স্বাহাকৃত (এই সোম) পান করুন। এই সোম তাঁহারই; তিনি শত্রুহিংসক, অভীষ্টবর্ষী ও মরুৎগণে যুক্ত এবং প্রভূত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হইয়া এই অন্ন দ্বারা প্রীত হউন, হব্য তাঁহার শরীরের অভিলাষ পূর্ণ করুক।

২। (হে ইন্দ্র)! তুমি তোমার আগমনের জন্য পরিচারক অশ্বদ্বয়কে যোজিত করিতেছি। তুমি পুরাতন, তুমি উহাদের বেগ অনুগমন করিয়া থাক। হে শোভনহনু! অশ্বগণ তোমাকে এই যজ্ঞে ধারণ করুক, তুমি, এই সুন্দররূপে অভিষুত কমনীয় সোম শীঘ্র পান কর।

৩। ঋত্বিক্‌গণ কল্যাণেচ্ছু ও স্তুতিপ্রিয় ইন্দ্রকে শ্রেষ্ঠত্ব ও দীর্ঘায়ুঃ লাভের জন্য গোসমূহ দ্বারা(১) ধারণ করেন। হে সোমবান্! তুমি সোম পান করতঃ হৃষ্ট হইয়া স্তোতাগণকে বহুবিধ গাভী প্রেরণ কর।

---

(২) এই ঋকে সায়নাচার্য্য বায়ু শব্দের অর্থ গমনশীল, নিযুত্বান্ শব্দের অর্থ সহায়বান্ ও বসু শব্দের অর্থ মরুৎ করিয়াছেন।

---

(১) মূলে "গোভিঃ" আছে "গোবিকারৈঃ গোদৈঃ।" সায়ণ। "With cattle."—*Wilson.*

৪। (আমাদের) এই অভিলাষ গো, অশ্ব ও দীপ্তিযুক্ত ধনদ্বারা পূর্ণ কর, এবং তদ্দ্বারা আমাদিগকে বিখ্যাত কর। হে ইন্দ্র! স্বর্গাদি সুখাভিলাষী কর্ম্মকুশল কুশিকনন্দন মন্ত্র দ্বারা তোমার স্তুতি করিয়াছে।

৫।* হে ইন্দ্র! তুমি অন্ন লাভকর, যুদ্ধে উৎসাহ দ্বারা প্রবৃদ্ধ, তুমি ধনবান্, প্রভূত ঐশ্বর্য্য সম্পন্ন, নেতৃশ্রেষ্ঠ, স্তুতিশ্রবণকারী, উগ্র, সংগ্রামে শত্রু-বিনাশী এবং ধনজেতা। আমরা আশ্রয় লাভের জন্য তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

---

৫১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। ইন্দ্র মনুষ্যদের পোষক, ধনবান্, উকৃথদ্বারা প্রশংসনীয়, বর্দ্ধমান্, বহুবার আহূত, মরণরহিত ও সুন্দর স্তুতি [illegible]ারা প্রত্যহ স্তূয়মান্; ইন্দ্রকে প্রভূত স্তুতিবাক্যে সর্ব্বতোভাবে স্তব করুক।

২। ইন্দ্র শত যজ্ঞবিশিষ্ট, জলবান্, মরু[illegible]গণযুক্ত, নেতা, অন্নদাতা, (শত্রুগণের) পুরীভেদক, (যুদ্ধে) শীঘ্রগামী, জলপ্রেরক, ধনদাতা, অভিভবিতা ও স্বর্গদাতা; ইন্দ্রের নিকট আমার [illegible] বাক্য সর্ব্বতোভাবে গমন করুক।

৩। শত্রুগণের বিনাশক ইন্দ্র যুদ্ধে [illegible]য়েন, তিনি পাপরহিত স্তুতি সকলকে সম্মানিত করেন, তিনি যজমা[illegible]গৃহে প্রীত হয়েন। (হে বিশ্বামিত্র)! মরুৎগণের সহিত অভিভবিতা ও [illegible]হন্তা ইন্দ্রকে স্তব কর।

৪। (হে ইন্দ্র)! তুমি মনুষ্যগণের নেতা ও বীর, বাধাপ্রাপ্ত ঋত্বিক্-গণ তোমাকে স্তুতিদ্বারা ও উকৃথদ্বারা বিশেষরূপে অর্চ্চনা করে। বহু কর্ম্ম-বিশিষ্ট ইন্দ্র বলের জন্য গমনোদ্যম করেন, পুরাতন এক মাত্র ইন্দ্র এই (অন্নের) ঈশ্বর, (তাঁহাকে) নমস্কার।

৫। মনুষ্যগণের মধ্যে ইন্দ্রের অনুশাসন নানা প্রকার। ইন্দ্রের (অনুশাসনক্রমে) পৃথিবী বহু ধন ধারণ করে, দ্যুলোক, ওষধি, জল, মনুষ্য, বন ও বৃক্ষ ধন রক্ষা করে।

৬। হে অশ্ববান্ ইন্দ্র! (ঋত্বিক্‌গণ) তোমার জন্য স্তোত্র, তোমার জন্য শস্ত্র যথার্থই ধারণ করিতেছেন, তাহা গ্রহণ কর। হে নিরাসয়িতা সখিভূত ইন্দ্র! তুমি ব্যাপ্ত, তুমি নূতন অন্ন গ্রহণ কর, স্তোতাকে অন্ন দান কর।

৭। হে মরুৎগণযুক্ত ইন্দ্র! তুমি যেরূপ শর্য্যাতির পুত্রের অভিষুত সোম পান করিয়াছিলে, সেইরূপ এই যজ্ঞে সোম পান কর। হে শূর! তোমার নির্বাধস্থানে স্থিত সুন্দর যজ্ঞ বিশিষ্ট কবিগণ হব্যদ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করে।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি সোমাভিলাষী, তুমি সখিভূত মরুৎগণের সহিত আমাদের এই যজ্ঞে অভিষুত সোম পান কর। হে পুরুহূত! তুমি জন্মগ্রহণ করিলেই তোমাকে সমস্ত দেবগণ মহৎ যুদ্ধের জন্য অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন।

৯। হে মরুৎগণ! ই[illegible] জল প্রেরণ বিষয়ে তোমাদের সখা। বল-দাতা (মরুৎগণ) ইন্দ্রকে [illegible]ট করিয়াছিলেন। বৃত্রহন্তা তাঁহাদের সহিত যজমানের গৃহে অভিষুত [illegible]োম পান করুন।

১০। হে ধনপতি [illegible]তিপ্রীয় ইন্দ্র! তুমি এই উদ্দেশানুক্রমে বল দ্বারা অভিষুত (সোম) [illegible] পান কর।

১১। হে ইন্দ্র! [illegible]মি [illegible]র [illegible]র জন্য যে সোম (অভিষুত) হইয়াছে, সেই অভিষুত সোমে [illegible] পুর[illegible] কর। তুমি সোমার্হ, সোম তোমাকে হৃষ্ট করুক।

১২। হে ইন্দ্র! [illegible] তোমার কুক্ষিদ্বয়ে ব্যাপ্ত হউক, উহা স্তোত্রের সহিত তোমার শরীরে ব্যাপ্ত হউক। হে শূর! ধনদানের জন্য উহা তোমার বাহুদ্বয়ে ব্যাপ্ত হউক।

---

৫২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! ভৃষ্ট যবযুক্ত, দধিমিশ্রিত, সক্তুযুক্ত, পিষ্টকযুক্ত(১) ও উকুথবিশিষ্ট আমাদের (সোম) প্রাতঃ সবনে গ্রহণ কর।

২। হে ইন্দ্র! পক্ক পুরোডাশ গ্রহণ কর, ভক্ষণে উদ্যম কর, তোমার উদ্দেশে হব্য সকল গমন করিতেছে।

৩। তুমি আমাদের পুরোডাশ ভক্ষণ কর এবং স্ত্রৈণ ব্যক্তি যেরূপ যুবতীকে সেবা করে, সেইরূপ তুমি আমাদের স্তুতি সেবা কর।

৪। হে প্রাচীন কাল হইতে প্রসিদ্ধ ইন্দ্র! তুমি প্রাতঃসবনে আমাদের পুরোডাশ গ্রহণ কর, ক[illegible] তোমার [illegible] মহৎ।

৫। হে ইন্দ্র! যে সময়ে [illegible] ঋষি, তিনি [illegible] চঞ্চলগতি, অতএব বৃষের ন্যায় আচরণকারী স্তোতা মন্ত্রদ্রষ্টা [illegible]শক; তি[illegible]ক প্রকর্ষরূপে স্তুতি করে, সেই মাধ্যন্দিন [illegible]নের ভৃষ্ট যব ও [illegible] সুদান [illegible]রোডাশ এই যজ্ঞে ভক্ষণ [illegible] ব্যবহার [illegible]।

৬। [illegible] বহুস্তো[illegible]গণস্তুত (ইন্দ্র)! তৃতীয়ক[illegible]ন আমাদের হুত ভৃষ্টযব ও পুরোডাশ (ভক্ষণ[illegible]) সম্মানিত কর। আমরা [illegible]ব্য বিশিষ্ট হইয়া ঋভুযুক্ত ও বাজযুক্ত হইয়া কবি ইন্দ্রকে স্তুতিদ্বারা পরিচর্য্যা করিব।

৭। আমরা পূষার সহিত যুক্ত হইয়া ইন্দ্রের জন্য দধিমিশ্রিত সক্তু প্রস্তুত করিয়াছি। আমরা অশ্বযুক্ত ইন্দ্রের জন্য ভৃষ্ট যব প্রস্তুত করিয়াছি। হে ইন্দ্র! মরুৎগণের সহিত যুক্ত হইয়া পিষ্টক ভক্ষণ কর। হে শূর বৃত্রহন্তা বিদ্বান্ ইন্দ্র! তুমি সোম পান কর।

৮। ইঁহাকে শীঘ্র ভৃষ্ট যব প্রদান কর। ইনি নেতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ-বীর, ইঁহাকে পুরোডাশ প্রদান কর। হে অভিভবিতা ইন্দ্র! তোমার উদ্দেশে প্রত্যহ একবিধ স্তুতি করা হইয়া থাকে, উহা সোম পানের জন্য তোমাকে প্রোৎসাহিত করুক।

(১) মূলে "ধান," "করম্ভ" ও "অপূপ" আছে। ২ [illegible]কে "পুরোডাশ" আছে।

৫৩ সূক্ত।

১ ঋকের ইন্দ্র ও পর্ব্বত দেবতা। ১৫ ও ১৬ ঋকের বাগ্দেবতা। ১৭, ১৮ ১৯, ২০ ঋকের রথাঙ্গ দেবতা। অবশিষ্টের ইন্দ্র দেবতা।
বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও পর্ব্বত(১)! তোমারা বৃহৎ রথে মনোহর, সুন্দর পুত্রবিশিষ্ট অন্ন আনয়ন কর। হে দ্যোতমান (ইন্দ্র ও পর্ব্বত)! তোমরা যজ্ঞেহব্য ভক্ষণ কর, হব্যদ্বারা হৃষ্ট হইয়া স্তুতি দ্বারা বর্দ্ধিত হও।

২। হে মঘবন্! (এই যজ্ঞে) কিছুকাল সুখে অবস্থান কর, চলিয়া যাইও না। যেহেতু সুন্দররূপে অভিষুত সোম দ্বারা আমি তোমার যাগ করিতেছি। হে শক্তিমান্! পুত্র যেরূপ মধুর বাক্যে পিতার বস্ত্র প্রান্ত গ্রহণ করে, আমি সেইরূপ সু[illegible] তোমার বস্ত্র প্রান্ত গ্রহণ করিতেছি।

৩। হে অধ্বর্য্যু! [illegible]ট করিয়া জিনে স্তুতি করিব, তুমি আমাকে উত্তর দান কর, আমরা দুইজনে [illegible] উদ্দেশে প্রীতিযুক্ত স্তোত্র করিব। তুমি যজমানের কুশোপরি উপ[illegible] কর। ইন্দ্রের উদ্দেশে উক্থ প্রশস্ত হউক।

৪। হে মঘবন্[illegible] জায়াই গৃহ(২), জায়াই যোনি(৩)। যোজিত অশ্বদ্বয় তোমাকে তথা[illegible]লইয়া যাউক। আমরা যে কোন সময়ে সোম অভিষুত করিব (সেই সময়েই যেন) দূত অগ্নি তোমার নিকট গমন করে।

৫। হে মঘবন্! (স্বগৃহে) চলিয়া যাও অথবা এই (যজ্ঞে) আগমন কর। হে ভ্রাতা! উভয় স্থলেই তোমার প্রয়োজন আছে(৪)। গৃহ গমনের জন্য মহৎ রথোপরি অবস্থান কর, অথবা হ্রেষারবকারী অশ্বকে বিমুক্ত করিয়া (এই যজ্ঞে অবস্থান কর)।

(১) সায়ণ "পর্ব্বত" শব্দের এখানে কোনও ব্যা[illegible]খ্যা দেন নাই, কিন্তু অন্য স্থানে দিয়াছেন। পর্ব্বত অর্থে পর্জ্জন্য দেব। ১[illegible], ১২২। ৩ ঋকের টীকা দেখ।

(২) "গৃহিণী গৃহং উচ্যতে ইতি [illegible]তেঃ।" সায়ণ।

(৩) "পুরুষস্য মিশ্রণ[illegible]"

(৪) গৃহে তোমার জ[illegible]স্থানং।" সায়ণ।

[illegible]য়া আছে, যজ্ঞে সোম আছে। সায়ণ।

৬। হে ইন্দ্র! সোম পান কর, (তৎপরে) গৃহে গমন কর, তোমার গৃহে কল্যাণকারিণী জায়া ও সুন্দর ধ্বনি আছে, গৃহ গমনের জন্য মহৎ রথোপরি অবস্থান কর, অথবা অশ্বকে বিমুক্ত করিয়া (এই যজ্ঞে অবস্থান কর)।

৭। এই ভোজগণ, বিরূপ অঙ্গিরাগণ অপেক্ষা অসুর আকাশের বীর পুত্রগণ(৫) বিশ্বামিত্রকে সহস্রসূযজ্ঞে(৬) ধন দান করতঃ (তাঁহার) জীবন বর্দ্ধিত করুন।

৮। মঘবা স্বকীয় শরীর হইতে মায়া করিয়া ভিন্ন২ রূপ ধারণ করেন। তিনি ঋতবান্ হইলেও অঋতুতে সোম পান করেন। তিনি স্বকীয় স্তুতি-দ্বারা আহূত হইয়া স্বর্গলোক হইতে মুহূর্ত্তমধ্যে (সবন) ত্রয়ে গমন করেন।

৯। বিশ্বামিত্র মহান্ ও ঋষি, তিনি দেবের জনয়িতা, ও দেবকর্ত্তৃক আকৃষ্ট(৭) এবং নেতৃগণের উপদেশক; তিনি জলবিশিষ্ট সিন্ধুর বেগ নিরুদ্ধ করিয়াছিলেন(৮)। তিনি যখন সুদাস (রাজার) যজ্ঞ করিয়াছিলেন, ইন্দ্র কুশিকবংশীয়দের সহিত প্রিয় ব্যবহার করিয়াছিলেন।

১০। হে মেধাবী, নেতৃগণের উপদেশক কুশিকগণ! প্রস্তর দ্বারা সোম অভিষুত হইলে পর তোমরা স্তুতিদ্বারা (দেবগণকে) হৃষ্ট করতঃ (শব্দায়মান্) হংসের ন্যায় মন্ত্র উচ্চারণ কর, দেবগণের সহিত মধুর সোমরস পান কর।

---

(৫) মূলে আছে "ইমে ভোজাঃ অঙ্গিরসঃ বিরূপা দিবঃ পুত্রাসঃ অসুরস্য বীরাঃ।" সায়ণ "ভোজাঃ" অর্থে "সৌদাসাঃ ক্ষত্রিয়াঃ" করিয়াছেন, "দিবঃ অসুরস্য" অর্থে দেবগণের অপেক্ষাও অধিক বলবান্ রুদ্র করিয়াছেন। তাঁহার বীর পুত্র, অর্থাৎ মরুৎগণ।

(৬) সায়ণ "সহস্রসাবে" অর্থ "অশ্বমেধে" করিয়াছেন।

(৭) "মূলে দেবজাঃ দেবজূতঃ" আছে। সায়ণ তেজের জনয়িতা ও তেজ কর্ত্তৃক আকৃষ্ট করিয়াছেন। "God-begotten (and) god-inspiring."—*Vedarthayatna.*

(৮) বিপাট্ ও শতুদ্রু নদীর সংযোগস্থল নিরুদ্ধ করিয়াছিলেন। সায়ণ। ৩।৩৩।৯ ঋকের টীকা দেখ।

১১। হে কুশিকগণ! তোমরা অশ্বের সমীপে গমন কর, অশ্বকে উত্তেজিত কর, ধনের জন্য সুদাসের অশ্বকে ছাড়িয়া দাও। রাজা (ইন্দ্র) বৃত্রকে পূর্ব্ব, পশ্চিম ও উত্তর দেশে বধ করিয়াছেন, অতএব (সুদাস রাজা) পৃথিবীর উত্তম স্থানে যজ্ঞ করুন।

১২। আমি দ্যাবাপৃথিবীদ্বারা ইন্দ্রকে স্তব করাইয়াছি, বিশ্বামিত্রের (আমার) এই স্তোত্র ভরতবংশীয়গণকে রক্ষা করুক।

১৩। বিশ্বামিত্র বংশীয়েরা বজ্রহস্ত ইন্দ্রকে স্তুতি করিয়াছে, তিনি আমাদিগকে ধনাঢ্য করুন।

১৪। কীকট সমূহের মধ্যে(৯) গাভী সকল তোমার কি করিবে? উহারা সোমের সহিত মিশ্রিত হইবার যোগ্য দুগ্ধ দান করে না, দুগ্ধ প্রদান দ্বারা পাত্রকেও দীপ্ত করে না। (উহাদিগকে) আমাদের নিকট আনয়ন কর, প্রমগন্দের ধন আনয়ন কর(১০)। হে মঘবন্! নীচবংশীয়দিগের ধন আমাদিগকে প্রদান কর।

১৫। জমদগ্নি দত্তা সসর্পরী(১১) অজ্ঞানকে বাধাদান করতঃ (আকাশে) প্রভূত শব্দ করিতেছেন। সূর্য্যের দুহিতা দেবগণের নিকট ক্ষয়রহিত অমৃতরূপ অন্ন বিস্তার করিতেছেন(১২)।

(৯) মূলে "কীকটেষু" আছে। "অনার্য্য নিবাসেষু জনপদেষু।" সায়ণ। "Kikata is usually identified with South Behar."—*Wilson.* "In the Rik Samhita, where the Kikatas—the ancient name of the people of Magadha—and their king Pramaganda are mentioned as hostile, we have probably to think of the aborigines of the country. . . . . It seems not impossible that the native inhabitants, being particularly vigorous, retained more influence in Magadha than elsewhere even after the country had been Brahminised, ... and that is how we have to account for the special sympathy and success which Budhism met with in Magadha."—Weber's *Indian Literature* (Translation), p. 79.

(১০) Weber বলেন প্রমগন্দ কীকটদিগের রাজার নাম। সায়ণ বলেন যে সুদ নিয়া টাকা দেয় তাহার নাম মগন্দ, তাহার অপত্য প্রমগন্দ।

(১১) জমদগ্নি অর্থে প্রজ্বালিতাগ্নি ঋষি। সসর্পরী অর্থে শব্দরূপ বাক্য। সায়ণ।

(১২) কথিত আছে সুদাস যজ্ঞে বশিষ্ঠের পুত্র শক্তি বিশ্বামিত্রের বল ও বাক্য হরণ করেন। জমদগ্নিগণ বাগ্দেবতাকে আনিয়া বিশ্বামিত্রকে প্রদান করেন।

১৬। পঞ্চশ্রেণী লোকের মধ্যে যে অন্ন আছে, সসর্পরী শীঘ্র তাহা আমাদিগকে অধিক পরিমাণে দান করুন। বৃদ্ধ জমদগ্নিগণ আমাদিগকে যে পক্ষ্যা দান করিয়াছেন, সেই (সূর্য্য দুহিতা) নূতন অন্ন দান করুন।

১৭। গোদ্বয় স্থির হউক, অক্ষ দৃঢ় হউক। দণ্ড যেন বিনষ্ট না হয়, যুগ যেন বিশীর্ণ না হয়। ইন্দ্র কীলকদ্বয়কে বিশীর্ণ হইবার পূর্ব্বে ধারণ করুন, হে অহিংসিত নেমিবিশিষ্ট (রথ)! তুমি আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর(১৩)।

১৮। হে ইন্দ্র! আমাদের শরীরে বল দান কর, আমাদের বলীবর্দ্দগণকে(১৪) বল দান কর। আমাদের পুত্রপৌত্রগণকে চিরজীবী হইবার জন্য বল দান কর। কারণ তুমি বলপ্রদ।

১৯। রথের খদির কাষ্ঠের সারকে দৃঢ় কর, রথের শিশম্পা কাষ্ঠকে দৃঢ় কর(১৫)। হে দৃঢ় ও আমাদের কর্ত্তৃক দৃঢ়ীকৃত অক্ষ! দৃঢ় হও, এই রথ হইতে আমাদিগকে ফেলিয়া দিও না।

২০। বনস্পতি (এই রথ) আমাদিগকে যেন ফেলিয়া না দেয়, যেন আঘাত না করে। আমাদের গৃহগমন পর্য্যন্ত মঙ্গল হউক, (রথের) বেগের অবসান পর্য্যন্ত মঙ্গল হউক, (অশ্বের) বিমোচন পর্য্যন্ত মঙ্গল হউক।

২১। হে শূর ধনবান্ ইন্দ্র! আমরা শত্রুহিংসক। আমাদিগকে প্রভূত ও শ্রেষ্ঠ আশ্রয়দান দ্বারা প্রীত কর। যে আমাদিগকে দ্বেষ করে, সে নিকৃষ্ট হইয়া পতিত হউক, আমরা যাহাকে দ্বেষ করি, প্রাণবায়ু তাহাকে পরিত্যাগ করুক।

---

(১৩) বিশ্বামিত্র, সুদাস রাজার যজ্ঞ সমাপন করিয়া গৃহে প্রত্যাগমন কালে রথাঙ্গ সকলকে স্তব করিতেছেন। সায়ণ।

(১৪) মূলে "অনড়ুৎসু" আছে। "To our vehicles."—*Wilson.*

(১৫) "Khadira, *Mimosa catechu*, of which the scholiast says the bolt of the axle is made, whilst the sisampa, *Dalbergia sisu*, furnishes wood for the floor: these are still timber trees in common use."—*Wilson.*

২২। পরশুদ্বারা বৃক্ষ যেরূপ তাপ প্রাপ্ত হয়, (সেইরূপ শত্রু তাপ প্রাপ্ত হউক), শিমুল ফুল যেরূপ অনায়াসে বিচ্ছিন্ন হয়, (সেইরূপ শত্রু বিচ্ছিন্ন শরীর হউক)। প্রহত, জলস্রাবী পাকস্থলী যেরূপ ফেন উদ্গীরণ করে, (সেইরূপ শত্রু মুখ হইতে ফেন উদ্গীরণ করুক)।

২৩। হে জনগণ! তোমরা অবসানকারী (বিশ্বামিত্রকে) জান না, (তপঃফল) লুব্ধকে পশুবৎ মনে করিয়া লইয়া যাইতেছ। প্রাজ্ঞ ব্যক্তি মূর্খব্যক্তিকে হাস্যাস্পদ করে না(১৬), অশ্বের সম্মুখে গর্দ্দভকে লইয়া যায় না।

২৪। হে ইন্দ্র! ভরতবংশীয়গণ (বশিষ্ঠগণের সহিত) পার্থক্যই জানে, একতা জানে না। সংগ্রামে (তাহাদের প্রতি) সহস্র শত্রুর ন্যায় অশ্ব প্রেরণ করে, ধনুর্ধারণ করে(১৭)।

---

৫৪ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বিশ্বামিত্রের পুত্র প্রজাপতি অথবা বাকের পুত্র প্রজাপতি ঋষি।

১। মহান্, যজ্ঞের উপপাদ্যমান ও স্তুতিযোগ্য (অগ্নির) উদ্দেশে সুখকর এই স্তোম পুনঃ পুনঃ উচ্চারণ করিতেছে। অগ্নি দমনকুশল তেজোযুক্ত হইয়া আমাদের (স্তুতি) শ্রবণ করুন, নিরন্তর দিব্য তেজোযুক্ত হইয়া আমাদের (স্তুতি) শ্রবণ করুন।

---

(১৬) অর্থাৎ বিদ্বান্ ব্যক্তি যেরূপ মূর্খ ব্যক্তির সহিত বিবাদ করে না, সেইরূপ বিশ্বামিত্রের ও বশিষ্ঠের সহিত বিবাদ করা উচিত নহে। সায়ণ। পুরাকালে বশিষ্ঠের লোক সকল, তপঃ ক্ষয়ের ভয়ে শাপ দানে নিবৃত্ত, মৌনাবলম্বী বিশ্বামিত্রকে বাঁধিয়া লইয়া গিয়াছিল। বিশ্বামিত্র তাঁহাদিগকে ইহা বলিতেছেন। সায়ণ।

(১৭) ভরতবংশীয়গণ অর্থাৎ বিশ্বামিত্র বংশীয়গণ। অনুক্রমণিকায় আছে যে এই শেষ ঋক্গুলি বশিষ্ঠবংশীয়গণের প্রতি অভিসম্পাত। নিরুক্তের টীকাকার বশিষ্ঠবংশীয়, সুতরাং তিনি এই ঋক্ সম্বন্ধে লিখিয়াছেন "যা বশিষ্ঠ দ্বেষি ঋক্ অহঙ্কা কাপিষ্ঠলো বাসিষ্ঠঃ আহঃ তাং ন নিত্র বীমি।" Roth এবং Max Muller বলেন ঋগ্বেদের অনেক হস্ত লিপিতে এই ঋক্ একেবারে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে।

২। মহতী দ্যাবাপৃথিবীর মাহাত্ম্য জানিয়া তাঁহাদিগকে অর্চ্চনা কর। আমার মনোরথ (তাঁহাদিগের) অভিলাষে বিচরণ করিতেছে। পূজাভিলাষী দেবগণ সকল মনুষ্যের যজ্ঞে দ্যাবাপৃথিবীর স্তোত্রে মত্ত হয়েন।

৩। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমাদের ঋত যথার্থ হউক। তোমরা আমাদের মহৎ যজ্ঞসমাপ্তি কার্য্যে সমর্থ হও। হে অগ্নি! দ্যুলোক ও পৃথিবীকে নমস্কার। আমি হব্যদ্বারা পরিচর্য্যা করিতেছি, আমি উত্তম ধন প্রার্থনা করিতেছি।

৪। হে সত্যযুক্ত দ্যাবাপৃথিবী! পুরাতন সত্যবাদী (মহর্ষিগণ) তোমাদিগের নিকট হইতে (অভিলষিত) লাভ করিয়াছিল। হে পৃথিবী! মনুষ্যগণ শূরপরিভবকর যুদ্ধে তোমাদের (মাহাত্ম্য) জানিয়া তোমাদিগের স্তব করে।

৫। কে সত্যকে জানে? কে উহা বলে? কোন্ পথ দেবতাদির নিকট লইয়া যায়? দেবগণের অধঃস্থান (অর্থাৎ দ্যুলোক স্থিত নক্ষত্রাদি) দেখা যায়, তাহা উৎকৃষ্ট দুর্জ্ঞেয় ব্রতে অবস্থিতি করে।

৬। কবি, মনুষ্যগণের দ্রষ্টা (সূর্য্য), এই (দ্যাবাপৃথিবীকে) সর্ব্বতোভাবে দর্শন করেন। জলের উৎপত্তি স্থান (অন্তরীক্ষে) হর্ষকারিণী, রসবতী, ও সমান কর্ম্ম দ্বারা ঐক্য ভাবাপন্না (দ্যাবাপৃথিবী) পক্ষীর কুলায়ের ন্যায় নানা স্থান অধিকার করিয়াছেন।

৭। সমান কর্ম্ম বিশিষ্টা, বিযুক্তা, দূরসীমাযুক্তা, ও বিনাশরহিত (দ্যাবাপৃথিবী) জাগরণশীল হইয়া অবিনাশী পদে (অন্তরীক্ষে) নিত্যতরুণী ভগিনীদ্বয়ের ন্যায় রহিয়াছেন। তাঁহারা দুই জনে পরস্পরকে মিথুন নামে ডাকিয়া থাকেন।

৮। তাঁহারা সমস্ত ভূতজাতকে বিভক্ত করিয়া রাখেন, এবং মহৎ দেবগণকে ধারণ করিয়াও ব্যথা পান না। স্থাবরজঙ্গমাত্মক সকলেই এক (আধারে) অবস্থিতি করে, সমস্ত পশুপক্ষী তথায় রহিয়াছে।

৯। আমি এক্ষণে মহৎ পিতার সেই সনাতন পুরাতন জ্ঞাতিত্ব চিন্তা করি(১)। তাঁহার বিস্তীর্ণ নির্জ্জন পথে স্তুতিকারী দেবগণ স্বীয় স্বীয় বাহনের সহিত অবস্থান করেন।

১০। হে দ্যাবাপৃথিবী! আমি এই স্তোম উচ্চারণ করিতেছি। কোমলোদর, অগ্নিজিহ্বাবিশিষ্ট, দীপ্তিমান্, নিত্যতরুণ, কবি ও স্বকর্ম্ম-কীর্ত্তনকারী মিত্র, বরুণ (প্রভৃতি) অদিতি পুত্রগণ শ্রবণ করুন।

১১। সুবর্ণপাণি, সুবাক্ সবিতা আকাশ হইতে যজ্ঞে সবনত্রয়ে আগমন করেন। হে সবিতা! তুমি স্তোতাগণের স্তোত্র গ্রহণ কর, তৎপরে আমাদিগকে সমস্ত অভিলষিত দান কর।

১২। সুকৃৎ, সুপাণি, ধনবান্, সত্যসংকল্প ত্বষ্টাদেব আশ্রয় দানের জন্য আমাদিগকে সেই সকল (অভিলষিত) দান করুন। হে ঋভুগণ! তোমরা পূষার সহিত যুক্ত হইয়া আমাদিগকে হৃষ্ট কর, যেহেতু (ঋত্বিকগণ) প্রস্তর উত্তোলন করতঃ যজ্ঞ করিতেছেন।

১৩। বিদ্যুৎ রথযুক্ত, আয়ুধবান্, দীপ্তিমান্, বিনাশক, যজ্ঞোৎপন্ন, সতত গমনশীল ও যজ্ঞার্হ, মরুৎগণ ও সরস্বতী (আমাদের স্তোত্র) শ্রবণ করুন। হে ত্বরান্বিত (মরুদ্‌গণ)! তোমরা পুত্রবিশিষ্ট ধন দান কর।

১৪। ধনের হেতুভূত উচ্চ ই স্তোত্র এবং শস্ত্র সকল এই যজ্ঞে বহুকর্ম্মা বিষ্ণুর নিকট গমন [illegible] (ভি) তিনি উরু বিক্রমী। পূর্ব্বকালিনা, যুবতী মাতাস্বরূপ(২) দিক্ সকল তাঁহাকে লঙ্ঘন করে না।

১৫। সর্ব্বসামর্থ্যসম্পন্ন ইন্দ্র দ্যাবাপৃথিবী, উভয়কেই, মহিমাদ্বারা পূর্ণ করিয়াছেন। হে ইন্দ্র! তুমি পুরভেদী, বৃত্রহন্তা ও শত্রুজয়শীল সেনাযুক্ত; তুমি পশু সংগ্রহ করতঃ আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে দান কর।

---

(১) সায়ণ এই অংশের একটু ভিন্ন রূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

(২) মূলে "পূর্ব্বীঃ যুবতয়ঃ জনিত্রীঃ" আছে। সায়ণ পূর্ব্বীঃ অর্থে বহু, যুবতয়ঃ অর্থে পরস্পর অসঙ্কীর্ণা এবং জনিত্রীঃ অর্থে সকলের জনয়িত্রী করিয়াছেন। "Primeval, creative wives."—*Muir.* "Many quarters of the globe (like) ever young mothers." বেদার্থ যত্ন।

১৬। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা বন্ধুদিগের (অভিলষিত) জিজ্ঞাসা করিয়া থাক, তোমরা আমার পালক হও। অশ্বিদ্বয়ের মিলন কমনীয়। তোমরা আমাদিগকে উত্তম ধন দান কর। তোমরা অতিরস্কৃত, তোমরা হব্যদাতাকে অনিন্দনীয় (কর্ম্ম) দ্বারা রক্ষা কর।

১৭। হে কবি দেবগণ! তোমাদের সেই মহৎ কর্ম্ম মনোহর, যে কর্ম্ম-দ্বারা তোমরা সকলে ইন্দ্র (লোকে) দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ। হে পুরুহূত (ইন্দ্র)! তুমি ঋভুগণের সহিত সখ্য ভাবাপন্ন। তোমরা এই স্তুতি আমাদের ধন লাভের জন্য স্বীকার কর।

১৮। অর্য্যমা, অদিতি, যজ্ঞার্হ (দেবগণ) এবং অহিংসিতকর্ম্মা বরুণ আমাদিগকে (রক্ষা করুন), আমাদের মার্গ হইতে পুত্রগণের অকল্যাণ দূর করুন। আমাদের গৃহ পশুযুক্ত ও অপত্যবিশিষ্ট হউক।

১৯। বহুস্থানে নিহিত ও দেবগণের দূত (অগ্নি) আমাদিগকে সর্ব্বত্র নিরপরাধী বলুন। পৃথিবী, দ্যুলোক, জল সমূহ, সূর্য্য, ও নক্ষত্রপূর্ণ বিশাল অন্তরীক্ষ আমাদিগের (স্তুতি) শ্রবণ করুন।

২০। অভীষ্টবর্ষী (মরুৎগণ) এবং নিশ্চল পর্ব্বতগণ হব্যদ্বারা হৃষ্ট হইয়া আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন। আদিত্যগণের সহিত অদিতি আমাদের স্তুতি শ্রবণ করুন। মরুৎগণ আমাদিগকে কল্যাণকর সুখ দান করুন।

২১। আমাদের পথ সর্ব্বদা সুগম ও অন্নযুক্ত হউক; হে দেবগণ! তোমরা জলদ্বারা ওষধিগণকে সংসিক্ত কর। হে অগ্নি! তুমি সখা হইলে আমার ধন যেন বিনষ্ট না হয়, আমি যেন ধন ও বহুল অন্নযুক্ত স্থান প্রাপ্ত হই।

২২। হে অগ্নি! হব্য আস্বাদন কর, অন্ন সম্যকরূপে প্রকাশ কর, অন্ন আমাদের অভিমুখীন কর, সংগ্রামে সেই সমস্ত শত্রুগণকে জয় কর, প্রফুল্ল মনে আমাদের দিন সকল প্রকাশ কর।

---

৫৫ সূক্ত।

বিশ্ব দেবগণ দেবতা। প্রজাপতি ঋষি।

১। উষা যখন পূর্ব্বেই প্রকাশিত হয়েন, তখন অবিনাশী, মহান্ (সূর্য্য) জলের(১) স্থানে উৎপন্ন হয়েন, যজমান দেবগণের সমীপে শীঘ্র ব্রত সকল (উপস্থিত করেন)। দেবগণের মহৎ বল একই(২)।

২। হে অগ্নি! এক্ষণে দেবগণ যেন আমাদিগকে হিংসা না করে, দেবপদভাক্ পূর্ব্ব পুরুষগণ যেন আমাদিগকে হিংসা না করে, কেতু (সূর্য্য) পুরাতন দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে উদিত হইতেছেন। দেবগণের মহৎ বল একই।

৩। আমার বিবিধ অভিলাষ বিবিধ দিকে গমন করিতেছে, আমি যজ্ঞের উদ্দেশে পুরাতন (স্তোত্র) সকল প্রদীপ্ত করিতেছি, অগ্নি সমিদ্ধ হইলে পর, আমরা কেবল সত্যই বলিব। দেবগণের মহৎ বল একই।

৪। সর্ব্বসাধারণের [illegible] বহু প্রদেশে স্থাপিত হয়েন, তিনি বেদিতে শয়ন করেন, বনমধ্যে(৩) বিভক্ত হন। অন্য (দ্যুলোক) বৎসভূত (সোম বা অগ্নিকে বৃষ্টিদ্বারা) [illegible] করেন, মাতা (পৃথিবী) ধারণ করেন। দেবগণের মহৎ বল [illegible]

৫। অগ্নি (অথবা সূর্য্য), জীর্ণ (ওষধি সকলের) মধ্যে বর্ত্তমান থাকিয়া, নব্যা (ওষধি সকলের) মধ্যে অবস্থিতি করিয়া, পরে তরুণী (ওষধি) সকলের

(১) সমুদ্রে অথবা অন্তোদেশে। সায়ণ

(২) এই সূক্তের প্রত্যেক ঋকের শেষে এই কথা গুলি আছে, "মহৎ দেবানাং অসুরত্বং একং।"

"দেবানাং একং মুখ্যং অসুরত্বং . . . . প্রাবল্যং মহৎ ঐশ্বর্য্যং।" সায়ণ। "Great and unequalled is the might of the gods."—*Wilson.* "Grande et souveraineest l'energie des dieux."—*Langlois.* "The great divinity of the gods is *one.*"—*Max Muller.* "The divine power of the gods is unique."—*Muir.* "That is one great act of the mighty gods."—*Vedarthayatna.*

(৩) সোম অথবা অগ্নি রাজা। সায়ণ। অগ্নিপক্ষে অরণি সকলের মধ্যে এবং সোম পক্ষে চমস সকলের মধ্যে। সায়ণ।

মধ্যে বাস করেন। অজাতগর্ভা (ওষধিগণ) গর্ভবতী হইয়া ফল প্রসব করে। দেবগণের মহৎ বল একই।

৬। দ্বিমাতা(৪) (সূর্য্য) পশ্চিমদিকে শয়ন করেন, কিন্তু (উদয় কালে) সেই বৎস (সূর্য্য) অপ্রতিবদ্ধ গতিতে বিচরণ করেন। এই সকল মিত্র ও বরুণের কর্ম্ম। দেবগণের মহৎ বল একই।

৭। দ্বিমাতা, যজ্ঞের হোতা ও সম্রাট্ (অগ্নি) অগ্রে (আকাশে সূর্য্য-রূপে) বিচরণ করেন। তিনি সকলের মূলভূত হইয়া ভূমিতে বাস করেন। রমণীয় বাক্যুক্ত (স্তোতাগণ) (রমণীয় স্তোত্র) করিতেছেন। দেবগণের মহৎ বল একই।

৮। যুদ্ধকারী শূরব্যক্তির অভিমুখে আগমনকারী (শত্রুসৈন্যকে) যেরূপ পরাঙ্মুখ হইতে দেখা যায়, সেইরূপ সমীপবর্ত্তী অগ্নির অভিমুখে আগমনকারী ভূতজাতকে পরাঙ্মুখ হইতে দেখা যায়। অগ্নির মধ্যে জলের বিনাশক দীপ্তি আছে। দেবগণের মহৎ বল একই।

৯। পালয়িতা দূত (অগ্নি) ঐ সকল (ওষধি) মধ্যে ব্যাপ্ত রহিয়াছেন, তিনি মহান্, তিনি সূর্য্যের সহিত দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে বিচরণ করেন। তিনি নানাবিধ রূপ ধারণ করতঃ আমাদিগকে দর্শন করেন। দেবগণের মহৎ বল একই।

১০। রক্ষক বিষ্ণু(৫) প্রিয়তম, অক্ষয় তেজঃ ধারণ করতঃ পরম স্থান রক্ষা করেন। অগ্নি সমস্ত ভূতজাতকে জানেন। দেবগণের মহৎ বল একই।

১১। মিথুনভূত (অহঃ ও রাত্রি) নানাবিধরূপ ধারণ করেন। কৃষ্ণ-বর্ণা ও শুক্লবর্ণা যে ভগিনীদ্বয়, তাঁহাদের এক জন দীপ্তিশালী ও অন্য জন কৃষ্ণবর্ণা। দেবগণের মহৎ বল একই।

---

(৪) দ্যুলোক ও পৃথিবী যাঁহার জননী, অথবা যিনি লোকদ্বয়কে নির্ম্মাণ করিয়াছেন। সায়ণ।

(৫) সায়ণ এখানে বিষ্ণু শব্দকে অগ্নির বিশেষণ করিয়া ব্যাপ্ত অর্থ করিয়াছেন, কিন্তু বেদার্থ যত্ন ও Muir বিষ্ণু দেবতা অর্থই করিয়াছেন। "ধামানি দধানঃ" অর্থে এখানে সায়ণ "তেজাংসি দধানঃ" করিয়াছেন। এই অর্থই ঠিক এবং ১।২২।১৬ ঋকে আমি ধাম শব্দের কিরণ অর্থ করিয়াছি। তথায় সায়ণ ধাম অর্থে সপ্তছন্দ করিয়াছেন।

১২। মাতা (পৃথিবী) ও দুহিতা (দ্যুলোক) স্বরূপ ক্ষীরদায়িনী ধেনুদ্বয়, যে অন্তরীক্ষে পরস্পর সঙ্গত হইয়া পরস্পরকে রস পান করাইতেছেন, জলের স্থানভূত সেই অন্তরীক্ষের মধ্যস্থিত (দ্যাবাপৃথিবীকে) আমি স্তব করিতেছি। দেবগণের মহৎ বল একই।

১৩। (দ্যুলোক) অন্যা (পৃথিবীর) বৎস (অগ্নিকে) লেহন করতঃ ধ্বনি করে। দ্যুরূপা ধেনু পৃথিবীকে জলশূন্য করিয়া স্বীয় উধঃপ্রদেশ পূর্ণ করে, সেই পৃথিবী আদিত্যের জল দ্বারা সিক্ত হয়। দেবগণের মহৎবল একই।

১৪। পৃথিবী নানাবিধ শরীর পরিধান করেন, তিনি উন্নত হইয়া সার্দ্ধ সম্বৎসর বয়সের বৎসকে(৬) লেহন করতঃ অবস্থান করেন। আমি সূর্য্যের স্থান জানিয়া পরিচর্য্যা করিতেছি। দেবগণের মহৎ বল একই।

১৫। পদদ্বয়ের ন্যায় দর্শনীয় (অহোরাত্রি) (দ্যাবাপৃথিবীর) মধ্যে স্থাপিত আছে। তাহাদের মধ্যে একজন গূঢ় আর একজন আবির্ভূত। ইহাদের পরস্পর মিলন পথ (কাল) পুণ্যকারী ও অপুণ্যকারী উভয়কেই প্রাপ্ত হয়। দেবগণের মহৎ বল একই।

১৬। শিশুরহিতা (নভঃপ্রদেশে) শয়ানা, অক্ষীণরসা, ক্ষীরপ্রসবিনী যুবতী ও সর্ব্বদা নূতনা ধেনুসকল (দিক্‌সকল বা মেঘসকল) কম্পিত হউক। দেবগণের মহৎ বল একই।

১৭। অভিষ্টবর্ষী (ইন্দ্র), কোন কোন (দিকে) অন্তান্ত (মেঘের) শব্দ করেন, অন্যান্য (দিকে) সমূহে জল বর্ষণ করেন। তিনি জল ক্ষেপণবান্, তিনি সকলের ভজনীয়, তিনি রাজা। দেবগণের মহৎ বল একই।

১৮। হে জন সকল! আমরা শূর (ইন্দ্রের) সুন্দর অশ্বসমূহের কথা বলিতেছি। দেবগণ উহা জানেন। তাহারা ছয়টি অথবা পাঁচটী করিয়া যোজিত হইয়া তাঁহাকে বহন করে(৭) দেবগণের মহৎ বল একই।

---

(৬) মূলে "ত্র্যবিং" আছে। দেড় বৎসরের বৎসকে ত্র্যবি বলে। অতএব দেড় বৎসরের সূর্য্য অথবা ত্রিলোককে ব্যাপ্তকারী সূর্য্য। সায়ণ।

(৭) এখানে ইন্দ্র কালাত্মক ও অশ্বগণ ঋতু সকল। হেমন্ত, শীত এই দুই ঋতু এক হইলে পাঁচ ঋতু। সায়ণ।

১৯। সকলের প্রেরক, নানাবিধ রূপবিশিষ্ট ত্বষ্টাদেব বহু প্রকারে পুত্র উৎপাদন করেন ও পালন করেন। এই সমস্ত ভুবন তাঁহার। দেবগণের মহৎ বল একই।

২০। তিনি মহতী পরস্পর সঙ্গত দ্যাবাপৃথিবীকে (পশুপক্ষী) যুক্ত করিয়াছেন। তাঁহারা উভয়ে ইন্দ্রের তেজঃ দ্বারা ব্যাপ্ত। তিনি বীর, তিনি শত্রুর ধন গ্রহণে বিখ্যাত, দেবগণের মহৎ বল একই।

২১। বিশ্বধাতা আমাদের রাজা (ইন্দ্র) এই পৃথিবী ও অন্তরীক্ষের সমীপে হিতকারী মিত্রের ন্যায় বাস করেন। বীর (মরুৎগণ) ইন্দ্রের অগ্রে (যুদ্ধে) গমন করেন এবং তাঁহার গৃহে বাস করেন। দেবগণের মহৎ বল একই।

২২। হে ইন্দ্র! ওষধি সকল তোমা কর্তৃক সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়, জল তোমা হইতে (নির্গত হয়)। পৃথিবী তোমার জন্য ধন ধারণ করেন। আমরা তোমার সখা। আমরা যেন তোমার ধনের ভাগী হইতে পারি। দেবগণের মহৎ বল একই(৮)।

---

(৮) (এই সূক্তে ঋষি প্রকৃতির কার্য্য পরম্পরার মধ্যে অনেকটা ঐক্য বুঝিতে পারিয়া, দেবগণের কার্য্যের ঐক্য ও ঐশ্বরিক বলের একতা অনুভব করিতে সক্ষম হইয়াছেন। অগ্নি বেদিতে বিরাজ করেন, বনে প্রজ্বলিত হয়েন, আকাশে উৎপন্ন হয়েন, পৃথিবীতে বিকাশিত হয়েন, (৪ ঋক); তিনি তাপরূপে শস্য উৎপাদন করেন, (৫ ঋক); সূর্য্যরূপে পশ্চিমদিকে অস্ত গিয়া পূর্ব্বদিকে উদয় হয়েন; (৬ ঋক), আকাশে বিচরণ করেন, ভূমিতে বাস করেন, (৭ ঋক); দিবা ও রাত্রি পরস্পরে সঙ্গত হইয়া আসিতেছে ও যাইতেছে, (১১ ঋক); আকাশ ও পৃথিবী পরস্পরকে বৃষ্টি ও বাষ্পরূপে রস দান করিতেছে, (১২ ঋক); এবং যে নৈসর্গিক নিয়মে একদিকে বজ্র হইতেছে, সেই নিয়মে অন্যদিকে বৃষ্টি হইতেছে, (১৭ ঋক); একই নির্ম্মাণ কর্ত্তা মনুষ্য ও পশু পক্ষীকে সৃষ্টি করিয়াছেন, (১৯, ২০ ঋক); তিনিই শস্য উৎপাদন করেন, বৃষ্টিদান করেন, ধন ধান্য উৎপন্ন করেন, (২২ ঋক); প্রকৃতির অনন্ত কার্য্য পরম্পরাকেই ভিন্ন২ দেবের নামে স্তুতি করা হয়, সেই কার্য্য পরম্পরার একতা দেখিয়া ঋষি বলিতেছেন, দেবগণের কার্য্য সমূহ ভিন্ন নহে, তাঁহাদিগের দৈব ক্ষমতা, ঐশ্বরিক বল একই। মনুষ্য হৃদয়ে এই রূপেই প্রকৃতির এক নিয়ন্তা, এক ঈশ্বরের অনুভব উদয় হয়।)

চতুর্থ অধ্যায়।

৫৬ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। প্রজাপতি ঋষি।

১। মায়াবীগণ দেবগণের প্রসিদ্ধ প্রথম স্থির কর্ম্ম সকলের বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না, ধীরগণও পারে না। দ্রোহরহিত (দ্যাবাপৃথিবী) প্রজাগণের সহিত (তাহার) বিঘ্ন উৎপাদন করিতে পারে না। অচল পর্ব্বতগণকে অবনত করিতে পারা যায় না।

২। একটি স্থায়ী (বৎসর) ছয়টী ভার (ঋতু) ধারণ করে। গাভী সকল (রশ্মি সকল) সত্য ও প্রবৃদ্ধ ([illegible]াত্মক সম্বৎসরে) মিলিত হয়। চঞ্চল লোকত্রয় উপরি উপরি বর্ত্তমান রহিয়াছে, দুইটী (স্বর্গ ও অন্তরীক্ষ) গুহায় নিহিত, একটি (পৃথিবী) দেখিতে পারা যায়।

৩। তিন বক্ষবিশিষ্ট, তিন উধঃবিশিষ্ট বিশ্বরূপ, বহু প্রকার ও প্রজাবান্ এবং ত্রিগুণযুক্ত মহিমাবান্ বৃষভ আসিয়াছে। সেই বৃষভ সকলের জন্য রেতঃ ধারণ করে(১)।

৪। (সম্বৎসর) এই সকল (ওষধির) সমীপে ইহাদিগের পদবীস্বরূপ জাগরিত হইয়াছে। আমি আদিত্যগণের(২) মনোহর নাম উচ্চারণ করিতেছি। স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র পথে চলিত, দ্যুতিমান্ জলসমূহ উহাকে প্রীত করে, আবার পরিত্যাগ করে(৩)।

---

(১) সায়ণ বলেন বৃষভ অর্থে বর্ষা সংবৎসর। তিনটি বক্ষঃস্থল, গ্রীষ্ম, বর্ষা, শীত। তিনটি উধঃ বসন্ত, শরৎ, হেমন্ত। প্রজা শব্দের অর্থ শস্য। তিনগুণ, উষ্ণ, বর্ষা, শীত। সকলের জন্য রেতঃ ধারণ করে, অর্থাৎ শস্যাদিকে জল দান করে।

(২) সায়ণ আদিত্য শব্দের অর্থ করিয়াছেন মাস, বলিয়াছেন "আদিত্যা মাসাঃ সংখ্যা সাম্যাৎ।"

(৩) অর্থাৎ জল বর্ষার চারি মাস সম্বৎসরের নিকট থাকে, অবশিষ্ট আট মাস তাহার নিকট থাকে না। সায়ণ।

৫। হে নদীগণ! কবিগণের (অর্থাৎ দেবগণের) ত্রিগুণিত ত্রিসংখ্যক স্থান আছে। ত্রিমাতা(৪) সম্বৎসর যজ্ঞের সম্রাট্। জলবতী অন্তরীক্ষ-চারিণী তিন যোষিৎ(৫) যজ্ঞে দিবসে তিন বার (অর্থাৎ তিন সবনে) আগমন করেন।

৬। হে সবিতা! দ্যুলোক হইতে (আগমন করতঃ) প্রত্যহ তিনবার করিয়া আমাদিগকে বরণীয় ধন প্রদান কর। হে ত্রাতা ভগ! আমাদিগকে দিবসের মধ্যে তিনবার তিন ধাতুর(৬) ধন ও গোধন প্রদান কর। হে ধিষণা! আমাদিগের যাহাতে ধন লাভ হয় তাহা কর।

৭। সবিতা যেন দিনে তিনবার ধন প্রদান করেন। কল্যাণপাণি রাজা মিত্রাবরুণ, দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরীক্ষ (ইঁহারা সকলে) সবিতার বদান্যতা হইতেই রত্নলাভের আশা করেন।

৮। উত্তম, বিনাশরহিত ও দীপ্তিমান্ (স্থানের) সংখ্যা তিন। অসুরের(৭) তিনপুত্র(৮) শোভা[illegible] হইতেছেন। যজ্ঞবান্, শীঘ্রগামী, অহিংসনীয় দেবগণ দিনে তিনবার যজ্ঞে আগমন করুন।

---

৫৭ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। বিবেকশালী (ইন্দ্র) গোপহীনা, একাকিনী, (গোষ্ঠে) বিহারিণী ধেনুর ন্যায় আমার এই স্তুতি অবগত হউন। উহাকে (ইচ্ছা করিলে) তৎক্ষণাৎ প্রভুত অন্ন দোহন করা যায়। অতএব ইন্দ্র ও অগ্নি উহার প্রশংসা করুন।

---

(৪) অর্থাৎ তিন লোকের নির্ম্মাতা। সায়ণ। "The son of three mothers." বেদার্থ যত্ন।

(৫) ইলা, সরস্বতী ও ভারতী। সায়ণ।

(৬) পশু, কনক, রত্ন। সায়ণ

(৭) কালাত্মক সম্বৎসরের। সায়ণ।

(৮) অগ্নি, বায়ু সূর্য্য। সায়ণ।

২। ইন্দ্র, পূষা, এবং অভীষ্টবর্ষী কল্যাণপাণি (মিত্রাবরুণ) প্রীত হইয়া সম্প্রতি অন্তরীক্ষশায়ী মেঘকে অন্তরীক্ষ হইতেই দোহন করিতেছেন। হে নিবাসপ্রদ বিশ্বদেবগণ! তোমরা এই (বেদিতে) বিহার কর, আমরা যেন তোমাদের প্রদত্ত সুখ প্রাপ্ত হইতে পারি।

৩। যে জামিগণ(১) জলবর্ষী (ইন্দ্রের) শক্তি বাঞ্ছা করে, তাহারা নম্র হইয়া ইন্দ্রের গর্ভাধান শক্তি অবগত হয়। ফলাভিলাষী ধেনুগণ (অর্থাৎ ওষধি সকল), নানারূপধারী পুত্রের (অর্থাৎ ব্রীহি যব নীবারাদি শস্যের) অভিমুখে বিচরণ করে।

৪। যজ্ঞে প্রস্তর ধারণ করিয়া আমি সুন্দর রূপবিশিষ্ট দ্যাবাপৃথিবীকে স্তুতি দ্বারা প্রীত করিতেছি। হে অগ্নি! তোমার অতিশয় কমনীয়, বরণীয় দীপ্তি সকল মনুষ্যদের জন্য ঊর্দ্ধমুখ হইতেছে।

৫। হে অগ্নি! তোমার যে মধুমতী প্রজ্ঞাশালিনী জিহ্বা অত্যন্ত ব্যাপ্তিবিশিষ্ট হইয়া দেবগণের প্রতি প্রেরিত হয়, তাহা দ্বারা তুমি সমস্ত যজনীয় (দেবগণকে) আমাদের রক্ষার জন্য এই খানে উপবেশন করাও এবং তাহাদিগকে হর্ষকর সোম পান করাও।

৬। হে দ্যুতিমান্ অগ্নি! তোমার যে অনুগ্রহ বুদ্ধি (আমাদিগকে ছাড়িয়া) অন্যত্র যায় না, সেই অনুগ্রহ বুদ্ধি মেঘের ধারার ন্যায় আমাদিগকে আপ্যায়িত করুক। হে নিবাসপ্রদ জাতবেদা! আমাদিগকে সেই অনুগ্রহ বুদ্ধি প্রদান কর, বিশ্বজনের হিতকর অনুগ্রহ বুদ্ধি আমাদিগকে প্রদান কর।

---

৫৮ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। ধেনু (ঊষা) পুরাতন অগ্নির জন্য কমনীয় (দুগ্ধ) দোহন করিতেছেন। দক্ষিণার পুত্র (সূর্য্য) মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন, পরে শুভ্রদীপ্তি দিবস দ্যোতমান (সূর্য্যকে) বহন করিয়া আসিতেছে। অশ্বিদ্বয়ের স্তোতা ঊষার পূর্ব্বে জাগরিত হইতেছে।

---

(১) ওষধি সকল। সায়ণ। "Those sisters."—বেদার্থ যত্ন।

২। হে অশ্বিদ্বয়! উত্তমরূপে যোজিত অশ্বদ্বয় সত্যরূপ (রথে) তোমাদিগকে বহন করিতেছে। (পুত্র) পিতার জন্য যেরূপ উন্মুখ হয়, যজ্ঞগণ সেইরূপ তোমাদের জন্য উন্মুখ হইয়া রহিয়াছে। আমাদের নিকট হইতে পণির বুদ্ধি বিশেষরূপে নাশ কর। আমরা তোমাদের জন্য হবিঃ প্রস্তুত করিতেছি, তোমরা (আগমন কর)।

৩। হে অশ্বিদ্বয়! সুন্দর চক্রবিশিষ্ট রথে (আরোহণ করতঃ) উত্তমরূপে যোজিত অশ্বদ্বারা (বাহিত হইয়া) তোমরা স্তুতিকারীর এই শ্লোক শ্রবণ কর। হে অশ্বিদ্বয়! পুরাতন মেধাবীগণ কি বলেন নাই, যে তোমরা দুর্গতিহানির বিরুদ্ধে গমন কর?

৪। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা (আমার স্তুতি) অবগত হও এবং অশ্বগণের সহিত আগমন কর। সমস্ত লোকে তোমাদের আহ্বান করিতেছে, তাহারা বন্ধুর ন্যায় তোমাদিগকে দুগ্ধমিশ্রিত হর্ষকর সোম প্রদান করিতেছে। সূর্য্য অগ্রে উদয় হইতেছেন।

৫। হে অশ্বিদ্বয়! নানা দেশকে তিরস্কৃত করিয়া দেবযান পথে এই স্থলে আগমন কর। তোমরা ধনবান্, তোমাদের স্তোত্র উদেযাধিত হইতেছে, তোমাদের জন্য মধুর আধার সকল (সজ্জিত হইয়াছে)।

৬। হে অশ্বিদ্বয়! তোমাদের পুরাতন সখ্য বাঞ্ছনীয় ও মঙ্গল কর। হে নেতৃদ্বয়! জহ্নাবীতে(১) তোমাদের ধন আছে। তোমাদের সুখকর সখ্য পুনঃ২ প্রাপ্ত হইয়া আমরা তোমাদের সমান হইয়াছি। আমরা হর্ষকর সোমদ্বারা তোমাদিগকে শীঘ্র ও যুগপৎ হৃষ্ট করিব।

৭। অক্ষীণ, সোমপায়ী, সুদক্ষ, নিত্যতরুণ ও অসত্যরহিত এবং সুদানশীল অশ্বিদ্বয় বায়ু ও বিদ্যুৎগণের সহিত মিলিত হইয়া দিবসের শেষে সোম পান করুন।

৮। হে অশ্বিদ্বয়! প্রচুর হবিঃ তোমাদের নিকট গমন করিতেছে, দোষশূন্য কর্ম্মকুশল স্তোতৃগণ স্তুতিদ্বারা তোমাদের পরিচর্য্যা করিতেছে।

---

(১) জহ্নুকুলজা। সায়ণ।

"It might imply the Ganges, Jáhnaví, if we had reason to suppose the legend of her origin from Jahnu was known to the Vedas."—*Wilson.*

স্তোতৃগণ কর্তৃক আকৃষ্ট, জলপ্রদ রথ সদা দ্যাবাপৃথিবীর অভিমুখে গমন করিতেছে।

৯। হে অশ্বিদ্বয়! অত্যন্ত মধুর রসবিশিষ্ট (সোম) মিশ্রিত হইয়াছে, পান কর, ও যজ্ঞশালায় প্রবেশ কর। তোমাদের পুনঃ২ ধনদানকারী রথ সোমাভিষবকারীর সংস্কৃত গৃহে আগমন করিতেছে।

---

৫৯ সূক্ত।

মিত্র দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। মিত্র স্তুত হইয়া লোক সকলকে (কার্য্যে) প্রবর্ত্তিত করিতেছেন। মিত্র পৃথিবী এবং দ্যুলোক ধারণ করিয়া আছেন, মিত্র অনিমেষনেত্রে লোক সকলের দিকে চাহিয়া আছেন। মিত্রের উদ্দেশে ঘৃতবিশিষ্ট হব্য প্রদান কর।

২। হে আদিত্য মিত্র! যে মনুষ্য ব্রতানুসারে তোমাকে হব্য প্রদান করে, সে অন্নবান্ হউক। তুমি যাহাকে রক্ষা কর, তাহাকে কেহ বিনাশ করিতে বা অভিভব করিতে পারে না। পাপ দূর হইতে অথবা নিকট হইতে সে ব্যক্তিকে স্পর্শ করিতে পারে না।

৩। আমরা রোগবর্জ্জিত, ও অন্নলাভে হৃষ্ট হইয়া পৃথিবীর বিস্তীর্ণ প্রদেশে জানু পাতিয়া(১) সর্ব্বত্রগামী আদিত্যের ব্রতের নিকট অবস্থিতি করিতেছি। মিত্র যেন আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেন।

৪। এই মিত্র প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, ইনি নমস্কারযোগ্য সুন্দর মুখবিশিষ্ট রাজা ও অত্যন্ত বলবিশিষ্ট এবং সকলের বিধাতা। ইনি যজ্ঞার্হ, আমরা যেন ইঁহার অনুগ্রহ ও কল্যাণকর বাৎসল্য লাভ করিতে পারি।

---

(১) মূলে "মিতজ্ঞবঃ বরিমন্ আ পৃথিব্যাঃ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "পৃথিব্যাঃ বরিমন্ বিস্তীর্ণে প্রদেশে মিতজ্ঞবঃ মিতজানুকাঃ আ যথাকামং সর্ব্বত্র গচ্ছন্তঃ।"

৫। আদিত্য মহান্, তিনি সকল লোকের প্রবর্ত্তক, নমস্কারদ্বারা তাঁহার উপাসনা করা উচিত। তিনি স্তুতিকারীর প্রতি প্রসন্নমুখ। স্তুতিযোগ্য মিত্রের প্রীতিকর এই হব্য অগ্নিতে অর্পণ কর।

৬। মনুষ্যগণের পালক মিত্রদেবের অন্ন ও ভজনীয় ধন অত্যন্ত কীর্ত্তিযুক্ত।

৭। যে মিত্র নিজ মহিমায় দ্যুলোক অভিভূত করিয়াছেন, তিনি কীর্ত্তিযুক্ত হইয়া পৃথিবীকে প্রচুর অন্নবিশিষ্টা করিয়াছেন।

৮। পঞ্চজন, শত্রুজয়ক্ষম বলবিশিষ্ট মিত্রের উদ্দেশে হব্য প্রদান করিতেছেন, তিনি সমস্ত দেবগণকে ধারণ করিতেছেন।

৯। মিত্র, দেব ও মনুষ্যদিগের মধ্যে যে ব্যক্তি কুশচ্ছেদ করিয়াছে, তাহাকে কল্যাণকর অন্ন প্রদান করেন।

---

৬০ সূক্ত।

ঋভুগণ দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে ঋভুগণ! তোমাদের কর্ম্ম সকলেই জানে, হে মনুষ্যগণ! তোমরা সুধন্বার পুত্র, তোমরা যে সকল কর্ম্মদ্বারা শত্রুপরাভবোপযুক্ত তেজোবিশিষ্ট হইয়া যজ্ঞীয় ভাগ প্রাপ্ত হইয়াছ, (যজ্ঞভাগ) কামনা কালে তোমরা সেই সকল কর্ম্ম জানিতে পারিয়াছিলে।

২। হে ঋভুগণ! তোমরা যে শক্তি দ্বারা চমসকে বিভক্ত করিয়াছিলে, যে প্রজ্ঞাবলে গোশরীরে চর্ম্ম যোজনা করিয়াছিলে, যে মনীষাদ্বারা ইন্দ্রের অশ্বদ্বয়কে নির্ম্মাণ করিয়াছিলে, সেই সকলের দ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছ।

৩। মনুষ্যের নপ্তা ঋভুগণ যাগাদিকর্ম্ম করিয়া ইন্দ্রের সখিত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং প্রাণ ধারণ করিয়াছিলেন। সুধন্বার পুণ্যকার্য্যকারী পুত্রগণ কর্ম্মবলে ও যজ্ঞাদি বলে ব্যাপ্ত হইয়া অমৃতত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন।

৪। হে ঋভুগণ! তোমরা ইন্দ্রের সহিত একরথে সোমাভিষব স্থানে গমন কর। পরে মনুষ্যগণের স্তুতি গ্রহণ কর। হে ফলবাহক সুধন্বার

পুত্রগণ! তোমাদের সুকৃত কেহ ইয়ত্তা করিতে পারে না। হে ঋভুগণ! তোমাদের বীর্য্যও কেহ ইয়ত্তা করিতে পারে না।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি বাজবিশিষ্ট ঋভুগণের সহিত সম্যকরূপে জলধারা সিক্ত অভিষুত সোম দুই হাতে গ্রহণ করিয়া পান কর। হে মঘবন্! তুমি স্তুতিদ্বারা প্রেরিত হইয়া যজমানের গৃহে সুধন্বার পুত্রগণের সহিত উল্লাসিত হও।

৬। হে বহুলোক স্তুত ইন্দ্র! তুমি ঋভু ও বাজের সমভিব্যাহারে আমাদিগের এই যজ্ঞে(১) আনন্দিত হও। হে ইন্দ্র! দিন সকল তোমার জন্য নিয়ত হইয়াছে। দেবগণের ব্রত ও মনুষ্যগণের কর্ম্মের সহিত দিন সকল তোমার জন্য নিয়ত হইয়াছে।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি (স্তোতার) অন্ন সম্পাদনকরতঃ বাজযুক্ত ঋভুগণের সহিত এই যজ্ঞে স্তোতার স্তোত্র অভিমুখে আগমন কর। মরুৎগণও শতসংখ্যক গমনকুশল অশ্বের সহিত যজমানের সহস্র প্রকারে প্রণীত অধ্বরের অভিমুখে আগমন কর।

---

৬১ সূক্ত।

উষা দেবতা। বিশ্বামিত্র ঋষি।

১। হে অন্নবতী ধনবতী উষা! আমি স্তব করিতেছি, তুমি প্রকৃষ্ট জ্ঞানবতী হইয়া আমার স্তোত্র গ্রহণ কর। হে সকলের বরণীয়া, পুরাতনী যুবতীর ন্যায় (শোভমানা) ও বহুস্তোত্রাবতী উষা! তুমি যজ্ঞকর্ম্মাভিমুখে আগমন কর।

---

(১) মূলে "শচ্যা" আছে। "ইন্দ্রাণ্যা কর্ম্মণা বা।" সায়ণ। শেষ অর্থই আমরা গ্রহণ করিয়াছি কেন না ইন্দ্রের স্ত্রীর নাম শচী তাহা ঋগ্বেদে কোথাও লক্ষিত হয় না। ইন্দ্র শচীপতি, অর্থাৎ যজ্ঞপতি, তাহা হইতেই ইন্দ্রের ভার্য্যা শচী সম্বন্ধে পৌরাণিক গল্প উঠিয়াছে।

২। হে মরণরহিতা চন্দ্ররথা(১) সুনৃত বাক্যোচ্চারণশীলা উষা! তুমি শোভমানা হও। যে সকল প্রভূত বলযুক্ত হিরণ্যবর্ণ অশ্ব আছে, তাহাদিগকে সুখে রথে যোজিত করিতে পারা যায়। তাহারা তোমাকে আবাহন করুক।

৩। হে উষা! তুমি মরণধর্ম্ম রহিত (সূর্য্যের) কেতুস্বরূপ। তুমি ত্রিভুবনাভিমুখে আগমনশীলা। তুমি আকাশে উন্নতা হইয়া রহিয়াছ। হে নবতরা উষা! তুমি একপথে বিচরণ করিতে ইচ্ছা করিয়া চক্রের ন্যায় পুনরাবৃত্ত হও।

৪। যে উষা বস্ত্রের ন্যায় (বিস্তীর্ণ অন্ধকার) ক্ষয়িত করতঃ সূর্য্যের পত্নী হইয়া গমন করেন, সেই সৌভাগ্যবতী সৎকার্য্যশালিনী উষা দ্যুলোক ও পৃথিবীর অন্ত হইতে প্রকাশিত হইতেছেন।

৫। (হে স্তোতৃগণ)! উষাদেবী তোমাদের অভিমুখে শোভা পাইতেছেন। তোমরা নমস্কার করতঃ উত্তমরূপে তাঁহার স্তুতি কর। মধুধা উষা আকাশে ঊর্দ্ধাভিমুখে তেজের আশ্রয় করিতেছেন। দীপ্তিমতী রমণীয়দর্শনা উষা অতিশয় দীপ্তি পাইতেছেন।

৬। সত্যবতী যে উষার তেজঃ প্রভাবে সকলে তাঁহাকে জানিতে পারে, ধনবতী যে উষা বিচিত্রভাবে দ্যাবাপৃথিবী ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন, হে অগ্নি! যখন সেই শোভমানা উষা তোমার অভিমুখে আগমন করেন তখন প্রার্থনা করিলে তুমি মনোহর ধন প্রাপ্ত হও।

৭। অভীষ্টবর্ষী (আদিত্য) সত্যভূত (দিবসের) মূলে উষাকে প্রেরণ করতঃ বিস্তীর্ণ দ্যাবাপৃথিবীর মধ্যে প্রবেশ করিলেন। পরে বিস্তীর্ণা উষা মিত্র ও বরুণের প্রভাস্বরূপ হইয়া নানাস্থানে আপনার শোভা বিকীর্ণ করিলেন।

(১) মূলে "চন্দ্ররথা" আছে। সুবর্ণময় রথোপেতা। সায়ণ।

৬২ সূক্ত।

এই সূক্তের ১৮টী ঋক আছে।

তন্মধ্যে ১ ম তিনটী ঋকের ইন্দ্রাবরুণ দেবতা।

তৎপরবর্ত্তী	"	"	বৃহস্পতি	"
"	"	"	পূষা	"
"	"	"	সবিতা	"
"	"	"	সোম	"
শেষ	"	"	মিত্র ও বরুণ	"

বিশ্বামিত্র ঋষি, কেবল শেষ তিনটী ঋকের কাহার কাহার মতে জমদগ্নি ঋষি।

১। হে ইন্দ্রাবরুণ! অভিধন্যমান ও ভ্রমণশীল তোমাদিগের এই প্রজাগণ যেন তরুণবয়স্ক শত্রুকর্ত্তৃক হিংসিত না হয়। তোমরা যে যশোদ্বারা বন্ধুবর্গের (আমাদিগের) জন্য অন্ন সম্পাদন করিয়াছ, তোমাদিগের তাদৃশ যশ আর কোথায় আছে?

২। হে ইন্দ্রাবরুণ! ধনলাভের অভিলাষে এই মহান্ যজমান আশ্রয় লাভের জন্য তোমাদিগকে আহ্বান করিতেছে। তোমরা দ্যুলোক পৃথিবী এবং মরুৎগণের সহিত মিলিত হইয়া আমাদের আহ্বান শ্রবণ কর।

৩। হে ইন্দ্রাবরুণ! সেই ধন আমাদিগের হউক, হে মরুৎগণ! সর্ব্ব কর্ম্ম সমর্থ ধন আমাদের হউক। সকলের ভজনীয় (দেবপত্নীগণ) শরণ দ্বারা আমাদিগকে পালন করুন। হোত্রাভারতী দক্ষিণা দ্বারা আমাদিগকে পালন করুন।

৪। হে সকল দেবগণের হিতকর বৃহস্পতি! আমাদিগের হব্য গ্রহণ কর। হব্য প্রদায়ীকে উত্তম ধন প্রদান কর।

৫। হে ঋত্বিকৃগণ! তোমরা যজ্ঞ সমূহে স্তোত্রদ্বারা বিশুদ্ধ বৃহস্পতির পরিচর্য্যা কর। আমি তাঁহার অনভিভবনীয় বল প্রার্থনা করি।

৬। মনুষ্যগণের অভীষ্টবর্ষী, বিশ্বরূপ, বরণীয় বৃহস্পতির নিকট (অভিমত ফল কামনা করি)।

৭। হে দীপ্তিমান্ পূষা! এই নূতন স্তুতি তোমারই জন্য। এই স্তুতি আমরা তোমার জন্য উচ্চারণ করিতেছি।

৮। হে পূষা! আমার সেই স্তুতি গ্রহণ কর। স্ত্রীপ্রিয় ব্যক্তি যেরূপ স্ত্রীর অভিমুখে আগমন করে, সেইরূপ তুমি হর্ষকারিণী এই স্তুতির অভিমুখে আগমন কর।

৯। যে পূষা বিশ্ব জগৎ বিশেষরূপে দর্শন করেন, সেই পূষা আমাদের রক্ষক হউন।

১০। যিনি আমাদের ধীশক্তি প্রেরণ করেন, আমরা সেই সবিতাদেবের সেই বরণীয় তেজঃ ধ্যান করি।(১)

---

(১) এই ঋকটী ব্রাহ্মণদিগের উচ্চার্য্য প্রসিদ্ধ গায়ত্রী। মূলে এই আছে যথা— "তৎসবিতুর্বরেণ্যং ভর্গো দেবস্য ধীমহি। ধিয়ো যো নঃ প্রচোদয়াৎ।"

সায়ণ সবিতা শব্দের পরমেশ্বর এবং সূর্য্য এই দুইপ্রকার অর্থ করিয়াছেন। সায়ণের একটী ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিতেছি। "যঃ সবিতা সূর্য্যঃ ধিয়ঃ কর্ম্মাণি প্রচোদয়াৎ প্রেরয়তি তস্য সবিতুঃ প্রসবিতুর্দেবস্য দ্যোতমানস্য সূর্য্যস্য তৎ সর্ব্বৈর্দৃশ্যমানতয়া প্রসিদ্ধং বরেণ্যং সর্ব্বৈঃসংভজনীয়ং ভর্গঃপাপানাং তাপকং তেজোমণ্ডলং ধীমহি।"

এই ঋকটী শুক্ল যজুর্ব্বেদেও আছে (৩। ৩৫।) এবং সাম বেদেও আছে (২। ৮। ১২।) অনেক ভাষায় এই ঋকের অনেক অনুবাদ আছে, কয়েকটী মাত্র আমরা নিম্নে উদ্ধৃত করিতেছি।

"Let us adore the su[illegible]emacy of that divine sun, the [illegible]head who illuminates all, who recreates all, from whom all proceed, to whom all must return, whom we invoke to direct our understandings aright in our progress towards his holy seat."—*Sir William Jones.*

"Let us meditate on the adorable eight of the divine ruler Savitri; may it guide our intellects."—*Colebrooke.*

"We meditate on that desirable light of the divine Savitri who influences our pious rites."—*Wilson.*

"Nous adorons la noble lumiére du divin Savitri, qui luimeme provoque nos prieres."—*Langlois.*

"We contemplate the excellent splendour of that brilliant Savita that he may inspire our devotions."—*Vedarthayatna.*

"আমরা সবিতৃ দেবতার সেই বরণীয় তেজ ধ্যান করি যাহার প্রভাবে আমরা স্বীয়২ কর্ত্তব্যানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইতে সমর্থ হই।" সত্যব্রত সামশ্রমী।

"সবিতৃ দেবের বরণীয় তেজ আমরা ধ্যান করি, যিনি আমাদিগের বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করেন।" বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।

১১। আমরা অন্নাভিলাষী হইয়া স্তুতি করতঃ সবিতাদেবের ও ভগদেবের ধন দান যাচ্ঞা করিতেছি।

১২। কর্ম্মনেতা মেধাবী (অধ্বর্য্যুগণ) বুদ্ধিদ্বারা প্রেরিত হইয়া যজ্ঞ ও সুন্দর স্তোত্রদ্বারা সবিতা দেবতাকে পূজা করেন।

১৩। পথজ্ঞ সোম গমন করিতেছেন। উপবেশনকারী দেবগণের জন্য সংস্কৃত যজ্ঞস্থানে গমন করিতেছেন।

১৪। সোম আমাদিগর জন্য এবং দ্বিপদ ও চতুষ্পদ পশুদিগের জন্য রোগ শূন্য অন্ন প্রদান করুন।

১৫। সোম আমাদিগের আয়ুঃ বর্দ্ধিত করতঃ এবং শত্রুগণকে অভিভূত করতঃ যজ্ঞস্থানে উপবেশন করুন।

১৬। হে শোভনকর্ম্মকারী মিত্রাবরুণ! আমাদিগের গোষ্ঠ দুগ্ধপূর্ণ কর; আমাদের আবাসস্থান মধুর রসপূর্ণ কর।

১৭। হে শুচিব্রত! তোমরা অনেকের স্তুতিভাজন এবং উপসনাদ্বারা বর্দ্ধমান। তোমরা দীর্ঘ স্তুতিযুক্ত হইয়া বলমাহাত্ম্যে বিরাজ কর।

১৮। তোমরা জমদগ্নি(২) কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া যজ্ঞ স্থানে উপবেশন কর। তোমরাই যজ্ঞ বর্দ্ধয়িতা; তোমরা সোম পান কর।

(২) মূলে "জমদগ্নিনা" আছে। "এতন্নামকেন মহর্ষিনা . . যদ্বা . . প্রজ্বলিতাগ্নিনা বিশ্বামিত্রেণ।" সায়ণ।

চতুর্থ মণ্ডল(১)।

---

১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা অথবা ২য়, ৩য় এবং ৪র্থ ঋকের বরুণ দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি দ্যোতমান ও শীঘ্রগামী। স্পর্দ্ধাবান্ দেবগণ তোমাকে সর্ব্বদাই (যুদ্ধে) প্রেরণ করেন। অতএব (যজমানগণ) স্তুতিদ্বারা তোমাকে প্রেরণ করে। হে যজনীয় অগ্নি! তুমি অমর দ্যুতিমান্ এবং উৎকৃষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট। মর্ত্ত্যগণ (যাগ করিলে) তাহাদের মধ্যে আগমনার্থ (দেবগণ) তোমাকে উৎপন্ন করিয়াছেন। তুমি কর্ম্মাভিজ্ঞ, তাঁহারা তোমাকে সমস্ত যজ্ঞে উপস্থিত থাকিবার জন্য উৎপন্ন করিয়াছেন।

২। হে অগ্নি! তোমার ভ্রাতা বরুণ হব্যভাজন, যজ্ঞভোক্তা, অত্যন্ত প্রশংসনীয়, জলবান্ অদিতির পুত্র ও মনুষ্যগণের ধারক। সুবুদ্ধিপ্রযুক্ত এবং মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক সমাদৃত বরুণকে স্তোতৃগণের অভিমুখে আনয়ন কর।

৩। হে সখা দর্শনীয় অগ্নি! গমনকুশল রথ যোজিত (অশ্বদ্বয়) যেমন শীঘ্রগামী চক্রকে লক্ষ্য দেশাভিমুখে লইয়া যায়, সেইরূপ তুমি তোমার সখা বরুণকে লইয়া আইস। হে অগ্নি! তোমার সহায় বরুণের জন্য সুখকর (হব্য) লাভ করিয়াছে, সর্ব্বতঃ তেজোশালী মরুৎগণের জন্যও লাভ করিয়াছ। হে দীপ্তিমান্ অগ্নি! তুমি আমাদের পুত্র পৌত্রের মঙ্গল কর, হে দর্শনীয় অগ্নি! তুমি আমাদের মঙ্গলও কর।

৪। হে অগ্নি! তুমি বিদ্বান্, তুমি আমাদের প্রতি দ্যোতমান বরুণের ক্রোধ অপনোদন কর। তুমি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যাজ্ঞিক, তুমি

---

(১) চতুর্থ মণ্ডলের ঋষি বামদেব, অথবা তদ্বংশীয়গণ। দ্বিতীয় মণ্ডলের প্রথম সূক্তের প্রথম টীকা দেখ।

সর্ব্বাপেক্ষা হবির্ব্বাহী ও অতিশয় দীপ্তিমান্, তুমি আমাদিগকে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে বিশেষরূপে মুক্ত কর।

৫। হে অগ্নি! তুমি আশ্রয়দানদ্বারা আমাদিগের প্রত্যাসন্ন হও। প্রাতঃকালে অন্ধকার নিবারিত হইলে তুমি আমাদের নিকটস্থ হও। তুমি আমাদিগের জন্য বরুণকে অর্চিত কর(২)। তুমি যজমানগণের অত্যন্ত ফলপ্রদ, তুমি এই সুখকর (হব্য) ভক্ষণ কর। আমরা তোমাকে উত্তমরূপে আহ্বান করিতেছি, আমাদিগের নিকট আগমন কর।

৬। যেরূপ গাভীর তেজোযুক্ত উষ্ণ ক্ষীর দেবতার ভজনীয় হয় এবং যেরূপ পয়স্বিনী গাভী (মনুষ্যের) ভজনীয় হয়, সেইরূপ উত্তমরূপে ভজনীয় অগ্নি দেবতার প্রশংসনীয়, অনুগ্রহ মনুষ্যগণের ভজনীয় ও স্পৃহনীয় হইয়াছে।

৭। অগ্নি দেবতার তিন প্রসিদ্ধ, উত্তম, ও সত্যভূত জন্ম(৩) সকলের স্পৃহনীয় হইয়াছে। অনন্ত আকাশমধ্যে আপনার তেজদ্বারা পরিবেষ্টিত এবং সকলের শোধক, দীপ্তিযুক্ত স্বামী (অগ্নি) যজ্ঞে আগমন করুন।

৮। সেই দূত, (দেবগণের) আহ্বানকারী, সুবর্ণময় রথোপেত, (শিখারূপ) রমণীয় জিহ্বাবিশিষ্ট, অগ্নি সর্ব্বত্র যজ্ঞগৃহ কামনা করেন। রোহিত তাঁহার অশ্ব, তিনি রূপবান্, কান্তিযুক্ত এবং অন্নদ্বারা সমৃদ্ধ গৃহের ন্যায় রমণীয়।

৯। অগ্নি যজ্ঞে বিনিযুক্ত থাকেন, তিনি (যজ্ঞে প্রবৃত্ত) মনুষ্যগণকে জানেন। (অধ্বর্য্যুগণ) (স্তুতিরূপ) মহতী রশনা দ্বারা তাঁহাকে প্রণয়ন করে। তিনি মনুষ্যগণের গৃহে তাহাদের অভীষ্ট সিদ্ধি করতঃ বাস করেন। তিনি ধনীর সহিত একত্র বাস করেন।

---

(২) "মূলে অব যক্ষ নো বরুণং" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "বরুণকৃতং জলোদরাদি রোগং আবরকং পাপং বা অবযক্ষ . . . অবযজ। বিনাশয় ইত্যর্থঃ" এ অর্থ সঙ্গত বোধ হয় না। সত্যব্রত সামশ্রমী (শুক্ল যজুঃ ২১। ৪) এই অংশের অনুবাদ করিয়াছেন "বরুণ দেবতাকে অর্চিত কর।" এই অনুবাদই সঙ্গত বোধ হয়।

(৩) অগ্নি, বায়ু সূর্য্যাত্মক তিন জন্ম। সায়ণ।

১০। অগ্নির স্তোতাগণ কর্ত্তৃক ভজনীয় যে উৎকৃষ্ট রত্ন আছে, সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি, সেই রত্নাভিমুখে আমাদিগকে প্রেরণ করুন। সমস্ত অমর দেবগণ যজ্ঞের জন্য তাঁহাকে উৎপাদন করিয়াছেন, দ্যুলোক তাঁহার পালয়িত্রী ও জনয়িত্রী। সেই সত্যভূত অগ্নিকে সকলে সিঞ্চন করিতেছে।

১১। তিনিই প্রথম, তিনি যজমান গৃহে ও মহান্ অন্তরীক্ষের মুল স্থানে উৎপন্ন হয়েন। তিনি পাদরহিত, তিনি মস্তকবর্জ্জিত, তিনি (শরীরের) অন্তঃভাগ সকল গোপন করতঃ জলবর্ষী মেঘের নীড়ে আপনাকে ধুমাকারে যোজিত করিতেছেন।

১২। হে অগ্নি! তুমি স্তুতিযুক্ত উদকের উৎপত্তি স্থানে মেঘের নীড়ে বর্ত্তমান। তেজঃ তোমার নিকট সর্ব্ব প্রথমে উপস্থিত হয়। যে অগ্নি স্পৃহনীয়, নিত্যতরুণ, কমনীয় ও দীপ্তিমান্, সেই অভীষ্টবর্ষী অগ্নির উদ্দেশে সপ্তহোতা স্তব করিতেছেন।

১৩। এই লোকে আমাদিগের পিতৃপুরুষগণ যজ্ঞ করণার্থ অগ্নির অভিমুখে গমন করিয়াছিলেন। তাঁহারা ঊষা দেবীকে আহ্বান করতঃ পর্ব্বতপরিবৃত অন্ধকার মধ্যে অবস্থিত দোহবতী ধেনু সকলকে বাহির করিয়া আনিয়াছিলেন(৪)।

১৪। তাঁহারা পর্ব্বত বিদারণ সময়ে অগ্নির পরিচর্য্যা করিয়াছিলেন। অন্য (ঋষিগণ) সর্ব্বত্র তাঁহাদের সেই (কর্ম্ম) কীর্ত্তন করিয়াছিলেন। তাঁহাদের পশু নির্গমনার্থ উপায় ছিল। তাঁহারা অভিমত ফলপ্রদ অগ্নির স্তব করিয়াছিলেন, পরে জ্যোতি লাভ করিয়াছিলেন এবং বুদ্ধি বলে যজ্ঞ করিয়াছিলেন।

১৫। তাঁহারা কর্ম্মনেতা এবং অগ্নিকাম। তাঁহারা মনে মনে গো লাভ ইচ্ছা করিয়া দ্বার নিরোধক, দৃঢ়বদ্ধ, সুদৃঢ়, গাভীগণের অবরোধক এবং সর্ব্বতঃব্যাপ্ত গোপূর্ণ গোষ্ঠরূপ পর্ব্বতকে অগ্নি বিষয়ক স্তুতিদ্বারা উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন।

(৪) "The purport of this and the next verse is obviously the attribution of the origin of fire-worship to *Angiras* and his followers."—*Wilson.*

১৬। হে অগ্নি! তাঁহারা প্রথমে ধেনুর নাম জানিলেন, মাতার এক বিংশতি সংখ্যক উৎকৃষ্টরূপ জানিলেন(৫)। অনন্তর যে উষা এই সকল অবগত ছিলেন, তাঁহাকে স্তব করিলেন এবং অরুণবর্ণা উষা গোর মাহাত্ম্যের সহিত আগমন করিলেন।

১৭। অন্ধকার প্রেরিত হইয়া বিনাশ প্রাপ্ত হইল, অন্তরীক্ষ প্রকাশিত হইল। উষা দেবীর প্রভা উদ্গত হইল। সূর্য্য মনুষ্যগণের সৎ ও অসৎকর্ম্ম অবলোকন করতঃ অজর পর্ব্বতের উপরে আরোহণ করিলেন।

১৮। অনন্তর তাঁহারা (গো সমূহকে) অবগত হইয়া পশ্চাৎভাগে তাহাদিগকে দর্শন করিলেন এবং দীপ্তিযুক্ত ধন ধারণ করিলেন। ইঁহাদের সমস্ত গৃহে বিশ্বদেবগণ আগমন করিলেন। হে মিত্র! হে বরুণ(৬)! যে তোমাকে উপাসনা করে, তাহার সত্য ফল লাভ হউক।

১৯। অত্যন্ত দীপ্তিমান্, দেবগণের আহ্বাতা বিশ্বপোষক, ও সর্ব্বাপেক্ষা যাগশীল, অগ্নির উদ্দেশে স্তব করি। (যজমান) গোসমূহের উধঃ হইতে শুচি দুগ্ধ দোহন করেন নাই, সোমলতা সম্বন্ধীয় শোধিত অন্ন গৃহে প্রক্ষেপ করেন নাই।

২০। অগ্নি সমস্ত যজ্ঞীয় দেবতার অদিতিস্বরূপ (অর্থাৎ পোষক) হউন, সমস্ত মনুষ্যগণের অতিথিস্বরূপ হউন। স্তোতৃগণের অন্নভোজী জাতবেদা অগ্নি স্তোতৃগণের সুখকর হউন।

---

২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। যে অমর অগ্নি মর্ত্ত্যগণ মধ্যে সত্যবান্ বলিয়া নীত হইয়াছেন, যে দীপ্তিশীল অগ্নি দেবগণের মধ্যে শত্রুগণের পরাভবকারী, সেই অগ্নি

---

(৫) সায়ণাচার্য্য এই ঋকে ধেনু শব্দের অর্থ বাক্ করিয়াছিলেন। "ত্রিঃসপ্ত পরমাণি" অর্থে ২১ টি ছন্দ করিয়াছেন। গো শব্দের অর্থ করিয়াছেন সূর্য্য। তিনি এই ঋকের আরও এক প্রকার অর্থ দিয়াছেন, যথা—তাঁহারা প্রথমে ধেনুদিগের পুরাতন নাম উচ্চারণ করিয়াছিলেন। মাতা ভূমির পণি কর্ত্তৃক অপহৃত ২১টি রত্ন লাভ করিয়াছিলেন। নাম অবগত হইয়া ধেনুগণ হাম্বারব করিয়াছিল। তখন উষা উদয় হইলেন। ১।৬।৫ ঋকের টীকা দেখ।

(৬) সায়ণ এখানে মিত্র ও বরুণ শব্দ অগ্নির বিশেষণ করিয়াছেন।

দেবগণের আহ্বাতা ও সর্ব্বাপেক্ষা অধিক যজ্ঞকারী । তিনি নিজ মহিমায় প্রদীপ্ত হইবার জন্য (উত্তর বেদিতে) স্থাপিত হইয়াছেন, এবং হব্যদ্বারা যজমানকে (স্বর্গে) প্রেরণের জন্য স্থাপিত হইয়াছেন ।

২। হে বলের পুত্র অগ্নি ! তুমি অদ্য আমাদের এই কর্ম্মে সংস্কৃত হইয়াছ । হে দর্শনীয় অগ্নি ! তুমি ঋজু, মাংসল দীপ্তিমান্, ও বলবান্ অশ্ব রথে যোজন করিয়া জন্মবিশিষ্ট উভয়বিধ লোকের মধ্যে(১) দূত হইয়া গমন করিতেছ ।

৩। হে অগ্নি ! তুমি সত্যভূত, তোমার রোহিত নামক অশ্বদ্বয়কে স্তুতি করি । তাহারা মনের অপেক্ষা বেগবান্, এবং অন্ন ও জল ক্ষরণ করে। তুমি দীপ্তিমান্ অশ্বদ্বয়কে রথে যোজনা করিয়া দেবগণের ও মনুষ্যগণের মধ্যে প্রবেশ কর ।

৪। হে অগ্নি ! তোমার অশ্ব উত্তম, রথ উত্তম, এবং ধন উত্তম । তুমি এই মর্ত্ত্যগণের মধ্যে যে যজমানের হব্য উত্তম, তাহার উদ্দেশে অর্য্যমা, বরুণ, মিত্র, ইন্দ্রাবিষ্ণু, মরুৎগণ এবং অশ্বিদ্বয়কে আনয়ন কর ।

৫। হে বলবান্ অগ্নি ! আমার এই যজ্ঞ গোবিশিষ্ট, মেষবিশিষ্ট ও অশ্ববিশিষ্ট হউক । যে যজ্ঞে যজমানেরা অধ্বর্য্যু প্রভৃতি (ঋত্বিক্) বিশিষ্ট, সে যজ্ঞ সর্ব্বদা অপ্রধৃষ্য হব্যবিশিষ্ট পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত হউক এবং অবিচ্ছিন্ন, ধনসম্পন্ন ও বিস্তীর্ণ মূল বিশিষ্ট এবং সভাযুক্ত হউক ।

৬। হে অগ্নি ! যে ব্যক্তি তোমার জন্য ঘর্ম্মাক্ত কলেবর হইয়া ইন্ধনভার আহরণ করে, যে তোমাকে লাভ করিবার ইচ্ছায় আপন মস্তক (কাষ্ঠ) ভার বহিয়া উত্তপ্ত করে, তুমি তাহার ধনবিশিষ্ট রক্ষক হও । তুমি তাহাকে পালন কর । যে কেহ তাহার অনিষ্ট ইচ্ছা করে, তাহাদের সকলের হস্ত হইতেই তাহাকে রক্ষা কর ।

৭। হে অগ্নি ! তুমি অন্ন ইচ্ছা করিলে, যে তোমাকে দিবার জন্য হব্য ধারণ করে, যে তোমাকে হর্ষকর সোম প্রদান করে, যে অতিথি রূপে তোমাকে প্রণয়ন করে এবং যে ব্যক্তি দেবত্ব ইচ্ছা করিয়া আপন গৃহে

(১) দেব ও মনুষ্যগণের মধ্যে । সায়ণ ।

তোমাকে সমিদ্ধ করে, তাহার পুত্র (ধর্ম্ম পথে) নিশ্চল ও ঔদার্য্যবিশিষ্ট হউক।

৮। হে অগ্নি! যে ব্যক্তি রাত্রিকালে ও যে ব্যক্তি ঊষাকালে তোমার স্তুতি করে, যে ব্যক্তি প্রিয় হব্যবিশিষ্ট হইয়া তোমাকে প্রীত করে, তুমি নিজগৃহে সুবর্ণনির্ম্মিত সজ্জাবিশিষ্ট অশ্বের(২) ন্যায় (বিচরণকরতঃ) সেই যজমানকে পাপ হইতে রক্ষা কর।

৯। হে অগ্নি! তুমি অমর, যে তোমাকে হব্য প্রদান করে, যে ব্যক্তি স্রুক্ সংযত করিয়া তোমার পরিচর্য্যা করে, সেই স্তোত্রকারী যেন ধনশূন্য না হয়, অনিষ্টেচ্ছু ব্যক্তির অনিষ্ট যেন তাহাকে পরিবৃত করিতে না পারে।

১০। হে অগ্নি! তুমি আনন্দযুক্ত ও দীপ্তিমান্; তুমি যে মনুষ্যের সুসম্পাদিত, হিংসারহিত অন্ন ভক্ষণ কর, হে যুবতম! সেই হোতা নিশ্চয়ই প্রীত হয়েন। অগ্নির পরিচর্য্যাকারী যে যজমানের (হোতাগন) যজ্ঞবর্দ্ধক, আমরা তাঁহারই হইব।

১১। (অশ্বপালক) যেরূপ (অশ্বগণের) কান্ত এবং দুর্ব্বহ পৃষ্ঠ সমূহ পৃথক্ করিতে পারে, বিদ্বান্ অগ্নি সেইরূপ পাপ ও পুণ্যকে পৃথক করুন। যাহাতে আমাদিগের সুপুত্রবিশিষ্ট ধন হয় তাহা করুন। তুমি দিতি ও অদিতিকে ধন দান কর এবং রক্ষা কর।

১২। মনুষ্য গৃহে নিবাসকারী অতিরস্কৃত মেধাবীগণ মেধাবী অগ্নিকে (হোতা হইতে) আদেশ করিয়াছেন। হে অগ্নি! তুমি মেধাবী, তুমি যজ্ঞস্বামী, অতএব তুমি দর্শনীয় অদ্ভুত দেবগণকে উজ্জ্বল তেজোবলে অবলোকন কর।

১৩। হে যুবতম দীপ্তিমান্ অগ্নি! তুমি মনুষ্যগণের (অভিলাষ) পূরক এবং প্রণয়নযোগ্য। যে যজমান সোম অভিষব করে, তোমার স্তুতি করে এবং তোমার পরিচর্য্যা করে, তাহার রক্ষার্থে প্রভূত আহ্লাদকর উত্তম ধন দান কর।

(২) মূলে "অশ্বঃ ন রেষ্যাবান্" আছে। "সুবর্ণ নির্ম্মিত কক্ষ্যাবান্ অশ্বঃ।" সায়ণ। "A horse with golden caparisons."—*Wilson.*

১৪। হে অগ্নি! যেহেতু আমরাও তোমার কামনায় হস্ত পদ ও শরীর দ্বারা (কার্য্য করি), অতএব শিল্পীগণ যেরূপ রথ নির্ম্মাণ করে(৩) সেইরূপ যজ্ঞরত শোভনকর্ম্মা লোকে বাহুদ্বারা (কাষ্ঠ) মন্থন করতঃ তোমাকে উৎপন্ন করিলেন।

১৫। আমরা সাতজন প্রথম মেধাবী মাতা ঊষা হইতে বেধা (অগ্নির) নেতৃগণকে জন্ম দিয়াছি। আমরা আকাশের পুত্র অঙ্গিরা, আমরা দীপ্তি বিশিষ্ট হইয়া ধনবিশিষ্ট অদ্রিকে (অর্থাৎ জলবিশিষ্ট মেঘকে) ভেদ করিব(৪)।

১৬। হে অগ্নি! আমাদের শ্রেষ্ঠ, পুরাতন, নিয়ত যজ্ঞরত পিতৃ পুরুষগণ বিশুদ্ধ তেজঃ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন(৫)। তাঁহারা উক্থ উচ্চারণ করিয়া ও তমোবিনাশ করিয়া অরুণবর্ণ (গোসমূহকে) অপাবৃত করিয়াছিলেন।

১৭। যজ্ঞাদিকর্ম্মরত দীপ্তিযুক্ত, দেবাভিলাষী স্তোতাগণ লৌহের ন্যায় আপনাদিগের জন্ম নির্ম্মল করিয়াছেন। তাঁহারা অগ্নিকে দীপ্ত ও ইন্দ্রকে প্রবৃদ্ধ করতঃ চারিদিকে উপবেশন করতঃ মহান্ গোসমূহকে প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

১৮। হে তেজস্বী (অগ্নি)! যেমন অন্নবিশিষ্ট গৃহে পশু সমূহ থাকে, সেইরূপ (অঙ্গিরাগণ) দেবগণকে গোসমূহ সন্নিকটে আছে, তাহা বলিয়া দিয়াছিলেন। মর্ত্ত্যগণের জন্য উর্বশীগণ সমর্থ হইয়া ছিলেন(৬), আর্য্য অপত্য বৃদ্ধি ও মনুষ্য পোষণে সমর্থ হইয়াছিলেন।

---

(৩) মূলে "রথং ন ক্রন্তঃ" আছে। "ক্রন্তঃ" অর্থে "কারবঃ শিল্পিনঃ।" সায়ণ। এই স্থানে ও অন্যান্য অনেক স্থানে রথ নির্ম্মাণের কথা পাওয়া যায়।

(৪) বামদেব ঋষি আর ছয় জন অঙ্গিরাগণের সহিত এই কথা বলিতেছেন। অঙ্গিরাগণ আদিত্যপুত্র তাহাই ইহাদ্বারা প্রকাশ করা হইতেছে। তাহার যে রেতঃ প্রথমে উদ্দীপিত হইয়াছিল তাহাই আদিত্য হইয়াছিল, পরে যাহা অঙ্গার হইয়াছিল তাহা হইতে অঙ্গিরাগণ হইল। সায়ণ। এই ঋকেও অঙ্গিরা কর্ত্তৃক অগ্নি পূজা প্রচারের পরিচয় পাওয়া যায়।

(৫) মূলে "শুচি অযন্ দীধিতিং" আছে। সায়ণ "শুচি" অর্থে "দপ্ত স্থানং" করিয়াছেন। মহীধর (শুক্ল যজুঃ ১১। ৬৯) "রবি মণ্ডলং" করিয়াছেন। "The region of pure light." *Wilson.* "বিশুদ্ধ দীধিতি অবলম্বন করতঃ সত্য-স্বরূপ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" সত্যব্রত সামশ্রমী।

(৬) সায়ণ উর্বশী অর্থে প্রজা করিয়াছেন। ইহার পরের ঋকে ঊষাগণের কথা বলা হইয়াছে, এই ঋকে উর্বশী অর্থে ঊষা হওয়া সম্ভব। ১। ২০। ১ ঋকের টীকার শেষ অংশ দেখ।

১৯। হে অগ্নি! আমরা তোমার (পরিচর্য্যা) করিয়াছি। তাহাতে আমরা শোভনকর্ম্মা হইয়াছি। তমোনিবারিকা উষা সকল তেজঃ ধারণ করিতেছেন, তাঁহারা সম্পূর্ণ ও বহুধা আহ্লাদকর অগ্নিকে ধারণ করিতেছেন। তুমি দ্যোতমান, আমরা তোমার মনোহর তেজের পরিচর্য্যা করিতেছি।

২০। হে বিধাতা অগ্নি! তুমি মেধাবী, আমরা তোমার উদ্দেশে এই সকল উক্‌থ উচ্চারণ করিতেছি। তুমি এইগুলি গ্রহণ কর, উদ্দীপ্ত হও, আমাদিগকে বিশেষরূপে ধনবান্ কর। তুমি অনেকের বরণীয়, তুমি আমাদিগকে অনেক ধন প্রদান কর।

---

৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে ঋত্বিক্‌গণ! যজ্ঞের অধিপতি, দেবগণের আহ্বাতা, দ্যাবা-পৃথিবীর অন্নদাতা, সুবর্ণপ্রভ রুদ্র অগ্নিকে তোমার রক্ষার জন্য বজ্ররূপ মৃত্যুর পূর্ব্বেই সেবা কর(১)।

২। হে অগ্নি! পতিকামা সুবস্ত্রাচ্ছাদিতা জায়া যেমন পতির জন্য স্থান প্রস্তুত করে, সেইরূপ আমরা এই যে (উত্তরবেদিরূপ) স্থান করিতেছি, ইহাই তোমার স্থান। হে সুকর্ম্মা অগ্নি! তুমি তেজঃদ্বারা পরিবৃত হইয়া আমাদের অভিমুখে উপবেশন কর, এই সকল স্তুতি তোমার অভিমুখে উপবেশন করুক।

৩। হে স্তোতা! স্তোত্র শ্রবণ পরায়ণ, অপ্রমত্ত, মনুষ্যগণের দ্রষ্টা, সুখকর ও অমর অগ্নি দেবের উদ্দেশে স্তোত্র ও শস্ত্র পাঠ কর। প্রস্তরের ন্যায় সোমাভিষবকারী যজমান অগ্নিকে স্তব করিতেছে।

৪। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের এই কর্ম্মের দেবতা হও। হে সত্যজ্ঞ অগ্নি! তুমি সুকর্ম্মা, তুমি আমাদের স্তোত্র অবগত হও। তোমার উন্মাদকর স্তোত্র সকল কখন উচ্চারিত হইবে? তোমার সহিত আমাদের গৃহে কখন সখ্য জন্মিবে?।

(১) রুদ্র শব্দের আদি অর্থ বজ্র, ১। ৪৩। ১ ঋকের টীকা দেখ।

৫। হে অগ্নি! তুমি আমাদিগের পাপের জন্য কেন বরুণের নিকট নিন্দা করিয়াছ? সূর্য্যের নিকটই বা কেন নিন্দা করিয়াছ? আমাদের কি অপরাধ আছে? অভিষ্টবর্ষী মিত্র ও পৃথিবীকে কেন বলিয়াছ? অর্য্যমাকে কেন বলিয়াছ? ভগকে কেন বলিয়াছ?।

৬। যখন যজ্ঞে বর্দ্ধমান হও, তখন কেন সে কথা বল? প্রকৃষ্ট বলযুক্ত, শুভপ্রদ, সর্ব্বত্রগামী, সত্যের নেতা, বায়ুকে কেন বল? পৃথিবীকে কেন বল? মনুষ্যের বিনাশক রুদ্রকে(২) কেন বল?।

৭। মহান্, পুষ্টিপ্রদ পূষাকে কেন বল? যজ্ঞ ভাজন হবিঃ প্রদ রুদ্রকে কেন বল? বহুস্তুতি ভাজন বিষ্ণুকে পাপের কথা কেন বল? বৃহৎ শরুকে(৩) কেন সে কথা বল?।

৮। হে অগ্নি! সত্যভূত মরুৎগণকে কেন সে কথা বল? জিজ্ঞাসা করিলে মহান্ সূর্য্যকে কেন সে কথা বল? অদিতিকেও ত্বরিত গমন (বায়ুকে) কেন বল? হে সর্ব্বজ্ঞ জাতবেদা! তুমি দ্যুলোকের (কার্য্য) সাধন কর।

৯। হে অগ্নি! আমি যজ্ঞের সহিত নিত্য সম্বন্ধ দুগ্ধ গাভির নিকট যাচ্ঞা করি। তিনি অপক্ক হইলেও মধুর পক্ক (দুগ্ধ) ধারণ করেন। তিনি কৃষ্ণবর্ণা হইলেও শুভ্র, পুষ্টিপ্রদ, প্রাণধারক দুগ্ধ দ্বারা মনুষ্যগণকে পোষণ করেন।

১০। অভীষ্টবর্ষী পুমাস্ অগ্নি, সত্যভূত পুষ্টিকর দুগ্ধদ্বারা সিক্ত হইয়াছেন। অন্নদ (অগ্নি) একত্র অবস্থিত হইয়া সর্ব্বত্র গমন করিতেছেন, জলবর্ষক পৃশ্নি উধঃ হইতে দুগ্ধদোহন করিতেছেন।

১১। অঙ্গিরাগণ যজ্ঞদ্বারা গোনিরোধক পর্ব্বতকে বিদীর্ণ করতঃ বিক্ষিপ্ত করিয়াছিলেন ও গোসমূহের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন। কর্ম্ম নেতৃগণ সুখে উষাকে প্রাপ্ত হইলেন। পরে অগ্নি মন্থিত হইলে পর সূর্য্য আবির্ভূত হইলেন।

১২। হে অগ্নি! মরণরহিতা, বিঘ্নশূন্যা, মধুরজলযুক্তা নদী দেবীগণ যজ্ঞদ্বারা প্রেরিত হইয়া গমনার্থ প্রোৎসাহিত অশ্বের ন্যায় সর্ব্বদা প্রবাহিত হইতেছেন।

---

(২) মূলে "রুদ্রায় নৃঘ্নে" আছে। বজ্রপাণি রুদ্রের এটি উপযুক্ত বিশেষণ।
(৩) শরু অর্থে সায়ণ সম্বৎসর অথবা নির্ঋতি করিয়াছেন।

১৩। হে অগ্নি! যে কেহ আমাদের হিংসা করে, তাহার যজ্ঞে কখন যাইও না, কোন দুষ্টবুদ্ধি প্রতিবাসীর যজ্ঞে যাইও না, অন্য বন্ধুর যজ্ঞে যাইও না। তুমি, কুটিলচিত্ত ভ্রাতার ঋণ গ্রহণ করিও না। আমারা বন্ধুর শত্রু-দত্ত ধন ভোগ করিব না।

১৪। হে সুযজ্ঞ অগ্নি! তুমি আমাদিগের রক্ষাকারী। তুমি (হব্য দ্বারা) প্রীত হইয়া আশ্রয় দানদ্বারা আমাদিগকে রক্ষা কর। তুমি আমা-দিগকে প্রদীপ্ত কর, আমাদিগের দৃঢ় পাপ বিনাশ কর, মহান্ ও বর্দ্ধমান রাক্ষসকে বিনাশ কর।

১৫। হে অগ্নি! আমার এই অর্চ্চন মন্ত্রে তোমার মন প্রীত হউক, হে শূর! স্তোত্রের সহিত আমাদিগের অন্ন গ্রহণ কর, হে অঙ্গিরা অগ্নি! মন্ত্র গ্রহণ কর, দেবগণের উদ্দেশে প্রযুক্ত স্তুতি তোমাকে বর্দ্ধিত করুক।

১৬। হে বিধাতা অগ্নি! তুমি বিদ্বান্ ও কবি। আমি প্রাজ্ঞ, আমি তোমার উদ্দেশে ফলপ্রাপক, গূঢ়, নিশ্চয় বাক্তব্য ও কবিগ্রথিত এই সমস্ত বাক্য স্তোত্র ও শাস্ত্রের সহিত উচ্চারণ করি।

---

৪ সূক্ত।

রক্ষোবিনাশক অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে অগ্নি! ব্যাধের বিস্তীর্ণ জালের ন্যায় তোমার তেজঃ সমূহ প্রকাশ কর। রাজা যেরূপ অমাত্যের সহিত হস্তীর উপর গমন করেন(১), সেইরূপ তুমি ভয়শূন্য তেজঃ সমূহের সহিত গমন কর।

তুমি ক্ষিপ্রগামী সেনার অনুগমন করতঃ (পর সৈন্য) বিনাশ করিয়া শত্রুদিগকে বিনাশ কর, অত্যন্ত তীক্ষ্ণ তেজের দ্বারা রাক্ষসগণকে ভেদ কর।

(১) এই ঋকে অমাত্য পরিবেষ্টিত গজস্কন্ধারূঢ় রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। এই ঋক শুক্ল যজুর্ব্বেদে আছে, (১৩। ৯) "পাত্র মিত্র সেনাবৃন্দের সহিত এবং গজস্কন্ধারূঢ় রাজা।" সত্যব্রত সামশ্রমী।

২। হে অগ্নি! তোমার ভ্রমণকারী শীঘ্রগামী রশ্মি সকল প্রসৃত হইতেছে। তুমি দীপ্তিমান্, তুমি অভিভবকারী তেজঃ রাশিদ্বারা (শত্রু-দিগকে) দগ্ধ কর। শত্রুরা তোমাকে নিরোধ করিতে পারে না, তুমি জুহূ-দ্বারা তাপপ্রদ তেজঃ বিস্ফুলিঙ্গ ও উল্কা বিকীর্ণ কর।

৩। হে অগ্নি! তুমি অতিশয় ত্বরাবান্, তুমি (রশ্মি সমূহকে) শত্রুগণের বিরুদ্ধে প্রেরণ কর। কেহ তোমাকে হিংসা করিতে পারে না। যে সকল লোক দূর হইতে আমাদের অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, অথবা যাহারা নিকটে অনিষ্ট করিতে ইচ্ছা করে, তুমি তাহাদিগের নিকট হইতে এই সকল প্রজাকে রক্ষা কর। আমরা তোমারি, কোন শত্রু যেন আমাদিগকে পরি-ভব করিতে না পারে।

৪। হে তীক্ষ্ণ জ্বালাবিশিষ্ট অগ্নি! প্রস্তুত হও, শিখা বিস্তার কর, শত্রুগণকে সম্পূর্ণরূপে দগ্ধকর। হে সমীদ্ধ অগ্নি! যে ব্যক্তি আমাদের সহিত শত্রুতাচরণ করে, তাহাদিগকে শুষ্ক কাষ্ঠখণ্ডের ন্যায় দগ্ধ করিয়া ফেল।

৫। হে অগ্নি! তুমি প্রস্তুত হও, আমাদের অপেক্ষা বলবান্ শত্রুকে প্রত্যেককে দূর করিয়া দাও, তোমার দৈব তেজ আবিষ্কার কর, যাতুধান-দিগের(২) দৃঢ় (ধনুঃ) জ্যাশূন্য কর এবং পূর্ব্বে পরাজিত ও অপরাজিত শত্রুগণেকে বিনাশ কর।

৬। হে যুবতম অগ্নি! তোমার আগমন শুভকর এবং তুমি প্রধান। যে তোমাকে স্তুতি করে, সে তোমার অনুগ্রহ প্রাপ্ত হয়। তুমি যজ্ঞস্বামী, তুমি তাহার জন্য সমস্ত সুদিন, সমস্ত ধন, সমস্ত রত্নাদি দান কর এবং তাহার গৃহের অভিমুখে দ্যোতিত হও।

৭। যে ব্যক্তি নিত্য সংকল্পিত হব্যদ্বারা অথবা উকথ মন্ত্রদ্বারা তোমাকে প্রীত করিতে ইচ্ছা করে, সে সৌভাগ্যবান্ ও সুদাতা হউক। আপনার কষ্ট লভ্য আয়ুঃ প্রাপ্ত হউক। সমস্ত সুদিন তাহার জন্য হউক। সে যজ্ঞ (ফলসাধনসমর্থ) হউক।

---

(২) অর্থাৎ প্রাণীগনের ক্লেশদায়ীদিগকে। সায়ণ।

৮। হে অগ্নি! তোমার অনুগ্রহ বুদ্ধির পূজা করি। তোমার উদ্দেশে উচ্চারিত বাক্য প্রতিধ্বনিতঃ হইয়া তোমার স্তুতি করুক। আমরা উত্তম রথ ও উত্তম অশ্ববিশিষ্ট হইয়া তোমার পরিচর্য্যা করিব। তুমি প্রত্যহ আমাদিগের ধন ধারণ করিবে।

৯। হে অগ্নি! তুমি রাত্রিদিন প্রদীপ্ত হইতেছ। এখানে লোকে প্রত্যহ আপনি তোমার সমীপে তোমার প্রচুর পরিচার্য্যা করিতেছে। আমরাও শত্রুগণের ধন আত্মসাৎ করতঃ বিহার করিয়া প্রসন্নমতে তোমার পরিচর্য্যা করিতেছি।

১০। হে অগ্নি! সুন্দর অশ্ব ও হিরণ্য বিশিষ্ট, যে ব্যক্তি ধনপূর্ণ রথের সহিত তোমার সমীপে গমন করে, তুমি তাহার রক্ষক হও। যে ব্যক্তি তোমাকে যথাক্রমে অতিথি যোগ্য পূজা প্রদান করে, তুমি তাহার সখা হও।

১১। হে হোতা, যুবতম, প্রজ্ঞাবান্ অগ্নি! স্তোত্রদ্বারা যে বন্ধুতা উৎপন্ন হইয়াছে, তদ্দ্বারা আমি মহান্ শত্রুদিগকে ভগ্ন করি। এই সকল বাক্য পিতা গোতমের নিকট হইতে আমার নিকট আসিয়াছে। তুমি শত্রুবিনাশক, আমাদিগের এই বাক্য অবগত হও।

১২। হে সর্ব্বজ্ঞ অগ্নি! তোমার রশ্মি সকল সর্ব্বদা জাগরূক, সর্ব্বদা গমনস্বভাব, সুখান্বিত, অনলস, শুভকর, অশ্রান্ত, পরস্পর সঙ্গত, ও রক্ষণক্ষম; তাহারা এই স্থানে উপবিষ্ট হইয়া আমাদিগকে রক্ষা করুক।

১৩। হে অগ্নি! তোমার যে রক্ষণক্ষম রশ্মিসকল কৃপা করিয়া মমতার পুত্র চক্ষুহীন (দীর্ঘতমাকে) শাপ হইতে রক্ষা করিয়াছিল, তুমি সর্ব্বপ্রজ্ঞাবান্, তুমি সেই উত্তম হিতকর রশ্মি সকলকে বিশেষরূপে পালন করিতেছ। তাঁহার শত্রুরা তাঁহাকে বিনাশ করিতে ইচ্ছা করিয়াও বিনাশ করিতে পারে নাই।

১৪। হে অগ্নি! তুমি গমনে লজ্জাশূন্য। আমরা তোমার অনুগ্রহে সমান ধনবিশিষ্ট ও তোমা কর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া তোমার অনুজ্ঞায় অন্ন লাভ করি। হে সত্য বিস্তারক পাপ নাশক! উভয়বিধ শত্রুকে বিনাশ কর, যথাক্রমে সমস্ত কার্য্য কর।

১৫। হে অগ্নি! এই প্রদীপ্ত স্তুতিদ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করি। তুমি আমাদের কথা মান, এই স্তোত্র গ্রহণ কর, স্তুতি বিহীন রাক্ষসদিগকে ভস্মসাৎ কর। হে মিত্রগণের পূজনীয় অগ্নি! শত্রু ও নিন্দকদিগের পরিবাদ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর(৩)।

(৩) স্তুতিশূন্য নিন্দক রাক্ষসগণ কি অনার্য্য যজ্ঞ বিরোধী বর্ব্বর জাতি নহে? ১।২১।৫ ঋকের টীকা দেখ।

পঞ্চম অধ্যায়।

---

৫ সূক্ত।

বৈশ্বানর নামক অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। আমরা কি প্রকারে সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া বৈশ্বানর নামক অভীষ্ট-বর্ষী, মহান্, দীপ্তিমান্ অগ্নিকে (হব্য) প্রদান করিব? স্তম্ভ যেরূপ ছাদকে ধারণ করে, সেইরূপ তিনি সম্পূর্ণ এবং বৃহৎ শরীর দ্বারা (দ্যুলোক) ধারণ করেন।

২। যে অগ্নিদেব হব্যযুক্ত হইয়া পরিপক্ক বুদ্ধিবিশিষ্ট মর্ত্ত্যকে এই ধন দান করিয়াছেন, তাঁহাকে নিন্দা করিও না। তিনি মেধাবী, অমর ও প্রজ্ঞাবান্, তিনি বৈশ্বানর, নেতৃশ্রেষ্ঠ এবং মহান্।

৩। (মধ্যম ও উত্তম স্থান) দ্বয় পরিব্যাপী, তীক্ষ্ণ তেজোবিশিষ্ট, প্রভূত সারবান্, অভীষ্টবর্ষী, ধনবান্ অগ্নি গাভীর পদ চিহ্নের ন্যায় অত্যন্ত গূঢ়। তিনি জ্ঞাতব্য, মহৎ স্তোত্র বিশেষরূপে অবগত হইয়া (আমা-দিগকে) বলুন।

৪। বিদ্বান্ মিত্র ও বরুণের প্রিয় এবং ধ্রুব কর্ম্মে যাহারা বাধা দেয়, সুন্দর ধনবিশিষ্ট ও তীক্ষ্ণদন্ত অগ্নি অত্যন্ত সন্তাপকর তেজোদ্বারা তাহাদিগকে দগ্ধ করুন।

৫। ভ্রাতৃরহিতা বিপথগামিনী যোষিতের ন্যায়, পতি বিদ্বেষিণী দুষ্টচারিণী ভার্য্যার ন্যায়, পাপী অনৃত, অসত্য লোকে এই গভীর পদ উৎ-পাদন করিয়াছে(১)।

---

(১) এই ঋকে ভ্রাতৃ রহিতা ও পতি বিদ্বেষিণী নারীর বিপথ গমনের উল্লেখ আছে। "গভীর পদ" কি? সায়ণ বলেন নরক স্থান। কিন্তু ঋগ্বেদে স্বর্গ ও পরকালের সুখের কথা আছে, নরকের কোন ও উল্লেখ নাই, নরকের কথাগুলি পৌরাণিক। "গভীর পদ" অর্থ বোধ হয় জগতে শোক ও কষ্টের অবস্থা।

৬। হে পাবক অগ্নি! আমি তোমার কর্ম্ম পরিত্যাগ করি না। ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে গুরু ভারের ন্যায় তুমি আমাকে প্রভূত ধন দান কর। সে ধন শক্রধর্ষক, অন্নযুক্ত, অন্যের অনবগাহনীয়, মহৎ, স্পর্শনযোগ্য এবং সপ্ত প্রকার(২)।

৭। এই সুযোগ্যা এবং শোধয়িত্রী স্তুতি, উপযুক্ত পূজাবিধির সহিত সকলের প্রতি সমান সেই (বৈশ্বানরের) নিকট শীঘ্র গমন করুক। সেই বৈশ্বানরের আরোহনকারী দীপ্ত (মণ্ডল, অর্থাৎ সূর্য্য,) পৃথিবীর নিকট হইতে অচল দ্যুলোকের উপরে বিচরণ করিবার জন্য পূর্ব্বদিকে আরোপিত হইয়াছে।

৮। (লোকে) বলে যে (দোগ্ধাগণ) জলের ন্যায় যে (দুগ্ধ) দোহন করে, সেই দুগ্ধ (বৈশ্বানর) গুহাতে লুকাইয়া রাখেন এবং তিনি বিস্তীর্ণা পৃথিবীর প্রিয় এবং শ্রেষ্ঠ স্থান রক্ষা করেন। আমার এই বাক্যের পর আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে?।

৯। ক্ষীর প্রসবিনী গাভী (অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্মে) যাঁহাকে সেবা করে, যিনি অন্তরীক্ষে অত্যন্ত দীপ্তি পান, যিনি গুহাতে নিহিত এবং যিনি শীঘ্র স্যন্দমান ও শীঘ্র গমনকারী, আমি সেই পূজ্য [illegible] (দেব) সমূহকে(৩) জানিতে পারিয়াছি।

[illegible] পিতা মাতৃস্বরূপ (দ্যাবাপৃথিবী) মধ্যে ব্যাপ্ত হইয়া [illegible] (বৈশ্বানর) গাভীর (ঊধোদেশে) নিগূঢ় রমণীয় (দুগ্ধ) মুখের [illegible] পান করিবার জন্য প্রবো[illegible] হয়েন। অভীষ্টবর্ষী, দীপ্ত এবং প্রবৃত্ত [illegible] জিহ্বা মাতা গাভীর [illegible]:প্রদেশরূপ) উৎকৃষ্ট স্থানের সমীপে বি[illegible]

১১। [illegible] নমস্কার পূর্ব্বক জিজ্ঞাসিত হইয়া সত্য বলিতেছি। হে জাতবেদা! তোমাকে স্তুতি করিয়া যদি এই (ধনলাভ করি) তুমি ইহার

(২) মূলে "সপ্ত ধাতু" আছে। সাত প্রকার গ্রাম্য পশু ও সাত প্রকার অরণ্যের পশু। সায়ণ। "Consisting of seven elements."—*Wilson.*

(৩) অর্থাৎ সূর্য্যমণ্ডল রূপ বৈশ্বানর। সায়ণ।

স্বামী। তুমি সমস্ত ধনের স্বামী, পৃথিবীতে যে ধন আছে এবং দ্যুলোকে যে ধন আছে, তুমি (সে সমুদয়ের) স্বামী।

১২। এই (ধনের) সাধনভূত ধন কি? ইহার হিতকর ধন কি? হে জাতবেদা! তুমি অভিজ্ঞ, তুমি আমাদিগকে বল। তুমি আমাদিগকে এই ধন প্রাপ্তি মার্গের গূঢ় এবং উৎকৃষ্ট (উপায়) বল। আমরা যেন নিন্দনীয় হইয়া গন্তব্য স্থান প্রাপ্ত না হই।

১৩। (পূর্ব্ব প্রভৃতি) সীমা কি? পদার্থজ্ঞান কি? অভিলষণীয় (পদার্থ সমূহ) বা কি? শীঘ্রগামী (অশ্ব) যেরূপ সংগ্রামাভিমুখে গমন করে, সেইরূপ আমরা (এই সকল) অভিগত হইব। দ্যুতিমতী, মরণরহিত (আদিত্যের) পত্নী প্রসবিত্রী উষা, কোন সময়ে আমাদিগের জন্য প্রকাশিত হইয়া ব্যাপ্ত হইবেন?।

১৪। হে অগ্নি! লোকে অন্নরহিত উক্থমন্ত্রে এবং আরোপণীয় অল্পাক্ষর বাক্যে তৃপ্ত না হইয়া এখানে তোমাকে কি বলিতেছে(৪)? (হবিঃ প্রভৃতি) সাধনরহিত ব্যক্তিগণ দুঃখ প্রাপ্ত হউক।

১৫। সমিদ্ধ, অভিষ্টবর্ষী এবং নিবাসপ্রদ অগ্নির তেজঃসমূহ মঙ্গলের জন্য যজ্ঞগৃহে দীপ্তি পাইতেছে। তিনি দীপ্ত তেজকে পরিধান করেন, অতএব তাঁহার রূপ দর্শনীয়, তিনি অনেক (যজমান কর্তৃক) স্তুত হইয়া ধনদাতা রাজার ন্যায় দীপ্তি পাইতেছেন।



৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বামদেব [illegible]

১। হে যজ্ঞের হোতা অগ্নি! তুমি যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ, তুমি যজ্ঞে আমাদিগের ঊর্দ্ধে অবস্থান কর। তুমি (শত্রুগণের) ধন জয় কর, তুমি স্তোতার স্তুতি প্রবর্দ্ধিত কর।

(৪) অর্থাৎ হবির্বিহীন বাক্যদ্বারা কিছু লাভ করিতে পারা যায় না। ইহাই বলিতেছে। সায়ণ।

২। বিজ্ঞ, হোতা, হর্ষয়িতা, প্রকৃষ্ট জ্ঞানবিশিষ্ট অগ্নি, যজ্ঞে প্রজাগণের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছেন। অনন্তর তিনি ঊর্দ্ধে দীপ্তি আশ্রয় করেন এবং স্তম্ভের ন্যায় দ্যুলোকের উপরে ধূম ধারণ করেন।

৩। সংযত ও পুরাতন (জুহূ) ঘৃত পূর্ণ হইতেছে। যজ্ঞ বিস্তারকারী (অধ্বর্য্যু) প্রদক্ষিণ করিতেছেন। নবজাত যূপ উন্নত হইতেছেন, আক্রমণকারী সুদীপ্ত কুঠার পশুর নিকট গমন করিতেছে।

৪। কুশ বিস্তৃত হইলে এবং অগ্নি সমিদ্ধ হইলে অধ্বর্য্যু (দেবগণকে) প্রীত করিবার জন্য উত্থিত হয়েন। হোতা পুরাতন অগ্নি (অল্প হব্যকে) বহু করিয়া পশুপালকের ন্যায় পশুর চতুর্দ্দিকে তিনবার গমন করেন।

৫। হোতা, হর্ষদাতা, মিষ্টভাষী এবং যজ্ঞবান্ অগ্নি পরিমিতগতি হইয়া (পশুর) চতুর্দ্দিকে গমন করেন, (অগ্নির) দীপ্তিসমূহ অশ্বের ন্যায় চতুর্দ্দিকে ধাবিত হয়, অগ্নি যখন প্রদীপ্ত হয়েন, তখন সমস্ত ভূতজাত ভীত হয়।

৬। হে সুন্দর শিখা বিশিষ্ট অগ্নি! তুমি ভীতিজনক এবং সর্ব্বব্যাপ্ত। তোমার মনোহর এবং কল্যাণী মূর্ত্তি সম্যক্‌রূপে দৃষ্ট হয়। (রাত্রি) অন্ধকারের দ্বারা তোমার দীপ্তি নিবারণ করিতে পারে না এবং ধ্বংসকগণ তোমার শরীরে পাপ জন্মাইতে পারে না।

৭। যে জনয়িতা (বৈশ্বানরের) দান কেহ নিবারণ করিতে পারে না। এবং মাতা পিতা (দ্যাবাপৃথিবী) যাঁহাকে প্রেরণ করিতে শীঘ্র সক্ষম হন না, সেই সুতৃপ্ত এবং পাবক অগ্নি মনুষ্য লোকের মধ্যে সখার ন্যায় দীপ্তি পান।

৮। মনুষ্য লোকদিগের মধ্যে দশটি ভগিনী (অর্থাৎ অঙ্গুলি) নারীদিগের ন্যায় অগ্নিকে উৎপাদন করিয়াছে। সেই অগ্নি উষাকালে বুধ্যমান, হব্যভোজী, দীপ্তিমান, সুন্দরবদন এবং তীক্ষ্ণ কুঠারের ন্যায় (শত্রুহন্তা)।

৯। হে অগ্নি! তোমার সেই অশ্বগণ যজ্ঞাভিমুখে আহূত হইতেছে। তাহাদিগের (নাসা হইতে) ফেন নির্গত হয়, তাহারা রোহিত, ঋজুগামী, সুন্দরগামী, দীপ্তিমান, যুবা, সুগঠিত এবং দর্শনীয়।

১০। হে অগ্নি! তোমার সেই অভিভবকারী, গমনশীল, দীপ্ত এবং পূজনীয় রশ্মি সমূহ মরুৎগণের ন্যায় অত্যন্ত ধ্বনি করতঃ শ্যেন পক্ষীর ন্যায় গন্তব্য স্থানে গমন করে।

১১। হে সমিদ্ধ (অগ্নি)! তোমার জন্য স্তোত্র করা হইয়াছে, (হোতা) উক্থ উচ্চারণ করিতেছে এবং (যজমান) যজ্ঞ করিতেছে। অতএব তুমি আমাদিগকে দান কর। মনুষ্যগণ (ধন) অভিলাষ করত মনুষ্যগণের প্রশংসা যোগ্য হোতা অগ্নিকে পূজা করিয়া উপবিষ্ট হইয়াছে।

---

৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। অপ্নবান আদি ভৃগুবংশীয়গণ বনমধ্যে বিচিত্র দর্শন এবং সমস্ত লোকের ঈশ্বর, যে অগ্নিকে প্রদীপ্ত করিয়াছিলেন, সেই হোতা, যাজ্ঞিকশ্রেষ্ঠ, স্তুতিভাজন ও দেবশ্রেষ্ঠ অগ্নি যজ্ঞকারীগণ কর্ত্তৃক সংস্থাপিত হইয়াছেন।

২। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিমান্ এবং মনুষ্যগণের স্তুতিযোগ্য, তোমার দীপ্তি কখন প্রসৃত হইবে? মর্ত্ত্যগণ তোমাকে গ্রহণ করিতেছে।

৩। মায়ারহিত, বিজ্ঞ, নক্ষত্র পরিবৃত দ্যুলোকসদৃশ এবং সমস্ত যজ্ঞের বৃদ্ধিকারক অগ্নিকে মনুষ্যগণ দর্শন করতঃ প্রত্যেক যজ্ঞগৃহে গ্রহণ করে।

৪। যে অগ্নি সমস্ত প্রজাগণকে অভিভূত করেন, সেই শীঘ্রগামী যজমানের দূত, কেতুস্বরূপ ও দীপ্তিমান্ অগ্নিকে মনুষ্যগণ সমস্ত প্রজাগণের জন্য আনয়ন করিয়াছেন।

৫। সেই হোতা, বিদ্বান্ অগ্নিকে মনুষ্যগণ যথাস্থানে উপবিষ্ট করাইয়াছেন। তিনি রমণীয়, পবিত্র দীপ্তিবিশিষ্ট, যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ এবং সপ্ত তেজোযুক্ত।

৬। মাতৃস্বরূপ (জলসমূহে) এবং বৃক্ষ সমূহে বিদ্যমান, কমনীয়, অসেবিত, বিচিত্র, গুহা নিহিত, বিজ্ঞ এবং সর্ব্বত্র হব্যগ্রাহী সেই অগ্নিকে (উপবিষ্ট করাইয়াছেন)।

৭। দেবগণ নিদ্রা হইতে বিযুক্ত হইয়া, যে (অগ্নিকে) জলের স্থান-স্বরূপ সমস্ত যজ্ঞে প্রীত করেন, সেই মহান্, সত্যবান্ অগ্নি নমস্কার পূর্ব্বক দত্ত হব্য গ্রহণ করিয়া সর্ব্বদাই যজ্ঞ অবগত হয়েন।

৮। হে অগ্নি! তুমি বিদ্বান্, তুমি যজ্ঞের দূতকার্য্য জান। তুমি দ্যাবাপৃথিবী এই উভয়ের মধ্যে স্থিত (অন্তরীক্ষকে) জান, তুমি পুরাতন, তুমি (অল্প হব্যকে) বহু করিয়া থাক, তুমি বিদ্বান্, শ্রেষ্ঠ এবং দেবগণের দূত। তুমি স্বর্গের আরোহণ যোগ্য (স্থানে) গমন করিয়া থাক।

৯। হে অগ্নি! তুমি দীপ্তিমান্। তোমার বর্ত্ম কৃষ্ণবর্ণ এবং তোমার দীপ্তি পুরবর্ত্তিনী। তোমার সঞ্চরণশীল তেজঃ সকল তেজঃ পদার্থের মধ্যে শ্রেষ্ঠ। তোমাকে না পাইয়া (যজমানগণ) (তোমার উৎপত্তির হেতুভূত কাষ্ঠদ্বয়রূপ) গর্ভ ধারণ করে। তুমি উৎপন্ন হইয়া সদ্যই দূত হইয়া থাক।

১০। সদ্যোজাত (অগ্নির) তেজঃ দৃষ্ট হয়। যখন বায়ু অগ্নির শিখাকে লক্ষ্য করিয়া প্রবাহিত হয়, তখন অগ্নি বৃক্ষ সমূহে তীক্ষ্ণ শিখা সংযুক্ত করেন এবং স্থির অন্নরূপ (কাষ্ঠাদিকে) তেজঃদ্বারা বিখণ্ডিত করেন।

১১। অগ্নি অন্নভূত (কাষ্ঠাদিকে) ক্ষিপ্রগামী (রশ্মি সমূহ দ্বারা) শীঘ্র দগ্ধ করেন। মহান্ অগ্নি আপনাকে ক্ষিপ্রগামী দূত করেন, তিনি কাষ্ঠ সমূহকে বিশেষরূপে দগ্ধ করতঃ বায়ুর বলের সহিত সঙ্গত হয়েন, (অশ্বসাদী) যেরূপ অশ্বকে বলবান্ করে ও প্রেরণ করে, সেইরূপ গমনশীল অগ্নি (স্বীয় রশ্মিকে) বলবান্ করেন ও প্রেরণ করেন।

---

৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে অগ্নি! আমি স্তুতিদ্বারা তোমাকে বর্দ্ধিত করি। তুমি দূত, সর্ব্ববিৎ, হব্যবাহী, অমর এবং যাজ্ঞিক শ্রেষ্ঠ।

২। তিনি ধন দান করিতে জানেন, তিনি মহান্, তিনি দ্যুলোকের আরোহণযোগ্য (স্থান) জানেন। তিনি দেবগণকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুন।

৩। তিনি দ্যুতিমান্, তিনি (যজমানগণকে) দেবগণের নিকট নমস্কার করাইতে জানেন। তিনি যজ্ঞগৃহে যজ্ঞাভিলাষী ব্যক্তিকে অভীষ্ট ধন দান করেন।

৪। তিনি হোতা, তিনিই দূতকার্য্য অবগত হইয়া এবং দ্যুলোকের আরোহণযোগ্য (স্থান) বিদিত হইয়া (দ্যাবাপৃথিবীর) মধ্যে গমন করেন।

৫। যাহারা অগ্নিকে হব্যদান করিয়া প্রীত করে, যাহারা তাঁহাকে পুষ্ট করতঃ কাষ্ঠদ্বারা প্রদীপ্ত করে, আমরা যেন সেইরূপ (যজমান) হইতে পারি।

৬। যাহারা অগ্নির পরিচর্য্যা করে, তাহারা (অগ্নিকে) ভজনা করিয়া ধনদ্বারা বিখ্যাত হয় এবং তাহারা পুত্রপৌত্রাদিদ্বারা বিখ্যাত হয়।

৭। অনেকের স্পৃহনীয় ধন আমাদিগের নিকট প্রতিদিন আগমন করুক, অন্ন আমাদিগকে কার্য্যে প্রবর্ত্তিত করুক।

৮। তিনি মেধাবী, তিনি বলদ্বারা মনুষ্যগণের বিনাশযোগ্য (দুরিত) বিশেষরূপে নাশ করুন।

---

৯ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি (আমাদিগকে) সুখী কর। তুমি মহান্, তুমি দেবাভিলাষী ব্যক্তির নিকট কুশে উপবেশন করিবার জন্য আগমন কর।

২। অগ্নিকে কেহ হিংসা করিতে পারে না। তিনি মনুষ্যলোকদিগের মধ্যে প্রকর্ষরূপে গমন করেন এবং অমর। তিনি সমস্ত দেবগণের দূত হউন।

৩। তিনি যজ্ঞগৃহে নীত হয়েন। তিনি যজ্ঞসমূহে স্তুতিযোগ্য হইয়া হোতা হয়েন, অথবা পোতা হইয়া উপবেশন করেন।

৪। অথবা অগ্নি যজ্ঞে গৃহিণী হয়েন(১) অথবা যজ্ঞগৃহে গৃহপতি হয়েন, অথবা ব্রহ্মা নামক ঋত্বিক্ হইয়া উপবেশন করেন।

৫। তুমি যজ্ঞাভিলাষীগণের উপবক্তা। তুমি মনুষ্যজনের হব্য কামনা করিয়া থাক।

৬। তুমি হব্য বহন করিবার জন্য যে মনুষ্যের যজ্ঞ সেবা কর, তাহার দৌত্য কার্য্য কামনা কর।

৭। হে অঙ্গিরা! তুমি আমাদিগের অধ্বর সেবা কর, আমাদিগের যজ্ঞ সেবা কর এবং আহ্বান শ্রবণ কর।

৮। তুমি যে রথদ্বারা সমস্ত (দিকে গমন করিয়া) হব্য প্রদাতাকে রক্ষা কর, তোমার সেই অহিংসনীয় রথ আমাদিগের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত হউক।

---

১০ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে অগ্নি! আমরা অদ্য দেব প্রাপক(১) স্তুতিদ্বারা তোমাকে বর্দ্ধিত করিব। তুমি অশ্বের ন্যায় (হব্য বাহক)(২) এবং ক্রতুর ন্যায় (উপকারী)। তুমি উগ্র এবং হৃদয়গ্রাহী।

২। হে অগ্নি! তুমি এক্ষণেই ভজনীয়, প্রবৃদ্ধ, (অভীষ্ট ফল) সাধক সত্যভূত ও মহান্ যজ্ঞের নেতা হইয়াছ।

৩। হে অগ্নি! তুমি জ্যোতির্ম্মান্ সূর্য্যের ন্যায় সমস্ত তেজোযুক্ত এবং প্রসন্নান্তঃকরণ। তুমি আমাদিগের এই স্তোত্রদ্বারা নীত হইয়া আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর।

---

(১) মূলে "গ্না" আছে। গ্না শব্দের সচরাচর অর্থ দেবপত্নী, এস্থানে যজ্ঞসাধনকারিণী গৃহিণী হওয়াই সম্ভব, কেন না পরেই গৃহপতির উল্লেখ আছে। সায়ণ গ্না অর্থে গমনশীল অর্থ্যু করিয়াছেন।

---

(১) মূলে "ওহৈঃ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন ইন্দ্রাদি প্রাপক। মহীধর এবং মহীধরকে অবলম্বন করিয়া সত্যব্রত সামশ্রমী অর্থ করিয়াছেন "ফল প্রদ।" (শুক্ল যজুঃ ১৫। ৪৪)।

(২) মহীধর অশ্বমেধের অশ্বের ন্যায় এইরূপ অর্থ করিয়াছেন।

৪। হে অগ্নি! অদ্য আমরা বাক্যদ্বারা তোমাকে স্তুতি করত হব্য দান করিব। আকাশের রশ্মি সদৃশ তোমার শোধক (শিখাসমূহ) শব্দ করিতেছে।

৫। হে অগ্নি! তোমার প্রিয়তমা দীপ্তি দিবারাত্র অলঙ্কারের ন্যায় (পদার্থসমূহকে) শোভিত করিবার জন্য (তাহাদের) সমীপে শোভা পাইতেছে।

৬। হে অন্নবান্ অগ্নি! তোমার মূর্ত্তি শোধিত ঘৃতের ন্যায় পাপ-রহিত। তোমার শুদ্ধ হিরণ্যরূপ তেজঃ অলঙ্কারের ন্যায় দীপ্তি পাইতেছে।

৭। হে সত্যবান্ অগ্নি! তুমি (যজমান কর্ত্তৃক) কৃত, চিরন্তন পাপ মর্ত্ত্য যজমান হইতে নিশ্চয়ই দূর করিয়া থাক।

৮। হে অগ্নি! তোমরা দ্যুতিমান্, তোমাদিগের প্রতি আমাদিগের সখ্য এবং ভ্রাতৃভাব মঙ্গলজনক হউক। (দেবগণের) স্থানে সমস্ত যজ্ঞে উহা আমাদিগের নাভি স্বরূপ(৩)।

---

১১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋ[illegible]

১। হে বলবান্ অগ্নি! তোমার মঙ্গলকর তেজঃ সূর্য্যের [illegible]ভূত (দিবসে) দীপ্তি পায়। তোমার দীপ্তিশালী এবং দর্শনীয় (তেজঃ) রাত্রিতেও দৃষ্ট হয়। তুমি রূপবান্, তোমার উদ্দেশে স্নিগ্ধ এবং দর্শনীয় অন্ন (স্তুত হয়)।

২। হে বহুজন্মা অগ্নি! তুমি যজ্ঞে স্তুত হইয়া স্তুতিকারীর জন্য স্বর্গদ্বার বিমুক্ত কর(১)। হে সুন্দর তেজোবিশিষ্ট (অগ্নি)। তুমি

---

(৩) অর্থাৎ বন্ধনস্বরূপ। সায়ণ।

---

(১) মূলে "খং বিষাহি" আছে। "খং" অর্থে স্বর্গ। "পুন্য লোকস্য দ্বারং।" সায়ণ। "Heaven."—*Wilson.*

দেবগণের সহিত (যজমানকে) যে (ধন) দান করিয়া থাক, আমাদিগকে সেই প্রভূত এবং অভিলষণীয় ধন দান কর।

৩। হে অগ্নি! কর্ম্ম তোমা হইতে উৎপন্ন হয়, স্তুতি সমুদয় তোমা হইতে উৎপন্ন হয় এবং আরাধনযোগ্য উক্থ সমুদয় তোমা হইতে উৎপন্ন হয়। সত্যকর্ম্মা ও হব্যদাতা মনুষ্যের জন্য বীর্য্যযুক্ত রূপ এবং ধন তোমা হইতে উৎপন্ন হয়।

৪। হে অগ্নি! বলবান্, হব্যবাহক, মহান্, যজ্ঞকারী ও সত্যবল-বিশিষ্ট (পুত্র) তোমা হইতে উৎপন্ন হয়; দেবগণ কর্তৃক প্রেরিত সুখপ্রদ ধন তোমা হইতে উৎপন্ন হয়; অপ্রতিহত গতিবিশিষ্ট বেগগামী অশ্ব তোমা হইতে উৎপন্ন হয়।

৫। হে অমর অগ্নি! দেবাভিলাষী মনুষ্যগণ তোমাকে স্তুতিদ্বারা পরিচর্য্যা করে। তুমি (দেবগণের) প্রথম এবং দীপ্তিমান্, তোমার জিহ্বা (দেবগণকে) হৃষ্ট করে। তুমি পাপ সকল পৃথক্ করিয়া থাক, এবং (রাক্ষস সকলকে) দমন করিতে মানস করিয়া থাক। তুমি গৃহপতি এবং অমূঢ়।

৬। হে বলের পুত্র অগ্নি! তুমি রাত্রিতে মঙ্গলজনক এবং দ্যুতিমান্ হইয়া আমাদিগের মঙ্গলের জন্য সেবা করিয়া থাক। যেহেতু তুমি (যজ-মানগণকে) বিশেষরূপে পালন করিয়া থাক, অতএব তুমি আমাদিগের নিকট হইতে অমতি দূর কর, আমাদিগের নিকট হইতে পাপ দূর কর এবং আমাদিগের নিকট হইতে সমস্ত দুর্ম্মতি দূর কর।

---

১২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে অগ্নি! যে ব্যক্তি স্রুক্ সংযত করিয়া তোমাকে প্রদীপ্ত করে, যে ব্যক্তি তোমাকে প্রতিদিবস তিন বার করিয়া হব্য দান করে, হে জাত-বেদা! সেই ব্যক্তি তোমার তৃপ্তিকর কার্য্যদ্বারা তোমার প্রসহমান তেজঃ অবগত হইয়া ধন দ্বারা (শত্রুদিগকে) পরাভব করে।

২। হে অগ্নি! যে ব্যক্তি তোমার জন্য কাষ্ঠ আহরণ করে, হে মহান্ অগ্নি! যে ব্যক্তি (কাষ্ঠ অন্বেষণে) শ্রান্ত হইয়া তোমার তেজের

পরিচর্য্যা করতঃ রাত্রিকালে এবং দিবাকালে তোমাকে প্রদীপ্ত করে, [illegible] ব্যক্তি পুষ্টিলাভ করতঃ এবং শত্রুগণকে বিনাশ করতঃ ধন লাভ করে।

৩। অগ্নি মহৎ বলের স্বামী, [illegible]ষ্ট অন্নের এবং ধনের স্বামী। যুবতম, অন্নবান্ অগ্নি পরিচর্য্যাকারী মনুষ্যকে রত্ন যুক্ত করেন।

৪। হে যুবতম অগ্নি! যদ্যপি তোমার পরিচারকগণের মধ্যে আমরা অজ্ঞান বশতঃ কোন পাপ করিয়া থাকি, তাহা হইলে তুমি আমাদিগকে পৃথিবীর নিকট সম্পূর্ণরূপে নিষ্পাপ করিয়া দাও। হে অগ্নি! আমাদিগের সর্ব্বত্র বিদ্যমান পাপ সকল শ্লথ করিয়া দাও।

৫। হে অগ্নি! আমরা তোমার সখা, আমরা দেবগণের এবং মনুষ্যগণের নিকট (যে পাপ করিয়াছি), সেই মহৎ এবং বিস্তৃত পাপ হইতে যেন আমরা সর্ব্বদা বিঘ্ন না পাই। তুমি আমাদিগের পুত্র এবং পৌত্রকে (পাপের) শান্তি ও (পুন্যজনিত) সুখ দান কর।

৬। হে পূজার্হ বসুসমূহ! তুমি যেরূপে সেই বদ্ধপদ গৌরী গাভীকে বিমুক্ত করিয়াছিলে, সেইরূপ আমাদিগকে পাপ হইতে বিমুক্ত কর। হে অগ্নি! তোমা কর্ত্তৃক প্রবৃদ্ধ আমাদের আয়ুকে প্রবৃদ্ধ কর।

---

১৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অথবা যে মন্ত্রে যে দেবতার নাম উল্লেখ আছে, সেই মন্ত্রের সেই দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। শোভনান্তঃকরণ অগ্নি তমোনিবারিণী ঊষার পূর্ব্ববর্ত্তী রত্ন প্রকাশক কালে প্রবৃদ্ধ হইতেছেন। হে অশ্বিদ্বয়! তোমরা যজমানের গৃহে গমন কর। সূর্য্যদেব জ্যোতির সহিত উদিত হইতেছেন।

২। সবিতাদেব উন্মুখ কিরণ বিকাশ করিতেছেন। যখন (রশ্মিসমূহ) সূর্য্যকে দ্যুলোকে আরোহণ করান, বলবান্ (বৃষভ) যেরূপ গাভীকে কামনা করতঃ ধূলি বিকীর্ণ করিয়া তাহার অনুগমন করে, সেইরূপ তখন বরুণ, মিত্র এবং (অন্যান্য দেবগণ) নিজ নিজ কর্ম্মের অনুগমন করেন।

৩। স্থিরনিবাস (দেবগণ) কার্য্য পরিত্যাগ না করিয়া সর্ব্বতোভাবে অন্ধকার দূর করিবার জন্য যে সূর্য্যকে সৃষ্টি করিয়াছেন, মহান্, ... অশ্বগণ সমস্ত ... সেই সূর্য্যকে বহন করে।

৪। হে দ্যুতিমান্ (সূর্য্য)! তুমি তন্তুরূপ (রশ্মি সমূহ) বিস্তার করতঃ কৃষ্ণবর্ণা রাত্রিকে তিরোহিত করিয়া, অত্যন্ত বহন সমর্থ (অশ্বে আরোহণ পূর্ব্বক) গমন করিতেছ। কম্পনযুক্ত সূর্য্য রশ্মিসমূহ অন্তরীক্ষ মধ্যে চর্ম্মের ন্যায় স্থিত অন্ধকার দূর করে।

৫। কেহ এই অদূরবর্ত্তী সূর্য্যকে বদ্ধ করিতে পারে না, ইনি যখন অধোমুখে থাকেন, কেহ ইহাকে কোন প্রকার বাধা দিতে পারে না। ইনি কোন্ বলে ঊর্দ্ধ মুখে ভ্রমণ করেন? কে জানে, যে দ্যুলোকে সমবেত স্তম্ভস্বরূপ (সূর্য্য) স্বর্গকে ধারণ করেন?।

---

১৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অথবা যে মন্ত্রে যে দেবতার নাম উল্লেখ আছে, সেই মন্ত্রের সেই দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। জাতবেদা অগ্নিদেব তেজে দীপ্যমান ঊষা সময়ে প্রবুদ্ধ হইতেছেন। হে প্রভূত গমনশালী অশ্বিদ্বয়! তোমরা রথযোগে আমাদিগের যজ্ঞাভিমুখে আগমন কর।

২। সবিতাদেব সমস্ত ভুবনকে আলোকযুক্ত করতঃ ঊর্দ্ধমুখ কিরণ আশ্রয় করিতেছেন। সর্ব্বদর্শী সূর্য্য স্বকীয় কিরণে দ্যাবাপৃথিবী ও অন্তরীক্ষকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন।

৩। ধনধারিণী, অরুণবর্ণা, জ্যোতিঃশালিনী, মহতী, রশ্মিবিচিত্রিতা, বিদুষী ঊষা আগমন করিয়াছেন। ঊষাদেবী (প্রাণীগণকে) জাগরিত করতঃ সুখদানের জন্য সুযোজিত রথে গমন করেন।

৪। (হে অশ্বিদ্বয়)! ঊষা প্রকাশিত হইলে পর, অত্যন্ত বহনক্ষম গমনশীল সেই অশ্বগণ তোমাদিগকে এই যজ্ঞে আনয়ন করুক। হে অভীষ্টবর্ষীদ্বয়! এই সোম তোমাদিগকে এই যজ্ঞে সোম পানে হৃষ্ট করুক।

৫। (কেহ) এই অদূরবর্ত্তী সূর্য্যকে বদ্ধ করিতে পারে না। ইনি যখন অধোমুখে থাকেন (কেহ) ইহাকে কোন প্রকারে বাধা দিতে পারে না। ইনি কোন্ বলে ঊর্দ্ধমুখে ভ্রমণ করেন? কে জানে, যে দ্যুলোকের সমবেত স্তম্ভ স্বরূপ (সূর্য্য) স্বর্গকে ধারণ করেন।

---

১৫ সূক্ত।

প্রথম ছয়টী ঋকের অগ্নি দেবতা। সপ্তম ও অষ্টম ঋকের সোমকরাজা দেবতা। নবম ও দশম ঋকের অশ্বিদ্বয় দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হোতা এবং দেবগণের মধ্যে দীপ্তিমান্ এবং যজ্ঞার্হ অগ্নি আমাদিগের যজ্ঞে অশ্বের ন্যায় পরিনীত হয়েন।

২। অগ্নি দেবগণের জন্য অন্ন ধারণ করতঃ যজ্ঞে (প্রতিদিবস) তিনবার রথীর ন্যায় পরিগমন করেন।

৩। রত্ন দানকারী অগ্নি অন্নপতি, কবি এবং হব্যদাতাকে হব্যের চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত করেন।

৪। যে অগ্নি দেববাতের পুত্র সৃঞ্জয়ের জন্য পূর্ব্বদিকে স্থিত (উত্তর বেদিতে) সমিদ্ধ হয়েন, শত্রুনাশকারী সেই অগ্নি দীপ্তযুক্ত হয়েন।

৫। বীর মনুষ্য তীক্ষ্ণ তেজাঃ, অভীষ্টবর্ষী এবং গমনশীল অগ্নির উপর আধিপত্য বিস্তার করেন।

৬। অশ্বের ন্যায় হবির্বাহী এবং দ্যুলোকের পুত্রভূত (সূর্য্যের) ন্যায় দীপ্তিমান্ সেই সংভজনীয় অগ্নিকে প্রতিদিন পুনঃ পুনঃ পরিচর্য্যা করেন।

৭। সহদেবের পুত্র কুমার (সোমকরাজা), যখন আমাকে দুইটি অশ্ব দিবেন বলিয়াছিলেন, তখন আমি তাঁহার নিকট আহূত হইয়া (অশ্ব না লইয়া) ফিরিয়া আইসি নাই।

৮। সহদেবের পুত্র কুমার (সোমকরাজা)র নিকট হইতে তৎক্ষণাৎ সেই পূজনীয় এবং প্রযত্ন অশ্ব দুইটি গ্রহণ করিয়াছিলাম।

৯। হে দেব অশ্বিদ্বয়! তোমাদিগের (তৃপ্তিকারক) সহদেব পুত্র কুমার সোমক দীর্ঘায়ুঃ হউন।

১০। হে দেব অশ্বিদ্বয়! তোমরা সহদেব পুত্র কুমার (সোমককে) দীর্ঘায়ুঃ কর।

---

১৬ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। ঋজীষী সোমবিশিষ্ট(১) এবং সত্যবান্ মঘবা আমাদিগের নিকট আগমন করুন। ইহার অশ্বগণ আমাদিগের নিকট আগমন করুক। আমরা এই যজ্ঞে তাঁহার উদ্দেশে এই সারবিশিষ্ট অন্নরূপ (সোম) অভিষব করিব। তিনি স্তুত হইয়া আমাদিগের অভীষ্ট সিদ্ধি করুন।

২। হে শূর! (লোকে যেরূপ অশ্বগণকে) পথ প্রান্তে ছাড়িয়া দেয়, সেইরূপ তুমি আমাদিগকে বিমুক্ত কর, যেন এই সবনে তোমাকে হৃষ্ট করিতে পারি। তুমি সর্ব্ববিৎ এবং অসূর্য্য(২), যজমান উশনার ন্যায় তোমার উদ্দেশে মনোহর উক্থ উচ্চারণ করিতেছে।

৩। কবি যেরূপ গূঢ় অর্থ সম্পাদন করে, সেইরূপ অভীষ্টবর্ষী (ইন্দ্র) কার্য্যসমূহ সম্পাদন করতঃ যখন সেচনযোগ্য (সোম) অধিক পরিমাণে পান করিয়া হৃষ্ট হয়েন, তখন দ্যুলোক হইতে যথার্থই সপ্ত সংখ্যক রশ্মি উৎপাদিত হয়। স্তূয়মান (রশ্মিসমূহ) দিবাভাগেও (মনুষ্যের) জ্ঞান সম্পাদন করে।

৪। (যখন প্রভূত জ্যোতিঃ স্বরূপ দ্যুলোক রশ্মিসমূহদ্বারা সুদর্শনীয়রূপে দৃষ্ট হয়েন, তখন (দেবগণ, স্বর্গে) বাস করেন অর্থাৎ দীপ্তিযুক্ত হয়েন। নেতৃশ্রেষ্ঠ (সূর্য্য) আগমন করতঃ, মনুষ্যগণ (জগৎ) সন্দর্শন করিতে সক্ষম হইবেন বলিয়া, নিবিড় অন্ধকার নাশ করেন।)

---

(১) ১। ৬৪। ১২ ঋকের টীকা দেখ।

(২) সায়ণ "অসূর্য্য" অর্থ এখানে অসুর বিনাশক করিয়াছেন।

৫। ঋজীষী সোমবিশিষ্ট ইন্দ্র অমিত (মহিমা) ধারণ করেন; তিনি স্বীয় মহিমাবলে দ্যাবাপৃথিবী উভয়কেই পরিপূর্ণ করিয়াছেন। যিনি সমস্ত ভুবন অভিভূত করিয়াছেন, তাঁহার মহিমা এই (সমস্ত ভুবন হইতেও) অধিক হইয়াছিল।

৬। ইন্দ্র মনুষ্যগণের হিতকর (কার্য্যসমূহ) জানেন, তিনি অভিলাষকারী ও মিত্রভূত (মরুৎগণের জন্য) জল বর্ষণ করিয়াছিলেন। যাঁহারা বাক্‌রূপ (ধ্বনি দ্বারা) পর্ব্বতকেও বিদীর্ণ করিয়াছিলেন, সেই মরুৎগণ ইন্দ্রাভিলাষী হইয়া গাভীপূর্ণ গোশালা উদ্ঘাটন করিয়াছিলেন।

৭। হে ইন্দ্র! তোমার লোকপালক বজ্র জলাবরক বৃত্রকে হত করিয়াছে। চেতনাবতী ভূমি (তোমার সহিত সঙ্গত হইয়াছে)। হে শূর এবং ধৃষ্ণু ইন্দ্র! তুমি আপন বিক্রমে লোকপালক হইয়া নভঃ স্থিত জল প্রেরণ করিয়া থাক।

৮। হে বহুলোক কর্ত্তৃক আহূত! তুমি যখন অদ্রিকে বিদীর্ণ করিয়াছিলে, তোমার পূর্ব্বে সরমা (গোধন) আবিষ্কার করিয়াছিল। অঙ্গিরাগণ তোমার স্তব করিলে, তুমি অভ্রভেদ করতঃ আমাদিগকে প্রভূত অন্ন প্রদান করিয়া অনুগ্রহ প্রদর্শন করিয়াছ।

৯। হে ধনবান্ ইন্দ্র! মনুষ্যগণ তোমাকে সম্মানিত করে। তুমি ধন প্রদানের জন্য কবি (কুৎসের) অভিমুখে গমন করিয়াছিলে এবং তিনি প্রার্থনা করিলে তাঁহাকে আশ্রয় দানদ্বারা রক্ষা করিয়াছিলে। মায়াবান্ ঋত্বিক শূন্য দস্যু ধনলাভার্থ যুদ্ধে বিনষ্ট হইয়াছিল।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি মনে মনে দস্যুবধে কৃত সংকল্প হইয়া কুৎসের গৃহে আগমন করিয়াছিলে, কুৎসও তোমার সখ্যের জন্য আগ্রহান্বিত হইয়াছিল। তোমরা দুই জনে আপন স্থানে উপবেশন করিয়াছিলে এবং তোমার সত্যদর্শিনী স্ত্রী তোমাদের দুই জনের সমানরূপ দেখিয়া সংশয়ান্বিতা হইয়াছিলেন(৩)।

(৩) রুরু পুত্র কুৎস রাজর্ষি শত্রুদিগের সহিত যুদ্ধে অসমর্থ হইয়া ইন্দ্রকে আহ্বান করেন এবং ইন্দ্র সেই শত্রুদিগকে বিনাশ করেন। উভয়ের মধ্যে বন্ধুত্ব

১১। যে দিবসে কবি (কুৎস) এতশীর অশ্বের ন্যায় ঋজুগামী অশ্বদ্বয়কে আপন রথে যোজিত করিয়া আপন গৃহ হইতে উদ্ধার হইতে সমর্থ হইয়াছিলেন, সেই দিবসে, হে ইন্দ্র! তুমি কুৎসকে রক্ষা করিবার ইচ্ছায় তাঁহার সহিত এক রথে গমন করিয়াছিলে। তুমি শত্রুনাশক এবং বায়ু সদৃশ অশ্বের অধিপতি।

১২। হে ইন্দ্র! তুমি কুৎসের জন্য সুখরহিত শুষ্ণকে বধ করিয়াছিলে, দিবসের প্রারম্ভে কুযবকে বিনাশ করিয়াছিলে এবং বহুজন পরিবৃত হইয়া সেই সময়েই বজ্রদ্বারা দস্যুদিগকে বিনাশ করিয়াছিলে। তুমি সংগ্রামে সূর্য্যের চক্র ছিন্ন করিয়াছিলে।

১৩। তুমি পিপ্রু ও প্রবৃদ্ধ মৃগয়কে বিনাশ করিয়াছিলে, তুমি (সকলকে) বিদথীর পুত্র ঋজিশ্বার বশীভূত করিয়াছিলে। তুমি পঞ্চাশৎ সহস্র কৃষ্ণবর্ণ শত্রুকে(৪) বিনাশ করিয়াছিলে। জরা যেরূপ রূপ বিনাশ করে, তুমি সেইরূপ (শম্বরের) নগর সমূহ বিনাশ করিয়াছিলে।

১৪। তুমি মরণরহিত, তুমি যখন সূর্য্যের সমীপে আপন শরীর ধারণ কর, তখন তোমার রূপ প্রকাশিত হয়। তুমি হস্তীর ন্যায় পরাক্রান্ত মৃগ(৫), তুমি (শত্রুগণের) বল দগ্ধ করতঃ এবং আয়ুধারণ করতঃ সিংহের ন্যায় ভয়ঙ্কর হইয়া থাক।

১৫। ইন্দ্রাভিলাষী ধনলাভেচ্ছু (স্তোতাগণ) যুদ্ধের ন্যায় যজ্ঞে (তাঁহাকে) প্রার্থনা করিয়া এবং অন্নাভিলাষে উক্থদ্বারা তাঁহাকে স্তুতি

হইলে ইন্দ্র কুৎসকে নিজ গৃহে লইয়া যান। ইন্দ্রের স্ত্রী উভয়ের সমানরূপ দেখিয়া কে ইন্দ্র, কে কুৎস, এবিষয়ে সংশয়ান্বিত হইয়াছিলেন। সায়ণ।

কুৎস সম্বন্ধে ১। ৩৩। ১৫, ১। ৬৩। ৩ ও ১। ১০৬। ৬ ঋকের টীকা দেখ। ১। ১১২। ২৩ ঋকে কুৎসকে অর্জ্জুনের পুত্র বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে।

(৪) মূলে "পঞ্চাশৎ কৃষ্ণা সহস্রা" আছে। ১। ১০১। ১ ঋকের টীকা দেখ। এই সূক্তে ৯, ১০, ১২, ১৩, ১৪, ও ১৭ হইতে ২০ ঋকে অনার্য্য বর্ব্বরদিগের সহিত যুদ্ধের উল্লেখ পাওয়া যায়।

(৫) মূলে "মৃগঃ ন হস্তী" আছে। সায়ণ ইহার অর্থ "গজবিশেষঃ" করিয়াছেন।

করতঃ তাঁহার নিকট গমন করেন। ইন্দ্র তাঁহাদিগের আবাসস্থান সদৃশ এবং রমণীয় ও দর্শনীয় পুষ্টিস্বরূপ।

১৬। যিনি মনুষ্যগণের হিতকর বহুতর প্রসিদ্ধ কর্ম্ম করিয়াছেন, যিনি স্পৃহনীয় ধনবিশিষ্ট, যিনি মৎসদৃশ স্তোতার জন্য শীঘ্র গ্রহণীয় অন্ন আহরণ করেন, হে স্তোতাগণ! তোমাদিগের জন্য আমরা সেই ইন্দ্রকে সুন্দররূপে আহ্বান করিব।

১৭। হে শূর! যখন মনুষ্যগণের কোন ও যুদ্ধে তাহাদিগের মধ্যে তীক্ষ্ণ অশনি পাত হয়, হে স্বামিন্! যখন (শত্রুদিগের সহিত) ঘোরতর যুদ্ধ হয়, তখন তুমি আমাদিগের শরীরের রক্ষক বলিয়া বিদিত হও।

১৮। তুমি বামদেবের যজ্ঞকার্য্যের রক্ষক হও। তুমি হিংসারহিত, তুমি যুদ্ধে আমাদিগের সুহৃৎ হও। তুমি মতিমান্, আমরা তোমার নিকট গমন করি। তুমি সর্ব্বদা স্তোত্রকারীর প্রভূত প্রশংসাকারী হও।

১৯। হে ইন্দ্র! আমরা সমস্ত যুদ্ধে তোমাকে অভিলাষ করি; ধনী যেরূপ ধনদ্বারা দীপ্তিমান হয়, আমরা সেইরূপ হব্যযুক্ত এই মনুষ্যগণের সহিত দীপ্তিমান্ হইয়া শত্রুগণকে অভিভূত করতঃ সমস্ত রাত্রি ও বহু সম্বৎসর তোমাকে স্তুতি করিব।

২০। যাহাতে আমাদিগের সখ্য বিযুক্ত না হয়, যাহাতে উগ্র এবং শরীর রক্ষক ইন্দ্র আমাদিগের রক্ষক হয়েন, আমরা সেই প্রকার, আচরণ করিব। ভৃগুগণ(৬) যেরূপ রথ নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ অভীষ্টবর্ষী এবং নিত্য তরুণ ইন্দ্রের নিমিত্ত স্তোত্র রচনা করিব।

২১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত ও বর্দ্ধমান হইয়া, জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে, সেইরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করিতেছি, আমরা যেন রথবান্ হইয়া স্তুতিদ্বারা সর্ব্বদা তোমার ভজনা করিতে পারি।

---

(৬) সায়ণ "ভৃগবঃ" অর্থে দীপ্তিমান্ সূত্রধারগণ করিয়াছেন।

১৭ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি মহান্! পৃথিবী মহত্ত্বযুক্ত হইয়া তোমার বল অনুমোদন করিয়াছেন, দ্যুলোকও তোমার বল অনুমোদন করিয়াছেন। তুমি বলদ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছ। অহি যে সকল নদীকে গ্রাস করিয়াছিল, তুমি তাহাদিগকে মুক্ত করিয়াছ।

২। তুমি দীপ্তিমান, তোমার জন্ম হইলে পর দ্যুলোক ত্বদীয় কোপভয়ে কম্পিত হইয়াছিল, পৃথিবী কম্পিত হইয়াছিল, ঐ বৃহৎ মেঘসমূহ আবদ্ধ হইয়াছিল। ঐ মেঘসমূহ (প্রাণিগণের পিপাসা) বিনাশ করিয়াছিল এবং মরুপ্রদেশে জল প্রেরণ করিয়াছিল।

৩। শত্রুদিগের অভিভবকর ইন্দ্র তেজঃ প্রকাশ করতঃ বজ্র প্রেরণ করিয়া বলদ্বারা পর্ব্বত সমূহকে বিদীর্ণ করিয়াছিলেন। তিনি হৃষ্ট হইয়া বজ্রদ্বারা বৃত্রকে বিনাশ করিয়াছিলেন এবং বৃত্র হত হইলে জল বেগে গমন করিতে লাগিল।

৪। অতিশয় স্তুত্য, উত্তম বজ্রবিশিষ্ট, স্বর্গ হইতে অনপচ্যুত ও মহিমান্বিত ইন্দ্রকে যিনি উৎপাদন করিয়াছেন, সেই ইন্দ্রের জনয়িতা দ্যু(১) আপনাকে বীরপুত্রবিশিষ্ট বলিয়া মনে করিয়াছিলেন, এবং অত্যন্ত শোভনকর্ম্মা হইয়াছিলেন।

৫। সমস্ত প্রজাগণের রাজা, অনেকের স্তুত, একমাত্র ইন্দ্রই শত্রু হইতে উৎপন্ন ভয় বিনাশ করেন। সমস্ত (যজমানগণ) ধনবান্, দ্যোতমান ও স্তুতিকারীর বন্ধুস্বরূপ ইন্দ্রের উদ্দেশে সত্যই স্তুতি করে।

৬। সমস্ত সোম সত্যই ইন্দ্রের। সত্যই হর্ষকর সোম মহাবল ইন্দ্রের অত্যন্ত হর্ষজনক। হে ইন্দ্র! তুমি ধনপতি, তুমি সত্যই সমস্ত

(১) মূলে "জনিতা দ্যোঃ" আছে। সায়ণ অর্থ করিয়াছেন "দ্যোতমানঃ তে তব জনিতা জনয়িতা স প্রজাপতিঃ।" "Dyu thy parent."—*Max Muller.* "Heaven thy progenitor."—*Wilson.*

ধনের (পতি)। তুমি ধনের নিমিত্ত সত্যই সমস্ত প্রজা ধারণ করিয়াছ।

৭। তুমি প্রথমেই উৎপন্ন হইয়া সমস্ত প্রজাগণকে ধারণ করিয়াছ। হে ধনবান্ ইন্দ্র! তুমি জলবিশিষ্ট দেশ সমূহকে লক্ষ্য করিয়া, যে অহি শয়ন করিয়াছিল, তাহাকে বজ্রদ্বারা ছিন্ন করিয়াছ।

৮। বহুলোকের বিনাশক, অত্যন্ত দুর্দ্ধর্ষ, শত্রুদিগের প্রেরক, মহান্, পরিমাণ রহিত, অভীষ্টবর্ষী, উত্তম বজ্রবিশিষ্ট ইন্দ্রকে (আমরা স্তব করি)। যে ইন্দ্র বৃত্রকে বিনাশ করিয়াছিলেন, যিনি অন্নদাতা এবং শোভনধনযুক্ত, যিনি ধন দান করেন, (আমরা তাঁহাকে স্তব করি)।

৯। যে ধনবান্ ইন্দ্র যুদ্ধে অদ্বিতীয় বলিয়া প্রথিত আছেন, তিনি মিলিত ও বিস্তৃত শত্রুসেনা বিনাশ করেন। তিনি যে অন্ন দান করেন, সেই অন্ন ধারণ করেন। আমরা ইন্দ্রের সহিত বন্ধুতায় তাঁহার প্রিয় হইব।

১০। তিনি শত্রু বিজয়ী ও শত্রুঘাতী বলিয়া সর্ব্বত্র প্রথিত আছেন। তিনি যুদ্ধদ্বারা পশু আরহণ করেন। ইন্দ্র যখন সত্যই কোপ করেন, তখন স্থাবর জঙ্গমাত্মক সমস্ত জগৎ ভীত হয়।

১১। যে ধনবান্ ইন্দ্র গাভী জয় করিয়াছিলেন, হিরণ্য জয় করিয়াছিলেন, অশ্ব সমুদয় জয় করিয়াছিলেন, বহুতর (শত্রু সেনা) জয় করিয়াছিলেন, সামর্থ্য দ্বারা সকলের সেই প্রধান নেতা এই স্তোতৃগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া ঐ ধনের বিভক্তা এবং বসুর সংভক্তা হউন।

১২। ইন্দ্র জননীর নিকট কিয়ৎপরিমাণে (বল) প্রাপ্ত হইয়াছেন, পিতার নিকট কিয়ৎপরিমাণে প্রাপ্ত হইয়াছেন। যিনি আপন জনয়িতা হইতে সমস্ত জগৎ উৎপন্ন করিয়াছেন, এবং তাঁহা হইতেই মুহুর্মুহু জগতে বল প্রেরণ করিতেছেন, গর্জ্জনশীল মেঘ কর্ত্তৃক প্রেরিত বায়ুর ন্যায় সেই ইন্দ্র আহূত হইতেছেন।

১৩। ধনবান্ ইন্দ্র একজন ক্ষুদ্র ব্যক্তিকে অক্ষুন্ন করিয়াছেন। বজ্রযুক্ত অন্তরীক্ষের ন্যায় শত্রু বিনাশক, ইন্দ্র সঞ্জাত পাপ বিনাশ করেন এবং স্তোতাকে ধন প্রদান করেন।

১৪। এই ইন্দ্র সূর্য্যের চক্র নিক্ষেপ করিয়াছেন এবং যুদ্ধগামী এতশকে প্রতি নিবৃত্ত করিয়াছিলেন। কুটিলগতি, কৃষ্ণবর্ণ মেঘ তেজের মূলীভূত এবং জলের যোনিস্বরূপ অন্তরীক্ষে অবস্থিত ইন্দ্রকে অভিষিক্ত করিয়াছেন।

১৫। যেমন যজমান রাত্রিকালে অগ্নিকে (সোমের দ্বারা) অভিষিক্ত করেন(২)।

১৬। আমরা স্তোতা। আমরা গবাভিলাষী, অশ্বাভিলাষী, অন্নাভিলাষী এবং স্ত্রী অভিলাষী হইয়া সখ্যের জন্য, অভীষ্টবর্ষী ভার্য্যাপ্রদ ও রক্ষাকার্য্যে অবিশ্রান্ত ইন্দ্রকে, কূপে যেরূপ জল পাত্র অবনমিত করে, সেইরূপ অবনমিত করিব।

১৭। (হে ইন্দ্র)! তুমি আমাদিগের আপ্ত, তুমি (সকলকে রক্ষকরূপে) দর্শন করিয়া থাক, তুমি আমাদিগের রক্ষক হও। তুমি অভিদ্রষ্টা, সুখয়িতা, সোমার্হ ও সখা, তুমি পালক, পালকগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ পালক এবং স্রষ্টা। তুমি স্বর্গাভিলাষী স্তোতার প্রতি অন্নপ্রদ হও।

১৮। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার সখ্যাভিলাষী, তুমি আমাদিগের রক্ষক হও। তুমি স্তুত হইতেছ, তুমি আমাদিগের সখা হও। তুমি স্তুতিকারীকে অন্নদান কর। হে ইন্দ্র! আমরা বাধাযুক্ত হইয়াও এই স্তুতিরূপ (কর্ম্মেরদ্বারা) পূজাকরতঃ তোমাকে আহ্বান করিতেছি।

১৯। যখন ধনবান্ ইন্দ্র স্তুত হয়েন, তখন তিনি একা বহু অভিগন্তা শত্রু নাশ করেন। যাঁহার আশ্রিত (স্তোতাকে) দেবগণ বারণ করেন না, মনুষ্যগণ বারণ করেন না, স্তুতিকারী ব্যক্তি সেই ইন্দ্রের প্রিয়।

২০। বিবিধ শব্দবান্, সমস্ত প্রজাগণের ধারক, শত্রু রহিত ও ধনবান্ ইন্দ্র এই প্রকারে (স্তুত হইয়া) আমাদিগের সত্যরূপ (অভিলষিত) সম্পাদন করুন। (হে ইন্দ্র)! তুমি সমস্ত জন্মবানুদিগের রাজা। স্তোতা যে মহিমাযুক্ত যশঃ প্রাপ্ত হয়, তুমি সেই যশঃ আমাদিগকে অধিক পরিমাণে দান কর।

(২) এ ঋক্‌টী এই মাত্র। "অগ্নিক্র্যাং যজমানো ন হোতা।"

২১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত ও বর্দ্ধমান হইয়া জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে, সেইরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করিতেছি, আমরা যেন রথবান্ হইয়া স্তুতি-দ্বারা সর্ব্বদা তোমার ভজনা করিতে পারি।

---

১৮ সূক্ত।

এই সূক্তে ইন্দ্র, অদিতি এবং বামদেব ইহাদের তিন জনের মধ্যে কথোপকথন হওয়ায় ইঁহারা তিন জনে এই সূক্তের ঋষি ও দেবতা(১)।

ইন্দ্র বলিতেছেন।

১। এই পথ অনাদি এবং পূর্ব্বাপর লব্ধ, সমস্ত দেবগণ এই পথে উৎপন্ন হইয়াছেন। অতএব তুমি প্রবৃদ্ধ হইয়া এই পথ দিয়া জাত হও, তোমার মাতার পতন সাধন করিও।

বামদেব বলিতেছেন।

২। আমি এই পথ দিয়া বহির্গত হইব না, ইহা অতি দুর্গম, আমি পার্শ্ব ভেদ করিয়া নির্গত হই। আমাকে অন্যের অকৃত অনেক কর্ম্ম করিতে হইবে, আমাকে একের সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে, একের সহিত বাদ প্রতিবাদ করিতে হইবে।

৩। ইন্দ্র বলিয়াছেন, যে আমার মাতা মৃত হইবেন; তথাপি পুরাতন পথ অনুগমন করিব না, শীঘ্র বহির্গত হইব। ইন্দ্র, অভিষবকারী ত্বষ্টার গৃহে বলপূর্ব্বক সোমাভিষব ফলকদ্বয়ে অভিষুত সোম পান করিয়াছিলেন। সে সোম শত ধনের দ্বারা ক্রীত(২)।

---

(১) গর্ভস্থ বামদেব মাতার যোনিদেশ হইতে উৎপন্ন হইবেন না, এইরূপ সংকল্প করিয়াছিলেন। তিনি মাতার পার্শ্বদেশ ভেদ করিয়া উৎপন্ন হইবেন মনে করিয়াছিলেন। তাঁহার জননী ইহা বিদিত হইয়া ইন্দ্রের স্ত্রী ও ইন্দ্রের মাতাকে ধ্যান করিলেন। অদিতি ইন্দ্রের সহিত আসিলেন। সায়ণ।

"The interesting part of this absurd story is its accordance with the birth of Sákya, according to the Buddhists, who may possibly have borrowed the notion from the Veda."—*Wilson.*

(২) অর্থাৎ ইন্দ্র যথেচ্ছা কর্ম্ম করিয়াছিলেন, আমি কেন যথেচ্ছা নির্গত হইব না?

৪। অদিতি যে ইন্দ্রকে সহস্র মাস ও বহুতর সম্বৎসর ধারণ করিয়াছিলেন, সেই ইন্দ্র কেন বিরুদ্ধ কার্য্য করিয়াছেন?।

অদিতি বলিতেছেন।

যাহারা উৎপন্ন হইয়াছে ও হইবে, তাহাদের সহিত ইন্দ্রের তুলনা নাই।

৫। গুহাজাত ইন্দ্রকে নিন্দনীয় মনে করিয়া মাতা উঁহাকে বীর্য্যে পূর্ণ করিয়াছিলেন। অনন্তর উৎপাদ্যমান ইন্দ্র তেজোধারণ করিয়া উত্থিত হইলেন এবং দ্যাবাপৃথিবীকে পরিপূর্ণ করিলেন।

৬। "অ-ল-লা" এইরূপ শব্দ করিতে২ এই জলবতী (নদীগণ) হর্ষসূচক শব্দ করতঃ গমন করিতেছে। (হে ঋষি)! তুমি উহাদিগকে জিজ্ঞাসা কর, যে উহারা কি বলিতেছে। জলসমূহ আবরক কোন্ মেঘকে ভেদ করে(৩)?।

৭। নিবিৎরূপ মন্ত্রসমূহ ইঁহাকে কি বলে? জলসমূহ (কেনরূপে) ইন্দ্রের পাপ ধারণ করে(৪)। আমার পুত্র মহৎ বজ্রদ্বারা বৃত্রকে বধ করিয়াছিলেন, অনন্তর এই নদীগণকে বিসৃষ্ট করিয়াছিল।

বামদেব বলিতেছেন।

৮। (হে ইন্দ্র)! যুবতী অদিতি প্রমত্তা হইয়া তোমাকে প্রসব করিয়াছিলেন। কুষবা(৫) প্রমত্তা হইয়া তোমাকে গ্রাস করিয়াছিল। জলসমূহ প্রমত্ত হইয়া, তুমি শিশু, তোমাকে সুখ প্রদান করিয়াছিল। ইন্দ্র প্রমত্ত হইয়া স্বীয়বীর্য্য প্রভাবে উত্থান করিয়াছিলেন।

---

(৩) অর্থাৎ জল মেঘকে ভগ্ন করে না, ইন্দ্রই মেঘকে বিনাশ করেন, নদীগণ তাহাই বলিতেছে। সায়ণ।

(৪) অর্থাৎ ব্রাহ্মণ বৃত্রকে বধ করিয়া, ইন্দ্র ব্রহ্মহত্যা পাপে আক্রান্ত হওয়ায়, জলসমূহ কেনরূপে তাঁহার পাপ গ্রহণ করিয়াছিল এবং ইন্দ্র পাপ রহিত হইয়াছিলেন। সায়ণ। কিন্তু বৃত্র ব্রাহ্মণ, এটী পৌরাণিক কথা, ঋগ্বেদে বৃত্রের ব্রাহ্মণত্ব অথবা ইন্দ্রের "ব্রহ্মহত্যা" পাপের কথা নাই।

(৫) একজন রাক্ষসী। সায়ণ।

৯। হে ধনবান্ (ইন্দ্র)! ব্যংস প্রমত্ত হইয়া তোমার হনুদ্বয় বিদ্ধ-করতঃ অপহত করিয়াছিল। অনন্তর তুমি অধিক বলশালী হইয়াছিলে এবং সেই দাসের শিরোদেশ বজ্রদ্বারা সংপিষ্ট করিয়াছিলে।

১০। সকৃৎপ্রসূতা গাভী যেরূপ বৎস প্রসব করে, সেইরূপ (ইন্দ্রের) মাতা (স্বেচ্ছাপূর্ব্বক) সঞ্চরণ করিবার জন্য স্থবির, প্রভূত বলশালী, অনভি-ভবনীয়, অভীষ্টবর্ষী, প্রেরক, অনভিভূত, স্বয়ং গমনক্ষম ও শরীরাভিলাষী ইন্দ্রকে প্রসব করিয়াছিলেন।

১১। ইন্দ্রের মাতা মহান্ ইন্দ্রেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, হে পুত্র! দেবগণ তোমাকে ত্যাগ করিয়াছে? ইন্দ্র বলিলেন, হে সখা বিষ্ণু! তুমি বৃত্রকে বধ করিতে যদি অভিলাষী, তবে অত্যন্ত পরাক্রমশালী হও!

১২। হে ইন্দ্র! (তুমি ভিন্ন) কে আপন মাতাকে বিধবা করিয়াছে? তুমি যখন শয়ান থাক অথবা সঞ্চরণ করিতে থাক, তখন কে তোমাকে বধ করিতে ইচ্ছা করিয়াছে? কোন্ দেবতা সুখদান বিষয়ে তোমা অপেক্ষা বড়? যে হেতু তুমি তোমার পিতার পাদদ্বয় গ্রহণ করিয়া পিতাকে বধ করিয়াছ(৬)।

১৩। আমি জীবনোপায় অভাবে কুক্কুরের অন্ত্র সমূহ পাক করিয়া-ছিলাম(৭)। আমি দেবগণের মধ্যে (ইন্দ্র ব্যতিরিক্ত) সুখয়িতা পাই নাই। আমি আমার ভার্য্যাকে অসম্মানিতা হইতে দেখিয়াছি(৮)। অনন্তর শ্যেন (ইন্দ্র) আমার জন্য মধুর (জল) আহরণ করিয়াছিলেন।

(৬) ইন্দ্র দ্বারা তাঁহার পিতার হত্যা সম্বন্ধে, সায়ণ কোন বিবরণ দেন নাই, সে বিবরণ তৈত্তিরীয় সংহিতায় আছে। ৬। ১। ৩৪৬।

(৭) বামদেব কুক্কুর মাংস খাইয়াছিলেন তাহার উল্লেখ মনুসংহিতায় আছে। ১০। ১০৬।

(৮) মাতৃগর্ভস্থ বামদেব এসকল কথা কিরূপে বলিবে?।

ষষ্ঠ অধ্যায়।

---

১৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে বজ্রবান্ ইন্দ্র! সুন্দর আহ্বানযুক্ত রক্ষক বিশ্বদেবগণ এবং দ্যাবাপৃথিবী উভয়ে এই যজ্ঞে একমাত্র তোমাকেই বৃত্র বধের জন্য বরণ করে। তুমি মহান্, প্রবৃদ্ধ এবং দর্শনীয়।

২। হে ইন্দ্র! বৃদ্ধেরা যেরূপ (যুবা পুত্রগণকে প্রেরণ করে), সেইরূপ দেবগণ তোমাকে (শত্রু বধের জন্য) প্রেরণ করিয়াছিলেন। তদবধি তুমি সমস্ত লোকের অধীশ্বর হইয়াছ। তুমি সত্যের নিবাসস্বরূপ, তুমি জলাভিমুখে পরিশয়ান অহিকে বধ করিয়াছ, সকলের প্রীতিদায়িকা নদী সকল খনন করিয়াছ।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি অতৃপ্ত, শিথিলাঙ্গ, অজ্ঞান, অজ্ঞান ভাবাপন্ন, সুপ্ত ও গমনশীল জলকে আচ্ছাদন করতঃ শয়ান বৃত্রকে পৌর্ণমাসীর দিবসে বজ্রদ্বারা বধ করিয়াছ।

৪। বায়ু যেরূপ বলদ্বারা জল (ক্ষোভিত করে), সেইরূপ ইন্দ্র বলদ্বারা অন্তরীক্ষকে ক্ষীণজল করতঃ পেষণ করিয়াছিলেন। বলাভিলাষী ইন্দ্র দৃঢ় (মেঘসকল) ভগ্ন করিয়াছিলেন, পর্ব্বত সকলের কুকুভ ভেদ করিয়াছিলেন(১)।

৫। হে ইন্দ্র! জননীগণ যেরূপ পুত্রের নিকট (গমন করে), সেইরূপ মরুৎগণ তোমার নিকট গমন করিয়াছিল। তাহারা রথের ন্যায় তোমার

---

(১) মূলে "অভিনৎ কুকুভঃ পর্ব্বতানাং" আছে। সায়ণ পৌরাণিক গল্প অনুসারে অর্থ করিয়াছেন, যে পর্ব্বতদিগের পক্ষ ছেদ করিয়াছিলেন। "Shattered the peaks of the mountains."—*Wilson*.

সহিত (বৃত্রকে) গমন করিয়াছিল। তুমি নদীগণকে পরিপূর্ণ করিয়াছ, মেঘকে জয় করিয়াছ, (বৃত্রকর্তৃক) আবৃত জলকে প্রেরণ করিয়াছ।

৬। তুমি মহতী, সকলের প্রীতিদায়িকা, তুর্বীতি ও বয্যের অভীষ্ট-প্রদা পৃথিবীকে অন্ন ও জলদ্বারা প্রীত করিয়াছিলে। হে ইন্দ্র! তুমি জলকে সুখে পারের যোগ্য করিয়াছ।

৭। ইন্দ্র শত্রুহিংসক সৈন্যের ন্যায় কূলসমূহের ধ্বংসকারিণী, যুবতী অন্নজনয়িত্রী নদী সকল পরিপূর্ণ করিয়াছেন। তিনি নির্জল প্রদেশসমূহ পরিপূর্ণ করিয়াছেন, পিপাসাতুর পথিকদিগকে পরিপূর্ণ করিয়াছেন। তিনি দস্যুদিগের অধিকৃতা প্রসবনিবৃত্তা গাভি সকলকে দোহন করিয়াছেন।

৮। ইন্দ্র বৃত্রকে বধ করতঃ তমিস্রাদ্বারা আচ্ছাদিত বহু ঊষা ও বৎসরকে বিমুক্ত করিয়াছেন এবং জল বিমুক্ত করিয়াছেন। তিনি পরিব্যাপ্ত বর্দ্ধিত নদীগণকে বিমুক্ত করিয়াছেন।

৯। হে হরিবান! তুমি বম্রী(২) কর্তৃক ভক্ষিত অগ্রুর পুত্রকে গৃহ হইতে বাহিরে আনয়ন করিয়াছিলে। বাহিরে আনয়ন করিবার সময়, সে অন্ধ হইলেও অহিকে দেখিতে পাইয়াছিল। সে নির্গত হইলে পর, তাহার বম্রী কর্তৃক ছিন্ন গ্রন্থীদেশ সকল সংযুক্ত হইয়াছিল।

১০। হে রাজা প্রাজ্ঞইন্দ্র! তুমি সর্ব্ববেত্তা। বর্ষণস্বরূপ ও স্বয়ং সম্পান্ন মনুষ্যের হিতকর কর্ম্ম সকল যেং প্রকারে সম্পাদন করিয়াছে, (বামদেব) সেই সকল পুরাতন কর্ম্ম জানিয়া কীর্ত্তন করিতেছে।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হইয়া, জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে সেইরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করিতেছি, আমরা যেন রথবান্ হইয়া স্তুতিদ্বারা সর্ব্বদা তোমার ভজনা করিতে পারি।

---

(২) বম্রী অর্থে উপজিহ্বিকা। সায়ণ। ভাষায় উই নামক কীট।

২০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। অভীষ্টপ্রদ তেজস্বী ইন্দ্র, আমাদিগকে আশ্রয় প্রদানের জন্য দূর হইতে আগমন করুন, আমাদিগকে আশ্রয় প্রদানের জন্য নিকট হইতে আগমন করুন। তিনি সংগ্রামে সঙ্গত হইলে শত্রুগণকে বধ করেন। তিনি বজ্রবাহু, মনুষ্যগণের পালক এবং তেজস্বী (মরুৎগণ যুক্ত)।

২। অভিমুখবর্ত্তী ইন্দ্র, আমাদিগকে আশ্রয় ও ধন দানের জন্য আমাদের নিকট অশ্বে আরোহণ করতঃ আগমন করুন। বজ্রী, ধনবান, মহান্ (ইন্দ্র) যুদ্ধ উপস্থিত হইলে পর, আমাদের এই যজ্ঞে উপস্থিত থাকুন।

৩। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগকে পুরঃসর করতঃ, আমাদের এই ক্রিয়মান যজ্ঞ ভজনা কর। হে বজ্রী! আমরা তোমার স্তোতা; ব্যাধ যেরূপ (মৃগ শীকার করে), সেইরূপ আমরা তোমার দ্বারা ধন লাভের জন্য যুদ্ধে যেন জয় লাভ করিতে পারি।

৪। হে অন্নবান্ ইন্দ্র! তুমি প্রসন্ন মনে (আমাদের) সমীপে (আগমন করতঃ) আমাদিগকে কামনা করিয়া উত্তমরূপে অভিষুত, সম্ভৃত, মাদক সোম রস শীঘ্র পান কর এবং পৃষ্ঠ্য সোমদ্বারা(১) হৃষ্ট হও।

৫। যিনি পক্ক ফল বৃক্ষের ন্যায় এবং আয়ুধ কুশল বিজয়ী ব্যক্তির ন্যায় নূতন ঋষিগণ কর্ত্তৃক বিবিধ প্রকারে স্তুত হয়েন, আমি সেই পুরুহূত ইন্দ্রের উদ্দেশে, (স্ত্রী) অভিমানী মনুষ্য যেরূপ স্ত্রীর (প্রশংসা করে), সেইরূপ স্তুতি করিতেছি।

৬। যিনি পর্ব্বতের ন্যায় প্রবৃদ্ধ ও মহান্, যিনি তেজস্বী, যিনি শত্রুর অভিভবের জন্য সনাতন কালে উৎপন্ন হইয়াছেন, সেই ইন্দ্র জলদ্বারা পূর্ণ জলপাত্রের ন্যায় তেজোদ্বারা পূর্ণ বৃহৎ বজ্রকে আদৃত করিয়াছিলেন।

---

(১) মাধ্যন্দিন সবনে উদ্গাত্রী কর্ত্তৃক উদ্গীয়মান স্তোত্র। সায়ণ।

৭। ইন্দ্রের জন্ম হইতেই নিবারক নাই, তাঁহার (যজ্ঞাদি কর্ম্ম) সাধক ধনের বিনাশক নাই, হে বলশালী, তেজস্বী পুরুহূত! তুমি অভীষ্টবর্ষী, তুমি আমাদিগকে ধন দান কর।

৮। তুমি প্রজাগণের ধন ও গৃহ পর্য্যবেক্ষণ করিয়া থাক, গো সমূহকে মোচন করিয়া থাক। তুমি শিক্ষা বিষয়ে নেতা ও যুদ্ধে আয়ুধবান, তুমি প্রভূত ধন রাশি দান করিয়া থাক।

৯। অতিশয় প্রাজ্ঞ (ইন্দ্র) কোন্ প্রজ্ঞাবলে বিশ্রুত হইয়াছেন? মহান্ (ইন্দ্র) যে প্রজ্ঞাবলে কর্ম্মসমূহ সম্পাদন করেন, (তদ্দ্বারা বিশ্রুত আছেন)। তিনি যজমানের বহুল পাপ বিনাশ করেন এবং স্তোতাগণকে ধন দান করেন।

১০। হে ইন্দ্র! আমাদিগকে হিংসা করিও না, আমাদিগকে পোষণ কর। তোমার যে ধন হব্যদাতাকে দান করিবার জন্য আছে, তাহা আমাদিগকে দান কর। আমরা তোমার স্তুতি করতঃ, এই নূতন দানযোগ্য ও প্রশস্ত উক্থে (তোমার মহিমা বিশেষরূপে কীর্ত্তন করিতেছি)।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হইয়া, জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে, সেইরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করিতেছি, আমরা যেন রথবান্ হইয়া স্তুতিদ্বারা সর্ব্বদা তোমার ভজনা করিতে পারি।

---

২১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। যাঁহার বল প্রভূত, যিনি আকাশের ন্যায় অভিভব সমর্থ বল পোষণ করেন, সেই ইন্দ্র আশ্রয়দানের জন্য আমাদের নিকট আগমন করুন। শূর প্রবৃদ্ধ (ইন্দ্র) আমাদের সহিত হৃষ্ট হউন।

২। (হে স্তোতাগণ)! যাঁহার অভিভবকর ও ত্রাণকর কর্ম্ম যজ্ঞাই সম্রাটের ন্যায় লোকদিগকে অভিভূত করে, সেই প্রভূতযশাঃ ও বহুধনশালী ইন্দ্রের বলভূত নেতা (মরুৎগণকে) তোমরা এই যজ্ঞে স্তুতি কর।

৩। ইন্দ্র আমাদিগকে আশ্রয় প্রদানের জন্য মরুৎগণের সহিত স্বর্গলোক হইতে, ভূলোক হইতে, অন্তরীক্ষ হইতে, জল হইতে, আদিত্যলোক হইতে, দূর দেশ হইতে এবং জলের স্থান হইতে আগমন করুন।

৪। যিনি স্থূল এবং মহৎ ধনের অধিপতি, যিনি প্রাণরূপ বলদ্বারা শত্রুসেনা জয় করেন, যিনি প্রগল্ভ, যিনি স্তোতৃগণকে শ্রেষ্ঠ (ধন) দান করেন, আমরা যজ্ঞস্থলে সেই ইন্দ্রের উদ্দেশে স্তুতি করিব।

৫। যিনি (লোক সকল) স্তম্ভন করতঃ যজ্ঞার্থে (বজ্ররূপ) বাক্য উৎপাদন করেন এবং হব্য প্রাপ্ত হইলে (বৃষ্টিরূপ) অন্ন দান করেন, যিনি প্রসাধনের যোগ্য এবং উক্থদ্বারা স্তুতি যোগ্য, সেই ইন্দ্রকে হোতা যজ্ঞগৃহে আহ্বান করুন।

৬। যখন ইন্দ্রের স্তুতি অভিলাষী যজমানের গৃহে নিবাসকারী স্তোতাগণ স্তুতির সহিত ইন্দ্রের নিকট উপাগত হয়েন, (তখন ইন্দ্র আগমন করুন)। তিনি যুদ্ধে আমাদিগের সহায়তা করেন, তিনি যজমানের হোতা, তাঁহার ক্রোধ দুস্তর।

৭। ভার্বরের পুত্র(১) অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের এই বল সত্যই যজমানকে সেবা করে। উহা সত্যই যজমানের ভরণার্থ গুহাতে, গৃহে ও কর্ম্মে অবস্থান করে, যজমানের অভীষ্ট লাভ ও হর্ষ উৎপন্ন করে।

৮। যে হেতু ইন্দ্র মেঘের দ্বার অপাবৃত করিয়াছেন এবং জলের বেগ জলসমূহদ্বারা পরিপূর্ণ করিয়াছেন, অতএব যখন সুকর্ম্মা (যজমান) ইন্দ্রকে অন্নদান করেন, (তখন) তিনি গৃহে গৌর ও গবয়(২) লাভ করেন।

৯। হে ইন্দ্র! তোমার কল্যাণকর হস্তদ্বয় সৎকর্ম্ম অনুষ্ঠান করে এবং তোমার হস্তদ্বয় যজমানকে ধন দান করে। কেন তোমার বিলম্ব হইতেছে? কেন তুমি আমাদিগকে হৃষ্ট করিতেছ না? কেন তুমি আমাদিগকে ধন দান করিতে হৃষ্ট হইতেছ না?।

---

(১) সায়ণ "ভার্বর" অর্থে জগতের ভর্তা প্রজাপতি করিয়াছেন।

(২) মৃগবিশেষ। সায়ণ।

"They are, in fact, two kinds of wild cattle. . . . . Some of (Indra's worshippers) at least, even now, would not object to eat the flesh of the wild oxen."—*Wilson.*

১০। এই প্রকারে (স্তুত হইয়া) সত্যবাদু, ধনেশ্বর, বৃত্রহন্তা ইন্দ্র [illegible] ধন দান করেন। হে বহুস্তুত! তুমি আমাদিগকে স্তুতির জন্য ধন [illegible], আমি যেন দিব্য অন্ন ভক্ষণ করিতে পাই।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হইয়া, জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে সেইরূপ তোমার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করিতেছি, আমরা যেন রথবান্ হইয়া, স্তুতিদ্বারা সর্ব্বদা তোমার ভজনা করিতে পারি।

---

২২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। যেহেতু মহান্, বলবান্ ইন্দ্র, আমাদের (হব্য) সেবা করেন এবং অভিলাষ করেন, অতএব যিনি ধনবান্ এবং যিনি বলদ্বারা বজ্র ধারণ করতঃ আগমন করেন, সেই ইন্দ্র হব্য, স্তোম, সোম ও উক্থ স্বীকার করুন।

২। অভীষ্টবর্ষী (ইন্দ্র) বাহুদ্বয়ে বৃষ্টিকারী চতুর্ধারা বিশিষ্ট (বজ্র) ক্ষেপণ করতঃ উগ্র, নেতৃশ্রেষ্ঠ ও কর্ম্মবান্ হইয়া আচ্ছাদনকারিণী পরুষ্ণী (নদীকে) আশ্রয় দানার্থ সেবা করিতেছেন। উহার ভিন্ন ভিন্ন পরিসর প্রদেশকে আপনার সখ্য ভাবহেতু সংবৃত করিতেছেন(১)।

৩। যিনি দীপ্তিমান্, যিনি দাতাশ্রেষ্ঠ, যিনি জাত মাত্রেই প্রভূত অন্ন ও মহৎ বলের সহিত (যুক্ত হইয়াছিলেন), সেই ইন্দ্র বাহুদ্বয়ে কাময়মান বজ্র ধারণ করতঃ বলদ্বারা দ্যুলোক ও ভূলোক প্রকম্পিত করিয়াছিলেন।

৪। মহান ইন্দ্রের জন্ম হইলে পর সমস্ত পর্ব্বত, অনেক সমুদ্র, দ্যুলোক ও পৃথিবী তাঁহার ভয়ে কম্পিত হইয়াছিল। বলবান্ (ইন্দ্র) গতিশীল (সূর্য্যের) মাতা পিতা (দ্যাবাপৃথিবীকে) ধারণ করেন। বায়ু অন্তরীক্ষে মনুষ্যগণের ন্যায় শব্দ করে।

---

(১) মূলে "যস্যাঃ পর্ব্বাণি সখ্যায় বিব্যে" আছে। "Whose bordering districts he has frequented through regard."—*Wilson*. পরুষ্ণী নদী সম্বন্ধে ১। ৭১। ৭ ঋকের টীকা দেখ।

৫। হে ইন্দ্র! তুমি মহান্, তোমার কর্ম্ম মহৎ এবং সমস্ত সবনে স্তুতিযোগ্য। হে প্রগল্‌ভ শূর! তুমি লোক সকলকে ধারণ করতঃ ধর্ষণ-শীল বজ্রদ্বারা বলপূর্ব্বক অহিকে বিনাশ করিয়াছ।

৬। হে বলশালী ইন্দ্র! তোমার এই সকল কর্ম্ম নিশ্চয়ই সত্য। হে ইন্দ্র! তুমি অভীষ্টবর্ষী, তোমার প্রভাবে ধেনুগণ ঊধঃ হইতে (ক্ষীর) ক্ষরণ করে। হে বর্ষণশীল! নদীগণ তোমার ভয়ে বেগে প্রবাহিত হয়।

৭। হে হরিবান ইন্দ্র! যখন তুমি বদ্ধ এই (নদীগণকে) বহুকাল অব-রোধের পর প্রবাহিত হইবার জন্য মোচন করিয়া ছিলে, সেই সময়ে প্রসিদ্ধ দ্যুতিমতী ভগিনীগণ তোমার আশ্রয় লাভের জন্য (তোমাকে) স্তুতি করিলেন।

৮। হর্ষ জনক সোম নিষ্পীড়িত হইয়াছে, স্যন্দমান হইয়া তোমার নিকট আগমন করুক। শীঘ্রগামী আরোহী গমনশীল (অশ্বের) দৃঢ়বল্গা ধারণ করিয়া (যেরূপ অশ্বকে প্রেরণ করে), সেইরূপ তুমি দীপ্তিমান্ স্তোতার স্তুতি আমাদের অভিমুখে প্রেরণ কর।

৯। হে সহনশীল (ইন্দ্র)! তুমি সর্ব্বদা আমাদিগকে অভিভবকর, প্রবৃদ্ধ, প্রশস্ত বল দান কর, বধযোগ্য শত্রুদিগকে আমাদিগের বশীভূত কর, হিংসক মনুষ্যের অস্ত্র নষ্ট কর।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের স্তুতি শ্রবণ কর, আমাদিগকে বিবিধ প্রকার অন্ন দান কর এবং আমাদিগকে সমস্ত বুদ্ধি প্রেরণ কর। হে মঘবা! আমাদিগের গাভীদাতা হও।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হইয়া, জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে, সেইরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করিতেছি, আমরা যেন রথবান্ হইয়া, স্তুতিদ্বারা সর্ব্বদা তোমার ভজনা করিতে পারি।

---

২৩ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। অষ্টম, নবম ও দশম ঋকের ইন্দ্র অথবা ঋত দেবতা।
বামদেব ঋষি।

১। (আহ্বানের স্তুতি) মহান্ ইন্দ্রকে কি প্রকারে বর্দ্ধিত করিবে? ইনি কোন্ স্তোতার যজ্ঞে প্রীত হইয়া আগমন করেন? মহান্ ইন্দ্র সোমরস ও অন্ন আমাদের কামনা ও সেবা করতঃ (কাহাকে দিবার জন্য) প্রদীপ্ত ধন গ্রহণ করেন?।

২। কোন্ বীর ইন্দ্রের সহিত সোম পান করিতে পায়? কোন্ ব্যক্তি ইন্দ্রের অনুগ্রহ লাভ করে? কখন ইঁহার বিচিত্র ধন বিতরিত হয়? কখন তিনি স্তোতা যজমানকে বর্দ্ধিত করিবার জন্য রক্ষাযুক্ত হয়েন?।

৩। ইন্দ্র হোতাকে কি প্রকারে শ্রবণ করেন? শুনিয়া তাহার প্রয়োজন কি প্রকারে জানিতে পারেন? ইন্দ্রের পুরাতন দান কি কি? ঐসকল দান ইন্দ্রকে স্তোতার অভীষ্ট পূরক বলে কেন?।

৪। যে ব্যক্তি ইন্দ্রকে স্তুতি করেন ও (যজ্ঞদ্বারা) দীপ্তিযুক্ত হয়েন, তিনি কি প্রকারে বাধা পাইয়াও ইন্দ্রের ধন প্রাপ্ত হয়েন? যখন দ্যুতিমান্ ইন্দ্র হব্য গ্রহণ করতঃ আমার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, তখন তিনি আমার স্তোত্র বিশেষরূপে জ্ঞাত হয়েন।

৫। কোন্ সময়ে এবং কি প্রকারে দ্যুতিমান্ ইন্দ্র ঊষার প্রারম্ভে মনুষ্যের বন্ধুত্ব স্বীকার করেন? যাঁহারা ইহার উদ্দেশে সুযোগ্য ও কমনীয় (হব্য) বিস্তার করেন, কোন্ সময়ে এবং কি প্রকারে সেই বন্ধুগণের প্রতি ইঁহার বন্ধুত্ব (প্রদর্শিত হইবে)?।

৬। আমরা কি তোমার অভিভবকর সখ্য সখাদিগের নিকট প্রচার করিব? কখন্ আমরা তোমার ভ্রাতৃত্ব প্রচার করিব? সুদর্শন ইন্দ্রের উদ্যোগসমূহ কল্যাণ কর। সূর্য্যের ন্যায় গতিশীল (ইন্দ্রের) দর্শনীয় শরীর সকলে অভিলাষ করে।

৭। দ্রোহকারিণী, হিংসাকারিণী এবং ইন্দ্র বিহীনাকে বিনাশ করিবার ইচ্ছা করিয়া, ইন্দ্র তীক্ষ্ণ আয়ুধ সকলকে যথার্থ তীক্ষ্ণ করিতেছেন।

যে সকল উষাকালে ঋণ আমাদিগকে (ক্লেশ দেয়), ঋণ বিনাশক উগ্র ইন্দ্র সেই সকল উষাকে দূরে অজ্ঞাত ভাবে পীড়া প্রদান করতঃ রাখিয়াছিলেন(১)।

৮। ঋতদেবের(২) অনেক জল আছে। ঋতদেবের স্তুতি পাপ নাশ করে। ঋতদেবের বোধযোগ্য ও দীপ্তিমান স্তুতিবাক্য মনুষ্যের বধির কর্ণদ্বয়ে প্রবেশ করে।

৯। বপুষ্মান্ ঋতদেবের অনেক দৃঢ়, ধারক, আহ্লাদকর রূপ আছে। (স্তোতাগণ) ঋতদেবের নিকট প্রভূত অন্ন ইচ্ছা করে। ধেনুগণ ঋতদেবের দ্বারা (দক্ষিণারূপে) যজ্ঞে প্রবেশ করে।

১০। (স্তোতাগণ) ঋতদেবকে বশীভূত করিবার জন্য ভজনা করে। ঋতদেবের বল শীঘ্র জল কামনা করে। বিস্তীর্ণা, দুরবগাহা দ্যাবাপৃথিবী ঋতদেবের। প্রীতিদায়িকা উৎকৃষ্টা দ্যাবাপৃথিবী ঋতদেবের জন্য দুগ্ধ দোহন করেন।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হইয়া, জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে, সেইরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করিতেছি, আমরা যেন রথবান্ হইয়া স্তুতিদ্বারা সর্ব্বদা তোমার ভজনা করিতে পারি।

---

২৪ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। কি রূপ সুন্দর স্তুতি বলের পুত্র ইন্দ্রকে ধনদানার্থ আমাদের অভিমুখে আনয়ন করিবে? হে যজমানগণ! বীর গোপতি ইন্দ্র আমাদিগকে শত্রুগণের ধন দান করেন, আমরা তাঁহার স্তব করি।

---

(১) হিংসাকারিণী ইন্দ্রবিহীনা কে, তাহা বুঝা যায় না। সায়ণ বলেন রাক্ষসী। Wilson বলেন মৃত্যু, "Death, the debt of Nature, the payment of what Indra's favour delays by prolonging life."

(২) ঋত শব্দে ইন্দ্র বা সত্য বা আদিত্য অথবা যজ্ঞ। সায়ণ।

২। [illegible] বজ্রের জন্য যুদ্ধে সেই ইন্দ্রকে আহ্বান করা হয়। তিনি স্তুতির যোগ্য। তিনি সুন্দর রূপে স্তুত হইয়া (যজমানগণকে দান করিবার জন্য) সত্য ধনবিশিষ্ট হয়েন। ধনবান্ সেই (ইন্দ্র) স্তোত্রাভিলাষী সোমাভিষবকারী মনুষ্যকে ধন দান করেন।

৩। মনুষ্যেরা যুদ্ধে তাঁহাকেই আহ্বান করে। শরীর রিক্ত করিয়া তাঁহাকেই ত্রাণ কর্ত্তা করেন। মনুষ্যগণ উভয়ে (অর্থাৎ যজমানগণ স্তোতা) পরস্পর সঙ্গত হইয়া পুত্র ও পৌত্র লাভের জন্য দানশীল ইন্দ্রের নিকট গমন করে।

৪। হে উগ্র (ইন্দ্র)! (চতুর্দ্দিকে) ব্যাপ্ত মনুষ্যগণ জল লাভের জন্য প্রকীর্ত্তিত হইয়া যজ্ঞ করে। যখন যুদ্ধকারী লোক সকল যুদ্ধে একত্রিত হয়, তখন [illegible] কেহ ইন্দ্রকে অভিলাষ করে।

৫। তখন কেহ কেহ বলবান্ (ইন্দ্রকে) পূজা করে। তখন কেহ কেহ পুরো[illegible]স্তুত করতঃ তাঁহাকে দান করেন। তখন তিনি, যে সোম [illegible] যে সোম অভিষুত করে না, তাঁহাদিগকে পৃথক্ করেন। তখন [illegible] কেহ অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রের উদ্দেশে যজ্ঞ করিতে অভিলাষ করে।

৬। যিনি সোমাভিলাষী স্বর্গলোকস্থিত ইন্দ্রের উদ্দেশে অভিষব করেন, ইন্দ্র তাঁহাকে ধন দান করেন। ইন্দ্র একান্তচিত্তে স্তোত্রাভিলাষী সোমাভিষবকারীকে সংগ্রামে তাঁহার সখা করেন।

৭। যিনি অদ্য ইন্দ্রের জন্য সোমাভিষব করিতেছেন, যিনি পুরোডাশ প্রস্তুত করিতেছেন, যিনি যব ভাজিতেছেন(১) ইন্দ্র স্তুতিকারীর স্তোত্র স্বীকার করতঃ সেই যজমানের অভিলাষপূরক বল ধারণ করেন।

৮। যখন (শত্রুগণের) হিংসক আর্য্য শত্রুগণকে জানিতে পারেন এবং দীর্ঘ সংগ্রামে ব্যাপ্ত থাকেন, তখন পত্নী সোমাভিষবকারীগণের কর্ত্তৃক তীক্ষ্ণীকৃত অভীষ্টবর্ষী ইন্দ্রকে যজ্ঞগৃহে আহ্বান করেন।

(১) মূলে "পচাৎ পক্তীঃ উত ভৃজ্জাতি ধানাঃ" আছে। "পক্তীঃ" অর্থে পাকযোগ্য পুরোডাশাদি "ধানাঃ" অর্থে যব। সায়ণ।

৯। (কেহ) অনেক (পণ্যের) দ্বারা অল্প ধন প্রাপ্ত হয়, পরে (ক্রেতার নিকট) গমন করতঃ, আমি বিক্রয় করি নাই, বলিয়া অবশিষ্ট মূল্য প্রার্থনা করে। বিক্রেতা অনেক দিয়াছি বলিয়া অল্প মূল্য অতিক্রম করিতে পারে না। সমর্থ হউক বা অসমর্থ হউক, বিক্রয় কালে যে কথা বলে তাহাই থাকিয়া যায়(২)।

১০। কে আমার ইন্দ্রকে দশটী ধেনুর দ্বারা ক্রয় করে? যখন ইন্দ্র শত্রুদিগকে বধ করিবেন, তখন তাঁহাকে পুনর্ব্বার আমায় প্রদান করিবে(৩)।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত ও স্তূয়মান হইয়া, জল যেরূপ নদী পূর্ণ করে, সেইরূপ স্তোতার অন্ন প্রবৃদ্ধ কর। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! আমরা তোমার উদ্দেশে নূতন স্তোত্র করিতেছি, আমরা যেন রথবান্ হইয়া, [illegible] সর্ব্বদা তোমার ভজনা করিতে পারি।

---

২৫ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। অদ্য কোন্ মনুষ্যহিতকর, দেবতাভিলাষী, কাময়মান ব্যক্তি ইন্দ্রের সখ্য প্রাপ্ত হইয়াছে? সোমাভিষবকারী কোন্ ব্যক্তি সমিদ্ধ অগ্নিতে মহৎ ও পারগামী আশ্রয় লাভের জন্য ইন্দ্রকে স্তব করিতেছে?।

২। কে স্তুতি বাক্যদ্বারা সোমার্হ ইন্দ্রের নিকট অবনত হইতেছে? কে ইন্দ্রের স্তুতি কামনা করিতেছে? কে (ইন্দ্রের দত্ত) গাভী ধারণ করিতেছে? কে ইন্দ্রের সাহায্য ইচ্ছা করিতেছে? কে ইন্দ্রের সখ্য ইচ্ছা করিতেছে? কে ইন্দ্রে ভ্রাতৃভাব ইচ্ছা করিতেছে? কে কবি (ইন্দ্রের) আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে?।

---

(২) ক্রয় বিক্রয়ের সময় যে চুক্তি হয় তাহাই বলবৎ থাকে, এই ঋকের অর্থ। সায়ণ এ সম্বন্ধে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

(৩) এই চুক্তিটী করিবার জন্য ঋষি পূর্ব্ব ঋকে চুক্তির সাধারণ নিয়ম বলিয়াছেন। কিন্তু এ চুক্তিটী কি তাহা বুঝিতে পারিলাম না। আমার ইন্দ্রে দশটী ধেনু দিয়া ক্রয় করিবে, অর্থ কি? সায়ণ ধেনু অর্থে ভক্তি করিয়াছেন।

৩। কে অদ্য দেবগণের আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে? কে আদিত্য, অদিতি ও জ্যোতিঃকে স্তব করিতেছে? অশ্বিদ্বয়, ইন্দ্র ও অগ্নি স্তুতিতে প্রীত হইয়া কোন যজমানের অভিষুত সোম যথেচ্ছা পান করেন?।

৪। যে যজমান বলেন, যে নেতা মনুষ্যের বন্ধু এবং নেতৃগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠনেতা ইন্দ্রের জন্য অভিষব করি, হব্যবাহক অগ্নি তাঁহাকে সুখ দান করুন এবং চিরকাল নবোদিত সূর্য্য দর্শন করুন(১)।

৫। অল্প অথবা বহু (শত্রুগণ) সেই যজমানকে যেন হিংসা না করে। অদিতি তাঁহাকে প্রভূত সুখ দান করুন। সুকর্ম্মা ব্যক্তি ইন্দ্রের প্রিয় হয়েন। যিনি ইন্দ্রের স্তুতি কামনা করেন, তিনি ইন্দ্রের প্রিয় হয়েন। যিনি ইন্দ্রের নিকট সাধুভাবে গমন করেন, তিনি ইন্দ্রের প্রিয় হয়েন। সোমাভিষবকারী ইন্দ্রের প্রিয় হয়েন।

৬। যে ব্যক্তি ইন্দ্রের নিকট গমন করে ও সোমাভিষব করে, শীঘ্র অভিভবকারী বীর ইন্দ্র তাহার পাককার্য্য স্বীকার করেন। যে ব্যক্তি সোমা[illegible] না, ইন্দ্র তাহার আপ্ত ব্যক্তি নহেন, সখা নহেন এবং [illegible]হেন। যে ব্যক্তি তাঁহার নিকট গমন করে না ও তাঁহার স্তুতি করে না, তিনি তাহাকে হিংসা করেন।

৭। অভিষুতসোমপায়ী ইন্দ্র সোমাভিষব কর্ম্মরহিত, ধনবান্ পণির(২) সহিত সখ্য সংস্থাপন করেন না। তিনি উহার বিফল ধন হ্রাস করেন ও নাশ করেন। তিনি সোমাভিষবকারী ও (হব্য) পাককারীর অনন্য সাধারণ (বন্ধু) হয়েন।

৮। উৎকৃষ্ট ও নিকৃষ্ট (লোকে) ইন্দ্রকে আহ্বান করে, মধ্যবিৎ (লোকে) ইন্দ্রকে আহ্বান করে। গমনকারী (লোকে) ইন্দ্রকে আহ্বান করে, উপবিষ্ট (লোকে) ইন্দ্রকে আহ্বান করে। গৃহে নিবাসীগণ ইন্দ্রকে আহ্বান করে, যোদ্ধাগণ ইন্দ্রকে আহ্বান করে। অন্নেচ্ছু মনুষ্যগণও ইন্দ্রকে আহ্বান করে।

(১) অর্থাৎ সূর্য্যের উদয়কালে সেই যজমানের গৃহে যজ্ঞাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হউক।

(২) সায়ণ পণি অর্থে বণিক করিয়াছেন। এই অর্থ প্রকৃত হইলে এখানে ধনবান্ যজ্ঞ বিরত বণিকগণের উল্লেখ পাওয়া গেল।

২৬ সুক্ত।

প্রথম তিনটী ঋক্‌দ্বারা বামদেব আত্মাকে ইন্দ্ররূপে স্তব করিয়াছেন, অথবা ইন্দ্র আত্মাকে স্তব করিয়াছেন। অতএব বামদেব বাক্য পক্ষে বামদেব ঋষি, ইন্দ্র দেবতা। ইন্দ্র বাক্যপক্ষে ইন্দ্র ঋষি, আত্মা দেবতা। অবশিষ্ট ঋকের বামদেব ঋষি, এবং সুপর্ণাত্মক ব্রহ্ম দেবতা(১)।

১। আমি মনু, আমি সূর্য্য, আমি মেধাবী কক্ষীবান্ ঋষি, আমি অর্জুনীর পুত্র কুৎস ঋষিকে অলঙ্কৃত করিয়াছি। আমি কবি উশনা, আমাকে দর্শন কর।

২। আমি আর্য্যকে পৃথিবী দান করিয়াছি। আমি হব্যদাতা মনুষ্যকে বৃষ্টি দান করিয়াছি। আমি শব্দায়মান জল আনয়ন করিয়াছি। দেবগণ আমার সংকল্প অনুগমন করেন।

৩। আমি (সোমপানে) মত্ত হইয়া শম্বরের নবনবতিসংখ্যক পুরী এককালে ধ্বংস করিয়াছি। আমি যখন অতিথিগ্ব দিবোদাসকে [illegible] পালন করিয়াছিলাম, আমি তাঁহাকে শততম পুরী বাসের জন্য দিয়াছিলাম।

৪। হে মরুৎগণ! শ্যেন পক্ষী পক্ষিগণের মধ্যে প্রধান হউক, অন্য শ্যেনদিগের অপেক্ষা শীঘ্রগামী শ্যেন প্রধান হউক। যে হেতু সুপর্ণ চক্র রহিত রথদ্বারা দেবগণকর্ত্তৃক সেবিত (সোমরূপ) হব্য মনুর জন্য আনয়ন করিয়াছে।

৫। যখন পক্ষী তথা হইতে ভীতি প্রদর্শন করতঃ সোম আনয়ন করিয়াছিলেন, তখন তিনি বিস্তীর্ণ (অন্তরীক্ষ) মার্গে মনের ন্যায় বেগে উড্ডীন হইয়াছিলেন। এবং সোমাত্মক মধুর সহিত শীঘ্র আগমন করিয়াছেন। এই জগতে শ্যেন যশোলাভ করিয়াছেন।

---

(১) সায়ণের ব্যাখ্যা অনুসারে এটি লেখা হইল, কিন্তু পাঠক সমস্ত সূক্ত পাঠ করিয়া দেখিবেন, তাহাতে আত্মার কোনও উল্লেখ নাই। প্রথম তিনটী ঋকে ইন্দ্র আপনার কীর্ত্তি বর্ণনা করিতেছেন, সে কীর্ত্তিগুলি পূর্ব্বে অনেক সূক্তে অনেকবার বর্ণিত হইয়াছে। অবশিষ্ট চারটী ঋকে ঋষি (বামদেব) শ্যেনপক্ষী কর্ত্তৃক সোম আনয়নের কথা কীর্ত্তন করিতেছেন।

৬। ঋজুগামী শ্যেনপক্ষী দূর হইতে সোম ধারণ করিয়া, দেবগণের সহিত স্তুতিযোগ্য মদকর সোমকে ঐ উন্নত দ্যুলোক হইতে গ্রহণ করতঃ দৃঢ় ভাবে আনয়ন করিয়াছিলেন।

৭। শ্যেন সহস্র ও অযুত যজ্ঞের সহিত সোমকে গ্রহণ করতঃ আনয়ন করিয়াছিলেন। উহা আনীত হইলে বহু কর্ম্মবিশিষ্ট প্রাজ্ঞ (ইন্দ্র) সোমের মত্ততায় মূঢ় শত্রুদিগকে বধ করিয়াছেন।

---

২৭ সূক্ত।

শ্যেন দেবতা। শেষ ঋক্‌টীর শ্যেন অথবা ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। আমি গর্ভমধ্যে থাকিয়াই এই সকল দেবগণের জন্ম যথাক্রমে জ্ঞাত হইয়াছি। শত লৌহময় শরীর আমাকে ধারণ করিয়াছিল, অধুনা আমি শ্যেন, বেগে নির্গত হইয়াছি(১)।

২। সেই (গর্ভ) আমাকে পর্য্যাপ্ত রূপে অপহরণ করিতে পারে নাই; আমি উহাকে তীক্ষ্ণ বীর্য্যদ্বারা পরাভব করিয়াছি। প্রেরক পুরন্ধি শত্রুদিগকে বধ করিয়াছেন এবং বর্দ্ধমান হইয়া বায়ুগণকেও অতিক্রম করিয়াছেন(২)।

৩। যখন শ্যেন দ্যুলোক হইতে অধোমুখ হইয়া শব্দ করিয়াছিল, যখন তাহারা ইহার নিকট হইতে(৩) পুরন্ধি (সোম) লইয়া বহন করিয়াছিল; যখন শরপ্রক্ষেপক কৃশানু মনের ন্যায় বেগে গমন করিতে ইচ্ছা করিয়া জ্যাক্ষেপ করিয়াছিলেন এবং উহার প্রতি শর ক্ষেপণ করিয়াছিলেন।

---

(১) এই ঋক্ সম্বন্ধে সায়ণ একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং লিখিয়াছেন, যে বামদেব ঋষি যত দিন শরীর ও আত্মার বিভিন্নতা না জানিতেন ততদিন নিরুদ্ধ ছিলেন, পরে আত্মা অনাবৃত, এই জানিয়া শ্যেন পক্ষীর ন্যায় নির্গত হইলেন। কিন্তু এই ঋক্‌টী এবং সমস্ত সূক্তটী পড়িলে বোধ হয়, শ্যেন পক্ষীর সোমাহরণার্থ নির্গমনের কথা বলা হইতেছে।

(২) পরমাত্মা গর্ভ ক্লেশ স্বরূপ বায়ু অতিক্রম করিয়াছিলেন, সায়ণ এইরূপ অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু আমার বোধ হয় শ্যেন পক্ষী নির্গত হইয়া বেগে বায়ুকে অতিক্রম করিয়াছিল, এই অর্থই স্বাভাবিক ও সঙ্গত। ইহার পরের ঋকটী দেখ।

(৩) অর্থাৎ সোমপালগণ শ্যেনের নিকট হইতে সোম লইয়াছিল। সায়ণ।

৪। (অশ্বিদ্বয়) যেরূপ ইন্দ্রবান্ দেশ হইতে ভুজ্যুকে (বহন করিয়াছিল), সেইরূপ ঋজুগামী শ্যেন, বৃহৎ দ্যুলোকের উপরিভাগ হইতে সোম হরণ করিয়াছিল। তখন যুদ্ধে প্রহত এই পক্ষীর মধ্যস্থিত একটি পতনশীল পক্ষ পড়িয়া গিয়াছিল।

৫। এক্ষণে শুভ্র, পাত্রস্থিত গব্যমিশ্রত, তৃপ্তিকর সারোপেত এবং অধ্বর্য্যুগণ কর্ত্তৃক দত্ত সোমশূর ধনবান্ ইন্দ্র হর্ষের জন্য পান করুন। মধুর (সোমরস) অগ্রে হর্ষের জন্য পান করুন।

---

২৮ সূক্ত।

ইন্দ্র ও সোম দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে সোম! (ইন্দ্রের সহিত) তোমার বন্ধুত্ব হইলে পর, ইন্দ্র তোমার সাহায্যে মনুষ্যদের জন্য জল প্রবাহিত করিয়াছেন, বৃত্রকে বধ করিয়াছেন, সপ্ত সিন্ধুকে প্রেরণ করিয়াছেন এবং বদ্ধদ্বার উদ্‌ঘাটিত করিয়াছেন।

২। হে সোম! ইন্দ্র তোমার সাহায্যে ক্ষণমধ্যে সূর্য্যের (রথের) উপরিস্থিত বৃহৎ (অন্তরীক্ষে) বর্ত্তমান চক্র বলপূর্ব্বক গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রভূত দ্রোহকারী (সূর্য্যের) সর্ব্বতোগামী (চক্র) অপহৃত হইয়াছিল।

৩। হে সোম! ইন্দ্র মধ্যাহ্নের পূর্ব্বে সংগ্রামে দস্যুদিগকে বধ করিয়াছেন এবং অগ্নি কতক গুলিকে দগ্ধ করিয়াছেন। (চোর) যেরূপ কার্য্যবশতঃ রক্ষাশূন্য দুর্গম স্থানে গমনকারী ব্যক্তিকে (বধ করে), সেইরূপ ইন্দ্র বহু সহস্র (দস্যুদিগের) সকলকে বধ করিয়াছিলেন।

৪। হে ইন্দ্র! তুমি এই সকল দস্যুদিগকে সমস্ত (সদ্‌গুণ) হইতে বঞ্চিত করিয়াছ। তুমি দাস মনুষ্যদিগকে নিন্দনীয় করিয়াছ। হে (ইন্দ্র ও সোম)! তোমরা শত্রুদিগকে বাধা দান কর ও বধ কর, তাহাদের বধের জন্য (লোকের নিকট) পূজা গ্রহণ কর।

৫। হে সোম ও ইন্দ্র! তোমরা মহান্ অশ্বসমূহ ও গোসমূহ দান করিয়াছ, সুক্কায়িত গোবৃন্দ ও ভূমি বলদ্বারা বিমুক্ত করিয়াছ। হে ধনযুক্ত (ইন্দ্র ও সোম)! তোমরা শত্রুগণের হিংসক, (তোমাদের) এই সকল (কার্য্য) সত্য(১)।

(১) শেষ দুই ঋকে অনার্য্য বর্ব্বরজাতিগণের উল্লেখ আছে।

২৯ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুত হইয়া আমাদিগকে আশ্রয় দান করিবার জন্য আমাদিগের অন্নযুক্ত অনেক যজ্ঞে অশ্বগণের সহিত আগমন কর। তুমি হর্যযুক্ত ও আর্য্য, তুমি স্তোত্রদ্বারা স্তূয়মান ও সত্য ধন।

২। মনুষ্যগণের হিতকারী, সর্ব্ববেত্তা ইন্দ্র সোমাভিষবকারীগণ কর্ত্তৃক আহুত হইয়া যজ্ঞের উদ্দেশে আগমন করুন। তিনি সুন্দর অশ্বযুক্ত, তিনি নির্ভয়, তিনি সোমাভিষবকারী কর্ত্তৃক স্তুত হয়েন এবং বীর (মরুৎ-গণের) সহিত হৃষ্ট হন।

৩। (হে স্তোতা)! তুমি, ইন্দ্রের কর্ণদ্বয়ে তাঁহাকে বলশালী করিবার জন্য ও সর্ব্বস্থানে হৃষ্ট করিবার জন্য (স্তোত্র) শ্রবণ করাও। সোমরসে সিক্ত, বলবান্ ইন্দ্র আমাদিগের ধনের জন্য সুতীর্থ সকল ভয়শূন্যও করুন।

৪। বজ্রবাহু ইন্দ্র তাঁহার বশীভূত সহস্র সংখ্যক ও শতসংখ্যক শীঘ্রগামী (অশ্বগণকে) রথ বহন প্রদেশে সংস্থাপন করতঃ যাচক, মেধাবী, আহ্বানকারী এবং স্তবকারী (যজমানের) অভিমুখে আশ্রয় প্রদানের জন্য গমন করেন।

৫। হে ধনবান্ ইন্দ্র! আমরা তোমার স্তোতা, আমরা তোমাকর্ত্তৃক রক্ষীত, মেধাবী ও স্তুতিকারী। তুমি দীপ্তিবিশিষ্ট, স্তুতিযোগ্য ও অন্ন বিশিষ্ট ধনের দানকালে আমরা যেন তোমাকে ভজনা করিতে পারি।

---

৩০ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। নবম ঋকের উষা ও ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে বৃত্রনাশক ইন্দ্র! তোমার অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর কেহ নাই, তোমা অপেক্ষা প্রশস্যতর কেহ নাই, তুমি যেরূপ, সেরূপ কেহই নহে।

২। হে ইন্দ্র! সমস্ত চক্র যেরূপ (শকটকে অনুবর্ত্তন করে), সেইরূপ লোকে তোমাকে অনুবর্ত্তন করে। তুমি সত্যই মহান্ ও প্রখ্যাত।

৩। হে ইন্দ্র! সমস্ত দেবগণ তোমাকে বলস্বরূপে গ্রহণ করিয়া যুদ্ধ করিয়াছিল। যেহেতু তুমি দিবারাত্রি শত্রুগণকে বধ করিয়াছিলে।

৪। হে ইন্দ্র! যে (যুদ্ধে) তুমি যুদ্ধকারী কুৎস এবং তাহার সহকারিগণের জন্য সূর্য্যের রথচক্র অপহরণ করিয়াছিলে।

৫। হে ইন্দ্র! যে (যুদ্ধে) তুমি একাকী দেবগণের বাধাকারী সকলের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিলে এবং হিংসকদিগকে বধ করিয়াছিলে।

৬। হে ইন্দ্র! যে (যুদ্ধে) তুমি মনুষ্যের জন্য সূর্য্যকে হিংসা করিয়াছিলে এবং যুদ্ধ কর্ম্মদ্বারা এতশকে রক্ষা করিয়াছিলে।

৭। হে বৃত্রহন্তা মঘবা! তৎপরে তুমি কি অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়াছিলে? তুমি এই অন্তরীক্ষে দিবসেই দনুর পুত্রকে বধ করিয়াছিলে।

৮। হে ইন্দ্র! তুমি এই প্রকার বীর্য্যশালী বল প্রদর্শন করিয়াছিলে। তুমি দ্যুলোকের দুহিতা হননাভিলাষিণী স্ত্রীকে বধ করিয়াছিলে(১)।

৯। হে মহান্ ইন্দ্র। তুমি দ্যুলোকের দুহিতা পূজনীয়া ঊষাকে সংপিষ্ট করিয়াছিলে।

১০। অভীষ্টবর্ষী (ইন্দ্র) যখন ঊষার (শকট) ভগ্ন করিয়া ছিলেন, তখন ঊষা ভীতা হইয়া ভগ্ন শকট হইতে অবতরণ করিয়াছিলেন।

১১। ঊষাদেবীর চূর্ণীকৃত শকট বিপাশ (নদীর তীরে) পড়িয়া রহিল তিনি দূরদেশে অপসৃত হইলেন।

১২। হে ইন্দ্র! তুমি সম্পূর্ণজলা তিষ্ঠমনা সিন্ধুকে পৃথিবীতে প্রজ্ঞাদ্বারা সংস্থাপিত করিয়াছিলে।

১৩। হে ইন্দ্র! তুমি বর্ষণকারী। যখন তুমি শুষ্ণের নগর সকল সংপিষ্ট করিয়াছিলে, তখন তুমি তাহার ধন লুণ্ঠন করিয়াছিলে।

১৪। হে ইন্দ্র! তুমি কুলিতরের অপত্য দাস শম্বরকে বৃহৎ পর্ব্বতের উপরে নিম্নমুখ করিয়া বধ করিয়াছিলে।

(১) দিবা বা সূর্য্যরূপ ইন্দ্র উদয় হইলে ঊষা বিনষ্ট হয়, এই বোধ হয় ঋকের মর্ম্ম। পরের তিনটী ঋক্ দেখ।

১৫। হে ইন্দ্র! চক্রের চতুর্দ্দিকস্থিত শঙ্কুর ন্যায় দাস বর্চির চতুর্দ্দিকস্থিত পঞ্চশত সংখ্যক ও সহস্র সংখ্যক (অনুচরদিগকে) তুমি বিশেষরূপে বধ করিয়াছিলে।

১৬। শতক্রতু ইন্দ্র সেই অগ্রুর পুত্র পরাবৃত্তকে স্তোত্রভাগী করিয়াছিলেন।

১৭। যজ্ঞপতি বিদ্বান্ ইন্দ্র অনভিষিক্ত সেই তুর্ব্বশ ও যদুকে অভিষেকের যোগ্য করিয়াছিলেন।

১৮। হে ইন্দ্র! তুমি তৎক্ষণাৎ সরযুনদীর পারে আর্য্য অর্ণ ও চিত্ররথকে বধ করিয়াছিলে(২)।

১৯। হে বৃত্রহন্তা! তুমি (বন্ধুগণ কর্ত্তৃক) ত্যক্ত, অন্ধ ও পঙ্গুকে অনুনীত করিয়াছিলে, তোমার দত্ত সুখ কেহ অতিক্রম করিতে (সক্ষম নহে)।

২০। ইন্দ্র হব্যদাতা দিবোদাসকে (শম্বরের) পাষাণ নির্ম্মিত শত সংখ্যক পুরী প্রদান করিয়া ছিলেন(৩)।

২১। ইন্দ্র, দভীতির জন্য মায়াবলে ত্রিংশৎ সহস্র সংখ্যক দাসকে হনন সাধন (আয়ুধদ্বারা) প্রসুপ্ত করিয়াছিলেন(৪)।

২২। হে ইন্দ্র! তুমি এইসমস্ত (শত্রুদিগকে) প্রচুর করিয়াছ। হে বৃত্রহন্তা! তুমি গাভী সকলের পালক, তুমি (সকল যজমানের নিকট) সমান।

২৩। হে ইন্দ্র! যে হেতু তুমি তোমার বলকে সামর্থ্যযুক্ত করিয়াছিলে, অতএব অধুনাতন (কোন ও ব্যক্তি, উহাকে হিংসা করিতে পারে না।

(২) আর্য্যগণ ক্রমে সরযুনদীর অতিক্রম করিয়া রাজ্য বিস্তার করিয়াছিলেন অনার্য্যগণের সহিত যুদ্ধ ভিন্ন আর্য্য রাজাগণের পরস্পরের মধ্যেও যুদ্ধ ও বিবাদ হইত; এবং সরযুর পূর্ব্বপারস্থ দুইজন আর্য্যরাজা এইরূপ যুদ্ধে হত হয়েন, তাহা এই ঋকে প্রকাশ হইতেছে।

(৩) মূলে অশ্মন্ময়ীনাং পুরাং আছে। প্রস্তর নির্ম্মিত নগরের পরিচয় এখানে পাইলা।

(৪) অনার্য্য শত্রুগণের উল্লেখ। উপরের ১৫ ঋক্ ও দেখ।

২৪। হে শত্রুবিনাশক (ইন্দ্র)! অর্য্যমাদেব তোমার সেই মনোহর ধন দান করুন, পুষা সেই মনোহর ধন দান করুন, ভগ সেই মনোহর ধন দান করুন। করুলতী দেব সেই মনোহর ধন দান করুন(৫)।

৩১ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। সর্ব্বদা বর্দ্ধমান, পূজনীয় ও মিত্রভূত (ইন্দ্র) কোন্ তর্পণদ্বার আমাদের অভিমুখে আগমন করিবেন? কোন্ প্রজ্ঞাযুক্ত শ্রেষ্ঠ কর্ম্মদ্বারা আমাদের অভিমুখে আগমন করিবেন(১)?।

২। হে ইন্দ্র! পূজনীয়, সত্যভূত, হর্ষকর (সোমরসের) মধ্যে কোন্ সোমরস (শত্রুগণের) ধন নষ্ট করিবার জন্য তোমাকে হৃষ্ট করিবে?।

৩। তুমি, সখা স্তোতাগণের রক্ষক, তুমি শত রক্ষার সহিত আমাদের নিকট আগমন কর।

৪। আমরা তোমার উপগন্তা। তুমি মনুষ্যগণের স্তুতিতে (প্রীত হইয়া) আমাদের নিকট বৃত্তাকার চক্রের ন্যায় প্রত্যাগত হও।

৫। তুমি যজ্ঞের প্রবণ প্রদেশ নিজের স্থান মনে করিয়া আগমন করিয়া থাক, আমি সূর্য্যের সহিত তোমাকে ভজনা করি।

৬। হে ইন্দ্র! যখন স্তুতি ও কর্ম্ম সকল তোমার অনুমত হয়, তখন উহারা (প্রথমে) তোমার হয়, তৎপরে সূর্য্যের হয়।

৭। হে কর্ম্ম পালক (ইন্দ্র)! তোমাকে মঘবা, দাতা ও দীপ্তিবিশিষ্ট বলে।

---

(৫) সায়ণ করুলতী অর্থে দন্তহীন করিয়া ঐ শব্দটী পুষার বিশেষণ করিয়াছেন।

---

(১) এই ঋকটী সামবেদের দুই স্থানে (১।১৬৯ ও ২।৩২), যজুর্ব্বেদের এক স্থানে (২৭।২৯) এবং অথর্ব্ববেদের একস্থানে (২০।১২৪।১) আছে। ইহার পরের দুইটী ঋক ও সকল বেদেই পাওয়া যায়।

৮। তুমি ক্ষণমাত্রেই স্তুতিকারী সোমাভিষবকারীকে বহু ধন দান কর।

৯। বাধাকারীগণ তোমার শত পরিমিত ধন বারণ করিতে পারে না। তুমি (শত্রুগণকে) হিংসা কর, তাহারা তোমার বল ধারণ করিতে পারে না।

১০। তোমার শত সংখ্যক রক্ষা আমাদিগকে রক্ষা করুক। তোমার সহস্র সংখ্যক রক্ষা আমাদিগকে রক্ষা করুক। তোমার সমস্ত অভিলষিত আমাদিগকে রক্ষা করুক।

১১। তুমি এই যজ্ঞে আমাদিগকে তোমার সখ্যের, স্বস্তির ও মহানু দীপ্তিযুক্ত ধনের ভাগী কর।

১২। হে ইন্দ্র! তুমি প্রত্যহ আমাদিগকে মহৎ ধন দ্বারা রক্ষা কর, সমস্ত রক্ষা দ্বারা রক্ষা কর।

১৩। হে ইন্দ্র! তুমি শূরের ন্যায় নূতন রক্ষাদ্বারা আমাদিগের জন্য গাভীবিশিষ্ট প্রসিদ্ধ গো নিবাস সকল উদ্ঘাটন কর।

১৪। [illegible]! আমাদের শত্রুধর্ষক, দীপ্তিমানু, বিনাশরহিত, গা[illegible] রথ (সর্ব্বত্র) গমন করুক।

[illegible]। হে সূর্য্য! তুমি যেরূপ সেচন সমর্থ দ্যুলোককে উপরে (স্থাপন [illegible]রিয়াছ), সেইরূপ দেবগণের মধ্যে আমাদের যশঃ উৎকৃষ্ট কর।

---

৩২ সূক্ত।

ইন্দ্র দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে বৃত্রবিনাশক ইন্দ্র! তুমি শীঘ্র আমাদিগের নিকট আগমন কর। তুমি মহানু, তুমি মহতী রক্ষার সহিত আমাদের সমীপে আগমন কর।

২। হে পূজনীয় (ইন্দ্র)! তুমি ভ্রমণশীল এবং আমাদের অভীষ্ট-দাতা। তুমি চিত্র কর্ম্মযুক্ত (লোককে) রক্ষার্থে ধন দান কর।

৩। যাহারা তোমার সহিত সঙ্গত হয়, তাহারা সামান্য হইলেও তুমি সেই সখাগণের সহিত মিলিত হইয়া উৎপ্লবমান মহানু শত্রুদিগকে বল-দ্বারা বিনাশ কর।

৪। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার সহিত সঙ্গত, আমরা তোমাকে অধিক পরিমাণে স্তুতি করিতেছি; তুমি আমাদিগের সকলকে বিশেষরূপে রক্ষা কর।

৫। হে বজ্রধারী! তুমি মনোহর, অনিন্দিত ও অনাক্রমণীয় রক্ষা-সমূহের সহিত আমাদের নিকট আগমন কর।

৬। হে ইন্দ্র! আমরা ত্বৎসদৃশ গোযুক্ত (দেবতার) সখা। আমরা প্রভূত অন্নের জন্য (তোমার সহিত) সংযুক্ত হইতেছি।

৭। হে ইন্দ্র! তুমিই গোযুক্ত অন্নের স্বামী, অতএব তুমি আমা-দিগকে প্রভূত অন্নদান কর।

৮। হে স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র! যখন তুমি স্তুত হইয়া স্তোতাগণকে ধন দান করিতে ইচ্ছাকর, তখন (কেহই) অন্যথা করিতে পারে না।

৯। হে ইন্দ্র! গোতমগণ ধন ও প্রভূত অন্নের জন্য তোমার উদ্দেশে স্তুতি বাক্যদ্বারা স্তুতি করিতেছে।

১০। হে ইন্দ্র! তুমি (সোমপানে) হৃষ্ট হইয়া দাসগণের নগর সকলের বিরুদ্ধে গমন করতঃ (উহাদিগকে) ভগ্ন করিয়াছিলে। আমরা তোমার সেই বীর্য্য কীর্ত্তন করি।

১১। হে ইন্দ্র! তুমি স্তুতিযোগ্য, তুমি যে সকল বীর্য্য প্রদর্শন করিয়াছ, (সোম) অভিষুত হইলে প্রাজ্ঞগণ তোমার সেই সকল বীর্য্য কীর্ত্তন করে।

১২। হে ইন্দ্র! স্তোত্রবাহক গোতমগণ, তোমাকে (স্তোত্রদ্বারা) বর্দ্ধিত করিতেছে, তুমি ইহাদিগকে পুত্রপৌত্রযুক্ত অন্ন দান কর।

১৩। হে ইন্দ্র! যদিও তুমি সকলের সাধারণ (দেবতা), তথাপি আমরা তোমাকেই আহ্বান করিতেছি।

১৪। হে নিবাসপ্রদ ইন্দ্র! তুমি আমাদিগের অভিমুখে আগমন কর। হে সোমপা! তুমি সোমরূপ অন্নদ্বারা হৃষ্ট হও।

১৫। হে ইন্দ্র! আমরা তোমার স্তোতা, আমাদিগের স্তোত্র তোমাকে আমাদিগের নিকট আনয়ন করুক। তুমি অশ্বদ্বয়কে আমা-দিগের অভিমুখে পরিবর্ত্তিত কর।

১৬। তুমি আমাদিগের পুরোডাশরূপ অন্ন ভক্ষণ কর। স্ত্রৈণ ব্যক্তি যেরূপ স্ত্রীর (বাক্য সেবা করে), সেইরূপ তুমি আমাদিগের স্তুতি বাক্য সেবা কর।

১৭। আমরা ইন্দ্রের নিকট শিক্ষিত, শীঘ্রগামী সহস্র সংখ্যক অশ্ব যাচ্ঞা করিতেছি, শত সংখ্যক সোমের কলশ(১) যাচঞা করিতেছি।

১৮। (হে ইন্দ্র)! আমরা তোমার শত সংখ্যক ও সহস্র সংখ্যক গাভী গ্রহণ করিব, আমাদিগের ধন তোমার নিকট হইতে আগমন করুক।

১৯। আমরা যেন তোমার নিকট হইতে দশটী হিরণ্য পূর্ণ কলশ লাভ করিতে পারি। হে বৃত্রবিনাশক! তুমি বহুপ্রদ।

২০। হে ইন্দ্র! তুমি বহুপ্রদ, তুমি আমাদিগকে বহু ধন দান কর, অল্প ধন দান করিও না। তুমি প্রভূত ধন আনয়ন কর, কারণ তুমি প্রভূত ধন দান করিতে ইচ্ছা করিয়া থাক।

২১। হে বৃত্রবিনাশক শূর! তুমি বহুপ্রদ বলিয়া বহু (যজমান-গণের নিকট) বিখ্যাত আছে, তুমি আমাদিগকে ধনের ভাগী কর।

২২। হে প্রাজ্ঞ! আমি তোমার পিঙ্গলবর্ণ অশ্বদ্বয়ের প্রশংসা করিতেছি। হে গাভীপ্রদ! তুমি (স্তোতাগণকে) বিনাশ কর না, তুমি এই অশ্বদ্বয়দ্বারা (আমাদিগের) গাভীগণকে বিনাশ করিও না।

২৩। দৃঢ়, নব ও ক্ষুদ্র দ্রুপদে(২) স্থিত পুত্তলিকাদ্বয়ের ন্যায় তোমার পিঙ্গলবর্ণ অশ্বদ্বয় যজ্ঞে শোভা পায়।

২৪। আমি যখন বৃষভযুক্ত (রথে) গমন করি, অথবা যখন পদদ্বারা গমন করি, তখন তোমার অহিংসক পিঙ্গলবর্ণ অশ্বদ্বয় আমার পর্য্যাপ্ত-কারী হউক।

---

(১) মূলে "খার্য্যঃ" আছে। "অত্র মানবিশেষবাচিনা খারীশব্দেন দ্রোণকলশ উপলক্ষ্যতে।" সায়ণ। "In modern use it is the name of a grain measure, equal to sixteen dronas, or about three bushels."—*Wilson.*

(২) "Stage."—*Wilson.* দ্রুপদে স্থিত পুত্তলিকা কি?

সপ্তম অধ্যায়।

৩৩ সূক্ত।

ঋভুগণ দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। আমি ঋভুগণের নিকট দূতের ন্যায় স্তুতিবাক্য প্রেরণ করিতেছি। আমি তাঁহাদিগের নিকট সোম উপস্তরণের জন্য পয়োযুক্তা ধেনু যাচ্ঞা করিতেছি। ঋভুগণ বায়ুগতি এবং জগতের উপকারজনক কর্ম্মকারী। তাঁহারা বেগগামী অশ্বদ্বারা ক্ষণমাত্রে অন্তরীক্ষ পরিব্যাপ্ত করেন।

২। যখন ঋভুগণ মাতা পিতাকে পরিচর্য্যা ও যুবা করিয়া এবং (চমস নির্ম্মাণাদি) অন্য কার্য্য করিয়া অলঙ্কৃত হইয়াছিলেন, তাঁহারা সেই সময়েই দেবগণের সখ্য লাভ করিয়াছিলেন। ধীর ঋভুগণ প্রকৃষ্ট মনস্ক (যজমানের জন্য) পুষ্টি ধারণ করেন।

৩। ঋভুগণ যূপকাষ্ঠের ন্যায় জীর্ণ ও শয়ান মাতা পিতাকে নিত্য তরুণ করিয়াছিলেন। বাজ, বিভ্বা এবং ঋভু, ইন্দ্রের সহিত সোমরস পান করতঃ আমাদের যজ্ঞ রক্ষা করুন।

৪। ঋভুগণ (মৃতা) গাভীকে সম্বৎসর পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন। ঋভুগণ (উক্ত গাভীর) মাংসকে সম্বৎসর পর্য্যন্ত অবয়বযুক্ত করিয়াছিলেন এবং উহার শরীর সৌন্দর্য্য সম্বৎসর পর্য্যন্ত রক্ষা করিয়াছিলেন। তাঁহারা এই সকল কার্য্যদ্বারা দেবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

৫। জ্যেষ্ঠ (ঋভু) বলিলেন, (এক) চমস দুই করিব। তাঁহার অবরজ (বিভ্বা) বলিলেন, তিন করিব। কনিষ্ঠ (বাজ) বলিলেন, চতুর্ধা করিব। হে ঋভুগণ! ত্বষ্টা এই (চতুষ্করণের) প্রশংসা করিয়াছিলেন।

[illegible]। মনুষ্যরূপ (ঋভুগণ) সত্য বলিয়াছিলেন। কারণ তাঁহারা উহা [illegible]। তৎপরে ঋভুগণ এই স্বধার ভাগী হইয়াছিলেন। ত্বষ্টা, [illegible] ন্যায় দীপ্তিমান্ চমস চারিটী দেখিয়া কামনা করিয়াছিলেন।

৭। যখন ঋভুগণ(১) অগোপনীয় (সূর্য্যের) আতিথ্যে দ্বাদশ দিবস(২) সুখে অবস্থান করতঃ বিহার করেন, তখন তাঁহারা ক্ষেত্র সকল সশ্যসম্পন্ন করেন, নদী সকল প্রেরণ করেন। জল বিহীন স্থানে ওষধি সকল জন্মে এবং নিম্নস্থান জল ব্যাপ্ত হয়।

৮। যাঁহারা সুচক্র ও চক্রবিশিষ্ট রথ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা বিশ্বের প্রেরয়িত্রী বিশ্বরূপা ধেনু উৎপাদন করিয়াছিলেন, সেই সুকর্ম্মা সুন্দর অন্নযুক্ত সুহস্ত ঋভুগণ আমাদিগের ধন নিষ্পাদন করুন।

৯। দেবগণ (বর প্রদান রূপ) কর্ম্মদ্বারা এবং প্রসন্ন অন্তঃকরণ-দ্বারা দীপ্তিমান্ হইয়া ইঁহাদিগের কর্ম্ম স্বীকার করিয়াছিলেন। সুকর্ম্মা বাজ সমস্ত দেবতাগণের হইয়াছিলেন, ঋভু ইন্দ্রের হইয়াছিলেন। বিভ্বা বরুণের হইয়াছিলেন।

১০। যাঁহারা অশ্বদ্বয়কে প্রজ্ঞা ও স্তুতিদ্বারা হৃষ্ট করিয়াছিলেন, যাঁহারা ইন্দ্রের জন্য সুখে যোজিত অশ্বদ্বয় সম্পাদন করিয়াছিলেন, সেই ঋভুগণ আমাদিগকে মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী মিত্রের ন্যায় ধনপুষ্টি ও দ্রবিণ দান করুন।

১১। অনন্তর দেবগণ তৃতীয় (সবনে) তোমাদিগকে (সোম) পান ও (তজ্জনিত) হর্ষ প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রান্ত ব্যক্তি ভিন্ন অন্যের সখা হয়েন না। হে ঋভুগণ! তোমরা আমাদিগকে তৃতীয় সবনে নিশ্চয়ই ধন দান কর।

---

৩৪ সূক্ত।

ঋভুগণ দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে ঋভু, বিভ্বা, বাজ এবং ইন্দ্র! তোমরা রত্নদানের জন্য আমাদের এই যজ্ঞে আগমন কর। কারণ ধিষণা দেবী এইমাত্র তোমাদিগকে দিবসের (সোমজনিত) প্রীতি দান করিয়াছেন। অতএব (সোম-জনিত) হর্ষ তোমদিগের সহিত সঙ্গত হউক।

---

(১) এই ঋকে ঋভুগণকে সূর্য্য রশ্মিরূপে স্তব করা হইয়াছে। সায়ণ।
(২) মূলে "দ্বাদশ দ্যূন" আছে। আর্দ্রা আদি দ্বাদশ বৃষ্টি নক্ষত্র। সায়ণ।

২। হে অন্নদাতা শোভমান ঋভুগণ! তোমরা (দেব) জন্ম বিদিত হইয়া ঋভুগণের সহিত হৃষ্ট হও। হর্ষকর সোম ও স্তুতি তোমাদের জন্য একত্রিত হইয়াছে, তোমরা আমাদিগকে পুত্রপৌত্রাদিবিশিষ্ট ধন প্রেরণ কর।

৩। হে ঋভুগণ! তোমাদের জন্য এই যজ্ঞ করা হইয়াছে, তোমরা মনুষ্যবৎ দীপ্তিশালী হইয়া ইহা ধারণ কর। সেবমান (সোম) তোমাদের নিকট রহিয়াছে। হে বাজগণ! তোমরা প্রথমে উপাস্য।

৪। হে নেতৃগণ! এক্ষণে তোমাদিগের (অনুগ্রহে) দানযোগ্য রত্ন পরিচর্য্যাকারী হব্যদাতা মনুষ্যের হউক। হে বাজগণ! হে ঋভুগণ! তোমরা পান কর, আমি হর্ষের জন্য তৃতীয় সবনের প্রভূত সোম তোমাদিগকে দান করিতেছি।

৫। হে বাজগণ! হে ঋভুক্ষাগণ! তোমরা নেতা। তোমরা মহৎ ধনকে স্তুতি করতঃ আমাদিগের নিকট আগমন কর। দিবসের সমাপ্তিতে নবপ্রসবা গাভীগণ যেরূপ গৃহে আগমন করে, সেইরূপ এই (সোমরসের) পান তোমাদিগের নিকট আগমন করিতেছে।

৬। হে বলের পুত্রগণ! তোমরা স্তোত্রদ্বারা আহুত হইয়া এই যজ্ঞে আগমন কর। তোমরা ইন্দ্রের সহিত সঙ্গত এবং মেধাবী, কারণ তোমরা ইন্দ্রের। তোমরা ইন্দ্রের সহিত রত্ন দান করতঃ মধুর সোম পান কর।

৭। হে ইন্দ্র! তুমি বরুণের সহিত সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া সোম পান কর। হে স্তুতিযোগ্য ইন্দ্র! তুমি মরুৎগণের সহিত সঙ্গত হইয়া সোম পান কর। তুমি, প্রথম পানকারী ঋতুপাগণের সহিত এবং রত্নদাত্রী দেবপত্নীগণের সহিত(৩) সোম পান কর।

৮। হে ঋভুগণ! তোমরা আদিত্যের সহিত সঙ্গত হইয়া হৃষ্ট হও, পর্ব্বতগণের সহিত(৪) সঙ্গত হইয়া হৃষ্ট হও, দেবগণের হিতকর

(৩) মূলে "গ্নাঃ পত্নীভি" আছে। "স্ত্রীণাং পালয়িত্র্যঃ গ্নাঃ পত্ন্যঃ তাভিঃ।" সায়ণ।

(৪) পর্ব্ব দিবসে অর্চ্চমান দেববিশেষ। সায়ণ। পূর্ব্বে সায়ণ পর্ব্বত অর্থে পর্জ্জন্য মেঘ করিয়াছেন।

[illegible] সহিত সঙ্গত হইয়া হৃষ্ট হও, রত্নদাতা, নদী দেবগণের সহিত [illegible] হৃষ্ট হও।

৯। যাঁহারা অশ্বিদ্বয়কে (রথ নির্ম্মাণাদি) কার্য্যদ্বারা (প্রীত করিয়াছিলেন), যাঁহারা (জীর্ণ) পিতা মাতাকে যুবা করিয়াছিলেন, যাঁহারা ধেনু ও অশ্ব নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, যাঁহারা (দেবগণের জন্য) অংসত্রা কবচ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন(৫), যাঁহারা দ্যাবাপৃথিবীকে পৃথক্ করিয়াছিলেন, যাঁহারা ব্যাপ্ত এবং নেতা, যাঁহারা সুন্দর অপত্য (বিশিষ্ট কর্ম্ম) করিয়াছিলেন।

১০। যাঁহারা গোবিশিষ্ট, অন্ন বিশিষ্ট, পুত্রপৌত্রাদিবিশিষ্ট, গৃহযুক্ত, বহু ও অন্নযুক্ত ধন ধারণ করেন এবং যাঁহারা ধনের প্রশংসা করেন, সেই অগ্রে পানকারী ঋভুগণ হৃষ্ট হইয়া আমাদিগকে ধন দান করুন।

১১। হে ঋভুগণ! তোমরা চলিয়া যাইও না, আমরাও তোমাদিগকে তৃষ্ণার্ত্ত করিব না। হে দেবগণ! তোমরা অনিন্দিত হইয়া রমণীয় ধন দানের জন্য এই যজ্ঞে ইন্দ্রের সহিত হৃষ্ট হও, মরুৎগণের সহিত হৃষ্ট হও, দীপ্তিমান্ (অন্যান্য দেবগণের) সহিত হৃষ্ট হও।

---

৩৫ সূক্ত।

ঋভুগণ দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে বলের পুত্র, সুধন্বার পুত্র, ঋভুগণ! তোমরা এখানে আগমন কর, তোমরা অপগত হইও না। এই সবনে মদকর সোম রত্নদাতা ইন্দ্রের পরে তোমাদের নিকট গমন করুক।

২। ঋভুগণের রত্নদান আমাদিগের নিকট এই যজ্ঞে আগমন করুক। যেহেতু তাঁহারা শোভন হস্ত ব্যাপারদ্বারা ও কর্ম্মের ইচ্ছাদ্বারা এক চমসকে চতুর্ধা করিয়াছিলেন এবং অভিষুত সোম পান করিয়াছিলেন।

---

(৫) মূলে "অংসত্রা" আছে। "অংসত্রাণি কবচানি।" সায়ণ।

৩। তোমরা চমসকে চতুর্ধা করিয়াছিলে এবং বলিয়াছিলে, হে সখা (অগ্নি)! অনুগ্রহ কর। হে বাজগণ! হে ঋভুগণ! তোমরা কুশল হস্ত তোমরা (অমরত্ব) পথে(১) গমন কর।

৪। যাহাকে কৌশল পূর্ব্বক চারিটী করা হইয়াছিল, সেই চমস কি প্রকারের? (হে ঋত্বিকগণ)! তোমরা হর্ষের জন্য সোম অভিষব কর। হে ঋভুগণ! তোমরা মধুর সোমরস পান কর।

৫। হে রমনীয় সোমান্নযুক্ত ঋভুগণ! তোমরা কর্ম্মদ্বারা মাতা পিতাকে যুবা করিয়াছিলে, কর্ম্মদ্বারা চমস দেবপানের যোগ্য করিয়াছিলে, কর্ম্ম-দ্বারা শীঘ্রগামী ইন্দ্রের বাহক অশ্বদ্বয় সম্পাদন করিয়াছিলে।

৬। হে ঋভুগণ! তোমরা অন্নবান্। যে তোমাদিগের উদ্দেশে হর্ষের জন্য দিবাবসানে তীব্র সোম অভিষবণ করে, হে ফলবর্ষী (ভুঋগণ)! তোমরা হৃষ্ট হইয়া তাহার জন্য বহু পুত্রযুক্ত ধন সম্পাদন কর।

৭। হে হরিবিশিষ্ট ইন্দ্র! তুমি প্রাতঃ সবনে অভিষুত সোম পান কর, মাধ্যন্দিন সবন কেবল তোমারই। হে ইন্দ্র! তুমি সুকর্ম্মদ্বারা যাঁহাদিগকে সখা করিয়াছ, সেই রত্নদাতা ঋভুগণের সহিত (তৃতীয় সবনে) পান কর।

৮। তোমরা সুকর্ম্মদ্বারা দেবতা হইয়াছিলে। হে বশের পুত্রগণ! তোমরা শ্যেনের ন্যায় দ্যুলোকে নিষণ্ণ আছ, তোমরা ধন দান কর। হে সুধন্বার পুত্রগণ! তোমরা অমর হইয়াছ।

৯। হে সুহস্ত ঋভুগণ! যেহেতু তোমরা রমনীয় সোমদানযুক্ত তৃতীয় সবনকে সুকর্ম্মেচ্ছা প্রযুক্ত প্রসাধিত করিয়াছ, অতএব তোমরা হৃষ্ট ইন্দ্রিয়ের সহিত অভিষুত সোম পান কর।

---

(১) এই ঋকের শেষার্দ্ধটি অগ্নির উক্তি। সায়ণ।

৩৬ সূক্ত।

ঋভুগণ দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। (হে ঋভুগণ)! তোমাদের কৃত স্তুতিযোগ্য ত্রিচক্র রথ অশ্ব ব্যতিরেকে ও প্রগ্রহ ব্যতিরেকে অন্তরীক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। যদ্দ্বারা তোমরা দ্যাবাপৃথিবী পোষণ করিতেছ, সেই (রথ নির্ম্মাণরূপ) মহৎ কর্ম্ম তোমাদিগের দেবত্ব প্রখ্যাত করিতেছে।

২। হে সুন্দরান্তঃকরণ ঋভুগণ! তোমরা মানসিক ধ্যানদ্বারা সুবৃত ও অকুটিলগামী রথ নির্ম্মাণকরিয়াছিলে। হে বাজগণ! হে ঋভুগণ! আমরা তোমাদিগকে সোম পানের জন্য আবেদন করিতেছি।

৩। হে বাজগণ! হে ঋভুগণ! হে বিভুগণ! তোমরা যে বৃদ্ধ ও জীর্ণ পিতা মাতাকে নিত্য তরুণ ও সর্ব্বদা বিচরণ ক্ষম করিয়াছ, তোমাদের সেই মাহাত্ম্য দেবগণের মধ্যে প্রখ্যাত আছে।

৪। হে ঋভুগণ! তোমরা এক চমসকে চতুর্ভাগে বিভক্ত করিয়াছ, কর্ম্মদ্বারা গাভিকে চর্ম্মে পরিবৃত করিয়াছ, অতএব তোমরা দেবগণের মধ্যে অমরত্ব লাভ করিয়াছ। হে বাজগণ! হে ঋভুগণ! তোমাদিগের এই কর্ম্ম প্রশংসাযোগ্য।

৫। বাজগণের সহিত বিখ্যাত নেতা (ঋভুগণ) যে ধন উৎপাদন করিয়াছেন, প্রধান ও প্রভূত অন্নবিশিষ্ট সেই ধন ঋভুগণের নিকট হইতে (আমাদের নিকট আগমন করুক)। যজ্ঞে ঋভুগণকর্ত্তৃক সম্পন্ন (রথ) বিশেষ রূপে প্রশংসার্হ। হে দীপ্তিবিশিষ্ট (ঋভুগণ)! তোমরা যাহা রক্ষা কর তাহা দর্শনযোগ্য।

৬। বাজ, বিভ্বা ও ঋভুগণ যাঁহাকে রক্ষা করেন, তিনি বলবান্ হইয়া রণ কুশল হয়েন, তিনি ঋষি হইয়া স্তুতিযুক্ত হয়েন, তিনি শূর হইয়া শত্রুগণের প্রক্ষেপক হয়েন, তিনি যুদ্ধে দুদ্ধর্ষ হয়েন, তিনি ধনপুষ্টি ধারণ করেন ও পুত্রপৌত্রাদি ধারণ করেন।

৭। তোমরা শ্রেষ্ঠ ও দর্শনীয় রূপ ধারণ করিয়াছ। হে বাজগণ ও ঋভুগণ! এই স্তোম (তোমাদিগের), তোমরা উহা সেবা কর। তোমরা

ধীমান্, কবি ও জ্ঞানবান্; আমরা তোমাদিগকে এই স্তোত্রদ্বারা আবেদন করিতেছি।

৮। হে ঋভুগণ! তোমরা আমাদিগের স্তুতির জন্য মনুষ্যগণের হিতকর সমস্ত ভোগ্যবস্তু বিদিত হইয়া তাহা সম্পাদন কর এবং আমা-দিগের জন্য দীপ্তিমান্ বলকারক ও (বলবান্ শত্রুর) শোষক ধন ও অন্ন সম্পাদন কর।

৯। আমাদিগের এই যজ্ঞে প্রীত হইয়া পুত্রপৌত্রাদি সম্পাদন কর, এই যজ্ঞে ধন সম্পাদান কর, এই যজ্ঞে ভৃত্যাদিযুক্ত যশঃ সম্পাদন কর। হে ঋভুগণ! আমরা যদ্দ্বারা অন্যকে অতিক্রম করিতে পারিব, আমাদিগকে সেইরূপ রমণীয় অন্ন দান কর।

---

৩৭ সূক্ত।

ঋভুগণ দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে রমণীয় ঋভুগণ! তোমরা যেরূপে দিবাসমূহকে সুদিন করি-বার জন্য মনুষ্য লোকের যজ্ঞ ধারণ করিয়া থাক, হে বাজগণ! হে ঋভু-দেবগণ! তোমরা সেইরূপে আমাদের যজ্ঞে আগমন কর।

২। অদ্য এই যজ্ঞ সকল তোমার হৃদয়ে ও মনের (প্রীতিদায়ক) হউক। ঘৃত মিশ্রিত পর্য্যাপ্ত (সোমরস) তোমাতে গমন করুক। চমসপূর্ণ সোমরস তোমাকে কামনা করিতেছে, উহা উৎসাহার্থ পীত হইয়া তোমাকে সুকর্ম্মের জন্য হৃষ্ট করুক।

৩। হে বাজগণ! হে ঋভুক্ষাগণ(১)! (যে সকল লোক), সবনত্রয়ো-পেত দেবগণের হিতকর (সোম) তোমাদিগের উদ্দেশে ধারণ করিতেছে, অথবা স্তোম তোমাদিগের উদ্দেশে ধারণকরিতেছে, সেই সমবেত প্রজাগণের

---

(১) সায়ণ ১।১৬২।১ এবং ২।১৮।১০ ঋকে ঋভুক্ষা অর্থে ইন্দ্র করিয়া-ছেন, কিন্তু এইস্থলে ঋভুক্ষা অর্থে ঋভুগণ করিয়াছেন। এখানেও এই মণ্ডলের ৩৪।৫ ঋকে ও অন্যান্য স্থানে ঋভুক্ষা অর্থে স্পষ্টই ঋভুগণ।

মধ্যে আমি মনুর ন্যায় প্রভূত দীপ্তিযুক্ত, আমি তোমাদের উদ্দেশে সোম প্রদান করি।

৪। তোমাদের অশ্ব সকল পীন, তোমাদের রথ দীপ্তিশালী, তোমাদের হনুদ্বয় লৌহের ন্যায় সারবান্, তোমরা অন্নবান্ ও শোভননিষ্ক সম্পন্ন(২)। হে ইন্দ্র পুত্রগণ, বলের পৌত্রগণ! তোমাদের হর্ষের জন্য এই প্রথম সবন অনুষ্ঠিত হইয়াছে।

৫। হে ঋভুক্ষাগণ! আমরা ঋভুস্বরূপ ধন প্রার্থনা করি, সংগ্রামে যোদ্ধা শ্রেষ্ঠ সহায়কে আহ্বান করি, সর্ব্বদা দানশীল ইন্দ্রবান্ অশ্বীকে আহ্বান করি(৩)।

৬। হে ঋভুগণ! তোমরা এবং ইন্দ্র যে মর্ত্ত্যকে রক্ষা কর, তিনি কর্ম্মদ্বারা ধনভাগী হউন। এবং যজ্ঞে অশ্বযুক্ত হউন।

৭। হে বাজগণ! হে ঋভুক্ষাগণ! আমাদিগকে যজ্ঞপথ প্রজ্ঞাপিত কর, কারণ হে মেধাবীগণ! তোমরা স্তুত হইলে সমস্ত দিক্ উত্তীর্ণ হইতে সক্ষম হও।

৮। হে বাজগণ! হে ঋভুক্ষাগণ! হে ইন্দ্র! হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা ধন দানার্থ মনুষ্যগণের জন্য প্রভূত ধন ও অশ্বদানের আজ্ঞা কর।

---

(২) ঋগ্বেদে এই স্থানে এবং অন্য অনেক স্থানে নিষ্ক শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। আধুনিক সংস্কৃতে নিষ্ক শব্দের একটী অর্থ স্বুবর্ণমুদ্রা বিশেষ। এস্থানেও বোধ হয় নিষ্ক অর্থে বেদোক্ত সময়ের প্রচলিত মুদ্রা।

(৩) সায়ণ এই ঋকের কতক গুলি শব্দের ভিন্ন রূপ অর্থ করিয়াছেন।

৩৮ সূক্ত।

প্রথম ঋকের দ্যাবাপৃথিবী দেবতা, অবশিষ্ট ঋকের দধিক্রা দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। (হে দ্যাবাপৃথিবী)! দাতা ত্রসদস্যু রাজা তোমাদের সকাশ হইতে অনেক (ধন) পাইয়া প্রার্থীদিগকে দান করিয়াছেন। তোমরা উর্ব্বরা ক্ষেত্রযুক্ত ধন(১) দান করিয়াছ এবং দস্যুদিগের যথার্থ অভিভবকর ও উগ্র অস্ত্র দান করিয়াছ।

২। গমনশীল অনেক (শত্রুগণের) নিষেধক, সমস্ত লোকের রক্ষক, সরলগতি, সুন্দরগমন, দীপ্তিবিশিষ্ট, শীঘ্রগামী এবং বলবান্ রাজার ন্যায় শত্রু বিনাশক দধিক্রা দেবকে(২) তোমরা দুই জনে দান করিয়াছ।

৩। নিম্নগামী (জলের) ন্যায় গমনশীল, সংগ্রামাভিলাষী শূরের ন্যায় পদ দ্বারা দিক্ লঙ্ঘনাভিলাষী এবং রথগামী ও বায়ুর ন্যায় শীঘ্রগামী সেই (দধিক্রাদেবকে) সকলে হৃষ্ট হইয়া স্তুতি করে।

৪। যিনি সংগ্রামে একত্রীভূত পদার্থ সমূহকে নিরোধ করতঃ অত্যন্ত ভোগ বাসনায় সমস্ত দিকে গমন করিয়া বেগে বিচরণ করেন, যাঁহার শক্তি আবির্ভূত রহিয়াছে, যিনি জ্ঞাতব্য সমূহ অবগত হইয়া স্তুতিকারী যজমানের শত্রুগণকে তিরস্কার করেন।

৫। লোকে যেরূপ বস্ত্রাপহারক তস্করকে(৩) দেখিয়া চীৎকার করে, সেইরূপ সংগ্রামে (শত্রুগণ) ইহাকে দেখিয়া চীৎকার করে। (পক্ষিগণ)

(১) "মূলে উর্ব্বরাসাং ক্ষেত্রসাং" আছে। সায়ন অর্থ করিয়াছেন ক্ষেত্রদাতা অশ্ব এবং উর্ব্বরাভূমিদাতা পুত্র। কিন্তু এতার্থ সহজ বা সঙ্গত নহে। আর্য্যগণকে উর্ব্বরা ক্ষেত্র দিয়াছ এবং অনার্য্য দস্যুহনন করিবার জন্য অস্ত্রও দিয়াছ, এই মর্ম্ম।

(২) অশ্বরূপী অগ্নির নাম দধিক্রা। সায়ণ। অগ্নি অশ্বের রূপ ধরিয়া অসুরদিগকে বিনাশ করিয়াছিলেন। ঐতরেয় ব্রাহ্মণ। ৩।১৩।৫। "Dadhikra or Dadhikrávan. . . . The sun under the type of a horse."—*Wilson. Introduction to translation of RigVeda, Vol. III.*

(৩) মূলে "বস্ত্রমথিং তাযুং" আছে। "বস্ত্রমাথিনং তস্করং।" সায়ণ।

যেরূপ নিম্নাভিমুখে আগমনকারী ক্ষুধার্ত্ত শ্যেন পক্ষিকে (দেখিয়া পলায়ন করে), সেইরূপ লোকে অন্ন ও পশুযূথের উদ্দেশে গমনকারী এই দধিক্রাকে দেখিয়া চীৎকার করে।

৬। তিনি যুদ্ধগমনে অভিলাষ করিয়া রথশ্রেণীতে যুক্ত হইয়া গমন করেন। তিনি অলঙ্কৃত এবং লোকের হিতকর (অশ্বের) ন্যায় শোভমান, তিনি মুখস্থিত লৌহখণ্ড দংশন করেন এবং ধূলি লেহন করেন(৪)।

৭। সেই অশ্ব সহনশীল এবং অন্নবান্ এবং সমরে স্বশরীর দ্বারা কার্য্য-সাধন করেন। তিনি ঋজুগামী ও বেগগামী। (শত্রুসেনামধ্যে) বেগে গমন করেন। তিনি ধূলি উৎক্ষিপ্ত করতঃ ভ্রূদেশের উপরে বিক্ষেপ করেন।

৮। যুদ্ধাভিলাষীগণ দীপ্তিমান্ অশনির ন্যায় হিংসাকারী এই দধি-ক্রাকে ভয় করে। যখন তিনি চতুর্দ্দিকে সহস্র লোককে প্রহার করেন, তখন তিনি উত্তেজিত হইয়া ভীম ও দুর্বার হইয়া উঠেন।

৯। লোকে মনুষ্যগণের (অভিলাষ) পূরক এবং বেগবান্ এই দধিক্রা দেবের অভিভবকর বেগের স্তুতি করে এবং বলে "শত্রুসকল পরাভূত হইবে" দধিক্রা সহস্র (সৈন্যের) সহিত গমন করিতেছেন(৫)।

১০। সূর্য্য যেরূপ তেজঃ দ্বারা জল দান করেন, সেইরূপ দধিক্রাদেব বল দ্বারা পঞ্চ কৃষ্টিকে(৬) বিস্তৃত করিয়াছেন। শত সহস্রদাতা, বেগ-বান্ অশ্ব আমাদিগের স্তুতিবাক্য মধুর (ফলের) দ্বারা সংযোজিত করুন।

---

(৪) "Raising the dust and champing his bit."—*Wilson.*

(৫) আর্য্যগণ যুদ্ধে অশ্ব ও অশ্বারোহীগণের ব্যবহার বুঝিতেন, তাহা এই সূক্ত হইতে প্রতীয়মান হয়। যুদ্ধের অশ্বকেই প্রথমে দধিক্রা বলিয়া স্তুতি করা হইত, এইরূপ অনুমান হয়।

(৬) সায়ণ এখানে "পঞ্চ কৃষ্টি" শব্দের একটী অর্থ করিয়াছেন, দেব, মনুষ্য, অসুর, রাক্ষস ও পিতৃগণ। ২। ২। ১০ ঋকের টীকা দেখ।

৩৯ সূক্ত।

দধিক্রা দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। আমরা শীঘ্রগামী সেই দধিক্রাকে স্তুতি করিব, দ্যাবাপৃথিবী হইতে (তাঁহার সম্মুখে ঘাস) বিক্ষেপ করিব। তমোনিবারিণী ঊষা দেবী আমার জন্য (সুফল) রক্ষা করুন এবং আমাকে সমস্ত দুরিত হইতে পার করুন্।

২। আমি যজ্ঞের সম্পাদক। হে মিত্রাবরুণ! দীপ্তিমান্ অগ্নির ন্যায় স্থিত এবং ত্রাণকর্ত্তা যে দধিক্রাকে তোমরা মনুষ্যগণের উপকারের জন্য ধারণ কর, আমি সেই মহান্, অনেকের সম্মানযোগ্য, অভীষ্টবর্ষী দধিক্রা অশ্বকে স্তুতি করিব।

৩। যিনি ঊষা প্রকাশের পর অগ্নি সমিদ্ধ হইলে অশ্ব দধিক্রার স্তুতি করেন, অদিতি মিত্র ও বরুণের সহিত তাঁহাকে নিষ্পাপ করুন।

৪। আমরা, অন্নসাধক, বলসাধক, মহান্ ও স্তোতাগণের কল্যাণকর দধিক্রার নাম স্তুতি করি। আমরা মঙ্গলের জন্য বরুণ, মিত্র, অগ্নি ও বজ্র-বাহু ইন্দ্রকে আহ্বান করি।

৫। যাঁহারা যুদ্ধের উদ্যোগ করেন এবং যাঁহারা যজ্ঞ আরম্ভ করেন, তাঁহারা উভয়েই ইন্দ্রের ন্যায় দধিক্রাকে আহ্বান করেন। হে মিত্রাবরুণ! তোমারা মনুষ্যের প্রেরক অশ্ব দধিক্রাকে আমাদের জন্য ধারণ কর।

৬। আমি জয়শীল ও বেগবান্ অশ্ব দধিক্রার স্তুতি করিয়াছি। তিনি আমাদের মুখ সুগন্ধবিশিষ্ট করুন, আমাদের আয়ুঃ বর্দ্ধিত করুন।

---

৪০ সূক্ত।

দধিক্রা দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। আমরা বারম্বার দধিক্রাবার (স্তুতি) করিব। ঊষাসমূহ আমাকে (কর্ম্মে) প্রেরণ করুন। আমি জল, অগ্নি, ঊষা, সূর্য্য, বৃহস্পতি ও অঙ্গিরা গোত্রোৎপন্ন জিষ্ণুর (স্তুতি করিব)।

২। গমনশীল, পোষক, গাভী প্রেরক, এবং পরিচারকগণের সহিত নিবাসকারী দধিক্রাবা অভিলষণীয় উষাকালে অন্ন ইচ্ছা করুন। শীঘ্রগামী, সত্যগমনশীল, বেগবান্ এবং লম্ফদ্বারা গমনশীল দধিক্রা অন্ন, বল ও স্বর্গ উৎপাদন করুন।

৩। পক্ষিগণ যে রূপ পক্ষীর গতি অনুসরণ করে, সেই রূপ সকলে গমনশীল ত্বরাযুক্ত ও আকাঙ্ক্ষাবান দধিক্রাবার গতি অনুসরণ করিতেছে। শ্যেন পক্ষীর ন্যায় দ্রুতগামী এবং ত্রাণকারী দধিক্রাবার বক্ষ প্রদেশের চতুর্দ্দিকে সকলে একত্র হইয়া গমন করে।

৪। সেই অশ্ব, গ্রীবাদেশে, কক্ষপ্রদেশে ও মুখপ্রদেশে বদ্ধ হইয়া, পাদবিক্ষেপানুসারে ত্বরাপূর্ব্বক গমন করিতেছেন। দধিক্রা অধিকতর বলশালী হইয়া যজ্ঞাভিমুখে পথের বক্রপ্রদেশসমূহ অনুসরণ করতঃ সর্ব্বদা গমন করেন।

৫। হংস দীপ্ত আকাশে অবস্থিতি করে, বসু অন্তরীক্ষে অবস্থিতিকরে। হোতা বেদিস্থলে অবস্থিতি করে, অতিথি গৃহে অবস্থিতি করে। ঋত মনুষ্যগণের মধ্যে অবস্থান করে, বরণীয় স্থানে অবস্থান করে, যজ্ঞ স্থলে অবস্থান করে, অন্তরীক্ষ স্থলে অবস্থান করে, জলে জন্মিয়াছে, কিরণে জন্মিয়াছে, সত্যে জন্মিয়াছে এবং পর্ব্বতে জন্মিয়াছে(১)।

(১) এই প্রসিদ্ধ ঋকটীকে হংসবতী ঋক্ কহে। শব্দের অর্থ অনুসারে আমি অনুবাদ করিয়াছি এবং আমি যত দূর বুঝিতে পারি, ইহার মর্ম্ম এই, যে হংস ও বসু, ও হোতা ও অতিথি ভিন্নং স্থানে বাস করে, কিন্তু ঋত সর্ব্বত্র বিদ্যমান। ঋত সম্বন্ধে ২।২।৮ ঋকের টীকা দেখ। সায়ণ বলেন আদিত্য মধ্যে হিরন্ময় পুরুষ স্বরূপ যে মণ্ডলাভিমানী দেবতা আছেন, সর্ব্ব প্রাণীর চিত্তরূপে অবস্থিত, যে পরমাত্মা আছেন এবং সমস্ত উপাধিশূন্য যে পরব্রহ্ম আছেন, তাঁহাদের তিন জনের একতা এই সৌরী ঋকের দ্বারা প্রতিপাদন করা হইয়াছে।

শুক্লযজুর্ব্বেদে এই ঋকটী দুই স্থানে আছে। (যজুর্ব্বেদ ১০।২৪ ও ১২।১৪) এবং ঐ বেদের টীকাকারি মহীধরও বলেন এই ঋকে পরব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে। ঋকে পরব্রহ্মের উল্লেখ নাই এবং ইহার পূর্ব্বের কয়েকটী ঋকে বা কয়েকটী সুক্তের কোন ও স্থানে ঈশ্বরের উল্লেখ নাই। অতএব বোধ হয় যে এই ঋকের পরব্রহ্ম সম্বন্ধীয় ব্যাখ্যাটি এই ঋকের রচনার বহু কাল পরের কল্পিত।

৪১ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও বরুণ! অমর হোতা (অগ্নির) ন্যায় হব্যযুক্ত কোন্ স্তোত্র তোমাদের অনুগ্রহ লাভ করে? হে ইন্দ্র ও বরুণ! উহা তোমাদের কর্তৃক উক্ত হইয়া এবং ক্রতু ও হব্যযুক্ত হইয়া তোমাদের হৃদয়গ্রাহী হউক।

২। হে ইন্দ্র ও বরুণদেব! যে মনুষ্য অন্নবান্ হইয়া সখ্যের জন্য তোমাদিগকে বন্ধু করেন, তিনি পাপ নাশ করেন, সংগ্রামে শত্রু বিনাশ করেন এবং মহতী রক্ষা দ্বারা বিখ্যাত হয়েন।

৩। হে ইন্দ্র ও বরুণ! যদি পরস্পর সখিভূত, তোমরা দুই জনে সখ্য প্রযুক্ত অভিষুত সোমদ্বারা অন্নশালী হইয়া হৃষ্ট হও, তাহা হইলে তোমরা এই প্রকারে স্তুতিকারী মনুষ্যগণকে রত্ন দান কর।

৪। হে উগ্র ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা এই (শত্রুর) প্রতি দীপ্ত ও অতিশয় তেজোবিশিষ্ট বজ্র প্রক্ষেপ কর। যে শত্রু আমাদের দুর্দমনীয়, অত্যন্ত অদাতা ও হিংসক, সেই শত্রুর বিরুদ্ধে অভিভবকর বল প্রয়োগ কর।

৫। হে ইন্দ্র ও বরুণ! বৃষভ যেরূপ ধেনুকে প্রীত করে, সেইরূপ তোমরা এই স্তুতিকে প্রীত কর। তৃণাদি ভক্ষণ করিয়া সহস্রধারা মহতী গাভী, যেরূপ দুগ্ধ দোহন করে,সেইরূপ (স্তুতিরূপ) ধেনু আমাদিগের (অভিলাষ) দোহন করুন।

৬। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা রাত্রিতে রক্ষাযুক্ত হইয়া শত্রুগণকে হিংসা করতঃ অবস্থান কর। যেন আমরা পুত্র, পৌত্র ও উর্ব্বরা ভূমি লাভ করিতে পারি এবং বহুকাল সূর্য্য দেখিতে পাই(১) ও সন্তানোৎপাদন শক্তি প্রাপ্ত হই।

৭। আমরা ধেনু লাভের অভিলাষে তোমাদিগের নিকট পুরাতন রক্ষা প্রার্থনা করিতেছি। তোমরা ক্ষমতাশালী, বন্ধুস্বরূপ, শূর এবং

(১) অর্থাৎ যেন আমরা দীর্ঘজীবী হই। সায়ণ।

অতিশয় পূজ্য। আমরা তোমাদিগের নিকট সুখদায়ক পিতার ন্যায় সখ্য ও স্নেহ প্রার্থনা করিতেছি।

৮। হে সুফল দাতৃদ্বয়! (সেনাগণ) যেরূপ সংগ্রাম কামনা করে, সেইরূপ আমাদিগের রত্নাভিলাষী স্তুতিসমূহ তোমাদিগকে কামনা করতঃ রক্ষা লাভের জন্য তোমাদিগের নিকট গমন করিতেছে। (দধি প্রভৃতি-দ্বারা) শোধন করিবার জন্য গাভীসকল যেরূপ সোমের নিকট থাকে, সেই-রূপ আমাদের আন্তরিক স্তুতি ইন্দ্র ও বরুণের নিকট গমন করে।

৯। সেবকগণ যেরূপ ধন লাভের জন্য ধনীর নিকট গমন করে, সেই-রূপ আমার স্তুতিসমূহ দ্রবিণ লাভের ইচ্ছায় ইন্দ্র ও বরুণের নিকট গমন করে। ভিক্ষুক স্ত্রীলোকের ন্যায় অন্ন ভিক্ষা করতঃ ইন্দ্রের নিকট গমন করে।

১০। আমরা প্রযত্ন ব্যতিরেকে অশ্বসমূহ, রথসমূহ, পুষ্টি এবং নিত্য ধনের স্বামী হইব। তাঁহারা আগমন করুন এবং নূতন রক্ষার সহিত আমা-দের অভিমুখে অশ্ব ও ধন নিযুক্ত করুন।

১১। হে মহান্ ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা মহতী রক্ষার সহিত আগমন কর। যে যুদ্ধে (শত্রু) সেনার আয়ুধ সকল ক্রীড়া করে, আমরা যেন সেই যুদ্ধে তোমাদিগের (অনুগ্রহে) জয়লাভ করিতে পারি।

---

৪২ সূক্ত।

প্রথম ছয়টী ঋকের পুরুকুৎস তনয় রাজর্ষি ত্রসদস্যু দেবতা। অবশিষ্টের ইন্দ্র ও বরুণ দেবতা। ত্রসদস্যু ঋষি(১)।

১। আমি বলবান্ ও সমস্ত বিশ্বের অধিপতি। আমার রাজ্য দ্বিবিধ। সমস্ত অমর (দেব) গণ আমার। আমি রূপবান্ ও অন্তিকস্থ বরুণ। দেবগণ যেমন আমার যজ্ঞসেবা করে, আমি মনুষ্যেরও রাজা।

---

(১) অনুক্রমণিকা অনুসারে এই সূক্তের প্রথম ছয়টী ঋকের দেবতা রাজ ত্রসদস্যু, এবং ঋষি ও রাজা ত্রসদস্যু। কিন্তু ঋকগুলি পাঠ করিয়া দেখিলে স্পষ্ট উপলব্ধি হয়, যে এ ঋকগুলি মনুষ্যের উক্তি নহে, দেব সম্রাট বরুণের উক্তি; তিনি এই ঋকগুলির দেবতা ও ঋষি। প্রথম ঋকে "আমি ক্ষত্রিয়" এই শব্দ আছে বলিয়া বোধ হয় অনুক্রমণিকা রচয়িতা এটী রাজার উক্তি মনে করিয়াছেন। কি ঋগ্বেদের সময়ে "ক্ষত্রিয়" অর্থে "বিপদত্রাণক" বা "যোদ্ধা" বা "বলবান্" "ক্ষত্রিয়" বলিয়া একটী "জাতি" হয় নাই।

২। আমি, রাজা বরুণ। (দেবগণ) আমার জন্যই অসুর্য্য শ্রেষ্ঠ বল ধারণ করিয়াছেন। আমি রূপবান্ ও অন্তিকস্থ বরুণ, দেবগণ আমার যজ্ঞ সেবা করেন। আমি মনুষ্যেরও রাজা।

৩। আমি ইন্দ্র ও বরুণ। আমি মহিমাতে বিস্তীর্ণা, দুরবগাহা, সুরূপা দ্যাবাপৃথিবী। আমি বিদ্বান্। (আমি ত্বষ্টার ন্যায় সমস্ত ভূতজাতকে চৈতন্য দান করি এবং দ্যাবাপৃথিবীকে ধারণ করি।)

৪। আমি সেচক, জলকে সেচন করিয়াছি, জলের স্থানে দ্যুলোককে ধারণ করিয়াছি। আমি ত্রিপ্রকার আকাশকে বিশেষরূপে প্রথিত করতঃ জলদ্বারা অদিতির পুত্র ঋভাবা হইয়াছি।

৫। সুন্দর অশ্বযুক্ত সংগ্রামেচ্ছু যোদ্ধাগণ আমাকে (অনুগমন করে)। তাহারা বৃত হইয়া সংগ্রামে আমাকে আহ্বান করে। আমি ধনবান্ ইন্দ্র হইয়া যুদ্ধ করি। আমি অভিভব কর বলশালী, আমি (সংগ্রামে) ধূলি উত্থিত করি।

৬। আমি এই সমস্ত (কর্ম্ম) করিয়াছি। আমি অপ্রতিহত, দৈব বলযুক্ত, কেহ আমাকে নিবারণ করিতে পারে না। যখন সোমরস আমাকে হৃষ্ট করে এবং উক্থ সমূহ আমাকে হৃষ্ট করে, তখন অপার দ্যাবাপৃথিবী উভয়েই চলিত হয়(২)।

৭। (হে বরুণ)! সমস্ত ভূতজাত তোমাকে জানে। হে স্তোতা! বরুণকে স্তব কর। হে ইন্দ্র! তুমি শত্রুগণকে বধ করিয়াছ বলিয়া বিখ্যাত আছ। তুমি বদ্ধ সিন্ধুগণকে উন্মুক্ত করিয়াছ।

---

(২) এক্ষণে পাঠক দেখিতেছেন, যে এই ছয়টী ঋক্ দেবসম্রাট্ বরুণের উক্তি, মনুষ্যের উক্তি হইতে পারে না। বক্তা বলিতেছেন "আমি বরুণ," "দেবগণ আমার যজ্ঞ সেবা করেন," "আমি ইন্দ্র ও বরুণ," "আমি দ্যাবাপৃথিবী," "আমি ভূত জাতকে চৈতন্য দান করি," "আমি দ্যাবাপৃথিবী ধারণ করি," "আমি জল সেচন করি," "আমি দ্যুলোককে ধারণ করি," আমি অদিতির পুত্র," ইত্যাদি। এ সকল কথা মনুষ্যের উক্তি না বরুণ দেবের উক্তি?।

৮। দুর্গহের পুত্র বন্দী হইলে পর সপ্ত ঋষিগণ এই (দেশে) পিতা হইয়াছিলেন। তাঁহারা এই পুরুকুৎসের স্ত্রীর জন্য ত্রসদস্যুকে যজ্ঞ করিয়া লাভ করিয়াছিলেন। ত্রসদস্যু ইন্দ্রের ন্যায় শত্রুবিনাশক এবং অর্দ্ধ দেব(৩)।

৯। হে ইন্দ্র ও বরুণ! পুরুকুৎসপত্নী তোমাদিগকে হব্য ও স্তুতি-দ্বারা প্রীত করিয়াছিলেন। অনন্তর তোমরা তাঁহাকে শত্রুনাশক অর্দ্ধদেব রাজা ত্রসদস্যুকে দান করিয়াছিলেন।

১০। আমরা তোমাদিগের স্তুতি করতঃ ধনদ্বারা পরিতৃপ্ত হইব। দেবগণ হব্যে তৃপ্ত হউন, গাভীগণ তৃণাদিতে পরিতৃপ্ত হউক। হে ইন্দ্র ও বরুণ! তোমরা বিশ্বের হর্ত্তা, তোমরা সর্ব্বদা আমাদিগকে সেই অহিংসিত ধন দান কর।

---

৪৩ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। সুহোত্রের অপত্যদ্বয় পুরুমীলহ ও অজমীলহ ঋষি।

১। দেবগণের মধ্যে কে শ্রবণ করিবেন? কোন্ দেবতা (স্তোত্র) সেবা করিবেন? দেবগণের মধ্যে কাহার হৃদয়ে এই প্রিয়তরা দ্যুতিমতী হব্য-যুক্তা সুস্তুতি সংশ্লিষ্ট করিব?।

২। কোন্ দেবতা আমাদিগকে সুখী করিবেন? কোন্ দেবতা (আমাদিগের যজ্ঞে) সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আগমন করেন? দেবগণের মধ্যে কোন্ দেবতা আমাদিগকে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক সুখী করিবেন? কোন্ রথ বেগবান্ অশ্বযুক্ত ও শীঘ্রগামী? সূর্য্যের দুহিতা যে রথ বরণ করিয়া-ছিলেন?।

---

(৩) দুর্গহ রাজার পুত্র পুরুকুৎস কারারুদ্ধ হইলে পর তাঁহার মহিষী রাজ্য অরাজক দেখিয়া পুত্র লাভের ইচ্ছায় স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সমাগত সপ্তর্ষিগণকে পূজা করিয়াছিলেন। তাঁহারা প্রীত হইয়া রাজ্ঞীকে এই কথা বলিলেন, যে ইন্দ্র ও বরুণের বিশেষরূপে যজ্ঞ কর। অনন্তর রাজ্ঞী ইন্দ্র ও বরুণের যজ্ঞ করিয়া ত্রসদস্যুকে প্রাপ্ত হইলেন। সায়ণ। "অর্দ্ধদেবং" অর্থে সায়ণ করিয়াছেন "দেবানাং সমীপে বর্ত্তমানং।"

৩। রাত্রি অতীত হইলে, ইন্দ্র যেরূপ শক্তি (প্রদর্শন করেন), হে গমনশীল (অশ্বিদ্বয়)! তোমরা সেইরূপ অভিষবণ কালে গমন কর। তোমরা দ্যুলোক হইতে আগমন করিয়াছ, তোমরা দিব্য ও সুন্দর গতিবিশিষ্ট, তোমাদিগের কর্ম্মসমূহের মধ্যে কোন্‌টী সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ?।

৪। কোন্ (স্তুতি) তোমাদিগের সমতুল্য হইতে পারে? কোন্ স্তুতিদ্বারা আহূত হইয়া তোমরা আমাদিগের নিকট আগমন কর? কে তোমাদিগের মহান্ ক্রোধ (সহ্য) করিতে পারে? হে মধুর (জলের) স্রষ্টি কর্ত্তা দস্রদ্বয়! তোমরা আমাদিগকে আশ্রয়দ্বারা রক্ষা কর।

৫। তোমাদের রথ দ্যুলোকের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত ভাবে গমন করিতেছে, উহা সমুদ্র হইতে তোমাদিগের অভিমুখে গমন করিতেছে। তোমাদিগের সোমরসসমূহ পক্ক যবের সহিত সংযোজিত হইতেছে। হে মধুর (জলের) স্রষ্টিকর্ত্তৃদ্বয়! (অধ্বর্য্যুগণ) দুগ্ধের সহিত সোমরস মিশ্রিত করিতেছে।

৬। সিন্ধু রসদ্বারা তোমাদিগের অশ্বগণকে সেক করিয়াছে। পক্ষিসদৃশ অশ্বগণ দীপ্তিদ্বারা দীপ্যমান হইয়া গমন করিতেছে। যে রথদ্বারা তোমরা সূর্য্যের পতি হইয়াছিলে, তোমাদের সেই ক্ষিপ্রগামী রথ বিখ্যাত।

৭। তোমরা উভয়ে সদৃশ। আমি যে এই স্তুতি দ্বারা তোমাদিগকে এই যজ্ঞে সংযোজিত করিতেছি, সেই স্তুতি আমাদিগকে (ফল প্রদান করুক)। হে রমণীয় অন্নবিশিষ্ট (অশ্বিদ্বয়)! তোমরা স্তোতাকে রক্ষা কর। হে নাসত্যদ্বয়! আমাদিগের অভিলাষ তোমাদিগের অভিমুখে গমন করতঃ পূর্ণ হইয়াছে।

---

৪৪ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। পুরুমীল্হ ও অজমীল্হ ঋষি।

১। হে অশ্বিদ্বয়! আমরা অদ্য তোমাদিগের বেগবান্ এবং গোপ্রদ রথ আহ্বান করিতেছি। উহা সূর্য্যাকে বহন করে, উহা বন্ধুর বিশিষ্ট, স্তুতিবাহক, প্রভূত ও ধনবান্।

২। হে দ্যুলোকের নপ্তা অশ্বিদেবদ্বয়! তোমরা কর্ম্মদ্বারা প্রসিদ্ধ শোভা সম্ভোগ করিতেছ। সোমরস তোমাদিগের শরীরকে অভিষিক্ত করিতেছে এবং মহান্ অশ্বসমূহ(১) তোমাদিগকে রথে বহন করে।

৩। কোন্ হব্যদাতা অদ্য রক্ষা, সোমপান, অথবা পুরাতন যজ্ঞ সম্পাদনের জন্য মন্ত্র দ্বারা তোমাদিগের স্তুতি করিতেছে? হে অশ্বিদ্বয়! কোন্ নমস্কারকারী যজ্ঞাভিমুখে আবর্ত্তন করিতেছে?।

৪। হে নাসত্যদ্বয়! তোমরা অনেক হইয়া থাক। তোমরা হিরন্ময় রথে করিয়া এই যজ্ঞে আগমন কর, মধুর সোমরস পান কর এবং পরিচর্য্যাকারীকে রত্ন দান কর।

৫। তোমরা দ্যুলোক হইতে অথবা পৃথিবী হইতে হিরন্ময় সুবৃত রথে আমাদের অভিমুখে আগমন কর। অন্য দেবাভিলাষিগণ যেন তোমাদিগকে না রাখে, যে হেতু আমরা পূর্ব্বেই স্তুতি অর্পণ করিয়াছি।

৬। হে দস্রদ্বয়! তোমরা আমাদিগের উভয়কে শীঘ্র বহুপুত্রযুক্ত ও প্রভূত ধন দান কর। হে অশ্বিদ্বয়! ঋত্বিক্ (পুরুমীল্হ) গণ তোমাদিগের স্তোত্র করিয়াছে এবং অজমীল্হগণের স্তুতি তাহার সহিত সঙ্গত হইয়াছে।

৭। তোমরা উভয়ে সদৃশ। আমি যে এই স্তুতিদ্বারা তোমাদিগকে এই যজ্ঞে সংযোজিত করিতেছি, সেই স্তুতি আমাদিগকে (ফল প্রদান করুক)। হে রমণীয় অন্নবিশিষ্ট (অশ্বিদ্বয়)! তোমরা স্তোতাকে রক্ষা কর। হে নাসত্যদ্বয়! আমাদিগের অভিলাষ তোমাদিগের অভিমুখে গমন করতঃ পূর্ণ হইয়াছে।

---

(১) মূলে "ককুহাসঃ" আছে। মহান্ অশ্বসমূহ অথবা স্তুতিসমূহ সায়ণ।

৪৫ সূক্ত।

অশ্বিদ্বয় দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। এই ভানু উদিত হইতেছেন। (হে অশ্বিদ্বয়)! তোমাদিগের রথ চতুর্দ্দিকে গমন করতঃ দ্যুতিমান্ (আদিত্যের সহিত) স্নানুপ্রদেশে মিলিত হইতেছে। এই রথের উপরিভাগে মিথুনীভূত ত্রিবিধ অন্ন আছে এবং সোমরস পূর্ণ চর্ম্মময় পাত্র চতুর্থরূপে শোভা পাইতেছে।

২। তোমাদিগের অন্নবান্, সোমরসোপেত, অশ্বযুক্ত ও রথ উষার আরম্ভে চতুর্দ্দিকে ব্যাপ্ত অন্ধকার দূরকরতঃ ও সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত তেজঃ বিস্তার করতঃ ঊর্দ্ধে গমন করে।

৩। তোমরা সোমপানার্হ, মুখ দ্বারা সোমরস পান কর, সোমলাভের জন্য প্রিয় রথ যোজনা কর এবং যজমানের গৃহে আগমন কর। তোমরা পথসমূহ সোম দ্বারা প্রীত কর। তোমরা সোমপূর্ণ চর্ম্মময় পাত্র ধারণ কর।

৪। তোমাদিগের শীঘ্রগামী, মাধুর্য্যযুক্ত, দ্রোহরহিত, হিরণ্ময় পক্ষ-বিশিষ্ট, বহনশীল, উষাকালে জাগরণকারী এবং জলপ্রেরক, হর্ষযুক্ত ও সোমস্পর্শী যে অশ্ব আছে, তোমরা (তাহাদিগের সহিত) মধুমক্ষিকা যেরূপ মধুরনিকট গমন করে, সেইরূপ আমাদিগের সবনে আগমন কর।

৫। যখন যজ্ঞ সম্পাদক বিচক্ষণ (অধ্বর্য্যু) হস্ত প্রক্ষালন করতঃ প্রস্তর খণ্ডদ্বারা মধুযুক্ত সোম অভিষুত করেন, তখন যজ্ঞের সাধনভূত, সোমবান্ অগ্নিসমূহ একত্র নিবাসকারী অশ্বিদ্বয়কে প্রত্যহ স্তুতি করে।

৬। অন্তিকে অগ্রসর (রশ্মিসমূহ) দিবস দ্বারা অন্ধকার ধ্বংস করতঃ সূর্য্যের ন্যায় দীপ্ত তেজঃ বিস্তার করিতেছেন। সূর্য্য অশ্ব যোজনা করতঃ উদিত হইতেছেন। (হে অশ্বিদ্বয়)! তোমরা সোম রসের সহিত (তাঁহাকে) অনুগমন করিয়া সমস্ত পথ প্রজ্ঞাপিত কর।

৭। হে অশ্বিদ্বয়! আমরা যজ্ঞ করিয়া তোমাদিগকে স্তুতি করি। তোমাদিগের সুন্দর অশ্বযুক্ত, নিত্যতরুণ যে রথ আছে এবং যে রথদ্বারা তোমরা ক্ষণমাত্রে লোকত্রয় পরিভ্রমণ কর, তোমরা সেই রথে করিয়া হব্য-যুক্ত, শীঘ্র অতিবাহী এবং ভোগপ্রদ (এই যজ্ঞে) আগমন কর।

৪৬ সূক্ত।

প্রথম ঋকের বায়ু দেবতা। অবশিষ্টের ইন্দ্র ও বায়ু দেবতা।
বামদেব ঋষি।

১। হে বায়ু! তুমি স্বর্গলাভকর (যজ্ঞে) অগ্রে অভিষুত সোমরস পান কর। যেহেতু তুমি পূর্ব্বপা।

২। হে বায়ু! তুমি নিযুৎযুক্ত এবং ইন্দ্র তোমার সারথি। তুমি অপরিমিত অর্থের অভিলাষ (পূরণের জন্য) আগমন কর। তুমি অভিযুত সোম পান [illegible]

৩। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমাদিগের সহস্র অশ্বগণ অন্নের জন্য সত্বর হইয়া তোমাদিগকে সোমপানার্থে আনয়ন করুক।

৪। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা হিরণ্ময়বন্ধুরযুক্ত, দ্যুলোকস্পর্শী শোভন যজ্ঞস্থানে [illegible] আরোহণ কর।

৫। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা প্রভূত বলসম্পন্ন রথে হব্যদাতার নিকট আগমন কর, এই যজ্ঞে আগমন কর।

৬। হে ইন্দ্র ও বায়ু! এই (সোম) অভিষুত হইয়াছে। তুমি দেবগণের সহিত সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া হব্যদাতার যজ্ঞশালায় উহা পান কর।

৭। হে ইন্দ্র ও বায়ু! এই যজ্ঞে তোমাদের আগমন হউক, এই যজ্ঞে তোমাদিগের সোমপানের জন্য (অশ্বগণ) বিমুক্ত হউক।

---

৪৭ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বায়ু দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে বায়ু! আমি পবিত্র হইয়া স্বর্গাভিলাষে(১) তোমার নিকট প্রথমে সোমরস আনয়ন করিতেছি। হে দেব! তুমি স্পৃহণীয়, তুমি সোম পানের জন্য নিযুৎ (অশ্বে) আগমন কর।

---

(১) এই স্থানে ও ইহার পূর্ব্ব সূক্তের প্রথম ঋকে ও অন্যান্য স্থানে "দিবিষ্টিষু" শব্দ আছে। "স্বর্গস্য প্রাপকেষু যজ্ঞেষু।" "দ্যুলোকজ্যোতিষ্মৎসু সৎসু।" সায়ণ। এই অর্থ ঠিক হইলে যজ্ঞদ্বারা স্বর্গলাভের বিবরণ প্রতীয়মান হইতেছে।

২। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা সোম পান করিবার যোগ্য, কারণ জলসমূহ যেরূপ নিম্নদিকে গমন করে, সেইরূপ সোমরস তোমাদিগের অভিমুখে গমন করে।

৩। হে ইন্দ্র ও বায়ু! তোমরা বলের স্বামী, তোমরা পরাক্রমশালী ও নিযুৎগণযুক্ত। তোমরা এক রথে করিয়া আমাদিগকে আশ্রয় প্রদান করিবার জন্য সোম পানার্থে আগমন কর।

৪। হে নেতা যজ্ঞবাহক ইন্দ্র ও বায়ু! আমরা তোমাদিগের [illegible] করি, তোমাদিগের যে বহুলোকের স্পৃহণীয় [illegible] দিগকে দান কর।

---

৪৮ সূক্ত [illegible]

বায়ু দেবতা। বা[illegible]দেব ঋষি[illegible]

১। হে বায়ু! শত্রুগণের প্রকম্পক (রাজা[illegible]) [illegible] পূর্ব্বে অন্য দ্বারা অপীত সোম পান কর এবং স্তোতার ধন (সম্পাদন কর), তুমি সোমপানের জন্য আহ্লাদকর রথে আগমন কর।

২। হে বায়ু! তুমি অশস্তি নিয়োগ কর(১)। তুমি নিযুৎগণযুক্ত এবং ইন্দ্র তোমার সারথি। তুমি সোমপানের জন্য আহ্লাদকর রথে আগমন কর।

৩। হে বায়ু! কৃষ্ণবর্ণা, বসুসমূহের ধাত্রী, বিশ্বরূপা দ্যাবাপৃথিবী তোমার অনুগমন করে। তুমি সোম পানের জন্য আহ্লাদকর রথে আগমন কর।

৪। হে বায়ু! মনের ন্যায় বেগবান্, পরস্পর সংযুক্ত, নব নবতি সংখ্যক অশ্ব তোমাকে আনয়ন করুক। তুমি সোম পানের জন্য আহ্লাদকর রথে আগমন কর।

৫। হে বায়ু! তুমি পোষ্য শত অশ্ব অথবা সহস্র সংখ্যক অশ্ব যোজনা কর। তোমার রথ বেগে আগমন করুক।

---

(১) মূলে "অশস্তীঃ" আছে। "অভিশস্তীঃ"। সায়ণ।

৪৯ সূক্ত।

ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! আমি তোমাদের মুখে এই প্রিয় সোম (প্রক্ষেপ করি), আমি তোমাদিগকে উক্থ ও মদজনক (সোমরস) প্রদান করি।

২। হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! তোমাদিগের মুখে পানের জন্য ও হর্ষের জন্য মনোহর সোম প্রদত্ত হয়।

৩। হে সোমপা ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! তোমরা সোম পানার্থে আমাদের গৃহে আগমন কর।

৪। হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! তোমরা আমাদিগকে শত গাভীযুক্ত ও সহস্র সংখ্যক অশ্বযুক্ত ধন দান কর।

৫। হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! সোম অভিষুত হইলে পর আমরা তোমাদিগকে এই সোম পানার্থে আহ্বান করিতেছি।

৬। হে ইন্দ্র ও বৃহস্পতি! তোমরা হব্যদাতার গৃহে সোম পান কর এবং তাঁহার গৃহে নিবাস করিয়া হৃষ্ট হও।

---

৫০ সূক্ত।

প্রথম হইতে নবম ঋক্ পর্য্যন্ত বৃহস্পতি দেবতা। দশম ও একাদশের ইন্দ্র ও বৃহস্পতি দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। যিনি বলপূর্ব্বক পৃথিবীর অন্তসমূহ স্তম্ভিত করিয়াছিলেন এবং যিনি শব্দদ্বারা স্থানত্রয়ে বর্ত্তমান আছেন, সেই আহ্লাদক জিহ্বাবিশিষ্ট বৃহস্পতি দেবকে পুরাতন দ্যুতিমান্ মেধাবীগণ সম্মুখে স্থাপন করিয়াছিলেন।

২। হে অদ্ভুত প্রজ্ঞাবান্ বৃহস্পতি! যাঁহাদিগের গতি শত্রুগণকে কম্পিত করে, যাঁহারা তোমাকে হৃষ্ট করে এবং যাঁহারা তোমাকে স্তুতি করে, তুমি তাঁহাদিগের ফলপ্রদ, বর্দ্ধনশীল, অহিংসিত ও বিস্তীর্ণ যজ্ঞ রক্ষা কর।

৩। হে বৃহস্পতি! যে অত্যন্ত দূরবর্ত্তী (সর্ব্বনায়ক) পরম স্থান আছে, ঐ স্থান হইতে তোমার সেই (অশ্বগণ) যজ্ঞে আগমন করতঃ নিষণ্ণ আছে। খাত কূপের (চতুর্দ্দিকে যেরূপে জলস্রাব হয়), সেইরূপ তোমার চতুর্দ্দিকে স্তুতির সহিত প্রস্তরদ্বারা অভিষুত সোম মধু ক্ষরণ করিতেছে।

৪। বৃহস্পতি যখন মহান্ আদিত্যের পরম আকাশে প্রথমে জাত হইয়াছিলেন, তখন তিনি সপ্ত মুখবিশিষ্ট, বহু প্রকারে সম্ভূত, শব্দযুক্ত ও গমনশীল তেজোবিশিষ্ট হইয়া অন্ধকার নাশ করিয়াছিলেন।

৫। বৃহস্পতি স্তুতিযুক্ত ও দীপ্তিশালী (অঙ্গিরা) গণের সহিত শব্দদ্বারা বলকে নাশ করিয়াছিলেন। তিনি শব্দ করিয়া ভোগপ্রদাত্রী ও হব্যপ্রেরিকা গাভীগণকে বাহির করিয়াছিলেন।

৬। আমরা এই প্রকারে পিতা, সর্ব্বদেবতা স্বরূপ, অভীষ্টবর্ষী (বৃহস্পতিকে) যজ্ঞদ্বারা, হব্যদ্বারা ও স্তুতিদ্বারা পরিচর্য্যা করিব। হে বৃহস্পতি! আমরা যেন সুপুত্রবান্ বীর্য্যশালী ও ধনের স্বামী হইতে পারি।

৭। যিনি বৃহস্পতিকে সুন্দররূপে পোষণ করেন এবং তাঁহাকে প্রথম হব্যগ্রাহী বলিয়া স্তুতি করেন ও নমস্কার করেন, সেই রাজা স্বীয় বীর্য্য দ্বারা শত্রুগণের বল অভিভূত করিয়া অবস্থিত করেন।

৮। যে রাজার নিকট ব্রহ্মণস্পতি প্রথম গমন করেন, তিনি সুতৃপ্ত হইয়া স্বকীয় গৃহে বাস করেন। পৃথিবী তাঁহার জন্য সর্ব্বকালে ফল প্রসব করেন, প্রজাগণ আপনারাই তাঁহার নিকট প্রণত থাকে।

৯। যে রাজা রক্ষণকুশল ব্রহ্মণস্পতিকে(১) ধন দান করেন, তিনি অপ্রতিহত রূপে শত্রুর ও প্রজাসমূহের ধন জয় করেন, দেবগণ তাঁহাকে রক্ষা করেন।

(১) ৭ ঋকে মূলে "বৃহস্পতি" শব্দের ব্যবহার আছে, ৮ ও ৯ ঋকে "ব্রহ্মা" শব্দের ব্যবহার আছে, তাহার ও সেই অর্থ ব্রহ্মণস্পতি বা বৃহস্পতি দেব। কিন্তু ভারতবর্ষে ক্রমে যখন পুরোহিতগণের প্রাদুর্ভাব অধিক হইল, তখন এই তিনটী ঋকের অন্য প্রকার অর্থ করা হইল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণের মতে এই তিনটী ঋক্ পুরোহিতের প্রশংসা, রাজার পুরোহিত না থাকিলে দেবগণ যজ্ঞে অন্ন গ্রহণ করেন না। (ঐ, ব্রা, ৮। ৫, ২৪, ২৬)। এই ঋকের এরূপ অসঙ্গত অর্থ

১০। হে বৃহস্পতি! তুমি এবং ইন্দ্র এই যজ্ঞে হৃষ্ট হইয়া (যজমান-গণকে) ধন দান করতঃ সোম পান কর। সর্ব্বব্যাপক সোম তোমাদের (শরীরে) প্রবেশ করুক। তোমরা আমাদিগকে সমস্ত পুত্রপৌত্রাদি-যুক্ত ধন দান কর।

১১। হে বৃহস্পতি! হে ইন্দ্র! তোমরা আমাদিগকে বর্দ্ধিত কর আমাদিগের প্রতি তোমাদিগের অনুগ্রহ যুগপৎ প্রযুক্ত হউক। আমা-দিগের যজ্ঞ রক্ষা কর, আমাদিগের স্তুতিতে জাগরিত হও। তোমরা স্তোতাগণের শত্রুর সহিত যুদ্ধ কর।

গ্রহণ করিতে সায়ণও একটু সন্দিগ্ধমনা হইয়াছেন, সুতরাং দ্বিমনা হইয়া তিনি লিখিয়াছেন এই তিনটী ঋকে "বৃহস্পতি" ও "ব্রহ্মা" অর্থে ব্রাহ্মণ পুরো-হিত, অথবা বৃহস্পতিদেব। অপেক্ষাকৃত আধুনিক গ্রন্থসমূহে ঋগ্বেদের ঋক্ গুলির যেরূপ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে, তাহা হইতেই ভারতবর্ষে হিন্দুধর্ম্মের ক্রমশঃ পরি-বর্ত্তনের ইতিহাস কতক পরিমাণে দেখিতে পাওয়া যায়।

অষ্টম অধ্যায়।

৫১ সূক্ত।

উষা দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। এই প্রসিদ্ধ, অত্যন্ত প্রভূত, কান্তিশালী জ্যোতিঃ পূর্ব্বদিকে অন্ধকার হইতে উত্থিত হইতেছে। আদিত্যদুহিতা দীপ্তিমতী উষাসমূহ সত্যই লোককে গমনকার্য্যে (সক্ষম) করেন।

২। বিচিত্র উষা, যজ্ঞে খাত যূপ কাষ্ঠের ন্যায় শোভমান হইয়া পূর্ব্বদিকে রহিয়াছেন। তাঁহারা বাধাজনক অন্ধকারের দ্বার উদ্ঘাটন করতঃ দীপ্ত ও পবিত্র হইয়া প্রকাশিত হইতেছেন।

৩। অদ্য তমোনিবারিকা ধনবতী উষা ভোজ্যদাতাকে (সোমাদি) ধন প্রদানের জন্য প্রোৎসাহিত করিতেছেন। পণিগণ(১) অপ্রীতিকর অন্ধকার মধ্যে অপ্রবুদ্ধভাবে নিদ্রা যাউক।

৪। হে ধনবতী উষাসমূহ! যে রথদ্বারা তোমরা সপ্তমুখ(২) নবগ্ব ও দশগ্ব অঙ্গিরাগণকে ধনশালীরূপে প্রদীপ্ত করিয়াছ, হে দ্যুতিমতী উষাসমূহ! তোমাদিগের সেই পুরাতন অথবা নূতন রথ অদ্য বহুবার আগমন করুক।

৫। হে দ্যুতিমতী উষাসমূহ! তোমরা নিদ্রিত দ্বিপদ ও চতুষ্পদদিগকে স্ব স্ব কার্য্যে প্রবোধিত করতঃ যজ্ঞে গমনশীল অশ্বগণের সহিত ভুবন সমূহ ক্ষণমাত্রে পরিভ্রমণ কর।

৬। যে উষায় ঋভুগণ (চমসাদি) নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সেই পুরাতনী উষা কোথায় আছেন? দীপ্ত, নিত্য নূতন, সমান রূপবিশিষ্ট,

---

(১) বণিক্‌গণের ন্যায় অদাতাসমূহ। সায়ণ।

(২) অর্থাৎ সপ্তছন্দঃ উচ্চারণকারী। সায়ণ। নবগ্ব ও দশগ্ব সম্বন্ধে ১। ৬২। ৪ ঋকের টীকা দেখ।

উষাসমূহ যখন দীপ্তি প্রকাশ করেন, (তখন) তাঁহাদিগকে চিনিতে পারা যায় না(৩)।

৭। যে উষায় যজ্ঞকারিগণ উক্থদ্বারা স্তুতি করতঃ এবং স্তোত্র ও শস্ত্র উচ্চারণ করতঃ শীঘ্র ধন লাভ করেন, সেই কল্যাণকারী উষাসমূহ পুরা-কাল হইতে অভিগমন করিয়াই ধন (দান করেন); তাঁহারা যজ্ঞের জন্য জাত হইয়াছেন এবং সত্য ফল (প্রদান করেন)।

৮। এক রূপবিশিষ্ট ও সমান বিখ্যাত উষাসমূহ পূর্ব্বদিকে একমাত্র দেশ হইতে বিচরণ করেন। দ্যুতিমতী উষাসমূহ যজ্ঞগৃহকে প্রবোধিত করতঃ জল সৃষ্টিকারী (রশ্মি সমূহের) ন্যায় স্তুত হয়েন।

৯। উষাসমূহ সমান, এক রূপবিশিষ্ট ও অপরিমিত বর্ণযুক্ত, দীপ্ত, শুদ্ধ এবং কান্তিপূর্ণ শরীরের দ্বারা দীপ্তযুক্ত। তাঁহারা অতি মহান্ অন্ধকারকে গোপন করতঃ বিচরণ করেন।

১০। হে কান্তিমতী আদিত্য দুহিতাগণ! তোমরা আমাদিগকে পুত্রপৌত্রাদিযুক্ত ধন দান কর। হে দেবীগণ! আমরা সুখলাভের জন্য তোমাদিগকে প্রতিবোধিত করিতেছি, আমরা যেন পুত্র:পৌত্রাদিযুক্ত ধনের পতি হইতে পারি।

১১। হে কান্তিমতী আদিত্য দুহিতাগণ! আমি যজ্ঞের প্রজ্ঞাপক, আমি তোমাদের নিকট প্রার্থনা করিতেছি, আমরা যেন লোকমধ্যে কীর্ত্তি ও অন্নের (স্বামী) হইতে পারি। দ্যুলোক এবং দ্যুতিমতী পৃথিবী উক্ত (যশঃ) ধারণ করুন।

(৩) অর্থাৎ সকলের এক প্রকার রূপ বলিয়া ইনি নূতন উষা, ইনি পুরাতন উষা, এইরূপ জানিতে পারা যায় না। সায়ণ।

৫২ সূক্ত।

উষা দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। সেই আদিত্যদুহিতা দৃষ্ট হইতেছেন। তিনি (প্রাণিগণের) নেত্রী ও (সুফলের) উৎপাদয়িত্রী। তিনি, ভগিনী (রাত্রির) পর্য্যবসান-কালে অন্ধকার বিনাশ করেন।

২। অশ্বিনীর ন্যায় মনোহরা, দীপ্তিমতী ও রশ্মিসমূহের মাতা যজ্ঞবতী উষা অশ্বিদ্বয়ের বন্ধু হয়েন।

৩। তুমি অশ্বিদ্বয়ের বন্ধু এবং রশ্মিসমূহের মাতা। হে উষা! তুমি ধনের ঈশ্বরী।

৪। হে সুনৃতা উষা! তুমি শত্রুগণকে দূর করিয়া দিয়া থাক, তুমি সংজ্ঞা দান করিয়া থাক, আমরা তোমাকে স্তুতি দ্বারা প্রবোধিত করি-তেছি।

৫। স্তুতিযোগ্য রশ্মিসমূহ দৃষ্ট হইতেছে। উষা বর্ষার ধারার ন্যায় (জগৎকে) মহৎ তেজে পরিপূর্ণ করিয়াছেন।

৬। হে কান্তিমতী উষা! তুমি (তেজঃদ্বারা জগৎ) পরিপূর্ণ কর, তেজঃদ্বারা অন্ধকার দূর কর, তৎপরে নিয়মানুসারে রক্ষা কর।

৭। হে উষা! তুমি দীপ্ত তেজোযুক্ত হইয়া রশ্মিদ্বারা দ্যুলোককে ব্যাপ্ত কর এবং বিস্তীর্ণ ও প্রিয় অন্তরীক্ষকে ব্যাপ্ত কর।

---

৫৩ সূক্ত।

সবিতা দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। আমরা অসুর ও বুদ্ধিমান্ সবিতাদেবের সেই বরণীয় এবং মহৎ (ধন) প্রার্থনা করি, যাহা তিনি হব্য দাতাকে [illegible]পূর্ব্বক দান করেন। মহান্ সবিতাদেব আমাদিগকে সেই (ধন) প্রতিদিবস(১) দান করুন।

---

(১) মূলে "অক্তুভিঃ" আছে। "রাত্রিভিঃ। এতদহরপ্যুপলক্ষণং।" সায়ণ।

২। দ্যুলোক এবং সমস্ত লোকের ধারক, প্রজাপতি কবি (সবিতাদেব) পিশঙ্গ পরিচ্ছদ(২) পরিধান করেন। বিচক্ষণ সবিতা প্রখ্যাত হইয়াও (জগৎ তেজে) পরিপূর্ণ করিয়া প্রভূত স্তুতিযোগ্য সুখ উৎপাদন করিয়াছেন।

৩। সবিতাদেব (তেজঃদ্বারা) দ্যুলোক ও পৃথিবী লোককে পরিপূর্ণ করেন এবং স্বীয় কার্য্যের প্রশংসা করেন। তিনি প্রতিদিবস জগৎকে (স্ব স্ব কার্য্যে) স্থাপন ও প্রেরণ করতঃ সৃজনকার্য্যে বাহু প্রসারিত করেন।

৪। সবিতাদেব অহিংসিত হইয়া ভুবনকে প্রদীপ্ত করতঃ ব্রতসমূহ রক্ষা করেন। তিনি ভুবনস্থ প্রজাগণের জন্য বাহু প্রসারণ করেন। ধৃত-ব্রত সবিতাদেব মহৎ জগতের ঈশ্বর।

৫। সবিতাদেব মহিমাদ্বারা পরিভব করতঃ অন্তরিক্ষত্রয়কে(৩) ব্যাপ্ত করেন। তিনি লোকত্রয়কে ব্যাপ্ত করেন। তিনি দীপ্তিমান্ (অগ্নি, বায়ু ও আদিত্য) এই তিন জনকে ব্যাপ্ত করেন। তিনি তিন দ্যুলোককে(৪) ব্যাপ্ত করেন। তিনি তিন পৃথিবীকে ব্যাপ্ত করেন। তিনি তিন ব্রতদ্বারা(৫) অনুগ্রহ পূর্ব্বক আমাকে পরিপালন করেন।

৬। যাঁহার প্রভূত ধন আছে, যিনি কর্ম্মসমূহ প্রসব করেন, যিনি সকলের গন্তব্য, এবং যিনি স্থাবর জঙ্গম উভয়কেই বশ করেন, সেই সবিতা-দেব, আমাদিগের পাপক্ষয়ের জন্য আমাদিগকে লোকত্রয়স্থিত সুখ দান করুন।

৭। সবিতাদেব ঋতুগণের সহিত আগমন করুন, আমাদিগের গৃহ বর্দ্ধিত করুন, আমাদিগকে পুত্রপৌত্রাদি যুক্ত অন্নদান করুন। তিনি দিবসে ও রাত্রিতে আমাদিগের প্রতি প্রীত হউন। তিনি আমাদিগকে অপত্য যুক্ত ধন দান করুন।

---

(২) মূলে "পিশঙ্গং দ্রাপিং" আছে। "হিরণ্ময়ং কবচং।" সায়ণ।

(৩) বায়ু, বিদ্যুৎ ও বরুণ নামক লোকত্রয় অন্তরীক্ষের ভেদ। সায়ণ।

(৪) ইন্দ্র, প্রজাপতি ও সত্য নামক লোকত্রয়। সায়ণ।

(৫) "শীত, বর্ষা ও গ্রীষ্ম এই তিন কর্ম্ম। সায়ণ।

৫৪ সূক্ত।

সবিতা দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। সবিতাদেব প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন। আমরা তাঁহাকে শীঘ্রই বন্দনা করিব। তিনি এক্ষণে এবং তৃতীয় সবনে হোতাগণ কর্ত্তৃক স্তুত হয়েন। যিনি মানবগণকে রত্ন দান করেন, সেই (সবিতাদেব) আমাদিগকে এই যজ্ঞে শ্রেষ্ঠ ধন দান করুন।

২। তুমি প্রথমে যজ্ঞার্হ দেবগণের জন্য অমরত্বের সাধনভূত সোম (রূপ) উৎকৃষ্টতম ভাগ উৎপাদন করিয়া থাক। তৎপরে, হে সবিতা! তুমি হব্যদাতাকে প্রকাশিত করিয়া থাক এবং (পিতা, পুত্র, পৌত্রাদি) ক্রমে জীবন দান করিয়া থাক।

৩। হে সবিতাদেব! আমরা অজ্ঞানতা বশতঃ অথবা দুর্ব্বল বা বলশালী লোকদিগের (প্রমাদ) বশতঃ, অথবা ঐশ্বর্য্যের গর্ব্ব বা পরিজনের গর্ব্ব বশতঃ, তোমার প্রতি, দেব ও মনুষ্যগণের প্রতি, যে অপরাধ করিয়াছি, (তুমি তাহা হইতে) এই যজ্ঞে আমাদিগকে নিষ্পাপ কর।

৪। সবিতাদেবের কর্ম্ম হিংসা করা উচিত নহে, তিনি বিশ্ব ভুবন ধারণ করেন। তিনি সুন্দর অঙ্গুলিবিশিষ্ট হইয়া পৃথিবীকে বিস্তীর্ণা হইতে আজ্ঞা করেন এবং দ্যুলোককে ও বিস্তীর্ণ হইতে আজ্ঞা করেন। তাঁহার এই (কর্ম্ম) সত্য।

৫। হে সবিতা! ইন্দ্র আমাদিগের মধ্যে পূজ্য। তুমি আমাদিগকে বৃহৎ পর্ব্বতগণের অপেক্ষাও (উন্নত) কর, এই সকল (যজমানগণকে) গৃহবিশিষ্ট নিবাস প্রদান কর। তাহারা গমন কালে যেরূপ (তোমা কর্ত্তৃক) নিরত হয়, সেইরূপ তোমার আজ্ঞানুসারেই অবস্থিতি করে।

৬। হে সবিতা! আমরা তোমার উদ্দেশে প্রতি দিবস তিনবার করিয়া সৌভাগ্য জনক সোম অভিষব করি; ইন্দ্র, দ্যাবাপৃথিবী, জলবিশিষ্টা সিন্ধুদেবতা এবং আদিত্যগণের সহিত অদিতি আমাদিগকে সুখ দান করুন।

৫৫ সূক্ত।

বিশ্বদেবগণ দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। হে বসুগণ! তোমাদিগের মধ্যে কে ত্রাণকর্ত্তা? কে (দুঃখের) নিবারক? হে অখণ্ডনীয়া দ্যাবাপৃথিবী! আমাদিগকে রক্ষা কর। হে বরুণ! হে মিত্র! তোমরা অভিভবকর মনুষ্য হইতে আমাদিগকে ত্রাণ কর। হে দেবগণ! যজ্ঞে তোমাদিগের মধ্যে কে ধন দান করে?।

২। যাঁহারা (স্তোতাগণকে) পুরাতন স্থান প্রদান করেন, যাঁহারা (সুখের) অমিশ্রয়িতা এবং অমূঢ়, যাঁহারা (অন্ধকার) বিনাশ করেন, সেই বিধাতা নিত্য (দেবগণ) অভীষ্ট প্রদান করেন। তাঁহারা সত্যকর্ম্ম-বিশিষ্ট ও দর্শনীয় হইয়া শোভা পান।

৩। আমি সকলের গন্তব্য অদিতি, সিন্ধু ও স্বস্তি দেবীকে(১) সখ্যের জন্য মন্ত্রদ্বারা স্তুতি করি। যাহাতে দ্যাবাপৃথিবী আমাদিগকে বিশেষরূপে পালন করেন, (তজ্জন্য আমি স্তুতি করি)। উষা ও নক্ত (অভিমত) সম্পাদন করুন।

৪। অর্য্যমা ও বরুণ পথ দেখাইয়া দিন। অন্নের পতি অগ্নি সুখকর পথ দেখাইয়া দিন। ইন্দ্র ও বিষ্ণু সুন্দররূপে স্তুত হইয়া আমাদিগকে পুত্র পৌত্রাদিযুক্ত ও বলযুক্ত বরণীয় সুখ দান করুন।

৫। আমি পর্ব্বত(২), মরুৎগণ ও রক্ষক ভগদেবের আশ্রয় যাচ্ঞা করি। পতি (বরুণ) আমাদিগকে জন সম্বন্ধীয় পাপ হইতে রক্ষা করুন, মিত্র মিত্রভাবে আমাদিগকে রক্ষা করুন।

৬। হে দ্যাবাপৃথিবী দেবীদ্বয়! যেমন ধন লাভেচ্ছু ব্যক্তিরা (সমুদ্রমধ্যে) গমনের জন্য সমুদ্রকে স্তুতি করে(৩) সেইরূপ আমি অভিলষিত

(১) সুখনিবাসনামেতন্নামিকাং দেবীং। সায়ণঃ।

(২) ইন্দ্র সখস্য এতন্নামকস্য দেবস্য। সায়ণ। অর্থাৎ পর্জ্জন্য। ১। ১২২। ৩ ঋকের টীকা দেখ।

(৩) এই স্থানে এবং অন্য অনেক স্থানে ধনলাভার্থ (অর্থাৎ বাণিজ্যের জন্য) সমুদ্র গমনের স্পষ্ট উল্লেখ আছে। অহিবুধ্ন্য সম্বন্ধে ২। ৩১। ৬ ঋকের টীকা দেখ।

(কার্য্য) লাভের জন্য অহির্বুধ্ন্য নামক দেবতার সহিত তোমাদিগকে স্তুতি করি। (সেই দেবগণ) দীপ্তধ্বনিযুক্ত নদী সকলকে অপাবৃত করুক।

৭। অদিতি দেবী দেবগণের সহিত আমাদিগকে পালন করুন, ত্রাতা (ইন্দ্র) অপ্রমত্ত হইয়া আমাদিগকে পালন করুন। আমরা মিত্র, বরুণ ও অগ্নির সমুচ্ছ্রিত অন্ন হিংসা করিতে পারি না।

৮। অগ্নি ধনের ঈশ্বর এবং মহৎ সৌভাগ্যের ঈশ্বর। অতএব তিনি আমাদিগকে ঐ সকল দান করুন।

৯। হে ধনবতী, সূনৃতা, অন্নবতী ঊষা! আমাদিগকে বহু বরণীয় (ধন) দান কর।

১০। (যে ধনের সহিত) সবিতা, ভগ, বরুণ, মিত্র, অর্য্যমা ও ইন্দ্র আগমন করেন, (তাঁহারা) সেই ধন আমাদিগকে প্রদান করুন।

---

৫৬ সূক্ত।

দ্যাবাপৃথিবী দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। মহতি শ্রেষ্ঠা দ্যাবাপৃথিবী এই যজ্ঞে দীপ্তিকর মন্ত্রবিশিষ্ট হইয়া দীপ্তিযুক্ত হউন। যেহেতু সেচনকারী (পর্জন্য) বিস্তীর্ণা মহতী দ্যাবাপৃথিবীকে পরিচ্ছেদ করতঃ প্রবমান ও গমনশীল মরুৎগণের সহিত সর্ব্বত্র শব্দ করিতেছে।

২। যাগযোগ্যা, অহিংসক, অভীষ্টবর্ষী, দত্যশীল, দ্রোহরহিত এবং দেবগণের উৎপাদক ও যজ্ঞের নির্ব্বাহক দ্যাবাপৃথিবী দেবীদ্বয়, দেবগণের সহিত দীপ্তিকর মন্ত্রযুক্ত হউক।

৩। তিনি এই দ্যাবাপৃথিবীকে উৎপাদন করিয়াছেন, যে ধীমান্ বিস্তীর্ণা অবিচলা, সুরূপা, আধাররহিতা দ্যাবাপৃথিবীকে কর্ম্মবলে সম্যক্‌রূপে পরিচালিত করিয়াছেন, তিনি ভুবনসমূহের মধ্যে সুন্দর কর্ম্মবিশিষ্ট।

৪। হে দ্যাবাপৃথিবী! তোমরা আমাদিগের অন্নদানে অভিলাষিণী পরস্পর সঙ্গতা, বিস্তীর্ণা, ব্যাপ্তা এবং যাগযোগ্যা হইয়া আমাদিগের,

পত্নীযুক্ত বৃহৎ গৃহসমূহে আমাদিগকে সম্যকরূপে রক্ষা কর। আমরা কর্ম্ম-বলে রথ ও দাস লাভ করিব।

৫। হে দ্যুতিমতী (দ্যাবাপৃথিবী)! আমরা তোমাদিগের উদ্দেশে মহৎ স্তোত্র সম্পাদন করিব। তোমরা বিশুদ্ধা, আমরা প্রশংসা করিবার জন্য তোমাদিগের নিকট গমন করি।

৬। তোমরা স্বকীয় মূর্ত্তি ও বলদ্বারা পরস্পরকে শোধিত করতঃ শোভা পাও এবং সর্ব্বদা যজ্ঞ বহন কর।

৭। হে মহতী (দ্যাবাপৃথিবী)! তোমাদের মিত্রের (স্তোতার) অভীষ্ট সাধন কর এবং অন্ন বিভাগ ও পূর্ণ করতঃ যজ্ঞোপরি উপবেশন কর।

---

৫৭ সূক্ত।

প্রথম তিনটী ঋকের ক্ষেত্রপতি দেবতা, চতুর্থের শুন দেবতা, পঞ্চম ও অষ্টমের শুনাসীর দেবতা, ষষ্ঠ ও সপ্তমের সীতা দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। আমরা, বন্ধু সদৃশ ক্ষেত্রপতির(১) সহিত (ক্ষেত্র) জয় করিব, তিনি আমাদিগকে গো ও অশ্বের পুষ্টি প্রদান করুন, কারণ তিনি উক্ত প্রকার দান করিয়া আমাদিগকে সুখী করেন।

২। হে ক্ষেত্রপতি! ধেনু যেরূপ দুগ্ধ দান করে, সেইরূপ তুমি মধু-স্রাবী, সুপবিত্র, ঘৃত তুল্য, মাধুর্য্যোপেত, ও প্রভুত (জল) দান কর। যজ্ঞের স্বামীগণ আমাদিগকে সুখী করুন।

৩। ওষধীসমূহ আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক, দ্যুলোকসমূহ, জল-সমূহ ও অন্তরীক্ষ আমাদিগের জন্য মধুযুক্ত হউক, ক্ষেত্রপতি আমাদের জন্য মধুযুক্ত হউন। আমরা (শত্রুকর্তৃক) অহিংসিত হইয়া তাঁহাকে অনুসরণ করিব।

(১) অর্থাৎ কৃষিকার্য্যের অধিষ্ঠাতা দেব। এ সূক্তটী সমুদয় কৃষিকার্য্য সম্বন্ধীয়। গৃহ্য সূত্রে লিখিত আছে, যে লাঙ্গল দিয়া চাষ আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে ইহার প্রত্যেক ঋক্ উচ্চারণ করা কর্ত্তব্য।

৪। বলীবর্দ্দসমূহ সুখে(২) (বহন করুক), মনুষ্যগণ সুখে (কার্য্য করুক লাঙ্গল সুখে কর্ষণ করুক। প্রগ্রহসমূহ সুখে বদ্ধ হউক এবং প্রতোদ(৩) সুখে প্রেরণ কর।

৫। হে শুন! হে সীর(৪)! তোমরা আমাদিগের এই স্তুতি সেবা কর, তোমরা দ্যুলোকে যে জল সৃষ্টি করিয়াছ, তাহার দ্বারা এই (পৃথিবীকে) সিক্ত কর।

৬। হে সৌভাগ্যবতী সীতা! তুমি অভিমুখী হও, আমরা তোমাকে বন্দনা করিতেছি, তুমি আমাদিগকে সুন্দর ধন প্রদান কর ও সুফল প্রদান কর।

৭। ইন্দ্র সীতাকে গ্রহণ করুন, পূষা তাঁহাকে পরিচালিত করুন, তিনি জলবতী হইয়া বৎসরের পর বৎসর (শস্য) দোহন করুন(৫)।

৮। ফাল সকল সুখে ভূমি কর্ষণ করুক, কৃষকগণ বলীবর্দ্দের সহিত সুখে গমন করুক, পর্জ্জন্য মধুর জলদ্বারা (পৃথিবী সিক্ত করুন)। হে শুন সীর! আমাদিগকে সুখ প্রদান কর।

---

(২) এই ঋকে যে কয়েকটী "সুখ" শব্দ ব্যবহার করা হইয়াছে, তাহার স্থানে মূলে "শুনং" আছে। সায়ণ বলেন ইন্দ্র বা বায়ুর অন্যতম সুখকর দেবতার নাম শুন। তাঁহার অনুগ্রহে সমস্তই সুসম্পন্ন হয়।

(৩) "Goad."—*Wilson.*

(৪) শৌনক বলেন শুন দ্যু দেবতা, অতএব তাহার মতে শুন ইন্দ্র। সুতরাং সীর বায়ু। যাস্ক বলেন শুন বায়ু আর সীর আদিত্য। "সীর" শব্দের আদি অর্থ লাঙ্গল, "সীরাণি হলানি" মহীধর। (শুক্লযজুঃ ১২। ৬৮) শুনাসীর অর্থে কৃষি কার্য্যের উপকরণদ্বয় হয় না?

(৫) সায়ণ "সীতা" অর্থে "সীতাধার কাষ্ঠং" করিয়াছেন। "সীতা লাঙ্গল পদ্ধতি।" মহিধর (শুক্লযজুঃ ১২। ৭০)। সীতা অর্থে লাঙ্গলের দ্বারা চিহ্নিত ভূমিতে রেখা। ঋষি স্তুতি করিতেছেন, যে সেই লাঙ্গল কর্ষিত রেখা বৎসর২ শস্য দোহন করুক। যজুর্ব্বেদেও এইরূপ সীতার উপাসনা আছে। "হে কামদুঘে সীতে। . . . ওষধির সম্পাদন বিষয়ে অভীষ্ট সিদ্ধ কর।" ১২। ৭২, পণ্ডিতবর সত্যব্রত সামশ্রমীর অনুবাদ।

৫৮ সূক্ত।

অগ্নি, সূর্য্য, জল, গো অথবা ঘৃত দেবতা। বামদেব ঋষি।

১। সমুদ্র(১) হইতে মধুমান্ ঊর্ম্মি উদ্ভূত হয়। (মনুষ্য) কিরণ-দ্বারা অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়। ঘৃতের যে গোপনীয় নাম আছে, উহা দেবগণের জিহ্বা এবং অমৃতের নাভি।

২। আমরা ঘৃতের নাম স্তব করিব, এই যজ্ঞে নমস্কার দ্বারা উহা ধারণ করিব। ব্রহ্মণস্পতি(২) এই স্তব শ্রবণ করুন। শৃঙ্গ চতুষ্টয়বিশিষ্ট, গৌরবর্ণ দেবতা এই জগৎ নির্ব্বাহ করিতেছেন।

৩। ইহাঁর চারিটী শৃঙ্গ। ইহাঁর তিনটী পাদ, দুইটী মস্তক, সাতটি হস্ত। ইনি অভীষ্টবর্ষী, ইনি তিন প্রকারে বদ্ধ হইয়া অত্যন্ত শব্দ করিতেছেন। মহতী দেবতা মর্ত্ত্যগণের মধ্যে প্রবেশ করিতেছেন(৩)।

৪। পণিগণ, গোসমূহে তিন প্রকার দীপ্ত পদার্থ(৪) গোপনে নিহিত করিয়াছিল। দেবগণ তাহা লাভ করিয়াছিলেন। ইন্দ্র একটিকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন, সূর্য্য একটিকে উৎপন্ন করিয়াছিলেন। (দেবগণ) কান্তিমান্ (অগ্নির) নিকট হইতে(৫) অন্নদ্বারা আর একটি পদার্থ নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন।

---

(১) সায়ণ সমুদ্র অর্থে অগ্নি, বা অন্তরীক্ষ, বা আদিত্য, বা গাভীর উধঃ করিয়াছেন।

(২) মূলে ব্রহ্মা শব্দ আছে। সায়ণ অর্থ করেন "পরিবৃঢ়ঃ দেবঃ।" মহিধর অর্থ করেন ঋত্বিক্। আমার বোধ হয় ব্রহ্মা অর্থে স্তবের ঈশ্বর ব্রহ্মণস্পতি।

(৩) ইনি কে? সায়ণ বলেন ইনি যজ্ঞীয় অগ্নি হইতে পারেন, অথবা আদিত্য হইতে পারেন। যজ্ঞাগ্নি পক্ষে চারি বেদ শৃঙ্গ। সবনত্রয় পাদ। ব্রহ্মৌদন এবং প্রবর্গ্য মস্তকদ্বয়। সপ্তছন্দ হস্ত। মন্ত্র, কল্প এবং ব্রাহ্মণ এই তিন প্রকার বন্ধন। আদিত্য পক্ষে দিক্ চতুষ্টয় শৃঙ্গ। বেদত্রয় পাদ। অহোরাত্রি মস্তক। সপ্তরশ্মি সাতটি হস্ত। গ্রীষ্ম, বর্ষা এবং হেমন্ত এই তিন বন্ধন। শাব্দিকেরা শব্দ পক্ষে এই ঋকের অর্থ করিয়াছেন, অন্য পক্ষেও ইহার অর্থ সম্ভব।

(৪) অর্থাৎ ক্ষীর, দধি ও ঘৃত। সায়ণ।

(৫) মূলে "বেণাৎ" আছে। সায়ণ তাহার অর্থ করিয়াছেন কান্তিমান্ অগ্নি, অথবা গমনবান্ বায়ু। ইন্দ্র দুগ্ধ উৎপন্ন করেন, সূর্য্য ঘৃত উৎপন্ন করেন এবং দেবগণ দধি উৎপন্ন করেন। সায়ণ।

৫। অপরিমিত গতিবিশিষ্ট এই জল হৃদয় প্রীতিকর অন্তরীক্ষ হইতে অধোদেশে পতিত হইতেছে। রিপু তাহাকে দেখিতে পাইতেছে না, সেই সকল ঘৃত ধারা আমি দেখিতে পাইতেছি, ইহাদের মধ্যে হিরণ্ময় বেতসকে (অর্থাৎ অগ্নিকে) দেখিতে পাইতেছি।

৬। (ঘৃতের ধারা) প্রীতিপ্রদ নদীর ন্যায় ক্ষরিত হইতেছে। এই সকল জল হৃদয় মধ্যগত মানসের দ্বারা পূত হইয়াছে। ঘৃতের ঊর্ম্মি প্রবাহিত হইতেছে, যেন ব্যাধের নিকট হইতে মৃগ পলাইতেছে।

৭। নদীর জল যেরূপ নিম্নদেশাভিমুখে শীঘ্র গমন করে, সেইরূপ বায়ুবৎ বেগশালী মহৎ ঘৃতধারা দ্রুত গমন করিতেছে। এই ঘৃত রাশি পরিধি ভেদ করতঃ ঊর্ম্মি দ্বারা বর্দ্ধিত হইয়া মদভরে অশ্বের ন্যায় গমন করিতেছে।

৮। কল্যাণী ও হাস্য বদনা যোষিৎগণ যেমন সকলে এক চিত্তে পতির প্রতি আসক্ত হয়, সেইরূপ ঘৃত ধারা অগ্নির প্রতি গমন করে। উহারা সম্যক্ দীপ্তিপ্রদ হইয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইতেছে। জাতবেদা প্রীত হইয়া এই ধারা সকল কামনা করিতেছেন।

৯। কন্যা যেমন পতির নিকট গমনার্থ বেশ বিন্যাস করে, আমি দেখিতেছি এই ঘৃত ধারা সকল সেইরূপ করিতেছে। যে স্থলে সোম অভিষুত হয়, অথবা যে স্থলে যজ্ঞ বিস্তীর্ণ হয়, উহারা তাহাই লক্ষ্য করিয়া গমন করে(৬)।

১০। গো সমূহের নিকট গমন কর, উহাদিগের স্তুতি কর। আমাদিগকে স্তুতিযোগ্য ধন প্রদান কর। আমাদিগের এই যজ্ঞকে দেবগণের নিকট লইয়া যাও। ঘৃতের ধারা মধুরভাবে গমন করিতেছে।

১১। তোমার তেজঃ সমুদ্র মধ্যেই থাকুক, হৃদয় মধ্যেই থাকুক, আয়ুঃতেই থাকুক, জলসমূহতেই থাকুক, আর সংগ্রামেই থাকুক, সমস্ত বিশ্ব উহাকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। উহাতে যে রস স্থাপিত হইয়াছে সেই মধুর রস আমরা ব্যাপ্ত করিব।

(৬) এই সূক্তে ঘৃতের স্তব করা হইয়াছে। ঋষি কল্পনা বলে বহমান ঘৃতকে নদীর সহিত, পলায়মান মৃগের সহিত, ধাবমান অশ্বের সহিত, হাস্যবদনা নারির সহিত ও পতি প্রণয়িনী পত্নীর সহিত তুলনা করিয়াছেন।

পঞ্চম মণ্ডল(১)।

১ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রিবংশীয় বুধ ও গবিষ্ঠির ঋষি।

১। ধেনুর ন্যায় আগমনকারিণী ঊষা উপস্থিত হইলে অগ্নি অধ্বর্য্যুগণের কাষ্ঠ দ্বারা প্রবুদ্ধ হইয়াছেন। তাঁহার শিখাসমূহ মহানু এবং শাখাবিস্তারকারী (বৃক্ষের) ন্যায় অন্তরীক্ষাভিমুখে প্রসৃত হইতেছে।

২। হোতা (অগ্নি) দেবগণের যাগ করিবার জন্য প্রবুদ্ধ হইয়াছেন। অগ্নি প্রাতঃকালে প্রসন্নমনে ঊর্দ্ধে উত্থিত হয়েন। সমিদ্ধ (অগ্নির) দীপ্তিমানু বল দৃষ্ট হইতেছে। মহানু দেব অন্ধকার হইতে মুক্ত হইয়াছেন।

৩। যখন অগ্নি একত্রিত (জগতের) রজ্জুরূপ (অন্ধকার) গ্রহণ করেন, তখন তিনি প্রদীপ্ত হইয়া দীপ্ত রশ্মিদ্বারা (জগৎকে) প্রকাশিত করেন। অনন্তর তিনি প্রবৃদ্ধ অন্নাভিলাষী (ঘৃতধারার) সহিত যুক্ত হয়েন এবং উন্নত হইয়া উপরে বিস্তৃত (সেই ধারাকে) জুহূদ্বারা পান করেন।

৪। (প্রাণিগণের) চক্ষুঃ যেরূপ সূর্য্যের অভিমুখে সঞ্চরণ করে, সেইরূপ যজমানগণের মানস অগ্নির অভিমুখে সঞ্চরণ করে। যখন বিরূপা (দ্যাবাপৃথিবী) ঊষার সহিত অগ্নিকে উৎপাদন করেন, তখন তিনি অগ্রে শ্বেত বাজীরূপে উৎপন্ন হয়েন।

৫। উৎপাদনীয় অগ্নি উদয় কালে প্রাদুর্ভূত হয়েন এবং দীপ্তিযুক্ত হইয়া বন্ধুভূত বনসমূহে স্থাপিত হয়েন। পরে তিনি সপ্ত রমণীয় (শিখা) ধারণকরতঃ হোতা ও যাগযোগ্য হইয়া প্রত্যেক গৃহে উপবেশন করেন।

(১) অত্রি ঋষি বা তদ্বংশীয়গণ পঞ্চম মণ্ডলের ঋষি। আমরা ইহার পূর্ব্বে বারং অত্রির নাম পাইয়াছি এবং অশ্বিদ্বয় তাঁহাকে অনল বেষ্টিত যন্ত্রগৃহ হইতে উদ্ধার করিয়াছিলেন তাহাও দেখিয়াছি। যাস্ক অত্রি অর্থে অগ্নি এবং অত্রির উদ্ধারের গল্পটী গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে সম্বন্ধীয় একটী উপমামাত্র বিবেচনা করেন তাহাও দেখিতেছি। ১। ১১২। ৭ ঋকের টীকা এবং ১। ১১৬। ৮ ঋকের টীকা দেখ।

৬। অগ্নি হোতা ও যাগযোগ্য হইয়া মাতার (পৃথিবীর) ক্রোড়োপরি সুগন্ধযুক্ত (বেদিরূপ) স্থানে উপবিষ্ট হইয়াছেন। তিনি যুবা, কবি, বহুস্থানবিশিষ্ট, যজ্ঞবান্ ও (সকলের) ধারক। তিনি যজমানগণের মধ্যে সমিদ্ধ হইয়া থাকেন।

৭। যিনি দ্যাবাপৃথিবীকে জলদ্বারা ব্যাপ্ত করেন, (যজমানগণ) সেই মেধাবী ও যজ্ঞে ফলসাধক হোতা অগ্নিকে শীঘ্র স্তুতিদ্বারা পূজা করেন। অগ্নি অন্নবান্, (যজমানগণ) ঘৃতদ্বারা নিত্য তাঁহার পরিচর্য্যা করেন।

৮। অর্চ্চনীয় অগ্নি স্বকীয় স্থানে পূজিত হয়েন। তিনি প্রশান্তমনা, কবিগণ তাঁহার স্তুতি করে, তিনি আমাদের অতিথি ও সুখকর। তাঁহার অপরিমিত শিখা আছে, তিনি অভীষ্টবর্ষী ও প্রসিদ্ধ বলশালী। হে অগ্নি! তুমি (নিজ ভিন্ন) অন্য সমস্তকে বলদ্বারা পরিভূত করিয়া থাক।

৯। হে অগ্নি! তুমি (যজ্ঞ ভূমিতে) যাহার নিকট চারুতমরূপে আবির্ভূত হও, শীঘ্রই (তাহার নিকট হইতে) অন্য সকলকে অতিক্রম করিয়া গমন করিয়া থাক। তুমি স্তুতিযোগ্য, দীপ্তিকর এবং বিশিষ্ট দীপ্তিমান্। তুমি প্রাণীগণের প্রিয় ও মনুষ্যগণের অতিথি।

১০। হে যুবতম অগ্নি! মনুষ্যগণ নিকট হইতে ও দূর হইতে তোমার পূজা করে। যে তোমাকে অধিক স্তুতি করে, তাহার স্তুতি গ্রহণ কর। হে অগ্নি! (তোমার প্রদত্ত) সুখ বৃহৎ, মহৎ, ও স্তুতিযোগ্য।

১১। হে দীপ্তিমান্ অগ্নি! তুমি অদ্য দীপ্তিমান্ ও সমিচীন প্রান্তযুক্ত রথে দেবগণের সহিত আরোহণ কর। তুমি পথ অবগত আছ, তুমি প্রভূত অন্তরীক্ষ প্রদেশ দিয়া দেবগণকে হব্য ভক্ষণের জন্য এখানে আবাহন কর।

১২। আমরা কবি, পবিত্র, অভীষ্টবর্ষী ও যুবা (অগ্নি) উদ্দেশে বন্দনাযোগ্য স্তোত্র উচ্চারণ করিয়াছি। গবিষ্ঠির ঋষি আকাশে দীপ্যমান, বিস্তীর্ণপ্রভি বিশিষ্ট (আদিত্যের) সদৃশ অগ্নির উদ্দেশে নমস্কারযুক্ত স্তোত্র উচ্চারণ করিতেছেন।

---

২ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রির পুত্র কুমার ঋষি, অথবা জরের পুত্র বৃশ ঋষি, অথবা এই সূক্তে উহাঁরা দুই জনই ঋষি।

১। যুবতী মাতা কুমারকে নিহত দেখিয়া গুহ মধ্যে ধারণ করিলেন, পিতার নিকট প্রদান করিলেন না। জনগণ উহার হিংসিত রূপ দেখিতে পাইল না(১), কিন্তু অরণিস্থানে স্থাপিত হইলে, উহা দেখিতে পাইলেন।

২। হে যুবতি! তুমি পিশাচী হইয়া কোন্ কুমারকে ধারণ করিতেছ? মহতী অরণি ইহাকে উৎপন্ন করিয়াছেন। গর্ভ অনেক বৎসর ধরিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে, তাহার পর মাতা অরণি যে পুত্রকে প্রসব করিয়াছিলেন তাহা দেখিলাম।

---

(১) শাট্যায়ন ব্রাহ্মণে এই ঋকের এইরূপ ইতিহাস আছে যথা, ইক্ষাকু বংশীয় ত্র্যরুণ রাজা পুরোহিত বৃশের সহিত একরথে গমন করিতেছিলেন। বৃশ রথ চালনা করিতেছিলেন। রথচক্র সংঘর্ষে একটি ব্রাহ্মণ কুমারের প্রাণনাশ হওয়ায় সন্দেহ হইল, রথ চালক পুরোহিত বা রথস্বামী রাজা ইহাদের মধ্যে কে ব্রহ্মহত্যার জন্য অপরাধী হইবে। ইক্ষাকু বংশগণ স্থির করিয়াছিলেন, যে পুরোহিতই অপরাধী। পুরহিত তখন বার্শসাম মন্ত্রদ্বারা বালকটীকে পুনর্জ্জীবিত করিলেন। কিন্তু তিনি ইক্ষাকু বংশীয়গণকে পক্ষপাতী বলিয়া শাপ দিলেন, যে তোমাদের ঘরে অগ্নি আর থাকিবেন না। অগ্নির অভাবে ইক্ষাকুগণ একান্ত কষ্টে পড়িয়া পুনরায় পুরোহিতকে প্রসন্ন করতঃ আপনাদের শাপ বিমোচন করাইবার চেষ্টা করিলেন। পরে ঋষি দেখিলেন ব্রহ্মহত্যা পাপ ত্রসদস্যু রাজার ভার্য্যা হইয়া পিশাচবেশে অগ্নির হর অপহরণ করিয়া বস্ত্র মধ্যে লুকাইয়া রাখিল। ঋষি হরকে নানা প্রকারে প্রীতঃ করতঃ অগ্নির মধ্যে স্থাপন করিলেন

সায়ণাচার্য্য এই ঋকের দুইটী অর্থ দিয়াছেন। প্রথম অর্থে কুমার শব্দে রথ চক্রে নিহত ব্রাহ্মণ কুমার। দ্বিতীয় অর্থে কুমার শব্দে অগ্নি। মাতা অরণি লুক্কায়িত ভাবে অগ্নিকে ধারণ করেন, যজমানরূপ পিতাকে প্রদান করেন না। লোকে অরণিস্থ অগ্নিকে দেখিতে পায়না, কিন্তু অরণির ক্রোড়স্থ অগ্নিকে দেখিতে পায়।

উপরে যে উপাখ্যান উদ্ধৃত হইল তাহার অধিকাংশই ঋগ্বেদ রচনার অনেক পরে কল্পিত, পাঠক তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাইতেছেন। উহার অল্প অংশ যাহা ঋগ্বেদ রচনা কালে প্রচলিত ছিল তাহা একটী বৈদিক উপমা মাত্র। কাষ্ঠই অগ্নির মাতা, সেই কাষ্ঠ নির্জ্জীব অগ্নিকে লুকাইয়া রাখে, যজমান কাষ্ঠ ঘর্ষণ করিলে সে অগ্নি জীবিত হইয়া দৃষ্ট হয়। এইরূপ একটী উপমা হইতে কত বৃহৎ উপাখ্যান সৃষ্ট হইয়াছে।

৩। আমি সমীপবর্ত্তী প্রদেশ হইতে হিরণ্যদন্ত, প্রদীপ্তবর্ণ ও আয়ুধতুল্য (জ্বালা) নির্ম্মাণকারী (অগ্নিকে) দেখিয়াছি। আমি তাঁহাকে সর্ব্বতোব্যাপ্ত অমৃত দান করি, যাহারা ইন্দ্র মানে না এবং তাঁহার স্তুতি করে না, তাহারা আমার কি করিবে?।

৪। আমি গোসমূহের ন্যায় ক্ষেত্রে দ্বিগুণভাবে সঞ্চরণকারী এবং স্বয়ং বহু প্রকারে শোভমান (অগ্নিকে) দেখিয়াছি। লোকে (পূর্ব্বকালের) সেই (জ্বালা) গ্রহণ করেন নাই, তিনি (পুনর্ব্বার) উৎপন্ন হইয়াছেন এবং তাঁহার বৃদ্ধা (জ্বালা) যুবতী হইয়াছে।

৫। কে আমাদিগের লোকসমূহকে গাভীগণের সহিত বিযুক্ত করিয়াছে? তাহাদিগের কি রক্ষক ছিল না? যাহারা আমাদিগের লোকসমূহকে আক্রমণ করিয়াছে, তাহারা বিনষ্ট হউক। অগ্নি (আমাদিগের অভিলাষ) জানেন, তিনি আমাদিগের পশুর নিকট গমন করিতেছেন।

৬। প্রাণিগণের স্বামী ও জনগণের আবাসভূত (অগ্নিকে) শত্রুগণ লোকসমূহের মধ্যে গোপন করিয়াছে। অত্রির স্তোত্র তাঁহাকে মুক্ত করুক, নিন্দকগণ নিন্দনীয় হউক।

৭। হে অগ্নি! তুমি সম্পূর্ণরূপে বদ্ধ শুনঃশেপ ঋষিকে সহস্র যূপ হইতে মুক্ত করিয়াছ, কারণ তিনি স্তব করিয়াছিলেন। হে হোতা বিদ্বান্ অগ্নি! তুমি এই (বেদিতে) উপবেশন করতঃ এই প্রকারে আমাদিগের পাশ সকল মুক্ত কর।

৮। (হে অগ্নি)! তুমি যখন ক্রুদ্ধ হও, তখন আমাদিগের নিকট হইতে অপগত হও। দেবগণের ব্রতপালক ইন্দ্র আমাদিগকে বলিয়াছেন। তিনি বিদ্বান্, তিনি তোমাকে দর্শন করিয়াছেন। আমি তৎকর্ত্তৃক অনুশিষ্ট হইয়া তোমার নিকট আগমন করিয়াছি।

৯। অগ্নি মহৎ তেজঃ দ্বারা দীপ্তি পাইতেছেন। তিনি মহিমাবলে পদার্থসমূহকে প্রকাশিত করেন। তিনি দুঃখজনক অদেবী মায়া পরিত্যাগ করেন এবং রাক্ষসগণের বিনাশের জন্য শৃঙ্গ তীক্ষ্ণ করেন।

১০। অগ্নির শব্দকারী (শিখা) তীক্ষ্ণ আয়ুধের ন্যায় রাক্ষস বিনাশের জন্য দ্যুলোকে প্রাদুর্ভূত হউক। হর্ষ উৎপন্ন হইলে পর, অগ্নির দীপ্তিসমূহ (রাক্ষসগণকে) পীড়া দেয়। বাধাদায়িকা অদেবী (সেনা) তাঁহাকে বাধা দেয় না।

১১। হে বহুভাব প্রাপ্ত (অগ্নি)! আমি তোমার স্তোতা। ধীর কর্ম্মকুশল ব্যক্তি যেরূপ রথ নির্ম্মাণ করে, সেইরূপ আমি তোমার জন্য এই স্তোত্র নির্ম্মাণ করিয়াছি। হে অগ্নিদেব! যদি তুমি ইহা গ্রহণ কর তাহাহইলে আমরা বহুব্যাপ্ত জল লাভ করিব।

১২। বহুশিখাবিশিষ্ট, অভীষ্টবর্ষী, বর্দ্ধমান (অগ্নি) নিষ্কণ্টকে শত্রুর ধন সংগ্রহ করিতেছেন। দেবগণ অগ্নিকে এই কথা বলিয়াছেন, যে তিনি যজ্ঞকারী মনুষ্যগণকে সুখ দান করুন এবং হব্যদায়ী মনুষ্যকে সুখ দান করুন।



---

৩ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। অত্রিবংশীয় বসুশ্রুত ঋষি।

১। হে অগ্নি! তুমি জাত হইয়া বরুণ হইয়া থাক, তুমি সমিদ্ধ হইয়া মিত্র হইয়া থাক, সমস্ত দেবগণ তোমাতে (অবস্থিত থাকেন), হে বলের পুত্র! তুমি হব্যদায়ী যজমানের ইন্দ্র।

২। তুমি কন্যাগণের পক্ষে অর্য্যমা হও, হে হব্যবান্ (অগ্নি)! তুমি গোপনীয় নাম ধারণ কর(১)। যখন তুমি দম্পতিকে একান্তঃকরণ করিয়া দাও, তখন তাহারা তোমাকে বন্ধুর ন্যায় গব্য দ্বারা সিক্ত করে।

৩। হে অগ্নি! তোমার আশ্রয়ার্থ মরুৎগণ (অন্তরীক্ষকে) মার্জ্জন করিতেছেন। হে রুদ্র! তোমার জন্য অতি বিচিত্র ও মনোহর বিষ্ণুর যে অগম্য পদ (অর্থাৎ অন্তরীক্ষ) স্থাপিত হইয়াছে, তদ্দ্বারা তুমি উদকের গুহ্য নাম পালন কর।

---

(১) বৈশ্বানর এই নাম। সায়ণ।

৪। হে দেব! দেবগণ তোমার সমৃদ্ধিদ্বারা দর্শনীয় (হইয়াছেন), তাহারা (তোমার প্রতি) অত্যন্ত (প্রীতি) ধারণ করতঃ অমৃত স্পর্শ করেনা। ঋত্বিকগণ ফলাভিলাষী যজমানের জন্য হব্যবিতরণ করতঃ হোতা অগ্নির পরিচর্য্যা করেন।

৫। হে অগ্নি! তুমি ভিন্ন অন্য হোতা নাই, যজ্ঞকারী নাই এবং পুরাতন কেহ নাই। হে অন্নবান! ভবিষ্যৎ কালেও তোমা অপেক্ষা কেহ স্তুতিযোগ্য হইবে না। হে দেব! তুমি যে লোকের অতিথি হও, তিনি যজ্ঞদ্বারা শত্রু মনুষ্যগণকে বিনাশ করেন।

৬। হে অগ্নি! আমরা তোমাকর্ত্তৃক রক্ষিত হইয়া (শত্রুগণকে) পীড়া দান করিব। আমরা ধনাভিলাষী, আমরা তোমাকে হব্য দ্বারা প্রবৃদ্ধ করিতেছি। আমরা যেন যুদ্ধে (জয় লাভ করি) এবং প্রতিদিবস যজ্ঞে (বল প্রাপ্ত হই)। হে বলের পুত্র! আমরা যেন ধনের সহিত পুত্র লাভ করি।

৭। যে আমাদিগের প্রতি অপরাধ বা পাপ করে, সেই পাপকারী ব্যক্তির প্রতি অগ্নি পাপাচরণ করুন। হে বিদ্বান্ অগ্নি! যে আমাদিগকে (অপরাধ ও পাপ) এই দুইয়ের দ্বারা বাধা দেয়, সেই পাপকারীকে বিনাশ কর।

৮। হে দেব! পুরাতন (যজমানগণ) তোমাকে (দেবগণের) দূত করিয়া উষাকালে হব্যদ্বারা যাগ করে। হে অগ্নি! হব্য সংগ্রহ হইলে পর, তুমি দ্যুতিমান্ হইয়াও নিবাসপ্রদ মনুষ্যগণ কর্ত্তৃক সমিদ্ধ হইয়া গমন কর।

৯। হে বলের পুত্র! তুমি পিতা; যে বিদ্বান্ পুত্র তোমার জন্য (হব্য) বহন করে, তাহাকে তুমি পার কর ও পাপ হইতে পৃথক্ কর। হে বিদ্বান্ অগ্নি! কখন্ তুমি আমাদিগকে দর্শন কর? হে যজ্ঞের প্রেরক! কখন্ তুমি (সন্মার্গে) প্রেরণ কর?।

১০। হে পিতা ও নিবাসপ্রদ অগ্নি! যদি তুমি সেই (হবিঃ) সেবা কর, তাহা হইলে (পুত্র) তোমার বন্দনা করিয়া প্রভূত হব্য ধারণ করে। যজমানের বহুহব্য অভিলাষী ও প্রবর্দ্ধিত অগ্নি বলযুক্ত হইয়া সুখ দান করেন।

১১। হে স্বামী, যুবতম অগ্নি! তুমি স্তোতাকে সকল দুরিত হইতে পার করিয়া থাক। তস্করগণ দৃষ্ট হইয়াছে, অজ্ঞাত দুষ্টাভিপ্রায়বিশিষ্ট শত্রুলোকেরা (আমাদিগের কর্তৃক) বর্জ্জিত হইয়াছে।

১২। এই স্তোম সকল তোমার অভিমুখে (প্রেরিত) হইতেছে। অথবা আমি, নিবাসপ্রদ অগ্নির নিকট সেই (বাক্যাক্রমণ) অপরাধ উচ্চারণ করিয়াছি। অগ্নি (আমাদিগের স্তুতিদ্বারা) বর্দ্ধিত হইয়া যেন আমাদিগকে নিন্দকের অথবা হিংসকের (হস্তে) প্রদান না করেন।

---

৪ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসুশ্রুত ঋষি।

১। হে রাজা এবং ধনসমূহের স্বামী অগ্নি! আমরা যজ্ঞে তোমার উদ্দেশে স্তুতি করি। আমরা অন্নাভিলাষী, আমরা তোমাদ্বারা অন্ন লাভ করিব এবং মনুষ্য সেনা অভিভব করিব।

২। হব্যবাহক অগ্নি জরারহিত হইয়া আমাদিগের পিতা হউন। তিনি আমাদিগের নিকট সর্ব্বব্যাপ্ত, দীপ্তিমান্ ও দর্শনীয় হউন। (হে অগ্নি)! তুমি সুন্দর গার্হপত্যযুক্ত অন্ন প্রচুর পরিমাণে প্রদান কর, তুমি আমাদিগকে প্রচুর পরিমাণে অন্নদান কর।

৩। (হে ঋত্বিকগণ)! তোমরা মনুষ্যগণের স্বামী, কবি, শুচি, পাবক, ঘৃতপৃষ্ঠ, হোতা এবং সর্ব্ববিৎ অগ্নিকে ধারণ কর। তিনি দেবগণের মধ্যে বরণীয় (ধন) সংভক্ত করেন।

৪। হে অগ্নি! ইলার সহিত সমান প্রীতিযুক্ত হইয়া এবং সূর্য্যের রশ্মি সমূহদ্বারা যতমান হইয়া (স্তুতি) সেবা কর। হে জাতবেদা! আমাদিগের সমিধ্ সেবা কর, হব্য ভোজনের জন্য দেবগণকে আবাহন কর এবং হব্য বহন কর।

৫। তুমি পর্য্যাপ্ত, দামূনা, ও গৃহাগত অতিথির (ন্যায় পূজ্য) হইয়া আমাদিগের এই যজ্ঞে আগমন কর। হে বিদ্বান্ অগ্নি! তুমি সমস্ত শত্রুগণকে বিনাশ করতঃ শত্রুতাচরণকারীগণের ধন আহরণ কর।

৬। হে অগ্নি! তুমি (আর্য্যরূপ) স্বীয় পুত্রকে অন্ন দান করতঃ অস্ত্রদ্বারা দস্যুকে বিনাশ কর। হে বলের পুত্র! যেহেতু তুমি দেবগণকে তৃপ্ত কর, অতএব হে নেতৃশ্রেষ্ঠ অগ্নি! তুমি আমাদিগকে সংগ্রামে রক্ষা কর।

৭। হে অগ্নি! আমরা শস্ত্রদ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করিব, আমরা হব্যদ্বারা তোমার পরিচর্য্যা করিব। হে পাবক এবং কল্যাণকর দীপ্তিবিশিষ্ট অগ্নি! তুমি আমাদিগকে সকলের বরণীয় ধন দান কর, আমাদিগকে সমস্ত ধন দান কর।

৮। হে অগ্নি! আমাদিগের যজ্ঞ সেবা কর। হে বলের পুত্র, ত্রিলোক স্থিত অগ্নি! হব্য সেবা কর। আমরা দেবগণের মধ্যে সুকর্ম্মকারী হইব। তুমি আমাদিগকে তিন প্রকারে রক্ষিত সুখদ্বারা রক্ষা কর(১)।

৯। হে জাতবেদা! (নাবিক) নৌকাদ্বারা যেরূপ নদী পার করে, সেইরূপ তুমি আমাদিগের সমস্ত দুঃসহ (দুরিত) পার কর। হে অগ্নি! অত্রির ন্যায় আমাদিগের স্তোত্রদ্বারা স্তুত হইয়া আমাদিগের শরীরের রক্ষক বলিয়া অবগত হও।

১০। হে অগ্নি! আমি মর্ত্ত্য তুমি অমর্ত্ত্য। আমি স্তুতিযুক্ত অন্তরে স্তব করতঃ তোমাকে পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছি। হে জাতবেদা! আমাদিগকে সন্তান দান কর। হে অগ্নি! আমি যেন সন্তানসমূহদ্বারা অমরত্ব লাভ করিতে পারি(২)।

১১। হে জাতবেদা অগ্নি! তুমি যে সুকর্ম্মকৃৎ ব্যক্তির প্রতি কৃপাবলোকন কর, সেই যজমান, অশ্বযুক্ত, পুত্রযুক্ত, বীর্য্যযুক্ত ও গোযুক্ত অক্ষয় ধন লাভ করে।

---

(১) বাতিকাদি ভেদে তিন প্রকার বরণীয় সুখের দ্বারা অথবা ত্রিতলবিশিষ্ট গৃহের দ্বারা। সায়ণ।

(২) অর্থাৎ সন্ততির অবিচ্ছেদরূপ অমরত্ব লাভ করিতে পারি। সায়ণ।

৫ সূক্ত।

আপ্রী দেবতা। বসুশ্রুত ঋষি।

১। অগ্নি, জাতবেদা এবং দীপ্তিমান্ সুসমিদ্ধ (নামক অগ্নিকে) প্রভূত ঘৃত হোম কর।

২। নরাশংস (নামক অগ্নি)(১) এই যজ্ঞ প্রদীপ্ত করুন। তিনি অহিংসনীয়, কবি এবং মধুর হস্তবিশিষ্ট।

৩। হে ঈলিত অগ্নি! আমাদিগের রক্ষার জন্য বিচিত্র এবং প্রিয় ইন্দ্রকে সুখকর রথে করিয়া এই যজ্ঞে আনয়ন কর।

৪। (হে অগ্নিরূপ বর্হিঃ)! তুমি ঊর্ণার ন্যায় মৃদুভাবে বিস্তৃত হও। স্তোতাগণ স্তুতি করিতেছে। হে দীপ্ত (বর্হিঃ)! তুমি আমাদিগের ধন-প্রদ হও।

৫। হে সুগমন সাধিকা (অগ্নিরূপ) দ্বারাভিমানিনী দেবীগণ! তোমরা উদ্ঘাটিত হও, আমাদিগের রক্ষার জন্য যজ্ঞ সম্পূর্ণ কর।

৬। আমরা সুরূপা, অন্নবর্দ্ধয়িত্রী, মহতী ও যজ্ঞের মাতৃস্বরূপা (অগ্নিরূপ) রাত্রি ও উষা দেবীকে স্তুতি করি।

৭। হে (অগ্নিরূপ) দৈব্য হোতৃদ্বয়! তোমরা স্তুত হইয়া বায়ু পথে গমন করত আমাদিগের যজমানের এই যজ্ঞে আগমন কর।

৮। (অগ্নিরূপ) ইলা, সরস্বতী ও মহী দেবীত্রয় সুখ উৎপন্ন করেন, তাঁহারা হিংসাশূন্য হইয়া কুশোপরি উপবেশন করুন।

৯। হে (অগ্নিরূপ) ত্বষ্টাদেব! তুমি পুষ্টিকরণে ব্যাপ্ত। তুমি সুখকর হইয়া এই যজ্ঞে আগমন কর। অনন্তর তুমি নিজে প্রত্যেক যজ্ঞে আমাদিগকে উৎকৃষ্টরূপে রক্ষা কর।

(১) এই সূক্তটী অত্রিয়বংশীয়গণের আপ্রী সূক্ত, সুতরাং ইহাতে নরাশংসের উল্লেখ আছে, তনূনপাতের উল্লেখ নাই। ১। ১৪২ সূক্তের প্রথম টীকা দেখ।

১০। হে (অগ্নিরূপ) বনস্পতি! তুমি যেখানে দেবগণের গুহ্যরূপ আছে বলিয়া জান, সেই খানে হব্য প্রেরণ কর।

১১। এই হব্য অগ্নিকে ও বরুণকে স্বাহা প্রদত্ত; ইন্দ্র ও মরুৎগণকে স্বাহা প্রদত্ত; দেবগণকে স্বাহা প্রদত্ত।

---

৬ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। বসুশ্রুত ঋষি।

১। যিনি নিবাসপ্রদ এবং যাঁহাকে ধেনুগণ, শীঘ্রগামী অশ্বগণ ও নিত্য প্রবৃত্ত হব্যদাতাগণ নিজ নিজ গৃহের ন্যায় আশ্রয় করে, আমি সেই অগ্নিকে স্তুতি করি। হে অগ্নি! স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।

২। যিনি নিবাসপ্রদ বলিয়া স্তুত হয়েন, যাঁহার নিকট ধেনুগণ সমাগত হয়, দ্রুতগামী অশ্বগণ সমাগত হয় এবং সুজাত মেধাবীগণ সমাগত হয়, তিনি অগ্নি। (হে অগ্নি)! স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।

৩। সকলের দর্শক অগ্নি যজমানকে অন্নযুক্ত (পুত্র) দান করেন, অগ্নি প্রীত হইয়া সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত ও বরণীয় ধন (দানের জন্য) গমন করেন। (হে অগ্নি)! স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।

৪। হে দেব অগ্নি! তুমি দীপ্তিমান্ ও জরারহিত। তুমি আমার তোমাকে সর্ব্বতোভাবে প্রদীপ্ত করি। তোমার সেই মহতী দীপ্তি দ্যুলোকে প্রদীপ্ত হয়। স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।

৫। হে দীপ্তিসমূহের স্বামী, আহ্লাদক ও (শত্রুগণের) বিনাশক, প্রজাপালক এবং হব্যবাহক অগ্নি! তুমি দীপ্ত, তোমার উদ্দেশে মন্ত্র সহিত হব্য প্রদত্ত হয়। স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।

৬। এই সকল অগ্নি (গার্হপত্যাদি) অগ্নিতে সমস্ত বরণীয় (ধন) পোষণ করে। ইহারা প্রীতি দান করে, ইহারা (চতুর্দ্দিকে) ব্যাপ্ত হয় এবং ইহারা অনবরত অন্ন ইচ্ছা করে। (হে অগ্নি)! স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।

৭। হে অগ্নি! তোমার সেই রশ্মিসমূহ অত্যন্ত অধিক অন্নযুক্ত হইয়া বর্দ্ধিত হউক, তাহারা পতনের দ্বারা খুরযুক্ত গোযূথ সমূহ ইচ্ছা করে(১)। (হে অগ্নি)! স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।

৮। হে অগ্নি! আমরা তোমার স্তোতা। তুমি আমাদিগকে নূতন গৃহযুক্ত অন্ন দান কর। আমরা যেন তোমাকে প্রত্যেক যজ্ঞগৃহে অর্চ্চনা করতঃ তোমাকে দূতরূপে লাভ করিতে পারি। স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।

৯। হে প্রীতিদায়ক (অগ্নি)! তুমি ঘৃতপূর্ণ দর্বীদ্বয়(২) মুখে গ্রহণ করিতেছ। হে বলের পতি! তুমি যজ্ঞে আমাদিগকে ফলদ্বারা পূর্ণ কর। স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।

১০। এই প্রকারে লোকে ক্রমান্বয়ে স্তুতি ও যজ্ঞের সহিত অগ্নির নিকট গমন করে এবং তাহাকে স্থাপন করে। তিনি আমাদিগকে পুত্র পৌত্রাদি এবং দ্রুতগামী অশ্ব দান করেন। হে (অগ্নি)! স্তোতাগণের জন্য অন্ন আহরণ কর।

---

৭ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ইষ ঋষি।

১। হে সখা (ঋত্বিকগণ)! তোমরা যজমানগণের জন্য অত্যন্ত বৃদ্ধ, বলের পুত্র এবং বলশালী অগ্নির উদ্দেশে অর্চ্চনা যোগ্য অন্ন ও স্তুতি প্রদান কর।

২। ঋত্বিকগণ যাঁহাকে লাভ করিয়া প্রীত হয়েন, যজ্ঞগৃহে যাঁহাকে পূজা করতঃ প্রদীপ্ত করেন এবং (যাঁহার জন্য) জন্তু সকল উৎপাদন করেন, সে (অগ্নি) কোথায়?।

৩। যখন আমরা (অগ্নিকে) অন্ন প্রদান করি এবং যখন তিনি হব্য গ্রহণ করেন, তখন তিনি দীপ্তিমান্ বলে যজ্ঞের রশ্মি গ্রহণ করেন।

---

(১) অর্থাৎ হোম আকাঙ্ক্ষা করে। সায়ণ।

(২) স্রুক ও জুহু। সায়ণ।

৪। যখন পাবক, অন্নারহিত অগ্নি বনস্পতি সমূহকে দগ্ধ করেন, তখন তিনি রাত্রিকালেও দূরস্থিত ব্যক্তিকে প্রজ্ঞাপিত করেন।

৫। অগ্নির পরিচর্য্যা কার্য্যে লোকে করিত ঘৃতসকল শিখাসমূহে প্রক্ষেপ করে এবং পুত্র যেরূপ পিতার অঙ্কে আরোহণ করে, সেইরূপ (ঘৃত ধারা) ইঁহার উপর আরোহণ করে।

৬। যজমান অগ্নিকে অনেকের স্পৃহণীয় ও সকলের ধারক, অন্নের আস্বাদক ও যজমানের নিবাসপ্রদ বলিয়া জানেন।

৭। তিনি তৃণচ্ছেদক পশুরন্যায় নির্জ্জল এবং তৃণপূর্ণ প্রদেশ ছেদন করেন। তিনি সুবর্ণ শ্মশ্রু বিশিষ্ট, উজ্জ্বল দন্ত, মহান্ এবং অপ্রতিহত বল সম্পন্ন।

৮। যাঁহার নিকট লোকে অত্রির ন্যায় গমন করে, যিনি কুঠারের ন্যায় (বৃক্ষাদি নাশ করুন), সেই অগ্নি দীপ্ত। যিনি অন্ন গ্রহণ করেন এবং যিনি (জগতের) উপকারক, মাতা অরণি সেই অগ্নিকে প্রসব করিয়াছেন।

৯। হে হব্যভোজী অগ্নি! তুমি সকলের ধারক (আমাদিগের স্তুতি হইতে) তোমার সুখ হয়। তুমি স্তোতাগণকে [illegible] দান [illegible] অন্ন দান কর, এবং অন্তঃকরণ দান কর।

১০। হে অগ্নি! এই প্রকারে অন্যের অক্রুদ্ধ [illegible] ঋষি তোমারদত্ত পশু গ্রহণ করে। (যাহারা অগ্নিকে (অন্ন) দান করে না, সেই দস্যুদিগকে অত্রি পুনঃ পুনঃ অভিভূত করুন,) বিরোধিদিগকে পুনঃ পুনঃ অভিভূত করুন।

---

৮ সূক্ত।

অগ্নি দেবতা। ইষ ঋষি।

১। হে বলকর্ত্তা অগ্নি! তুমি পুরাতন। পুরাতন যজ্ঞকারীগণ আশ্রয়লাভের জন্য তোমাকে সম্যক্‌রূপে প্রদীপ্ত করে। তুমি অত্যন্ত প্রীতিদায়ক, যাগযোগ্য, বহু অন্নবিশিষ্ট, দানযুক্ত, গৃহপতি এবং বরণীয়।

২। হে অগ্নি! যজমানগণ তোমাকে গৃহস্বামি রূপে স্থাপিত করেন। তুমি অতিথির (ন্যায় পূজ্য), পুরাতন, দীপ্তশিখাবিশিষ্ট, প্রভূতকেতুবিশিষ্ট, বহুরূপ, ধনদাতা, সুখপ্রদ, সুরক্ষক এবং জীর্ণ (বৃক্ষ সমূহের) ধ্বংসকারী।

৩। হে সুন্দর ধনবিশিষ্ট অগ্নি! মনুষ্যগণ তোমাকে স্তুতি করে। তুমি হোমবিৎ, বিবেচক, রত্নদাতাগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, গুহাস্থিত, সকলের দর্শনযোগ্য, প্রভূত ধ্বনিযুক্ত, যজ্ঞকারী এবং ঘৃত গ্রাহক।

৪। হে অগ্নি! তুমি সকলের ধারক। আমরা বহু প্রকার স্তোত্র ও নমস্কার দ্বারা স্তুতি করতঃ তোমার নিকট উপস্থিত হইতেছি। তুমি আমাদিগকে (ধন প্রদান করিয়া) প্রীত কর। হে অঙ্গিরার পুত্র অগ্নিদেব! তুমি সম্যক্‌রূপে প্রদীপ্ত হইয়া শিখার সহিত যজমানের অন্নের দ্বারা প্রীত হও।

৫। হে অগ্নি! তুমি বহুরূপযুক্ত হইয়া সমস্ত যজমানকে পুরাকালের ন্যায় অন্ন দান করিতেছ। হে বহুলোকের স্তুতিযোগ্য! তুমি স্বীয়বলে প্রভূত অন্নের স্বামী। তুমি দীপ্তিমান্‌, তোমার দীপ্তি (অন্যের) অধৃষ্য।

৬। হে যুবতম অগ্নি! তুমি সম্যক্‌রূপে প্রদীপ্ত হইলে দেবগণ তোমাকে হব্যবাহক দূত করিয়াছিলেন। (দেবগণ ও মনুষ্যগণ) প্রভূত বেগশালী, ঘৃতযোনি, আহূত অগ্নিকে বুদ্ধিপ্রেরক, দীপ্ত চক্ষু স্বরূপ ধারণ করিয়াছিলেন।

৭। হে অগ্নি! তুমি আহূত হইলে পুরাতন সুখাভিলাষী ব্যক্তিগণ তোমাকে সুন্দর কাষ্ঠ দ্বারা প্রদীপ্ত করে। তুমি বর্দ্ধিত ও ওষধিসমূহে সিক্ত হইয়া পার্থিব অন্ন ব্যক্ত করতঃ অবস্থান কর।



